শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

শ্রীশ্রীরাধাব্রজেন্দ্রনন্দনের নৈশলীলা স্মরণ কীর্ত্তনের পদ্ধতি।

রাগানুগীয়ভজনের পন্থা প্রদর্শক—

সুরসিক পণ্ডিতাগ্রণী, সুবিখ্যাত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও বিরচিত।

ভক্তি শাস্ত্রের অদ্বিতীয়-ব্যাখ্যাতা, কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশাবতংস

পণ্ডিতসমাজ চূড়ামণি শ্রীবৃন্দাবন নিবাসী—

পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীল শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী প্রভুপাদের

কৃপা প্রসূত নিত্যলীলাগত সুপণ্ডিত—

৺ শ্রীকৃষ্ণপদ দাস বাবাজি মহাশয়

কৃত আস্বাদন—দিগদর্শিনী ব্যাখ্যায় সম্পাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণম্।

শ্রীনিতাইপদ দাসেন প্রকাশিতম্।

শ্রীগ্রন্থমেতৎ তৎসকাশাদ্ প্রাপণীয়ম্

গোপীনাথ বাগ—

শ্রীধাম বৃন্দাবন।

১৩৩৭ সাল।

[illegible]

PRINTED BY
N. B. Majumdar.
AT THE
MAJUMDAR PRESS.
100, Upper Chitpur Road, Calcutta

নিবেদন

এই গ্রন্থের ব্যয় সমগ্রই নিত্যলীলাগত সুপণ্ডিত ৺ শ্রীকৃষ্ণপদ দাস বাবাজি মহাশয়ের সেবিত শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্র ও শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামসুন্দরের সেবাকার্য্যের নির্ব্বাহক হইবে।

সুতরাং এই গ্রন্থ দানপ্রার্থী কাহারও আশা পূরণ করিতে পারা যাইবে না। মহানুভব শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজগোপাল আঢ্য মহাশয় কলিকাতা ৩৭নং তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট্ নিবাসী এই গ্রন্থ মুদ্রণের সানুকূল্য ব্যয় প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্র ও শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সেবার আনুকূল্য করিয়াছেন।

প্রণত —

শ্রীনিতাইপদ দাস।

প্রথম সংস্করণের—

উৎসর্গ-পত্র।

স্বাভাবিকভক্তিপ্রভায় প্রদীপ্ত, মনোনয়নাভিরাম-পবিত্রবিগ্রহ

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত কুল-ভূষণ অর্চ্চনীয় চরণ—

শ্রীশ্রীযুক্ত প্রভুপাদ সীতানাথ গোস্বামী, মহোদয়েষু।

পূজ্যপাদ সেজদাদা প্রভো!

আপনার দর্শনে, স্মরণে ও গুণ-কীর্ত্তনে এ নরাধমের যেরূপ আনন্দ হয় তাহা প্রকৃতই অসাধারণ।

(১) এমন অল্পবয়সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত ত্রিবিধ-তপস্যায় সিদ্ধ স্বভাব, অর্থাৎ অনুদ্বেজক, সত্য, প্রিয় এবং হিতজনক বাক্যবাদী, বিদ্যাভ্যাস-নিষ্ঠ, দেব দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞের যথা বিহিত পরিপূজক, সারল্য শৌচ ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা পরায়ণ; প্রসন্ন মানস, অক্রূর এবং মৌন, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও ভাব সংশুদ্ধি বিশিষ্ট হওয়া যে আজিকার দিনেও সম্ভব, আপনার শ্রীচরণ দর্শনের পূর্ব্বে একথা মনেই উদয় হইত না।

(২) রস-স্বরূপ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের এবং ব্রজাঙ্গনা-কুল-মণি শ্রীবৃষভানু রাজনন্দিনীর শ্রীচরণে আপনার স্বতঃ সিদ্ধ সাহজিক প্রেমের প্রভাবে, তাঁহাদের অপ্রাকৃত পবিত্র মাধুরী-লীলা, স্বকীয় জড়াতীত অপূর্ব্ব স্বরূপে—সর্ব্বদা আপনার হৃদয়ে সমুদিত এবং সেইজন্য আপনি এই "গীত চিন্তামণি" গ্রন্থের রসাস্বাদনে মহোল্লাস প্রাপ্ত হন এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে গ্রন্থ মুদ্রনার্থ নিরন্তর আগ্রহান্বিত।

(৩) আচার্য্য-শক্তির পূর্ণাদর্শ, নিখিল গুণ-রত্নালয় পরম করুণাবতার আপনার পরম পূজনীয় পিতা প্রভুপাদের—যে অসাধ্য-সাধনকারী অবিচারিত করুণার প্রভাবে—মাদৃশ রস-বোধ বিহীন নর-পশুর দ্বারা রস-নির্য্যাসের সম্পুট এই শ্রীগ্রন্থের আস্বাদন-দিগদর্শিনী টিপ্পনি বিলিখিত হইয়াছেন সে অলৌকিক কৃপার মহিমানুভবেও আপনিই উপযুক্ত অধিকারী।

অতএব শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতিপূর্ণান্তরে এই শ্রীগ্রন্থখানি আপনার পবিত্র কর-কমলে সমর্পণ করিলাম।

প্রণত—

গ্রন্থ সম্পাদক।

গীতের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

সংক্ষিপ্ত কথার অর্থ।

'পঃ সঃ'—পদামৃত সমুদ্র। 'পঃ কঃ তঃ'—পদকল্পতরু। 'কালীবাবু'—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সম্পাদিত বিদ্যাপতি গ্রন্থ। 'সঃ সাঃ সং'—সঙ্গীতসারসংগ্রহ।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের গান।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে। শাখা।	পদকল্পতরুতে। পল্লব।	পদকল্পতরুতে। পদের নম্বর।	
অনুখন কোনে	আক্ষেপানুরাগ	৪৯	৩	১১	৪০	ক
অনধিগন্তাক	ব্যাধিদশা	৫৩	১	৭	১৭২	
অপরূপ হেম	গৌরচন্দ্রের রূপ	৯৩	৪	১৮	১৮	খ
অঙ্গনে আওব	ভাবোল্লাস	১০৫	৪	১২	৬	গ
অবনত বয়নী	সংক্ষিপ্ত-নবোঢ়া	১১৫	১	৮	৩৩	
অলখিতে হাম	কৃষ্ণের অনুরাগ	২৪১	১	৮	৩	ঘ
অরুণ কমল	প্রার্থনা	৩১২	৪	৩৬	৮৬	
অপরূপ গোরা	গৌরচন্দ্র মাধুরী	৩২৯	৪	৩৩	১৯	
অরুণ বসনে	নিত্যানন্দের রূপ	৪০১	৪	২২	৩৮	
অভিনব নীল	রাসারম্ভে বন্দনা	৪৬৪	১	১	২০	ঙ
অপরূপ বিরহ	কৃঃ বিরোহত্তাপ	১৪২	০	০	০	
অপরূপ পেখলু	কৃষ্ণের অনুরাগ	৪০৩	১	১	৬	চ
আরে মোর নিতাই	নিত্যানন্দ মহিমা	৯	৪	২২	১	

ক পঃ সঃ ৪২২ পৃঃ। খ পঃ সঃ ৪২৯ পৃঃ। গ পঃ সঃ ৩৭৯ পৃঃ।

ঘ পঃ কঃ তঃ পূর্ব্বরাগে। ঙ সঃ পঃ ২১০ পৃঃ। চ পঃ কঃ তঃ পূর্ব্বরাগে।

গীতের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের গান।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে।			
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।	
আওলি দূতী	মুগ্ধার অভিসার	১৭	০	০	০	
আজু শ্যাম পেখলুঁ	দূতীর চাতুরী	২৮	০	০	০	
আবেশে অবশ	গোরাঙ্গের আবেশ	৩৪	৪	১৭	২৩	
আজু পেখলুঁ নন্দ	সখীর দৌত্য চাতুরী	৪০	০	০	০	
আওরি সহচরী	ঐ ঐ	৫২	০	০	০	
আজু সাজলি	মুগ্ধার অভিসার	৫৬	০	০	০	
আজল মাধব	'সম্পূর্ণ' নবোঢ়া	৮১	০	০	০	
আরে মোর আরে	নিত্যানন্দ মহিমা	১৩৭	৪	২২	১৪	
আজু পেখলুঁ	কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ	১১	১	৮	১১	
আজু কি কহব	মধ্যার অভিসার	১৫৮	০	০	০	
আকুল অলক	বিপরীত বিহার	১৭১	০	০	০	ক
আচরে মুখ	রাধার উন্মাদতা	১৭৯	১	৭	৪৩	খ
আজু কাননে	মধ্যার 'সম্পূর্ণ'	১৯৭	০	০	০	
আরে ভাই! নিতাই	নিতাই মহিমা	২০৩	৪	২২	৩২	গ
আধ বদন ছোলি	কৃষ্ণের রূপানুরাগ	২০৬	০	০	০	
আজুরসে বাদর	যুগল মিলন	২১১	৩	২৪	৮৬	ঘ
আদর বাদর	মানের ধীরমধ্যা	২২৮	২	৭	২৫	ঙ
আকুল কুটিল	স্বাধীন ভর্তৃকা	৩১০	৪	৩০	২৬৩	চ
আরে মোর আরে	নিতাই মহিমা	৩৩১	৪	২২	১২	ছ
আরে মোর আরে	ঐ হাটপত্তন	৩৮৮	৮	২২	২০	জ

ক পঃ সঃ ২৩৩ পৃঃ। খ পঃ সঃ ৬২ পৃঃ। গ পঃ কঃ তঃ "ওরে ভাই" বলিয়া আরম্ভ। ঘ পঃ কঃ তঃ রসে। ঙ পঃ কঃ তঃ পরিচ্ছায় এবং পঃ সঃ ১৭৩ পৃঃ। চ পঃ সঃ ৪৭৪। ছ জ্ঞানদাস কৃত।

জ বলরামদাস কৃত এবং "পহু মোর" হইতে পাঠে পঃ কঃ তঃ আরম্ভ।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের গান।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে।*			
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।	
আজু পেখলু	বিভ্রম	৩৯৫	০	০	০	
আগে পাছে মোরা	রূপানুরাগ	৪১৭	৩	১০	২১	
আওয়ে কুসুমে	কৃষ্ণের রূপোল্লাস	৪১৩	০	০	০	
আর কত সাধ	মানে সখী-প্রবোধ	৩৬৭	২	১৭	৫	
ইহা নব বকুল	সখীকে কৃষ্ণের দৈন্য	৪৩৩	০	০	০	
উজোর শশধর	বিপ্রলব্ধার দূতী	২৮৩	২	৮	১৪	ক
উজোর রাতি	বাসক সজ্জা	৩৫৩	২	৮	৬	খ
ঋতুপতি রাতি	উৎকণ্ঠিতা	২৮০	২	৮	১০	গ
ঐ ঐ বিরহ	বিপ্রলব্ধার দূতী	১১৩	২	৮	১৬	ঘ
এ সখি এ সখি	মুগ্ধা অভিসারিণী	১৮	০	০	০	ঙ
এ সখি কি পেখলু	রূপানুরাগ	৬৩	০	০	০	চ
একে কুলবতী	আক্ষেপানুরাগ	৬৪	৩	১১	১৪২	
এমন নিতাই	নিতাই মাধুরী	৭৩	০	০	০	
এ সখি অব সব	প্রেমোৎকর্ষ ব্যাখ্যা	১৯১	০	০	০	
এ হরি এ হরি কর	রাধা বিরহে দূতী	২০৮	০	০	০	
এনা কথা তোমা	কৃষ্ণের বিরহে দূতী	২১১	০	০	০	
এ কানু এ কানু	রাধার রূপমাধুরী	২৩২	০	০	০	
এ কানু এ কানু	রাধার রূপমাধুরী	৩৪২	০	০	০	
এ সখি বিধি কি	কৃষ্ণের প্রেমোৎকণ্ঠা	২৪৩	১	৮	২৪	
এ সখি রমণী	রাধা সখীর সান্ত্বনা	২৮২	০	০	০	

ক পঃ সঃ ১৫ পৃঃ দেখ, "মাধব মনমথ" পাঠে পঃ কঃ তঃ আরম্ভ।

খ পঃ সঃ ১৫০ পৃঃ। গ পঃ কঃ তঃ আরম্ভ "মধুঋতু রজনী" পাঠে।

ঘ পঃ সঃ ১৫৯ পৃঃ। ঙ কালীবাবুর বিদ্যাপতি ৭৩ পৃঃ।

চ কালীবাবুর বিদ্যাপতি ৪৪ পৃঃ দেখ।

গীতের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের গান।	গ্রন্থের পৃষ্ঠা।	পদকল্পতরুতে।			
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।	
এ ধনি এ ধনি	স্বাধীন ভর্তৃকা	৩১১	৪	৩০	২৬৬	ক
এ ধনি পদ্মিনী	অভিসারানন্দ	৩৩৮	৩	১৪	১৩	
ও ধনি পদ্মিনী	মুগ্ধার স্বরত বাম্য	৫৭	১	৩	১৩	খ
ও নব জলধর	যুগল রূপ	৩৬২	৩	৮	৩	গ
কতই মনোরথ	মুগ্ধার লজ্জাসঙ্কোচ	৪১	০	০	০	
কবরী ভয়ে	কৃষ্ণের রসরঙ্গোক্তি	৪২	৩	২৫	৫৬	ঘ
কত কত এ সখি	সখীর পরিহাস	৬৪	০	০	০	
কত পরি ধসি	মানে কৃষ্ণের দৈন্য	১৩১	২	১৭	২৯	ঙ
কত পরি ধসি	মানে কৃষ্ণের দৈন্য	২৯৯	০	০	০	
কঞ্জ চরণ যুগ	অভিসারে রাধারূপ	১৪৪	৩	১৪	৯	চ
কত এ কলাবতী	কৃষ্ণের রাধৈক লালসা	২৪৪	১	৩	৯	ছ
করতলে কুমকুমে	স্বাধীন ভর্তৃকা	২৫১	৪	১৪	১৫	জ
কপটক কন্দ	উৎকণ্ঠিতা	৩৫৪	০	০	০	
কণ্টক মাঝে	মানিনীকে প্রবোধ	৩৭৯	০	০	০	ঝ
কবে সে হইবে	কৃষ্ণের অত্যুৎকণ্ঠা	৪০৭	১	৮	২২	ঞ
কমল বয়না	অভিসারের শোভা	৪৩৬	০	০	০	
কদম্ব তরুর	বন-বিহার, রাস	৪৭১	৩	১৫	১২	ট
কাহে ডরসি	মুগ্ধাকে প্রতারণা	২০	০	০	০	

ক পঃ সঃ ৪৭৫। খ পঃ কঃ তঃ আরম্ভ "একে ধনি" ও পঃ সঃ ১২৮ পৃঃ —"বালা বিলাসিনী" পাঠে আরম্ভ। গ পঃ সঃ ২৩১ পৃঃ। ঘ পঃ কঃ তঃ দান লীলায়। ঙ পঃ কঃ তঃ আরম্ভ "চাহ মুখ তুলি"। চ পঃ সঃ ৪৬২ পৃঃ। ছ পঃ সঃ ১১০ পৃঃ। জ পঃ কঃ তঃ আরম্ভ "ধনি ধনি রমণি।" ঝ কালীবাবুর ২৫ পৃঃ। ঞ "আর কবে হবে" পঃ কঃ তঃ আরম্ভ। ট পঃ সঃ ২৩০ পৃঃ।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের গান।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে। শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।	
কানু হেরব	মুগ্ধার আক্ষেপ	৮৭	০	০	০	ক
কাহে কানু ঘন	রূপানুরাগ	৯৭	১	১০	১	খ
কানুকো সন্দেশে	উৎকণ্ঠিতা	১০৯	২	৭	১০	গ
কাঞ্চন গোরী	রাধার জড়িমা	২৬২	১	৭	৩৫	ঘ
কালিন্দী তীর	রাস	৪৫৪	৩	২৪	১৬	ঙ
কাঞ্চন মণি	রাস	৪৭৩	৩	২৪	৬	চ
কিবা রূপে কিবা	রাধার আক্ষেপ	৫০	৩	১১	১২৫	ছ
কি কহব রে	মুগ্ধার মিলন	৫৮	১	৫	১৪	জ
কি হেরিনু ওগো	গৌরাঙ্গ মহিমা	৬০	০	০	০	
কিয়ে চন্দ্রাবলী	উৎকণ্ঠিতা	১০৬	২	৭	১৩	ঝ
কিয়ে গুরু গর	অনুরাগ	১৮৯	০	০	০	ঞ
কি পেখলু	রূপানুরাগ	২১৭	০	০	০	
কি কহব মাধব	চিন্তা-দশা	২৩৩	৪	১১	৮	ট
কিবা সে দোহার	বিপরীত কেলী	২৪৯	৩	১২	৮	
কিয়ে হিমকর	কৃষ্ণের প্রৌঢ়োদ্বেগ	৩৩৫	১	৮	২৯	ঠ
কি কহব রাই	জ্যোৎস্নাভিসার	৩৫০	০	০	০	
কি পেখলু রে	অপূর্ব্ব কেলী	৩৬১	৩	৮	১৪	ড
কিং বিতনোসি	অভিসারোৎকণ্ঠা	৪৬৫	০	০	০	ঢ

ক কালীবাবুর ৪৩ পৃঃ। খ পঃ কঃ তঃ রসোদগারে। গ পঃ সঃ ১৬০ পৃঃ। ঘ পঃ সঃ ৫৬ পৃঃ। ঙ পঃ সঃ ২২৮ পৃঃ। চ পঃ সঃ ২২৪ পৃঃ। ছ "মনের মরম কথা" পঃ কঃ তঃ আরম্ভ। জ "অভিনব গৌরী" পঃ কঃ তঃ আরম্ভ। ঝ গীতাবলী ২৭নং গান। ঞ পঃ সঃ ২৪৯ পৃঃ। ট পঃ সঃ ৩৩৭ পৃঃ। ঠ পঃ সঃ ১১২ পৃঃ। ড পঃ সঃ ৪৭০ "দেখ সখি" পাঠে ও পঃ কঃ তঃ পেখনু পাঠে আরম্ভ। ঢ গীতাবলী ১৮নং গান।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের গান।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে।			
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।	
কি কহব তোহারি	কৃষ্ণের প্রৌঢ়দ্বেগ	৪২০	০	০	০	
কুন্দন কনয়া	গৌরচন্দ্রের মহিমা	২৩	৪	২০	৩১	ক
কুসুমাবলীভি	বাসকসজ্জা	১০৪	২	৭	৬	খ
কুচপর ধরল	সম্ভোগ	১১৭	১	৭	৫৯	
কুন্দকুসুম	জ্যোৎস্নাভিসার	৪০৯	২	৮	২	
কুঞ্জ ভবন	রাসলীলা	৪৫৬	০	০	০	গ
কেলী বিপিনং	অভিসার	১০৩	০	০	০	ঘ
কে মোরে মিলাঞা	চিন্তোদ্বেগ দশা	২৮২	৪	৮	১২	ঙ
কেশ কুটিল	নাগরের বৈদগ্ধি	৩৭৭	০	০	০	
কেশের বেশে	গৌরাঙ্গের মাধুরী	৪০১	৪	১৭	২৭	
কোমল শশি	রাসলীলা	৪৬৭	৩	২৪	২৪	চ
খনে খনে	রাধার বয়ঃসন্ধি	১৫	১	৮	১৭	ছ
খঞ্জন গঞ্জন	নিতাই মাধুরি	২২৯	৪	২২	৯	জ
গোবিন্দের অঙ্গে	গৌরচন্দ্রের রূপ	৭২	৪	১৮	১৪	ঝ
গোর দেহ স্বচারু	বিপরীত বিলাস	২১০	৩	১৫	১৮	ঞ
গোরা দয়ার	গৌরাঙ্গ মহিমা	২১০	৪	১৮	১১	
গুরুজন নয়ন	শুক্লাভিসার	২২১	৩	১৩	৮	ট

ক পঃ সঃ ৮০। খ পঃ সঃ ১৪৯। গ সঃ সাঃ সঃ ১৫০ "দেখরে সখি" আরম্ভ। ঘ জগন্নাথবল্লভ নাটক ৩ অঙ্ক ৩৭ নং। ঙ পঃ সঃ ২৯৯ ভুক্তবিরহে। চ গীতাবলী ১৬নং। ছ পঃ সঃ ৮২ "খেনে খেনে" পাঠে ও পঃ কঃ তঃ "ক্ষণে ক্ষণে" পাঠে আরম্ভ। জ পঃ কঃ তঃ "অঞ্জন গঞ্জন" পাঠে আরম্ভ। ঝ "গদাধর অঙ্গে" পঃ কঃ তঃ আরম্ভ।

ঞ পঃ সঃ ২৬৮ পৃঃ। ট পঃ সঃ ১৪১ পৃঃ।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের গান।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে।			
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।	
গোরা করুণাসিন্ধু	গৌরাঙ্গ মহিমা	২৫৭	৪	২০	৩৩	ক
গোরা হেমজলদ	গৌরাঙ্গ মহিমা	৩৮৬	০	০	০	
গৌরাঙ্গ ঠেকিল	গৌরাঙ্গ ভাববিলাস	৪১৪	৪	১৮	১৪	
গৌরাঙ্গ বিহরই	গৌরাঙ্গ ভাববিলাস	৪২৪	৪	১৮	৩৬	খ
গেলি কামিনী	কৃষ্ণের রূপানুরাগ	৪২৭	১	৩	৮	গ
ঘন ঘন নীপ	বাসকসজ্জা	২৭৯	০	০	০	ঘ
চলে নিজ পদভরে	নিত্যানন্দ মহিমা	২৫	৪	২২	২	
চম্পকদাম	কৃষ্ণের প্রৌঢ়দ্বেগ	৬৫	০	০	০	ঙ
চল চল চিঠ	মানে হরি বিদায়	১৩০	০	০	০	
চলিলা রসিক	বিপ্রলব্ধার সম্মিলন	১৮১	২	৮	১৮	চ
চম্পক শোণ	গৌরাঙ্গ মাধুরী	২১৩	১	১	৩	ছ
চন্দ্রবদনী	শুক্লাভিসার	৩৩৯	২	৭	৮	
চাঁদুর মরদ	সুরত কথামৃত	৭১	০	০	০	জ
চান্দ নেহারি	নাগরের প্রৌঢ়দ্বেগ	৩৯৩	১	৮	২৮	
চিরদিনে সো	বিপ্রলব্ধা মিলন	১১৫	০	০	০	ঝ
চিরদিনে সো	সম্পূর্ণ সম্ভোগ	৪৯৮	৪	১৪	১৪	ঞ
চুম্বনে লুবধ	বিপরীত সম্ভোগ	২২৫	০	০	০	
চূড়হি চূড়	রাধার রূপানুরাগ	২৭১	১	৮	৮	ট
চৌদিগে গোবিন্দ	গৌরাঙ্গের সঙ্কীর্ত্তন	৪৪২	২	৩	২	ঠ

ক পঃ সঃ ২১ পৃঃ ও পঃ কঃ তঃ তে "কলি তিমির পাঠে আরম্ভ।
খ পঃ কঃ তঃ আরম্ভ "কাঁচা কাঞ্চন মণি"। গ পঃ কঃ তঃ পূর্ব্বরাগে।
ঘ পঃ সঃ ১৫১। ঙ পঃ সঃ ১১৫। চ পঃ সঃ ১৬৬। ছ পঃ সঃ ১৮।
জ (আস্বাদনীতে) সঃ সাঃ সঃ ১৫। ঝ হরিবল্লভ কৃত। ঞ বিদ্যাপতি কৃত
পঃ সঃ ৩৯৮। ট পঃ সঃ ৪০ পৃঃ। ঠ "ভালভালি" পঃ কঃ তঃ আরম্ভ।

গীতের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের গান।	গ্রন্থের পৃষ্ঠা।	পদকল্পতরুতে।			
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।	
জয়রে জয়রে গোরা	গৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তন	৪৬০	১	১	২	ক
জয় জগতারণ	নিত্যানন্দ মহিমা	৮৪	১	১	৮	খ
ডাহিন নয়ন	আক্ষেপানুরাগ	৪১৯	৩	১১	৫৭	গ
ঢল ঢল সজল	স্বাভিযোগ বর্ণন	৩৯২	১	৮	৭	ঘ
তপত কাঞ্চন	গৌরাঙ্গের রূপ	২২৭	১	১০	১২	
তপন কিরণে	মানিনীকে মিনতি	৩৮০	০	০	০	
দূতি বিদূরয়	দূতীর প্রতি মানিনী	৩৭১	২	১৮	৯	ঙ
তরল নয়ন	সুরত কথামৃত	২৩	০	০	০	চ
তুয়া গুণে কুলবতী	মুগ্ধার সমর্পণ	৩২	০	০	০	
তুয়া অপরূপ	রাধার উদ্বেগ দশা	২০৭	১	৭	২৭	ছ
তুহু যদি মাধব	মাধবের প্রতি উক্তি	১১৬	২	১৭	৩৭	জ
			৪	১৬	৩৩	
তুহুঁ কুচবলিত	অভিসারে সখীবাক্য	৪৩৫	৩	১৩	৩১	ঝ
থরহরি কাঁপ	সংক্ষিপ্ত নবোঢ়া	২২	০	০	০	ঞ
দরশনে নয়ন	সম্পূর্ণ সম্ভোগ	২২৪	০	০	০	
ঢুলু ঢুলু নয়ন	কামকলা রঙ্গ	১৪৬	০	০	০	
দুহুঁ তনু এক	কুঞ্জ-বিহার	১৭০	৩	৮	৭	ট
দূর সঙ্গে নয়নে	মানিনীকে শিক্ষা	৩০৫	২	১৮	৩	

ক পঃ সঃ ১৯। খ "ডগমগ" পাঠে কোন কোন গ্রন্থে আরম্ভ।
গ "মনমথ তোহে" পঃ কঃ তঃ আরম্ভ। ঘ পঃ সঃ ৪২। ঙ গীতাবলী ১১নং।
চ (আস্বাদনীতে) সঃ সাঃ সঃ ১৫। ছ পঃ সঃ ৫২।
জ আস্বাদনীতে। ঝ গীতাবলী ২৫নং পঃ সঃ ১৩৬। ঞ কালীবাবুর ৭৪ পৃ.। ট "মলয়জ" পঃ কঃ তঃ আরম্ভ।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের গান।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে। শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।	
দৃঢ় পরিরম্ভন	প্রগল্ভার সম্ভোগ	২৩৬	০	০	০	
দেখ দেখ সোই	মহাপ্রভুর মহিমা	৭	০	০	০	
দেখ সখি অট	উৎকণ্ঠিতা	১০৮	০	০	০	ক
দেখ সখি রসিক	কেলী রস রঙ্গ	১৮৩	০	০	০	
দেখরে ভাই	নিত্যানন্দ মহিমা	১৮৮	০	০	০	
দেখ সখি নাগর	সখীর ভর্ৎসনা	২৯৭	৪	১৬	১৬	খ
দেখ দেখ সুন্দর	গৌরাঙ্গের রূপ	৩৬৪	৪	১৮	৩২	গ
দেখ দেখ নিত্যানন্দ	নিত্যানন্দ মহিমা	৩৬৫	৪	২২	১৪	
দেখ দেখ রাধা	আবেশময় সম্ভোগ	৪১১	০	০	০	
দোহে দোহানির	মিলনে প্রেমাবেশ	৯০	০	০	০	
ঐ ঐ	ঐ ঐ	৪১১	০	০	০	
দোহু মুখ সুন্দর	যুগল মাধুরী	২৫৫	২	৩	১২	ঘ
ধনিগো আজু	রাধার বয়ঃসন্ধি	১১	১	৮	১১	ঙ
ধরি সখি আচর	সংক্ষিপ্ত নবোঢ়া	২১	১	৮	৩৪	চ
ধনি ধনি চলু	অভিসারার্থ উত্তেজনা	৬৭	০	০	০	
ধনি ধনি রাধা	অভিসার মাধুরী	৬৮	০	০	০	
ধনি তুহু দূতি	দূতী বচনে উপেক্ষা	১২৫	০	০	০	
ধনি নাগর	বিপরীত বিলাস	১৪৭	৩	২৪	৮৫	ছ
ধনি ধনি রাধা	মাধবের রূপোল্লাস	১৯৫	০	০	০	
ধনি ধনি কো বিহি	ঐ ঐ	২২২	৩	১৪	৬	জ

ক পঃ সঃ ১৫৭। খ পঃ সঃ ২৩৫ পৃঃ দেখ, "মুঞি জানো" পাঠে—পঃ কঃ তঃ আরম্ভ। গ "লাখ বাণ" পাঠে পঃ কঃ তঃ আরম্ভ।

ঘ পঃ সঃ ৪৬৬। ঙ "যব গোধূলী" পাঠে পঃ কঃ তঃ আরম্ভ।

চ পঃ সঃ ১৪৯। ছ "ভরি নায়ক" পঃ কঃ তঃ আরম্ভ। জ পঃ সঃ ৪৬৩।

গীতের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের গান।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে। শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।	
ধনি চলি আওলি	কুঞ্জাভিসারে	৩০৪	০	০	০	
ধনি ধনী বনি	অভিসার মাধুরী	৩৩৬	২	৩	১০	
			৩	১৩	৮৭	
নব যৌবনী	অভিসার ও মিলন	২৪৫	৩	১৫	৩	
নাচে গোরা প্রেমে	গৌরাঙ্গের ভাব-বিকাশ	২৮৭	৪	১৮	১৯	
নারঙ্গে শুক	শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি	১৩	১	৫	৪	ক
নাচে পহু নিত্যানন্দ	নিতাইচাঁদের নৃত্য	২৮৮	৪	২২	২৫	
নিতাই মোর	নিতাইচাঁদের মহিমা	৪৫	৪	২২	২৭	
নিতি নিতি আসি	রূপানুরাগ	৭৫	১	৭	১৬	
নিরুপম কাঞ্চন	অভিসার সৌন্দর্য্য	১৫৯	৩	১৮	২৬	
নিতাই সুন্দর	নিত্যানন্দ মহিমা	২১৫	০	০	০	
নিরমল বদন	শ্রীকৃষ্ণের রূপানুরাগ	২৩১	১	৪	২	
নিতাই গুণমণি	নিত্যানন্দ মহিমা	২৪১	৩	১	২	
			৪	২২	১৫	
নিতাই করুণা	নিত্যানন্দ মহিমা	২৫৯	৪	২২	১০	
নিতাই রঙ্গিয়া	নিত্যানন্দ মহিমা	৩১৭	৪	২২	১২	
নিজ ঘর মাঝ	শ্রীরাধার লালসা	৩৪৬	১	৭	২৫	
নিশসি নেহারসি	শ্রীরাধার লালসা	৩৯১	১	৪	৪	খ
নিতাই কেবল	নিত্যানন্দ মহিমা	৪১৫	৪	২২	২১	
নিতাই চৈতন্য	গৌরনিত্যানন্দ মহিমা	৪২৫	৪	২৩	৬	
নিন্দতি চন্দন	রাধার বিরহোন্মাদ	৪২৮	০	০	০	
নীল রতন কিয়ে	রূপানুরাগ	৩৩৪	০	০	০	গ

ক পঃ সঃ ৮৪। খ পঃ সঃ ৩৩ পৃঃ পূর্ব্বরাগে। গ পঃ সঃ ৩৮ পৃঃ পূর্ব্ব-রাগে।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের গান।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে।			
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।	
নীলিম মৃগমদে	তিমিরাভিসার	৭৮	৩	১৩	৭	ক
পরিহর এ সখি	অভিসারে মুগ্ধা	৩০	১	৫	৮	খ
পশুতি দিশি	রাধার প্রৌঢ়ানন্দ	১১১	২	৭	৮	গ
পহিল সমাগম	আবেশময় বিলাস	১৬৮	২	১	১০	ঘ
পরশিতে চমকি	রস-কৌতুক	১৯৬	০	০	০	
পণ্ডিত হেরিয়া	শ্রীগৌরাঙ্গ মহিমা	২৬৭	৪	২০	৩০	
পহিলহি রাধা	বিলাস-কৌতুক	৩০৭	১	২	২২	ঙ
পূরবে গোবর্দ্ধন	নিত্যানন্দ মহিমা	১২০	৪	২২	১৮	
পূরতে বিপিন	শুক্লাভিসার	৩৯৬	০	০	০	
প্রেমে মত্ত মহাবলী	নিত্যানন্দ মহিমা	৩৫	৪	২২	২৬	
প্রেমরতন খনি	সোদ্বেগে অভিসার	৮৯	০	০	০	
প্রেম আগুনি	দূতীর মুখে অনুরাগ	১২৩	২	১৯	২	
প্রেমেমত্ত নিত্যানন্দ	নিত্যানন্দের প্রেম	১৫১	৪	২২	৩৫	
প্রেমকো কাহিনী	মাধবের রাধাপ্রেম	১৫৫	০	০	০	
প্রেমকো সাগর	সম্মিলন কেলীবিলাস	৩৫৯	০	০	০	
পৈঠলী কেলী	সম্মিলনানন্দ	৪২১	০	০	০	
স্ফুরদিন্দীবর	রাসবিহারীর জয়	৪৬৯	০	০	০	চ
বরণি না হয়	শ্রীকৃষ্ণের রূপ	৪৭	৪	২৭	৩৬	
			২	১	৩	ছ

ক পঃ সঃ ১৪১ পৃঃ। খ পঃ সঃ ১২২ পৃঃ এবং গীতগোবিন্দ ১২নং।

গ পঃ সঃ ১৫২ পৃঃ এবং গীতগোবিন্দ ১২নং। ঘ পঃ সঃ ৪৬৯।

ঙ পঃ কঃ তঃ নবোঢ়াতে এবং খঃ সঃ ৭০ পৃঃ। চ গীতাবলী ১৯নং।

ছ "বিকচ সরোজ" পাঠে পঃ কঃ তঃ আরম্ভ পঃ সঃ ৩২ পৃঃ।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের গান।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে।			
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।	
বহতি মলয়	মানিনীর সখ্যুক্তি	১৫৬	৪	১৬	২২	ক
বদসি যদি	মানিনীকে অনুনয়	২৯১	২	১৩	১৬	খ
বদন না কর	বিপ্রলব্ধার প্রতি	১১৬	২	২১	৮	গ
বালি বিলাসিনী	সংক্ষিপ্ত সম্পূর্ণ-সন্ধি	৭০	০	০	০	
বাসিত বারি	বাসকসজ্জা	৩৫২	২	৮	৫	ঘ
বাজত ডম্ফ	রাসলীলা	৪১৫	৩	২৪	১৪	
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি	গৌররূপ	৪৪	০	০	০	
বিরহ ব্যাকুল	রাধা বিরহে দশা	১২৬	২	১৭	৮	ঙ
বিমল হেম	গৌরাঙ্গের ভাবাবেশ	১৪৯	২	৫	১	চ
বিরলে বসিয়া	গৌরাঙ্গের বিরহ	১৭৩	৪	৮	২	
ঐ	ঐ	৩৪৪	৪	৮	২	
বিগলিত চিকুর	বিপরীত বিহার	১৮৪	১	১৫	১৭	ছ
বিনোদিনী কনক	তিমিরাভিলাস	১৯৪	৩	১৩	৪১	
বিরচিত চাটু	মানিনীকে প্রবোধ	৩০০	২	১১	৭	জ
বিষম বিশিখ	মানান্তে মিলন	৩৮১	০	০	০	
বিপিনে মিলল	রাসে উপেক্ষাভঙ্গী	৪৪৮	৩	২৪	৪	
বুঝিব ছলল	নায়ক-শিক্ষা	৮০	০	০	০	
বৃন্দা বিপিনে	অভিসারে মিলন	৪৩৮	০	০	০	

ক গীতগোবিন্দ ১০নং। খ গীতগোবিন্দ ১৯নং। গ আস্বাদনীতে ; পঃ পঃ ২০৪ পৃঃ। ঘ পঃ সঃ ১৫০। ঙ "বিমোহে" পঃ কঃ তঃ আছে। চ পঃ সঃ ২০ পৃঃ। ছ পঃ সঃ ২৩৪। জ গীতগোবিন্দ ২০নং।

গীতের আরম্ভাংশ ।	কোন্ রসের গান ।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক ।	পদকল্পতরুতে ।			
			শাখা ।	পল্লব ।	পদের নম্বর ।	
রস পরিপাটী	গৌরাঙ্গের ভাব	৩১৫	৪	২০	২০	ক
রমণি ধনি ধনি	রাধার অভিসার	৩৩৬	২	২	১০	খ
রতিজয় মঙ্গল	সম্ভোগ রসানন্দ	৪১২	০	০	০	
রাই কতপরি খসি	মানিনীর দৈন্যোক্তি	১৩১	২	১৭	২৯	গ
ঐ ঐ	ঐ ঐ	২৯৯	২	১৭	২৯	
রাধাবদন বিলো	মিলনে রূপমাধুরী	১৬৪	৪	১৪	৬	ঘ
ঐ ঐ	ঐ ঐ	৪১১	৪	১৪	৬	
রাইর বিপত্তি	কৃষ্ণের অভিসার	২০৯	০	০	০	
রাধাকৃষ্ণ নিবেদন	প্রার্থনা	২৫৩	০	০	০	
রাধানাম আধ	মাধবের প্রেম বর্ণনা	২৭৫	০	০	০	ঙ
রাধে নিগদ	রাধার বিরহ পীড়া	৩১৮	১	৪	৩	চ
রাধা মধুর বিহারা	জ্যোৎস্নাভিসার	৩২৫	০	১৩	৩৪	ছ
রাধা বদন চোরি	সম্ভোগ	৩২৭	৩	২৪	৪৯	
রাধে কলয়	সখীর প্রবোধ	৩৭৩	০	০	০	জ
রাধা গুণমণি	কান্তাভিসারিণী	৩৭৫	০	০	০	
রাধা বদন নিরখি	কৃষ্ণের প্রেমাবেশ	৪২৩	০	০	০	
রাধা কানু	নিকুঞ্জ বিলাস	৪৫৮	০	০	০	
রাধাকৃষ্ণ প্রাণ	প্রার্থনা	৪৭৭	৪	৩০	৭৮	ঝ

ক "শুনি বৃন্দা" পঃ কঃ তঃ আরম্ভ। খ "ধনি ধনি" পাঠে পঃ কঃ তঃ আরম্ভ। গ "চাহ মুখ তুলি" পঃ কঃ তঃ আরম্ভ। ঘ পঃ সঃ ৩৯৩। ঙ পঃ সঃ ৩৬৭। চ গীতাবলী ৭নং পঃ কঃ তঃ পূর্ব্বারাগে। ছ জগন্নাথ-বল্লভ নাটকে ও পঃ কঃ তঃ "চিকুর পাঠে আরম্ভ। জ গীতাবলীতে ৩৬ নং। ঝ পঃ সঃ ৪৭৮।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের গান।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে।			
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।	
রূপ দেখ পিয়া	রাধার প্রতি মুখরা	৭৭	০	০	০	
রূপে গুণে অনুপমা	নিত্যানন্দ মহিমা	১১৬	৪	২২	৬	
ঐ ঐ	ঐ ঐ	৩[illegible]৪	৪	২২	৬	
লাগিয়াছে কদম্ব	রাধার ব্যাধি	৩৭	০	০	০	
শরদচন্দ	রাসে অভিসার	৪৪৬	৩	২৪	৩	ক
শুন শুন সুন্দরি	মুগ্ধার সখী-শিক্ষা	৩১	০	০	০	খ
শুন শুন এ সখি	ঐ ঐ	৬৯	১	২	২২	গ
শুন সজনি	রাধা বিরহ	১৪২	০	০	০	
শুনি ধনি শিরোমণি	মাধবের অভিসার	১৪৩	০	০	০	
শুন শুন মাধব	বিপ্রলব্ধার দূতী	১৮০	২	৪	১৭	ঘ
শুনি বর নাগর	রাধা প্রেমোৎকর্ষ	২৬৫	০	০	০	
শুনিয়া দেখিনু	আক্ষেপানুরাগ	২৭৪	৩	১১	১২১	
শুন শুন সহচরী	সহচরীর দৌত্য	২৮৫	০	০	০	
শুন শুন সুন্দরি	মানিনীকে প্রবোধ	৩৬৭	১	১৭	৫	
শুন শুন মাধব কত	রাধার দশমী দশা	৪০৬	৪	১১	৬২	ঙ
শুন শুন মাধব পড়ল	ঐ ঐ	৪০৭	০	০	০	
শৈশব যৌবন	রাধার বয়োঃসন্ধি	১৪	১	৫	৯	চ
শ্যামর গৌর	গৌরচন্দ্রের মাহাত্ম্য	১১৮	৪	২০	৯	
শ্রীবাস অঙ্গনে	সঙ্কীর্ত্তন-রাস	৪৬১	২	১	১	
সখী পরবোধি	মুগ্ধার সংক্ষিপ্ত	৩১	০	০	০	ছ

ক পঃ সঃ ২২১। খ কালী বাবুর বিদ্যাপতি ৫২। গ পঃ সঃ ৬৯।

ঘ পঃ সঃ ১৬৬। ঙ "মলিন চিকুর" পাঠে পঃ কঃ তঃ আরম্ভ।

চ পঃ সঃ ৮৩। ছ কালী বাবুর বিদ্যাপতি ৬৩ পৃঃ।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের গান।	গ্রন্থের পৃষ্ঠা।	পদকল্পতরুতে। শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।	
ভকতি রতন	নিত্যানন্দ মহিমা	৬১	৪	২২	১৭	
ভাবে ভরল	গৌরাঙ্গের নৃত্যাদি	১৩৫	৪	১৭	৪০	
ভামিনি পুছয়	স্বাপ্নিযোগে ভাব	৩২০	১	৮	৭	ক
ভাব ভরে গর	গৌরাঙ্গের ভাব	২৩৮	৩	১১	১১১	
ভালে তুহু মাধব	রাধার বিলাস কলা	১১৬	০	০	০	
মধুর মধুর	রাধার প্রবোধ	৫১	০	০	০	খ
মরকত দরপণ	রাধার মরণাকাঙ্ক্ষা	৮৫	১	৪	৯	গ
মঞ্জুতর কুঞ্জতলে	সখীর প্ররোচনা	১৬১	২	২০	১০	ঘ
মদন মোহন রূপ	গৌরাঙ্গের রূপ	১৮৬	০	০	০	
মকর কুণ্ডল	রূপোল্লাস	২১৮	৩	২৫	৪৬	
মনমথ মকর	স্বয়ংদৌত্যে বৈদগ্ধী	৩২৬	৩	১	৭	ঙ
মরিয়াই এমন	নিত্যানন্দ বিলাপ	২৬৯	৪	২২	১১	
মদন কিরাত	স্বয়ংদৌত্য বৈদগ্ধী	৩৩৯	৩	১	৮	চ
মদন মদালসে	বিলাস কেলী	৩৯৮	৪	১৪	১০	
মণ্ডলী রচিয়া	গৌরচন্দ্রের নৃত্য	৪৪৩	৪	১৭	১০	
মধুর বৃন্দা	রাসে বনবিহার	৪৫২	৩	২৭	৭৬	ছ
মণ্ডিত হল্লী	রাস নৃত্য	৪৫৭	৩	২৪	১৭	
মঞ্জুপদে দংশল	সুরত কথামৃত	১৬৯	৩	১৫০	১৪	জ
মাধব কৈছে	পূর্ব্বরাগে সখী	২৮	০	০	০	

ক গীতাবলীতে ৮নং ও পঃ কঃ তঃ "কুটিলং" পাঠে আরম্ভ। খ পঃ সঃ ৬৬। গ পঃ পঃ ৪১। ঘ গীতগোবিন্দ ২১নং। ঙ পঃ সঃ ২১৪। চ পঃ সঃ ২১৮। ছ পঃ সঃ ২২৮ পৃঃ দেখ, পঃ কঃ তঃ বসন্ত-রাসে "বৃন্দা-বিপিনে" পাঠে আরম্ভ। জ আস্বাদনীতে।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের গান।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে।			
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।	
মাধব শুনহ	বিপ্রলব্ধার দূতী	৩৫৭	০	০	০	
মাধব সুন্দরী	ঐ	৩৫৮	০	০	০	
মাধব মুখ	রাধার রতিকলা	৩৮৩	০	০	০	
মাধব মনোরথে	কৃষ্ণের দূতীপ্রেরণ	৪০৯	০	০	০	
মুখ মণ্ডল	রাসারম্ভে রূপ	৪৪৫	৪	২৭	৩৫	ক
যবধনী ভুজ	মুগ্ধার সংক্ষিপ্ত	৪৩	০	০	০	
যছি যছি নিক	রাধারূপে আভিবপ্য	১১৮	১	৪	২০	খ
যমুনা যাইতে	নাগরের মুগ্ধতা	২৬১	০	০	০	
যব হরি হেরল	বিপ্রলব্ধার সম্মিলন	২৮৫	২	১৭	৩৯	
যাওবি বসনে	মুগ্ধাকে সখীশিক্ষা	২৯	০	০	০	গ
রতিরসে চঞ্চল	মুগ্ধার বিলাস	৫৯	০	০	০	
রতি বিশারদ	ঐ	৭০	০	০	০	ঘ
রতিসুখ শয়ন	কৃষ্ণের অভিসার	৭৯	০	০	০	
রতিরসে অতি	মধ্যার সম্ভোগ	৯১	২	৬	১১৪	
রমণী জনম	কৃষ্ণের আপ্তদূতীর	৯৯	১	৪	৬১	ঙ
রসবতী [illegible]	মানিনীকে রসবর্ষণ	১২৮	০	০	০	
রতন মন্দির	নাগরের মনোভাব	১৫৩	১	৩	৫	চ
রঙ্গিণী সঙ্গে	রাধার দশা	১৫৪	০	০	০	
রতি রণরঙ্গ	সম্পূর্ণ সম্ভোগ	২৮৬	৩	১৫	৯	

ক পঃ সঃ ৪৯। খ পঃ সঃ ৯৪। গ কালী বাবুর ৫৫ পৃঃ দেখ।

ঘ (আস্বাদনীতে) সঃ সাঃ সঃ ১৫। ঙ "বলি দানি" পঃ কঃ তঃ আরম্ভ।

চ পঃ কঃ তঃ সূচীতে সুবল সম্বোধনে।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের গান।	গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক।	পদকল্পতরুতে। শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।	
সব দেব হাকারি	রাধার ব্যাধি কি	৩৮	•	০	•	
সঙ্কেত কেলী	রাধা দূতীর সাফল্য	৫৫	০	০	•	
সহজই কাঞ্চন	গোরাঙ্গ মাধুরী	৮৩	৪	১৭	২৬	ক
সহজই শ্যাম	শ্রীকৃষ্ণের প্রেমার্ত্ততা	৮৮	০	০	•	
সহজে নিতাই	নিত্যানন্দ মহিমা	৯৬	৪	২২	৩৩	
সজনি অনুপম	মানিনীর চরিত	১২৭	•	০	•	
সজনি মধু মনে	রূপোল্লাস	১৪১	•	•	•	খ
সজনি এতদিনে	সখীর উত্তেজনা	১৯২	•	•	•	
সঘনে আলিঙ্গন	বিপরীত বিহার	২৪৭	০	০	•	
সহজে লুনিকো	রাধার জাগরণ দশা	২৬৪	১	২	১৪	গ
সজল জলধর	রূপানুরাগ	২৭৩	•	•	০	
সজনি কি আজ্	রূপানুরাগ	৩০২	•	০	•	
সজনি হেরি হেরি	বিপরীত বিহার	৩৪১	৩	২৭	৬৪	ঘ
সহজই আনন	রাধা রূপানুরাগ	৩৪৫	০	০	•	
সজনি অব কি	উৎকণ্ঠিতা	৩৫৬	০	০	০	
সজনি অপরূপ	মাধবের রূপানুরাগ	৪০৪	১	৩	৬	ঙ
সজনি কি কহব	রাধা প্রেমোৎকর্ষ	৪২০	•	০	•	
সরস বসন্ত	শ্রীরাসলীলায় রঙ্গ	৪৫০	২	৪	২০	চ
সাত পাঁচ সখী	রাধার ব্যাধি নিদান	৩৯	১	৬	৫	ছ

ক পঃ সঃ ৪৩০। খ পদকল্পলতিকা ৩৩। গ পঃ সঃ ৫৪ ও পঃ কঃ তঃ পূর্ব্বরাগে। ঘ "রাধামাধব" পাঠে পঃ কঃ তঃ আরম্ভ ও পঃ সঃ ৪৭৭। ঙ পঃ সঃ ৯৮ ও পঃ কঃ তঃ তে পূর্ব্বরাগে। চ পঃ সঃ ৪৬৭ ও পঃ কঃ তঃ বিপ্রলব্ধা মিলনে। ছ "আলো সই!" পাঠে পঃ কঃ তঃ আরম্ভ।

গীতের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

গীতের আরম্ভাংশ।	কোন্ রসের গান।	গ্রন্থের পৃষ্ঠা।	পদকল্পতরুতে।			
			শাখা।	পল্লব।	পদের নম্বর।	
সাহসে ভর করি	মধ্যার সঙ্কীর্ণ	১৩৩	০	০	০	
সাজল মদন	শুক্লাভিসার	২৭৭	০	০	০	
সাজল কুসুম	বাসকসজ্জা	২৭৮	২	৭	৭	ক
সুরত তিয়াসে	সম্ভোগ-বৈচিত্র	৬৯	১	২	৬	খ
সুরত সমাপি	আবেশময় বিলাস	১৯৮	৩	২৭	১০০	গ
			৪	৩০	২৭২	ঘ
সুখময় কাননে	কুঞ্জাভিসারে মিলন	২৩৪	০	০	০	
সুন্দরি কলয়	সখীর উত্তেজনা	৩২২	০	০	০	
সুন্দরি ধরবি	রাধার প্রেম-পরীক্ষা	১৮৯	৩	৮	৮	ঙ
সুন্দরি সাধব	মানে সখীর সান্ত্বনা	৩৬৯	০	০	০	চ
সুন্দর বদনে	রূপোল্লাস (কৃষ্ণের)	৩৯১	২	২৫	৩৪	ছ
সো আসিতে হাম	রাধার আক্ষেপোক্তি	৪১১	০	০	০	
স্তন বিনিহিত	রাধার বিরহ বিকার	৩৪৭	৪	১৬	৮	জ
স্ফুরদিন্দীবর	রাসবিহারীর জয়	৪৬৯	০	০	০	ঝ
হজন কিয়ু	অভিসারে সতর্ক	১০১	৩	১৪	১১	ঞ
হারগলে লাগল	কেলীবিলাস	২৬৬	০	০	০	
হরিভুজ কলি	বিপরীত বিহার	৪৩৯	০	০	০	
হেরইতে হেরি	রাধার বয়ঃসন্ধি	২৬	১	৪	৯	ট

ক পঃ সঃ ১৫১। খ পঃ সঃ ৭২। গ পঃ কঃ তঃ ত সম্ভোগ।
ঘ পঃ কঃ তঃ রসালস। ঙ আস্বাদনীতে। চ গীতাবলী ৩৬নং।
ছ পঃ কঃ তঃ দানলীলায়। জ গীতাবলী ৯নং। ঝ গীতাবলী ১৯নং।
ঞ গীতাবলী ১৫নং। ট পঃ সঃ ৯১।

দ্বিতীয় সূচীপত্র।

পদকর্ত্তাগণের প্রসঙ্গ।

(১) অনন্ত দাস—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ইহার নাম অদ্বৈত শাখাতে উল্লিখিত। বিদ্যাবত্তার নিমিত্ত ইনি পণ্ডিত খ্যাতিতে পরিচিত ছিলেন। চৈতন্য ভাগবতে আছে শ্রীমন্মহাপ্রভু (১৪৩১ শকাব্দে) প্রথম নীলাচল গমন সময়ে আঠিসারা গ্রামে -"পরমোদার ও পরম সাধু" অনন্ত পণ্ডিতের গৃহে "সর্ব্বরাত্রি কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে যাপন ও তৎপ্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত" করেন। এই গ্রন্থের ৯, ১৪ এবং ২২ ক্ষণদাত্রয়ের ৮নং গীতত্রয় এবং ৪, ১০ ১৫ ক্ষণদার প্রত্যেক তৃতীয় সংখ্যক গীতত্রয় এবং ১৬ ক্ষণদার ১নং ; ১৯ ক্ষণদার ৬নং এই মোট ৮টি গীত ইহার বিরচিত।

(২) অনন্ত রায় বা রায়অনন্ত—রসিকানন্দের শিষ্য, নিলাচল বাসী ভক্তকবি। রসিকমঙ্গল গ্রন্থে ইহার প্রসঙ্গ আছে এই গ্রন্থের ১১শ ও ২৮ ক্ষণদার ১নম্বরের গীতদ্বয় ইহার কৃত। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতোক্ত "অনন্ত আচার্য্য" সত্তন্ত্রব্যক্তি—পদকল্পতরুতে তাঁহার কৃতপদ ২।১টি আছে।

(৩) আত্মারাম দাস—ইনিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা শ্রীখণ্ডগ্রামে অম্বষ্ঠকুলে জন্ম। এ গ্রন্থের ১৬ ক্ষণদার ৫নং গীতটি ইহার রচিত (পদকল্পতরুর মতে ১ ক্ষ ২নং গীতও ইহার কৃত)।

(৪) কবিরঞ্জন—এই গ্রন্থের ৯ ক্ষ ১ এবং ২৬ ক্ষ ৬নং গীত ইহার বিরচিত।

(৫) কবিশেখর—চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ন্যায় ইনিও বহুতর পদাবলী প্রণেতা, ইহার নিজের পদেই প্রকাশ ইনি শ্রীখণ্ডের সরকার ঠাকুরের ভ্রাতঃ-পুত্র রঘুনন্দন গোস্বামীর শিষ্য, বোধ হয় ইহার প্রকৃত নাম শশীশেখর ইহার বিরচিত গীতগুলি—কবিশেখর, রায় শেখর, শেখর শশীশেখর দুখিয়া শেখর পাপিয়া শেখর, ও শেখর দাস ভণিতাযুক্ত। এই গ্রন্থের ২ ক্ষণদার ৭নং ১৭ ক্ষ ৯ ও ১৯ ক্ষ ৫নং গানগুলি ইহার কৃত। কেহ কেহ বলেন চন্দ্র-শেখর

ও ইহারই নামন্তর। কিন্তু নরোত্তম বিলাসে দৃষ্ট হয়—চন্দ্রশেখের ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য।

(৬) কানুদাস—এ গ্রন্থের ১০ ক্ষণদার ২নং ইহার বিরচিত একটি-মাত্র গীত আছে। ইনি নীলাচলবাসী কবি। রসিকানন্দ ঠাকুরের শিষ্য (রসিক মঙ্গল গ্রন্থ দেখ)।

(৭) কৃষ্ণদাস—এ গ্রন্থের ২০ ক্ষণদার ১নং গৌরচন্দ্র গীতটি "কৃষ্ণদাস" ভণিতাযুক্ত। সম্ভবতঃ ইনিই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ। কারণ গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ "দীন কৃষ্ণদাস" এবং শ্যামানন্দ ঠাকুর "দুঃখী" কৃষ্ণদাস," নাম ব্যবহার করিতেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাস বৈদ্য, শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস, রাঢ়দেশী বাসী দ্বিজবর কৃষ্ণদাস, কালাকৃষ্ণদাস বিহারী কৃষ্ণদাস, কি দেবানন্দ মনোহরের ভ্রাতা কৃষ্ণদাস, কেহই পদকর্ত্তা বলিয়া বুঝা যায় না।

(৮) গীতগোবিন্দ—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র। ২০ ক্ষণদার ২নং শ্রীনিত্যানন্দ গীতটি ইহার বিরচিত। গীতেই পরিচয় প্রকটিত।

(৯) গিরিধর দাস—এ গ্রন্থের ২৯ ক্ষণদার ৭নং অপূর্ব্ব গীতিটি ইহার রচিত।

(১০) গুপ্তদাস—তৃতীয় ক্ষণদার ২নং নিত্যানন্দ গীতটি এই মহাত্মার কৃত। আমাদের বিশ্বাস ইনি শ্রীচরিতামৃতোক্ত নিত্যানন্দ শাখার "পরমানন্দ গুপ্তকৃষ্ণ ভক্ত মহামতি, কেহ কেহ মনে করেন ইনি মহাপ্রভুর প্রিয়তম—শ্রীহট্টবাসী মুরারী গুপ্ত।

(১১) গোবিন্দদাস—ইনি নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বন্ধু—রামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণের প্রীতি ও আদরের পাত্র সেই সুললিত ছন্দে লীলালেখক সুপ্রসিদ্ধ পদাবলীকার বুধরীর গোবিন্দ কবিরাজ। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য বোরাকুলী নিবাসী "গীতবাদ্য বিদ্যায় সুনিপুণ" গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বিরচিত গীত সকলও গোবিন্দদাস ভনিতাযুক্ত; তাহারও একটি কি দুইটি এ গ্রন্থে গীত আছে, আস্বাদনীতে সেগুলি আমরা দেখাইয়াছি। এই গ্রন্থের নিম্নলিখিত গানগুলি গোবিন্দদাস কৃত। ১ ক্ষণদার ১০নং; ২ক্ষ ১, ৩, ৯, ৪ক্ষ ৬, ১২, ৫ক্ষ ৬,

১০; ৬ক্ষ ৬; ৭ক্ষ ১, ২, ৩; ৮ক্ষ ১, ১০, ১১, ১৩ এবং ১৫ (আত্মাঃ); ৯ক্ষ ৩; ১০ক্ষ ১, ৬; ১১ক্ষ ৩, ৪, ৮, ১১; ১২ক্ষ ৩, ৪; ১৩ক্ষ ৩ (আত্মাঃ) ৭; ১৪ক্ষ ৭; ১৫ক্ষ ১, ৬, ৭, ৮; ১৬ক্ষ ৩; ১৭ক্ষ ৬, ৭, ১০; ১৮ক্ষ ১, ৩, ৪; ১৯ক্ষ ১, ৩, ৪, ৬, ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৬; ২০ক্ষ ৪, ৫, ৯, ১২, ১৩; ২১ক্ষ ৭; ২২ক্ষ ৪, ৫, ৭, ৯, ১০; ২৩ক্ষ ৮, ৯, ১০, ১৭, ১৬; ২৫ক্ষ ৪, ৫, ৩, ১০; ২৬ক্ষ ৮, ১১; ২৭ক্ষ ৭; ২৯ক্ষ ৩, ৪, ৫, ৮; ৩০ক্ষ ৩, ৮, ৯; মোট ৭৯।

(১২) গোপালদাস—কর্ণানন্দ গ্রন্থে ইহার পরিচয় এইরূপ—"শ্রীগোপালদাস প্রভুর এক শাখা, প্রভুর পরম প্রিয় গুণে নাই লেখা; বুধইপাড়াতে বাড়ী কৃষ্ণ কীর্ত্তনিয়া" ইত্যাদি। ২৩ ক্ষণদার ৭নং গীতটি ইহার বিরচিত।

(১৩) ঘনশ্যামদাস—স্বরচিত গোবিন্দ রতিমঞ্জরী গ্রন্থে ইনি এইরূপে আপন পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন—"পিতার নাম দিব্যসিংহ পিতামহ সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বুধরীর গোবিন্দ কবিরাজ। ৫ ক্ষণদার ২নং গীতটি ইহার বিরচিত। (ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তীরও নামান্তর ঘনশ্যাম দাস বটে, কিন্তু তিনি এ গ্রন্থ সংগ্রহকর্ত্তার পরবর্ত্তী)।

(১৪) জয়দেব—ইনি সুবিখ্যাত গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামী। ইনি গৌড়াধিপতি সুবিখ্যাত লক্ষ্মণসেন নৃপতির পঞ্চরত্নের অন্যতম। গীতগোবিন্দের ৯টি গান এ গ্রন্থে গৃহিত হইয়াছে। যথা—১১ ও ২৬ ক্ষণদার ৯ ও ১০ নম্বরে লিখিত গানটি এবং ১ক্ষ ৬, ৯; ৮—১২; ২০—৩, ৭; ২৩—৫, ৬ এবং ২৮ ক্ষণদার ৪নং।

(১৫) জ্ঞানদাস—স্বনামপ্রসিদ্ধ বহু পদাবলী প্রণেতা। রাঢ়দেশে—কাদড়াগ্রামে জন্ম (ভক্তি রত্নাকর দেখ); শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দ শাখায় ইহার নামোল্লেখ আছে। (যথা—শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস মনোহর) ইনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগের লোক। ইহার নিম্নলিখিত গীতগুলি এ গ্রন্থে গৃহিত হইয়াছে। ৪ক্ষ ৫নং; ৫—৫; ৬—৩; ৭—৫; ৮—১৫; ৯—২; ১১—২, ৩; ১৮—৫; ১৯—৫; ২০—১০; ২১—৮; ২২—২; ২৩—৫; ২৪—৩; ২৮—৭; ২৯—৯; মোট ১৭।

(১৬) তুলসীদাস—২৯ ক্ষণদার ১১নং গানটি ইহার বিরচিত।

(১৭) দামোদর—১০ ক্ষণদার ৫নং গীতটি ইহার বিরচিত। ইনিই কি গানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাণ রক্ষাকারী রসতত্ত্ব প্রবীণ স্বরূপ দামোদর?

(১৮) দ্বিজ গঙ্গারাম—আমাদের মনে হয় ইনি নন্দন আচার্য্যের ভ্রাতা গঙ্গাদাস আচার্য্য, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে "বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস, তিন ভাই, পূর্ব্বে যার ঘরে ছিলা নিত্যানন্দ গোসাঞী" ইহার নামের ভণিতাযুক্ত ১ ক্ষণদার ২নং গীতটিতেও নিত্যানন্দচন্দ্রের মহিমা বর্ণিত।

(১৯) নরহরি—ইনি পরমাভিবন্দনীয় খণ্ডবাসী নরহরি সরকার ঠাকুর ১৪ ক্ষণদার ৬নং এবং ২৭ ক্ষণদার ১নং গীতদ্বয় ইহার বিরচিত। নরোত্তম বিলাসের নরহরি কি অদ্বৈত বিলাসের নরহরি—এই পদদ্বয়ের প্রণেতা হইতে পারেন না, কারণ তাঁহারা এ গ্রন্থকারের পরবর্ত্তী।

(২০) নয়নানন্দ—ইনি প্রেম বিলাস গ্রন্থোক্ত নয়নানন্দ মিশ্র। পরমারাধ্য গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর বাণীনাথ মিশ্রের পুত্র মুর্শিদাবাদ কান্দির নিকটস্থ ভরতপুরে ইহার বংশধরগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও অদ্বৈতচন্দ্রের উপশাখান্তর্গত পণ্ডিত গোস্বামীর শাখায় ইনি "মিশ্র নয়ন" নামে উল্লিখিত। এই গ্রন্থের ২৯ ক্ষণদার ২নং (নিত্যানন্দ) গীত এবং ৩০ ক্ষণদার ১নং (গৌরচন্দ্র গীত) ইহার রচিত।

(২১) নরোত্তম—ইনি স্বনাম ধন্য খেতুরীর "নরোত্তম" দাস ঠাকুর মহাশয়" এই গ্রন্থ সংগ্রহকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরমগুরু। এ গ্রন্থের ৭ ক্ষণদার ৭নং গীত ২৬ ১০নং ১২—৫, ৬। ১৭—১১ এবং ৩০ ক্ষণদার ৭নং—এই সাতটি গীত এই মহাত্মার কৃত।

(২২) পরমানন্দ—এ গ্রন্থের ১৪ ক্ষণদার ১নং গৌরচন্দ্র গীতটি ইহার বিরচিত, সম্ভবতঃ—ইনিই শ্রীচরিতামৃতের "পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি"।

(২৩) প্রসাদ দাস—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য অতি প্রিয় পাত্র এবং তাঁহারই কৃপায় "কবিপতি" খ্যাতি প্রাপ্ত; নিবাস বিষ্ণুপুর। ইহার পিতা করুণাময় মজুমদার বন্দনীয় আচার্য্য প্রভুর বাড়ীর মুহুরি ছিলেন। কর্ণানন্দ গ্রন্থে ইহার প্রসঙ্গ আছে আমাদের ২০ ক্ষণদার ২নং গীত ও ২৬ ক্ষণদার ১নং গীত ইহার কৃত।

(২৪) বলরাম দাস—ইনি নরোত্তম বিলাস গ্রন্থোক্ত বলরাম কবিরাজ, বন্দনীয় শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য এবং সুপ্রসিদ্ধ অষ্ট কবিরাজের অন্যতম, নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত গোয়াস গ্রামে অদ্যাপি ইহার বংশধরগণ বর্ত্তমান আছেন। কেহ কেহ মনে করেন স্বরূপ বর্ণন গ্রন্থোক্ত কৃষ্ণ নগরের দোগাছী নিবাসী নিত্যানন্দ শিষ্য বলরামই পদকর্ত্তা, আবার কাহার কাহারও মতে প্রেম বিলাসোক্ত রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য কবিপতি বলরামই পদকর্ত্তা, তাহাদের বিশ্বাসের ভিত্তি কতদূর সবল জানি না। এই গ্রন্থের ৩ ক্ষণদার ১নং; ২২—২; ১৭—১; ১৯—১১; ২৩—২; এবং ২৫ ক্ষণদার ২নং গীত ইহার কৃত।

(২৫) বংশীদাস বা বংশীবদন—ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ ঠাকুর বংশীবদন। বংশী শিক্ষা গ্রন্থে আছে—"শ্রীছকড়ি চট্টোনাম বিখ্যাত ভুবন, তাঁহার আত্মজ বংশী জানে সর্ব্বজন; চৌদ্দশত ষোল শকে মধুপূর্ণিমায় বংশীর প্রকোৎসব সর্ব্বলোকে গায়" এই গ্রন্থের ৩ ক্ষ ৩, ৪, ৫; ৬—৪। ১২—৩ এবং ২৭ ক্ষণদার ৩নং গীত ইহার বিরচিত।

(২৬) বাসুদেব ঘোষ—ইনি মহাপ্রভুর কীর্ত্তনিয়া ও সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা, গোবিন্দ ও মাধব ঘোষের সহোদর। ৫ ক্ষ ১। ১২ ও ২৩ ক্ষ ১। ২৫—১। ২৬—২। ২৭—২। ২৮—১নং গীতগুলি ইহার কৃত।

(২৭) বাসুদেব দত্ত—চট্টগ্রাম নিবাসী। মুকুন্দ দত্তের জ্যেষ্ঠ সহোদর। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়, সহস্র মুখে যার গুণ কহিল না হয়; এ গ্রন্থের ২২ ক্ষণদার ১নং গৌরচন্দ্র গীতিটি ইহার কৃত।

(২৮) বিদ্যাপতি—মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাসদ্ ও তৎকর্ত্তৃক "অভিনব জয়দেব উপাধিপ্রাপ্ত। বিসপী নিবাসী। ১২৯৬ শকাব্দে জন্ম। পিতার নাম গণপতি ঠাকুর। এই স্বনামধন্য পরমকর্ত্তার নিম্নলিখিত গীতগুলি এ গ্রন্থে গৃহিত। ১ ক্ষণদা ৩, ৪, ৫, ৮, ১১; ২—৬, ৭, ৮, ১০; ৫—৩, ৮, ৯, ১০ এবং ঐ ১১ (আস্বাঃ); ৭—৪; ৮—৪, ৮, ঐ ১৫ (আস্বাঃ) ১—১৩; ১২—৮; ৪—১১; ১৬—৪, ৫; ১৭—৩, ৪; ২১—১; ২৪—৯ ২৫—৮, ৯; ২৬—৩, ৪, ৫ এবং ২৮ক্ষ ৩নং।

(২৯) বৃন্দাবন দাস—শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবৎ প্রণেতা। শ্রীবাস পণ্ডিতের

ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী ঠাকুরাণীর গর্ভে ১৮ মাস বাসের পর ১৪১৯ শকাব্দের বৈশাখী কৃষ্ণদ্বাদশীতে ভূমিষ্ঠ হন। নিম্নোক্ত গৌর নিত্যানন্দ পদ সমূহ ইহার কৃত। ২ ক্ষ ২নং; ৪—১; ৮—১; ১১—১; ১৩—১; ১৪—২; পদকল্পতরুর মতে ৩০—২ নং গীত ও ইহার প্রণীত।

(৩০) মদন—পদকর্ত্তা ঘনেশ্যাম দাসের বন্ধু। ঘনেশ্যামের কোনও কোনও পদ আছে "মদন রায় পরমাণ" এই গ্রন্থের ৬—২ এবং ১৯—২ নং নিত্যানন্দ গীতিদ্বয় ইহার বিরচিত। উভয় গীতের ভণিতাই ঠিক্ সমান।

(৩১) মুরারী—শ্যামানন্দ ঠাকুরের শিষ্য; উৎকলবাসী কবি; পিতার নাম রাজা অচ্যুতানন্দ; ইনি সুপ্রসিদ্ধ রসিকানন্দ ঠাকুরের ভ্রাতা; জাতিতে করণ কায়স্থ; ঘনেশ্যাম চক্রবর্ত্তীর মতে ইনি একজন প্রসিদ্ধ কবিবর; এ গ্রন্থের ৬ক্ষ ১নং; ৯—৭ এবং ২৪—১০নং গীত ইহার বিরচিত।

(৩২) মহেশ বসু—সম্ভবতঃ কুলীন গ্রামের বসুবংশ; ইনি এ গ্রন্থের ১১ক্ষ ১২ নং গীতের রচয়িতা; পদকল্পতরুর মতে ঐ গীতটি বসুরামানন্দের বিরচিত।

(৩৩) যদুনাথ দাস,—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ইহার প্রসঙ্গ এইরূপ—রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তার নাম, প্রভুর পিতার সঙ্গী জন্ম একস্থান, তিন পুত্র তার কৃষ্ণপদ, মকরন্দ, কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ কবিচন্দ্র; ৯ক্ষ ৪, ৯ নং; ১৯—৭; ২০—৬; ২৬—১২ নং গীতগুলি ইহার কৃত।

(৩৪) রামানন্দ বসু—শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচয়িতা মালাধর বসু অর্থাৎ গুণরাজ খানের পৌত্র, সত্যরাজ খানের পুত্র, বর্দ্ধমান মেমারি ষ্টেসনের নিকটস্থ কুলীন গ্রাম নিবাসী; এই গ্রন্থের ১৫—৫ এবং ২৯—১ নং গীতদ্বয় ইহার বিরচিত।

(৩৫) রামানন্দ রায়—মহাপ্রভুর প্রসিদ্ধ অন্তরঙ্গ পার্ষদ। ভবানন্দ রায়ের প্রথম পুত্র। ইহার বিরচিত সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথবল্লভ নাটক হইতে নিম্নলিখিত গীতদ্বয় এ গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। ৮ ক্ষণদার ৬ এবং ২১ ক্ষণদার ৬।

(৩৬) রাধাবল্লভ দাস—কর্ণানন্দ গ্রন্থে ইহার প্রসঙ্গ আছে। যথা— "সুধাকর মণ্ডল প্রভুর ভৃত্য একজন, তার পত্নী শ্যামপ্রিয়া কৃপার ভাজন। তার পুত্র রাধাবল্লভ মণ্ডল সুচরিত্র" এই গ্রন্থে ২৪ ক্ষণদার ২নং গীতটি ইহার প্রণীত।

(৩৭) লোচন দাস,—সুবিখ্যাত চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ প্রণেতা। ইহার আত্ম-কৃত পরিচয় এইরূপ—"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস" মাতা সদানন্দী 'কমলাকর দাস মোর পিতা' 'নরহরি দাস মোর প্রেমভক্তি দাতা'। আমাদের ৪ ক্ষণদার ২নং ও ১৭ ক্ষ ২ নং এই নিত্যানন্দ-গীতদ্বয় ইহার বিরচিত

(৩৮) শঙ্কর ঘোষ,—বৈষ্ণব বন্দনায় আছে—'বন্দিব শঙ্কর ঘোষ অকিঞ্চন রীতি' ডমকের বাদ্যে যে প্রভুর কৈল প্রীতি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে যে সকল পার্ষদভক্ত নীলাচলে ছিলেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহাদের মধ্যে শঙ্করের নাম দৃষ্ট হয় যথা "গদাধর, জগদানন্দ শঙ্কর, বক্রেশ্বর"। ২৩ ক্ষ ১নং ও ৩০—২ নং গৌর-নিত্যানন্দ-গীতিদ্বয় ইহার বিরচিত।

(৩৯) শ্যামানন্দ,—স্বনাম-প্রসিদ্ধ শ্যামানন্দ ঠাকুর। ইনিই শ্যামানন্দ পরিবারের প্রবর্ত্তক। ১৩ ক্ষণদার ৬ নং গীতটি ইহার বিরচিত। কেহ কেহ মনে করেন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শ্যালক—শ্যামানন্দ চক্রবর্ত্তী এই গীতের প্রণেতা।

(৪০) সিংহ ভূপতি,—কবীন্দ্র বিদ্যাপতি যাহার সভাসদ ছিলেন ইনি যে সেই সুপ্রসিদ্ধ গীত-রসানন্দী মহারাজ শিবসিংহ, গীতের ভাষাই তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ। কাহারও মতে পক্কপল্লীর রাজা নরসিংহই সিংহ ভূপতি! এ গ্রন্থের ১৪ ক্ষণদার ৭ নং গীতটি ইহার প্রণীত।

(৪১) সুকবি,—ইহার প্রকৃত নাম রায় চম্পতি, উপাধি ছিল সুকবি বিদ্যাপতি। পদামৃত সমুদ্রের খণ্ডিতা প্রকরণে—'কি করব জপতপ' এই গীতের টীকায় মহাজন রাধামোহন ঠাকুর ইহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজস্য মহাপাত্র চম্পতি রায় নামা মহাভাগবত আসিৎ। স এব গীতকর্ত্তাঃ। ৯ ক্ষণদার ৬ নং গীতিটি ইহার বিরচিত।

(৪২) হরিরাম দাস,—ভক্তি রত্নাকরে ইহার প্রসঙ্গ এইরূপ—"শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য প্রিয়তম, রামচন্দ্র কবিরাজ গুণ অনুপম। শ্রীরামচন্দ্রের শিষ্য হরিরাম আচার্য্যের" ইত্যাদি। প্রেম বিলাসে আছে—'হরিরাম আচার্য্য শাখা পরম পণ্ডিত, রাঢ়ীশ্রেণী বিপ্র ইহ জগত বিদিত। গঙ্গা ও পদ্মার সঙ্গম যেথা স্থান হয়, তথায় গোয়াস গ্রামে তাহার আলয়। ইনি—সঙ্কীর্ত্তন-লম্পট

ছিলেন। ইঁহার বংশধরগণ—অধুনা সৈদাবাদে বাস করেন। এ গ্রন্থের ১৮ ক্ষণদার ২ নং গীতটি ইঁহার বিরচিত।

(৪৩) হরিবল্লভ বা বল্লভ,—এই গ্রন্থের সংগ্রহকার মহাত্মা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীই 'বল্লভ ও হরিবল্লভ' ভণিতাযুক্ত গীত গুলির রচয়িতা। ১ ক্ষণদার ১ নং গীতের আস্বাদনীতে আমরা লিখিয়াছি—চক্রবর্ত্তী মহাশয় বেশাশ্রয় করিয়া হরিবল্লভ নাম গ্রহণ করেন, একথা সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। তবে তিনি যে সংসারাসক্তি ত্যাগ করিয়া শেষ সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন এবং স্ত্রীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধেও বাড়িতে না যাওয়ায় পরিশেষে স্ত্রীর চেষ্টার ফলে আপন মন্ত্রদাতা গুরু—রাধারমণ চক্রবর্ত্তীর আদেশে একটিবারমাত্র অনিচ্ছায় বাড়ী গিয়াছিলেন, এই সকল সর্ব্বসম্মত ঘটনা পর্য্যালোচনায়—শেষ সময়ে তাঁহার নিষ্কিঞ্চনের বেশ গ্রহণের কিম্বদন্তিটা আমাদের নিকট খুব সম্ভব বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক তৎকৃত স্তবামৃতলহরীর অন্তর্গত গীতাবলী গ্রন্থ যখন 'হরিবল্লভ ও বল্লভ" ভণিতাযুক্ত গীতেই পরিপূর্ণ, তখন উক্ত ভণিতার গীতগুলি তাঁহারই বিরচিত এ কথাতে সন্দেহের কারণ নাই।

(বংশীশিক্ষা গ্রন্থের প্রণেতার নাম ও বল্লভ তিনি ঠাকুর বংশীবদনের প্রপৌত্র। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও একজন বল্লভের নামোল্লেখ আছে, যথা বল্লভ সেন আর সেন শ্রীকান্ত শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত" পদকল্পতরুতে বল্লভ ভণিতাযুক্ত গীত আছে, ঐ১ সমূহের মধ্যে ইঁহার বিরচিত গীত থাকিতে পারে কিন্তু এ গ্রন্থে গৃহীত 'বল্লভ, ভণিতাযুক্ত গীতের সমস্তই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্বরচিত। নিম্নলিখিত কারণগুলি এ কথার সমর্থক। (১) পূর্ব্বোক্ত ভণিতার সমুদয় সংস্কৃত-গীতই, স্তবামৃতের গীতাবলী হইতে গৃহিত। (২) ঐ ভণিতার গীত সকল দ্বারা অনেক স্থানেই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গীতের সহিত তৎপরবর্ত্তী গীতের সম্বন্ধ প্রদর্শন করা হইয়াছে ও "এত কহি দূতী চললি" ইত্যাদি ভাবের বর্ণনা দ্বারা কোথাও বা ক্ষণদার বর্ণিত লীলার সংলগ্নতা বিধান হইয়াছে। (৩) গ্রন্থের 'বল্লভ' ও "হরিবল্লভ" উভয়বিধ ভণিতাযুক্ত গীতগুলিই—সহোদর ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় প্রকৃতিগত সাধারণ সাদৃশ্যযুক্ত এবং একই কণ্ঠে উচ্চারিত ভিন্ন ভিন্ন সুরের ন্যায় এক প্রকৃতির। (৪) চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কৃত শ্রীকৃষ্ণ—ভাবনামৃত

গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের সারার্থ দর্শিনী টীকায় অথবা—শ্রীমদ্ উজ্জ্বল নীলমণির টীকায়—তাঁহার হৃদয় সম্পুটের সযত্ন-সংরক্ষিত-লীলামহারত্ন রাজীর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য তিনি যেরূপ সুকৌশলে প্রদর্শন করিয়াছেন, এই সকল গীতেও সেই-রূপ ভঙ্গীতে তাঁহারই মধ্যে অনেকগুলি লীলা বর্ণনা করিয়াছেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ১৬২৬ শকাব্দে শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকা সমাপ্ত করেন,—এবং তৎপরে অল্পদিন মাত্র জীবিত ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সময়েই এ গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। কারণ এ গ্রন্থের প্রত্যেক ক্ষণদার নীচেই রহিয়াছে—"ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভাগে" ইত্যাদি। ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায়, গ্রন্থের একখানি "উত্তর বিভাগ" সঙ্কলন করাও তাঁহার ইচ্ছা ছিল কিন্তু হঠাৎ দেহবসান হওয়াও আর তাহা হইতে পারে নাই।

বঙ্গ ভাষায় বিরচিত এ গ্রন্থে—ক্ষণদা সকলের পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত সমাপ্তি বাক্য এবং "দূতী কৃষ্ণ মাহ" "কৃষ্ণেণ সহ উক্তি প্রত্যুক্তি" "শ্রীরাধা আহ" ইত্যাদি রূপ গীত বিশেষের শীর্ষোক্তি,—এবং সংস্কৃত ভাষায় বহুতর গীত গ্রন্থে গ্রহণ দ্বারা গ্রন্থসংগ্রহকারের সংস্কৃতানুরাগ,—ও সংস্কৃত লেখায় সিদ্ধ হস্ততা ও তদ্-বিষয় বদ্ধমূল অভ্যাস—পূর্ণরূপে প্রকাশ রহিয়াছে।

এই গ্রন্থের নিম্নলিখিত গীতগুলি বল্লভ ভণিতাযুক্ত—১ ক্ষণদায় ৬ ও ৯নং ২—৫; ৩—৫; ৪—১০; ৫—৪; ৮; ৬—৮; ৭—৬; ১০—৭; ১১—৭; ১২—৭; ২০—৮; ২৪—১২; ২৮—৯; নিম্নের গানগুলি হরি বল্লভ ভণিতাযুক্ত যথা—১ম ১, ৭; ২—৪; ৬, ৩—৮; ৪—৭; ৯, ১৩; ৫—৭, ১১; ৬—৬; ৭—৮; ৮—১৪, ১৬; ৯—৬, ১০; ১০—৪; ১১—৫; ১৩—৪, ৫, ৯; ১৬—৬, ৮; ১৭—৭, ৮; ১৮—৬; ১৯—১২, ১৪; ২০—১১; ২৩—১১, ১৪; ২৫—৬; ২৬—৭; ২৭—৬, ৮; ২৮—৫; মোট—৫২।

সম্পাদকের নিবেদন।

নিম্নোক্ত সত্য সমুহ যাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমুল নহে, এ গ্রন্থ তাহাদের নিমিত্ত প্রস্তুত হয় নাই।

(১) জড় জগতের মধ্যাকর্ষণ-শক্তির ন্যায়, চিজ্জগতের স্থিতি, গতি পরিণতি ও উন্নতির এবং সমস্ত আনন্দের একমাত্র নিদান—প্রেম।

(২) ধ্বংশ ও পরিবর্ত্তনশীল-বৈকারিক বস্তুতে প্রীতি সমুচিত নহে, কারণ তাহার পরিণাম ফল—দুঃখ। রূপ, গুণ, মাধুর্য্য হইতে কখনও যাহার চ্যুতি নাই, সেই রস স্বরূপ-অচ্যুত-ভগবানের প্রতি প্রেম ভাবই নিত্যানন্দ লাভের পরমোপায়।

(৩) শ্রীভগবানের "জ্ঞানাতীত মায়াতীত সৈশ্বর্য্য-সঙ্কুল-স্বরূপে" জীবের ভাবময়-প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন অসম্ভব, যে—হেতুক ভয় সম্ভ্রমাদি তাহার প্রবল বাধক। তাঁহার নরবপু—অর্থাৎ শুদ্ধ-মাধুর্য্য ও রসময়, সর্ব্বেন্দ্রিয়াকর্ষক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-স্বরূপ ও শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপই প্রেমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট-বিষয়াবলম্বন, সুতরাং সর্ব্বোত্তোভাবে ভজনীয়।

(৪) সংসার অশান্তির আকর, উহা হইতে নয়ন মন ফিরাইয়া জীব জগন্মঙ্গল-গৌরাঙ্গ চন্দ্রের নামে রূপে গুণে মজিলেই প্রেমের আনন্দ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে ও শ্রীশ্রীরাধামাধবের লোকাতীত লীলানুভবের অপার্থিব সুখে অধিকারী হইতে পারে।

(৫) ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসই—প্রেমের পরাকাষ্ঠা; শিবলোকে ব্রহ্মলোকে, কি বৈকুণ্ঠে কোথাও রসের এমন পূর্ণ-পরিণতি ও পূর্ণানন্দ নাই। ব্রজভাব ব্যবহারিক-সম্বন্ধ-সমুদ্ভূত বস্তু নহে। নিজসুখ, স্বার্থ কি ইন্দ্রিয়ের প্রণোদনা-সম্ভূত নহে, উহার সহিত বিবেচনা অবিবেচনার কোনও সম্বন্ধ নাই, উহা অবিকৃত নিরপেক্ষ প্রেমের পূর্ণাদর্শ!! এই অপার্থিব প্রেমের ফলে গর্ভধারিণী না হইয়াও মাতৃ-সৌভাগ্যের চরম ফল লাভ হয়, জন্মদাতা না হইয়াও পিতৃপদের পূর্ণতম স্বপাদি লাভ হয়, পরিণীতা পত্নী

না হইয়াও কান্তা-শিরোমণির লাভ হয়, সামান্য গোপ-শিশু হইয়াও রাজনন্দনের প্রিয়সখা হওয়া যায়, ভ্রাতা না হইয়াও আদর গৌরবের পরমাধার "দাদা" হইতে পারা যায়!! এমন মহাবলীয়ান প্রেম-ভাবের ভজন ও অনুগতি ব্যতীত জীবের পরম মঙ্গল হইতে পারে?

এ গ্রন্থ রাগানুগীর ভক্তগণের ভজন সাহার্য্যের নিমিত্ত—

যে সকল মহানুভব ভক্তমণ্ডলী জানেন শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের রসকেলী অপাকৃত বস্তু। আকারে এক হইয়াও—যেমন চক্ষুর প্রিয়তাও সৌরভাদি গুণের নিমিত্ত অগুরু কাষ্ঠেরধূম সাধারণ ধূম হইতে সতন্ত্র বস্তু এবং প্রেম সমুথ নায়ক-নায়িকার ঈর্ষা অসূয়াদি, আর রজ-তমোগুণ-সঞ্জাত ঈর্ষাদি যে প্রকার বিভিন্ন গুণ ধর্ম্মাদি বিশিষ্ট পৃথক পদার্থ, তেমনি পার্থিব জড়-রস আর ব্রজের প্রেমরসের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্রজরস যাহাদের সাধনের ধন—হৃদয়ের সারসম্পদ এবং ব্রজ-কিশোর-কিশোরীর মধুর প্রেম লীলা সম্পাদনও বিস্তারকারিণী-সখীগণের দাসী রূপে আনুগত্য যাহাদের ভজনের তাৎপর্য্য ও বাসনার সার, সেই সকল ভজনানন্দী ভক্তগণের ভজন-সাহায্যার্থ স্বনাম ধন্য রাগানুগীয়-ভজন-পদ্ধতীর সুপ্রদর্শক মহাত্মা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই গ্রন্থখানি প্রস্তুত করিয়াছেন এবং সেই নিমিত্তই প্রেমময়-প্রেমময়ীর রসলীলা বর্ণনের অনুসঙ্গে—সখীভাবে সাধকের লোভ উৎপাদনার্থে সখীগণের স্বভাব আকাঙ্ক্ষা আনন্দ, সুখ, দুঃখ, অধিকার আদর চাতুর্য্যাদি বিশেষভাবে এবং অতি সুন্দর রূপে ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানাকারে গ্রন্থ প্রকাশের কারণ—

শ্রীব্রজ মণ্ডলের ভজনানন্দ বৈষ্ণবগণের চরণানুগত্যে তাঁহাদের রীত্যনুসারে আমরা এই অমূল্য গ্রন্থের নিত্যপাঠে নিরত হই। কিন্তু বটতলার মুদ্রিত গ্রন্থের ভুলবাহুল্য এবং হস্তলিখিত পুস্তকাবলীর পাঠ-বৈষম্য ও লিপিকর আধিক্য, আমাদিগকে বড়ই বিরক্ত ও বঞ্চিত করিতে ছিল। পরিশেষে ভক্তি ভাজন নিত্যানন্দ দাস বাবাজী দাদামহাশয়ের উপদেশে ও সাহায্যে অতি প্রাচীন দুই খানি সুবিজ্ঞ লেখকের বিলিখিত গ্রন্থের সহিত অন্যান্য

গ্রন্থের পাঠ মিলাইয়া ও অভিজ্ঞ মহোদয়গণের সহিত আলোচনা করিয়া যথাসাধ্য ভ্রম প্রমাদ নিরসন পূর্ব্বক আমরা একখানি গ্রন্থ স্বহস্তে লিখিয়া লইলাম এবং গীত গুলি—"কিরূপ অবস্থায় কাহার উক্তি" তাহা না বুঝিলে লীলার সংলগ্নতা উপলব্ধি হয় না বলিয়া এবং লীলারসানন্দী মহাত্মাগন যে প্রণালীতে এই সকল গীতের রসাস্বাদন করেন তাহার দিগ্‌দর্শন জন্য ও বহুতর গীতেরই বহুতর স্থানের অর্থবোধ প্রগাঢ় চিন্তা ও গভীর আলোচনা-সাপেক্ষ দেখিয়া—তদ্‌ব্যাখ্যা লিপি করিয়া রাখা প্রয়োজনীয় বোধ হওয়ায়, তাহাতে একটি আস্বাদন দিগ্‌দর্শিনী টিপ্পনী লিখিয়া রাখিলাম।

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, কীর্ত্তনানন্দী ভক্তকুল-ভূষণ বাবু কাশীনাথ রায় ঐ হস্তলিখিত গ্রন্থখানি দেখিয়া উহা মুদ্রিত করার জন্য অত্যাগ্রহপ্রকাশ করায়

নিম্ন লিখিতানুরূপ উন্নতির সহিত গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইল—

(১) রস পরিস্ফুটের উদ্দেশ্যে আমরা আস্বাদনীতে কত গুলি মনোহর মহাজনী পদ উদ্ধার করিয়া দিলাম।

(২) যে তিথিতে যে ক্ষণদার পাঠকীর্ত্তন কর্ত্তব্য, গ্রন্থের উপরিভাগে তাহা লিখিয়া দিলাম।

(৩) গীতকর্ত্তার মহিমা, মত ও মনোভাবের অনুভূতি, গীতের রস ও রহস্যার্থ অনুভবের এবং অনুরাগের সহিত শ্রবণ কীর্ত্তনের অতি উৎকৃষ্ট উপায় এই নিমিত্ত যে সকল গীতে (প্রায় ৪০টিতে) ভণিতা ছিল না তন্মধ্যে অনেক গুলি গ্রন্থান্তর হইতে সংগ্রহ করিয়া দিলাম। যে গুলিকে প্রকরণ-সঙ্গতি রক্ষার্থ, গ্রন্থকর্ত্তা ইচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করা বোধ হইল, সে গুলি আস্বাদনীতে দিয়াছি। অন্যান্য গুলি উদ্ধৃত চিহ্নে ও বন্ধনীতে চিহ্নিত করিয়া যথা স্থানেই প্রদান করিয়াছি।

(৪) উপরোক্ত উদ্দেশ্যে পদকর্ত্তা গণের মহিমাদি বোধক একটি দ্বিতীয় সূচীপত্র প্রস্তুত করিয়া দিলাম।

(৫) সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক মণ্ডলীর আনন্দাধিক্যের নিমিত্ত, সংস্কৃত ভাষার গীত-গুলির সমাবৃত টীকা উদ্ধার করিয়া দিলাম, যে সকল সংস্কৃত গীতের টীকা নাই আমার করুণাবতার আরাধ্যদেব শ্রীমদ্বৈতবংশাবতংস আচার্য্য শিরোমণি শ্রীপাদ

রাধিকানাথ গোস্বামীর শ্রীমুখোক্তি হইতে সেগুলিরও টীকা সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

(৬) অক্লেশে গীতগুলি বাহির করার সুবিধার নিমিত্ত বর্ণানুক্রমে গীতের প্রারম্ভ্যাংশ লিখিয়া সুবিস্তার সূচীপত্র প্রস্তুত এবং তাহাতে অন্যান্য প্রসিদ্ধ গীত গ্রন্থের যেখানে যেখানে ঐ সকল গীত আছে তাহাও দেখাইয়া দিলাম।

(৭) অন্যান্য গ্রন্থের সহিত যে সকল গুরুতর পাঠ বৈষম্য ও প্রকরণ পার্থক্য আছে, পূর্ব্বোক্ত সূচীপত্রে এবং আস্বাদনীতে তাহাও দেখাইয়া দিলাম।

ভিন্ন ভিন্ন মহাজনের পদ সংগ্রহ পূর্ব্বক লীলাবর্ণনার আদি ও আদর্শ—এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণব সাহিত্যভাণ্ডারে অতি মূল্যবান্ বস্তু, তন্নিমিত্ত আমরা ইহার পরিচর্য্যার সাধ্যানুসারে চেষ্টা যত্নের ত্রুটী করি নাই!

উপসংহারে—বিনীত প্রার্থনা মহাজনীপদের আস্বাদনী লেখা আমার ন্যায় রস-বোধ বিহীন অভাজনের অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। পতিতপাবন পরমারাধ্য অভিষ্টদেব (পূর্ব্বোল্লিখিত) প্রভুপাদের আজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদে যাহা লেখা হইয়াছে যদিও তাহা—তাঁহাকে শুনাইয়া তদীয় কৃপানুনির্দেশানুসারে সংশোধন পূর্ব্বক মুদ্রিত করিয়াছি তথাপি তাঁহার শ্রবণের অনবধানে কোনও কোনও স্থানে ভ্রম প্রমাদ থাকা কিছুই বিচিত্র নহে; সুবিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী এরূপ ভ্রম প্রমাদ দেখিতে পাইলে প্রদর্শন করিয়া কৃপা প্রকাশ করিবেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবন গোপীনাথ বাগ নিবাসী নিতাইপদ দাস বাবাজীর নিকটে এ গ্রন্থ প্রাপ্তব্য। ইতি—

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

কৃপাভিখারী—দীনাতিদীন

সম্পাদক।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি

সমগ্র গ্রন্থের শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৮	প্রিব	প্রিয়
২	১০	সনাতন পতি	সনাতন গাত
২	১২	গদাধর রসোঃ	গদাধর রসোল্লাসী
৩	২১	বিমুরণাদি	বিতুরণাদি
৬	২	সর্ব্বাত্মস্মসনং	সর্ব্বস্মরপনং
৮	১২	সোর	সোরভ
৮	১৮	চিন্তায়	চিন্তার
১২	১৪	নূনা	ণুনা
১২	১৬	রাজ	রাজা
১৫	৯	মনসিজ	মনসিজ
১৮	৪	কালিকার	কালিয়ার
২২	৮	নতা	লতা
২৪	৬	নবীর	নবীন
২৫	১০	মণ্যাহুরূপে	মণ্যানুরূপে
২৬	১৭	কবিবর	করিবর
২৭	১৩	অসরজ	গরুসজ
২৭	২১	কন্দর্পবাণ রাহুরূপ	কন্দর্প বাণ রূপরাহু
২৮	১১	বিবাদাহ	বিথদাহ
২৯	২০	বল্লভ—কৃষ্ণ	বল্লভ—কৃষ্ণ
৩০	৩	করুনাগর	বরুনাগর
৩০	১১	নীতিবন্ধ	নীবিবন্ধ
৩১	৫	পপসহ	পরসহ
৩১	১০	সারস্বময়	সারস্বময়
৩২	১১	ভাগবত	ভাবগাত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৪	৩	লোপিয়া	লোলিয়া
৩৫	১৯	সুগুর	সুন্দর
৪৩	১	ধবল	ধরল
৪৫	১৭	শকরাদানের	শর্করাদানের
৪৯	১০	বহির্দ্দেশে	বহির্দ্দেশ
৪৯	১৯	দিব্য	দিবা
৫১	১৭	রূব-রাশি	রূপরাশি
৫৩	১২	গোপী সন্তান হারি	গোপী সন্তাপ হারি
৫৫	১	গতনে	যতন
৬১	২	শোনায়	সোনায়
৬১	১০	পর্ব্বতে	পর্ব্বতের
৬৩	১	বিব	বিকাশ
৬৪	২	শ্যামের	শ্যামল
৬৪	৩	রেহ	স্নেহ
৬৪	৬	পাব	পার
৬৭	১৩	গুরুজনে	গুরুজনের
৬৮	৩	চকতি	চকিত
৬৯	৮	পানি	পাণি
৭১	৩	ময়দন	মরদন
৭২	৬	মুরারী	মুরারি
৭১	১২	ভয়ে	ভরে
৭১	৪	চন্দ্র	চন্দ্র
৭৪	১০	শুষক	শুষ্ক
৭৫	১১	পক্ষাদি	পক্ষ্যাদি
৭৬	১৪	ফুলরমণী	কুলরমণী
৭৭	৫	সোনার	সোণার
৭৭	৭	বেন্থ	বেণু

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৭	৯	বান	বাণ
"	১৬	সোনার	সোণার
৭৮	১৯	হিল্লোলিত	হিল্লোলিত
৭৯	৭	ভাবিণী	ভাবিনী
"	১৮	সঙ্কেত	সঙ্কেত
"	১৯	নরম	নয়ন
৮০	৬	দত্তলপণ	ছত্তলপণ
"	১৫	ডুইল	ছুইল (বা ছুইল)
৮১	১৭	বাম	বামা
৮৪	৪	ফুকরই	ফুকারই
৮৫	৬	বরপন	দরপন
৮৬	১	সাখি	শাখি
৮৮	২২	পৃষ্ঠ	স্পৃষ্ট
১০৫	২	বাবর	বারব
১০৫	৫	জানতে	জানাত্তো
"	১০	ব্যঞ্জিত	ব্যঞ্জিত
১০৬	৮	চিৎকার	চীৎকার
১০৯	১	বেণ-ধনি	বেণ-বনি
১১২	২	তিমিরমনল্লং	তিমিরমনল্পং
১১৯	১৯	মানদানে	মানদেন
"	১১	ঘুণের	ভৃণের
১২০	৯	ভগবন্ত	ভগবন্তা
"	১৫	বথ	পথ
১২৫	২৩	চইলন	চইল না
১২৯	৪	ভেল	ভেল
১৩২	২	ফুলেপরে	ফুলশরে
"	১৩	সর্ব্বাবস্থাবই	সর্ব্বাবস্থায়ই

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩৭	৮	বটে	ঘটে
১৪১	১২	নবনব মাধুরী নবায়মান	নবনব মাধুরীতে নবায়মান
১৪৪	৬	রণরাণ	রণরণি
১৪৭	১৪	অনিনিখ	অনিমিথ
১৪৮	৪	দর্শনে	বর্ণনে
১৪৮	২১	রসের	রাসের
১৪৯	২	অথ একাদশ	অথ একাদশী
১৪৯	১১	বিমল হোমের	বিমল হেমের
১৫১	৫	পুলিয়া পুলিয়া	লুলিয়া লুলিয়া
১৫২	৩	করিল	করল
১৫৩	১	রতন মন্দি	রতন মন্দির
১৫৩	২০	রমণি আজ্ঞা	রমণি রাজ্ঞী
১৫৩	২০	আমার মাতঙ্গকে	আমার মন মাতঙ্গকে
১৬০	১৯	শ্যাম সুন্দারর	শ্যাম সুন্দরের
১৬১	১৪	অম্লহত্তি	অম্লবর্ত্তি
১৬২	১১	সাধবের	মাধবের
১৬৩	১	চিরমলয়	চিরমলস
১৭৩	৮	নবপ্লালনে	নবপল্লবে
”	”	সম্বরে	সত্বরে
১৬৩	১৬	প্রেমোলষিত	প্রেমোল্লসিত
”	২২	সরজভাব	সরসভাব
১৬৫	২৩	একস্মিন্নবম্বনে	একস্মিন্নলবনে
”	১৪	রসা	বসো
১৬৮	১৩	ধুগল	যুগল
১৬৯	১৬	রজনি	রঞ্জনি
”	২১	অঙ্গলি	অঙ্গহি
১৭৪	১	স্লথিনী	লথিমী

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭৪	২৪	প্রাণধর	প্রাণধন

১৭৮ পৃষ্ঠায় যহি যহি নিকসই তনু তনু জ্যোতি, এই পদটি নিম্নোক্ত ভাবে হইবে :—

যহি যহি নিকসই তনু তনু জ্যোতি
তহি তহি বিজুরী চমক মোতি হোতি
যহি যহি অরুণ চরণ চলি চলই,
তহি তহি থল কমল দল খলই।
দেখলু কো ধনী, সহচরী মেলি,
হামারি জীবন সঙ্গে করতাহি খেলি,
যহি যহি ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল।
তহি তহি উছলল কালিন্দী কলোল।
যহি যহি তরল দৃগঞ্চল পড়ই,
তহি তহি নীল-উতপল-বন ভরই।
যহি যহি হেরিয়ে মধুরিম-হাস,
তহি তহি কুন্দ, কুমুদ, পরকাশ।
গোবিন্দদাস কহে মুগধল কান ?
চিন লহ রাই চিনই নাহি জান ?

১৭৮	১	যদি	যহি
”	৭	চির	চিন
”	১০	অন্য	অন্যান্য
”	২২	বিচ্ছরিত	বিচ্ছুরিত
১৮১	১১	মিমিত্ত	নিমিত্ত
১৮২	১৪	উথলল	উথলল
”	১৫	ছত্রে	ছত্রে
১৮৩	৪	ক্লিগ্ধ	স্নিগ্ধ
”	৭	ধারা	ধরা
”	৭	ভীস	ভীত
১৮৪	৪	ঘম	ঘন
”	১৪	কুওল	কুণ্ডল
১৮৫	৪	গহিক	গাহক
”	৯	মদিরাস্বায়ন	মদিরাস্বাদন
”	১৩	ঘঘ	ঘন
১৮৭	৩	নবরূপ	নররূপ
”	২	দান	দাস

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮৮	৬	লীলা রসময় সুন্দর বিগ্রহ আনন্দ নটন বিলাস, এই পংক্তিটি উঠাইতে ভুল হইয়াছে ইহা মত্ত সিংহ যেন, ইহার পর পংক্তিতে হইবে।	
১৮৯	৫	যশা	যশ
১৯৩	৮	আমবা	আমরা
১৯৪	৭	কোলে	কোরে
১৯৫	৭	কুদীপ	সুদীপ
"	৭	বরণ রিজুরী	বরণ বিজুরী
"	২৫	নিরাক্ষণ প	নিরীক্ষণ পর
১৯৬	১২	নীব	নীল
১৯৭	৭	আনতি	আরতি
১৯৯	৭	রমিকা রমিতা	রমিতা
২০০	৬	ঘলা	বলা
"	৮	অবতারের	অবতারে
"	২০	অরে	আর
"	২১	দয়াল	দয়ার
২০১	২১	নালাপরাধ	নমাপরাধ
২০৬	২৩	সেখব	দেখব
২০৭	৭	শন	শর
২০৯	১০	সুসজ্জা	সুলজ্জা
"	২৩	গ্রন্থিও	প্রতিও
২১০	১	অথির	অথির
"	১৩	আগ্রাত	আগ্রহ
২১১	১০	নাত্রেব	মাত্রের
"	১০	নিমিত্ত র	নিমিত্ত ও
"	১৪	কোন	কেলি
২১২	২	দাসস	দাস

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১২	৪	লালায়	লীলার
”	৫	বীপরীত	বিপরীত
২১৪	২২	হরে !	হায়
২১৫	১৫	জৈন	জৈণ
২২০	১০	বচদে	বচনে
২২১	২	জল	জন
২২৪	১৫	সম্বদ্ধিত	সম্বর্দ্ধিত
২৩১	১৭	শ্রীরাথাকে	শ্রীরাধাকে
২৩৮	১১	মথানন্দে	মহানন্দে
২৪০	৯	চিরজ্জগতে	চিজ্জগতে
২৪১	৫	চলালি	চললি
২৪৩	১৩	ফল	ফুল
২৪৩	৫	কানা	কামা
২৪৪	৪	তয়ে	কতয়ে
”	৭	বরক	বরত
২৪৫	১	এফ	এক
২৪৭	১৬	বাধ	বোধ
২৫৭	১১	হরিরূপে	হাররূপে
২৭৩	১৯	রঞ্জন	খঞ্জন
২৭৫	৬	না পারই অঙ্গ	ধরই না পারই অঙ্গ
২৭৭	৩	শ্রাবণ	শ্রবণ
২৭৮	৬	ধনী বাসক শেষ	ধনি সাজলি বাসক শেষ
২৮০	১১	কাঁদিতেছে	কাঁপিতেছে
২৮২	১৭	পিয়া শূন্য	পিয়া বিনু শূন্য
২৮৪	১	তুরন্তর	ত্বরন্তর
২৮৯	১৪	কহিলেন	রহিলেন
২৯৮	১৬	পর শোভা	পরম শোভা

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯৯	১৫	তৃপা	কৃপা
৩০০	১৯	স্থিতীয়াং	স্থিতায়াং
৩০১	৬	স্তনং	স্তনং
৩০৪	৭	দদ্ভাবে	সদ্ভাবে
„	৪	চল	চলি
৩০৮	৭	নিথি	নিধি
৩১০	২২	বলয়সণ	বলয়গণ
৩১২	১১	তাম্বলরাগ	তাম্বুলরাগ
৩১৩	২	কুসম	কুসুম
„	১৭	নিমেষ	নিমেষে
৩১৭	৩	তোর	ভোর
৩১৯	১৬	কমনায়	কমনীয়
৩২০	১০	রুলিতং	কলিতং
৩২৩	১২	পৃহং	গৃহং
৩২৪	১১	তৎপ্রতি	তং প্রতি
৩২৫	১৭	অভিসারে	অভিসারে
৩২৬	১	লধুনাতন	মধুনাতন
৩৩১	১৪	উল্লাসেরা	উল্লাসের
৩৩৪	৪	সান্তাইল	সন্তাইল
৩৩৯	৯	বৃন্দাবন	বৃন্দাবনে
„	১৬	বলবত্ত	বলবৎ
৩৪৫	১০	সুরে থানি	সুরে থনি
৩৪৬	১	মম	মন
৩৬৯	১৩	তুলনীয়া	অতুলনীয়া
৩৭১	৮	দিগ্ধ	দিগ্ধা
৩৭৫	১৩	ভরতি	ভবতি
৩৭৮	৮	রসপানাভাব	রসপানাভাবে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৮৮	১১	দ্বার অবারিত	দ্বারা এক অবারিত
৩৯০	১	দশে	দাশে
”	৯	করল	কবল
৪০১	১৯	করিতেন	করিতেছেন
৪০৫	১৬	সুন্দরীর ললাটোপরি	সুন্দরীর সুন্দর ললাটোপরি
৪১৩	১৩	কুমারী তরঙ্গের	কুমারী যমুনার তরঙ্গের
৪১৬	১৯	বহিতেছেন	বলিতেছেন
৪২৯	১১	ম্বং	ত্বং
৪৩৩	১২	নিমগ্নস্থ	নিমগ্নস্থ
”	১৬	বিলম্বকৃত্বেত্যর্থঃ	বিলম্বমকৃত্বেত্যর্থঃ
৪৩৫	১৩	বল্লিতা	বগ্নিতা
৪৩৬	৮	মাহিব	মাহিষ
৪৪০	১২	আপ্লুত	আপ্লুত
৪৪১	১২	কত	কৃত
৪৪৭	৭	করিতেছেম	করিতেছেন
৪৫০	৭	গাহক গোপাল	গাহক মদন গোপাল
৪৫২	৪	মাধব	মাধবী
৪৫৩	৫	আনন্দ	আনন্দে
৪৫৪	১০	মুকুন্দ	কুমুদ
৪৫৫	১০	নটরাজ মণ্ডলীকে	নটরাজ শ্যাম সুন্দর অবিকল পরস্পরের অনুরূপ নৃত্য-বৈদগ্ধী বিস্তার দ্বারা রমণী মণ্ডলীকে
৪৫৫	১৩	দীপ্ত ইহার	ইহার
৪৫৮	৯	সাম্য	সাম্যে
৪৬১	৮	বেশে	বেগে
৪৬৬	১১	সহিতেও অসমর্থা	সহিতেও আমি অসমর্থা
৪৭০	৮	কুম্ম	কম্প

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৬৯	১৮	মনোহর	মনোরূপ
"	২১	সিদ্ধ	সিদ্ধান্তের
৪৭৪	৭	কি	কিন্তু
"	১৮	বিরুদ্ধতা	বিরুদ্ধতা
৪৭৮	১৭	গৌরব অন্তর্হিত	গৌরব সকলই অন্তর্হিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

(মঙ্গলাচরণ)

অদ্বৈতপ্রকটীকৃতো নরহরিপ্রেষ্ঠঃ স্বরূপপ্রিয়ো।
নিত্যানন্দসখঃ সনাতনগতিঃ শ্রীরূপহৃতকেতনঃ॥

শ্রীশচীনন্দন গৌরভগবানই কলিপীড়িত নরনারীর একমাত্র আশ্রয়। যেহেতু পরমজ্ঞানীশিরোমণি ও অলৌকিক প্রভাবশালী (স্বরূপত মহাবিষ্ণু ও মহাদেবের অবতার) লোকপূজিত শ্রীল অদ্বৈতচন্দ্র, জীবের দুর্গতি দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া এবং উদ্ধারের উপায়ান্তর না দেখিয়া, পূর্ণ-ভগবানের অবতারার্থ বহু আরাধনা দ্বারা তাঁহাকে প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন।

আর শ্রীগৌরচন্দ্রই নিখিল রসভাবিত ভক্তবৃন্দের প্রেষ্ঠ, প্রিয়, সখা, সম্পদ, পতিপুত্রাদি সর্ব্বভাবে ভজনীয়। যেহেতু স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত নরহরি সরকার ঠাকুরেরন্যায়-মহিমান্বিত মধুররসের ভক্তগণ তাঁহাকে প্রেষ্ঠস্বরূপে ভজন করিয়াছেন। এবং ব্রজ-রসপ্রাণ যতীন্দ্র-শিরোমণি শ্রীপাদস্বরূপগোস্বামীর ন্যায় মহারসিক-মণ্ডলী তাঁহাকে 'প্রিয়' স্বরূপে প্রাণেরপ্রাণ বলিয়া আরাধনা করিয়াছেন। আর প্রকৃত-প্রেমে জগৎ জুড়ানের অনুসঙ্গে নানাবিধ লোকাতীত প্রভাবে ঈশ্বরত্ব প্রকটনকারী [মূলসঙ্কর্ষণ] দয়ার সাগর শ্রীনিতাই চাঁদ, শুদ্ধ সখ্যের পরমাধাররূপে নিয়ত তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছেন ও অসাধারণ ধীমান্ গৌড়-রাজমন্ত্রী শ্রীমৎসনাতনগোস্বামী ও শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী তাঁহার প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া অতুলিত-পদৈশ্বর্য্য তুচ্ছজ্ঞানে পরিহারপূর্ব্বক বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়াছেন এবং বৈষ্ণব স্মৃতিকর্ত্তা সেই শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁহাকে একমাত্র 'গতি' বলিয়া নির্দ্ধারণ ও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ও প্রেমামৃত বর্ষণে জীবের নবজীবন দাতা পরমাভিবন্দনীয় সেই শ্রীরূপ গোস্বামীর

হেলোদ্ধূলিত খেদয়া, বিসদয়া, প্রোন্মীলদামোদয়া
সাম্যচ্ছাস্ত্র বিবাদয়া, রসদয়া, চিত্তার্পিতোন্মদয়া
শশ্বদ্ভক্তি বিনোদয়া, সমদয়া, মাধুর্য্য মর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! তবদয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥ ৩ ॥

আজ ব্রাহ্ম খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতিও যে দুজনের করুণায় মাতোয়ারা। এবং যে দুজন সমস্ত জগতের প্রিয়বিধানকারী। অর্থাৎ—সভ্য, অসভ্য, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, নির্ব্বিশেষে জগতের সমস্ত প্রাণীরই,—প্রীতির বস্তু নৃত্য ও গীত। যে দুজনের অপার করুণায় নানাপ্রকার কঠোর সাধনের পরিবর্ত্তে উহাই জগতে, ভজনের প্রধান সাধন হইয়াছে।

শ্রীগৌর নিত্যানন্দ ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি, শ্লোকোক্ত বিশেষণের সার্থক প্রয়োগ হইতে পারে না। গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্য ভাগবতের এই মঙ্গলাচরণ শ্লোক দ্বারা অভীষ্ট বন্দন করিয়াছেন,—আমার বাক্যাপেক্ষা সিদ্ধ মহাত্মার বাক্যে ফলপ্রাপ্তির আশা অধিক" এই দৈন্যে পূর্ব্ব মহাজনের শ্লোকে মঙ্গলাচরণ।

বৈষ্ণবজগতের বিশুদ্ধ ভজন-পথপ্রদর্শক, বন্দনীয়-চরণ, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের একটী মহা বাক্য এই :—

মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধাম, যুগল বিলাস স্মৃতি সার।
সাধ্য সাধন এই, ইহা পর আর নাই, এই তত্ত্ব সর্ব্ব বিধি সার ॥

এই গীত চিন্তামণি গ্রন্থ, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেই দৈনন্দিন-যুগল বিলাস এবং সেই মধুর মধুর শ্রীমূর্ত্তি যুগলের নানা ভাবোচ্ছলিত-নব-নব-বিকাশের অপূর্ব্ব চিত্রে পরিপূর্ণ। কিন্তু হৃদয়ের যাবতীয় খেদ বিদূরিত এবং মন বিশদ অর্থাৎ নির্ম্মল না হইলে; দেশ কাল অধিকারী, উদ্দেশ্য এবং রসভাবাদির বিচার দ্বারা শাস্ত্র-বাক্যে সমন্বয়বুদ্ধি ও বিশ্বাস না জন্মিলে; হৃদয় নির্ম্মল ও নিত্যরসে-বিভাবিত এবং অন্তরে প্রেমানন্দের উদয় না হইলে, ভক্তিরসে নিত্য বিনোদিত না হইলে, সর্ব্বত্রে স্বাভীষ্ট দর্শন জনিত সমদৃষ্টি না জন্মিলে যোগে-

চেতোদর্পণ মার্জ্জনং ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপনং
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনং

শ্বরেশ্বর শ্রীভগবানের এই অপ্রাকৃত চিন্ময়-মানবীয়-রূপের ও লীলার প্রকৃত ভাব ও ছবি জীব-হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় না। এবং তদব্যতিত কেহ এ মহারসময় গ্রন্থের রসাস্বাদনে অধিকারী হইবেন না।

কলিপীড়িত জীবের পক্ষে এইরূপ মহাভাগ্য লাভ, একমাত্র শ্রীগৌর সুন্দরের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ কৃপা সাপেক্ষ। তাই এ গ্রন্থের মহানুভব সংগ্রহ কর্ত্তা; শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাকৃপাপাত্র-ভক্তশূর কবিকর্ণপুর-কৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের ৮ম পরিচ্ছেদের ১১শ সংখ্যক এই শ্লোকটির দ্বারা তদীয় কৃপাকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, যথা "হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য! তোমার যে দয়ায় লোকসকলের যাবতীয় খেদ (শোক আক্ষেপাদি) অবহেলে উন্মূলীত অর্থাৎ সমূলে উৎপাটিত হয়, মন নির্ম্মল করে, প্রকৃষ্টরূপে প্রেমানন্দের বিকাশ সাধন করে। শাস্ত্র সকলের, মত ভেদের মূলীভূত কথা যে "সাধ্যবস্তু লাভের উপায় কি?" এ বিতর্কে আর জীবকে যাইতে না দিয়া ও শাস্ত্রবাক্যের সমন্বয় দেখাইয়া বিবাদ প্রসমন করে। সংসার বিশুষ্ক জীব হৃদয় রস ভাবিত করে। চিত্তে উন্মাদনা দান করে, সর্ব্বদা ভক্তি সুখানুভূতিতে, চিত্ত বিনোদিত করে। সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি দান করে। মাধুর্য্যের চরমোৎকর্ষরূপিনী তোমার সেই দয়া জগতের মঙ্গলার্থ সমুদিত হউক।"

অন্তরঙ্গ পার্ষদ ভক্তের উক্তি কদাচ অতি রঞ্জিত কি ব্যর্থ হয় না। প্রাণের উৎকণ্ঠা ও বিশ্বাস সহকারে এ শ্লোকটী কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য ॥ ৩ ॥

যাহা চিত্তরূপ দর্পণের মালিন্যাপহারক, সংসারোত্থ মহাদাবানল নির্ব্বাপণকারী, এবং মঙ্গলরূপ শ্বেত-কুমুদের প্রস্ফুরণ করণে চন্দ্রিকা সদৃশ, যাহা পরাবিদ্যারূপিণী-বধূর প্রাণ-স্বরূপ, আনন্দের সমুদ্র পরিবর্দ্ধক, প্রতিপদে যাহাতে পূর্ণরূপে অমৃতের আস্বাদ বিরাজিত, যাহা ব্রহ্মাদি হইতে কীটপতঙ্গাদি পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীর আত্মাকে অপূর্ব্ব রসে স্নান করায়, সেই শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বদা জয়যুক্ত হইতেছেন।

শ্রীপদ্যাবলী গ্রন্থের নাম মাহাত্ম্য প্রকরণের ৬ষ্ঠ [ক্রমিক গণনায় ২২শ]

আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণমৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং ॥ ৪ ॥

সংখ্যক এই শ্লোক দ্বারা সঙ্কীর্ত্তন-গীতাবলীর সম্পুটস্বরূপ এ গ্রন্থের বস্তুনির্দ্দেশ মঙ্গলাচরণে শ্রীসংকীর্ত্তনের তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

দৃপধাতুর অর্থ দীপ্তিবিধান। প্রতিবিম্ব প্রতিফলনের সর্ব্ব প্রকার স্বচ্ছফলক—চশমা, দূরবীক্ষণাদি সমস্ত দ্রব্য দর্পণ শব্দের প্রতিপাদ্য। মানবের নির্ম্মল চিত্ত এই জাতীয় সর্ব্বপ্রকার ফলকের গুণ সম্পন্ন দর্পণ স্বরূপ, তদ্দ্বারা স্থূল, সূক্ষ্ম, অগাধ, অপরিমিত, নিকটস্থ বা সুদূরস্থ সমস্ত দ্রব্যের, অতীন্দ্রিয় পদার্থ পর্য্যন্তের এমনকি আত্মারস্বরূপ, শ্রীভগবানের স্বরূপ, তদীয় শক্তি সমূহের স্বরূপ ভাবসমূহের ও লীলাসমূহের—ছবি পর্য্যন্ত অনুভূত হইতে পারে। মায়ার ছায়ায় এবং জাগতিক পঙ্কিলতার সংস্পর্শে আমাদের এমন অপূর্ব্ব বস্তু, মলিন ও অকর্ম্মণ্য! ইহার অধিক দুঃখ আর কি আছে? করুণাবতার শ্রীশচীনন্দন গৌরভগবান চেতোদর্পণের এই মালিন্যের সম্মার্জ্জন স্বরূপ শ্রীসঙ্কীর্ত্তনের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ভাগ্যজীবগণ, নানা ভাব ও নানা রুচিসম্পন্ন বলিয়া নানাপ্রকারে ইহার, গুণ প্রচার করিয়াছেন।

আমার দয়ালপ্রভু হৃদয়াকর্ষক ভক্তরূপে, সর্ব্ববর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ রূপে, দিগ্‌বিজয়ী-পরাভবী অধ্যাপকরূপে, সর্ব্বজন-মান্য মহাপ্রভাবান্বিত সন্ন্যাসীরূপে এবং প্রদ্যুম্ন মিশ্রের ন্যায় সরল কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসু হইতে সহস্র সহস্র জনার ঐহিক পারত্রিক উপদেষ্টা জগৎ বিখ্যাত প্রকাশানন্দ সরস্বতী, বাসুদেব সার্ব্বভৌম পর্য্যন্ত কত কত মহামান্য জন সকলকে উপলক্ষ করিয়া উপদেশ দ্বারা এবং পরিশেষে স্বীয় শিক্ষাষ্টকের দ্বারা বক্ষ্যমান শ্লোকটীকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, শ্রীসঙ্কীর্ত্তন, কলির জীবের পরম কর্ত্তব্য এবং চিত্ত-দর্পণের মালিন্য নাশের উপায়।

এই শ্লোকটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোদ্‌গীর্ণ, ইহার প্রত্যেক কথা যথার্থ অর্থাৎ জীবের কর্ম্মভোগ্য এবং বাসনার সংঘর্ষনোত্থ দাবানল কীর্ত্তনামৃতে নিশ্চয় নির্ব্বাপিত হয়। শ্রেয় অর্থাৎ প্রেমলাভ হয়। দিব্যজ্ঞানের বিকাশ হয়। অমৃতাভিষিক্ত শুষ্কশাখায় নবপল্লবোদয়ের ন্যায় নবজীবন লাভ হয় ॥ ৪ ॥

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ প্রথম ক্ষণদা, কৃষ্ণা প্রতিপদ।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য—রাগ কেদারা।

দেখ দেখ সোই মূরতিময় মেহ।
কাঞ্চন কাতি, সুধা জিনি মধুরিম,
নয়ন-চসক ভরি লেহ ॥ ধ্রু ॥

শ্যামল বরণ, মধুর-রস ঔষধি, পূরব যো, গোকুল মাহ।
উপজল জগত, যুবতী উমতাওল, যো সৌরভ পরবাহ ॥

দেখ দেখ সেই গৌরবর্ণ মূর্ত্তিমান্ মেঘ সাক্ষাৎ বর্ত্তমান। সুবর্ণের ন্যায় সুন্দর এবং সুধা অপেক্ষাও মধুরাস্বাদ যুক্ত এই রূপামৃত দ্বারা নয়নরূপ-পানপাত্র পূর্ণ করিয়া লও। পূর্ব্বে শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়া সাক্ষাৎ মধুর-রস-রূপে এবং নিখিল-গোকুলজনের জীবন ধারণের নিদান ঔষধিরূপে, গোকুলে যাহার উদয় হইয়াছিল, যাহার সৌরভ-প্রবাহ জগতের যাবতীয় যুবতীগণকে (দেবী, মানবী, নাগ্নীশেষে) উন্মাদিত করিয়াছিল, ললনা-শিরোমণি ব্রজ-সুন্দরীগণ যে রস-স্বরূপকে কুচমণ্ডলের মহাভূষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই মদনবশ্যচ এক্ষণে তৎপ্রভাবে অর্থাৎ ব্রজগৌরাঙ্গিনীগণের স্তন কান্তিতে গৌরবর্ণ

যো রস, বরজ গোরী, কুচমণ্ডল মণ্ডন-বর, করি রাখি।
তে ভেল গৌর, গৌড় অব আওল, প্রকট প্রেম-সুরশাখী॥
সকল ভুবন সুখ, কীর্ত্তন সম্পদ, মত্ত রহল দিনরাতি।
ভবদব কোন? কোন কলি-কল্মষ? গাহা হরিবল্লভ ভাঁতি॥

হইয়া গৌড়ে আসিয়াছেন এবং এস্থানেও দুইরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। প্রথম স্বরূপে মূর্ত্তিমান্ মেঘরূপে নির্ব্বিচারে ব্রজরসবর্ষণ, আর দ্বিতীয় স্বরূপে প্রেম-কল্পতরু হইয়া প্রেমদান করিতেছেন। আবার সকল-ভুবনের-সুখদ কীর্ত্তন সম্পদে দিবারাত্রি মত্ত থাকিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিতেছেন।

এ গীতে, রসময়, সর্ব্বতাপহারী এবং নিরন্তর রসবর্ষণশীল বলিয়া, পূরবের গোকুলানন্দ-শ্রীকৃষ্ণের এবং আমাদের নদীয়ানন্দ-শ্রীগৌরসুন্দরের তুল্যভাবে মেঘরূপে বর্ণন হইলেও, কথিত হইয়াছে,—শ্যামলমেঘের বর্ষণস্থান কেবল শ্রীগোকুল। সে লীলায় জগতের ভাগ্যে নগদ লাভ কেবল সৌর-প্রবাহ। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ-মেঘ গৌড়ে সমুদিত হইয়া স্থান, কাল পাত্র, বিচার ব্যতীত যাবতীয় ভুবনে রসবর্ষণকারী।

দ্বিতীয়রূপের বিচারেও দেখুন, ঔষধি-উদ্ভিদ্ হইতে ফল, মূল, বল্কল, পত্র, পুষ্প, ছায়া, রস প্রভৃতি সমস্ত সম্পদেই, তরু সমৃদ্ধ এবং বৃহৎ। এই প্রকারে সুকৌশল-বর্ণনাভঙ্গী-দ্বারা জগন্মণ্ডল শ্রীশচীকুমারের অব্যর্থ মহা করুণা চিন্তায় সমুল্লাসে উচ্ছসিত হইয়া গীতকর্ত্তা বলিতেছেন:—যেখানে বা যে হৃদয়ে এই মঙ্গল-স্বরূপের প্রকাশ তথায় ভব দাবানল এবং কলিকল্মষ কোন ছার পদার্থ? কি করিতে পারে?

বিষয়-বিক্ষোভিত মানবীয় মলিন হৃদয়ে, রসময় রসময়ীরূপে লীলাবিলাসী, যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবানের চিন্ময় নির্ম্মল রসলীলার অবিকৃত স্ফূর্ত্তি কেবল শ্রীগৌরশশধরের কৃপা সাপেক্ষ।

"গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে, সে জন ভকতি অধিকারী" মহাজনের এ মহাবাক্য অভ্রান্ত এবং বহু পরীক্ষিত

(২) রাগ—কেদার, গান্ধার।

আরে মোর নিতাই সে নাগর।
সংসার-তাপিত— জীবের জীবন,
নিতাই মোর সুখের সাগর ॥ ধ্রু ॥

অবনী মণ্ডলে, আইল নিতাই, ধরি অবধূত বেশ।
পদ্মাবতী-নন্দন, বসু জাহ্নবা-জীবন, চৈতন্যলীলায় বিশেষ ॥

সত্য। তাহাই ব্রজরস-কীর্ত্তনের প্রারম্ভে শ্রীগৌরচন্দ্রগীতির সদাচার চির-প্রচলিত।

গ্রন্থকার, বন্দনীয় শ্রীযুত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বেষাশ্রয় করিয়া "হরিবল্লভ দাস" নাম গ্রহণ করেন। এ গীতটি তাঁহার স্বরচিত। নামোল্লেখ শূন্য এই গীতে রূপকাদি নানা অলঙ্কারচ্ছলে শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপ, গুণ মহিমাদি বর্ণন দ্বারা তিনি পূর্ব্বোক্ত সদাচার সম্পাদন করিয়াছেন।

(২) আরে! আমার নিতাইর ন্যায় নাগর আর কে আছে? সমুদ্র যেমন জলচর জীব নিচয়কে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক নাচিয়া নাচাইয়া আনন্দ দান করে ও বাঁচাইয়া রাখে, তেমনি সংসার-সন্তপ্ত যাবতীয় জীবকে নিয়ত সুখসম্ভারূপ স্বকীয় বুকে রাখিয়া, জনগণের জীবন স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বময়-সুখের-সাগর আমার নিতাইচাঁদ অবিরত আনন্দক্রীড়া করিতেছেন।

নরলীলায় এই নিতাই পদ্মাবতীদেবীর পুত্ররূপে অবধূতের বেশে অবনীতে আসিয়া, বসুধা ও জাহ্নবাদেবীর বল্লভত্ব অঙ্গীকার ও শক্তিসম্পন্ন-বংশ বিস্তার

রাম অবতারে, অনুজ আছিলা, লক্ষণ বলিয়া নাম।
কৃষ্ণ অবতারে, গোকুল বিহারে, জ্যেষ্ঠ ভায়া বলরাম॥

দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের ধর্ম্ম, যাজন ও সংরক্ষণের দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তদীয় আজ্ঞাপালন পূর্ব্বক, গৌরপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রকারের বৈশিষ্ট্য যে কেবল চৈতন্যলীলায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে; পূর্ব্বে শ্রীরামাবতারকালে অনুজ লক্ষণরূপে এবং শ্রীকৃষ্ণাবতারে দাদা বলদেবরূপে ও শ্রীভগবানের অভিপ্রেত সমাধান ও প্রেমসেবা সাধন করিয়াছেন।

তত্ত্ব:—সমস্ত সত্ত্বার মূল হওয়াতে যিনি আসন, উপাধান, শয্যা, পাদুকা, ছত্র, গৃহ, সিংহাসনাদি সেবোপকরণ স্বরূপে এবং মাতা, পিতা, দাস, সখাদি সর্ব্বভাবে শ্রীভগবানের সেবা সমাধান করেন এবং মানবলীলায়—অগ্রজগত-প্রাণ শ্রীলক্ষণ হইয়া দাদার আজ্ঞা ও অভিপ্রায় শিরোধার্য্য পূর্ব্বক, আবার কৃষ্ণপ্রাণ অগ্রজ বলদেব হইয়া অনুজকে আপনার আজ্ঞা ও অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী করিয়া, সুখে রাখিয়া; এবং গৌরাবতারে নিতাইরূপে অন্তরঙ্গ সখা হইয়া মমতা, ক্ষমতা ও বাধ্যতাময় সর্ব্ববিধ মধুরসখ্যভাবে, মনোমত প্রেম-সেবার দ্বারা আনন্দদান ও আনন্দলাভ করেন, তাঁহার ন্যায় রসবিদগ্ধ আর কে আছে?

অতএব জগতে যত ভাবের ও যত রসের ভক্ত বর্ত্তমান আছেন, সকলেই আমার নিতাইচাঁদের শ্রীচরণাশ্রয়ে ধন্য এবং কৃতার্থ হইবেন, তাহাতে সংশয়ের লেশমাত্র নাই। নদীয়া বিহারে শ্রীনিতাইয়ের অদোষ-দর্শিতা এবং কলি-পীড়িত জীবের প্রতি অবাধ করুণা, পূর্ণরূপে প্রকটিত। অতএব গীতকর্ত্তা দ্বিজ গঙ্গারাম আপনাকে কলির অন্ধকূপে পতিত ও দুর্ব্বিপাকগ্রস্ত ভাবিয়া জগদুদ্ধার ও প্রেম-প্রচারে দীক্ষিত এই পরমাশ্রয়কে ডাকিয়া শরণ লইতেছেন। কেবল অনুতপ্ত চিত্তে ডাকিলেই নিতাইর করুণা লাভ করা যায়।

গৌর অবতারে, নদীয়া বিহারে, নিতাই বলিয়া নাম।
কলি-অন্ধকূপে, পড়িয়া বিপাকে, ডাকে দ্বিজ গঙ্গারাম॥

(৩) শ্রীকৃষ্ণ আহ। রাগ—ধানসী।

(ধনি গো! আজু) পেখলু, বালা-খেলি,
(যব) মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধরে বিজুরী রেখা, ধন্দ বাড়াইয়া গেলি॥ ধ্রু॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় ভুবন মঙ্গল, জগমনোহারী প্রেমাবতারের এবং সঙ্গীতের ন্যায়, চিত্তহারী আনন্দময় বস্তুর—মঙ্গল-সম্মিলনরূপ শ্রীগৌরচন্দ্র গীতেও যদি কোনও দুর্ভাগ্যজনের মনের পঙ্কিলতা বিদূরিত না হয়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত পক্ষে "কলির অন্ধকূপে পতিত ও দুর্বিপাক গ্রস্থ"! শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের উদয় ব্যতীত তাহার দুস্তমো নাশের আর উপায়ান্তর নাই। বুঝি তাই আমাদের পরম কারুণিক মহানুভব গ্রন্থকার প্রতি গৌরচন্দ্র গীতির পরে এক একটি শ্রীনিত্যানন্দ গীতি দিয়াছেন।

(৩) বয়ঃসন্ধি সময়ে শ্রীরাধার মাধুর্য্য ও চেষ্টা দর্শনে বিমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ কোনও সখাকে কহিতেছেন,—সখি! আজ এক বালিকার অপূর্ব্ব খেলা দেখিলাম। সে যখন মন্দির হইতে বাহিরে আসিল, বোধ হইল যেন নবীন মেঘ হইতে বিদ্যুৎরেখা বিনির্গত হইল!! আমার অন্তরে এই ধাঁধা বাড়াইয়া সে আবার মন্দিরে চলিয়া গেল। সেই অল্পবয়স্কা বালার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, গ্রথিত কুন্দের

(সে যে) অলপবয়সি বালা, (যন্থ) গাথনি পহুপ মালা,
থোরি দরশনে আশ না পুরল, বাঢ়ল মদন-জ্বালা।
(সে যে) গোরী কলেবর নূনা, (যন্থ) কাজরে-উজোর-সোনা,
কেশরী জিনিয়া মাঝারি খিনী, দুলহ লোচন-কোণা।
ঈষৎ হাসনি সনে, (মুঝে) হানল নয়ন-বাণে,
চিরজীব রহু পঞ্চগৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে।

মালার ন্যায় সুকোমল এবং সুন্দর। সখি! সে অল্পক্ষণের দর্শনে আমার দর্শনাশা মিটে নাই। কেবল মদন-যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইয়াছে। সে সুন্দরী কজ্জলোজ্জ্বলিত স্বর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গিনী এবং লাবণ্যময়ী, আর কেশরীর ন্যায় ক্ষীণমধ্যা। উপমার দ্বারা এ সকল কথা কথঞ্চিৎরূপে বলিলাম বটে, কিন্তু তাহার লোচনাঞ্চলের চারুতার উপমা জগতের দুর্লভ।

সহাস্য দৃক্‌পাত দ্বারা, সে আমাকে যেন নয়ন বাণে বিদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, অর্থাৎ বাণবিদ্ধ-প্রাণীর ন্যায় আমার যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইতেছে না। নূনা অর্থ লাবণ্যময়ী, অন্যান্য গ্রন্থের পাঠ 'নূন' এবং কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কৃত অর্থ-খর্ব্ব বা কৃশ দুইই ভুল।

পঞ্চগৌড়েশ্বর রাজ-শিবসিংহের সভাসদ কবি বিদ্যাপতি, রাজার আদেশ অনুসারে তদীয় প্রীতির নিমিত্ত গীত রচনা করেন, সেই জন্য এ গীতের ভণিতায়, মহারাজকে "চিরজীবরহু" ইত্যাদি বাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

ইতিহাসে দেখা যায় বঙ্গের হিন্দুরাজগণ, স্বীয় রাজ্যকে রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগরি এবং মিথিলা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন, বোধ হয় ইহাই পঞ্চগৌড়। অথবা স্কন্দপুরাণের মতে "সারস্বত, কান্যকুব্জা, গৌড়, মৈথিলিকোৎকলা" পঞ্চগৌড় ইতি খ্যাতা, বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ।

(৪) বালা।

না রহে গুরুজন মাঝে,
বেকত অঙ্গ, না ঢাকয়ে লাজে।
বালাজন সঙ্গে যাসে,
তরুণী পাই তহি পরিহাসে।
মাধব! পেখলু রমণী,
কো কহ বালা কো কহ তরুণী।

কেলী-রভস যব শুনে,
অনত হি হেরি, তহি দেই কাণে।
ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি,
কান্দন মাখি হাসি, দেই গারি।
কবি বিদ্যাপতি ভাণে,
বালা-চরিত রসিকজন জানে।

(৪) "শ্রীরাধার ভাব ও বয়স এখনও নায়ক-সুখানন্দ-লাভের উপযোগী বলিয়া বোধ হয় না" এইরূপ বাক্যব্যপদেশে সখী, নাগর গুরুর পরীক্ষা করিতেছেন। যথা,—সেতো নব-যৌবনীর ন্যায় সর্ব্বদা গুরুজনের গোচরে অবস্থান করে না। অঙ্গ ব্যক্ত হইলে লজ্জান্বিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ আচ্ছাদন করে না। সর্ব্বদা বালিকাদিগের সঙ্গেই থাকে। পূর্ব্ব-সঙ্গিনীকে তরুণী দেখিলে তাঁহার পরিবর্ত্তিত ভাব ব্যবহার নিয়া তৎসহ পরিহাস করে। মাধব! আমি সে রমণীকে আজও ঐরূপ দেখিয়া আসিলাম।

তবে কেহ কেহ তাহাকে বালিকা বলিয়া থাকে এবং কেহ কেহ তরুণীও বলিয়া থাকে বটে, এবং কেলী বিষয়ক কোনও কথা শুনিলে সে সাবহিত-তরুণীর ন্যায় অন্যত্র দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কাণ দিয়া সেই কথাটী শুনে অথচ কেহ উহা লক্ষ্য করিয়া প্রচার করিলে যেন হাসির উপর ক্রন্দন মাখিয়া বালিকার ন্যায় তাহাকে গালি দেয়।

উক্তিকারিণী সখার ভাবাপন্ন হইয়া গীতকর্ত্তা কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর নাগরেন্দ্রকে কহিতেছেন,—"এরূপ বালার চরিত্র কেবল রসিকজনের বোধ্য। অর্থাৎ তুমি

(৫) বালা।

শৈশব যৌবন, দরশন ভেল
দোহু দলে বলে ধনি দ্বন্দ্ব পড়ি গেল।
কবহু বান্ধয়ে কচ, কবহু বিথার।
কবহু ঝাপয়ে অঙ্গ, কবহু উঘার॥
থির নয়ন, অথির কছু ভেলা।
উরোজ উদিত থল লালিম দেলা।
শশীমুখী ছোড়ল, শৈশব-দেহে।
খত দেই তেজল ত্রিবলী তিন রেহে॥

রসিকশেখর, ঐ সকল আচরিতের ভিতরে কি ভাব, কি রস তাহা স্বয়ং অনু-ধাবন দ্বারা বুঝ।

অন্যান্য গ্রন্থে ২য় ছত্রের 'ঢাকয়ে' স্থানে 'ঝাপয়ে'; ৩য় ছত্রের 'বাসে' স্থলে 'যব রহই'; ৪র্থ ছত্রের শেষার্দ্ধে 'পরিহাস ভতি করই' এবং ৫ম ছত্রের 'পেখলু' স্থলে 'তুয়া লাগি ভেটলু' ইত্যাদি পাঠান্তর আছে।

(৫) নাগররাজ কহিতেছেন, সখি! আমার বোধ হয় তাহার মদন লালসার সঞ্চার হইয়াছে। দেখনা, শৈশব এবং যৌবনের পরস্পর দর্শন সঙ্ঘটিত হওয়াতেই রমণী উভয়ের দলবল-প্রভাবে বিরুদ্ধ ভাবময়ী হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্যই কখনও কেশ বন্ধন করে, কখনও বা করে না। অঙ্গ, কখনও আচ্ছাদিত, কখনও বা উন্মুক্ত করিয়া রাখে। শৈশব-সুলভ স্থির নয়ন যে, কিছু চাঞ্চল্য প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা সুন্দর বুঝা যায়; লালীমদেলা থলোর ন্যায় অর্থাৎ রক্তোৎপলবিশিষ্ট পুষ্পস্তবকবৎ কিম্বা স্থলকমলের দ্বারা নির্ম্মিত দেউলের মত, স্তনোদ্গম হইতেছে দেখা যায়। শশীমুখীর আর শৈশব দেহ নাই, শৈশব দেহে বিকশিত ত্রিবলীর রেখাত্রয়কে চিরপরিত্যাগ করিয়াছে। এখন যৌবনের উদয় হইয়াছে, তাহাতেই সরল-অবেক্ষণের পরিবর্ত্তে বঙ্কিম দৃষ্টি,

অব যৌবন ভেল, বঙ্কিম-দিঠ।
উপজল লাজ, হাস ভেল মিঠ ॥
চরণ চঞ্চল, চিত চঞ্চল-ভাণ।
জাগল মনসিজ, মুদিত নয়ান ॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
বালা অঙ্গে লাগল পাঁচ-বাণ ॥

(৬) বালা।

খনে খনে নয়নকোণে অনুসরই।
খনে খনে বসন ধূলি ভরে ভরই।

উচ্চ হাস্যের পরিবর্ত্তে মধুর হাসি দেখা দিয়াছে, ইহা দ্বারাই লজ্জার আবির্ভাব বুঝা যায়। চিত্তে যে চাঞ্চল্য উপজাত হইয়াছে, এ কথা তাহার চঞ্চল চরণই বলিয়া দেয়। মনে যে মনসিজ জাগরিত হইয়াছে, নয়ন-মুদ্রণের-মুদ্রাই তাহার পরিচায়ক। কিম্বা মন নিজ মনে জাগরিত হইয়াছে বাহিরে নয়ন মুদ্রিত করিয়া রহিয়াছে অর্থাৎ এখনও বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। অবধান পূর্ব্বক এ সকল কথা ভাবিলেই বুঝিবে এই বালার শরীরে নিশ্চয়ই কন্দর্প লাগিয়াছে।

৬ষ্ঠ ছত্রের 'উদিত' স্থলে পদামৃত সমুদ্রের পাঠ 'উদয়' এবং কালীপ্রসন্ন বাবুর বিদ্যাপতির পাঠ 'উদয়'; 'নালীম' স্থলে উভয় গ্রন্থেই 'নালীম' এবং ভণিতাতে—"শুন বর কান, ধৈরয ধরহ মিলাওব আন" এইরূপ পাঠান্তর। *কালীবাবুর ব্যাখ্যা "স্তনের উদ্গম স্থল রক্তাভ হইল"।

(৬) রঙ্গিণী সখি, সময় পাইয়া রঙ্গ আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, তাহার নয়ন ক্ষণে ক্ষণে কোনে অর্থাৎ কাহাকেও যেন অনুসরণ করে (কিম্বা কখন কখন

খনে খনে দশনকো ছটছটি হাস*
খনে এক অধর আগে গহে বাস।
বালা শৈশব তারুণ ভেট
লখই না পারই জেঠ কনেঠ।

হৃদয় মুকুলিত হেরি থোরি থোরি
খনে আচর দেই খনে ভই ভোরি।
চওকি চলয়ে খনে, খনে চলু মন্দ
মনমথ পাঠ কো, করি অনুবন্ধ।

নয়নে অপাঙ্গ দৃষ্টির বিকাশ) দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে আবার বালিকার ন্যায়, বসন ধূলি-ধূসরিত করিতেও দেখা যায়। ক্ষণে ক্ষণে দশনকান্তি ছড়াইয়া অট্টহাস্য করে, কখন বা মুখাগ্রে বসন দিয়া হাস্য গোপন করিয়া থাকে; (অথবা হাস্য মুখাগ্রেই বাস করে) এই বালার শরীরে শৈশবের ও তারুণ্যের দেখা-সাক্ষাৎ হইতেছে ঠিক, কিন্তু তন্মধ্যে কাহার প্রাধান্য অর্থাৎ কে বড় কে ছোট, এ কথা এই সকল লক্ষণে সাব্যস্ত করা যায় না। তবে হৃদয় কিছু কিছু মুকুলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে সুন্দরী তদুপরে কখন বস্ত্রাচ্ছাদন করে, কখনও করে না, বিভোর ভাবে তৎপ্রতি চাহিয়া রহে।

তবে কখন কখন বিনাকারণে যেন চমকিত হইয়া দ্রুতগমনে চলিয়া যায়, কখনও মৃদুমন্দ ভঙ্গীতে গমন করিয়া থাকে ইহা মন্মথ পাঠের উপক্রমণিকা অথবা লক্ষণ বটে।

* আমাদের আদর্শ পুথিতে "থটথটি হাস" পাঠ ছিল। উহা লিপির ভ্রম বিবেচনায় পদামৃত সমুদ্রের পাঠ সমীচিন বোধে গ্রহণ করিয়াছি। ৪র্থ অবধি ৮ম লাইন অন্যান্য গ্রন্থে বিপর্য্যয় ভাবে ন্যস্ত।

দূতী সেয়ানী করহ সোই ঠাট,
পণ্ডিত হাম পড়াওব পাঠ।
চেতন মঝু, ঝষ-কেতন-তন্ত্র,
অবগাহি লেও, শিখও রসমন্ত্র।
আপন-তন-কাঞ্চন-হামে দেই,
যতনহি প্রেম-রতন ভরি লেই।
বিত্থাবল্লভ ইহ আজীব,
ইহ বিনু দোহুকো জীউ না জীব।

(৭) বরাড়ি।

আওলি দূতী, রহসি—চলু বালা,
পুছইতে—শুনই কহই সোই কালা।
কমল-নয়ন, রূপগুণক ফান্দে,
সুচতুর-দূতী, রমণী-মন বান্ধে।
জানল বাত, মনোভব-ভূপে,
ধনী ডারল, লালস-রস-কূপে।
তব দূতীক করু শরণ কিশোরী,
সো দেওলি, অভিসার কো ডুরী।
সংভ্রমে গহি গহি, তা, করমূল,
পাওলী ধনী, যমুনাকো কুল।
সাধসে ধাধসে ধক ধক প্রাণ,
কহে হরিবল্লভ ভেটহ কান।

এই সকল কথা বলিয়া সুচতুরা দূতী সপরিহাস বচনে কহিলেন, যাহা হউক আমি এ শাস্ত্রের অধ্যাপনা জানি, তাঁহাকে পাঠ পড়াইয়া লইব। আমার কন্দর্প-তন্ত্র বড় জাগ্রত গ্রন্থ। তাহাকে ইহাতে অবগাহন করাইব এবং রসমন্ত্র শিখাইব। সে যদি, আপন দেহরূপ কাঞ্চন পেটিকা, আমার হাতে প্রদান করে, আমি প্রেমরত্নের দ্বারা, সযত্নে উহা পূর্ণ করিয়া লইব।

পদ কর্ত্তা বিত্থাবল্লভ তত্রোপস্থিতা সখীর ভাবাবেশে কহিতেছেন, হাঁ ইহাই জীবনের অবলম্বন বটে, এ না করিলে এ দুজনেরই জীবন থাকিবে না।

এ গীতের প্রথম ৮টী ছত্র, অপর কোনও পদাবলী গ্রন্থে এ কি গীতে নাই। ঐ কয়েক পংক্তির পরেই, সমুদয় পুস্তকে "বিত্থাপতি কহে শুন বরকান, তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান" এইরূপ ভণিতায় গীতি সমাপ্ত। কোনও লিপিকারকের অনবধানতায় কি অন্য কোনও কারণে দুইটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদ একত্র হইয়া গিয়াছে কি না বিবেচ্য।

(৭) দূতী শ্রীরাধার নিকটে গমন করিয়া, তাঁহাকে নির্জ্জন স্থানে লইয়া

(৮) বালা,—ধানসি।

এ সখি! এ সখি! লই যনি যাহ,
মুঞি অতি বালিক, অবনত;* নাহ—
পাশ যাইতে অব, জিউ মোর কাঁপে,
কাঁচা কমল, ভ্রমর করু ঝাঁপে?

গেলেন। এবং শ্রীরাধার সমস্ত প্রশ্নের উত্তরেই তিনি কৌশলে কেবল সেই কালিকার কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সুচতুরা-দূতী কমললোচন-শ্রীকৃষ্ণের, রূপগুণের ফাঁদে, রমণী-মণি-রাধার মনকে বাঁধিতে লাগিলেন। ক্রমে যখন বুঝা গেল—মনোভব, রস-লালসার কূপে ধনীকে নিক্ষেপ করিয়াছে, তখন কিশোরী, দূতীর শরণাপন্ন হইলেন। দূতী অমনি তাহাকে অভিসারের দড়ি দ্বারা বন্ধন করিলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণাভিসারের নিমিত্ত উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন।

তদনন্তর কূপ-নিক্ষিপ্ত অনায়ত্তজনের, দৈববলে-প্রাপ্ত-ডুরী-ধারণের ন্যায় ধনী শিরোমণি, সখীর করমূল গ্রহণ করিতে করিতে আনন্দ-ভয়াদি-জড়িত গতিতে যমুনার কূলে উপনীত হইলেন। কিন্তু ভয়ে ও আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ ধক্ ধক্ করিতে লাগিল।

প্রাণেশ্বরীর এতদ্রূপ ভাব দৃষ্টে, তৎসঙ্গিনী সখীর ভাবাবিষ্ট, গীত রচয়িতা হরিবল্লভ (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়) আশ্বাস বাক্যে বলিতেছেন, "কোনও ভয় শঙ্কার কারণ নাই, তুমি স্বচ্ছন্দ চিত্তে কান্ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভাষণাদি কর।

(৮) চলিতে চলিতে শ্রীরাধা, পথে সখিকে কহিতেছেন সখি! আমাকে যেন

* যে এখনও কাহা সমাধানে অক্ষম, সে "অবনত"। ইহার, অন্যথা অর্থ

দূবর দেহ মোর, ঝাঁপল চীর,
যমু ডগমগ করে নলিনীকো নীর।
মা! ইহে কি সহয়ে? জীবকো সাথি?
কোঁন বিহি সিরজিল পাপিণী রাতি!
(ভণয়ে বিদ্যাপতি, তখনক ভাণ।
কোন দেখত সখি! হোত বিহান?)

(কৃষ্ণ নিকটে) লইয়া যাইতেছে! আমি যে, অতি বালিকা! এবং কান্তা-ভিসারের অনুপযুক্ত! দেখ সখি! নায়কের নিকট যাইতে আমার প্রাণ কাঁপিতেছে? কি জানি সে ভ্রমর, অকুটন্ত-কমলে ঝাঁপ দেয়!! দেখ আমার বস্ত্রাচ্ছাদিত দুর্বল দেহ, নলিনীদলস্থ সলিল বিন্দুর ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে ও ডগমগ করিতেছে। মাগো! জীবনের এইরূপ শাস্তি কি সহ্য হয়? হায়! কোন্ বিধাতা পাপিনী-রাত্রির সৃষ্টি করিয়াছে!

শুনিয়া, তত্রোপস্থিতা সখীর ভাবাবিষ্ট, পদকর্ত্তা-কবি বিদ্যাপতি আবেশের ভাষায় শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া, সময়োপযোগী বচনে (বা আশ্বাস বাক্যে) বলিতেছেন "এই যে প্রভাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে!! সখি! কে ইহা না দেখিতেছে?" বাক্যের ভাবার্থ এই যে, কান্তের নিকটে চল, কোনও ভয় নাই, এখনি আবার ফিরিব। ভণিতার ভাষা নির্ভুল কিনা সন্দেহ।

বুঝিয়া, অন্যান্য গ্রন্থকার এমন কি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ পর্য্যন্ত পাঠ-পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক "আরত নাহ" করিয়াছেন। ফলতঃ "নাহ" শব্দের অন্বয় পরের পয়ারের সহিত হইবে। অথবা "অবনত" শব্দের এইরূপ অর্থ সর্ব্বাপেক্ষা সুসঙ্গত, স্বাভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য প্রণত।

(৯) বরাড়ি।

কাহে ডরসি ধনি! চলু হাম সঙ্গ,
মাধব নহি পরশিব তুয়া অঙ্গ।
এ রজনী, ফুল-কানন-মাঝ,
কো এক ফিরত, সাজি বহু সাজ।
কুসুমকো ঘোর—ধনুক ধরি পানি,
মারত শর, বালাজন জানি।
অতএ, চলহ সখি! ভিতর কুঞ্জ,
যহি হরি রহত; মহাবল-পুঞ্জ।
এত কহি, আনল ধনী, হরিপাশ,
পূরল, বল্লভ সুখ অভিলাস।

(৯) নরলীলার বলিহারি! নিত্য-কিশোরী-রসময়ী, আজ মুগ্ধা বালিকা! দূতী তাহাকে সাহস প্রদান করিতেছেন, যথা,—ধনি! কেন তুমি বৃথা ভয় পাইতেছ? আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি, ভয় কি? আজ মাধব তোমার অঙ্গ, স্পর্শও করিবেন না।

তবে রজনীতে এই প্রফুল্লিত বনে, কে একজন নানা সাজে সাজিয়া বিচরণ করে এবং এ বনে কোনও অবলার আগমন জানিলেই সে ভয়ঙ্কর ফুলধনু হস্তে ধারণ করিয়া শরপ্রহার করে। অতএব মহাবল হরি যেখানে অবস্থান করিতেছেন, চল আমরা সেখানে সেই কুঞ্জের ভিতরে যাই।

এই বলিয়া দূতী ধনীকে হরির নিকটে আনয়ন করিলেন, বল্লভের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সুখাভিলাষ পূর্ণ হইল। অথবা যুগল সম্মিলন দর্শনে পদকর্ত্তা বল্লভের সুখাভিলাষ পূর্ণ হইল।

"চলু হাম সঙ্গে" শব্দে "আমার সঙ্গে চল" এরূপ অর্থও হইতে পারে।

(১০) বরাড়ি।

ধরি সখি-আচর, ভই উপচঙ্ক,
বৈঠে না বৈঠই, হরি-পরি যঙ্ক।
চলইতে আলী, চলতপুন চাহ,
রস-অভিলাসে, আগোরল নাহ।
লুবধল-মাধব, মুগধল-নারী,
ও অতি বিদগধ, এ অতি গোঙারী।
পরশিতে তরসি, করহি কর ঠেলই,
হেরইতে বয়ন, নয়ন-জল খলই।
হঠ-পরিরম্ভণে, থরহরি কাঁপ,
চুম্বনে, বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপ।
শুতলি, ভীত-পুতলী-সম গোরী,
চিত নলিনী, অলি—রহলি আগোরি।
গোবিন্দদাস কহ, ইহ পরিণাম,
রূপকো কূপে, মগন ভেল কান।

(১০) কেলীকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া, সখীর বস্ত্রাঞ্চলধারিণী-শ্রীরাধা-ভীতিভাব-গ্রস্তা হইলেন, হরির কেলীপর্য্যঙ্কে বসিয়াও বসেন না! সখি চলিতেই তৎসহ চলিয়া যাইতে চাহেন! দেখিয়া—কৌতুকী-কান্ত, রসাভিলাষে পথ আগুলিয়া রহিলেন। তদনন্তর লুব্ধ এবং বিদগ্ধ মাধব মুগ্ধা এবং গোঙারী (অবিদগ্ধা) নায়িকা শ্রীরাধাকে স্পর্শ করামাত্র, তিনি ত্রাসযুক্ত হইয়া স্বকীয় কর-দ্বারা নাগরের হস্ত ঠেলিয়া দিলেন। তৎপরে মাধব, তাহার চিবুকে ধরিয়া মুখ-নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে অন্তঃসাত্ত্বিক—বহির্ভয়সঙ্কিত ভাবে, ধনীমণির নয়ন-নীর-স্খলিত হইতে লাগিল! এবং বিদগ্ধ-নাগরের বলাৎকার আলিঙ্গনে (ঐ প্রকার ভাবসাবল্যে) থরথরি কাঁপিতে লাগিলেন। চুম্বনকালে বদন বসনাবৃত করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে, অভিলষিত-নায়কের নবীন-সুখস্পর্শে ভাবময়ীর শ্রীঅঙ্গে স্তম্ভভাব বিকশিত হইল। তিনি গৃহ-ভিত্তির-পুত্তলিকাবৎ কিম্বা সুনির্ম্মিত ভীতিভাবযুক্ত পুতুলের ন্যায়, নিশ্চল এবং নিস্পন্দ ভাবে শুইয়া পড়িলেন। ভ্রান্ত-ভ্রমর যেরূপ চিত্রিত-নলিনীকে আবরণ করিয়া রহে, তখন সেই দৃশ্য ঘটিল, অর্থাৎ নাগরশেখর সেই দশা প্রাপ্ত হইলেন। জালরন্ধ্র দ্বারে লীলা-দর্শনকারিণী-সখীগণের ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা গোবিন্দ দাস কবিরাজ কহিতেছেন, পরিণাম এই হইল, রসরাজ (কৃষ্ণ বা কানু)—রূপের কূপে নিমগ্ন হইলেন!!

(১১) ভূপালি।

থরহরি কাঁপয়ে লহু লহু ভাষ,
লাজে না বচন করয়ে পরকাশ।
আজু ধনি পেখলু বড় বিপরীত,
খনে অনুমতি, খনে—মানয়ে ভীত?
সুরতক নামে, মুদই দুই আঁখি,
পাওল মদন-মহৌষধি, সাখি।
চুম্বন বেরি, করয়ে মুখ বঙ্কা,
মিলন, চাঁদ, সরোরুহ-অঙ্কা।
নীবিবন্ধ পরশে চমকি উঠে গোরী,
জানল, মদন ভাণ্ডারক চৌরী!
ফুয়ল-বসন-হিয়া, ভুজে রহু সাটি,
বাহিরে রতন, আঁচরে দেই গাঁঠি!!
(বিদ্যাপতি কি বুঝব বল! হরি—
তেজি, তলপ-পরিরম্ভন বেরি!)

(১১) লতা-জালরন্ধ্রেদত্ত-নয়না সখীগণ, শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রথম মিলন দর্শনানন্দে মাতোয়ারা হইয়া একে অপরাকে কহিতেছেন—বিনোদিনীর মুগ্ধভাব দূর হইয়াছে কিন্তু এখনও থর থর কম্পন রহিয়াছে, লজ্জা বশতঃ স্পষ্টোচ্চারণে কথা বলিতেছে না, লঘু লঘু বাক্যে কি বলিতেছে। এ নিশ্চয়ই নায়কের সহিত রসালাপ! আজিকার আচরণে কখন সম্মতি, কখন ভীতি এইরূপ বিপরীত ভাব! দেখ সুরতের নাম শুনিতেই চক্ষু মুদ্রিত করিতেছে, ইহা মদন-মহৌষধি প্রাপ্তির সাক্ষি। অর্থাৎ নবজীবন দাতা, মদনানুভবের পরিচায়ক। আরও দেখ চুম্বনের সময় মুখ বঙ্ক করিয়া, পদ্মিনীর ক্রোড়ে চন্দ্রের সম্মিলনের ন্যায়, অপ্রফুল্ল-ভাব প্রদর্শন করিতেছে, এবং নাগর যেমন নীবিবন্ধ স্পর্শের চেষ্টা করিতেছেন অমনি চমকিয়া উঠিতেছে, অতএব ঐখানেই যে মদন ভাণ্ডারের সংস্থিতি, একথা জানিয়াছে। আবার নায়কোন্মুক্ত-বক্ষঃ-বসন, স্বীয় হস্ত দ্বারা সাটিয়া অর্থাৎ দৃঢ় করিয়া ধারণ করিতেছে! মুগ্ধা,—রত্ন বাহিরে রাখিয়া খালি-অঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধন করিতেছে!!

গীতকর্ত্তা কবি বিদ্যাপতি, সখীর কথার উত্তরে সখীভাবে বলিতেছেন,—হরিকে পরিহার করিয়া, কেলীতল্প পরিরম্ভণকারিণী অর্থাৎ পিছন ফিরিয়া এখনও শয্যাতলে লজ্জা রক্ষাকারিণীর এ সকল রহস্যময় ভাব আমরা কি বুঝিব?

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ দ্বিতীয় ক্ষণদা,—কৃষ্ণা দ্বিতীয়া।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য—দেশাগ।

কুন্দন কনয়া, কলেবর কাঁতি,
প্রতি অঙ্গে অবিরল, পুলককো পাঁতি।
প্রেমভরে, ঢরঢর-লোচনে চায়,
কতহু মন্দাকিনী, ততি বহি যায়।
দেখ দেখ গোরা গুণমণি,
করুণায় কো বিহি, মিলায়ল আনি।
জপি-জপায়ে, মধুর নিজ নাম,
গাই গাওয়ায়ে, আপন গুণ-গাম।
নাচি নাচাওয়ে, বধির-জড় অন্ধ,
কতিহু ন পেখো, ঐছন পরবন্ধ!
আপহি ভোরি, ভুবন করু ভোর,
নিজপর নাহি, সভারে দেই কোর।
ভাসল প্রেমে, অখিল নরনারী,
গোবিন্দদাস কহে, জাও বলিহারী।

এ গীতোক্ত "লহু লহু" ভাব কিরূপ, নিম্নোদ্ধৃত পদে তাহা আস্বাদ্য :—
"তরল-নয়ন-শর অথির সন্ধান, নবীন শিখাওল গুরু পাঁচ বাণ?
অগেয়ানে (১) কোন করয়েবেবহার? বলে নাহি লেওত জীবন হামার।
আরতি না কর কানু না ধর চীর, হাম অবলা, রতি-রণ ভীর (২)
প্রথম বয়স, লেশ না পূরব আশ, না পূরে অলপ-ধনে দারিদ-তিয়াস।
মাধবী-মুকুলিত, মালতী ফুল, তাহে নাহি ভুখিল-ভ্রমরা অনুকূল (৩)
অনুচিত কাজে ভাল নহে পরিণাম, সাহস, না করয়ে সংশয় ঠাম
কহই বিদ্যাপতি নাগর কান, মাতল-করী, নাহি অঙ্কুশ মান।

---

(১) কুন্দন অর্থ উল্লম্ফন। 'কুন্দন কনয়া' কনক পরাভবী। স্নিগ্ধও সমু-

১। যে কর্ম্মে যে অজ্ঞ, তাহাকে। ২। ভীরু। ৩। মধু ঋতুতে কিম্বা বৈশাখ-মাসেও লুব্ধ ভ্রমর, মালতীর মুকুলে বসে না।

জ্জ্বল অরুণের আলোক, যেমন অন্ধকার ধ্বংস করিতে করিতে প্রাভাতিক-কুসুমের শোভা ও সৌরভ এবং পুলকিত-পক্ষীগণের কল-নাদের সহিত মিলিয়া—নবীনভাব, নূতন দৃশ্য এবং আনন্দ উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষাময় একটি নব জগৎ লোকের সমক্ষে উপস্থিত করে। তেমনি আমার বিশ্ব-পাবনাবতার শ্রীবিশ্বম্ভরের অবিরল পুলক-পূরিত কনকপরাভবী স্নিগ্ধ-মধুর-সমুজ্জ্বল-গৌরকান্তিতে জীবগণের প্রাণে, প্রেম ও আনন্দমাখা—নবীন ভাব, নবীর ব্যবহার এবং নবীন অনুভবের সৌন্দর্য্য-ময়, একটি অভিনব স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি হয়।

আর আমার গৌর-নরাকৃতি-রসময়ের, প্রেম ঢলঢল লোচনের সে ভুবন-ভোলা চাহনি ও নয়নাশ্রু ধারা দেখিলে হৃদয়ের শোক, তাপ, জ্বালা, যন্ত্রণা, মালিন্য ও সকল প্রকার কুটিনাটি, সমূলে বিধৌত হইয়া যায়। বোধ হয় যেন শত মন্দাকিনী, প্রবাহিতা হইয়া জগৎ পবিত্র করিতেছে। সিদ্ধভক্ত পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ প্রভুর এই সকল মহামাধুরী মানসে প্রত্যক্ষ করিতে করিতে ভাবাবেশে ভক্তগণকে উহা দেখাইয়া বলিতেছেন,—এমন গুণের গোরা গুণমণিকে জানিনা কোন্ বিধাতা করুণা করিয়া জগতে আনিয়া দিয়াছেন।

গীতকর্ত্তা, তারপর আমার গৌরহরির অব্যর্থ করুণাবর্ষণের কলা-কৌশলে বিমোহিত হইয়া ভাবিতেছেন, শাস্ত্রের ও বাচিক-উপদেশের ফলে চিরস্থায়ী-প্রকৃত কার্য্য হইতে পারে না বলিয়া, আমার দয়ার ঠাকুর স্বয়ং আচরণ দ্বারা কার্য্যকরি-শিক্ষার সহিত সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি দান করেন।। তাই বলিতে-ছেন, যথা—"জপি জপাওয়ে ইত্যাদি"। আপন গুণগাথা অর্থে শ্রীকৃষ্ণের গুণ-গ্রাম। এইরূপ প্রয়োগ "স্বভক্তি শ্রিয়ং" ইত্যাদি গোস্বামী প্রয়োগের অনুসরণ বটে। "নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ" "ভুবন করু ভোর" "ভাসল…অখিল নর নারী" এই সকল বাক্য শ্রীগৌর ভগবানের অযাচিত এবং নির্ব্বিচার কৃপার সুন্দর উদাহরণ।

"সভারে দেই কোর" ইহার অর্থ—ভক্তমণ্ডলীর মাঝে, যে আসিতেছে, তাহাকেই (পর হইলেও) আলিঙ্গন করিতেছেন। "নারী পুরুষ সকলকে কোল দিতেছেন" কেহ এরূপ কদর্থ করিবেন না। অশ্রুত-অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়া নারী পুরুষ সকলে প্রেমে ভাসিতেছে।

(২) শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রস্য—রাগ ধানসী।

চলে, নিজ-পদভরে, দিগ টলমল করে,
পদভরে অবনি-দোলায়।
আধ আধ কথা কয়, মুখের বাহির নয়,
নিজ-পারিষদে গুণ গায়॥
(দেখরে ভাই!) অবনি-মণ্ডলে, নিত্যানন্দ।
তাঁহার মুখ হেরি, বাঢ়য়ে আনন্দ॥ ধ্রু॥

পরিধান নীল-ধটি, আটনি নাহহে কটি, অন্তর্ভাবে, বাহ্য নাহি জানে।
অঙ্গ হেলি হেলি চলে, গউর গউর বলে, নিশি দিশি, আর নাহি জানে॥

---

(২) "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম, ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" শ্রীমদ্গীতোপনিষদুক্ত এই ভগবদ বাক্যের মর্ম্মানুরূপে ভক্তের ও ধর্ম্মের রক্ষার্থ প্রতি যুগে, যুগাবতার প্রকটিত হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান কলিযুগে,—লীলাবিহারী, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, পূর্ণতম-ভগবান্-গৌরহরি, সে শুভ কার্য্যটি স্বকীয়-লীলা-বিলাসের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়ায়, তৎপ্রকাশরূপে প্রকটিত, —নিতাইচাঁদ, পূর্ণ-সম্বর্দ্ধিত সখ্যরসানন্দে,—আহ্লাদ ও গৌরবের অপূর্ব্ব সম্মিলনে—আজ মহোন্মাদ তরঙ্গিত!! দেখ, চলিতে চলিতে সকলদিকে (আগে পাছে পাশে) পদ-চালনা করিতেছেন, সে সদর্প-পদসঞ্চারে, দিক্ সকল টলমল এবং প্রতিপদেই পদভরে ধরণী যেন দোলিতেছে! আনন্দজাড্যে —আমার শ্রীনিতাইচাঁদের—মুখের কথা, মুখের বাহির হইতেছে না! সে অপূর্ব্বামৃত-তরঙ্গে ভক্তগণ ভাসিয়া যাইতেছেন, আর আনন্দে তাঁহার গুণগান করিতেছেন।

যুগে যুগে রাম, সুজন-প্রতিপালক, পাষণ্ডীর করিতে বিনাশ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র, ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ, গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥

(৩) শ্রীকৃষ্ণ আহ—বালা ধানসি।

হেরইতে হেরিনা হেরি,
পুছইতে কহই, না কহ পুনবেরি।
চতুর-সখী সঙ্গে বসই,
হাস-পরিহাস, হসই না হসই।
পেখলু ব্রজ-নর-নারী,
তরুণিম-শৈশব, বুঝই না পারি।

হৃদয়-নয়ন-গতি-রীতে,
সো কিয়ে আন, নহে পরতীতে।
ঐছন হেরইতে গোরী,
হঠ-সঙ্গে পৈঠল, মন মাহা মোরি।
তবহি কুসম-শর ভোর,
ছুটল বাণ, ফুটল হিয়া-মোর।

"অবিকৃত-নিৰ্ম্মল-নিত্যানন্দ মরজগতে অসম্ভব" এই, চিরদিনের অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত, উড়িয়া গিয়াছে! আজ শ্রীনিত্যানন্দরূপে, মূর্ত্তিমান্ নিত্যানন্দ,—অবনীমণ্ডলে সাক্ষাৎ প্রকটিত!! 'সর্ব্বাবস্থার পূর্ণতা'ই নিত্যানন্দের লক্ষণ; কিন্তু দেখ কি অদ্ভুত! ভায়ার (শ্রীগৌরচন্দ্রের) বদন বিলোকনে এ নিত্যানন্দের আনন্দ, অবিরত বৰ্দ্ধিত হইতেছে! ইত্যাদি।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে ২য় ছত্রের স্থলে "পূর্ব্বে যেন ব্রজধাম, মধুমত্ত বলরাম, নানাদিকে ঘুরিয়া খেলায়"; ৪র্থ ছত্রের স্থলে "আধ আধ কথা কয়, ক্ষণে কান্দে উচ্চরায়, মকর কুণ্ডল দোলে কাণে"; * চিহ্নিত স্থলে "নিনি কবিবর গুণ্ড, শ্রীভুজে কণকদণ্ড" ইত্যাদি পাঠান্তর বর্ত্তমান।

(৩) শ্রীরাধার ভাব ব্যবহারের কথা, আলোচনা করিয়া, সখীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন "সেই সুন্দরী এমন এক অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে আমার পানে

গোবিন্দ দাস-চিতে জাগ,
চান্দ কি লাগি, সূরয উপরাগ ?

চাহিল,—যেন এদিকে দেখিয়াও দেখিতেছে না। দেখিলাম আপন সখীর প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলিয়া পুনঃ প্রশ্নে আর কিছুই বলিল না। যে সকল সখীর সহিত সে বাস করে তাহারাও অতি চতুরা, তাহাদের পরস্পরের হাস পরিহাস এমন অসাধারণ, যে তদ্দ্বারাও কিছু বুঝিবার উপায় নাই! তাহারা হাসিয়াও যেন হাসে না!! বস্তুতঃ এই নবীনা ব্রজাঙ্গনাটীর আচরণ এমন রহস্যময় যে তাহার অনুরাগ অভিলাষ—বুঝা দূরের কথা, তাহাকে দেখিয়া সে প্রকৃত পক্ষে বালিকা কি তরুণী, এ কথাই বুঝা যায় না। তাহার হৃদয়ের এবং নয়নের গতির রীতি সময়ে সময়ে এত বিভিন্ন হয় যে, দেখিয়া মনে হয় এ কি সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সুন্দরী না আর কেহ? অথবা তুমি যে বলিয়াছ 'ইহা নবানুরাগের লক্ষণ' মনে হয় এ কি তাই না অন্য ভাব?

তুমি বলিতে পার "ভাব, না বুঝিয়াই, অনরজ্ঞ অজ্ঞের ন্যায় তুমি তৎপ্রতি লুব্ধ হইয়া, তাপিত হইতেছ কেন? তাহার উত্তর—কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আমি তাহার ভাব-ব্যবহার নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, তাহাতেই সে বলাৎকারে আমার হৃদয়ে ঢুকিয়া গিয়াছে এবং সেই অবধি আমি কুসুম-শরে ভোর হইয়া গিয়াছি। কন্দর্প-শরে আমার হৃদয় বিদ্ধ হইয়াছে।

গীত রচয়িতা মহাজন গোবিন্দদাস, সখীর ভাবাবেশে, ভঙ্গী-ময়-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন,—তোমার কথা শুনিয়া "চাঁদের জন্য সূর্য্য-গ্রহণ" এই প্রবাদটি আমার মনে জাগিতেছে। এ কথার ভাবার্থ এই যে, অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্রের সমস্ত কলাই, প্রাত্যহিক সঞ্চার ক্রমে সূর্য্যে অবস্থান করে, সেই জন্যই অমাবস্যা বিশেষে—সূর্য্য গ্রহণ হয়। এক্ষেত্রে চন্দ্র রূপিণী রাধা—সূর্য্যরূপ-কৃষ্ণের হৃদয়স্থা বলিয়া তাহাতেই কন্দর্পবাণ রাহুরূপ কৃষ্ণকে আক্রমণ করিয়াছে। উদ্দেশ্য —উভয়েই একই অবস্থাপন্ন হইয়াছে, অতএব আশ্বস্ত হও।

(৪) কৃষ্ণেনসহ উক্তি প্রত্যুক্তি—রাগ বরাড়ি।

(সখীর রঙ্গোক্তি)
মাধব! কৈছে মিলব তোহে সোই,
কুলবতী-বালা, সুলভ নাহি হোই।
(কৃষ্ণের মিনতি)
এসখি! এ মঝু তনু মন প্রাণ,
যাই কহ তাহে, দেয়ল দান।
(সখীর রসবর্ষণ)
"তুহুঁ অতি লোলুপ, গিরিবর ধারী,
সো ধনী অতি পরবশ, পরনারী।
অতি-কুলশীল, লাজ-ভয় পুঞ্জে,
কেমন যুকতি তাহে, আনব কুঞ্জে?
এক, কুসুম-শর, বল যদি করয়ে,
তুহু অতি সুকৃতি, শাখী ফল ধরয়ে।
তব হাম এ যশ, পাওব আজি,
পূরব তোহারি, মনোরথ রাজি"
এত কহি আলী, চললি যহি বালা,
গহি হরিবল্লভ, গুণ মণি মালা।

(৫) সুহই—দেশাগ।

আজু শ্যাম পেখলু, কালিন্দী-কূলে,
তুয়া বিনু মাধব, বিলুঠই ধূলে!
কত শত-রমণী, মনহি নাহি আনে,
কিয়ে বিহাদাহ সময়ে জল দানে?
মদন-ভুজঙ্গমে, দংশল কান,
বিনহি আময়া-রস কি করব আন?
কুলবতী ধরম, কাচ-সমতুল,
মদন-দালাল, ভেল অনুকূল।
আনল বেচি, নীল মণি-হার,
সো তুয় পহিরি, করবি অভিসার।
নীল-নিচোলে, ঝাপহ নিজ দেহ,
যনু ঘন-ভিতরে, দামিনী-রেহ,
চৌদিকে চতুরি সখী চলু সঙ্গে,
আজু নিকুঞ্জে, করহ রস রঙ্গে,
বল্লভ, উজ্জ্বল-নিকষ সমান।
নিজ তনু পরীখ, হেম-দশ-বাণ।

---

(৪) এ গীতের ভাব সুব্যক্ত। সুকৃত-সাখী—সুকৃতি রূপ বৃক্ষ। ভণিতার অর্থ—বল্লভহার (শ্রীকৃষ্ণ) রাধার (বালার) গুণ রূপ মণিমালা গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ জাপিতে লাগিলেন। শ্লিষ্টার্থ—গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ গুণ গান করিলেন।

(৫) 'দুই খণ্ড কাঞ্চনকে সম্মিলিত করিতে হইলে দুইখানিকেই তুলা রূপে তাতাইয়া লইতে হয়। প্রেম কারুকরী সখী, শ্রীরাধার নিকটে গিয়া তাহাই আরম্ভ করিলেন। কহিতেছেন,—সখি রাধে! দেখিয়া আসিলাম, তোমার বিরহ সন্তাপে

(৬) কানড়া।

বাওবি বসনে, অঙ্গ সব গোই,
দূরে রহাব, যন্থু বাত না হই।
সজনি ! | পহিলহি রহবি লাজাই,
কুটিল-নয়নে দিবি, মদন জাগাই।
ঝাপবি কুচ, দরশাওবি কন্ধ,
দৃঢ় কার বান্ধবি, নীবিহক বন্ধ।
মান করবি, কছু রাখবি ভাব,
রাখবি রস, যন্থ, পুনঃ পুনঃ আব।
ভনই বিদ্যাপতি, প্রথমক ভাব,
যো গুণ বন্ত, সোই ফল পাব।

মাধব আজ কালিন্দী-কুলে, ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে !! হায় ! সে ভুবন-দুর্লভ রাজকুমারের নিমিত্ত কত শত শত রমণী অনুরাগিনী, কিন্তু কাহারও প্রতিই তাহার মন ধাবিত হয় না। যাইবে কেন ? সলিল-সিঞ্চনের দ্বারা কি কখনও বিষ-দাহ নিবারিত হয় ? তাহাকে মদনরূপ ভুজঙ্গমে দংশন করিয়াছে, অমৃতরস ব্যতিত অপর প্রতিকারে কি করিবে ? (ভাবার্থ,—তোমার বদন সুধাকরই সে অমৃতের আধার)।

শ্রীরাধাকে চিন্তিত ও উৎকন্ঠিত দেখিয়া কহিতেছেন। তুমি কি কুলবতীর ধর্ম্মের কথা ভাবিতেছ ? দেখ ! তোমার কুলবতী-ধর্ম্ম, কাচের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। মদন-দালাল, সদয় হইয়া এই সামান্য বস্তুর পরিবর্ত্তে, নীলমণির অমূল্যহার আনয়ন করিয়াছে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে তোমার হৃদয়ে আনিয়াছে) অতএব এই ভুবন-দুর্লভ-হার বক্ষে পরিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণের রূপে গুণে হৃদয় অলঙ্কৃত করিয়া তুমি অভিসার কর। মেঘের ভিতরে যেমন বিদ্যুৎরেখা আচ্ছাদিত থাকে, সেইরূপে নীল-বসনের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন কর এবং সুচতুরা সখী সমূহে পরিবৃতা হইয়া নিঃশঙ্কে গমন কর। অঙ্গ-চ্ছটায় কোনও বিপদ ঘটাবে না। এইরূপে নাগরের সহিত নিকুঞ্জে সম্মিলিত হইয়া আজ মনের সাধে রস-রঙ্গ কর। তোমার বল্লভ-কৃষ্ণ, সমুজ্জ্বল নিকষের তুল্য। প্রেমার্থ—উজ্জ্বল রসের নিকষ। আজ দশগুণ-সমুজ্জ্বল-সুবর্ণবৎ তোমার তনুখানির, রস-নির্ম্মলতা এবং অক্লান্তমতার পরীক্ষা তৎ-সংঘর্ষণে সাধিত হউক।

(৬) পূর্ব্বগীতোক্ত—'রসরঙ্গ' কি প্রকারে করিতে হইবে এ

(৭) বালা।

পরিহর এ সখি! তোহে পরণাম,
হাম নাহি যাওব, সো পিয়া-ঠাম।
অনেক যতন করি, করাওলি বেশ, *
বান্ধিতে না জানিয়ে, আপন কেশ।
ইঙ্গিতে না জানিয়ে, কৈছন মান, †
বচনক চাতুরি, হাম নহি জান,
কবহু না জানিয়ে, সুরতক বাত ‡
কৈছে মিলব হাম, মাধব-সাথ?
সো বরনাগর, রসিক-সুজান,
হাম নবনাগরী ¶ অলপ গেয়ান।
ভনয়ে বিদ্যাপতি, কি বোলব তোয়,
আজুকো মিলন, সমুচিত হয়।

গীতে, সখী, তাহা শ্রীরাধাকে শিখাইতেছেন যথা—সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া নাগরের নিকটে যাইবি। গিয়া এমন দূরে থাকিবি যেন আলাপ করা অসম্ভব হয়। প্রথমে খুব লজ্জাশীলতা—দেখাইবি কিন্তু অপাঙ্গ-দৃষ্টি-দ্বারা মাধবের মনে, মদন জাগাইতে হইবে। স্তন-যুগল এরূপে বসনাবৃত রাখিবি যেন কন্দ (মূল) দেখা যায়। আর তাহার সমক্ষে একবার নীবিবন্ধ দৃঢ় করিয়া আঁটিয়া বাঁধিস। আর সকল কথায়ই বাম্য প্রকাশ করিবি, অথচ সে বাম্যের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু দাক্ষিণ্যও দেখাইস। রস, একসঙ্গে ঢালিয়া দিস্ না, চাপিয়া রাখিস্; যেন পুনঃ পুনঃ আইসে। পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে এই গীতের প্রারম্ভে আরো চারটী ছত্র বেশী আছে। যথা—"শুন শুন মুগধিনী মঝু উপদেশ, হাম শিখাওব চরিত বিশেষ। পহিলহি অলকা তিলকা করি সাজ, বঙ্কিম লোচনে কাজর সাজ। আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠান্তর আছে।

(৭) পদামৃত সমুদ্র প্রভৃতি গ্রন্থে এ (সপ্তম) গীতের পাঠান্তর, অনেক বড় বড় গুলি এরূপ * সহচরী মেলি বনায়ত বেস। † ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান, ‡ কবহু নাহি শুনিয়ে সুরতক বাত ¶ অবলা অতি ইত্যাদি আর,—অন্যান্য প্রায় সকল গ্রন্থেই, আমাদের ৬, ৫, ২, ৩, এই চারিটী ছত্র ৩, ৪, ৫, ৬, ছত্র রূপে যুত। গীতের ভাব ও অর্থ সুস্পষ্ট।

(৮) বালা।

শুন শুন সুন্দরি! হিত-উপদেশ,
হাম শিখাওব, বচন-বিশেষ।
পহিলহি বৈঠবি, শয়ন কো সীম; *
আধ নেহারবি, বঙ্কিম গীম। †
যব পিয়, পপসই ঠেলবি-পানি,
মৌন করবি, কছু না কহবি বাণী।
যব, পিয় ধরি বলে, লেওব পাশ,
নহি নহি বোলবি, গদ গদ ভাষ।
পিয়-পরিরম্ভনে, মোড়বি অঙ্গ
রভস-সময়ে পুনঃ, দেওবি ভঙ্গ।
ভণহি বিদ্যাপতি, কি বোলব হাম,
আপহি গুরু হই, শিখায়ব কাম।

(৮) শ্রীভগবানের মধুর রসলীলা, পুষ্টির—বিস্তারের এবং আস্বাদনের সম্যক অধিকারী কেবল সখীগণ। ইহাদের আনন্দ, ইহাদের সৌভাগ্য বর্ণনার ভাষা নাই। অনুভব কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা সাপেক্ষ।

শ্রীরাধার অন্তর এবং আচর সারস্যময় না করিয়া সখী নিরস্ত হইবেন কেন? বলিতেছেন—“এত হাবা কবে হইলি? এই টুকুও করিতে পারিবি না? আচ্ছা তবে কেবল দুই একটা—বিশেষ কথা বলিয়া দিতেছি, এটুকু যেন অবশ্যই করিস্। “কিছুই জানিনা,—অপ্রতিভ বা অপদস্থ হইব” এরূপ শঙ্কার অবসর মাত্র নাই। প্রেমের—পাঠে, শিক্ষা মুখস্থ করিতে হইবেনা স্বয়ং কন্দর্প আপনাপনিই গুরু হইয়া, প্রেমিক-প্রেমিকাকে সময়োপযোগী রসের আচরণ শিখাইয়া দেন। ইহাই এ গীতের আস্বাদনীয় ভাব। অর্থ সুস্পষ্ট।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠান্তর আছে, কিন্তু তাহা ভাগবত নহে।

* শয়ন কো সীম—শয্যার প্রান্তভাগ। † গীম—গ্রীবা।

(৯) শ্রীরাগ।

তুয়া গুণে কুলবতী,—বরত-সমাপনি, গুরু-গৌরব ভয় ছোড়ি,
গুরুজন-দিঠি, কণ্টক-তরি, আওলী, মনহি মনোরথ জোরি।
শুন মাধব! তোহে সোপলু ব্রজ-বালা,
মরকত-মদন, কোই যনু পূজই, দেই নব-কাঞ্চন-মালা॥
তুঁহু অতি চপল,—চরিত, যনু ষট্‌পদ, কমলিনী বিপিন-গোয়ারী
মৃদুল-শিরীষ—কুসুম, যনু তোড়বি, লহু লহু করবি, সঞ্চারি।
তরুণী-সমাজে, শুনি, যনু দুরজন, হাসি না দেই করতালি,
দূতীকো মিনতি, এতহু তুয়া পদতলে, গোবিন্দদাস বলিহারি।

---

(৯) দূতী এখনে রসপীড়িত-রসময়ের সমীপে (প্রেমার্দ্রা রাধাকে) উপহার দিয়া, অর্চনার মন্ত্র-পাঠ করিতেছেন, যথা—"মাধব! কুলাঙ্গনাগণের সতীত্ব কণ্টকোৎপাটন গুণটি তোমার অব্যর্থ। তোমার সেই গুণে, সতীব্রত সাঙ্গ ও গুরুজনের ভয়, গৌরবাদি অগ্রাহ্য করিয়া, এবং গুরুকুলের দৃষ্টিরূপ কণ্টকোত্তীর্ণ হইয়া, মনোরথে আরোহণ পূর্ব্বক এই সুকুমারী সুন্দরীটি আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে। যেমন কেহ নবীন কাঞ্চনের মালা দ্বারা মরকত নির্ম্মিত মদনের মূর্ত্তি পূজা করে, তেমনি আমি এই ব্রজসুন্দরীটি দ্বারা তোমাকে অর্চ্চণ করিলাম। তুমি ভ্রমরের ন্যায় অতি চঞ্চল কিন্তু আমার এ পদ্মিনীটি বন গমনার্থ ব্যাকুলা ও ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিরীষ-কুসুমের ন্যায় সুকোমল, অতএব সাবধানে লঘু লঘু আচরণ করিও, কোনও কথা তরুণী সমাজে শুনিয়া, দুর্জ্জন লোকে যেন হাসিয়া করতালি না দেয়। ইহা, আমার মিনতির সহিত নিবেদন, বহস্য মনে করিও না।

(১০) বালা।

সখী-পরবোধি, সেজ তলে আনি
পিয়া-হিয়, হরখি ধএল নিজ-পানি
ছুইতে বালা মলিন ভই গেলি
বিধু-কোরে কুমুদিনী, কমলিনী ভেলি*
নাহ নহি করয়ে নয়নে বহে লোর
শাত রহল রাই, শয়নকো ওর।
আলিঙ্গয়ে নীবি-বন্ধন খোলি
করে কুচপরশে, সেহো ভেল থোরি
আচর দেই বদন, উর, ঝাঁপে
থির নাহি হোয়ত, থর হরি কাঁপে
ভনয়ে বিদ্যাপতি ধৈরয সার
দিনে দিনে মদন করয়ে অধিকার।

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভাগে বয়ঃসন্ধি বর্ণনে দ্বিতীয় ক্ষণদা।

---

(১০) শেয তলে, শয্যার উপর। কালী প্রসন্নবাবুর বিদ্যাপতির পাঠ "সে ততলে" উহা বোধ হয় ভুল। (*) নিজকান্ত শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে, প্রেয়সী শ্রীরাধা, চন্দ্রের ক্রোড়স্থা-কুমুদিনীর ন্যায়—প্রফুল্লিতা না হইয়া, লীলা-শক্তির অচিন্ত্য-প্রভাবে, নবীনা মুগ্ধা নায়িকার রস প্রকটনার্থ কমলিনীর ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া উঠিলেন। উপরোক্ত গ্রন্থধৃত "মলিনী ভেলী" ভুল পাঠ, অপেক্ষাকৃত অসুন্দর এবং ছন্দ-পাতক। (।) শয্যার শেষ সীমায় সরিয়া শুইয়া পড়িলেন। নবসুরত বিলোসোৎসুক-চাটু-বচন-পটু রসরাজ, সেখানে যাইয়া, সাদরে, সোহাগের সহিত নববালাকে আলিঙ্গন করিতে ও তদীয় নীবিবন্ধন মুক্ত করিতে লাগিলেন এবং করে কুচস্পর্শ করিলেন, তাহাতে নবনাগরীর সেই নিষ্প্রভ ভাব হ্রাস হইল, তিনি ধৈর্য্য-চ্যুত হইয়া মুখে ও বক্ষে বস্ত্রাচ্ছাদন করিলেন।

এই শ্রেণীর পদের, অধিক তর সুস্পষ্ট আলোচনা চলে না। নিম্নলিখিত উজ্জ্বল নিলমণি-ধৃত শ্লোকটি এই স্থানে আস্বাদনীয় যথা—

চুম্বে পটাবৃত মুখী নবসঙ্গমেভূদালিঙ্গনে কুটিলিতাঙ্গলতা তদাসিৎ
অব্যক্ত রাগজনি কেলী কথাসু রাধা, মোদং তথাপি বিদধে মধুসূদনস্য।

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ব বিভাগে বয়ঃসন্ধিবর্ণ দ্বিতীয় ক্ষণদা।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ তৃতীয় ক্ষণদা,—কৃষ্ণা তৃতীয়া।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য—বরাড়ি রাগ।

আবেশে অবশ অঙ্গ ধীরে ধীরে চলে,
ভাব-ভরে গরগর, আঁখি নাহি মেলে।
পূরব চরিত যত, পীরিতি-কাহিনী,
শুনি পঁহু মুরছিত লোটায় ধরণী।
পতিত হেরিয়া কান্দে নাহি বান্ধে থির
কত শত ধারা বহে নয়নের নির!
নাচে পঁহু রসিক সুজান
যার গুণে দরবয়ে দারু পাষাণ
পুলকে মণ্ডিত শ্রীভুজ যুগ তুলি
গোলিয়া লোপিয়া পড়ে হরি হরি বলি
কুলবতী ঝুরে মনে ঝুরে দুটি আঁখি
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে বনের পশু পাখি
যার ভাবে গৃহবাসী ছাড়ে গৃহসুখ
বলরাম দাস সবে এরসে বিমুখ।

---

(১) ভুবনৈক বন্ধু শ্রীগৌরহরি গয়াক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর এইরূপে প্রেম ও করুণা-বিলাস প্রকটন করেন—বৃন্দাবনলীলার আবেশে নিরন্তর শ্রীরাধার ভাবে, কচিৎ কৃষ্ণাবেশে—বিরহ-রসে চিত্ত অনবরত গর গর এবং শ্রীঅঙ্গ প্রায় সর্ব্বদাই অবশ থাকিত। নয়ন নিমীলিত করিয়া হৃদয়ে সেই—রূপ মাধুরী, হেরিতে হেরিতে ধীরে ধীরে গমন করিতেন। পার্শ্বদগণের মুখে আপনার পূর্ব্ব-চরিত অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ রূপে আচরিত পূর্ব্ব চরিত-প্রেমলীলার কথা শুনিয়া, প্রায়ই প্রেম-মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতেন। পাষণ্ড পড়ুয়াগণ, কখনও কৌতুক করিয়া পথে বা গঙ্গাতীরে তাহাকে বৃন্দাবন লীলার শ্লোক বা গীতি শুনাইত, তাহাতেও তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন এবং ভূমিতে গড়া গড়ি দিতেন। যে সময়ে বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইত, তখন পতিত জীব নিচয়ের দুর্দ্দশা (অর্থাৎ কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ, ভক্তিগন্ধ নাই যাতে যায় ভব রোগ,

(২) শ্রীনিত্যানন্দস্য—ধানসি।

প্রেমে মত্ত মহাবলী, চলে দিগ দিগ দলি, ধরণী ধরিতে নারে ভারা,
অঙ্গ ভঙ্গী সুন্দর, গতি অতি মন্থর, কিছার কুঞ্জর মাতোয়ারা ?

ইত্যাদি দুর্দ্দশা ও বহির্ম্মুখ দশা) দেখিয়া ধৈর্য্য হারাইয়া কাঁদিতেন। আর শত শত ধারায় অবিশ্রান্ত নয়ননীর প্রবাহিত হইত।

আবার যখন শ্রীবৃন্দাবনের রহঃ সম্মিলন-কেলী, স্ফুর্ত্তি হইত অমনি মহানন্দে ভক্তগণের সহিত শ্রীসঙ্কীর্ত্তন-রসে-মত্ত হইতেন। রসিক শিরোমণির সে সঙ্কীর্ত্তন মাধুরীর ও সে মোহন নৃত্য কলার গুণে—দারু পাষাণ পর্য্যন্ত দ্রব হইত!! পুলকাঞ্চিত-শ্রীভুজ-যুগল উত্তোলন করিয়া হরিবোল বলিতে বলিতে যখন তিনি, কীর্ত্তন-মণ্ডলীতে লুলিয়া লুলিয়া পড়িতেন, সে প্রাণাকর্ষক দৃশ্যে, কুলবতীগণেরও হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত! পরিশেষে তাহারা প্রকাশ্যরূপে রোদন করিতেন। এমন কি বনের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত সে অপূর্ব্ব ব্যাপারে দলনে ঝুরিয়া ঝুরিয় কাঁদিত।

শ্রীগৌরলীলা নিত্যবস্তু, ভক্তের মানস-নয়নে উহা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষী ভূত। আমাদের ভক্ত—পদকর্ত্তার পবিত্র-হৃদয়ে উপরোক্ত লীলাবলী প্রত্যক্ষ সমুদিত হইয়াছেন, এবং তিনি দেখিতেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে দুঃখ সন্তাপাদির আকর,—ধন সম্পদ স্ত্রী পুত্রাদিতে যাহাদের, সুখের চরম-উপাদান বলিয়া বুদ্ধি এবং তাহাতে পরমাশক্তি বদ্ধমূল। "উদ্ধারের উপায় বিরহিত, সুখের মৃগতৃষ্ণা বিভ্রান্ত" এইরূপ গৃহবাসীগণ পর্য্যন্ত শ্রীগৌর-সুধাকরের মহামঙ্গল লীলার ও অপার করুণার প্রভাবে, গৃহ-সুখে বিতৃষ্ণ এবং গৃহবাসত্যাগ করিয়া তাঁহার অভয় চরণারবিন্দে শরণ লইতেছে। দেখিয়া আক্ষেপোৎ কণ্ঠায় বলিতেছেন "হায়! কেবল আমি বঞ্চিত থাকিলাম"।

(২) দেখ, মহাবলবন্ত নিতাই সুন্দর, প্রেমে-প্রমত্ত হইয়া, দিক্ বিদিগের অমঙ্গল বিদলন করিয়া চলিয়াছেন!! প্রতাপের ভার বহনে পৃথিবী

প্রেমে-পুলকিত তনু, কণয়া-কদম্ব যনু, প্রেম-ধারা বহে দুটি আঁখে,
নাচে গায় গোরাগুণে, পূরব পড়েছে মনে, ভাইয়া ভাইয়া বলি ডাকে।
হুহুঙ্কার মালসাটে, কেশরী-গরব-টুটে, শুনি বুক ফাটি মরে পাষণ্ডী জনা,
লগুড় নাহিক সাতে, অরুণ কঞ্জ হাতে, হলধর মহাবীর বানা।
কেবল পতিত-বন্ধু, রঙ্কের রতন সিন্ধু, অন্ধের লোচন পরকাশ,
পতিতের অবশেষে, রহি গেল গুপ্ত দাসে, পুন পহু না কৈল তলাস।

অসমর্থ হইতেছেন অথচ অতিমন্থর সে গতি-মাধুরী ও সুন্দর অঙ্গ-ভঙ্গীর অনুপম মধুরিমায় জগৎ মুগ্ধ হইয়া—মনোহর মন্থর গতির চূড়ান্ত উপমা "মদমত্ত মাতঙ্গের গতি"কেও অতি তুচ্ছ বোধ করিতেছে। আমার নিতাইয়ের ঈষদারণ্য স্বর্ণাভ—শ্রীঅঙ্গখানি, প্রেম-কণ্টকিত হইয়া, স্বর্ণ-নির্ম্মিত কুসুমিত-কদম্ববৃক্ষের ন্যায় সুশোভিত এবং নয়ন যুগলে, ধারা ধরিয়া প্রেমপ্রবাহ বহিতেছে। আর, কিশোর-গৌরাঙ্গ-চন্দ্রের উন্নতোজ্জ্বল-চিরানর্পিত-স্বভক্তি-রসদানেজগদুদ্ধারাদি-গুণগরিমা দর্শনে, পূর্ণানন্দে উচ্ছলিত হইয়া গান ও নৃত্য করিতেছেন! এবং পূর্ব্বের-ভাব অর্থাৎ ব্রজ-লীলা-রস, মনে পড়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ চান্দকে "ভাইয়া ভাইয়া" বলিয়া ডাকিতেছেন। ভাইয়ার গৌরবে ও মহিমায় মাতিয়া, মত্তসিংহ পরাভবী বিষম বিক্রমে, মালসাট ও হুহুঙ্কার করিতেছেন। সে বিক্রমে কলির বিহার-স্থলী পাষণ্ডীগণের বুক, ফাটিয়া যাইতেছে। মহাবীরত্বের ধ্বজা (বানা—ধ্বজা) স্বরূপ, মহাবল-হলধর, নিতাই রূপে প্রকটিত হইয়া, এই প্রকার মহাপ্রভাব ও মনোহর-বিক্রমে, কলির প্রতিপত্তি বিধ্বস্ত করিতেছেন, অথচ সঙ্গে একখান লগুড়ও (অর্থাৎ দণ্ড খানিও) নাই! হাতের অরুণ কমলই এ লীলার মোহনাস্ত্র! অর্থাৎ অরুণ-কমলধারী শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রের দর্শনেই জীবের পাষণ্ড ভাব দূর হইতেছে এবং সকলে তাঁহাতে অনুরক্ত হইতেছে।

অতএব—সর্ব্বামঙ্গল বিনাশ এবং কলির সিংহাসন চূর্ণ করণ দ্বারা পাষণ্ড নিকরের উদ্ধারকারী, আবার লীলা-মাধুরীও রূপ-মাধুরী দ্বারা আকর্ষণ

(৩) মুখরা প্রাহ, তুড়ী।

লাগিয়াছে কদম্ব গাছের দে,
অন্তরে বেয়াধি—মরম জানে কে ?
সাত পাঁচ সখী মেলি
যমুনা সিনানে গেলি
কিবা সে দেখিল তায়—
সেহ হৈতে মনে আন নাহি ভায়।
ডাকিলে 'রাধে!' সমতি নাদে
আঁখি কচালে সদা কাঁদে।
মনে ঘর দুয়ার না ভায়,
জুড়ায় কদম্ব তলার বায়।
বংশী বদনে কহে তথাই নিয়ে,
চাহিতে চিন্তিতে রাই বা জীয়ে।

পূর্ব্বক প্রেমামৃত দানে যাবতীয় জীবের নবজীবন প্রদাতা, এই নিতাই পতিতের একমাত্র বন্ধু, দরিদ্রের রত্ন-সাগর এবং অন্ধের নয়ন-তুল্য। কিন্তু হায়! এমন অবতারেও আমি (পদ কর্ত্তার উক্তি) নিজ-কর্ম্ম-দোষে পতিতের অবশেষ রহিলাম!!

(৩) কোনও কোনও কদম্ব-বৃক্ষে দেবযোনির আবির্ভাবের বিশ্বাস বা ভ্রম, এখনও অনেক গ্রাম্য স্ত্রীলোকের বর্ত্তমান আছে। শ্রীরাধার অলোক-বিশ্রুত-অদ্ভুত-বিরহ-বিকার দেখিয়া গুরুজন ও আত্মীয়স্বজন, কেহই কিছু বুঝিতে এবং কোনও প্রতিকার স্থির করিতে পারিতেছেন না, সকলেই মহা ব্যাকুল! শ্রীরাধাগতপ্রাণা তদীয় অতি নিকট সম্পর্কিত মাতামহী মুখরা, একটি বিশেষ ঘটনা ঐ সময় আলোচনা করিতে লাগিলেন। যথা,—আমার মনে হয় ইহাকে কদম্ব গাছের দেবতায় পাইয়াছে। ব্যাধি ভিতরে, কাজেই কেহ উহার নিদান বুঝিতে পারিতেছি না। আমি জানিতে পারিয়াছি, পাঁচ সাত সখীর সহিত একত্র হইয়া, রাধা—যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছিল, সেখানে সে ঐ দেবতার দৃষ্টিতে পড়িয়াছে কিনা, সকলে ভাল করিয়া বিবেচনা কর।

হায়! আমার সোণার নাতিনীটির চিত্তে তদবধি আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। ডাকিলে উত্তর দেয় না। সর্ব্বদা কেবল চক্ষু কচালে আর

(৪) পৌর্ণমাস্যাহ।

সবদেব তাকারি, কাহসু শ্রুতি-পুটে,
কালিয়া কোঙরের নামে, কাঁপি ঝাপি উঠে।
বুঝিনু ভাবিনীর ভাব, নহে দেব-দানো,
কদম্ব তরুয়া-দেবেরে, কিছু মানো *
কালিয়া কুঙর দেব থাকে কদম্বের ডালে
সুকুমারী দেখিয়া পাঞাছে, শিশুকালে
মনে কিছু না ভাবিহ প্রাণে না মারিবে,
নিজ-পূজা † পাইলে ছাড়িয়া ঘরে যাবে।
বংশী বদনে কহে এই কথা দড়,
নিজ পূজা না পাইলে পরমাদ বড়।

কাঁদে। ঘর দ্বার কিছুতেই আর তাহার মন লাগিতেছে না। সদা সন্তপ্ত। কেবল সেই কদম্বতলার বাতাস পাইলেই কিঞ্চিৎ শীতল হয়।

গীত রচয়িতা বংশীবদন, তত্রোপস্থিতা সখীর ভাবে বলিতেছেন—'চলুন তবে আমরা সখি রাধাকে লইয়া সেই কদম্ব তলায় যাই। সে স্থানের ও সে তরুর পানে চাহিয়া চিন্তিয়া (তোমার অনুমান সত্য হইলে) অবশ্যই উহার জীবন লাভ হইবে।

(এ গীতের ভাবটি, মুখরার ন্যায় বৃদ্ধার উপযুক্ত বটে)

(৪) কেহ কিছু স্থির করিতে না পারিয়া সিদ্ধ-তপস্বিনী পৌর্ণমাসী দেবীকে আনাইলেন। দেবী-পৌর্ণমাসী অঘটন-ঘটন-পটিয়সী যোগমায়ার লীলা-মূর্ত্তি ; রাধামাধবের প্রেম লীলার সংঘটন এবং সু-সম্পাদনার্থই ব্রজে, তাঁহার অবস্থিতি, তিনি রোজার ন্যায়—রাধাকে পরীক্ষা করিয়া, ভঙ্গীময় বচনে যাহা বলিলেন এই গীতে তাহাই সুব্যক্ত।

* মানো-মানসিক কর। † শ্রীরাধা, সেখানে গিয়া, স্বাভীষ্ট দান রূপ পূজা করিলেই দেবতা, এক্ষণকার মত ঘরে চলিয়া যাইবে, ইহাই রহস্যার্থ।

(৫) তাং প্রতি রাধায়—ভাটিয়ারি।

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে, নানা অভরণ অঙ্গে, সাধে গেনু যমুনার জলে
তেমাথা পথের ঘাটে, সেখানে ভুলিনু বাটে, তিমিরে ঝাঁপিয়া ছিল মোরে।
ওগো! সজনি! কি হৈল প্রেমের জ্বালা
শয়নে স্বপনে দেখি কালা। ধ্রু।
কহিবার কথা নয়, কহিলে কি জানি হয়, না কৈলে মরমে লাগে ব্যথা।
যমুনা-পুলীন কাছে, দোথরি কদম্ব আছে, বন-চারী কেমন দেবতা।
কালীয়া বরণ শ্যাম, কালিয়া তাহার নাম, কালিন্দী কদম্ব-তলে থানা
ব শী বদনে কয়, যুবতী জীবার নয়, দেখিলে—মরমে দিত হানা।

---

(৫) গ্রহ-গ্রস্তের ন্যায় জ্ঞানভ্রান্ত-প্রায়া শ্রীরাধা, পূজনীয়া পৌর্ণমাসীদেবীকে নিজ সখী জ্ঞানে কহিতেছেন যথা,—হাঁ সখি, আমি ৫।৭ জনা সখীর সহিত নানা আভরণ পরিয়া, মহানন্দে যমুনায় যাই। কিন্তু তে-মাথা পথের ঘাটের নিকটে গেলে আমার পথ ভুল হইয়া গেল; কারণ এক অলৌকিক অন্ধকারে আমরা আবৃত হইয়া পড়িয়াছিলাম। (প্রকৃত পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নবজলধর-সুন্দর-শ্রীঅঙ্গের কান্তিচ্ছটায়, বিনোদিনীর নয়ন-নীলিমাময় এবং অঙ্গে-অঙ্গাবৃত হইয়া গিয়াছিল) সখি! উহার ফলে, তদবধি আমার কি এক প্রকার প্রেম-যন্ত্রণা উপজাত হইয়াছে, শয়নে স্বপনে আমি কেবল সেই 'কালা' (কালতিমির) দেখিতেছি। এই অদ্ভুত ঘটনা কেহ বিশ্বাস করিবে না, অতএব ইহা কাহারও কাছে কহিবার যোগ্য নহে, বিশেষতঃ এরূপ দেবতার কথা নাকি প্রকাশও করিতে নাই, অতএব প্রকাশ করিলে কি জানি কিসে কি হয়, ভাবিয়া ভয়ে শঙ্কায় নিরস্ত রহিয়াছি, অথচ না কহিলেও মরমে ব্যথা পাইতেছি।

সখি! যমুনা-পুলিনের নিকটস্থ দোথরি কদম্ববৃক্ষে কোনও বনচারী দেবতা বিদ্যমান আছে সন্দেহ নাই। শুনিয়াছি তাহার কালিয়া শ্যামবর্ণ এবং তাহার নামও "কালিয়া" এবং সর্ব্বদা ঐ কদম্বতলায় থাকেন।

পদকর্ত্তা বংশীবদন সখীভাবের স্ফূর্ত্তিতে উত্তর দিতেছেন,—ঠিক কথা

(৬) সুহই,—সিন্ধুড়া।

আজু, পেখনু নন্দ-কিশোর—
কেলী-বিলাস, সবহু অব তেজল, অহ নিশি-রহত বিভোর।
যবধরি চকিত, বিলোকি, বিপিন-তটে পালটি আওলি মুখ-মোরি
তবধরি মদন-মোহন—তনু, কাননে, লুঠই, ধৈরয-পণ ছোরি।
পুনফিরি সোই-নয়নে যদি হেরবি, পাওব চেতন—নাহ,
ভুজঙ্গিনী দংশি, পুনহি যদি দংশয়ে, তবহি সময়ে, বিষদাহ।
অবশুভ-খন ধানি! মণি-ময় ভূষণ,—ভূষিত তনু অনুপান
অভিসরু বল্লভ—হৃদয়—বিরাজহ, যনু মণি-কাঞ্চন-দাম।

তবু রক্ষা তুমি সে দেবতার রূপ দেখ নাই। বদনে-নয়ন দিলে, বুকে এমন বিষম ঘা দিত, যাহাতে যুবতীর প্রাণ বাঁচিতে পারে না। (পদকল্পতরুতে ধ্রুব-পদে, এ গানের আরম্ভ এবং পঞ্চম ছত্রের স্থলে "তার গলের মালা দিলে, আচম্বিতে মোর গলে, সেই হৈতে মরমে হৈল ব্যথা" ইতি পাঠান্তর)।

(৬) এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে সমাগতাদূতী, উপস্থিত হইয়া শ্রীরাধার কাতরোক্তি শ্রবণ ও বিরহ-বৈকল্য দর্শন করিয়া করিয়া ভাবিতেছেন "উভয়ের অবস্থাই সমান শোচনীয়"। এইরূপ বিরহ-কাতরতা, সখী-জনের অসহ্য। অতএব আড়ম্বর-বিহিন-বচনে সখী কহিতেছেন—বিনোদিনি! এই বনচারী দেবতা আর কেহ নহেন, নাগরগুরু ব্রজেন্দ্রকুমার,—শ্যামসুন্দর। তাঁহারই ভুবন-মোহন-শ্যামাঙ্গ ছটায় তুমি এরূপ বিষম-দশাগ্রস্ত হইয়াছ। এখন তাঁহার দশা বলিতেছি শোন:—

আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম, ব্রজেন্দ্র-কিশোর, সর্ব্ব প্রকার লীলাখেলা বিলাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিভোর অবস্থায় দিন যামিনী যাপন করিতেছেন! আজ, কানন-প্রান্তে যৎকালে তুমি, তাঁহার প্রতি চকিত দৃষ্টে চাহিয়া, অপূর্ব্ব

(৭) ধানসি।

কতহি মনোরথ, মনমথ-রঙ্গে,
আওলি রমণী, বিপিন, সখী-সঙ্গে।
কেলী-সদনে, পিয়-বদন নেহারি,
পালটি চললি ধনী, পদ দুই চারি।
সহচরী, অঞ্চল-ধরি-ধরি রাখে,
বালা, মনসিজ-রস নাহি চাখে।
লাজকে রাজ সুতনু-তনু-দেশে,
সঙ্কোচ-সচীব তহি করল প্রবেশে।
কহে হরিবল্লভ ফুলশর-আগে,
রাজা, সচীব, সবহু—চলি ভাগে।

ভঙ্গী-পূর্ব্বক, বদন ফিরাইয়া চলিয়া এসেছ, তদবধি সেই মদনমোহন, ধীরতা হারাইয়া, সেই কাননে নিরন্তর লুণ্ঠিত হইতেছেন!! যদি তুমি আবার তথায় ফিরিয়া গিয়া, পুনরায় সেই-নয়নে তাহাকে নিরীক্ষণ কর, তবেই তাহার চৈতন্য লাভ হইতে পারে, কারণ ভুজঙ্গিনী কাহাকেও দংশন করার পরে, যদি আবার পূর্ব্ববৎ দংশন করে, তাহা হইলে বিষদাহ প্রশমিত হইয়া যায়।

উপস্থিত ক্ষণটি অভিসারের সুসময় বটে, এবং তোমার অঙ্গ ও আভরণ ভূষিত আছে। অতএব এক্ষণেই অভিসার কর, করিয়া—হেম-মণির অর্থাৎ কাঞ্চন-মণি-নির্ম্মিত মালার ন্যায়, আপন বল্লভের হৃদয়ে, বিরাজ কর; (অথবা তদ্রূপে প্রাণেশ্বরের সহিত স্ফুরিত হইয়া গীতকর্ত্তা—বল্লভের হৃদয়ে বিরাজিতা হও)।

(৭) কান্তের সহিত কিরূপ ব্যবহার ও কিরূপ প্রতি-ব্যবহার করিবেন, কখন কি ভঙ্গীতে—কি কি কথা বলিবেন, কি কি অবস্থায়—কি কি প্রকারে বাম্য ও দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবেন, কি উপায়ে কিরূপ কলা-প্রদর্শনে, নাথের অঙ্গ-সৌন্দর্য্যাদি আস্বাদন করিবেন,—ইত্যাদি নানা বাসনায়-বাসিত এবং অনঙ্গ-রঙ্গে তরঙ্গিত হইয়া সখীর সহিত রমণী-মণি রাধা, বনে আসিলেন। কেলী-কুঞ্জে-প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন,—প্রাণকান্ত সেখানে উপবিষ্ট। যাহার জন্য এত উৎকণ্ঠা, এত আকুলতা, এত অনুরাগ, সেই প্রাণের দেবতা-সর্ব্বাভিলাষী-প্রিয়তম হরিকে দেখিয়া বাম-মনোহরা-বিনোদিনী-বালা, অমনি ফিরিয়া চলি-লেন!! দুই চারি পদ যাইবামাত্র নিকটস্থা কোনও সখী বস্ত্রাঞ্চলে ধরিয়া রাখিলেন বটে, কিন্তু ধনি-মণি কিছুতেই অনঙ্গ-রসাস্বাদন করিতে চাহেন না

(৮) ধানসি।

কবরী-ভয়ে চামরী, গেও গিরি-কন্দরে, মুখ-ভয়ে চান্দ আকাশ
হরিণী, নয়নভয়ে, স্বর-ভয়ে কোকিল, গতি-ভয়ে গজ বনবাস।
সুন্দরি! কাহে মোহে সম্ভাষি না যাসি?
তুয়া ডরে কো নাহি, কাহা পলাওল, তুহু পুনঃ কাহে ডরাসি?
কুচ-ভয়ে, কমল-মুকুল, জলে-মজ্জল, ঘট-পরবেশ হুতাশে,
দাড়িম, শ্রীফল, গগনে বাস করু, শম্ভু—গরল-গরাসে!
ভুজ-ভয়ে পঙ্কে, মৃণাল—কাল হরু, করভয়ে কিশলয়-কাঁপে,
কবিশেখর ভণ, কত কত ঐছন, কহব মদন পরতাপে?

লজ্জা-নরপতির-অধিকৃত—সুতনুর শরীরে রাজ-মন্ত্রী সঙ্কোচও আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

তত্রস্থিতা সখীর ভাবাবেশে পদকর্ত্তা হরিবল্লভ বলিতেছেন, কেহ ব্যস্ত হইও না! কোনও চিন্তার কারণ নাই! ফুলশরের-প্রতাপে রাজা, মন্ত্রী সকলে পলায়ন করিবে।

(৮) সখী-কর্ত্তৃক বস্ত্রাঞ্চল-ধৃতা, বিনম্র-বদনী ধনির পানে চাহিয়া—রসিক মৌলী-মণি, এইরূপে রস-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যথা—"সুন্দরি! তোমার কবরী-সৌন্দর্য্যের সহিত প্রতিযোগীতায় অসমর্থ হইয়া চির-সম্মানিত-চামরীগণ, মানের-ভয়ে গিরি-কন্দরে গিয়াছে! আর তোমার সদা-পূর্ণ-কল—অকলঙ্ক শ্রীমুখচন্দ্রের—লোকাতীত আলোকে, বিকল ও ভীত হইয়া চাঁদ, আকাশে পলাইয়াছে। হরিণী সকল, কোকিলকুল এবং গজেন্দ্রগণ—যথাক্রমে—তোমার নয়নের,—স্বরের এবং গতির ভয়ে, মনদুঃখে বনবাসী হইয়াছে। এমন মহা-মহিমান্বিতা- সুন্দরী-তুমি—কেন কিসের ভয়ে আমাকে সম্ভাষণ না করিয়া চলিয়া যাইতেছ? দেখ, তোমার ভয়ে, কে কোথায় না পলাইয়াছে? জলে, অনলে, বনে, আকাশে যে যেখানে পারিয়াছে, লুকাইয়াছে। এমন ভুবন-বিজয়িনী

(৯) ভুপালী।

যব ধনি, ভুজ-ভরি, ধবল—মুরারী,
তিতল বসন, তন, রোদন-বারি।
ঘন ঘন উছলত, পিয়-হিয়-মাহ,
কুসুম-শয়ন-তলে, আনল নাহ।
হসি হসি, হরি যব খোলত বাস,
থরথরি কাঁপই—'নহি' 'নহি' ভাষ।
আত-ডরে-কাতর, ধনী-মুখ দেখি,
তব লহু লহু, উর পর—নখ-রেখি *।
লহু লহু আলিঙ্গন, লহু লহু কেলী,
লহু লহু অধরক, দংশন ভেলি।
কাপয়ে অঙ্গ, সঘনে সিতকারে,
বিজুরী চমকে, যৈছে নীরদ-ভারে।
রহি রহি মনসিজ-অনুভবি, শেষে,
তব সুখ-সাগরে, করল প্রবেশে।
বালা,—মনহি পাওল আশোয়াস,
এতদিনে জনমক, ভাঙ্গল তরাস।
জানল, রতিরস-কৌতুক-রঙ্গ,
জনম সফল মানল, পিয়া-সঙ্গ।
দোহু তনু, দোহু মন, বন্ধন ভেলা,
সখী-লোচন, মাধুরী ভরি নেলা।
কহে হরিবল্লভ,—বল্লভ-লাল,
রতি-রস পাঠ, পড়াওল ভাল।

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ মুগ্ধা-বর্ণনে তৃতীয় ক্ষণদা।

তুমি কেন অকারণ ভয়-সঙ্কিত হইতেছ? তোমার, ওই কুচকুড্মলের ভয়ে পদ্মকোরক-জলে নিমজ্জিত! ঘট—অগ্নিতে দগ্ধ এবং দাড়িম্ব ও শ্রীফল—পৃথিবী ছাড়িয়া গগনাবলম্বী হইয়াছে!! শম্ভুর—সর্ব্বপূজিত-বাণলিঙ্গমূর্ত্তি, তোমার পীনস্তনের সৌন্দর্য্যে পরাভূত হওয়ায়, তিনি দুঃখে গরল গ্রাস করিয়াছেন। তোমার ভুজযুগলের-মাধুরী-পরাভূত-মৃণাল, পঙ্কে পড়িয়া কাল কাটাইতেছে। তোমার আরক্ত-কোমল-করতলের ভয়ে, কিশলয় সদা কম্পমান!! তোমার সৌন্দর্য্য-বৈভব এইরূপ ভুবন বিজয়ী। তুলনায়—আমার অঙ্গ-সৌন্দর্য্য কিছুতেই যে তত্তুল্য নহে,—প্রত্যেক অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া—সহজেই ইহার পরীক্ষা হইতে পারে। তবে তুমি পলাইতেছ কেন? গীতকর্ত্তা-কবি শেখর শ্রীকৃষ্ণের হইয়া সখী-ভাবে কহিতেছেন—তোমার মদন প্রতাপের পরিচয় পদে পদে বিদ্যমান! বাকো তাহার কথা কত কহিব? পদকল্পতরুতে এই গীতিটি বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত!

(৯) * আশ্বাস। । নখাঘাতের রেখা। রহস্য-লীলার বিস্তারিত ব্যাখ্যা চলিতে পারে না।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ চতুর্থ ক্ষণদা,—কৃষ্ণা চতুর্থী।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য—রাগ কেদার।

বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি যেন মদন সমান,
দিব্য গন্ধ মাল্য, দিব্য বাস পরিধান।
কি ছার কনক-জ্যোতি, সে দেহের আগে ?
সে বদন দেখিতে, চান্দের সাধ লাগে।
সে দন্ত দেখিতে, কোথা মুকুতার দাম ?
সে কেশ-বন্ধন দেখি, না রহে গেয়ান !
দেখিতে—আয়ত দুই অরুণ নয়ান,
'আর কি কমল আছে' হেন হয় জ্ঞান ?
সে আজানু-ভুজ দুই, হৃদয় সুপীন,
তহি শোভে শুভ্র-যজ্ঞসূত্র—অতি ক্ষীণ।
ললাটে—বিচিত্র উর্দ্ধ-তিলক সুন্দর,
অভরণ বিনে—সর্ব্ব-অঙ্গ-মনোহর।
কিবা হয় কোটিমণি, সে নখ চাহিতে,
সে হাস দেখিতে কিবা করয়ে অমৃতে ?
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান,
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।

---

(১) শ্রীমন্নবদ্বীপ-বিহারী হরির, জন্ম-লগ্নাদি গণনা দ্বারা, তদীয় মাতামহ মহা-জ্যোতির্ব্বিদ নীলাম্বরচক্রবর্ত্তী, সবিস্ময়ে দেখিলেন,—এ বালক নিখিল বিশ্বের রক্ষক ও পালক হইবে। তাই—নাম রাখিলেন—বিশ্বম্ভর। শ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্রও চিরানর্পিত-প্রেমে, বিশ্বপূর্ণ করিয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। অবিচারিত-প্রেম-দাতা বিশ্বম্ভরের সে, ভুবন-বিস্মাপক মহিমা-মহা-সমুদ্রের মকরস্বরূপ—ভক্তগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা ও মধুরিমাবিদ্ (ভণিতার 'জান' শব্দের অর্থ জানে যে) ভক্তগণ ! আসুন একবার আপনাদের পদতলে বসিয়া শ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্রের ভুবন-ভোরা রূপামৃতের কিঞ্চিৎ বিন্দু-কণিকা, প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন করি। ভাই ! সর্ব্ব-বিকার-বিধ্বংশী এমন সঞ্জীবনী-সুধা জগতে আর নাই।" মনে হয়—গীত-কর্ত্তা ঠাকুর বৃন্দাবনদাস যেন এইরূপ ভূমিকা পূর্ব্বক, বলিতেছেন—"মদনের অনুভবে—যেমন সর্ব্ব-প্রাণী

(২) শ্রীরাগ—শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য।

নিতাই—মোর জীবন ধন, নিতাই—মোর জাতি,
নিতাই বিহনে মোর—আর নাহি গতি।

বিমোহিত হয়, আমার—শ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্রের শ্রীমূর্ত্তিখানিও ঠিক্ তদনুরূপ বিমোহক! হেরিলে জ্ঞান হারাইয়া যায়! সে শ্রীঅঙ্গের—আরও একটি অত্যদ্ভুত-গুণ এই যে, জগতে—অভরণ, বসন, মাল্যাদির-পরিধারণে লোকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, কিন্তু আমার প্রাণের বিশ্বম্ভর-সুধাকরের-ভূষণের ভূষণ শ্রীঅঙ্গ-সংস্পর্শে তিলক, মাল্য, বসন, অভরণাদি—দিব্যশ্রী লাভ করে।

পার্থিব পদার্থ সকলের মধ্যে, স্বর্ণই সর্ব্বাপেক্ষা সু-বর্ণ, কিন্তু বিশ্বম্ভরের অতুলিত গৌরকান্তির নিকটে কনকের-কান্তি কিছুই নহে—অতি তুচ্ছ! জগতে, আকাশের চাঁদই—সুন্দর-বদনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপমা, কিন্তু সৌন্দর্য্য-গর্ব্বী-চন্দ্রের সমস্ত-অভিমান, বিশ্বম্ভরের চাঁদ-বদনের নিকটে, চূর্ণীকৃত হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে,—অপেক্ষাকৃত সুন্দর 'রূপের' নিকটে—লাঞ্ছিত, লজ্জিত, কি অপদস্থ হইলে—দূরে লুকায়ন, সৌন্দর্য্যাভিমানীগণের চির-স্বভাব, কিন্তু আমার বিশ্বম্ভরের-বিশ্ব-মোহন-মাধুরীমুগ্ধ-গগনচাঁদ, সে স্বভাব ভুলিয়া নিরন্তর এই চিত্তহারী-মাধুরী-দর্শনেরই সাধ করে!! সে দন্ত দেখিতে—ইত্যাদি—পরবর্ত্তী পদগুলি স্বতঃই সুস্পষ্টার্থ এবং সুধা-মধুর। আসুন আমরা এ অমিয়, ঢোকে ঢোকে পান করি। ব্যাখ্যার-শর্করাদানের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই!

(২) বায়ু—যেরূপ জীবেরজীবন স্বরূপ, জল—যেমন মৎস্যাদির জীবন স্বরূপ অর্থাৎ যাহাকে ছাড়িয়া—নিশ্চয়ই—বাঁচিনা! কথার মৃত্যু নহে—সত্য সত্যই মরণ ঘটে, তিনিই 'জীবন' শব্দের বাচ্য। আর,—আহারে, ব্যবহারে, শয়নে, গমনে, দেশে, বিদেশে, সুখে, দুখে—যাহা অবলম্বন, তাহারই নাম

সংসারে সুখের-মুখে, দিয়া যেনে ছাই,
নগরে মাগিয়া খাবো—গাইব নিতাই।
যে দেশে নিতাই নাই—সে দেশে না যাব,
নিতাই-বিমুখ-জনার—মুখ না হেরিব।
গঙ্গা যার পদ-জল, হর-শিরে ধরে,
হেন নিতাই না ভজিয়া, দুঃখ পাঞা মরে!

'ধন'। স্ত্রী পুত্রাদি পরিজনের ও স্বজনের—শ্রেণী-গত মর্য্যাদা-মূলক-পরিচয়ের নাম—জাতি।

দেহে, ধনে, জনে, মর্য্যাদায়—যে আশক্তি, তৎসমুদয় নিতাইতে অর্পণ এবং মেঘেরসঙ্গে বায়ুর—যে সম্বন্ধ (একমাত্র গতিত্ব)—সেইরূপ জ্ঞানে আপনার ইচ্ছা ও স্বাধিনতা শ্রীনিত্যানন্দে প্রদানই, আমাদের সর্ব্ব-প্রধান-সাধনা; কিন্তু এই প্রকার একাগ্র-সরল-ভাব—দাম্ভিক, কুতার্কিক-বিদ্যাগর্ব্বিত অভিমানীদিগের-দুর্লভ। দম্ভের-পর্ব্বতোপরি-সর্ব্বদা বসিয়া থাকিলে, পৃথ্বী-পরিপ্লাবী প্রেম বন্যার-স্পর্শ-ঘটিবে কেন? এবং নিরন্তর কুতর্কের-বৃহৎ-ছাতায় মাথা ঢাকিয়া থাকিলে,—প্রেমের-বাদর-বর্ষণেও যে অঙ্গ, আর্দ্র কি বিগলিত হইবে না—তাহাতে আর কথা কি? অতএব শ্রীনিতাইচাদের-নির্ব্বিচার-করুণা-বিলাস ও অভূতপূর্ব্ব-প্রভাবও—উলুকের চক্ষে রবি-কিরণের ন্যায়—এই সকল দুর্ভাগ্য জীবের নিকটে অকার্য্য-কর।

ইহাদের সর্ব্বস্ব-ভূত—ধন মান ও অনর্থ-করী বিদ্যা ও জাত্যাভিমানের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া,—শ্রীনিতাইচাদের-গুণে মাতোয়ারা—পদকর্ত্তা, ঠাকুর লোচনানন্দ নিতাইকেই ধন, প্রাণ, জাতিরূপে প্রচার করিয়াছেন। আরও বলিতেছেন যে, দুর্ভাগ্যধনী-মানীরা যে—সংসার সুখকে সর্ব্বস্ব-জ্ঞান করে, আমি সে সুখের মুখে ছাই দিয়া, নিরুদ্বেগে ও পূর্ণানন্দে নিতাইয়ের গুণ গাহিয়া—নগরে নগরে মাগিয়া খাইব। মাগিয়া খাইব বটে কিন্তু যাহারা নিতাই-বিমুখ, তাহাদের কাছে কখনও যাঞ্চা করিব না। এমন কি তাহাদের মুখাবলোকনও করিব না! এইরূপে শ্রীনিত্যানন্দের

লোচন বলে—আমার নিতাই, যেবা নাহি মানে,
অনল জ্বালিয়া দিব—তার মাঝ-মুখ খানে।

(৩) বেলয়ার।

বরণি না হয় রূপ, বরণ-চিকণিয়া।
কিয়ে ঘন-পুঞ্জ, কিয়ে কুবলয়দল, কিয়ে কাজর,
কিয়ে ইন্দ্রনীল-মণিয়া।

প্রতি, পরম-নিষ্ঠা-পূর্ণ-প্রেম ও বৈষ্ণবজনের কর্ত্তব্যাচরণ প্রকাশ করার পর, দুর্ভাগ্য দাম্ভিকাদির দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া বলিতেছেন—হায়! ইহারা শ্রীমহাদেবকে—ঈশ্বর বলিয়া মান্য করে, অথচ স্বয়ং ভগবানের প্রকাশ, দয়ার-সাগর-নিতাইকে না ভজিয়া দুঃখে মরিতেছে!! যে মুখ হইতে নিতাইয়ের নিন্দা নির্গত হয়, কেবল একমাত্র অগ্নি-শুদ্ধি তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। অতএব যে আমার নিতাইকে মানিবে না, তাহার মুখে আগুন জ্বালাইয়া দিব।

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধের স্থানে স্থানে যেমন শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের অভেদ মানিয়া—বলদেবেতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা, অতি-দেশ করিয়াছেন; সেইরূপ—পূর্ণতম-ভগবান্ বিশ্বম্ভরচন্দ্রের সহিত নিতাই-চাঁদের অভেদ মানিয়া "গঙ্গা যার পদ-জল" ইত্যাদি পয়ারটি বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) শ্রীকৃষ্ণের গৃহাগমন দর্শনান্তে গৃহাগতা-শ্রীরাধা, লালসা-ময়-ভাবাবেশে—শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণন করিতেছেন, যথা—সে রূপের, সে চাকচিক্যময়-বর্ণের কিছুই বর্ণনা হইতে পারে না! কি প্রকারে হইবে? ইহা কি নব-মেঘের পুঞ্জ, কি কুবলয়ের-রাশি, কি কজ্জল—কি ইন্দ্র-নীলমণি—এই সন্দেহই দূর করা যায় না। হায়! প্রস্ফুটিত-পদ্মের-ভ্রান্তি-সমুৎপাদক সেই মুখমণ্ডল—তাহাতে নৃত্য

বিকচ-সরোজ-ভান-মুখমণ্ডল, দিঠি-ভঙ্গিম-নট খঞ্জন-জোর
কিয়ে মধুর-মৃদু-হাস উগারই! পিবিআনন্দে আখি পড়লহিভোর
অঙ্গদ বলয়, হার মণিকুণ্ডল, কনক-নূপুর কটি-কিঙ্কিণী-বলনা
অভরণ-বরণ কিরণ কিয়ে ঢরঢর! কালিন্দী-জলে,
যৈছে চান্দকি চলনা
সুকুঞ্চিত-কেশ, বেশ কুসুমাবলী, রাজিত মত্তশিখিপুচ্ছকোছাদে
অনন্ত দাসের মন, যুবতীকো-লোচন, চূড়ানিরখিতে পড়লহি ফাঁদে

নীল খঞ্জন-যুগের ন্যায় চঞ্চল-নয়ন-যুগল দর্শনাবধি কেবলই আমি বিতর্কাকুল হই-তেছি!! আর বদনখানি কি মধুময়-মৃদুহাস্যই উদ্গীরণ করে! আহা! সে মধুপানে আমার নয়নদ্বয়, বিভোর হইয়া গিয়াছে।

শ্রীঅঙ্গের দোলন-সঞ্চালিত-মণি-কুণ্ডল, কটির কিঙ্কিণী—অঙ্গদ বলয় হার নূপুরাদি অভরণ-গুলির বর্ণ-প্রভাই বা কি সুন্দর—কি ঢর ঢর! যেন কালিন্দীর নীল-জলে প্রতিভাত—চঞ্চল-চন্দ্র-বিম্ব!! আবার, কুটিল-কেশগুলি কুসুমাবলীর দ্বারা সুসজ্জিত। এবং প্রমত্ত-ময়ূরের-পুচ্ছ-নিচয়ের ছাঁদে, মোহনিয়া চূড়াটি বিরাজিত।

তত্রস্থা সখীর-ভাবাবেশে গীত-কর্ত্তা অনন্ত দাস—আর থাকিতে না পারিয়া মনের আবেগে বলিয়া উঠিলেন "তাহাতেই তো অনন্ত দাসের মন এবং যুবতীগণের নয়ন (ভাবার্থ—তোমার নয়ন) এই মোহনিয়া চূড়াটি নিরীক্ষণ করিতে গিয়া, বাঁধা পড়িয়াছে।

পদকল্পতরুতে আমাদের তৃতীয় ছত্রে, এ গীতের আরম্ভ

(৪) শ্রীরাধাহ,—শ্রীরাগ।

অনুখন, কোণে থাকি, বসনে আপনা ঢাকি, দুয়ার বাহিরে পরবাস।
আপনা বলিয়া বোলে, হেন নাহি ক্ষিতিতলে, হেন ছারের হেন অভিলাষ!!
সজনি! তুয়া পায়ে কি বলিব আর।
সে হেন দুলহ-জনে, অনুরত যার মনে, কেবল মরণ প্রতিকার।

(৪) পূর্ব্বোক্তরূপে শ্রীরাধা,—কৃষ্ণরূপামৃত আস্বাদন করার সময়ে সমাগতা, কোনও সখী,—দশনানন্দের কথা শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে, শ্রীমতী কাতর-কণ্ঠে তাহাকে কহিতেছেন,—সখি! আমি বড় দুঃখিনী, আমার দুঃখের কথা শুন:—নিরন্তর আমাকে ঘরের-কোণে, অবস্থান করিতে হয়! তাহাও অসঙ্কোচে নহে;—সর্ব্বদাই সর্ব্বাঙ্গ বসনাবৃত করিয়া থাকিতে হয়। আর লোকে যেমন প্রবাসে যায়, বাটীকার-দ্বারের-বহির্দ্দেশে, আমার পক্ষে সেইরূপ! আমাকে আপন বলিয়া ভাবে অর্থাৎ আমার আশা, উৎকণ্ঠা ও যন্ত্রণার যথার্থ প্রতিবিধানার্থ —উপায়-সৃষ্টি করে, আমার এমন আপন—কেহ নাই! আমি এইরূপ বিড়ম্বনা-গ্রস্তা-নগণ্যা কুলবধূ; অথচ এইমাত্র আমার মুখে যাহার অলোক বিশ্রুত মাধুরীর মহিমা শুনিলে, সেই দুর্লভ-ধনের প্রতি আমার মন অনুরক্ত। সখি! তোমার চরণে আর কি বলিব? ('চরণে' শব্দ ব্যবহারের অভিপ্রায়, বোধ হয় এই যে যদি পার, করুণা করিয়া উপায় বিধান কর) তাঁহার ন্যায়-জগৎ-দুর্লভ-নায়কে যাহার মন অনুরক্ত সে যদি আমার ন্যায় কুল-রমণী হয়, তবে মৃত্যুই তাহার এক মাত্র প্রতিকার!—সখি! আমি যাহা করিব বলিয়া নিশ্চয় করি, করিতে পারি না। আমার দুঃখের নিশা, দুঃখের দিনা অবসান হয় না! ওদিকে গৃহে যত গুরুজন রহিয়াছেন সকলেই বৈরি,—অনুকূল কেহ নাই। অতএব কি করিব? আমার কোনও উপায়ই দেখিতেছি না!!

(৭) বালা।

আওরি সহচরী, চাতুরী-সিন্ধু,
তাহা আওলী, যাহা গোকুল-ইন্দু।
পুছইতে বাত, বদনে ধরু চীর,
মিলিত নয়নে, নিঝরে ঝরু-নীর,
পুন পুছইতে বলে, গদগদ-বোল,
মাধব বাকুল হিয়ে উতরোল।

কি পুছসি, গোকুল-জীবন নাই?
"প্রেম-হুতাশন কুণ্ডকো মাহ—
সো-সুকুমারীকো প্রাণ পতঙ্গ,
আহুতি দেওত, নৃপতি-অনঙ্গ!!"
কহে হরি বল্লভ, শুন শুন কান,
সব সখীগণ মিলি, তেজব পরাণ।

তথাপি তুই—পৃথিবী-শূন্য করিয়া এমন রূপগুণের-আধার তনুখানি ত্যাগ করিবি? যখনই তোমাকে দেখি তখনই আমাদের—কেবল মনে হয় "এই চাঁদ-মুখের বালাই লইয়া মরে যাই"! বলি—অকারণ আর উদ্বেগ-বৃদ্ধি করিস না, তোর মন-চোর ও সর্ব্বাত্তি-হারী সেই হরি, যাহাতে নয়ন-পথবর্ত্তী হন অর্থাৎ তাহাকে পাইতে পারিস্, আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম। যখন দেখিব—তুই কানুর কোলে বসিবি,—তখন আমার দেহ-সার্থক হইবে। আমাকে যদি এজন্য যমুনার জলে প্রবেশ করিতে হয়, তাহাও করিয়া—তোর মনোবাসনা পূর্ণ করিব। এই সকল আশ্বাস বচনেও, উপস্থিত অবস্থায় শ্রীরাধা সম্ভবতঃ ধৈর্য্য-ধারণে সক্ষম হইতে পারিবেন না—মনে করিয়া (সখী-ভাবাবিষ্ট—পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস) বলিতেছেন—আরও একটি গুরুতর কথা আছে। আমি স্বয়ং সে কথার সাক্ষী। কথাটি এই যে তোমা ব্যতীত কানু কিছুতেই প্রাণ ধারণ করিতে পারেন না! তুই—মরিয়া কি তাহারও মৃত্যু ঘটাইবি?

(৭) সখী, শ্রীগোকুলচন্দ্রের নিকটে গেলেন। মাধব, শ্রীরাধার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি—মুখে কাপড় দিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন! দ্বিতীয় প্রশ্নে—এমন ভীতি-বিহ্বল-গদ গদ-কণ্ঠে কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন, যে স্বর শুনিয়াই হরির প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। সখী কহিলেন—গোকুলজীবন! না! আবার কি ছাই ভস্ম জানিতে চাহিতেছ? অকরুণ-অনঙ্গ-নৃপতি সে

(৮) কাচিদন্যা তৎসঙ্গিন্যাহ—ধানসি।

অনধিগতা কস্মিক গদ কারণ, মর্পিত মন্ত্রৌষধি নিকুরম্বং
অবিরত-রোদিত-বিলোহিত-লোচন, মনুশোচতি তামখিল কুটুম্বং *

সুকুমারীর-প্রাণ-পতঙ্গকে প্রেমের-হোমাগ্নি কুণ্ডে আহুতি প্রদান করিতেছে! এতক্ষণে হয়ত সে যজ্ঞের উদ্‌যাপন হইয়া গেল!!!

সখীর ভাবাক্রান্ত গীতকর্ত্তা হরি বল্লভ,—বলিতেছেন, কানু! এখন আমাদের শেষ দশাটির কথাও শোন—আমরা সকল সখীগণ আর কাহার জন্য প্রাণ রাখিব? স্থির করিয়াছি আমরাও সকলে সম্মিলিত হইয়া প্রাণ-পরিত্যাগ করিব! বলিতে বলিতে সখীর, বাক্‌রোধ হইয়া গেল। আর কিছুই বলিতে না পারিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

(৮) পূর্ব্ব গীতের বক্তা,—দূতীর-কোনও সঙ্গিনী শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন যথা—(ঐ) গোপী-সন্তান-হারি, কেলী-বিহারি! (দেবহরে) সখি-রাধার প্রতি সকরুণ হও! (বিলম্বের সময় নাই) দেখ কেবল তোমার নিশিত-কটাক্ষ-শরাহত হইয়াই সে (সুকুমারী কুসুম কোমলাঙ্গী) এরূপ হৃদয়-বিদারক-কৃশতা প্রাপ্ত হইয়াছে। (হায়! তাহার সে স্ফূর্ত্তিময়-ভাব-প্রফুল্ল দেহলতার মাধুরী, কিছুই আর বর্ত্তমান নাই!!) * তাঁহার এইরূপ আকস্মিক পীড়ার কারণ না জানা (অনধিগত) হেতু, সমস্ত-কুটুম্বগণ মন্ত্রৌষধি-অর্পণ দ্বারা উপশমের নিষ্ফল—চেষ্টা, এবং অবিরত অনুশোচনার হাহাকার-ধ্বনি করিতেছে! নিরন্তর ক্রন্দনে তাহাদের লোচন বিলোহিত হইয়া উঠিয়াছে! ‡ (প্রফুল্লাম্বুজ মুখী বিনোদিনীর সুমেহুর)

দেব-হরে ! ভব কারুণ্যশালী
সাত্তব-নিশিত-কটাক্ষ-শরাহত, হৃদয়াজীবতু, কৃশ-তনু বালী ॥ ধ্রু
হৃদিবলদবিরল সংজ্বর পটলী, স্ফুট জ্বলদুজ্জ্বল-মৌক্তিক সমুদায়া
শীতল-ভূতল নিশ্চয় তনুরিয় মবসীদতি সম্প্রতি নিরুপায়া ‡
গোষ্ঠ-জনা ভয়-সত্র-মহাব্রত-দীক্ষিত ভবতো, মাধব ! বালা
কথ মহতিত্তাং হন্ত সনাতন ! বিষম-দশাং গুণ-বৃন্দ-বিশালা ?

হৃদয়ে সংজ্বর-সমূহ, অবিরল কেবল বলবতী হইতেছে। সে সুতাপ্রতাপে তাহার বক্ষস্থ উজ্জ্বল-মৌক্তিক-মালাগুলি পর্যন্ত ফুটিয়া যাইতেছে !! (হায় ! চিরসুখ-লালিতা, নবনীত-কোমলাঙ্গীর, সুকুমার-শরীরে কি সে সাংঘাতিক তাপ সহ্য হয় ? নিরুপায়া-নিতম্বিনী, অসহ্য-যন্ত্রণায় শয্যা পরিহার পূর্ব্বক, শীতল-ভূমিতলে শরীর জুড়াইবার অকিঞ্চিৎকর-প্রয়াস—করিতে করিতে, কেবলই ক্লান্তিতে অবসন্না হইতেছে।

মাধব ! (সর্ব্ব-সক্ষম) তুমি, গোষ্ঠবাসী সকলের, অভয়-দান-রূপ মহা যজ্ঞে দীক্ষিত। রাধা, তোমার অনুরতা-বালা ; এবং গোষ্ঠবাসিনীগণের মধ্যে গুণ-বৃন্দ-বিশালা অর্থাৎ মহাগুণবতী। হায় হায় ! সনাতন ! তথাপি রাধার এইরূপ বিষম-দশা !! ইহা অপেক্ষা দুঃখ আর কি আছে ?

(কি জানি কৃষ্ণ, আপনার স্বভাব-সিদ্ধ কৌতুক-রচনা পূর্ব্বক বৃথা-বিলম্ব করেন, সেই আশঙ্কায় সখি, এ গীতে—কর্ত্তব্যের-যুক্তি-তর্ক তুলিয়াছেন)

এটি, শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী-কৃত গীতাবলীর ৯ নং গান। শ্রীল বলদেব বিদ্যা-ভূষণ-কৃত ইহার টীকা এইরূপ—হে দেব ! হে হরে ! অখিল কুটুম্বং কর্ত্তৃ—তাং রাধা মনুশোচতি। কিদৃশং তৎ ? অনধিগত মাকস্মিকস্তু গদস্য ব্যাধেঃ কারণং যেনতৎ অর্পিতং। মন্ত্রৌষধীনাং নিকুরম্বং যেনতৎ। অবিরত রুদিতেন বিলোহিতেঽ-তারুণে লোচনে যস্যতৎ তাদৃশং সদিত্যর্থ ॥ ১ ॥

ত্বং কারুণ্যশালী-কৃপালুর্ভব। সাত্তব নিশিতেত্যাদি লক্ষণা—মদালী,

(৯) ভূপালী।

সঙ্কেত-কেলী-নিকেতন জানি,
নীল-রতন যনু, পাওল পানি।
আওলি সহচরী, হরিষ-তরঙ্গে,
ধনি-ধনী বৈঠই, সহচরী সঙ্গে।
যতনে সফল ভেল, জানল বালা।
শরদে-বিকসি যনু, মালতী-মালা।
কহে হরি-বল্লভ, ভাঙ্গল ধন্ধ,
তুহু চান্দনী, হরি-পূরণ চন্দ।

কৃশতনুঃ সতী, কেবলং জীবতি। নতু সৌখ্য-লেশং বিন্দতি, বিনাত্বং কারুণ্য মিত্যর্থঃ॥ ক॥

নন্ন সা কথমধুনা বর্ত্ততে? তত্রাহ—দ্বদীতি। সংজ্বর—সন্তাপঃ। নিরুপায়া ... বিনা, স্ব-গদ নিবারণে—সাধনান্তর মপশ্যন্তী, অবসীদতী-ব্যাপতে॥ ২॥

নন্থু মাহং পরস্ত্রীয়াঃ সন্দর্শনং করোমীতি চেত্তত্রাহ—হে গোষ্ঠ-জনাভয়-সত্র-মহাব্রত-দীক্ষিত! হে মাধব-মধুবংশোদ্ভব! ইয়ং বালা; ভবতোহেতো স্তাং বিষমাং দশাং-কথমর্হতি? হে সনাতন নিত্য-মূর্ত্তে! পক্ষে সনাতনো যস্তাপি নিত্যং সেবকত্বেনেত্যর্থ আস্তচ। সা—কিদৃশীত্যাহ গুণেতি বিশালা-বিস্তীর্ণা খ্যাতেত্যর্থঃ। বিশিষ্ট-শালা, বসতি ইতি বা। যো-ভবানন্ত-হেতুকং-দুঃখ মপনয়তি, স-স্বহেতুকং দুঃখ কথং নাপনয়েদিতি ভাবঃ।

(৯) প্রাণাধিকা-প্রেয়সীর এই প্রকার দুঃসহ-বিরহ-বেদনার কথা শুনিয়া আর কি প্রেমময় স্থির থাকিতে পারেন? অধীর হইয়া উঠিলেন। সম্মিলনের,—সঙ্কেত-স্থান নির্দ্দেশ করিয়া সখীদ্বয়কে কহিলেন, সত্বর শ্রীরাধাকে ঐ কুঞ্জে লইয়া আইস। সখীগণ একথা শুনিয়া যেন নিলকান্তমণি হাতে পাইলেন। আনন্দ-তরঙ্গে-আরোহণ করিয়া—সহচরি-বেষ্টিতা-রাধার নিকটে আসিলেন। সমাগতা-দূতীদ্বয়ের গতিভঙ্গী ও প্রফুল্ল মুখকান্তি দেখিয়াই, বালা-কুলমণি, বুঝিতে পারিলেন, সখীর প্রতিজ্ঞা-সার্থক ও চেষ্টা-সফল হইয়াছে। তখন, শারদ-বিকশিত-মালতী-কুসুমাবলীর ন্যায় তাঁহার, বিমর্ষ ও অবসন্ন-অঙ্গলতা,—প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ততো-

(১০) কামোদ।

আজু সাজলি ধনী অভিসার।
চকিত-চকিত, কত-বেরি বিলোকই, গুরুজন-ভবন-দুয়ার।
অতি-ভয় লাজে, সঘন তনু কাঁপই, ঝাঁপই নীল-নিচোল,
কত কত মনহি, মনোরথ উপজত, মনসিজ-সিন্ধু-হিলোল।
মন্থর-গমনী, পন্থ দরশাওলী, চতুর-সখী চলু সাথ,
পরিমলে হরিত-হরিত, করি বাসিত, ভামিনী অবনত-মাথ।
তরুণ-তমাল, সঙ্গ-সুখ-কারণ—জঙ্গম-কাঞ্চন-বেলী।
কেলী-বিপিন, নিপুণ-রস-অনুসরি—বল্লভ, লোচন মেলি।

পাবিষ্ঠা সখীভাবে গীতকর্ত্তা ইহা দেখিয়া কহিতেছেন যাক্—এতদিনে ধাঁধা ঘুচিল। এখন বুঝা গেল হরি—পূর্ণচন্দ্র এবং তুমি—তাঁহার চন্দ্রিকা।

(১০) শুভসংবাদের অমৃত-স্রোতে, সখীগণের আগ্রহ রূপ অনুকূল পবন, সংমিলিত হইয়া, সৌভাগ্যের তরণীকে প্রেম-সাগরে ভাসাইল। শ্যাম-সোহাগিনী, অভিসারে সজ্জিতা হইলেন। বারংবার, চকিত-নেত্রে গুরুজনের ভবন-দ্বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার—শরীর ভয় লজ্জার আতিশয্যে ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল,—তদুপরি নীলবসন আচ্ছাদন দিলেন। কন্দর্প-সাগরের-তরঙ্গবৎ—মনে নানাবিধ সাধ ও আহ্লাদ উপজাত হইতে লাগিল। সঙ্কেত-কুঞ্জের-পন্থ-প্রদর্শন-কারিণী সখী—মন্থর গমনে অগ্রে চলিলেন আর ভামিনী (রাধা) অঙ্গ-সৌগন্ধে—দিগ্‌বিদিগ্ আমোদিত করিয়া অবনত বদনে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। আহা! কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! যেন নবীন-তমালের-সঙ্গসুখ-লাভার্থ আজ কাঞ্চন-বল্লরী (কনক লতা) জঙ্গমতা অর্থাৎ গতি শক্তি লাভ করিয়া, আপন ভাবে ভোর হইয়া চলিতেছে!

(১১) মল্লার।

ও ধনি পদুমিনী, সহজই ছোটি,
করে ধরইতে কত, করুণা কোটি।
আলি-বিলাসিনী, আকুল কান!
মদন-কৌতুকী কিয়ে, হঠ নাহি মান।
নয়ন-নিঝরে-ঝরু, নহি নহি বোল,
হরি-ডরে হরিণী, হরি-হিয়ে ডোল।
("নয়নকো অঞ্চল, চঞ্চল-ভাণ,
জাগল মনসিজ, মুদিত-নয়ান।
বিদ্যাপতি কহ, ঐছন রঙ্গ,
রাধামাধব প'হি লহি সঙ্গ")।

প্রেম-সম্পদা বিনোদিনী, এই প্রকার রস-নৈপুণ্যের সহিত সখীর অনুসরণ ক ... লীবিপিনস্থ-বল্লভের, নয়ন-পথবর্ত্তিনী হইলেন। শ্লেষার্থ—পদকর্ত্তা নাগরের নয়নের সহিত কে... গমন করিলেন।

(১১) রস-তৃষ্ণাকুল-নাগর-শিরোমণি, প্রার্থনীয়-নিধি, নিকটে পাইয়া পরমাগ্রহে প্রিয়তমার হস্ত ধারণ করিলেন। তাহাতে, মুগ্ধা ধনী-পাত্রী, সাহজিক বাল-স্বভাব-প্রকটন-পূর্ব্বক—ক্ষান্ত হইবার নিমিত্ত মিনতি করিতে লাগিলেন। মদন-কৌতুকী-রসময়-নাগর—বালী-বিলাসিনীর—ব্যবহারে, আকুল হইয়া একটু হঠ-ব্যবহারে—প্রেমবতী-বালার,—কোমল-হৃদয়ে, প্রেম-বর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু নাগরী-রাজ্ঞী কিছুই মানেন না!

ভাবময়ীর নয়ন হইতে, মুগ্ধা-নায়িকার ভাবাবেশে, নির্ঝর-ধারার ন্যায় অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল, এবং কেবলই নহি—নহি—বলিতে লাগিলেন ও হরির হৃদয়ে—সিংহের-অঙ্কগতা হরিণীর কম্পনের ন্যায় ঘন ঘন দোলিতে লাগিলেন। এদিকে—তাঁহার চঞ্চল-নয়নাঞ্চল যেন বলিয়া দিতে লাগিল—হৃদয়ে—অনঙ্গ-কন্দর্প জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এখনও মুদ্রিত-নয়ন অর্থাৎ চোখ মেলে নাই! (গীতকর্ত্তার মন্তব্য) রাধামাধবের প্রথম সমাগম এইরূপ রঙ্গময়।

পদামৃত সমুদ্রে—আমাদের তৃতীয়-ছত্রে এ গীতটি আরম্ভ। কল্পতরুতে "একে ধনি" বলিয়া আরম্ভ। "নয়ন নিঝরে ঝরু" কথাটির পরিবর্ত্তে উভয় গ্রন্থের

(১২) ধানসি।

কি কহব রে সখি! কহন না জান,
পহিল সমাগম—রাধা-কান।
যবে দোহু-করে কর, সোপলু আপি,
সাধসে ধাধসে, দুহু-তনু কাঁপি।
যব দোহু নয়নে নয়নে ভেল ভেট,
সচকিত নয়নে, বয়ন করু হেট।
যব দোহু পাওল মদন-শয়ান,
না জানিয়ে কিয়ে করল পাঁচ বাণ।
গোবিন্দদাস কহে তুহু সে সেয়ানী,
হরি করে সোপলী হরিণী-নয়ানী।

পাঠান্তর—"হঠ পরিরম্ভণে"। শেষ-চারিছত্র পরবর্ত্তি পদের সহিত রসের সমন্বয় হয় না বলিয়া—বোধ হয় আমাদের আদর্শ-হস্ত-লিপিতে ছিল না। উহা ঐ গ্রন্থ দ্বয় হইতে গৃহিত।

(১২) প্রাণেশ্বর-প্রাণেশ্বরীর সম্মিলন করিয়া দিয়া দূতী, কেলী কুঞ্জের বাহিরে গেলে, কোনও সখী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিতেছেন—সখিরে। সে কথা রাধা-শ্যাম-সুন্দরের প্রথম সমাগম-রসের সে চমৎকার কাহিনী কি, বলিয়া বুঝান সম্ভব?

কিঞ্চিৎ শুন,—যখন উভয়ের করে—কর ন্যস্ত করিয়া দিলাম, অমনি কি ভাবিয়া ভয়ে ও আনন্দে উভয়ের ধাঁ ধাঁ লাগিয়া গেল—দুজনের অঙ্গই কাঁপিয়া উঠিল। তৎপরে যখন নয়নে নয়নে সম্মিলন হইল, অমনি বিনোদ-বদনী, বদন —অবনমিত করিলেন। এই প্রকারে—রস-লালসার পরিচয় প্রকটিত হইলে উভয়ে কেলী শয্যায় গিয়াছেন। কন্দর্প সেখানে কি রঙ্গ ঘটাইতেছে জানি না।

প্রশ্নকারিণী সখীর ভাবাবিষ্ট হইয়া পদকর্ত্তা বলিতেছেন সখি! তুই বড়ই বুদ্ধিমতী। হরির করে নবীনা হরিণাক্ষীকে অর্পণ করিয়া আনন্দ সাগরে তরঙ্গ তুলিয়া দিয়াছিস্।

(১৩) ভূপালী।

রতি-রসে চঞ্চল, নাগররাজ,
বাল-বিলাসিনী, অতি ভয় লাজ।
"না জানিয়ে আজু, কোন গতি হোয়"
এতহু বিচারি, নিচোলে রহু—গোয়*।
কত কত কাকুতি,—করতহি কান,
উত্তর না দেই,—শুনত দেই কান।
লহু লহু, কুচ পর,—যব ধরু হাত,
মনমথ তবহি, করল শরাঘাত।
ভুজবলে বিগত-বসন করু অঙ্গ,
উছলল কত শত, ছবিকে তরঙ্গ†।
হেরি হেরি—হরি, যব পাওল ধন্ধ,
তৈখনে মদন, বাঁধল রতি-ফন্দ।
কুঞ্চিত ভুজ করু, কঞ্চুক ঠাম‡,
দ্বার-মুদল কিয়ে, মনমথ-গাম?§
তব কিয়ে মদনদেব বর দেলা,
রতি-রণে ধনীকো, সাহস কছু ভেলা।
কহে হরি-বল্লভ পহিলহি-রঙ্গ,
লহু লহু সুরত, শিথিল-ভেল-অঙ্গ।

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ব বিভাগে মুগ্ধা-বর্ণনে চতুর্থ ক্ষণদা।

(১৩) * বসনে সর্ব্বাঙ্গ গোপন করিয়া রহিলেন। † নানা ভাবের বিকাশ, কেলাকলা ও অঙ্গ-সঞ্চালন-ভঙ্গী। ‡ কাঁচুলীর স্থানে—কুঞ্চিত হস্ত দ্বারা আবরণ। § মন্মথের আবাস গ্রামের।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ পঞ্চম ক্ষণদা,—কৃষ্ণা পঞ্চমী।

(১) সুহই দেশাগ—শ্রীগৌরচন্দ্রস্য।

কি হেরিনু ওগো মাই! বিদগধ-রাজ,
ভকত-কল্পতরু, নবদ্বীপ মাঝ?
পিরীতির-শাখা সব, অনুরাগ-পাতে,
কুসুম আরতি তাহে, জগত মোহিতে,
নিরমল প্রেমফল—ফলে সর্ব্বকাল!
এক ফলে নব-রস ঝরয়ে অপার!!
ভকত—চাতক, পিক, শুক, অলি, হংস
নিরবধি বিলসয়ে রস পরশংস।
স্থির চর সুর নর, যার ছায়া—পোষে,
বাসুদেব বঞ্চিত আপন কর্ম্ম দোষে।

(১) ওমা! এ কি দেখিনু? ব্রজের বিদগ্ধ-রাজই বোধ হয় ভক্ত কল্পতরু-রূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ! নহিলে অমন অপরূপ সংঘটন সমূহ, একত্রে প্রকটিত হইবে কেন? দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর, সর্ব্বপ্রকার প্রীতি দ্বারা এ তরুর শাখা সংঘটিত। অনুরাগ—ইহার পত্র। একান্ত আর্ত্তি ইহার ফুল, এবং নির্ম্মল অর্থাৎ অকৈতব প্রেমই—ইহার ফল!

জগতের সর্ব্বজাতীয় বৃক্ষই বিশেষ বিশেষ সময়ে, ফল-ধারণ করে কিন্তু এ অপরূপ-তরু—নিরন্তর ফলবান্। জগতে বিশেষ বিশেষ ফলে, অম্ল মধুরাদি কোনও—এক প্রকার রস, বিদ্যমান থাকে এবং কোনও ফলই নিরন্তর রস বর্ষণ করে না—কিন্তু এ অলৌকিক ফলের প্রত্যেকটি হইতে নিরন্তর নব রস নিঃসরিত হইতেছে। (শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, বীভৎস, রৌদ্র, বীর, ভয়, অদ্ভুত, শান্ত—এই নয়টি রসের নাম নবরস)।

'বিদগ্ধ রাজ' এবং 'ভকত-কল্পতরু' এই দুটি বিশেষণ দ্বারা শ্রীগৌর-ভগবানের রসিক-শেখরত্ব ও পরম করুণত্ব—প্রতিপাদিত হইয়াছে; এবং পরবর্ত্তী পয়ার চতুষ্টয়ে তাঁহার—নির্ব্বিচার করুণা-বিলাস প্রদর্শিত হইয়াছে এবং বর্ণন ভঙ্গীতে, ব্যক্ত হইয়াছে যে,—সকল রসের একত্র সমাবেশ সত্ত্বেও ভক্তগণের মনো যান

(২) কামোদ—শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য।

ভকতি-রতন- খনি, উঘাড়িয়া-প্রেমমণি, নিজ গুণ শোনায় মুড়িয়া।
উত্তম অধম নাই, যারে দেখে তার ঠাঁই,
দান করে জগত জুড়িয়া ॥
শুনিয়া নিতাইর গুণ, কেমন করয়ে মন,
তাহা কি কহিতে পারি ভাই।
লাখে লাখে হয় মুখ, তবে সে মনের সুখ,
নিতাইচাঁদের গুণ গাই ॥

যেমন অধিকারী—তদ্রূপে, অর্থাৎ হংস, চাতকাদির ন্যায় নিজ নিজ ভাব ও আস্বাদনাধিকারের অনুরূপে রস লাভ করিতেছেন। কিন্তু যিনি যাহা পাইতেছেন তাঁহারই প্রশংসায় সকলে মুক্ত-কণ্ঠ! এদিকে প্রীতি-রূপ শাখার শীতল ছায়ায় স্থির-চর-নর সকলেই সমান ভাবে শীতল হইতেছেন। কেবল আমি (পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ) আপন কর্ম্ম দোষে তাহাতেও বঞ্চিত!!

(২) স্বকীয় সুখ, সচ্ছন্দতা ও পুণ্য প্রতিষ্ঠাদির—বাসনা বিরহিত হইয়া,—কেবল কৃষ্ণ-নিষ্ঠ-নির্ম্মল ইন্দ্রিয় দ্বারা—ভগবৎ সেবার নাম ভক্তি। এই ভক্তি, প্রেম-রত্নের খনি-স্বরূপা। দয়াময় শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র, এই অক্ষয় রত্ন-খনি হইতে প্রেম-রূপ মণি, নিরন্তর উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক আপনার—গৌর প্রাণতা, সংকীর্ত্তন-মত্ততা, অপার কারুণ্যাদি-গুণরূপ স্বর্ণে, মণ্ডিতক্রমে ভূষণরূপে জীবের ধারণ-যোগ্য করিয়া—স্থানাস্থান, পাত্রাপাত্রাদি বিচার ব্যতীত যাহাকে দেখেন তাহাকেই দান করিতেছেন ইত্যাদি।

এমন দয়ার ঠাঁই, কোথাও শুনিয়ে নাই,
আছুক দেখার কাজ দূরে।
(যার) নামেই আনন্দময়, সকল ভুবন হয়,
তার লাগি কেবা নাহি ঝুরে!
পাষাণ-সমান-হিয়া, সেহো যায় মিলাইয়া,
যার গুণ গাইতে শুনিতে।
কহে ঘন-শ্যাম-দাস, যার নাহি বিশোয়াস,
সেই সে-পাষণ্ডী অবনিতে॥

এই গীতোক্ত "যারে দেখে তার ঠাঁই" কথাটি—সবিশেষ অনুভবনীয়। কেহ অভিমানের যবনিকার অন্তরালে,—গর্ব্ব পর্ব্বতে শিখরে,—অথবা শুষ্ক-তর্কের আবর্জ্জনার ভিতরে—অদৃশ্য হইয়া রহিলে এমন মহাসুযোগেও বঞ্চিত হইবেন, তাহাতে আর কথা কি? অদোষদর্শী পরম দয়াল নিতাইচাঁদের গুণাবলী একমুখে গাইয়া কি সাধ মিটে? হায়! শুধু যাঁহার নাম নিলেই, সকল ভুবনের নিরানন্দ দূর হয় ও আনন্দের তরঙ্গ বহে। তাঁহার নিমিত্ত না কাঁদে এমন কে আছে? যাঁহার গুণগান করিয়া বা শুনিয়াই—পাষাণ সদৃশ কঠিন-প্রাণ লোকেরও হৃদয় গলিয়া মিলাইয়া যায়, এমন মহিমাময়ের করুণায়, লীলায় এবং ভগবত্তায় অবিশ্বাস—তাঁহার প্রেম পাইবার ও গৌর-প্রেম-রসার্ণবে-ডুবিবার পরমান্তরায় হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? তাহাই মহানুভব পদকর্ত্তা বলিতেছেন—এইরূপ অবিশ্বাসীরাই—এই জগতে প্রকৃত পাষণ্ড।

(৩) বালা,—শ্রীরাধা, সখীমাহ।

এ সখি! কি পেখনু এক অপরূপ।
শুনইতে মানবি, স্বপন-স্বরূপ,
কমল-যুগল-, চান্দকি মাল!
তা-পর, উপজল তরুণ-তমাল!!
তা-পর, বেঢ়ল বিজুরীক-লতা!
কালিন্দী-তীর, ধীর চলু যাতা,
শাখা-শিখর, সুধাকর-পাঁতি।
তাহে নব-পল্লব অরুণক-ভাঁতি!!
বিমল-বিম্বফল-যুগল বি[illegible]
তা-পর, কীর, থির করু আশ।
তা-পর, চঞ্চল-খঞ্জন-জোর!
তা-পর, সাপিনী—ঝাপল-মোর!!
এ সখি রঙ্গিণি! কহলু-নিদান।
পুন হের ইতে হামো-হরল-গেয়ান,
ভনই বিদ্যাপতি ইহ রস-ভান।
সু-পুরুখ-মরম তুঁহু ভালে জান।

(৩) শ্রীরাধা,—অতিশয়োক্তি ও বিরোধাদি অলঙ্কার দ্বারা—সখীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণন ছলে আপন হৃদয়ের অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন। এ বর্ণনায়,—উভয় রাতুল-চরণ—কমল-যুগল। চান্দ কি মালা—লাবণ্যপ্রভা-প্রোজ্জ্বল-পদনখ-রাজী। তরুণ তমাল—শ্যামসুন্দরের নধরদেহ। বেঢ়ল অর্থাৎ তদ্বেষ্টিত বিজুরী লতা—সৌদামিনী-রুচি-পীতবসন। শাখার শিখরস্থ সুধাকরপাতি—শ্রীহস্তের সমুজ্জ্বল নখাবলী। (বৃক্ষশাখাগ্রে ফুল ফোটে,—শ্যাম-তমালের শাখাগ্রে চাঁদ ফুটিয়াছে!!) অরুণবর্ণ নব-পল্লব—রাতুল হস্তাঙ্গুলী সকল। বিম্বফল-যুগল—ওষ্ঠাধর। (তমালে বিম্বফল—আশ্চর্য্যের অবধি!) থিরকীর—শুক-চঞ্চু-নাসিকা। চঞ্চল-খঞ্জন-জোর—চপল নেত্রদ্বয়। সাপিনী-ঝাপল মোর—বেণীর উপরিস্থ ময়ূর-পুচ্ছের চূড়া। ("মোর—ময়ূর; সাপিনী—বেণী; কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের ব্যাখ্যা মোর—মস্তক!!) আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য এই যে, তমাল তরুটি স্থাবর নহে, গতিশীল—"কালিন্দী-তীর-ধীরচলু যাতা।" সখি! কি যে দেখিলাম বুঝিতে পারি নাই, কারণ—ভাল করিয়া পুনঃ নিরীক্ষণের আরম্ভেই আমার জ্ঞান লোপ হইয়া গিয়াছিল। আমার উদভ্রান্ত ভাবের কারণ কহিলাম, তুমি

(৪) বালা—সখী, তাং প্রত্যাহ।

কহ কহ এ সখি! মরম কি বাত
সো তোহে কি করল শ্যামর গাত?
মন-মথ-কোটি-মথন-তনু-রেহ,
কৈছে—উবরি তুঁহু আওলি গেহ?
কুলবতী কোটি হোয়ে যহি অন্ধ
পাওলি কছু কিয়ে সো-মুখ-গন্ধ?
যাকর মুরলী—শ্রবণে যহি লাগে,
খসতহি বসন—পাশপতি আগে,
অব, নিরধারসি—কোন বিচার
বল্লভ সো-রস-সাগর-পার।

(৫) শ্রীরাধাপ্রাহ।

একে কুলবতী, চিতের-আরতি—বিধি বিড়ম্বিত কাজে
শ্যাম-সু নাগর, পিরিতি কণ্টক, ফুটল হিয়ার মাঝে।

পরম-রঙ্গিণী সখী, বল দেখি একি দেখিলাম? গীতকর্ত্তা সখীরূপে উত্তর দিতেছেন, "বলিহারি! এত রস শাঠ্য তোমার পেটে আছে? বেশ বুঝা গেল, সুপুরুষের মর্ম্ম-জ্ঞানে সুপণ্ডিতা হয়েছ"।

(৪) সখী শ্রীরাধাকে কহিতেছেন,—তা যাউক, এখন আসল কথা বল। সে শ্যামল-গাত্র রমণী-মন-চোর, তোমার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিলেন? হায়! যাহার মোহন-তনুর প্রত্যেকটি রেখাই কোটি কন্দর্প-দর্পহারী, তাহাকে ছাড়িয়া তুমি কি করে গৃহে এলে? যে শ্রীমুখের শুধু সুগন্ধমাত্রেই কোটি কোটি কুলবতী অন্ধ হয়,—ঘরে প্রত্যাগমনের পথ দেখিতে পায় না, সেই বদন-পঙ্কজের পরিমল কি কিছু পেলে? যা হোক এমন সতী-কুল-লোভন-নায়কের নয়নে পড়িয়াছিস্, তোর ভাগ্য অতুলনীয়। এখন নিদ্ধারণ কর, রস সাগরের-পার-রূপী—সেই বল্লভকে কি করিয়া পাওয়া যায়। শ্লেষার্থ—পদকর্ত্তা-বল্লভ সখীভাবে বলিতেছেন, সেই রস-সাগরের-পারকে কিরূপে লাভ করা যায়।

(৫) শ্রীরাধা কহিতেছেন,—কুলবতীগণের প্রেম-পিপাসা বিধি বিড়ম্বিত কার্য্য, কিন্তু সখি! কুলবতী হইয়াও আমার—তাহাতে রতি! হায়! আমার

শুন শুন সই! মরম কহই, পড়িনু বিষম-ফান্দে,
অমূল্য-রতন, বেঢ়ি-ফণীগণ! দেখিয়া পরাণ-কান্দে।
গুরু গরবিত, বলে অবিরত, সে সব বিষম-বাধা,
একুল ওকুল, দুকুল চাহিতে, সংশয়ে পড়িল রাধা!
ছাড়িলে ছাড়ান, না যায় সেজন, পরাণ-অধিক-বড়,
জ্ঞান দাসে কহে, সে হেন সম্পদ, কাহার ডরে বা এড়?

(৬) শ্রীকৃষ্ণাপ্তা দূতী—শ্রীরাধামাহ।

চম্পক-দাম, হেরি—মুরছি রহ, * লোচন-ঝরু-অনুরাগ,
তুয়া-গুণ-মন্তর, † জপয়ে নিরন্তর, ভালে ধনি! তোহারি সোহাগ।

ভাগ্যদোষে এ হেন শ্যাম-সুনাগরের-প্রেমরূপ-কণ্টক আমার হৃদয়ে বিঁধিয়াছে। সখি! তোমাকে আমার মরমের ব্যথা বলিতেছি শোন :—আমি বিষম ফাঁদে পড়িয়াছি। ফণীগণ পরিবেষ্টিত-মহামণি সম্মুখে দেখিয়া—আজন্ম-দুঃখী-ধনলুব্ধ-জনের, প্রাণ যেমন করিয়া কাঁদে, আমার দশাটিও ঐরূপ। আমাকে অনুক্ষণ, মহা মাননীয় গুরুজনের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলিতে হয়, সে আমার বিষম প্রতিবন্ধক। আবার পিতৃকুল, শ্বশুরকুল—দুই অকলঙ্ক মহাগৌরবিত কুলের প্রতি যখন চাহি, তখন আর কি করিব স্থির করিতে পারি না, কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া যাই! এদিকে কিছুতেই—সে প্রাণাধিক-প্রিয়তমকে—হৃদয় হইতে অন্তর করা যায় না!! সখা—(পদকর্ত্তা) কহিতেছেন, এমন দুর্লভ সম্পদ-লাভ করিয়া কার ভয়ে পরিত্যাগ করিবে?

(৬) এই সময়ে কৃষ্ণের প্রেরিত দূতী, আসিয়া শ্রীরাধাকে কহিতে-

পদামৃত সমুদ্রের পাঠান্তর—* চিত অতি কম্পিত। † তুয়া রূপ অন্তর জাগয়ে। ভণিতাটি—পদামৃত সমুদ্র হইতে গৃহীত হইল।

'বৃষভানু-নন্দিনি!' জপয়ে রাতি-দিনি, ভরমে না বোলয়ে আন,
লাখ লাখ ধনী, কহই মধুর-বাণী, স্বপনে না পাতই কাণ।
পুরুষ-রতন-বর, ধরণী-লোটাওত, কো-কহু আরতি-ওর,
'রা' বলি, 'ধা' বলি, বলই না পারই, ধরাধর-বহে লোর।
গোবিন্দদাস তুয়া—চরণে নিবেদন, কানুকো ঐছন সম্বাদ,
নিশ্চয় জানহ, তছু-দুঃখ-খণ্ডক, কেবল তুয়া-পরসাদ।

ছন:—রাধে! সাধের—ব্রাজনন্দন, তোমার নিমিত্ত উন্মত্ত! তাহার দশা কিঞ্চিৎ বলিতেছি শোন:—"চম্পকের মালা দৃষ্টে, চম্পকবরণী তোমার রূপের স্মৃতি জাগিয়া—তাঁহার মূর্চ্ছা হইতেছে! হৃদয়ের প্রবর্দ্ধমান অনুরাগ, হৃদয়ে স্থান না পাইয়া—আরক্ত-নয়নদ্বারে ধারারূপে বহির্গত হইতেছে। সর্ব্বদা কেবল তোমার গুণ, মন্ত্রবৎ জপ করিতেছেন। ধনি! তোমার সোহাগের বলিহারি!! অনুরাগান্ধ নাগরের মুখে—দিবারাত্রি—কেবল 'হা! বৃষভানু-নন্দিনী!' এইমাত্র বোল! ভ্রমেও অন্য কথা নাই!! লক্ষ লক্ষ সুন্দরী তরুণী—কত আদর, কত প্রীতি, কত অনুরাগের সহিত কত প্রকার বাঙ্ময়-মধুধারা-বর্ষণ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে স্বপ্নেও তাঁহার কর্ণপাত নাই! পুরুষ রত্নবর—সন্তপ্ত হইয়া বারংবার ধরণী বিলুণ্ঠিত হইতেছেন,—পীড়ার পরিমাণ করে—কার সাধ্য? তোমার নামের আদ্যক্ষর 'রা' উচ্চারণ মাত্রে কণ্ঠরোধ হইয়া যায়! আর 'ধা' উচ্চারণের সামর্থ্য থাকে না!! ধারা বাহিয়া অশ্রুপাত হইতে থাকে!! পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস সখীর আবেশে কহিতেছেন, রাধে! কানুর কঠিন দশা,—তোমার চরণে সংক্ষেপে কহিলাম। কেবল তোমার প্রসন্নতা ভিন্ন তাহার দুঃখ খণ্ডনের আর উপায় মাত্রও নাই।

(৭) কেদার।

ধনি-ধনি! চলু অভিসার।
শুভ দিন আজু, রাজপথে, মন মথ, পাওবি কীরিতি বিথার।
গুরুজন-নয়ন, অন্ধ করি আওল, বান্ধব তিমির বিশেখ।
তুয়া উরু ফুরত, বাম কুচ লোচন, বহুমঙ্গল করি লেখ।
কুলবতী-ধরম-করম অব সব তুছ, গুরু-মন্দিরে চলু রাখি।
প্রিয়তম-সঙ্গে, রঙ্গ করু, চিরদিনে, ফলিত মনোরথ শাখী।
নীরদে বিজুরী, বিজুরী সঞে নীরদ, কিঙ্কিণী গরজন-জান,
হরিখ বরিখে-ফুল, সব সখী-শিখীকুল হরিবল্লভ গুণ গান।

(৭) এ গীতেও দূতীর কথা চলিতেছে। কহিতেছেন—ধনি! ধন্য তুমি, তোমার নারী-জন্ম সার্থক। এখন অভিসারে চল। তোমার মত নবীনা কুলাঙ্গনা রাজবালার অভিসারে, রাজপথে আজ মন্মথের কীর্ত্তি বিস্তার প্রাপ্ত হইবে। (কীরিতি-কীর্ত্তি)। আজ বড় শুভদিন; দেখ—গুরুজনে নয়ন আচ্ছাদন করিয়া গাঢ় অন্ধকার, বন্ধুর কাজ করিতেছে। দ্বিতীয় তোমার উরু, বাম-স্তন এবং বাম-লোচন, স্পন্দিত হইতেছে। এগুলি বহু মঙ্গলের চিহ্ন।

এখন কুলবতীর-ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি, গুরুজনের গৃহে গচ্ছিত রাখিয়া অভিসারে চল। বহু দিনের পরে বাসনার-বৃক্ষে ফল ধরিয়াছে, এখন প্রিয়তমের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া রঙ্গ কর। আর,—যেমন মেঘের ডাক শুনিয়া ও মেঘ বিদ্যুতের সম্মিলন দেখিয়া শিখীকুল আনন্দে ফুল্ল হয়, সেই রূপ মাধব-মেঘের সহিত রাই-বিজুরীর খেলা দেখিয়া ও কিঙ্কিণী গর্জ্জন শুনিয়া তোমার সখীরূপা শিখিনীকুল হর্ষের বশে ফুল্ল হইয়া তোমার, হরি-

(৮) বেলোয়ার।

ধনি, ধনী, রাধা—শশীবদনী।

লোচন অঞ্চল—চকিত, চলতমণি—কুণ্ডল, অলগনি ঝলকবান,

মন্দ সুগন্ধ—সুশীতল মারুত, ঘুংঘট-অঞ্চল নটত রসে।

নাশা-মোতিম, উড়ু যনু খেলত, বিম্বাধর পর-হসনি-লসে,

উর-মালহার-তরঙ্গিণী-সঙ্গত—কুচযুগ-কোক সদা হরিষে।

রাজ হংস সম, গমন মনোরম, বল্লভ-লোচন-সুখ বরিষে।

বল্লভ-গুণাবলী গান করুক। শ্লেষার্থ—হরিবল্লভ (পদকর্ত্তা) তোমার গুণ গান করুক।

(৮) নাগরী-গণ, অভিসারে চলিলেন। সঙ্গিনী-সখীর ভাবাবেশে পদ কর্ত্তা, পূজনীয় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় (বেশাশ্রয়ের নাম হরিবল্লভ দাস) এই গীতে যে গমন-মাধুরী, বর্ণন করিতেছেন যথা—আমাদের শশীবদনী রাধা, পরম-ধন্যা রমণী বটে, দেখ কি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে করিতে অভিসারে চলিয়াছেন। চকিত নেত্রাঞ্চল এবং চঞ্চল মণি-কুণ্ডল পৃথক পৃথক্ রূপে কি সুন্দর ঝলসিত হইতেছে!!

সৌরভিত-সুশীতল-সমীরণের মন্দ-হিল্লোলে, শিরাবরণ-বসনের অর্থাৎ ঘুমটার প্রান্তভাগ যেন রসে নাচিতেছে! নাশা-লম্বিত-সমুজ্জ্বল-শ্বেত মুক্তাটি, নক্ষত্রের ন্যায় খেলা করিতেছে, বিম্বাধরে হাস্য-শোভিত। আর তরুণী-মণির স্তন দুইটি—যেন বক্ষ-বিলম্বিত-হার-রূপ তরঙ্গিণীর সৈকতভূমে সম্মিলিত, দুইটি—সদাহর্ষিত কোক পক্ষীর (চক্রবাক-যুগলের) ন্যায় শোভা পাইতেছে। আর রাজ হংসীর ন্যায় ললনামণির গমন ভঙ্গী প্রিয়জনের নয়নে যেন সুখের বৃষ্টি-বর্ষণ করিতেছে।

(৯) বালা।

শুন শুন এ সখি! বচন বিশেষ,
আজু হাম দেওব তোহে উপদেশ।
পাহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম *
হেরি পিয়া মুখ—মোড়বি গীম †
পরশিতে—দুই করে ঠেলবি পানি,
মৌন করবি—পিয়, পুছইতে বাণী।
বহু বিধ চাটু করয়ে যদি নাহ
বিহসি বুঝাওবি, রস-নিরবাহ।
"বিদ্যাপতি কহ ইহ রস ঠাট,
কাম-গুরু হই শিখাওব পাঠ"।

(১০) পঠ মঞ্জরী।

সুরত-তিয়াসে ধরল পহু, পানি,
করে কর বারই, তরল নয়ানী।
হঠ-পরিরম্ভণে পরবশ গাত,
নহি নহি বোলি, ধুনাওই মাথ।

(৯) এ গীতে সখী শ্রীরাধাকে উপদেশ করিতেছেন—

* প্রথমেই শয্যার প্রান্তভাগে অর্থাৎ শেষ সীমায় বসিবে। মাঝখানে—নায়কের নিকটে বসিবে না।

† প্রিয়তমের বদন দর্শন ঘটিলেই—গ্রীবা-মোড়া দিবে। ঘাড় বাকাইবে।

‡ বাক্যের দ্বারা রসক্রীড়ায় সম্মতি দিবে না। রসময় হাসির দ্বারা দিবে।

আমাদের আদর্শ হস্ত-লিপির কোন খানিতেই ভণিতা নাই। আমরা পদামৃত সমুদ্রের ভণিতা সমীচীন বোধে গ্রহণ করিলাম। কালীবাবুর বিদ্যাপতিতে ভণিতা এইরূপ—"ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস গূঢ়, বুঝয়ে রসিকজন না বুঝয়ে মূঢ়।"

(১০) শ্রীরাধাকে লইয়া সখী, কেলী-কুঞ্জে উপস্থিত হইলে, সুরত তৃষাতুর নাগরেন্দ্র, মহাতৃষিত জনের অমৃত-বারি লাভের ন্যায়—পরমাগ্রহে, প্রিয়তমার হস্ত ধারণ করিলেন। নাগরী-রাজ্ঞী চঞ্চল নেত্রভঙ্গীতে যুগপৎ-কান্তের ও সখীর প্রতি চাহিয়া, আপন করে নাগরের করাপসারণ—করিতে লাগিলেন। এই অবসরে সখী, কেলী-কুঞ্জের বাহির্দ্দেশে আসিলেন, আসিয়া—লতা বাতায়নে নয়ন দিয়া দেখিতেছেন—রসিকশিরোমণির বলাৎকার আলিঙ্গনে, বিনোদিনীর দেহ পরবশ হইয়া পড়িল, তিনি রসভরে নহি! নহি! বলিতে এবং মাথা ধুনাইয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন—ইত্যাদি। এ গীতের সর্ব্বশেষ ছত্রের উপরে পদামৃত সমুদ্রে ও পদকল্পতরুতে আরও দুইটি পংক্তি অধিক দৃষ্ট হয়। যথা,—আন আন মনে—মনসিজ উনমাদ। তৈখনেরোধত হরি-পরসাদ।

অভিনব-মদন-তরঙ্গিণী রাই,
শ্যাম-মাতঙ্গ রঙ্গে অবগাই।
চুম্বনে সঙ্কোচই লোচন তার,
পিবইতে অধর রচই সীতকার।
নখর-পরশে ধনী চমকয়ে গোরী,
দশইতে তরসি উঠই, তনু মোরি।
কহইতে কহ গদ গদ পদ আধ,
গোবিন্দ দাস কহ রস-মরিয়াদ।

(১১) পঠ মঞ্জরী।

বালি বিলাসিনী, মনসিজ-নাট,
অব কছু কছু সমুঝয়ে রস-পাঠ।
শশীমুখী, রহি রহি লহু লহু বোলে *
প্রিয়তম শ্রবণে অমৃতরস ঘোলে;
যত যত করে ধনী, কাকুতি দম্ভ।
বিদগধ ততাহ গাঢ় পরিরম্ভ,
হরিণ-নয়নী—সঘনে শিতকার।
টুটত কুচ-কঞ্চুক, মণিহার,
নিভর বিম্ব-অধর-পর দংশে,
অনুভবি, মনমথরস-পরশংসে।
ঘন দামিনী মিলি কেলী-বিলাস।
সখীজন-নয়ন-শিখিনীর সংহাস!
কঙ্কণ কিঙ্কিণী নূপুর বাঝে,
এত দিনে মন মথ পাওল রাজে।
শ্রমজলে দোহু-তনু ভরু; নব-প্রেম,
মাজি ধোওলী যৈছে-নিলমণি, হেম।
কহে হরি বল্লভ আলী-সমাজ!
রাখল, লোচন-সম্পুট মাঝ॥

ইতি সংক্ষিপ্ত সম্পূর্ণ সান্ধ, মুগ্ধতা মধ্যয়োশ্চ সন্ধি, পঞ্চমী ক্ষণদা।

তিয়াসে—তৃষ্ণায়। দশইতে—অধরাদি দংশনে। তরাসি—ত্রাসযুক্ত হইয়া। গাত—গাত্র। অবগাই—অবগাহনকারী। তার—তারা। তনু-মোরী—অঙ্গ মোড়া দিয়া, রস মরিয়াদ—রসের মর্য্যাদা। "কহ গদ গদ পদ আধ"—অর্থাৎ আধ আধ বচনে সুধামুখী কিরূপ অমৃত বর্ষণ করিলেন? স্বতঃই এ প্রশ্ন উঠিতেছে। কবীন্দ্র বিদ্যাপতির একটি পদে উহা এইরূপে বর্ণিত আছে। যথা—

রতি বিশারদ—তুহু, রাখ মান,
বাঢ়লে যৌবন তোহে দিব দান।
এবে, সে অলপ-রসে না পূরব আশ,
থোরি সলিলে তুয়া না যাবে পিয়াস।
অলপে-অলপে যদি চাহ, নিতি নিতি,
প্রতিপদ-চান্দ-কলাসম রীতি।
থোরি পয়োধরে না পূরব পানি,
না দিহ নখরেখ হরি! রস জানি।
ভনয়ে বিদ্যাপতি কৈছন রীত!
কাচা দাড়িম্ব প্রতি ঐ ছন প্রীত?

(১১) * রাহয়া রহিয়া, লঘু লঘু বচনে, শশীমুখী কিরূপ রসামৃতে প্রিয়তমের

শ্রবণে অমৃতের আবর্ত্ত সৃজন করিতেছেন। রসিক চূড়ামণি বিদ্যাপতির মুখে শুনুন—

"চানুর মরদন তুহু বনমালী
শিরীষ কুসুম তাম কমলিনী নারী,
দূতী বড় দারুণ সাধল বাদ
করী-করে সোপল মালতী মাদ,
নয়নক অঞ্জন নিরঞ্জন ভেল
মৃগমদ চন্দন ঘামে ভিগি গেল!
বিদগধ মাধব! তোহে পরণাম
অবলারে বলি দিয়া না পূজহ কাম।
এ হরি! এ হরি! কর অবধান
আন দিবস লাগি রাখহ পরাণ।
রসবতী নাগরী—রস মরিযাদ
বিদ্যাপতি কহ, পূরব সাধ।

("বনমালি! শুনিয়াছি তোমার জন্ম-পত্রিকায় আছে, কংসের সর্ব্ব প্রধান মল্ল—চাণুরকে মর্দ্দন করিয়া, তোমার নাম হইবে চাণুর-মর্দ্দন।" ইত্যাদি রূপে এ পদের ব্যাখ্যা হইবে।)

। সকল কলাগুরু রসিকেন্দ্রের, বিলাস-কলার ফলে অতীব আনন্দানুভব হওয়ায়, ধনী-মণি আপন মনে কন্দর্পরসের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

যেমন মেঘ-বিদ্যুতের সম্মিলন দেখিলে, ময়ূরীগণ আনন্দে মাতিয়া উঠে, তেমনি আজ শ্যাম-নব-ঘন এবং রাই-দামিনীর সম্মিলন অর্থাৎ কেলী-বিলাস দেখিয়া, সখীগণের নয়ন রূপ ময়ূরীবৃন্দ প্রমোদ-প্রমত্ত হইয়া হাসিতেছে। আর এত দিনের পরে রাধা-দেহ-রূপ নবীন-রাজ্যে, কন্দর্পের শাসন প্রতিষ্ঠা হইল দেখিয়া—বুঝি, তদীয় বিজয়-বাদ্য-কর—কঙ্কণ-কিঙ্কিণী ও নূপুর, মনের সাধে বাদ্য করিতেছে!

উভয়ের তনুই শ্রম-জলে স্নাত হওয়ায় বোধ হইতেছে, যেন নবীন প্রেম এক খানি নিলমণি ও এক খানি হেম-মণিকে ধুইয়া মাজিয়া নির্ম্মল ও উজ্জ্বল করিয়া লইল। গীতকর্ত্তা কহিতেছেন, সখীবৃন্দ, আপন আপন নয়ন-সম্পুটে, এ রত্নদ্বয় রক্ষা কর।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ ষষ্ঠ ক্ষণদা,—কৃষ্ণা ষষ্ঠী।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য—পঠ মঞ্জরী রাগ।

গোবিন্দের অঙ্গে পহুঁ নিজ অঙ্গ দিয়া,
গান বৃন্দাবন গুণ আনন্দিত হৈয়া।
অনন্ত অনঙ্গ যিনি দেহের বলনি,
মুখ-চাঁদ কি কহিব ? কহিতে না জানি।

নাচেন গৌরাঙ্গ চাঁদ গদাধর-রসে,
গদাধর নাচে পহুঁ গৌরাঙ্গ বিলাসে।
ত্রিভুবন দরবিত দম্পতি রসে,
মুরারী বঞ্চিত ভেল নিজ মায়া দোষে।

(১) আলোচনার প্রারম্ভেই প্রশ্ন উঠিতেছে, এ গীতোক্ত গোবিন্দ কোন্ গোবিন্দ ? শ্রীচরিতামৃতের একটি পয়ারে পাওয়া যায় "গোবিন্দ, মাধব আর বাসুদেব ঘোষ, তিন ভাইর কীর্ত্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ" এই ভাগ্যবান্ গোবিন্দ ঘোষের মুখে—বৃন্দাবন-রস-বর্ণন-গীতি, শুনিতে শুনিতে প্রভু গৌর-সুন্দর—বোধ হয়—আজ গোবিন্দ ঘোষের অঙ্গে শ্রীঅঙ্গ হেলাইয়া আনন্দ-ভরে স্বয়ং বৃন্দাবন গুণ গান করিতেছেন। আর ভুবনোন্মাদক কণ্ঠ-স্বরের মাধুরী ও অনন্ত-অনঙ্গ-পরাভবী জগমোহন অঙ্গ-মাধুরী সম্মিলিত হইয়া জীবের আধি, ব্যাধি—শোক তাপ দূর করিতেছে। আহা! ঐ মুখচন্দ্রের অলৌকিক শোভা কি করিয়া প্রকাশ করিব ? ইহা বর্ণনের ভাষা নাই—

(২) শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য,—গান্ধার।

এমন নিতাই কোথাও দেখি নাই।
অবধূত-বেশ ধরি, জীবে দিল নাম হরি, হাসে কান্দে নাচে আরে ভাই ॥

উপমা নাই। অনন্ত চন্দ্র-বিজয়ী বলিলে—এ বদনের বিন্দুমাত্র শোভাও ব্যক্ত হয় না।

দেখ দেখ! শ্রীরাধার ভাবময়-বিগ্রহ গদাধর পণ্ডিতের, বদনাবলোকন করিয়া, প্রভু আমার—বৃন্দাবনের মধুর-লীলাবেশে নাচিতেছেন! শ্রীগদাধর গোসাঞিও, শ্রীগৌরচন্দ্রের—মধুর ব্রজ লীলাবেশে আবেশিত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। আর কান্ত-কান্তার ন্যায়—যুগল-রস-বিলাসের এই অপূর্ব্বাভিনয়ে, সাক্ষাৎ রাস-রসানুভব করিয়া, ত্রিভুবন—অর্থাৎ পশু পক্ষাদি হইতে যোগেশ্বরাদি পর্য্যন্ত—দ্রব হইতেছেন। হায়! কেবল আমি (পদ কর্ত্তা মুরারী গুপ্ত) নিজ দোষে মায়ায় ভুলিয়া—বঞ্চিত রহিলাম!!

আমাদের, দ্বিতীয়-আদর্শ-হস্ত-লিপিতে ভণিতার পাঠ এইরূপ,—ত্রিভুবন দরবিত এ দোঁহার রসে, না জানি মুরারী গুপ্ত বঞ্চিত কোন দোষে।" গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে ভণিতার পাঠ সম্পূর্ণ ভিন্ন। যথা,—"ভক্ত প্রেমে ভক্ত মত্ত, মুখে হরি-নাম। আনন্দে সঙ্গেতে নাচে দাস ঘনশ্যাম ॥"

(২) জগতে অনেক মহাপুরুষ দেখিয়াছি। অনেক অদ্ভুত-কর্ম্মা অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন—মহাত্মা দেখিয়াছি। কাব্য-নাটকাদিতে, কল্পনায় উচ্চ আদর্শের—নর, অমর, কিন্নর দেখিয়াছি। বেদে, পুরাণে, তন্ত্রে, ইতিহাসে দেব, দানব ও ঈশ্বরাবতার সকলের—অলৌকিক-কর্ম্ম এবং অদ্ভুত-চরিত্রের বর্ণনা ঢের দেখি-য়াছি, কিন্তু আমার নিতাইয়ের ন্যায় এমন দয়ার ঠাকুর, জীবের এমন বন্ধু, এমন অদোষদর্শী, এমন নির্ব্বিচার-প্রেমদাতা কখনও কোথাও দেখি নাই!

বড়ি মাই! কি দেখিনু যমুনার ধারে।
কালিয়া বরণ এক, মানুষ আকার গো! বিকাইনু তার আঁখি ঠারে॥ ধ্রু॥
শ্যাম চিকনিয়া-দে, রসে নিরমিল কে? প্রতি অঙ্গে ঝলকে দাপানি,
ভুবন-বিচিত্র ঠাম, দেখিয়া কাঁপয়ে কাম, কান্দে কত কুলের রমণী।
না জানি না শুনি তায়, সেবা কোন্ দেবতায়, তেঞি সে তাহার হেন রীত।
জ্ঞান দাসেতে কয়, না করিলে পরিচয়! কি জানিবে তাহার চরিত?

অপরূপ কখনও দেখি নাই! হায়! আজ কি অশুভক্ষণেই জলের জন্য গিয়াছিলাম। কি বিড়ম্বনা! কুলবতী কোথাও যাইবার অগ্রেই তাহার গুরু-গৌরব ধ্বংসের ও কুলনাশের নিমিত্ত—কলঙ্ক সেখানে যাইয়া উপস্থিত হয়।

বড়িমা গো! আজ যে কি দেখিয়াছি নিজেই বুঝিতে পারি না, বলিয়া কি জানাইব? দেখিলাম, কালিয়া শ্যামবর্ণ—ঠিক মানুষের মত—একজন! তাঁহার নয়নেঙ্গিতে আমি একেবারে বিক্রীত হইয়া গিয়াছি। তাঁহার, শ্যাম চিকনিয়া-দেহখানি যেন রসে-গঠিত এবং প্রতি অঙ্গে লাবণ্য ঝলসিত হইতেছে!!

সে ভুবন-মোহন ভঙ্গী দেখিলে বুঝি কামেরও কম্প হয়, অতএব কুলরমণী কুল কাঁদিয়া আকুল হইবে সে আর বিচিত্র কি? সে-যে-কে তাহা জানিতে পারি নাই, তবে নিশ্চয়ই কোনও দেবতা—তাহাতে আর সংশয় নাই। এমন অলৌকিক ভাব ও রূপ মানুষে কখনও সম্ভব নহে।

বড়াই বুড়ীর হইয়া—পদকর্ত্তা-জ্ঞানদাস বলিতেছেন। বুঝিতে পারিস্ নাই? কি করিয়া পারিবি? তাহার সহিত পরিচয় করা কর্ত্তব্য ছিল! পরিচয় কারলি না—কি করিয়া তাঁহাকে জানিবি?

পদকল্পতরুতে "কি পেখলু যমুনার ধারে" ইতি পদে এ গীতারম্ভ। শেষ চার পাকের পাঠ সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং "যদু কহে" ভণিতা-যুক্ত।

(৪) শ্যামা, রাধামোহ—মল্লার।

রূপ দেখ গিয়া, বঁধুরে আপনা দিয়া।
যৌবনে জীবনে কিবা কাজ? না ধর আমার বোল,
পাছে পাবে লাজ।
পিঠেতে পাটের থোপা, তাহে সোনার ঝাঁপা,
কুণ্ডলে—বকুল মালা, গন্ধ রাজ চাঁপা।
নটবর বেশ কানুর, হাতে মোহন বেণু,
পীতধড়া—পরিধান, ভুরু—কাম ধনু।
আঁখির অঞ্চল, নাচায় চঞ্চল, তাহে বরিখে বাণ,
হিয়ার ভিতর, করয় বেকা, যেখানে পরাণ।

---

(৪) শ্রীরাধার ব্যাকুলতা দেখিয়া পরম-সুহৃদ শ্যামলা সখী বলিতেছেন,—আমি সব বুঝিয়াছি। আমার সহিত এই বঁধুর কাছে আইস, তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ কর, করিয়া রূপ দর্শনের বাসনা মিটাও।

এইরূপ বাঞ্ছনীয় বঁধু-লাভই জীবন যৌবনের সার্থকতা, নচেৎ—ছার, জীবন যৌবনের—ভার বহিয়া লাভ কি? আমার কথামত চল। যদি না চল নিশ্চয় শেষে লাজ পাইবে। লজ্জার কারণ বলিতেছি শোন—ঐ যে সোনার ঝাঁপা দেওয়া পাটের থোপা—পৃষ্ঠে বিলম্বিত, কেশে—বকুল ফুলের মালা ও গন্ধরাজ ও চম্পক-কুসুমাবলী,—এ সকল চিহ্ন আর কাহারও নয়, ইহা কানুর নটবর বেশ। তাহার পরিধানে যে পীতধড়া এবং করে মুরলী দেখিয়াছ তাহাতে জগৎ মুগ্ধ হয়, আর তাহার যে ভ্রূযুগল, উহা সাক্ষাৎ কন্দর্পের শরাসন। চঞ্চল নয়নাঞ্চল নাচাইয়া ঐ ধনুর দ্বারা অলক্ষ্যে এক প্রকার বাণ বর্ষণ করেন—উহা একেবারে বুকের ভিতরে যাইয়া প্রাণে বিদ্ধ হয় অথচ বাহিরে কোনও চিহ্ন দেখা যায় না! তাহার কর্ণে যে মকরাকৃতি কুণ্ডল দেখিয়াছ, তাহারও অদ্ভুত শক্তি সম্পন্ন; যে সুন্দরী কানুকে আত্ম-সমর্পণ করে নাই, তাহাকে দেখিবা মাত্র ঐ কুণ্ডল সজীব-মকর হইয়া

যেধনী তাহার নয়—সে তারে দেখিলে,
শ্রবণে মকর কুণ্ডল—মন ধরি গিলে!
বংশীবদনে কহে—এই কথা দড়,
বিলম্ব না কর, বেশ বানাইয়া নড়।

(৫) কামোদ।

নীলিম মৃগমদে—তনু অনুরঞ্জচ, নীলিম হার উজোর,
নীল বলয়াগণ, ভুজ যুগ মণ্ডিত, পহিরলি নীল-নিচোল।
সুন্দরী, হরি অভিসার কি লাগি।
নব অনুরাগে গোরীভেলি শামরী! কুহু-যামিনী-ভয়-ভাগ* ॥ ধ্রু ॥

সেই রমণীর মন মীনকে গ্রাস করে। অতএব আমার কথানুসারে না চলিলে তোমাকেও ঐরূপ বিড়ম্বনা-গ্রস্ত এবং অনায়ত্ত হইতে হইবে। উপস্থিত অপরা সখীর ভাবাক্রান্ত, গীতকর্ত্তা কহিতেছেন, ঠিক্ কথা। অতএব—এখনি বেশ রচনা করিয়া অভিসারে অগ্রসর হও।

(৫) সখীর আনন্দ-নিদেশে-উৎফুল্লিতা—শ্রীরাধা, অন্ধকারে অভিসারার্থে সর্ব্বাঙ্গে নীলিম-মৃগমদ-চর্চ্চা বিলেপন এবং সুনীল-বস্ত্র, নীলমণির হার ও বলয় পরিধান পূর্ব্বক, গোরী—শামরী (কৃষ্ণবর্ণা) হইয়া গেলেন! কুহু যামিনীর ভয় অর্থাৎ তামসী-নিশিতে অঙ্গ-প্রভা বিকাশের ভয় দূর হইল (ভাগি—পলাইল) ঘনান্ধকারে গুপ্ত হইয়া নবানুরাগে—অভিসারে চলিলেন। নীল-চূর্ণ-কুন্তলগুলি ললাটে হিল্লোলিত হইতে লাগিল। (অলীক-ললাট) নীল-সরোবরের সলিলে যেমন, নীল-নলিনীকে লক্ষ্য করা যায় না। তরুণী-

* পদামৃত সমুদ্রের পাঠ—ভয় লাগি।

নীল-অলকাকুল, অলিকে হিলোলত, নীল-তিমিরে চলু গোই,
নীল-নলীন যৈছে, শামরু সায়রো লখই না পারই কোই।
নীল ভ্রমরগণ, পরিমলে ধাবই, চৌদিকে করত ঝঙ্কার,
গোবিন্দ দাস, অতএ অনুমানই, রাই চললি অভিসার।

(৬) কেদার।

রতি-সুখ-শয়ন, সাজি সহচরী মেলি, রাই রচলি নব-কুঞ্জে
খনে খনে ভাবিনী, মনহি বিচারত, বিবিধ মনোরথ-পুঞ্জে।
রস-ময় নাগর-কান।
সঙ্কেত জানি, দূতী-বচনামৃতে, সংভ্রমে কয়ল পয়ান।

মণি, সেইরূপ অলক্ষিত হইয়া চলিলেন। কেবল তাঁহার অঙ্গ-পরিমল-লোভিত চতুর্দিগবর্ত্তী-ভ্রমরগণের ধাবন ও ঝঙ্কারদ্বারা গীত-কর্ত্তা গোবিন্দদাস, সখী ভাবাবেশে বুঝিলেন, রাই অভিসারে চলিয়াছেন এবং তদনুসারে অনুগামী হইলেন।

(৬) নবানুরাগিণী রাধা, নবীন কুঞ্জে অভিসারিণী হইয়া, সখীর সাহায্যে রতি সুখ শয্যা রচনা করিয়া নানাবিধ সাধের চিন্তা করিতেছেন। যথা,—"আজ তিনি আসিবামাত্র হাসিয়া সম্ভাষণ করিব" "না, পারিব না! সখীরা কি মনে করিবে?" "তাঁহার বিলম্বের নিমিত্ত একটু বামতা দেখাইতে হইবে" ইত্যাদি নানা মনোরথ—তাঁহার মনে উদয় হইতেছে।

এদিকে রসময়নাগর, দূতীর অমৃতময়-বচনে—সঙ্কেত অবগত হইয়া আনন্দ-বেগে সঙ্কেত-কুঞ্জাভিমুখে চলিলেন। দেখ কি আশ্চর্য্য! রসময়ের নয়ন-চকোর,

। পদামৃত সমুদ্রের পাঠ—নীলিম-কাসরে নলিনী হিলোলত।

রসময়-আনন-শশধরসুন্দর, নয়ন-চকোরক বাস
অপরূপ ! সোই—চপল ভেল, কামিনী-মুখ-পঙ্কজ-মধু আশ।
মন-মথ মথই, মনোরথ-মন্দরে হরি-মন-জলধি-বিথার
কহে হরি বল্লভ, অবজানি উপজয়, কেলী-অমৃত-রস-সার।

(৭) পথি, দূতী কৃষ্ণমুপদিদেশ—কামোদ।

বুঝিব দগুল-পণ আজ।
রাইমণি রতনে, আনিলু বড়ি যতনে, বাঁচি সব রমণী সমাজ।
শিরীষ-কুসুম-তনী, অতি সুকুমারী ধনী, আলিঙ্গবি দঢ় অনুরাগে
নিভরে করবি কেলী, কেহ নাহি বুঝে মেলি,—
ভ্রমরাভরে মঞ্জরী না ভাঙ্গে।

তদীয় সুন্দর বদনরূপ চন্দ্রের মধ্যে বাস করিয়াও আজ সুধাকরের সুধা পরিহার পূর্ব্বক কামিনীর—মুখকমলের মধু পানার্থ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে! এদিকে কৌতুকী মন্মথ, মনোরথরূপ—মন্দর-পর্ব্বতের দ্বারা, হরির হৃদয়-সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন। তদগত-প্রাণা সখীর ভাবাক্রান্ত—পদকর্ত্তা তদ্দর্শনে আনন্দিত হইয়া কহিতেছেন। এখনি কেলী অমৃত উপজাত হইবে, আর কি ?

(৭) প্রাকৃত ভাষার 'ছইল্ল' শব্দ হইতে 'ছগুল' শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার অর্থ বিদগ্ধ। ছগুলপন—বিদগ্ধতা। পথে যাইতে যাইতে, সখী কৃষ্ণকে উপদেশামৃত—পরিবেশন করিতেছেন যথা,—"আজ তোমার কেলী-নৈপুণ্যের পরীক্ষা: দেখ রমণীরত্ন রাই মণিকে বহু যত্নের ফলে রমণী সমাজকে বঞ্চনা করিয়া এখানে আনিয়াছি (বাঁচি বঞ্চনা করিয়া)। বটে—তাহার

পীরিতি কি বোলি, নিকটে বৈঠাওবি, নখহানি আনবি কোর
আহা উহু করবে ধনী, কপটে ভুলবি যনি! যদি কহে কাতর বোল।

(৮) বরাড়ি।

আওল মাধব, পাওল-ধাম,
সম্ভ্রমে জাগল, মনসিজ-গাম।
ধনী, মুখ ঢাকি রহল এক পাশ,
বাধব-ডরে শশী—রহল তরাস?
চলু সব সখীজন—ইঙ্গিত জানি,
আরত-নাহ, ধওল ধনী-পাণি।
* রুঠে বলয়া কিয়ে ঝন ঝন বাজে?
বালা কছুই না কহু, ভয়-লাজে।

---

৬৭ শিরীষ-কুসুমের ন্যায় সুকোমল এবং সে অতি সুকুমারী, কিন্তু তাই বলিয়া কখনও তুমি দৃঢ় আলিঙ্গনে কুণ্ঠিত হইও না, নির্ভয়ে কেলী করিও।

কেহ কেহ প্রেম-কেলীর মর্ম্ম বুঝে না। না বুঝিয়া বৃথা ভয় করে। তুমি নিশ্চয় জানিও কুসুম-মঞ্জরী কদাচ ভ্রমরের ভরে ভগ্ন হয় না। প্রথমে তাহাকে নিকটে বসাইও এবং প্রেমোদ্দীপক-সরসালাপ করিও, তাহাতে তাহার বাসনা বলবতী হইবে। তখন স্তনে নখাঘাত পূর্ব্বক কোলে বসাইও, সে—অবশ্যই আহা! উহু! ইত্যাদি ব্যথিতবৎ বাণী উদ্গিরণ করিবে, এ সকল কপট-ব্যবহারে যেন ভুলে যেও না। কাতরবচনে পরিহার প্রার্থনা করিলেও ভুলিও না। গীতটি সকল গ্রন্থেই ভণিতাহীন।

(৮) * হঠকারিতার সহিত নাগর কর্ত্তৃক বাম-মনোহরা-বিনোদিনীর হস্ত ধারণ রূপ ধৃষ্টতাদৃষ্টে, রাগান্বিত হইয়া যেন বলয়গুলি তিরস্কারচ্ছলে ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। কিন্তু লাজভয় বৰ্দ্ধিত হওয়ায় সুন্দরী কিছুই বলিতে পারিলেন না।

| কত কত সখীজন করত উপায়,
ধনী, মুখ-চন্দ্র কবহু না দেখায়।
রতি-রণ-পণ্ডিত-নাগর-রঙ্গী,
চাপি ধরল, ধনী-বেণী-ভুজঙ্গী।
ডাহিন হাত-চিবুক-গহি রাখে,
সম্ভ্রমে-বদন-ইন্দু-রস-চাখে।
নয়ন-চকোর, অমৃত-রস পিয়ে ‡
অপরূপ! দোহুক জীউ তব জীয়ে।
ভুজ-ধরি আনল, কুসুম-শয়ান,
জনম সফল মানল, পাঁচ-বাণ §
সঘনে আলিঙ্গন, নিভর কেলী,
বল্লভ-বৈদগধি সফলিত ভেলি।

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ, পূর্ব্ব বিভাগে, মুগ্ধা বর্ণনে ষষ্ঠ ক্ষণদা।

| পঞ্চম পংক্তিতে বলা হইয়াছে—ইঙ্গিত বুঝিয়া সখীগণ চলিয়া গেলেন। সেখানে সখীগণ অর্থ—শ্রীললিতাদি। ইহাদের সম্মুখে শ্রীরাধার রহস্য-লীলায় সঙ্কোচ হয়। তবে "কত কত উপায়" কাহারা করিলেন? উত্তর—শ্রীরূপ-মঞ্জরী প্রভৃতি অবগুণ্ঠন উন্মোচনার্থ নানা প্রকার চেষ্টা করিলেন। ইহাদের নিকটে রহস্য-লীলায় সঙ্কোচ নাই। (শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত দ্রষ্টব্য)। গহি—গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ ধরিয়া।

‡ একের অর্থাৎ—নয়নের অমৃত পান এবং তৎফলে অপরের অর্থাৎ দুজনের জীউর জীবন লাভ—প্রেম-রাজ্যে অপূর্ব্ব বিধান!! ইহার নাম—অসঙ্গতি অলঙ্কার।

§ আজ, সাধপূর্ণ করিয়া প্রেমময়-প্রেমময়ীর কেলী-সেবা সম্পাদন করিতে পারিয়া কন্দর্প আপন জীবন সার্থক মনে করিলেন।

(৭ম) গীতের প্রারম্ভে যে, সখী বলিয়াছিলেন, নাগর! আজ তোমার কেলী-নৈপুণ্যের পরীক্ষা"। এ গীতের রচিতা সেই সখীর ভাবাবেশে উপসংহারে নাগরের বলিহারি দিলেন—"তোমার বৈদগ্ধি, সফলিত বটে।"

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ সপ্তম ক্ষণদা,—কৃষ্ণা সপ্তমী।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য,—সুহই।

সহজই কাঞ্চন গোরা,
মদন-মনোহর বয়স কিশোরা।
তাহে ধরু নটবর-বেশ,
প্রতি অঙ্গে তরঙ্গিত রসের আবেশ।
নাচত নবদ্বীপ-চন্দ,
জগজন নিমগন প্রেম-আনন্দ।
বিপুল পুলক অবলম্বে,
বিকশিত ভেল কিয়ে ভাব-কদম্বে?
নয়নে গলয়ে ঘন-লোর,
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কন্দে, ভাবে বিভোর*
রস-ভরে গদগদ-বোল,
চরণ-পরশে খিতি† আনন্দ-হিলোল।
পূরল জগজন-আশ,
‡ কেবল বঞ্চিত গোবিন্দ দাস।

(১) আমার গৌর হরির স্বাভাবিক বর্ণই কাঞ্চনের ন্যায় স্নিগ্ধ-সমুজ্জল গৌর। শ্রীঅঙ্গের সংস্থান-সৌন্দর্য্য, মন্মথেরও মনোহারী; তদুপরি কিশোর বয়সোচিত সৌকুমার্য্য ও ভাব-মাধুর্য্য-মণ্ডিত। তদুপরি—আজ নটবর বেশ ধারণ করিয়াছেন। তাহার উপর আবার ব্রজ-রসাবেশে প্রতি অঙ্গ তরঙ্গিত হইতেছে! দেখ আজ এহেন জগমোহন-সৌন্দর্য্য—সৌকুমার্য্য ও ভাব মাধুর্য্য-মণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র, প্রেমাবেশে নাচিতেছেন! অতএব শিশু-বৃদ্ধ উত্তম অধম, নর নারী, নির্ব্বিশেষে সমস্ত জগৎবাসী আজ আনন্দ রসে নিমগ্ন।

গৌরসুধাকরের কমনীয় কলেবরে পুলকের বাহুল্য দর্শনে বোধ হইতেছে যেন পুলকের ছলে ভাব-কদম্ব-বিকসিত হইয়াছে। নয়ন হইতে অবিরত প্রেমাশ্রু-বর্ষণ হইতেছে! বিভোর হইয়া কখন রোদন কখনও হাস্য করিতে-

* পাঠান্তর—ভকতহি কোর। † ক্ষিতি। ‡ বঞ্চিত একল।

(২) শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য,—বেলোয়ার।

জয় জগতারণ, কারণ ধাম। আনন্দ-কন্দ নিত্যানন্দ নাম ॥ ধ্রু ॥
ডগমগ-লোচন-কমল ঢুলাওত, সহজে অথির গতি—জিনি মাতোয়ার,
ভায়া অভিরাম! বলি, ঘন ঘন ফুকরই, গৌর-প্রেমভরে চলই না পার।

ছেন! বাক্য—রস-গদ্গদ হইয়া উঠিয়াছে এবং নৃত্য-চঞ্চল শ্রীচরণের স্পর্শে পৃথিবী যেন আনন্দে টলমল করিতেছে!!

দৈন্যই সাধকের সর্ব্বস্ব। গীতকর্ত্তা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ভক্তোচিত দৈন্যোৎকণ্ঠায় বলিতেছেন—হায়! পরমকরুণ অবতারে সমস্ত জগজ্জনের আশা পূর্ণ হইল, কেবলমাত্র আমি কর্ম্মদোষে বঞ্চিত রহিলাম!

(২) ঐ—যিনি ডগমগ-লোচন-কমল ঢুলাইতেছেন, আর স্বতঃই মাতোয়ারের মত অস্থির-গতি এবং যিনি ঘন ঘন "ভাইয়া অভিরাম!" বলিয়া ডাকিতেছেন—গৌর-প্রেম-ভরে চলিতে পারিতেছেন না! অবিরত-পদস্খলন হইতেছে। জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাব, ক্রিয়া ও অধিকারাদির, বিচার বিরহিত—জগদুদ্ধার কর্ত্তা, কারণাব্ধিশায়ী এবং আনন্দের কন্দ-স্বরূপ—এই শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের জয় হউক।

আহা! কি মধুর গদ গদ বচন, যেন অমৃতস্রাব! এদিকে লঘু লঘু-মধুর হাস্যে গণ্ডদ্বয় বিকশিত হইয়া রহিয়াছে, এবং পাষণ্ডগণের পাষণ্ড-বিধ্বংসী, স্বর্ণ খচিত একটি অবলম্বন-লৌহদণ্ড শ্রীভুজে শোভা পাইতেছে।

কলিযুগ রূপ কাল-ভুজঙ্গমের দংশজনিত-বিষদাহে, সমস্ত স্থাবর জঙ্গম মলিন দেখিয়া, আমার দয়াল প্রভু জগৎ জুড়িয়া—প্রেম-সুধারস-বর্ষণ করিতেছেন।

মদ গদ মধুর—মধুর বচনামৃত, লহু-লহু-হাস-বিকাশিত-গণ্ড,
পাষণ্ড খণ্ডন, শ্রীভুজ-মণ্ডন—কনক-খচিত অবলম্বন-দণ্ড।
কলিযুগ-কাল-ভুজঙ্গম-দংশম, দগধল স্থাবর-জঙ্গম দেখি,
জগ-ভরি প্রেম-সুধারস বরিখত, গোবিন্দ দাসকো কাহে উপেখি?

(৩) শ্রীরাধামাহ,—গান্ধার।

মরকত-দরপণ-বরণ-উজোর,
হেরইতে, প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ অগোর।
না বুঝলু, কি কহল—অরুণ নয়ান,
হানল অতএ—কুসুম-শর, বাণ।

উপসংহারে গীতকর্তার সোৎকণ্ঠ প্রার্থনা—প্রভো! জগৎ ত্রাতা! এ হতভাগ্য গোবিন্দদাসকে উপেক্ষা কেন?

* অভিরাম, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের প্রিয় পার্শ্বদ্। ইনি ব্রজের শ্রীদাম। কথিত হয় ইনি দেহ-পরিবর্ত্তন না করিয়া কেবল স্ত্রীকরণ দ্বারা, গৌর লীলায় প্রবেশ করেন! ইঁহার আগমনের নিমিত্ত শ্রীনিতাইয়ের ঘন ঘন হুকার।

(৩) শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ রূপ-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া, অনুরাগের স্বভাবে—সদানুভূত কান্তকে অননুভূত-পূর্ব্ব-জ্ঞানে উন্মাদিনী শ্রীরাধা, সখীর মুখে মন-নয়ন-হারী—রূপ-নিধি কান্তের পরিচয় শ্রবণে—তাঁহার দুর্লভনীয়তার উপলব্ধিতে বিশেষ ভাবোদয়ে ক্ষুব্ধ হইয়া সখীকে বলিতেছেন—সখি! সে দুর্লভ-ধন-রাজ-নন্দনের প্রতি, মাদৃশ বরাকী-কুলবতীর লালসা অতি অযোগ্য তাহা নিঃসংশয়; কিন্তু—মরকত-মণির-দর্পণবৎ-নীলোজ্জ্বল, সেই অঙ্গকান্তি নিরীক্ষণকালে দেখিলাম, তাহার প্রত্যেক অঙ্গ যেন অনঙ্গের আবরণে সুরক্ষিত। (অগোর—রক্ষিত, আগুলিত) আরও দেখিলাম এই অদ্ভুত-শরীর-রক্ষা—যুদ্ধমান অনঙ্গের সহিত তিনি নয়নেঙ্গিতে কথা বলেন;—তাঁহার অরুণিত-নয়ন-কোণ, যেন কটাক্ষ-ভঙ্গীচ্ছলে তাহাকে কি কহিল। সে কথা বুঝিলাম

এ সখি! কাহে ভেটলু নন্দ-নন্দনা?
মন্দির-গহন, দহন ভেল-চন্দনা!
তৈখনে, দক্ষিণ-পবন ভেল—বাম,
সহই না পারিয়ে, হিম-কর-নাম।
সাজহ সেজ, কমল-দল পাতি,
কুলবতী যুবতী, লেউ—নিজ-সাথি।
তাহি রহল, মন-লোচন, লাগি
ধৈরয, লাজ, দূরে গেল ভাগি।
কি ফল, এ কল বিকল-পরাণ?
গোবিন্দদাস কহ মিলব কাণ!

না, কিন্তু স্পষ্টতঃই বোধ হইল—তদ্দ্বারা আদিষ্ট হইয়া কুসুম-শর (কন্দর্প) আমাকে বাণ বিদ্ধ করিল।

হায় সখি! আমি কেন, নন্দ-নন্দনের এ ভুবনমোহন মাধুরী দর্শন করিলাম? (ভেটলু—দর্শন করিলাম)। সখি! এই সাক্ষাৎকারের ফলে, আমার পক্ষে,—গুরুজন-সঙ্কুল-আবাস-গৃহ—গহন-অরণ্য এবং অঙ্গ-তাপহারী—চন্দন, আগুনের ন্যায় দাহক হইয়া উঠিয়াছে! (দহন—অগ্নি) দক্ষিণ-পবন, তদবধি আমার প্রতি অদক্ষিণ অর্থাৎ পীড়াপ্রদ হইয়াছে। (দক্ষিণ-পবন শব্দের অর্থ মলয়ানীল। শ্লেষার্থ—অনুকূল-বায়ু—যাহা তাপহারক ছিল। বাম—বিপক্ষ।

আর চন্দ্র-দর্শন, কি তদীয় সুশীতল-কিরণ-স্পর্শ দূরে থাক্, উহার নাম শুনিতেই শরীর শিহরিয়া উঠে, সহিতে পারি না। এ অবস্থায় আর বাঁচিয়া ফল নাই! এখন যত শীঘ্র বিড়ম্বনাময়-জীবনের অবসান ঘটে, ততই মঙ্গল। অতএব তোমরা, কমলের-দল পাতিয়া তদ্দ্বারা শয্যা প্রস্তুত কর। কুলবতী-যুবতীর চরাকাঙ্ক্ষার উচিত শাস্তি গ্রহণ করি! কথার সারার্থ এই যে, বর্ত্তমান অবস্থায়, কমল-দলের শয্যাই চূড়ান্ত-যন্ত্রণা-প্রদ; তাহাতে শয়ন এবং চন্দ্রকিরণাদিতে দগ্ধ হইয়া মরণরূপ শাস্তি গ্রহণ করি!! (শাথি—শাস্তি)।

হায়! এখনও আমার পোড়া নয়ন ও মন সেই "রূপে" (তাহি) লাগিয়া রহিয়াছে! যে ধৈর্য্য-লজ্জা, কুলবতীর সর্ব্বস্ব-ধন, আমার—তাহা দূরে পলাইয়াছে; বিকল-প্রাণটি একা থাকিয়া, আর ফল কি?

সম্বোধিতা সখীর ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ উত্তর দিতেছেন—কোনও ভয় নাই—স্থির হও। নিশ্চয়ই কানুকে পাইবে, অর্থাৎ আমি মিলাইয়া দিব।

(৪) বালা।

কানু-শ্রবণ করি, ছিল বহু সাধ!
কানু-হেরইতে অব, ভেল-পরমাদ!!
তব ধরি, অবোধি-মুগধি, হাম নারী
কি কহি কি বলি, কছু বুঝই না পারি
সাওন-ঘন-সম এ দুই নয়ান!
অবিরত, ধক ধক—করয়ে পরাণ!!
কাহে লাগি সজনি! দরশন ভেলা?
*রবকী, আপন-জিউ, পর হাতে দেলা!
{ না জানিয়ে, কি করু মোহন-চোরা,
| হেরইতে, প্রাণহরি লই গেয়ো, মোরা।
এত সব আদর—গেও দরশাই,
‡ যত বিছুরিয়ে, তত—বিছুর না যাই।
বিদ্যাপতি কহে, শুন বর-নারী,
ধৈরয ধর চিতে মিলব মুরারি।

(৪) সখীর কথিত "স্থির হও" কথার উত্তরে, শ্রীমতী কহিতেছেন,—সখি! ধৈর্য্যাদি অবলম্বন-বিহীন-বিকলপ্রাণ কি করিয়া স্থির করি? হায়! যখন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার নাম, গুণ ও মুরলীর ধ্বনি শুনিলাম, তখন "কবে কানুকে দেখিয়া জুড়াইব?" বলিয়া, মনে কত না সাধ হইয়াছিল! এখন সেই কানুকে দেখিয়া প্রমাদে পড়িয়াছি!!

(মুগধি—মুগ্ধা। অব—এখন। ভেল—হইল। সাওন-ঘন-সম—শ্রাবণ মাসের মেঘের ন্যায়)।

(নয়নে—শ্রাবণের জলধারা ও প্রাণে—ধক ধক আগুন, এক সময়ে এক দেহে, দুই বিপরীত অবস্থা!)

* আপন ক্ষুদ্র প্রাণটির স্বাধীনতা হারাইলাম। অপরকে মরণ বাঁচনের কর্ত্তা করিলাম!! (বরাক—ক্ষুদ্র। জিউ—প্রাণ)।

| সখি! আমি যে সাধ করিয়া প্রাণ সঁপিয়াছি, তাহা নয়। সে মোহন-চোর দৃষ্টিমাত্রে—কি করিয়া আমার প্রাণ হরিয়া নিয়াছে!!

‡ যত বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করি, ততই আরও অধিক পরিমাণে স্মরণ হয়। কিছুতেই বিস্মৃতি আসে না।

গীতকর্ত্তা, সখীর ভাবাবেশে কহিতেছেন,—তুমি নারী শিরোমণি, সকল গুণ-গৌরব পান। অতএব চিত্তে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া অপেক্ষা কর। দেখিবে

(৫) দূতী প্রাহ,—সুহই।

সহজহি, শ্যাম—সুকোমল-শীতল, দিনকর-কিরণে-মিলায়,
সোতনু পরশ—পবন-লব, পরশিতে, মলয়জ-পঙ্ক শুকায়।
সজনি! কতয়ে বুঝাওব নীতি,
কানু, কঠিনপথ, করল আরোহণ, শুনি শুনি-তোহারি-পীরিতি,
অনুখন দুনয়নে, নীর নাহি তেজই, বিরহ-অনলে-হিয়া-জারি।
পাবক-পরশে, সরস-দারু যৈছন, এক দিশে নিকসই-বারি।।
সজল-নলিনী-দলে, শেয-বিছাওই, সুতল-অতি-অবসাদে,
জ্ঞানদাস কহে, চামর ঢুলাইতে, অধিক উপজি পরমাদে।

(সকল কুৎসা বিনাশক অর্থাৎ অনিন্দ্য) মুরারি আপনি আসিয়া মিলিত হইবেন।

(৫) সখীর আশ্বাসবাণী সফল হইল, শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিত দূতী উপস্থিত হইলেন। দূতী আসিয়া কহিতেছেন—

সখি রাধে! তোমার নিকটে, শ্যাম-নাগরের সংবাদ বলিতে আসিয়াছি, হায়! তাঁহার যে, শ্যাম-সুকোমল-স্নিগ্ধ-তনুখানি, রবির-কিরণে গলিয়া যাইত, তোমার বিরহোত্তাপে আজ তাহা—এমন প্রতপ্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, সে তনুর অণমাত্র স্পর্শে—চন্দন-পঙ্ক শুকাইয়া যাইতেছে!

সখি! তোমার ন্যায় কোমল-প্রাণা কিশোরী-মণিকে আমি প্রেম-নীতি কি বুঝাইব? কর্ত্তব্য উপদেশ কি করিব! এ অবস্থায় যাহা সমুচিত হয় কর, কিন্তু সত্বরে কর। কারণ-তোমার প্রেম-পারাবারের-তরঙ্গ গণিতে গণিতে, কানু বড় কঠিন অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন! বিরহাগ্নিতে তাঁহার হৃদয়, বড়ই দাহ করিতেছে এবং পাবক-পৃষ্ট-অগুরু-কাষ্ঠের, বিপরীত-প্রান্ত হইতে যেমন,—সজোরে-উচ্ছলন বহির্গত হয়, তদ্রূপ তাঁহার নয়ন-দ্বয় হইতে

(৬) কামোদ।

প্রেম-রতন-খনি, রমণী-শিরোমণি, পিয়-বিরহানল, জানি
অন্তর—জর জর, নয়ন—নিঝরে ঝর, বদনে—না নিকসয়ে বাণী!
আজু কি কহব, হরি-অনুরাগ
তৈখনে, কানন—চললি, বিকল-মন, (কুল) ধরম-লাজ-ভয় ভাগ!

অবিরল-জল ধারা বহির্গত হইতেছে! স্নিগ্ধতা সম্পাদনের আশায়, আমরা সলিল-সম্পৃক্ত-কমলের-দল দ্বারা, শয্যা-নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলাম। অবসন্ন হইয়া তাহাতে শুইলেন। আমরা, চামর-ব্যজন করিতে লাগিলাম কিন্তু তাহাতে আরও প্রমাদ বৃদ্ধি হইয়াছে!!

(৬) অনুরাগোজ্জ্বলা—রসময়ী-শ্রীরাধার, অভিসার-বর্ণন-ছলে, এ গীতে অপার্থিব-প্রেম-ভাবের, একখানি সংক্ষিপ্ত-সুন্দর-ছবি, অতি দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে।

লীলা-রস-আস্বাদনের নিমিত্ত, নিম্নলিখিত কথাগুলি বিশেষ-ভাবে অনুধাবনীয়।

(১) প্রিয়তমের নিদারুণ-বিরহ-যাতনার সংবাদ শুনিবামাত্র প্রেমময়ীও ঠিক তদবস্থা প্রাপ্ত হইলেন—হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়া উঠিল! নয়ন হইতে নির্ঝর-ধারার ন্যায়, অবিশ্রান্ত-অশ্রু-ধারা বহিতে লাগিল!! বাক্‌শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইল!!! (না নিকসয়ে—নির্গত হয় না)।

(২) দেশ-কালাদির বিচার, একবারে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক, তৎক্ষণাৎ কান্তের নিকটে যাত্রা করিলেন!

(৩) আপনি—স্বভাবতঃ অতি-মন্থর-গামিনী, তথাপি সমস্ত সখীগণকে, পশ্চাতে ফেলিয়া ত্বরিত-গমন করিতে লাগিলেন!

মন্থর-গতি-অতি, চলই না পারতি, চলতহি তবহি-তুরন্ত,
হিয়া, অতি-ধসমসি, শ্বাসই—মুখ-শশী—শ্রম-জল-কণ-বরিখন্ত।
সঙ্গিনী-সহচরী, দূরহি পরিহরি, রাই, একাকিনী-কুঞ্জে,
বল্লভ-মূরছিত—হেরি; জিয়াওত—রূপ-সুধারস-পুঞ্জে।

(৭) কেদার।

দোহে-দোহা-নিরখই, নয়নের কোণে,
দোহ-হিয়া জরজর, মনমথ-বাণে।
দোহু-তনু-পুলকিত, ঘন ঘন-কম্প
দোহু, কত মদন-সাগরে—দেই ঝম্প।

(৪) কুল-ধর্ম্ম, লজ্জা ও ভয়—হৃদয় হইতে অন্তর হইয়া গেল। (ভাগ—ভাগিয়া গেল, পলায়ন করিল)।

এই গীতের শব্দ-ধ্বনিতে, এই সত্যটিও পরিস্ফুট হইতেছে যে, পবিত্র-সৌন্দর্য্যের-প্রতিফলন ও সপ্রেম-বিলোকন,—সুধা-রসের-ন্যায় সঞ্জীবনী-শক্তি সম্পন্ন।

ভণিতাটি—তিন প্রকারে ব্যাখ্যাত হইতে পারে,—(১) স্বকীয়-রূপ-সুধা-রসের-ধারা-সমূহ,—মূর্চ্ছিত-বল্লভের,—নয়নাধারে ঢালিয়া, তাহাকে জীবিত করিতে লাগিলেন। (২) একাকিনী শ্রীরাধা, কুঞ্জে প্রবেশ পূর্ব্বক, দৃষ্টি-সুধা দ্বারা—রূপ-সুধা-রসের-পুঞ্জ—নাগরেন্দ্রকে জীবিত করিতে লাগিলেন। (৩) গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ, রাধার রূপ-সুধা-রসে বল্লভকে অর্থাৎ মূর্চ্ছিত কৃষ্ণকে পুনর্জীবিত করিতে লাগিলেন।

(৭) বিরহ-বিমূর্চ্ছিত-নাগর-রাজ, প্রিয়তমার-দর্শন-সুধার,—অঙ্গ-সৌগন্ধের,—ও স্পর্শামৃতের প্রভাবে, পুনঃ প্রকৃতিস্থ এবং প্রেম-প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার, বিরহ-বিষ-দাহ প্রশমিত হইল। সময়োপযোগী-ভাব-কদম্ব-বিকসিত-হৃদয়-

দোঁহু-দোঁহু-আরতি-পীরিতি, নাহি টুটে
দরশনে পরশে, কতক সুখ উঠে!

(৮) যথা রাগ।

রতি-রসে, অতিশয় মাতল নাহ,
অমিয়া-সরোবরে, করু অবগাহ!
সহজে নিরঙ্কুশ—নাগর-নাগ,
তাহে, মনমথ নৃপ—কৌতুক-লাগ।

প্রফুল্ল-বদন-দর্শনে, নাগরী-রাজ্ঞীরও সমস্ত—উদ্বেগ আকুলতা ও ক্লান্তি চলিয়া গেল!

উভয়ে, কেলী-শয্যায় বসিলেন এবং একে অপরের প্রতি উন্মাদনাময় অপাঙ্গ-দৃষ্টি-দ্বারা, প্রেম-কেলীর মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কন্দর্প-শরে উভয়ের হৃদয় জর্জ্জরিত হইতে লাগিল।

উভয়ের তনুই—প্রেম-কণ্টকিত (রোমাঞ্চিত) হইয়া উঠিল। দুজনেই ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিলেন।

দেখ, উভয়েই যেন কতবার মদন-সাগরে ঝাঁপ দিতেছেন ও উঠিতেছেন! তাহাতেই বুঝি উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ, কন্দর্প-রসে-পরিপ্লুত হইয়া উঠিয়াছে এবং সন্তরণ-ক্রীড়া-নিরত-জনগণের ন্যায়, উভয়ের হস্ত পদাদিতেই, স্বতঃ-চাঞ্চল্য প্রকটিত হইতেছে!

হায় হায়! কাহারও প্রেমাত্তির পরাজয় নাই! কেবলই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। শুভারম্ভেই আজ, পরস্পরের দর্শন-স্পর্শনে উভয়ের যে কত সুখোৎপত্তি হইতেছে, তাহার বর্ণনা অথবা অনুভব দুই-ই অসম্ভব!

আমাদের উভয় আদর্শ-হস্ত-লিপিতেই গীতটি এইরূপ অসম্পূর্ণ এবং এ গীত অন্য কোনও গ্রন্থে নাই।

(৮) নাগর-মাতঙ্গ রতি-রসে প্রমত্ত হইয়া, অমৃত-সরোবরে অবগাহন করিতে লাগিলেন। এ, করীন্দ্র স্বতঃই স্বেচ্ছাময় (যে মাতঙ্গ, মাহুতের

কর-গহি রাখত, যুগল-চকেবা
দংশই—সরসীজ, বারব কেবা ?
কতই হিলোর, উঠাওই রঙ্গে !
ডুবহি—কবহু—আনন্দ-তরঙ্গে।
হরিবল্লভ, সব সখীগণ কুলে,
দেখত সতত, হুলাসই—ফুলে।

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌমধ্যা-বর্ণনে সপ্তম ক্ষণদা।

অঙ্কুশ দ্বারা পরিচালিত নহে তাহাকে নিরঙ্কুশ কহে, নিরঙ্কুশ শব্দের-সারার্থ স্বাধীন বা স্বেচ্ছাময়) তাহাতে আবার, মন্মথ-নৃপতি কৌতুকে নিযুক্ত করিয়াছেন, অতএব এ মত্ত মাতঙ্গকে কে বারণ করিবে ? লজ্জা ভয়, সঙ্কোচ কেহই বাধা দিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইয়া পারিবে না !

সুরসিক-গীত-কর্ত্তা, মাতঙ্গের সরোবরে অবগাহনের সুন্দর উৎপ্রেক্ষার-স্বচ্ছ-আবরণের ভিতরে রাখিয়া, এ গীতে রস কেলী বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা কেবল কয়েকটি শব্দের সহজার্থ এবং উপমান উপমেয় প্রকাশ করিতেছি—

কিশোরী মণির-প্রেমময়-তনুই, অমৃত-সরোবর। তাহার শ্রীবদনখানি এ সরোবরের—কমল (সরসীজ) দংশই-সরসীজ—বদনে দন্তাঘাত। নাগ—হস্তী। কর—হস্ত, মাতঙ্গ পক্ষে শুণ্ড। নাহ—নাথ, নায়ক। করগহি—হস্তে গ্রহণ করিয়া। চকেবা—চক্রবাক। যুগল-চকেবা—স্তনযুগল। চক্রবাক—এক প্রকার শ্বেতবর্ণ পক্ষী, ইহারা চঞ্চুর অগ্রভাগ বাহিরে রাখিয়া ও গ্রীবা এবং মস্তক হ্রস্বীকরণ দ্বারা অভ্যন্তরবর্ত্তী করতঃ দাড়িমের ন্যায় বর্তুলাকার হইয়া উপবেশন করে।

হুলসই ফুলে—প্রফুল্ল হইয়া, উল্লসিত-হরিবল্লভ-সখী সমূহ (হরিপ্রিয়া সখীগণ) অমৃত-সরোবরের তীরে—অর্থাৎ কুঞ্জ-বাতায়ন-তলে থাকিয়া লীলা দর্শনে আনন্দিত হইতেছেন। শ্লেষার্থ—গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ, সখীগণের সহিত "কুলে" থাকিয়া উল্লসিত হইতেছেন।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ অষ্টম ক্ষণদা,—কৃষ্ণা অষ্টমী।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য,—শ্রীরাগ।

অপরূপ-হেম-মণি-ভাষ
অখিল-ভুবন-পরকাশ।
চৌদিকে, পারিষদ-তারা,
দূর করু, কলি-আন্ধিয়ারা।

(১) পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছত্র হইতে, এ গীতের আস্বাদন, আরম্ভ হইবে। যথা—"জগতের লোকে কখনও যাহা দেখে নাই, কখনও যাহার কথা শুনে নাই, সেই প্রকার—লোকাতীত-হেম-মণিবৎ-কান্তিযুক্ত,—আমার গৌরচন্দ্র নবীন-শশধর রূপে নবদ্বীপে সমুদিত হইয়াছেন।

যদি বল—চন্দ্রের উদয়ে, সমস্ত-পৃথিবী, তাহার কিরণে আলোকিত ও সুধা-স্নাত হয়, গৌর-কিশোরের সে গুণ কোথায়? উত্তর—জাগতিক চন্দ্র, যখন যে পৃথিবীতে সমুদিত হন, তখন শুধু সেই পৃথিবী উজ্জ্বল করেন, আমার গৌর-সুধাকর শ্রীনবদ্বীপে উদিত হইয়া, যাবতীয়-ভুবন-সমূহের-তাপ ও তমো-নাশ করিতেছেন। অতএব শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রে অনন্তগুণ-আধিক্যের সহিত গুণের সংস্থিত!

যদি বল—নিশালোকে—অসীম-নক্ষত্রপুঞ্জে-পরিবৃত হইয়া চন্দ্র,—রজনীর-অন্ধকার হরণ করেন, গৌরচন্দ্রের 'তারা' কই?

উত্তর, মধুর-মহিমা-প্রোদ্ভাসিত—তাঁহার পারিষদ্‌বর্গই, সমুজ্জ্বল-তারকা;

আভনব-গোরা-দ্বিজ-রাজ,
উদয়ল, নবদ্বীপ মাঝ ॥ ধ্রু ॥

পুলকিত—স্থির-চর-জাতি,
প্রেম-অমিয়া-রসে-মাতি।

দেখ ইঁহাদের-দ্বারা-পরিবৃত হইয়া—পূর্ণশোভায় সদা-সুশোভিত-অকলঙ্ক-শশী শ্রীগোর হরি—জগদন্ধকারী-কলি-তিমির, সমূলে বিধ্বংশ করিতেছেন।

যদি বল—চন্দ্রের-জ্যোৎস্নামৃতে বৃক্ষ-বল্লী-ওষধি প্রভৃতি—প্রফুল্ল, সম্বৰ্দ্ধিত ও জীবিত থাকে; গোরচন্দ্রের সেরূপ গুণ দেখাও দেখি?

উত্তর—কেবল স্থাবর-জাতি কেন? আমার গোর-সুধাকরের প্রেম-জ্যোৎস্নায়,—যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গমাদি, নব-জীবন লাভে পুলকিত, পরিপুষ্ট ও প্রমোদিত হইতেছে!

যদি বল—চন্দ্রোদয়ে, চন্দ্রকান্তমণি জল-নিঃসরণ-চ্ছলে আনন্দাশ্রু-বিসর্জ্জন করে এবং কুমুদিনীগণ প্রফুল্লতার-চ্ছলে, হাস্য-বিকাশ করে গোরচন্দ্রের উদয়ে ত এ প্রকার ঘটনা নাই!

উত্তর—কেন থাকিবেন না। ঐ দেখ, তাঁহার প্রেমসম্পদ-লাভে প্রমত্ত হইয়া কত ভাগ্যবান্—নরনারী আনন্দাশ্রু-বর্ষণ করিতেছে! ইহারাই বিধু-মণি (চন্দ্রকান্ত মণি) আর ঐ যে—সার্থক-জন্মা-মানবগণ, তাঁহার উদয়ে—আনন্দ-বিহ্বল হইয়া হাসিতেছেন, ইহারাই—কুমুদিনী!

যদি বল,—আচ্ছা এ গুলি যেন হইল; চাঁদের সুধামাত্র-পানে-জীবিত চকোর কোথায়? উত্তর—গোর-সুধাকরের কান্তি-সুধার-কণা (কচিলব) মাত্রাকাঙ্ক্ষী—আমিই (গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাসই) পিপাসিত চকোর! তাহাতেই ত আশা ধরিয়া বিভোর হইয়া বসিয়া আছি।

অতএব জগতের চন্দ্র—কোনও অংশেই, আমার গোরচন্দ্রের সহিত তুলনীয় নহে। আমার গোরসুন্দর—অভিনব অপূর্ব্ব চন্দ্র!! (দ্বিজরাজ—চন্দ্র। শ্লেষে—ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ)।

এই গীতের শব্দ-ধ্বনি-আলোচনায়, আমরা এই কয়েকটি উপদেশ পাই-তেছি। (১) ভক্তিময়-ভাবই, জীবের নব-জীবন। কোনও ভাগ্যে, উহার

*{ কেহ, বিধু-মণি সম কান্দে,	গোবিন্দদাস-চকোর,
কেহ, হাসে—কুমুদিনী ছান্দে	রুচি-লব-লাগি, বিভোর।

অঙ্কুরোৎপত্তি (শ্রদ্ধার উদয়) হইলেও শ্রীগৌরচন্দ্রের করুণা-জ্যোৎস্নার সুধাভিষেক ব্যতীত উহা বর্দ্ধিত (অর্থাৎ—আশক্তি, রুচি, ভাবাদিরূপে পরিণত) হয় না এবং (সাধন-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তি রূপে)—পুষ্পিত ও ফলিত হয় না। (২) আমরা কেবল, পার্থিব-জড়ানন্দ জানি। স্বর্গীয়-অমৃতাস্বাদনে—দেবতাগণের কিরূপ আনন্দ, তাহা আমরা বুঝি না। এদিকে শাস্ত্রবাক্য এই যে—নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের আনন্দ—কাম্য-কর্ম্মানন্দ হইতে বড়। জ্ঞানানন্দ—তদপেক্ষাও বড়। ব্রহ্মানন্দ—সকল আনন্দের অধিক। তাহার অনুভব দূরের কথা—স্বরূপ-জ্ঞান পর্য্যন্ত, অস্মাদৃশ জীবের মনে উদয় হয় না। অতএব যে প্রেমানন্দের নিকটে, কোটি কোটি ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছীকৃত—যাহার করুণায় জীবগণ, সেই—প্রেমানন্দ লাভ করিতে পারে, সেই শ্রীশচীনন্দনের ন্যায় ভুবন-মঙ্গল-অবতার কখন হয় নাই—কখন হইবে না!!

(৩) করুণাবতার-গৌর-হরির, কৃপাফলে, প্রেমানন্দের আস্বাদ লাভ ঘটিলে—সে আনন্দ, সম্বরণ করিয়া রাখা যায় না। সেইজন্যই প্রেমোন্মত্ত হইয়া কেহ হাসে, কেহ কাঁদে, কেহ বাহ্য হারাইয়া উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করে।

* গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে এই দুইটি পংক্তি নাই। ঐ গ্রন্থে এবং পদকল্পতরুতে, ভণিতার উপরিভাগে অতিরিক্ত অদ্ভুত দুইটি পংক্তি দৃষ্ট হয়। যথা—"কেহ কেহ ভকত চকোর, নারী-পুরুষে দেই কোর"। পদামৃত সমুদ্রে—ইহার প্রথম পংক্তিটি যথাযথরূপে এবং দ্বিতীয় পংক্তিটি—'নারী-পুরুষ নাহি ওর" এইরূপ পাঠান্তরে বর্ত্তমান আছে। ইহা কোনও বিকৃত-বৈষ্ণব-মতাবলম্বী কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়।

(২) শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য,—দেশাগ।

সংক্ষে—নিতাইচাঁদের-রীত,
দেখি, উনমত্ত, জগত-চিত।
অবনী-কম্পিত—নিতাই ভরে,
ভাষা ভাষা বলে, গভীর-স্বরে।

'গোর' বলিতে, শৌর-হীন,
কান্দে, ভায়া-ভাবে—রজনী দিন।
নিতাই-চরণে, যে করে আশ,
বৃন্দাবন, তার দাসের দাস।

(২) অসাধারণ-শক্তি-ধর-মনুষ্যগণ—দেবতাগণ, অথবা শ্রীভগবানের অবতারগণ, সাধারণতঃ সকলেই, দুই একটি বিশেষ ক্রিয়ার দ্বারা, জনসাধারণকে—বিস্মিত, বিমুগ্ধ ও আকর্ষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার নিতাইচাঁদের সমস্ত স্বাভাবিক-রীতি-প্রকৃতিই—এমন মধুর, এমন সুন্দর, এমন মনোহর, এমন প্রাণস্পর্শী—যে, তাহা দেখিয়া সাধু, অসাধু, ভক্ত, পাষণ্ড সর্ব্ব প্রকৃতির লোক এবং বালবৃদ্ধ-যুবা-সকল বয়সের নরনারীগণই, আপনাপন স্বভাব ভুলিয়া ভক্তি-রসাদ ও প্রেমোন্মত্ত হইতেছে! ভগবত্তার এমন হৃদয়-গ্রাহী প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

আরও দেখ! পিতা, পুত্র, ভ্রাতাদি—অন্তরঙ্গ-আত্মীয়ের-অসাধারণ-মহিমা—অদ্ভুত শক্তি, অলৌকিক-প্রীতিপূর্ণ-ভাব-ব্যবহারাদি দর্শনে জীবের অন্তর যে প্রকার আনন্দোল্লাসে-মত্ত হয়, শ্রীনিতাইয়ের আচরিত দেখিয়া তদপেক্ষাও সহস্রগুণ আনন্দে, নরনারীগণ—উন্মাদিত হইতেছে! অতএব নিতাইয়ের ন্যায়, সর্ব্বজীবের এমন আত্মীয়—এমন প্রাণের বস্তু সংসারে আর নাই!! ইহাও তদীয়, ভগবৎ-প্রকাশের উৎকৃষ্ট-পরিচয়—অভ্রান্ত-প্রমাণ!

আরও দেখ,—একাধারে প্রেমের ও ভক্তির "আশ্রয় ও বিষয়" হইয়া ভূতলে—প্রেম-রাজ্যের সৃষ্টি পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর—জীবোদ্ধার লীলা-বিস্তার-দর্শনে—আমার নিতাইচাঁদ; আনন্দে উল্লাসে, গৌরবে ও প্রেমে, এমনি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহার ভরে যেন পৃথিবী কাঁপিতেছে!!

ব্রজ-রস-ভরে গভীর স্বরে—শ্রীগৌর হরিকে "ভাইয়া ভাইয়া!" বলিয়া ডাকিতেছেন ও আপন অভীপ্সিত-দুষ্কর-প্রিয়-কার্য্য—আশাতীত সাফল্যে

(৩) শ্রীরাধাহ,—ধানসি।

কাহে কানু, ঘন ঘন—আওত যাওত, ফিরি ফিরি বদন-নেহারি ?
হসি-হসি মুখ-শশী, উগরে অমিয়-রাশি, কি তোহে কহল পুছারি ?

সম্পাদনকারী-ভ্রাতাকে, লোকে যেমন মহানন্দে "ভাইয়া আমার" বলিয়া বলিহারি দেয়, তেমনি—আদরের-বাদর-বর্ষণ করিতেছেন।

আবার পরমাদরের পরম-স্নেহের 'ভাই কানাই' জীবের জন্য গৌর হইয়া কাঁদিয়া অবনী ভাসাইতেছে! ভূমে গড়াগড়ি দিতেছে! দেখিয়া গৌর! গৌর! বলিতে বলিতে কাঁদিয়া অনায়ত্ব হইতেছেন!

এইরূপে দিবা-নিশি ভাইয়ার-ভাবে ভোর হইয়া ও কাঁদিয়া আমার নিতাইচাঁদ, জগতের পাপ তাপ বিধৌত করিতেছেন!!

গীত রচয়িতা, ঠাকুর বৃন্দ বন দাস বলিতেছেন এই সকল মহিমানুভব দ্বারা—যিনি, নিতাইচাঁদের শ্রীচরণে আশা ধরিয়া রহিবেন আমি তাঁহার দাসের অনুদাস।

* গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে ষষ্ঠ ছত্রের পাঠ—"কাঁদে বা কি ভাবে রজনী দিন" পদকল্পতরুতে ইহার পরে দুইটি ছত্র অধিক আছে যথা—"শ্রীমুখ কমলে, সো গুণ-গাথা, ঢর ঢর দুই নয়ন রাতা"।

(৩) প্রাণ-প্রিয়তমের কথা আলোচনার নিমিত্ত, শ্রীরাধার প্রাণ নিরন্তর আকুল! কোনও সখীর সহিত, ভঙ্গীময়-আলাপনে সে বাসনাপূর্ণ করিতেছেন, যথা—সখি! কানু এত ঘন ঘন এদিকে আসা যাওয়া করেন কেন? আর, আজ—ফিরিয়া ফিরিয়া তোমার বদন-নিরীক্ষণ করিতে করিতে—ও, বদন-সুধাকর হইতে—হাস্যামৃত উদ্গীরণ করিতে করিতে, তোমার সহিত কি আলাপ

সজনি! কহ কিছু—বচন বিশেষ।

হেন অনুমানি চিতে, না জানি কাহার ভীতে, আছয়ে পীরিতি-লব-লেশ ॥ ধ্রু ॥

সহজে রসিক-রাজ, অলখিত সব কাজ, অনুভবি-ওর না পাই।

যাহারে ইঙ্গিত করে, কুলশীল সব হরে,* ভাগ্যে ভাগ্যে আমরা এড়াই ॥

করিলেন? আনুপূর্ব্বিক আলাপ, প্রকাশ করিতে যদি তোমার লজ্জা সঙ্কোচ হয়, তবে বিশেষ কথাগুলিই বল।

সুচতুরা-রাধার-মনোভাব বুঝিয়া, সখী হাসিতে লাগিলেন। প্রত্যুৎপন্নমতি শ্রীমতী রাধা, তাহাতে অপ্রতিভ না হইয়া সস্মিত বদনে কহিলেন, আমি কিরূপ অনুমান করিয়াছি শুনিবে? আচ্ছা শুন—আমার মনে হয়, তোমরা কাহারও প্রতি—বহু-বল্লভ-কানুর, পীরিতির-লবলেশ-সঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু স্বভাবতঃই তিনি রসিক-চূড়ামণি—সুতরাং তাঁহার সকল ব্যবহারই অলক্ষিত, কাজেই অনুভবের দ্বারা সম্যক্ বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক, তোমাদিগকে কোনও দোষ দিবার কারণ নাই। এই যাদুকর-নাগরের নয়নেঙ্গিতে কাহারও কুলশীল থাকিতে পারে না! এই যে—আমরাই কত ভাগ্যে কোনও রূপে বাঁচিয়া আছি। তথাপি একই নগরে বাস করি বলিয়া এবং এদিকে সতত তাঁহার গতিবিধি দেখিয়া, প্রাণ কম্পিত হয়।

গীত-রচয়িতা জ্ঞান দাস, সম্বোধিতা-সখীর ভাবাবেশে উত্তর দিতেছেন,

পদ কল্পতরু এবং বঙ্গবাসীর সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে পাঠান্তর—* "যাহার নয়ন-শরে, জাতি কুল শীল হরে"।

একই নগরে বৈসে, সতত এ দিকে আইসে, দেখি শুনি কাঁপয়ে পরাণ।
জ্ঞান দাসেতে বলে, তুমি কহ কোন্ ছলে,* করিতে না পারি অনুমান।

(৪) বৃন্দাই,—ধানসি।

†রমণী-জনম-ধনি, তোর!
সব-জন "কানু কানু" করি, ভাবই‡, সো-তুয়া-ভাবে বিভোর॥ ধ্রু॥

"তুমি কোন্ ছলে কি বলিতেছ" অনুমানে বুঝা যায় না; খুলিয়া, সরল মনে মনের কথা না কহিলে, ছল-কথায় ফল হয় না।

(৪) এই সময়ে-বিরহ-বিধুর-কৃষ্ণের নিকট হইতে, বৃন্দা আসিয়া শ্রীরাধাকে কহিতেছেন—রাধে! তোমারই নারী-জন্ম সার্থক! (ধনি-ধন্য) যে কানুর জন্য সকলে আকুল; সেই প্রার্থনীয় ধন, তোমার ভাবে-বিভোর হইয়া রহিয়াছেন।

কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! চাতকের পানে চাহিতে চাহিতে—মেঘ, তৃষ্ণাতুর! চকোরের পানে—চাঁদের অনিমিখ-দৃষ্টি! লতাকে অবলম্বন করণার্থ—তরুবর ব্যাকুলিত!! কানুর আচারেতে—বস্তুতঃই আমার মনে এইরূপ ধাঁধা লাগিতেছে।

* "জ্ঞান দাস, শুনি বলে, কহ দেখি কোন ছলে" পদকল্পতরুর পাঠ।

† পদ-কল্পতরুতে "ধনি ধনি" এবং পদামৃত সমুদ্রে "সুন্দরি!" সম্বোধনে এ গীতের আরম্ভ। ‡ কল্পতরুর পাঠান্তর—ঝুরয়ে।

চাতক চাহি, তিয়াসল-অম্বুদ ! চকোর-চাহি রহু, চন্দ !
তরু,—লতিকা-অবলম্বনকারী ! মঝু-মনে, লাগল ধন্দ !।
"হসইতে-কব তুহু, দশন-দেখাওলি, করে-কর-জোরহি-মোর,
হৃদয়-খোলি তুহু, দিঠি-পশারলি* তাহে-হেরি, সখী কক কোর।
কেশ-পশারি—যবহু তুহু আছলি, উর-পর-অম্বর-আধা,
সো সব-সঙরি ; কানু, ভেল আকুল, কহ ধনি ! কেমন সমাধা ?
সকল বিশেষ, কহলু তোহে, সুন্দরি ! জানি-তুহু করবি বিধান,
পরাণ-পুতলী-তুহু, সো—শুন-কলেবর ! কবি-বিদ্যাপতি-ভাণ।

তুমি, কোন দিন—হাসিতে হাসিতে—তাহাকে, দশন দেখাইয়াছিলে, কোন্ দিন—উভয়-হস্তাগ্র-সম্মিলিত করিয়া অঙ্গ-মোড়া দিয়াছিলে, কোন্ দিন বক্ষের বসনোদঘাটন কালে—তাঁহার দৃষ্টি-আকর্ষণ করিয়াছিলে, কখন—তাহার পানে চাহিয়া—সখীকে আলিঙ্গন করিয়াছিলে ! আর কখন—তুমি, কেশ কলাপ-বিস্তার করিয়া, অৰ্দ্ধোন্মুক্ত-বক্ষে, বসিয়াছিলে (উর—বক্ষ। অম্বর—বস্ত্র) সেই সকল ঘটনা, স্মরণ করিয়া—কানু একেবারে আকুল হইয়া উঠিয়াছেন !! এখন, ইহার সমাধান কিরূপে হয় বল ? তাহার আনুপূর্ব্বিক অবস্থা, মুখে প্রকাশ করিয়া বলা অসম্ভব উপযুক্ত ব্যবস্থার নিমিত্তে, বিশেষ কথাগুলি সংক্ষেপে বলিলাম। ফলতঃ প্রাণ-প্রতিমা-রূপিণী-তুমি ব্যতিরেকে, কানু—এখন শূন্যদেহ। অর্থাৎ মৃতবৎ ! (শুন—শূন্য)।

পদামৃত সমুদ্রে এ গীতের ভণিতাটি এইরূপ—শঙ্কর অন্তর জানই নিরন্তর

* অলখিতে দিঠি কব, হৃদয়ে পসারলি"—কল্পতরুর পাঠ। ঐ গ্রন্থের আরও বহু পাঠান্তর আছে। পদামৃত সমুদ্রে ভাণ পংক্তি নাই।

(৫) আশাবরী,—মূল গান।

হন্ত ন কিমু মন্থরয়সি সন্তত মভিজল্পং ?
দন্ত-রুচি রন্তরয়তি—সন্তমস মনল্পং ॥ ১ ॥
রাধে ! পথি-মুক্ত-সম্ভ্রম মভিসারে,
চারয়-চরণাম্বুরুহে—ধীরং সুকুমারে ॥ ধ্রু ॥

বিদ্যাপতি ভাণে জ্ঞান। কিঞ্চিতকাল, কলপ করি মানই, গোবিন্দ দাস পরমাণ।

(৫) সখীর মুখে, জীবিত-নাথের-প্রেম-বৈকল্য-শ্রবণে, কৃষ্ণ-প্রাণা ধনী, স্থির থাকিতে পারিবেন কেন ? সখীর সহিত পুনঃ পুনঃ কান্তের কথা সম্ভাষণ করিতে করিতে—তখন, সবেগে অভিসারে চলিলেন। যাইতে যাইতে অনিষ্টা-শঙ্কিনী-সখী—সকৌতুকে কহিতেছেন যথা—

রাধে ! অভি-জল্পন কি হ্রাস করিবে না ? হায় হায় ! কথার সহিত দশন-কান্তি-প্রকটিত হইয়া যে, ঘনান্ধকার-অন্তরিত হইয়া যাইতেছে !! লোক-লোচনের গোচরীভূতা হইয়া কি বিপদ ঘটাইবি ?

আর, অভিসারের-পথে, এত সত্বর-গমনও সমুচিত নহে। দ্রুতগতি ত্যাগ কর। কমল হইতেও সুকোমল-চরণ-যুগল, ধীরে পরিচালন কর। (মৃৎ প্রস্তরাদিতে, বাজিলে যেমন—তোমার চরণে ও আমাদের প্রাণে ব্যথা জন্মিবে, তেমন—অভিসারে বিঘ্ন বিলম্ব সংঘটনও বিচিত্র নহে ; ইত্যাদি ভাবার্থ) সখী আরও বলিতেছেন—আর তোমার নখ-জ্যোতিতেও আঁধার বিদূরিত হইতেছে ! অতএব ঘন-বর্ণ-অতুলনীয়—কুন্তল-নিচয়ের প্রান্তভাগ বিস্তার দ্বারা, নখ-কান্তি আচ্ছাদন করিয়া—বিনষ্ট-অন্ধকারকে পুনর্জীবিত কর (ধ্বান্ত—অন্ধকার) তাহা হইলে, আর কোনও আশঙ্কার সম্ভাবনা থাকিবে না। অতএব এইরূপ করিয়া

সন্তনু ঘন-বর্ণ মতুল-কুন্তল-নিচয়ান্তং
ধ্বান্তং তবজীবতু, নখ-কান্তিভি রভিশান্তং।
সা-সনাতন-মানসা ত্বং যাহি গত-শঙ্কং
অঙ্গীকুরু মঞ্জু-কুঞ্জ-বসতেরলমঙ্কং।

সেহ—সনাতন-কৃষ্ণে-সমর্পিত-মনা তুমি—অবাধে মঞ্জু কুঞ্জ মধ্যে গমন কর। (অলং—অবাধে। অঙ্কং—মধ্য। অঙ্গীকুরু—প্রাপ্ত হও)।

একটি শ্রীল রূপ গোস্বামী কৃত গীতাবলীর ১০ম সংখ্যক গীত। সুরসিক পণ্ডিত শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত, ইহার টীকাটি এইরূপ—হে রাধে! ত্বং সন্তত মভিজল্পং সম্ভাষণং কিমু ন মন্থরয়সি—ননিবর্ত্তয়সি?

তত্র কিং—দূষণমিতিচেৎ তত্রাহ—যত্তব দন্ত-রুচি দশন কান্তি রভিজল্প প্রকটা সতী, অনল্পং—নিবিড়ং সন্তমসং-ধ্বান্তং অন্তরয়তি—দূরীকরোতি (অবতমসসন্ধ-তমসং ধ্বান্ত মন্ধকারং চেতি হলায়ুধ) ॥ ১ ॥

অভিসারে-পথি ভূরি-সম্ভ্রম মতিত্বরাং মুঞ্চ; সুকুমারে-কোমলে—চরণাম্বুরুহে বারং যথাস্থাত্তথা চারয়—নিক্ষিপ ॥ ধ্রু ॥

নন্বু-দন্ত-কান্তি ময়া পিহিতা। নখ-কান্তি পিধানে কোভ্যুপায়? ইতি চেত্তত্রাহ—অতুলানামতিদীর্ঘানাং কুন্তল-নিচয়ান্তং—প্রান্তং নখোপরি সন্তনু—বিস্তারয়। কীদৃশং ঘন-বর্ণং মেঘাভং; তেন কিং স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ—তব-নখকান্তিভি রভিশান্তং বিনষ্টং-ধ্বান্তং-জীবতু। পুনঃ স্বরূপ লভতাং ॥ ২ ॥

ততঃ কিং ভাব? তত্রাহ—সনাতনে-কৃষ্ণে, মানসং যস্যাঃ সা, কৃষ্ণৈক-চিত্তা ত্বং, নিঃশঙ্কং যাহি—মঞ্জু-কুঞ্জ-বসতে রঙ্কং—মধ্যমঙ্গীকুরু—প্রাপ্নোহি। পক্ষে—সনাতনে তস্মায়ি স্বভক্তে মানসং যস্যাঃ সাতি, ব্যজ্যতে।

(৬) গৌরী।

কেলী-বিপিনং প্রবিসতি রাধা,
প্রতিপদ সমুদিত, মনসিজ-বাধা।
কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং,
পঙ্কজমিব মৃদুমারুত-চলিতং।
বিনিদধতি, মৃদু-মন্থর-পাদং
রচয়তি, কুঞ্জর-গতি মনুবাদং।
জনয়তু, রুদ্র-গজাধিপ মুদিতং,
রামানন্দ রায়—কবি-ভণিতং।

(৬) এক্ষণে—প্রেমময়ী, অপেক্ষাকৃত ধীর-বেগে চলিতেছেন। দেখ,—প্রতিপদ-ক্ষেপে কন্দর্প-বেগ—বিবর্দ্ধিত হইয়া তাহার গতিতে বাধা-প্রদান করিতেছে!! মৃদুপবন-সঞ্চারিত-কমল, যেমন দিকে দিকে পরিচালিত হয়, অনিষ্টাশঙ্কাকুলিত তাঁহার নয়ন-যুগল ঠিক্ সেইরূপ চাঞ্চল্য প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ চতুর্দ্দিকে চাহিতে চাহিতে চলিতেছেন।

এইরূপ—মত্ত-মাতঙ্গের গতি-বিড়ম্বি-মনোমদ-মন্থর-গমনে চলিতে-চলিতে অভিসারিণী সুন্দরী কেলী-কুঞ্জে-উপনীত হইলেন।

এ গীতের রচয়িতা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর—পরমান্তরঙ্গ-প্রিয়-পার্শ্বদ শ্রীল রামানন্দ রায়। তিনি উৎকলাধীশ্বর মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্রের আশ্রিত ছিলেন। এ গীতিটি—তৎকৃত—জগন্নাথ বল্লভ নাটকের। উৎকলাধীপের আগ্রহে তিনি উক্ত নাটকখানি রচনা করেন। তাহাতেই—গীতের ভণিতায় বলিয়াছেন, আমার বিরচিত এ গীতে-গজপতিরুদ্র-নরপতির আনন্দ উৎপাদন করুক। এ গীতিটি-জগন্নাথবল্লভ নাটকের প্রথমাঙ্কস্থ—৩৭ সংখ্যক শ্লোক। ইহার অন্বয়-মূল-ব্যাখ্যা—নিম্নে প্রদত্ত হইল। উক্ত নাটকে ও পদকল্পতরুতে "কলয়তি নয়ন" ইতি পদে এ গীতের আরম্ভ। ব্যাখ্যা যথা—রাধা. কেলী-বিপিনং প্রবিসতি। কিম্ভূতা? প্রতিপদেত্যাদি। পুনঃ কিম্ভূতা? মৃদু-মারুত-চলিতং পঙ্কজমিব—দিশি-দিশি-বলিতং-নয়নং কলয়তি; মৃদু-মন্থর-পাদং—স্তন-নিতম্ব ভারেন ইতি শেষঃ—বিনিদধাতি-বিন্যস্যতি সতি। কুঞ্জর-গতি অনু,—গজগতৌ—বাদং কলঙ্কং রচয়তি—

(৭) শ্রীরাধাহ (বাসক-সজ্জা),—কল্যাণি।

কুসুমাবলীভি রূপস্কৃতল্পং,
মাল্যক্রামল, মণিসর-কল্পং।
প্রিয়সখি! কেলী-পরিচ্ছদ-পুঞ্জং,
উপকল্পয়-সত্বর মধিকুঞ্জং॥ ধ্রু॥

মণি-সম্পুট মুপনয় তাম্বুলং,
শয়নাঞ্চলমপি—পীত-দুকূলং।
বিদ্ধি সমাগত মপ্রতিবন্ধং,
মাধবমাশু—সনাতন-সন্ধং।

করোতি। (অত্র বাতি বেকালঙ্কার জ্ঞেয়) রামানন্দ রায় কবি গদিতং—কথিতং—ইদং গীতং, রুদ গভাদীপস্তু মোদ মানন্দ জনয়তু—প্রাদুভাবয়তু।

(৭) প্রাণকান্তের সুনিশ্চিত-আগমনাকাঙ্ক্ষায়-সমুল্লসিতা—শ্রীরাধা; সঙ্কেত-কুঞ্জে সমাগতা হইয়া—উচ্ছ্বসিত-সাধে-সখীকে কহিতেছেন যথা—

সখি! শীঘ্র কুসুমাবলীর দ্বারা সুশোভিত কেলী-তল্প (শয্যা) রচনা কর এবং অমল-মণি-মালার ন্যায়—ফুলের মালা গাঁথিয়া, তাহাতে রাখ।

(মণি-মালার ন্যায় ফুলের মালা—রচনা করিতে হইলে স্ফুটনোন্মুখ-কলিকার দ্বারা নির্ম্মাণের প্রয়োজন। এ সাধের উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে—রসিক শেখর-নাগরেন্দ্রের শ্রীঅঙ্গে প্রদত্ত হওয়ার পরে—মালার-পুষ্প-কলিকাগুলি স্বতঃ প্রস্ফুটিত হইয়া নবীন-সৌরভ উদ্গীরণ করতঃ কলাগুরু-কান্তের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে)।

আর—সত্বর হইয়া, প্রচুর-পরিমাণে বিলাসের উপকরণ (কেলী-পরিচ্ছদ) অর্থাৎ—চন্দন, তাম্বুল, পুষ্পকন্দুক, মধু-চসক মোদকাদি—কুঞ্জের অভ্যন্তরে রাখ।

তাম্বুল-বীটিকাগুলি, মণি-সম্পুটে—রক্ষা কর (মণি-নির্ম্মিত কৌটাতে তাম্বুল রাখার উদ্দেশ্য বোধ হয় এই—উভয়ের, রসাবিষ্ট-রূপের-প্রতিবিম্ব মণি সম্পুটে একত্রে প্রতিবিম্বিত হইলে, রসানন্দ—রঙ্গ-কৌতুকাদি-বিবর্দ্ধিত হইবে)।

আর শয্যা-প্রান্তে একখানি পীত-বসন রাখিয়া দাও। (পীত-বসন রাখার উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে, নবীন মালা বসনাদি দ্বারা প্রাণকান্তকে, আপন হাতে, মনের সাধে সাজাইবেন)।

(৮) ধানসি।

অঙ্গনে আওব, যব, রসিয়া,
পালটি চলব হাম, ঈষত-হসিয়া।
আবেশে, আচর পিয়-ধরবে,
যাওব হাম, যতন বহু করবে।

কাচুয়া-ধরব যব, হঠিয়া,
করে কর বারব কুটিল আঁধ-দিঠিয়া।
রভস—মাঙ্গব পিয়, যবহি,
মুখ, মোড়ি, বিহসি-বলব, নহি-তবহি।

সখি! জানতে সনাতন-সন্ধ অর্থাৎ—অটল-প্রতিজ্ঞা-মাধব, বিঘ্ন-বাধা-বিজয়ী, অতএব মনে কর—তিনি সমাগত প্রায়। আর বিলম্বের সময় নাই!

এইটি—শ্রীমদ্রূপগোস্বামী-কৃত গীতাবলী-গ্রন্থের ২৬শ সংখ্যক গীত। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ইহার টীকা এইরূপ—উপাঙ্গক—রচয়। অমলো যো মণিসর—স্তবকস্তং—তৎসদৃশং মাল্যং পুষ্প-স্রজং চোপাঙ্গক। মাল্যং চেদং পুষ্প-স্তবক-নির্ম্মিতং ব্যঞ্জিতং। ১।

হে প্রিয়সখি! কেলী-কন্দুক, মধু চষক—মোদক, প্রভৃতি মুপকল্পয় অধি কুঞ্জ মিতি—বিভক্ত্যর্থে—অব্যয়ীভাব. কুঞ্জেষ্বাপয়েত্যর্থ। ব্র।

মণীত্যগূঢ়ার্থঃ। ২। শনৈঃ-শনৈঃরস্তয়ামীতিচেত্তত্রাহঃ—অপ্রাপ্ত বন্ধঃ—বিঘ্ন-শূন্যং-মাধব মাগতমেববিদ্ধি। সনাতনী-নিত্যা, সন্ধা-প্রতিজ্ঞাযস্যতং। পক্ষে—সনাতনে সন্ধা—সাহিত্যা প্রতিজ্ঞা যস্য তমিতি চার্থঃ। ৩।

(৮) বিনোদিনী শ্রীরাধা, আজ মনের সাধে ও হৃদয়ের আহ্লাদে মনে মনে এইরূপ কত যুক্তি,—কত কল্পনা করিতেছেন। যথা,—

রসিকমণি, আজ—কুঞ্জাঙ্গনে আসিবামাত্র—আমি, ঈষৎ-হাস্য করিয়া ফিরিয়া চলিব। তখন তিনি রসাবিষ্ট হইয়া—আমার আঁচলে ধরিবেন। তাহাতেও আমি চলিয়া যাইব। তদ্দৃষ্টে আমাকে রাখিবার নিমিত্ত রসিকেন্দ্র বহু যত্ন করিবেন। তৎপরে আমার কাঁচলীতে হস্তার্পণ করিবেন, তখন আমি আধ-নয়নে কুটিল-দৃগ্ভঙ্গী করিয়া, নিজ করে—তাঁহার কর-বারণ করিব।

আমার করের ও কাঁচলীর স্পর্শে—তাঁহার, বিশেষ-রসভাবের উদয় হইবে এবং কেলী-বিলাসের প্রার্থনা করিবেন। তখন আমি মুখ ফিরাইয়া

(ও রস-লাগল রমণী,
কত কত যুকতি, মনহি অনুমানি)
সহজে পুরুষ গোই ভমরা,
মুখকমল-মধু, পিয়ব হামারা।
তৈখনে, হরব—গেয়ানে।
বিদ্যাপতি কহে, ধনি-তুয়া-ধেয়ানে।

(৯) অথোৎকণ্ঠিতা,—আসাবরী।

কিমু চন্দ্রাবলী বিনয়-গভীরা,
অরুণদমুং রতি-বীর মহীরা ?
অতি-চির সজনি-রজনী রতি কালা
সঙ্কমবিন্দত নহি, বনমালী ॥ ধ্রু ॥

বলিব—'না'! মাধব—কখনও এ নিষেধে নিবারিত হইবেন না। তিনি পুরুষ-ভ্রমরা; অমনি—চীৎকার পূর্ব্বক (ভো করিয়া ?) আমার মুখ-কমলে মধু-পানে প্রবৃত্ত হইবেন; তখন আনন্দাতিশয্যে আমার জ্ঞানলোপ হইবে!

সখীর ভাবাবিষ্ট পদকর্ত্তা কহিতেছেন—রাধে! তোমার ধ্যানটি—ধন্য!! এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে শ্রীরাধার মনের কথা ইনি কি করিয়া বুঝিলেন ? উত্তর—সখীগণের ন্যায় সখীভাবাশ্রিত-ভক্তগণের হৃদয়ে—যুগলের সকল আকাঙ্ক্ষা—সকল মনোভাবই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। (বিশারদের বিদ্যাপতিতে শেষ ছত্রটি এইরূপ—"বিদ্যাপতি কহ ধনী তুয়া জীবনে"। পদামৃত সমুদ্রে, ছত্রের শেষার্দ্ধ—'সফল তুয়া জীবনে')।

আমাদের আদর্শ-হস্তলিপিদ্বয়ে ৬ষ্ঠ পংক্তিটি এইরূপ—"তব তাম্ব বতন নতন নাহ করবে" অর্থাসঙ্গতি হেতু উহা লিপির প্রমাদবোধে আমরা পদামৃত সমুদ্রের সমীচীন-পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। এ গীতের ৩য় ও ৪র্থ পংক্তি, অন্য কোনও গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না এবং অসঙ্গতি-দুষ্ট। প্রক্ষিপ্ত-বোধে আমরা উহা বন্ধনীর অন্তর্ভূক্ত করিয়া দিলাম।

(৯) শ্রীকৃষ্ণের, কুঞ্জাগমনের সম্ভাবিত সময়, অতীত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার আগমনের সম্ভাবনা-সূচক কোনও নিদর্শন না দেখিয়া—উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধা, চিত্ত-সংক্ষোভে আপন মনে ভাবিতেছেন, যথা—এখনও প্রিয়তম

কিমিহ জনে ধৃত, পঙ্ক-বিপাকে,	কিমুত সনাতন-তনু রণঘিষ্টং,
বিস্মৃতি রস্য বভূব, বরাকে ?	রণ মারভত সুরারীভিরিষ্টং।

আসিয়া মিলিলেন না, কারণ কি ? যুদ্ধে বৈমুখ্য—বীরের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। কৃষ্ণ রতি-বীর। তবে কি নিরন্তর-তৎসঙ্গ-লোলুপা, অধীরা, অতি-প্রগল্‌ভা, নীতি-বিহীনা চন্দ্রাবলী—তাঁহাকে পথে পাইয়া রতি-রণার্থ রুদ্ধ করিল ?

প্রগাঢ়-তমসাবৃতা রজনী, বহুক্ষণ যাবৎ সমাগতা! তথাপি আমার বনমালী—নিজ-বক্ষস্থ-বন-মালার সহিত—আমার প্রাণকে—আনন্দ-তরঙ্গে নাচাইতে নাচাইতে এখনও আসিয়া মিলিত হইলেন না। হায়! আমার এ দুঃখ কে বুঝিবে ?

অথবা—বোধ হয় আমার কোনও পাপের-বিপাক-দশা উপস্থিত হইয়াছে। তাহাতেই প্রাণ-প্রিয়তম, এ-বরাকীকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন!!—না, তাহা অসম্ভব! আমি, সে-নারী-মনোহারী-রসিক-শেখরের, যোগ্যা বা শোভনীয়া না হইলেও আমার প্রাণ মন ত তদর্পিত! এ হেন প্রেমময় নায়ক, প্রেম-ভিখারিণীকে কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন না! বোধ হয়—সনাতন-তনু (কানু) কোনও অসুরের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; যেহেতু যুদ্ধ সর্ব্বাবস্থাতেই বীরের বাঞ্ছনীয় হয়। (বরাকী—তুচ্ছা)।

এটি শ্রীমদ্রূপ গোস্বামি-কৃত গীতাবলীর ২৭তি সংখ্যক, গীতি। শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ইহার টীকা এইরূপ—অনয়গভীরাতিপ্রগল্‌ভা ॥ ১ ॥ রজনী—নিশা, আতচিরমতিকালা—অতিশ্যামাহজনি—জাতাভূৎ। তথাপি বনমালী মে সঙ্গং হি যতো নাবিন্দত ॥ ধ্রু ॥ হেত্বন্তরং চিন্তয়তি।, ইহ—মল্লক্ষণে অস্য বনমালিনঃ কিং বিস্মৃতি বভূব ? বিস্মৃতৌ হেতুং দর্শয়ন্ বিশিনষ্টি। কিদৃশেস্মিন্ জনে ? ধৃতঃ পঙ্কস্য—পাপস্য বিপাকঃ ফলং যেন তস্মিন্ (পঙ্কো স্ত্রী কর্দ্দমে পাপে—ইতি বিশ্ব-লোচনকারঃ) অতো বরাকে তুচ্ছে ॥ ২ ॥ ময়ি-প্রীতিমানসৌ যুবতি রত্নং প্রেমবতীং মাং কথং বিস্মরেদিতি—হেত্বন্তরং চিন্তয়তি। সনাতন-তনু সো বনমালী সুরারিভি

(১০) গান্ধার।

দেখ সখি! অটমী-কো রাতি,
আধ-রজনী, বহি-যাতি!
দশ-দিশ-অরুণিম, ভেল,
আধ-চান্দ-উই গেল!
অবহরি না মিলল রে!
বিহি, মোরে বঞ্চলরে,
কাহে বনায়নু বেশ!
বিঘটন-কানু কো সন্দেশ!!
কাহু কো, নহ-ইহ-গারি,
ধনী যনি হয়ে কুলনারী।
কৈছনে ধরব পরাণ!
কো এত সহে-ফুল-বাণ!!
গোবিন্দ দাস যব, জান
অবহি মিলাওব কাণ!

দানবৈঃ সহ, অপধিষ্ঠঃ—মহান্ত রণঃ কিম্বুতারভত। রণঃ কীদৃশঃ? তস্যাপি বীরশ্রেষ্ঠৈঃ বাঞ্ছনীয়মিতি। সনাতনস্য প্রেষ্ঠা তস্য যস্য-স, ইতি চাথ, পক্ষে ॥ ৩ ॥

(১০) ক্রমে, উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। ভগ্ন হৃদয়া-রাধা, সখীকে কহিতেছেন। যথা—

সখি! আজ কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রি। নিশ্চয়ই অর্দ্ধ-রজনী গত হইয়াছে। কারণ—দশদিক অরুণিত করিয়া রজনীপতি—অর্দ্ধ-উদিত। (কিম্বা অষ্টমীর অর্দ্ধচন্দ্র উদিত হইয়াছে)।

হায়রে! এখনও হরির সাক্ষাৎ-লাভ হইল না!! আজ, বিধাতা আমাকে বঞ্চিত করিল দেখিতেছি! সখিরে! এত যত্ন করিয়া—অঙ্গের এই—বেশ, কেন রচনা করিলাম? আমার অদৃষ্ট-দোষে কি—আজ কানুর ন্যায় সত্য-ব্রত প্রেমিকের সঙ্কেত-সম্বাদও বৃথা হইল?

বুঝিলাম "কোনও ধনীই যেন কুল-বধূ না হয়" এ কথা কাহারও সম্বন্ধেই গালি নহে। উহা বড় মর্ম-বেদনাময় উক্তি।

(১১) কামোদ।

কানুকোসঙ্কেশে, বেশ-ধনি-আওল, সঙ্কেত-কেলী-নিকুঞ্জে,
মাধবী-পরিমলে-ভরি, তনু-জারল, ঝুকরই-মধুকর-পুঞ্জে।

সখি! এখন কি করিয়া প্রাণ ধারণ করিব? কন্দর্পের এত প্রতাপ কি করিয়া সহিব?

সম্বোধিতা-সখীর ভাবাবিষ্ট—গীতকর্তা-গোবিন্দ দাস উত্তর দিতেছেন যখন তোমার "এমন-মনোবেদনা" জানিলাম—এখনি কানুকে আনিয়া মিলাইতেছি। পদামৃত সমুদ্রে—শেষ ছত্রটী এইরূপ—"তবজানি মিলব কান"।

(১১) এক্ষণে—উৎকণ্ঠা, আশঙ্কা ও আক্ষেপের সহিত প্রণয়-কোপও সম্মিলিত হইল। প্রেমময়ীর মনে হইল—এসব বিড়ম্বনা সেই দারুণ-কান্তের স্বেচ্ছাকৃত? অতএব আবার সখীকে বলিতেছেন—

সখি! তাহারই সঙ্কেত সংবাদ পাইয়া এই যন্ত্রণা-দায়ক বেশ রচনা করিয়াছি এবং এই—মাধবীর কেলী-কুঞ্জে—আসিয়াছি! এখন, শঠের কথায় আস্থা-স্থাপনের ফল ফলিতেছে! মাধবী কুসুমের পরিমলে ভরিয়া জর্জ্জরিত এবং মধুকর-নিকরের গুঞ্জনে জ্বালাতন হইতেছি।

সখি! আজ দারুণ কাণ, আসিয়া মিলিল না; তথাপি আমার পোড়া প্রাণ বাহির হইতেছে না! সকল বিড়ম্বনার নিদান—নিদারুণ প্রেম, আমার নিলাজ-চিত্তকে, অবরোধ করিয়া রাখায়—মৃত্যুও ঘটিতেছে না!!

হায়! প্রথমানুরাগের সময়ে—কানুর প্রেম-মাখা মধুর-বচনামৃতে-সিক্ত হইয়া—আমার সরল হৃদয়খানি—গলিয়া গিয়াছিল! তাহাতেই তাহার নিকটে দেহ, মন, এমন কি পরিজনের গৌরব পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছিলাম!

শুন সজনি! আজু না মিলল দারুণ কান,
নিলাজ-চিত, পীরিতি অনু রোধত, তে নাহি যাত পরাণ॥ ধ্রু॥
কানুকো বচন—আমিয়া রস সেচনে, বেচনু তনু মন জাতি,
নিজ কুল দূষণ, ভূষণ করি মানলু, তে-ভেল-ঐছন সাথি!
হিমকর কিরণ গমন অব রোধল, *মন্দির চলত সন্দেহ,
গোবিন্দ দাস, † কহই, শুন সুন্দরি! কানু কো ঐছন লেহ।

যাহা কুলবতীর নিজের ও শ্বশুরকুলের—সম্মানের ও ধর্ম্মের বিনাশক ব্যবহার, তাহাই ভূষণরূপে আচরণ করিয়াছিলাম!! সখি! সেই নিমিত্তই আমার, এমন শোচনীয় শাস্তি হইল!! (ঐছন—এইরূপ। সাথি—সাস্তি))

এখন দেখিতেছি—নির্ব্বিঘ্নে, গৃহে যাইতে পারিব কি না তাহাতেও সন্দেহ! কারণ তামসী-নিশির যোগ্য বেশে, অভিসারে আসিয়াছিলাম। অধুনা—জ্যোৎস্নায় জগৎ আলোকিত! কাজেই গমনের অবরোধ ঘটিয়া উঠিয়াছে।

সম্বোধিতা সখীর ভাবাবিষ্ট—গীতকর্ত্তা উত্তর দিতেছেন—সখি! কানুর স্নেহের অর্থাৎ প্রীতির প্রকৃতিই এইরূপ (ঐছন—এইরূপ। নেহ—স্নেহ)। প্রীতির চরম পরিণতি প্রদানের পর, সম্মিলনানন্দের অবধি, প্রদান করেন! অতএব ধৈর্য্য ধরিয়া কিছুক্ষণ—অপেক্ষা কর। আমি এখনি সংবাদ লইয়া আসিতেছি এই বলিয়া সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে চলিলেন।

পদামৃত সমুদ্রের সহিত স্থানে স্থানে পাঠের অনৈক্য আছে যথা—* কি ফল চলবচ গেহ। † যাই সতি জানউ—কানুক উজ্জ্বল নব লেহ? পদকল্পতরুতেও ঐ সকল পাঠই বর্ণাশুদ্ধির সহিত বর্ত্তমান!

(১২) বরাড়ি।

পশ্যতি, দিশি-দিশি রহসি ভবন্তং	নাথ হরে !
ত্বদধর-মধুর-মধুনি, পীবন্তং। ১।	সীদতি রাধা, বাস-গেহে ॥ ধ্রু ॥

(১২) শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া সখী, এইরূপে শ্রীরাধার বিরহ দুঃখ বলিতে লাগিলেন। যথা—প্রিয় সখী রাধা, তাহার অধর-পানে সুনিপুণ—তোমাকে, কুঞ্জে না দেখিয়া তন্ময়চিত্তে সকল দিকে কেবল তোমার কল্পিত-মূর্ত্তি-দর্শন করিতেছে!

(শ্রীকৃষ্ণই, রাধার সুখ দুঃখ, আর্ত্তি-আনন্দাদির কর্ত্তা—এই ভাবোদ্রেকার্থ 'নাথ' শব্দ প্রয়োগ করিয়া এবং তিনিই রাধার—প্রাণ, মন, লজ্জা, ধৈর্য্যাদির হরণকারী—এই ভাব উদ্দীপনের নিমিত্ত 'হরি' শব্দ ব্যবহার করিয়া) সখী আরও কহিলেন—নাথ হরে! তোমার রাধা লতাগৃহে—অতি আকুলিতা হইয়া অবস্থান করিতেছে!

প্রিয় সখী, তোমার নিকটে অভিসারিণী হইয়া আসিবার উৎসাহে—দুর্ব্বল দেহে, যেমন কয়েকপদ অগ্রসর হইতেছে—অমনি, দেহভার বহনে অসমর্থ হেতু ভূতলে পড়িয়া যাইতেছে!!

এরূপ দুঃসহ বিকারে প্রাণরক্ষা অসম্ভব। সুন্দর মৃণাল (বিশদ-বিশ) ও নব পল্লবের দ্বারা সুনির্ম্মিত বলয়, পরিধান পূর্ব্বক—তোমার মৃণাল-ভুজের বেষ্টনাবেশেও কর-কিসলয়ের—সুখস্পর্শানুভবে, এ যাবৎ জীবিতা আছে। তোমার রতি-কলারসে এইরূপ আবিষ্ট না হইলে, জানিনা আজ কি বিপদ ঘটিত!!

তন্ময়তার আতিশয্যে উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়া কখনও ভাবিতেছে—"আমিই কৃষ্ণ" এবং এইরূপ ভাবাবেশে—বর্হাগুঞ্জাদি দ্বারা তোমার বেশানুরূপ নিজ বেশ রচনা করতঃ—বারংবার তাহা অবলোকন করিতেছে!

কিয়ৎক্ষণপরে সে আবেশের অবসান হইতেছে, আর শোকাকুল কণ্ঠে—কাতর বচনে, পুনঃ পুনঃ সখীগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—সখি! আমার ধৈর্য্যহারী-হরি লজ্জাপহারী—হইয়া আজ অভিসারে সত্বর হইতেছেন না কেন?

ত্বদভি সরন-রভসেন-বলন্তি।
পতিত পদানি-কিয়ন্তি চলন্তি ॥ ৩ ॥
স্বরিত মুপৈতি ন কথ মভি সারং ?
হরি রিতি বদতি, সখী মনু বারং। ৬।
শ্লিষ্যতি, চুম্বতি, জল ধর-কল্পং
"হরি রূপ গত" ইতি-তিমিরমনল্পং। ৭।
বিহিত বিশদ-বিস-কিসলয়-বলয়া,
জীবতি, পরমিহ-তব-রতি-কলয়া ॥ ৪ ॥

আবার অত্যাবেশ বশতঃ মেঘবৎ-ঘন-অন্ধকার-পুঞ্জ-দর্শনে, তোমার আগমন মনে করিয়া পাগলিনীর ন্যায়—সেই তিমির-নিচয়কে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতেছে!

তৎপরেই—বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে, আর তোমার অনাগমন-ব্যাকুলা-বাসক-সজ্জা-প্রিয়সখী, বিগত-লজ্জ হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে!!

শ্রীজয়দেব কবির বিরচিত এই পদাবলী—রসিকভক্তগণের পরমানন্দ বিস্তার করুক। অর্থাৎ সখীর অবার্থ-দৌত্য-চাতুরীর কৌশলময় বচনে, ভাবলিপ্সা-ময় ভক্তগণের আনন্দ সম্বর্দ্ধিত হউক।

এ গীতিটি গীতগোবিন্দের ৬ষ্ঠ সর্গের প্রথম (ক্রমিক ১২ নম্বরের) গান। স্বনাম-ধন্য চৈতন্যদাস পূজারী গোস্বামীর কৃত ইহার টীকা এইরূপ—হে নাথ! হে হরে! বাসগৃহে রাধাসীদতি—প্রতিক্ষণং আকুলা ভবতি। (ত্বয্যনুরক্ততয়া সন্তাপ এবানুভূত স্তবেতি নাথশব্দঃ ত্বয়া তস্যা লজ্জাধৈর্য্যাদিক হরণাৎ হরিশব্দোঽপি নির্দ্দিষ্টঃ) ॥ ধ্রু ॥ তৎপ্রকারমাহ—দিশিদিশি রহসি সা ভবন্তমেব পশ্যতি—ত্বন্ময়ং জগদভূত্তথাপি ত্বং, মনসাপি, তাং ন স্মরসীতি সন্তাপকত্বমেবেত্যর্থঃ। কীদৃশং? তস্যা অধরস্য মধুরং মধু তৎপিবন্তং। ত্বদধরেতি পাঠে—স্বচ্ছন্দোঽন্যার্থঃ অন্যা মধুর মধুনি-পিবন্তমিত্যর্থঃ অনেনাপি—হর্ষোৎপাদকতয়া তবৈবার্থঃ ॥ ১ ॥

নম্বেতাদৃশী সা কথং নাগচ্ছতীত্যাহ—ত্বদভিসারোৎসাহেন বলন্তী বলযুক্তা কিয়ন্তি পদানি চলন্তী পততি। আগন্তুমসমর্থেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

নম্বেবং তর্হি কথং জীবতীত্যাহ—সা কেবলং তব-রতি-কলয়া—ত্বৎকর্তৃক রমণাবেশেন জীবতি। কীদৃশী কৃষ্ণ? বিশদানাং—মৃণালানাং পল্লবানাঞ্চ বলয়াঃ কঙ্কণানি যয়া সা ॥ ৪ ॥

মুহু রবলোকিত-মণ্ডণ-লীলা,
"মধু রিপু রহ মিতি" ভাবন-শীলা। ৫।
ত্বরিত মুপৈতি ন কথমভিসারং
হরিরিতি বদতি, সখী মনুবারং ॥ ৬ ॥
শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পং
হরিরূপগত ইতি—তিমির মনল্পং ॥ ৭ ॥
ভবতি বিলম্বিনী, বিগলিত-লজ্জা
বিলপতি, রোদিতি, বাসক সজ্জা! ।৮।
শ্রীজয়দেব কবেরিদ মুদিতং
রসিক জনং তনুতামতি মুদিতং। ৯।

(১৩) গুঞ্জরী।

ঋতু-পতি-রাতি, বিরহ-জ্বরে জাগরি, দূতী উপেখলি-রামা,
প্রিয় সহচরী বলি, মোহে পাঠ ওলি—অতএ আওনু তুয়া ঠামা।

তৎপ্রকারমেবাহ—মুহুর্ব্বারম্বারং--অবলোকিত-মণ্ডণেন—স্বস্মিন্ বর্হ-গুঞ্জাদিভিঃ কৃত ত্বৎসদৃশ-বেশেন তবানুকৃতি-র্যয়া-সা। অতএবাহং—মধুরিপুস্মিতি ভাবন-পরা তন্ময়াত্মক স্ফুর্ত্তেরর্থঃ। প্রিয়স্যানুকৃতিলীলেতি চ নাট্যালোচনং ॥ ৫ ॥

পুনঃ স্ফুর্ত্ত্যপগমে ত্বত্ত আত্মানং পৃথগুক্ত্বা দ্রুতমভিসারং হরি—কথং নোপৈতীত্যনুবারং সখীং—মাং বদতি ॥ ৬ ॥

পুনশ্চ অত্যাবেশেন ত্বয়ি চ স্ফুরতি সতি—"শ্রীকৃষ্ণ আগত" ইতি কৃত্বা, মেঘতুল্যং প্রচুরমন্ধকারং—শ্লিষ্যতি, চুম্বতি চ ॥ ৭ ॥

পুনস্তদপগমে—ত্বয়ি বিলম্বিনীসতি—বিগত-লজ্জা-সতি—বিলপতি, রোদিতি চ। কিদৃশী? বাসক সজ্জাবস্থাং প্রাপ্তা। ৮।

শ্রীজয়দেব কবেরিদমুদিতং—শৃঙ্গার-রস-ভাবিতান্তঃকরণং অতিশয়েন মুদিতং করোতু। অনেন শৃঙ্গার-রসাবিষ্ট-ভক্তৈ রিদ মাস্বাদনীয় মিত্যর্থ। ৯।

(১৩) এই সখী—কান্তাগণের অন্যতমা। নির্জ্জন স্থানে ইনি, নাগরেন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলে, রতি-বীর-নাগর—ইহার প্রতি সাভিলাষ-দৃষ্টি ও তদ্রূচিত চেষ্টা প্রকাশ করায়—সখী কহিতেছেন—

"মাধব! আমি প্রিয় সখী রাধার দূতী হইয়া, তোমার নিকট আসিয়াছি। আমার প্রিয় সখী, বিরহিণীগণের দুঃসহ এই মধুময়ী-যামিনীটি তোমার বিরহে

শুন মাধব ! করযোড়ি কহিছোঁ-মো-তোয়।
মন মথ-রঙ্গে, তরঙ্গিত-লোচনে, তুহু * না হেরবি মোয়,
দূরকর আলস, আনছি † লালস, চাতুরি-বচন-বিভঙ্গ।
বরু হাম জীবন—তোহে নিরমঞ্ছব, তবহু না সপব অঙ্গ !
যাহে শিরসপি, কোর-পর-শুতিয়ে, সো-যদি করু বিপরিতে,
পীরিতিকো-পন্থ ‡ ঐছে তব মিটব, গোবিন্দ দাস চিতে ভীতে।

জাগিয়া কাটাইতেছে ! (ঋতুপতি—বসন্ত। 'বসন্ত-নিশি' শব্দের সার্ব্বকালিক প্রয়োগস্থলে—"বসন্তের ন্যায় মধুময়ী" অর্থ বুঝিতে হইবে। (বাস্তবপক্ষেও প্রয়োজনানুসারে সকল ঋতুতেই বৃন্দাবনে বসন্তের প্রকাশ হয়)। দূতীর প্রদত্ত, তোমার সঙ্কেত সংবাদ—বিফল হওয়ায়, চির-বিশ্বাসিনী-দূতীগণকে উপেক্ষা করিয়া —প্রিয় সহচরী জ্ঞানে বিশ্বাসপূর্ব্বক সে আমাকে পাঠাইয়াছে ! অতএব আমি করযোড় করিয়া বলিতেছি, এখন তুমি আমার পানে এরূপ মন্মথ-রঙ্গ-তরঙ্গিত-নয়নে—কুটিল দৃষ্টি করিও না। এখন—অন্যাভিলাসের—আলস্যের—কিম্বা ভঙ্গিময়-বাক্য-বিন্যাসের সময় নহে ! এ সব এখন দূর কর। অবিলম্বে রাধার নিকটে চল।

আমি সুদৃঢ়-বচনে জানাইতেছি—বরং তোমাকে নিম্মঞ্ছন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিব, তথাপি সখীর নিকট বিশ্বাসঘাতিনী হইয়া কদাচ তোমাকে দেহদান করিব না ! (বরু—বরং। সপব—সমর্পণ করিব)।

যাহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া, নিঃশঙ্কে শয়ন করা যায়, সে যদি ঈদৃশ বিপরীত ব্যবহার করে—অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতক হয়, তবে প্রণয়ের পথ ঐরূপেই মিটিবে অর্থাৎ বিলোপ হইয়া যাইবে ! !

পদামৃত সমুদ্রের ভণিতা অন্যরূপ। যথা—পীরিতিকো রীত, কৈছনে মেটব, গোবিন্দদাস রহু চিতে। আরও পাঠান্তর আছে। যথা—* নিমিখ। † অনতহি। ‡ রীত ইত্যাদি। পদকল্পতরুতে বৃথা পাঠান্তর বিস্তর। তন্মধ্যে যম ছন্দের পরিবর্ত্তনই অদ্ভুত,। যথা—"দূর কর লালস, আনহী লালসা" ! !

(১৪) বরাড়ি।

চিরদিনে সো-বিধি, ভেল নিরবাদ,
পূরল, দোহক-মনোভব-সাধ।
আওল মাধব, রতি-সুখ-বাস,
বাঢ়ল রমণী কো-মনহি হুলাস।
সো-তনু-পরিমলে, ভরল, দিগন্ত,
অনুভবি-মুরছি পড়ল, রতিকান্ত।
কহে হরি বল্লভ, কুমুদিনী-ইন্দু,
উছলল, সখীগণ আনন্দ-সিন্ধু।

(১৫) ভূপালী।

অবনত-বয়নী, না কহে কছু বাণী,
পরশিতে তরসি ঠেলই পিয়-পাণি।
সুচতুর নাহ-করয়ে অনুরোধ,
অভিমানী রাই না মানয়ে বোধ।

---

(১৪) সখীর কথাটি—শ্রীকৃষ্ণের রাধা-প্রেমার্দ্র হৃদয়ে—বাজিল! অনুতপ্ত চিত্তে তিনি, তৎক্ষণাৎ—শ্রীরাধার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেলী কুঞ্জে তাঁহার উপস্থিতির প্রভাবেই, রমণী-মণির প্রাণ উল্লসিত হইয়া উঠিল!! মৃগমদ-সংলিপ্ত নীলোৎপলের গর্ব্বহারা-কৃষ্ণাঙ্গ-পরিমলে দিগন্ত পূর্ণ হইয়া গেল। মদন মোহনের সে অঙ্গ-গন্ধানুভবে, রতি-কান্ত কন্দর্প, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল! আর শ্রীরাধাকে ব্রীড়া-প্রদানের শক্তি, তাহার রহিল না।

গীতকর্ত্তা কহিতেছেন—এ দিকে—চন্দ্রোদয়ে জল-নিধির উচ্ছলনের ন্যায়, কুমুদিনী ও ইন্দুর (শ্রীরাধাকৃষ্ণের) একত্রোদয় দর্শনে সখীগণের হৃদয়স্থ আনন্দ সিন্ধু উছলিয়া উঠিল। অর্থান্তর—কুমুদিনীর ইন্দু, (শ্রীরাধার কান্ত) সখী সমূহ-রূপ আনন্দ সমুদ্রকে উচ্ছলিত করিয়া তুলিলেন।

(১৫) বিষাদের—বিদূরণ ও উল্লাসের—আবির্ভাবের সহিত শ্রীরাধার হৃদয়ে—অভিমান ও বামতা, পুনরুত্থিত হইল! তিনি অবনত-বদনে, নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন। (তরসি—এখানে ত্বরান্বিত হইয়া। নাহ—নাথ।)

পীরিতি বচন কছু কহল বিশেষ *
রাই কো হৃদয়ে, দেখল-রসলেশ,
পহিরণ-বাস, ধরল যব হাত,
তব ধনী, দিব-দেওল, নিজ-মাথ।
রস-পরসঙ্গে করয়ে বহু রঙ্গ †
নিজ-পর থাব-নামে দেই ভঙ্গ।
নাহক আদর বহুত বাঢ়ায়,
জ্ঞান দাস কহে—এত না জুড়ায়।

* রসময়-নাগরের বিশেষ প্রীতি বচনগুলি কি এইরূপ?

বদন না কর মলিন-ছাঁদ,
বাদে জিয়াওসি পুনিম-চাঁদ?
অধর-কাঁধুলী মধুর হাস
নীরস নাকর দীঘ নিশ্বাস।
রাই! অবহু তেজহ মান,
চরণে-লাগি-সাধয়ে কান।
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর,
ভাঙ-ভুজঙ্গী-কাহে আগোর?
কি ফল মোহে এতহু রোষ?
জগতে বিদিত দাস কো দোষ।
বচন-অমিয়া-বিন্দু না জায়ে,
মান-কুলাস নশাও কিয়ে।
গোবিন্দ দাস—চিতে আশ,
করয়ে মান,—অভিলাষ।

ভাবার্থ—দেখ, তোমার অধরের ভয়ে পূর্ণচন্দ্র খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে!! (আজ কৃষ্ণাষ্টমী) বৃথা বিবাদে (মানে) বদন মলিন করিয়া তাহাকে পুনর্জীবিত করিতেছ কেন? ইত্যাদি। "তব ধনী দিব দেওল নিজ মাথ"—মাথার দিব্য দিয়া বলিলেন—আমার কাপড়ে হাত দিও না।

তৎপরে, প্রেমময়ীর মন রসাদ্র হইতে লাগিল। মানিনী রস প্রসঙ্গে নানারঙ্গ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু—নাগরের অভিলাষিতের প্রস্তাবে, বিমুখী! (পরথাব—প্রস্তাব)।

† এই রস-প্রসঙ্গের রঙ্গ কি এইরূপ?

তুহু যদি মাধব চাহসি লেহ,
মদন-সাখি করি খত লেখি দেহ,
ছোড়বি কেলী-কদম্ব-বিলাস।
দূর করবি, নিজ গুরুজন-আশ,
গোবিন্দ স্বপনে না হেরবি আন।
হামারি বচনে করবি জলপান,
রজনী দিবস গুণ গাওব মোর,
আন যুবতী কোই, না করবি কোর?
ঐছন কবচ ধরব যব হাত,
তবহু তুয়া সঞে মরম কো বাত।
ভণই বিদ্যাপতি শুন বর-কান,
মান রহুক পুন যাউক পরাণ।

(সাখি—সাক্ষী। জলপান—জল্পনা। আন—অন্য)।

(১৬) ধানসী।

কুচ-পর ধরল-হাত বলী,
কমল গরাসল, কমল-কলি!
বদনে বদন কিয়ে লাগল দ্বন্দ্ব,
কমল পিয়ে কি কমল-মকরন্দ?
অতএ কিঙ্কিণি-করয়ে ফুকার,
রাজা মদন না করয়ে বিচার।
দহ-পরিরম্ভনে-হিয়ে হিয়ে লাগি,
টুটল হার-লাজ ভয় ভাগি!!

শ্রম জল-পূরণ-ভেজ দোহ দেহ,
যনু ঘন-বিজুরী ভিজল নব-নেহ!
"একহু জীবন, একহু পরাণ,
পহিলহি হোয়ত রাধা কান"
এত জানি মন-মথ-ধরল-বিবেক।
আনি করল দুহু-তনু-তনু-এক
কহে হরি বল্লভ, আর কি বিচার?
এ দোহ মুরত-রস-অবতার,

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ মধ্যা বর্ণনে অষ্টম ক্ষণদা।

(১৬) এই শ্রেণীর গীতের আক্ষরিক-আস্বাদনী লেখা চলিতে পারে না। প্রথম তৃই ছত্রে—কমল কলির সহিত পয়োধরের এবং হস্ত-তলের সহিত কমলের উৎপ্রেক্ষা।

পঞ্চম ছত্রের ভাবার্থ এই—কি বিপরীত ব্যাপার! প্রস্ফুটিত কমল, কমলের কলিকে গ্রাস করিতেছে! আর—এক কমল অন্য কমলের মধুপান করিতেছে এই বলিয়া যেন কিঙ্কিণী-চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু মদন রাজার সকল রীতিই অদ্ভুত! রাজা ইহার বিচার করিতেছেন না!!

লাজ ভয়-ভাগি—লজ্জা ভয়ে পলাইয়া গেল।

পূরণ—পূর্ণ। নেহ—স্নেহ, বা প্রণয়-রস। মেঘের জলে জগৎ ভিজে, কেবল দামিনী ভিজে না; কিন্তু দেখ অদ্ভুত-নবীন প্রেমরসে—আজ, মেঘ এবং দামিনী উভয়ে ভিজিয়া গিয়াছে।

"রাধাশ্যামের হৃদয় ও প্রাণ যখন চিরদিন অভিন্ন, তখন ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন দেহ থাকা উচিত হয় না" এইরূপ বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া যেন মন্মথ আজ দুজনের অঙ্গে অঙ্গে মিলাইয়া এক করিয়া দিয়াছে!

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ নবম ক্ষণদা,—কৃষ্ণা নবমী।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য,—বালা।

শ্যামর-গৌর-বরণ, এক দেহ,
পামর-জন, ইথে—করয়ে সন্দেহ।

সৌরভে-আগোর-মুরতি রসসার,
পাকল-ভেল যৈছে ফল-সহকার,

. . . .

(১) "শ্যামল-বরণ এবং গৌর-বরণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু—এক তত্ত্ব।" এ কথাতে—পামরদিগেরই সন্দেহ হয়। তাহাদের জানা উচিত যে, সহকার অর্থাৎ আম্রফল পাকিয়া ভিন্ন-বর্ণ হইলেও যেমন ভিন্ন-বস্তু হয় না, সেইরূপ সৌরভাবৃত-মধুর-রসের মূর্ত্তি এই গৌর-সুন্দর, রসময়-নন্দ-নন্দন হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে। বটে—রস-স্বরূপের এই নিগূঢ়-বিহারের রহস্যটি বেদে অব্যক্ত, কিন্তু তন্নিমিত্ত তত্ত্বে অবিশ্বাস করা সমুচিত নহে। কারণ—ব্রজবিহারীর—নর-লীলা বৈভবের তত্ত্বে যত্তা বেদ-বক্তা—স্বয়ং ব্রহ্মার নিজ মুখেই স্বীকৃত ; যথা—শ্রীচরিতামৃতে (ভাগবতীয় শ্লোকের পদ্যানুবাদ)। "তোমার যে লীলা—মহা-অমৃতের-সিন্ধু, মোর—বাঙ্মনোগোচর নহে তার এক বিন্দু" অতএব সেই লীলা-বিবর্ত্তের-চরম-পরিণতিরূপ—শ্রীগৌর-লীলার তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য, বেদে সুব্যক্ত থাকার আশা, কি করিয়া করা যাইতে পারে ? সুতরাং বেদে সুব্যক্ত নাই বলিয়া—শ্রীগৌরলীলায় যাহারা অবিশ্বাস বা সন্দেহ করেন, তাহাদিগকে 'পামর' বলাতে তাহাদের রাগ করা উচিত নহে।

"গৌরহরি-হরিনামের কিরূপ ব্যাখ্যা প্রকট করিলেন ?"—এ কথাটি আস্বাদনীয়। "হরে র্নাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" এই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটির বিশদার্থ-ব্যাখ্যা করিয়া—শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতের জীবগণকে বুঝাইয়া দিয়াছেন—কলিযুগে হরিনাম ব্যতীত, জীবের গতি নাই। 'নাস্ত্যেব' শব্দটা তিনবার ব্যবহারের উদ্দেশ্য এই যে—ইহা

গোপ-জনম পুন দ্বিজ-অবতার, প্রকট করল—হরি-নাম-বাখান,
নিগম না পাওই নিগূঢ়-বিহার। নারী-পুরুখ-মুখে, না শুনিয়ে আন।

সুনিশ্চিত সত্য—অতর্কিত সিদ্ধান্ত—নিশ্চয়, সুনিশ্চয়—হরিনাম ব্যতীত জীবের গতি নাই।

হরিনাম বলিলে সাধারণতঃ—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে"—এই ষোলটি নাম বুঝায়। এরূপে নাম গ্রহণে—কৃষ্ণ-নামের—চতুরাবৃত্তিতে—ধীর-ললিতাদি চতুর্ব্বিধ-নায়ক-রূপ শ্রীকৃষ্ণের, এবং 'হরে' এই নামের—অষ্টাবৃত্তিতে—অভিসারিকাদি অষ্টবিধ-নায়িকা-রূপিণী শ্রীরাধার এবং 'রাম'—এই নামের চারিবার আবৃত্তি দ্বারা শ্রীশ্রীরাধামাধবের—সংক্ষিপ্ত-সম্পূর্ণাদি চতুর্ব্বিধ বিলাসের—স্মরণ, কীর্ত্তন ও উদ্দীপন হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাতে সর্ব্বশক্তি বর্ত্তমান।

হরিনামের-মাহাত্ম্য ও গ্রহণ-পদ্ধতি-সম্বন্ধে শ্রীগৌরাঙ্গ-সুধাকর, শ্রীমুখে বা ভক্তমুখে—আরও যে সকল আদেশ-উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাকেও হরিনামের বাখান বলা যাইতে পারে। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল দেশ নিয়ম নাই, সর্ব্ব সিদ্ধি হয়"। "অনুসঙ্গ-ফল নামের, মুক্তি-পাপ-নাশ"। "নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম-উপজয়"। "সর্ব্ব-শক্তি দিল নামে করিয়া বিভাগ" ইত্যাদি।

তদ্ভিন্ন শ্রীশিক্ষাষ্টকের এই শ্লোকটিও আস্বাদনীয়। যথা—

"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদানে, কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ"। ইহার তাৎপর্য্য—এই যে, তৃণ যেমন সকলের চরণ মাথায় লইয়া যাহাকে তাহাকে চলিয়া যাইতে দেয়, যিনি তাহা হইতেও সুনীচ হইতে পারেন—অর্থাৎ যিনি প্রাণীর পদোত্তলনের পরে তৃণের ন্যায়—শিরোত্তলন না করিয়া এবং বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া শত্রু মিত্র সকলের উপকার সাধন করিয়া—প্রয়োজন সত্ত্বেও অযাচক হইয়া এবং নানাবিধ গুণ-গৌরবে বিভূষিত হইয়াও নিরভিমান অথচ অপরের প্রতি মানদ হইয়া—অনুরাগের সহিত নাম লইতে পারেন, অবশ্যই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রেম জন্মে। (অন্যথা বহু বিলম্বে—হয় ত বা জন্মান্তরে ফল-লাভ)।

[illegible]

পূরবে, গোবর্দ্ধন—ধয়ল, অনুজ যায়, জগ-জনে বলে, বলরাম,
এবে সে, চৈতন্য-সঙ্গে, আইল কীর্ত্তন-রঙ্গে, আনন্দে—নিত্যানন্দ নাম।

শ্রীভক্তগণ কহিতেছেন—আমার গৌরহরির কৃত, হরিনামের ব্যাপার ও নামমাহাত্ম্য-বিরুদ্ধে, নারী-পুরুষ কাহারও মুখে আন অর্থাৎ অন্যথা—ব্যাখ্যা শুনিতে পাই না, এবং সকলের মুখেই হরিনামের প্রশংসা শুনিতেছি। ঈশ্বর-শক্তি-ব্যতীত কখনও এমন হইতে পারে? শুধু এই প্রভাবটিতে মন লাগাইতে পারিলেই আর—আগম নিগম খুঁজিয়া গৌরহরির ভগবত্ত্ব অন্বেষণ করিতে হয় না।

গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে ভণিতা এইরূপ—"করি গৌর চরণ-কমল-মধুপান, সরস-সঙ্গীত মাধবীদাস ভণ"। পদকল্পতরুর ভণিতা অন্যরূপ। যথা—"শ্রীরঘুনন্দন চরণ করি সার, কহ কবিশেখর গতি নাহি আর"। এই ভণিতাটিই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন বলিয়া মনে লাগে।

(২) শ্রীভগবানের করুণা ব্যতীত তাঁহাকে চিনা যায় না। গৌরবে ও ঐশ্বর্য্যমদে—মানবের মনকে—পরিচয়ের স্থল হইতে বহু দূরে সরাইয়া রাখে। তাহার সাক্ষী, ঐশ্বর্য্য মদান্ধ হওয়াতে স্বয়ং দেবরাজই, আপন প্রভু—ব্রজবিহারী-হরিকে চিনিতে অপারগ হন এবং যজ্ঞ-ভঙ্গ-জনিত-কোপে সপ্ত দিবা রাত্রি অবিশ্রান্ত বর্ষণ দ্বারা ব্রজভূমি বিধ্বংসের চেষ্টা করেন।

এই ঘটনাটি এস্থানে উল্লেখের কারণ এই যে,—ঐ সময়ে, বাম করে গোবর্দ্ধন ধারণের দ্বারা—সমস্ত আনন্দোৎসবের সহিত—অবহেলে ব্রজ-জনের-রক্ষা-

পরম-উদার, করুণাময়-বিগ্রহ, ভুবন-মঙ্গল-গুণধাম,

কারী-শ্রীকৃষ্ণের—ঈশ্বরত্বে, সকল সম্প্রদায়ীজনগণই দৃঢ় বিশ্বাসবান্, অতএব গীত-কর্ত্তার প্রদর্শিত এই পরিচয়টি সকলেই মহিমানুভূতির সহিত বুঝিতে পারিবেন যে—যিনি এই গোবর্দ্ধন-ধারী-হরির-দাদা; যিনি বলরাম নামে জগৎ-প্রসিদ্ধ, তিনিই, সংকীর্ত্তন-রঙ্গে জড়-জগতের চৈতন্য-সম্পাদনার্থ,—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সহিত,—শ্রীনিত্যানন্দ নাম ধারণ করিয়া, আনন্দে অবতীর্ণ হইয়াছেন!

ব্রজ-লীলার ন্যায়—নবদ্বীপ লীলাতেও, ইঁহার ভাব ব্যবহার পরম দুজ্ঞেয় বটে! কিন্তু জ্ঞান-গর্ব্ব-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, অবাহিত-চিত্তে, নিতাইয়ের গুণে ও নিম্নলিখিত লীলাগুলিতে ডুবিলে, আর—কুতর্কের-কণ্টক-চর্ব্বণের প্রয়োজন হইবে না! স্বতঃই—শ্রীনিত্যানন্দের-স্বরূপ-উপলব্ধি ও তৎ-কৃপালাভ ঘটিবে।

(১) আমার নিতাই "পরমোদার"—অদোষ-দর্শী।

(২) করুণাময়বিগ্রহ'—দয়া ব্যতীত জানেন না! প্রহারিত হইয়াও প্রহারকারীকে—করুণা করেন!!

(৩) তিনি "ভুবন-মঙ্গল-গুণ-ধাম" অর্থাৎ (ক) পাপী পাষণ্ড প্রভৃতি কাহাকেও বিনষ্ট করেন না, পাপ-মতি-বিনাশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকেই ভূতলে—"সর্ব্বোত্তম" করিয়া তুলেন! (খ) দর্শনে—বচনে—গানে নৃত্যে-হাস্যে-কৌতুকে—প্রীতি ব্যবহারেই, জগতের-অমঙ্গল-ধ্বংস এবং মঙ্গলবিধান করিতেছেন!!!

(৪) তাঁহার এমান অপরিমিত-গৌর-প্রীতি, যে গৌর-সুন্দরের, প্রেম-করুণার অবাধ-বিতরণ-লীলাদর্শনোল্লাসে—আনন্দ-তরঙ্গে, ঘন-ঘন—নিজ-তনুর স্ফীততা-সঙ্কোচতা-হেতু, তাঁহার কটি-তট হইতে পরিধেয় বসন, শিথিল হইয়া পড়িয়া যাইতেছে! আনন্দোন্মাদে তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই!!

(৫) "অবতার-অতি-অনুপাম" এ কথার সংক্ষিপ্ত-সার অর্থ বোধ হয় এই যে সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পূর্ণ—ভগবানের সমীপস্থ হওয়া, জীবসাধারণের অসাধ্য। অতএব

নাচত গাওত, হরি হরি বোলত, অবিরত—"গৌর গোপাল
হাস প্রকাশ—মিলিত-মধুরাধরে—বোলত, পরম-রসাল।

জীবের উদ্ধারার্থ স্বকীয়-ঐশ্বর্য্য আচ্ছাদন পূর্ব্বক, মায়াধীন মানুষের-আকারে মায়াধীশ শ্রীভগবানের প্রপঞ্চে আগমনরূপ অবতার-লীলার উপমা নাই। আবার সেই অবতার যদি, সর্ব্বপ্রকারে আপনার সমান—একাধিক মূর্ত্তি, এক সময়ে প্রকটন পূর্ব্বক—লীলা-সমাধান করেন, তবে—প্রদীপ হইতে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপান্তরের ন্যায়, সমান-রূপ-গুণ-সম্পন্ন ঐ সমুদয় শ্রীমূর্ত্তিকে—প্রকাশাবতার বলে। শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্র,—পূর্ণতম-ভগবান্—শ্রীগৌর হরির—প্রকাশ স্বরূপ, অতএব তাঁহারই ন্যায় সর্ব্ব প্রকারে—অনুপম অবতার।

দেখ, কেমন সুখময় সাধনে—কিরূপ মধুর আকর্ষণে আমার নিতাইচাঁদ জগৎ-জীববৃন্দকে, প্রেমের রাজ্যে লইতেছেন—অবিরত কেবল নৃত্য গীত ও মধুর-হরিনামের ধ্বনি। আর হাস্য-সুধা-মণ্ডিত-শ্রীমুখে, পরম-রসময় "গৌর গোপাল" বোল। তাহাতেই যাবতীয় জগতের জীবগণ পরমানন্দের সহিত সকল সাধনের চরমফল—প্রেমধন—লাভ করিয়া ধন্য হইতেছে।

যদি কেহ বলেন—নিতাই-ভজনের-পথ-প্রদর্শক-মহাজন কোথায়? ইহার উত্তর স্বরূপেই যেন তুইজনা মহামহিমান্বিত-পার্ষদের নামোল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম,—শ্রীরাম দাস। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ইহার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। যথা—

"রামদাস অভিরাম, সখ্যপ্রেম রাশি, ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ যে তুলিয়া কৈল বাঁশী"

ইনি ব্রজের অভিরাম গোপাল। বত্রিশ জনের-বাহিত-বৃহৎ-কাষ্ঠ, অবলীলা ক্রমে বংশীর ন্যায় ধারণ করিয়া, ইনি—ফুৎকার দ্বারা বংশী-রূপে-পরিণত করেন, অতএব ইহার ন্যায় মহিমান্বিত মহা মহাজন কে? শ্রীনিতাই, ইহার—সর্ব্বস্ব।

দ্বিতীয় শ্রীগৌরী দাস পণ্ডিত। ইহার প্রেম-বশ হইয়া স্বয়ং গৌর নিত্যানন্দ স্ব স্ব শ্রীবিগ্রহের দ্বিত্ব-প্রকটন করিয়া—শ্রীপাট অম্বিকা কালনায় অদ্যা

রাম দাসের পহু, সুন্দর-বিগ্রহ, গৌরীদাস-আন নাহি জানে,
অবিরল-লোক যত, ইহ-রসে-উনমত, জ্ঞানদাস নিতাইর গুণ-গানে।

(৩) দূতীপ্রাহ,—শ্রীগান্ধার।

প্রেম আগুনি, মনহি গন-গনি, * এদিন যামিনী জাগরে
মদন-পঞ্জরে, † কুঞ্জে রোওই, তোহারি রস-কণ লাগিরে।

মূর্ত্তিতে অদ্যাপি আবির্ভূত। শ্রীচরিতামৃতে ইহারও অসাধারণ মহিমা কীর্ত্তিত আছে। যথা—"গৌরীদাস পণ্ডিত—প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি, কৃষ্ণ প্রেম দিতে নিতে ধরে মহা শক্তি"। এই মহা-মহাজনও শ্রীনিতাই ব্যতীত জানিতেন না।

তারপর নিত্যানন্দ-রসের গ্রাহক সংখ্যা দেখাইতেছেন। বলিতেছেন—এই যে, সাত্ত্বিক—গৌরপ্রীতি-প্রদ—নৃত্য, গান, হরিনাম ও গৌরনাম-ময় নিত্যানন্দ-রস—দেখ ইহাতে নিখিল জগতের লোক—মাতোয়ারা হইয়া দুঃখ শোক সন্তাপাদি ভুলিয়া গিয়াছে!! গীতকর্ত্তা জ্ঞানদাস কহিতেছেন,—অধিক কি নিতাইর গুণ-গানের ফলে শুষ্ক-জ্ঞানের দাস, আমিও জ্ঞানহারা!!

(৩) শ্রীকৃষ্ণের দূতী, নিজ মন্দিরস্থা মানিনী শ্রীরাধাকে কহিতেছেন—রাধে! কানুর মনো মধ্যে গন্ গন্ করিয়া প্রেমের-আগুন জ্বলিতেছে! দিবারাত্রি জাগিয়া কাটাইতেছেন!! এই ত দেখিয়া আসিলাম তোমার প্রসন্নতার আকাঙ্ক্ষায় অথাৎ কিঞ্চিৎ রস-কণা লাভের লোভে—কন্দর্পের পিঞ্জর-স্বরূপ নিকুঞ্জে অবিরত রোদন করিতেছেন!

মানিনি! এখন আর মানের কোনও ফল নাই। তুমি নিশ্চয় জান

পদকল্পতরুর পাঠান্তর—* গুণ গুণ। † কুঞ্জর।

কি ফল মানিনি! মান-মানসি? কানু-জানসি তোরিরে,
তুহু, সে-জলধর— অঙ্কে, সোহসি, জ্বলত-দামিনী-গোরীরে!
নওল-কিশলয়— বলয়, মলয়জ—পঙ্ক, পঙ্কজ-পাতরে
শয়ন ছটফটি, লুঠই ভূতলে, তোবিরহ-দহ-দহ-গাতরে!
* জানি পুন পুন উপিয়া-পরিখসি, পূজই পহু পাঁচ-বাণরে
রায় চম্পতি, এরস গাহক, † দাস গোবিন্দ গানরে!

কানু কেবল তোমার—আর কাহারও নয়, আর সচঞ্চলা জ্বলত-দামিনী স্বরূপা তুমিও সেই শ্যাম-জলধরের-কোলেই শোভনীয়া, অন্যত্রে নহে। (শোভা-শব্দ হইতে শোহা। শোহসি—শোভা পাও। জ্বলত—জ্বলন্ত)।

শ্যাম-সুন্দরের, প্রেম-বৈকল্য—কত বলিব? কোমল নব-পল্লব-বলয় (বলয়—সমূহ) চন্দনের পঙ্ক এবং নলিনীর দল-নিচয়ের দ্বারা সুনির্মিত শীতল কেলী-শয্যায় তিনি শুইতে পারিতেছেন না!! ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে ভূমি-লুণ্ঠিত হইতেছেন!! তোমার বিরহ-অগ্নিতে অনবরত তাঁহার গাত্রদাহ হইতেছে!! (দহ—আগুন। দহ—দাহিতেছে। গাত—গাত্র)।

তুমি জানিয়া শুনিয়া, এমন নিজানুগত প্রিয়জনের এরূপে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা কর কেন? আহা! শরাঘাতে নিরুপায় হইয়া কন্দর্পের-প্রভু—কন্দর্পের পূজা অর্থাৎ মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিতেছেন!! এই বলিতে বলিতে গীতকর্ত্তা রায় চম্পতির ভাবাবেশে বাহ্যলোপ হয়, তৎপরে সুবিখ্যাত কবি গোবিন্দদাস—বক্ষ্যমাণ ভণিতাটি লিখিয়া পরে ছন্দ পূর্ণ করিয়াছেন।

পদকল্পতরুর পাঠান্তর—*জানত পুনপন, সোপিয়া পরাখন, সোহ পূজে পাঁচ বাণ। † গাহক—গায়ক।

(৪) শ্রীরাধাহ,—ধানসি।

ধনি তুহু দূতি! ধনি-তুয়া কান?
ধনি ধনি সো-পীরিতি, ধনি পাঁচ-বান!
বিধি মোহে-কতই কুবুধি কিয়ে দেল,
দুহু কুল-দুরযশ-রব, রহিগেল!!
না কহ না কহ-ধনি! কানু পরথাব
ঐছন পীরিতি—দ্বিগুণ দুখ-লাভ!
পহিলে মিলন মধু মাখন-বাণী
গগন কো চাঁদ, হাতে দিল আনি!
সব-অবধারলু—বুঝনু নিদান
কপট পীরিতি কিয়ে রহে পরিণাম?
মনকো মনোরথ—মনে ভেল দূর
যদুনাথ দাস কহে আরতি না পূর!

(৪) মানের আবেশে, শ্রীমতী-রাধা, সখীকে কহিতেছেন। সখি! তুমি ধন্য দূতী; তোমার—কানুও ধন্য! তোমার কানুর প্রেম—ততোধিক ধন্য তোমাদের কন্দর্পও ধন্য!

হায়! বিধাতা আমার কি কুবুদ্ধিই ঘটাইয়াছিল! পিতৃকুল, শ্বশুরকুল আমার—দুই কুলেই কলঙ্ক ধ্বনি রহিয়া গেল!! (দুরযশ—দুর্যশ অর্থাৎ কলঙ্ক) যা'হক্ সখি! বারংবার বলিতেছি আর আমার নিকট কানুর কোনও প্রস্তাব বলিও না (পরথাব—প্রস্তাব) কোথায় প্রেমে, দুঃখ খণ্ডিত হইবে, হায়! এই প্রকার প্রেমে দুঃখ আরোও দ্বিগুণিত হয়!

আহা! প্রথম মিলনের সময়ে তোমার কানুর বচন-বিন্যাস—মধু অপেক্ষাও মিষ্ট—নবনীত হইতেও সুকোমল ছিল! যেন আকাশের চাঁদ আনিয়া হাতে প্রদান করিতেন! হায় হায়! তাহার পরিণাম—এমন নিদারুণ উপেক্ষা!!

উপেক্ষার-কারণও ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে বুঝাইতে হইবে না, আমি সমস্ত বুঝিয়াছি এবং কারণ অবধারণ করিয়াছি। সখি! কপট প্রেম কি কখনও পরিণাম পর্য্যন্ত যথাবৎ থাকে?

আমার সকল সাধ,—মনের সুদূর অভ্যন্তরে চলিয়া গিয়াছে। আর এমন-প্রেমের আকাঙ্ক্ষী নাই। গীতকর্ত্তা যদুনাথ দাস তত্রোপবিষ্টা সখীর ভাবাবেশে কহিতেছেন হায়! আরতি পূর্ণ হইল না

(৫) পুনঃ দূতী প্রাহ,—কেদার।

বিরহ-ব্যাকুল, বকুল-তরু-তলে, পেখলু নন্দ-কুমার রে
নীল-নীরজ-নয়ন-সো সখি ! ঝরই—নীর অপার রে !
পেখ—মলয়জ-পঙ্ক, মৃগ মদ, তামরস, ঘন-সার রে
নিজ-পাণি-পল্লবে, মুদি লোচন ! ধরণী পড়ু বেশ সম্ভার রে
বহয়ে মন্দ, সুগন্ধ-শীতল—মঞ্জু-মলয়-সমীর রে
বঁধু, প্রলয়-কাল কো, প্রবল-পাবক—পরশে দহই শরীর রে !

---

(৫) দূতী পুনরায় শ্রীমতীকে প্রবোধ-প্রদান করিতে লাগিলেন যথা—রাধে! তোমার অবধারণ, একবারে-আকাঙ্ক্ষ কর। আসিবার সময় আমি সে রাজনন্দনের যেরূপ ভীষণ-বিরহ-পীড়া দেখিয়া আসিয়াছি শুনিলে, তোমার সমস্ত বৃথা-সন্দেহ-বিদূরীত হইবে।

বিরহ-ব্যাকুল-রাজনন্দন, বকুল তরুতলে-অবস্থিত হইয়া, বড়ই বেদনা-ভোগ করিতেছেন! তাঁহার সেই নীল-কমল নয়ন হইতে এত অশ্রুপাত হইতেছে যে, তাহার পরিমাণ-বর্ণন-অসম্ভব! চন্দন-পঙ্ক মৃগমদ, লীলা-কমল ও কর্পূর অঙ্গে বিলেপন দূরের কথা—এ সকল বিলাসোপকরণ দেখিয়াই করতলে লোচনাচ্ছাদন পূর্ব্বক কেবল কাঁদিতেছেন!! বেশের উপকরণ সমস্ত ভূপাতিত হইয়া রহিয়াছে। (পদকল্পতরুর পাঠ—"ধরণী-পড়ু অসম্ভার" তাহার অর্থ—দেহ সম্ভালনে অপারগ হইয়া, ভূমি-তলে পড়িয়া রহিয়াছেন) মন্দ মন্দ প্রবাহিত-সুগন্ধ—শীতল—মনোহর, মলয়-পবনে, তাঁহার তাপশান্তি না হইয়া, প্রলয়াগ্নির ন্যায় আরও গাত্র-দাহ বর্দ্ধিত হইতেছে!! (তাম রস—পদ্ম। ঘনসার—কর্পূর) এমন সজোরে—শরীর কাঁপিতেছে (বেপথু—কম্পন) যে, তাহাতে পরিহিত হারের-মুক্তা সমূহ ছিন্ন হইয়া—শয্যা-তলে—নিপতিত হইয়াছে!! দেখিলে বোধ হয়, যেন পবন সঞ্চালিত-অশোক-তরু হইতে বিচ্যুত-কুসুম সমূহ ভূমে পড়িতেছে। (সুমন—পুষ্প। জাল—সমূহ মুঞ্চন—ত্যাগ করা)।

অধিক বেপথু, টুটিপড়ু ক্ষিতি—মসৃণ-মুকুতার মালরে

অনিল-তরল—তমাল-তরু-যনু, মুঞ্চ সুমনস জাল রে!

মান-মণি ত্যজি, সুদতি! চলু, যহি—রায়-রসিক-সুজান রে

সুপদ-শ্রুতি-অতি, সরস দণ্ডক, সুকবি ভণ-কণ্ঠ হার রে!

(৬) সিন্ধুড়া।

সজনি! অনুপম-প্রেম-তরঙ্গ,

যাহা বহু ভাতি, তরুণ-তরুণী জন, নাচায়ত, নৃপতি-অনঙ্গ ॥ ধ্রু ॥

কানুকো তাপ—দাব—বিকটানল, ধনী, বারল নব শ্রবণে

গরাসল মান—তিমির, মন-মাখন—গিরি, পিঘলাওত—তখনে

সখি! এক্ষণে—কিঞ্চিৎমাত্রও বিলম্ব সমুচিত নহে। আর তোমার শ্যাম-বিলাসের হৃদয়ে—অকিঞ্চিৎকর মানকে মণিরূপে ধারণের প্রয়োজন নাই, মানরূপ অজাগলস্তন পরিহার পূর্ব্বক এখনি প্রসন্ন বদনে নাগর-শেখরের সমীপে চল। (সুদতি—সুদশনা)।

গীতকর্ত্তার প্রকৃত নাম "রায়চম্পতি" তাঁহার উপাধি ছিল "সুকবি বিদ্যাপতি"; তিনি কহিতেছেন—রসিক ভক্তগণের আকাঙ্ক্ষিত দোতা চাতুরীময়,—শ্রুতি সুখদ সরস-দণ্ডক ছন্দের এই গীতটি কণ্ঠহার রূপে ধারণীয় (পদকল্পতরুতে "বিমোহে ব্যাকুল" বলিয়া এ গীতের আরম্ভ, অনাবশ্যক পাঠান্তরেরও অভাব নাই। বাহুল্য বোধে উহা প্রদর্শন করা গেল না)।

(৬) অহো! যে প্রেমের তরঙ্গে—তরুণ-তরুণীগণকে, অনঙ্গ-নৃপতি নানা-রঙ্গে নৃত্য করান, জগতে—এ-তরঙ্গের, উপমা নাই!! প্রাণ-কান্তের-বিকট বিরহোত্তাপরূপ দাবাগ্নি—বিনোদিনীর-কর্ণ-দ্বারে প্রবেশ করিয়া হৃদয়স্থ মান-রূপ-অন্ধকারকে গ্রাস করিয়া ফেলিল! মনরূপ মাখনের গিরি-দ্রবীভূত করিল!!

মুরত-নেহ, নিঝরে সোই-লোচন, ঝরি ঝরি, সিঞ্চিত চীরে,
সম্ভ্রমে বিকল-কমল-মুখী, অতিশয়ে, অভিসরু—কালিন্দী-তীরে।
আওলি—রাই, পাওল পহুচেতন! ধাওল তব পাঁচ-বাণ,
কহে হরিবল্লভ, বল্লভ-দরশনে পালটি আওল পুন মান!!

(৭) শ্রীকৃষ্ণ আহ,—সুহই।

রসবতী হোই, রসিক-জন-লালস, যদি নাহি পূরবি রামা
গুণগণ তেজি, জগ ধব সঞ্চর, তব কৈছে গুণবতী নামা?

("পিঘলাওত" ব্রজভাষার শব্দ। ঘৃত, মাখন প্রভৃতি দ্রব করিতে হইলে বলে পিঘলাও বা পিগলাও। পিঘল—দ্রব করা।) হৃদয়ের স্নেহ মূর্ত্তিমান হইয়া, নয়ন হইতে নিঝরের জলবৎ-বেগে ঝরিতে ঝরিতে গাত্র-বস্ত্র আর্দ্র হইয়া গেল! (মুরত নেহ—মূর্ত্তিমান স্নেহ। চীর—বস্ত্র) কমল-বদনী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেই আর্দ্র-বস্ত্রেই কালিন্দীর-তীর কুঞ্জে কান্ত-সমীপে, অভিসারে চলিলেন! তাঁহার গমনেত অর্থাৎ শ্রীঅঙ্গ সৌগন্ধে ও দর্শনামৃতের প্রভাবে নাগরেন্দ্রের চৈতন্য সঞ্চার হইয়া উঠিল এবং ধাবিত হইয়া কন্দর্প আসিয়া উপনীত হইলেন।

দেখ—শ্রীরাধা-প্রেমের কি অদ্ভুত-রীতি!! এমন আকুলা হইয়া যাঁহার নিকটে আসিয়াছেন—সেই প্রাণের-প্রাণ-কান্তকে—সেই জীবিত-বল্লভকে, দর্শন করিয়া আপনার মান, আবার ফিরিয়া আসিল!!

এই গীতটির সমস্ত অংশই সখী ভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তার নিজোক্তি।

(৭) রসিক-শিরোমণি-নাগরেন্দ্র, রাগ-বৈদগ্ধী-দ্বারা, সমাগতা অভিমানিনী কান্তা-শিরোমণির সারল্য বিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কহিতেছেন—

প্রিয়তমে! তুমি, রসবতী এবং গুণবতী বলিয়া জগৎ বিখ্যাত। রসিক

মানিনি! মোহে তেজসি কথি লাগি?
একু হৃদয় তুয়া, রস-সিন্ধু-নিমজ্জনু, কত কত যামিনী-জাগি ॥ ধ্রু ॥
পহিল-মিলনে তুয়া, সরস হৃদয় ছিল, এবে ভেল অতি কঠিনাই
কঠিন পয়োধর—সঙ্গে কঠিন ভেল, সঙ্গ দোষ নাহি যাই!
যার লাগি নয়ন, শাঙন-ঘন বরিখয়ে, নিশি দিশি অন্তরে বাধা
তা কর মনে যব, করুণা না উপজব, তব জীবনে কিয়ে সাধা?

জনের বাসনা পূর্ণ না করাই কি "রসবতী" নামের সার্থকতা? আর গুণগণ দ্বারা, সুখ সঞ্চারের পরিবর্ত্তে দুঃখ-সঞ্চার করিলেই বুঝি "গুণবতী" সুখ্যাতি সফল হয়?

প্রিয়ে! কি-নিমিত্তে আমাকে, ত্যাগ করিতে চাও? এক-প্রাণ হইয়া কত যামিনী জাগিয়া তোমার সহিত কত দিন, রসের সাগরে সাঁতার দিলাম, ইহা কি সেই এক-প্রাণতার পুরস্কার?

প্রিয়তমে! প্রথম-মিলনের সময়ে তো—তুমি, এমন কঠিনা ছিলে না! হায়! সে সময়ে তোমার হৃদয়খানি কতই রসার্দ্র ছিল! অধুনা বিপরীত ভাব সংঘটনের কারণ—বোধ হয় আর কিছুই নহে—ইহা কেবল কঠিন-পয়োধর যুগলের-সংসর্গ-সঞ্জাত কু-ফল! কারণ সঙ্গ-দোষ কিছুতেই যায় না!

যাহা হউক যাহার নিমিত্ত, নয়ন হইতে শ্রাবণের-বারি-ধারার ন্যায় (শাঙন-ঘন—শ্রাবণের মেঘ) অশ্রুবর্ষিত হইতেছে, দিবারাত্রি,—অসহ্য-যাতনায় অন্তর মুখরিত হইতেছে (বাধা-ব্যথা, যাতনা) তাহার অন্তরে করুণার উদ্রেক না হইলে আর বৃথা প্রাণ ধারণের প্রয়োজন কি?

গদ গদ কণ্ঠে এই কথা বলিতে বলিতে সুধামুখীর বদনে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক রসিকেন্দ্র কহিতেছেন—কিন্তু প্রাণের ভিতরে নিরন্তর এই—মধুর-বচনামৃতের-নিধি-খানি খেলাচঞ্চল হইয়া—বিরাজিত থাকিয়া—মরিতেও দিতেছে না!

ও মৃদু-বচন, মধুর-অমিয়া-নিধি, অন্তরে খেলই মোর
ভণই মুরারী, প্রাণপতি-সঙ্গিনী, ইহ তনু জীবন তোর।

(৮) সুহই,—শ্রীরাধাহ।

চল চল ঢিঠ! মিঠ-রস বঞ্চক! চাতুরী রহু তুয়া ঠামে,
কৈতব বচন-রচনে, যবভুলনু, বুঝনু তুয়া,—পরিণামে।
সঙ্কুল-হাস, ভাস মৃদু বোলনি, দোলনি-নয়ন-সন্ধান,

তন্ত্রোপবিষ্টা সখীর ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা কহিতেছেন—রাধে! এই বল্লভই, তোর তনু—তোর প্রাণ। তুই-ই কেবল এই প্রাণ পতির উপযুক্ত সঙ্গিনী। মানের গুমানে এ কথাটি যেন ভুলিয়া যাইস্ না।

(৮) তথাপি মানের-আগুন-নিবিল না। তবে—বেগ আরও কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল, মানিনী (শ্রীরাধা) কহিতেছেন—ধৃষ্ট! মধুর—রস-বঞ্চক! তোমার পরম-সম্বল-চাতুরী, আর ব্যয় করিয়া কাজ নাই, ধনটি-সঞ্চিত থাকুক। নিজ ধন সঙ্গে লইয়া এস্থান হইতে দয়া করিয়া প্রস্থান কর। (ঢিঠ—ধৃষ্ট। তুয়া—তোমার। ঠামে—স্থানে)।

যখন তোমার কৈতব-বচনে—ভুলিয়াছিলাম, সে দিন আর এখন বর্ত্তমান নাই! পরিশেষে তোমাকে সুন্দর রূপেই বুঝিতে পারিয়াছি।

বুঝিয়াছি—মনোহর হাস্য মৃদু-মধুর-বাক্-চাতুরী ও চঞ্চল কটাক্ষ সন্ধান দ্বারা, অবলাকে অমৃত-ধারায়-স্নান করাইতে তুমি অদ্বিতীয়। এই সকলের বাহ্যাভিনয়ই তোমার কপট-প্রেমের প্রণালী ও সার্থকতা!!

হায় হায়! আমি কি অবোধিনী! নিপতিত বর্ষোপলাশিলা-সমূহের কান্তি দর্শনে মাণিক্য মনে করিয়া ধাবিত হইয়াছিলাম! (করকা কাতি বৃষ্টিশিলার কান্তি। পাতি পংক্তি, সমূহ) কিন্তু করস্পর্শ মাত্র (পাণিকো

প্রেম-প্রণালী, তুহু ভালে জানসি যৈছন অমিয়া সিনান!
করকা-কাঁতি-পাঁতি, হাম হেরইতে, ধাওলু মাণিক-আশে
পাণি কো পরশে, ডালি পয়ে দূরে গেও, রহল লোক উপহাসে
বিষ কো কটোর, থোর দধি উপর, দেওল দারুণ ধাতা!
কপটহি প্রেম, পহিলে হাম না বুঝনু! অনন্ত কহে গুণ-গাথা।

(৯) শ্রীকৃষ্ণ আহ,—শ্রীরাগ।

রাই! কত পরিখসি আর?
তুয়া আরাধন মোর—বিদিত সংসার।
যজ্ঞ, দান তপ, জপ, সব তুমি, মোর,
মোহন-মুরলী আর বয়ান-কো বোল!

পরশে) সকল আশায় ছাই পড়িয়া গেল!! জল ফেলিয়া মাণিক, মিলাইয়া গেল! (ডারি এবং ডালি একই কথা ইহার অর্থ ফেলিয়া। পয়—জল) লাভের মধ্যে আমি, লোকের নিকটে উপহাসাস্পদ হইলাম!!

নিদারুণ বিধাতা যে, কটোরি গরলে পূর্ণ করিয়া উপরে দধি দ্বারা আচ্ছাদন দিয়াছে একথা আগে, মনেই উদয় হয় নাই, কাজেই তোমার কপট প্রেমকে অকৈতব বস্তু মনে করিয়া ভ্রমান্ধ হইয়াছিলাম!

তত্রোপবিষ্টা-কোনও সখীর ভাবাবিষ্ট—গীতকর্ত্তা অনন্ত কহিতেছেন—রাধে! এইরূপ বিচার-বিবর্জ্জনের নিমিত্তই ত তোমার গুণ-গীতি গাহিয়া আমরা আপনাকে ধন্য মনে করি।

(৯) বিদগ্ধ-রাজ, বুঝিলেন—ভঙ্গীময়-বচনে মানময়ীর মনে সারস্য সঞ্চারের চেষ্টা সফল হইবে না। অতএব কারুণ্য উদ্দীপনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। কহিতেছেন—

রাই! আর কত পরীক্ষা করিবে? দেখ—একমাত্র তুমিই যে, আমার

বিনোদিনি ! হাসিয়া বোলাও,
কুলপরে জর জর জনেরে জিয়াও ;
কুটিল-কুন্তল-বেঢ়ি কুসুমকো—জাদ ।
নয়ন কটাক্ষ তোমার বড় পরমাদ,
সাঁথের সিন্দুর দেখি দিন মণি ঝুরে ;
এত রূপ-গুণ যার সে কেন নিঠুরে ! !
বিনোদিনি ! চাহ-মুখ তুলি ;
(তোমার) নয়ন-নাচনে নাচে,পরাণ পুতলি!
পীত-পিন্ধন মোর, তুয়া অভিলাষে,
পরাণ-চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে !
হিয়ার মাঝারে উঠে, রসের হিলোলি
পরশিতে করিসাধ পায়ের অঙ্গুলি ।
যদুনাথ দাস কহে এ নহে যুকতি,
কানু কাতর বড় রাখহ পীরিতি !

আরাধনের ধন —একথা জগৎ বিদিত ! মিথ্যা কথা কখনও জগৎ-ব্যাপ্ত হয় না । বস্তুতঃ—আমার যজ্ঞ, জপ, দান তপস্যা সমস্তই তুমি । আমার মোহন-মুরলীতে রাধা ব্যতীত আর কিছু বাজে না এবং আমার বদনেও—তোমার রূপ-গুণ নামের-সম্পর্ক-শূন্য-বোল উচ্চারিত হয় না, এই সকল অভ্রান্ত সাক্ষি বিদ্যমানে আবার মানের-অগ্নি-পরীক্ষা কেন ?

প্রিয়ে ! তুমি কখনও কঠিনী নয় । সর্ব্বাবস্থারই তুমি বিনোদিনী । অতএব একটি বার মুখ তুলিয়া সেইরূপ-বিনোদ-ভঙ্গীতে, এ অনুগতের প্রতি দৃক্‌পাত কর । প্রিয়তমে ! তোমার নয়নের নৃত্য—আমার প্রাণের—প্রাণ স্বরূপ, তাহাতেই আমার প্রাণ সচেতন থাকে ও আনন্দে নৃত্য করে, তদন্যথায় পুত্তলিকার ন্যায় অসাড় হইয়া পড়ে !

আর তুমিতো জান—তোমার মনোহর হেম-কান্তির-উদ্দীপন করে বলিয়া আমি —অভিলাসের সহিত নিয়ত—পীতাম্বর পরিধান করি এবং তোমাকে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে দেখিলেই, আমার প্রাণ-চমকিত হয় ! ! হায় ! এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিতেও আবার পরীক্ষা ?

বিনোদিনী ! একটি বার প্রণয়-সম্ভাষণে—আমাকে সম্বোধন কর । কন্দর্প-বাণে-জর্জ্জরিত অনুগতের-প্রাণ-রক্ষা কর । হায় হায় ! এই যে তোমার কুটিল-কুন্তল-বেষ্টিত পুষ্প-জাদের মাধুরী এবং সরোষ-কটাক্ষ-ছটা ইহাতেই আমার কত প্রমাদ উৎপাদন করিতেছে ! ! ওদিকে তোমার—সীথির-সিন্দরের কান্তি দর্শনে

(১০) কেদার।

সাহসে ভর করি, রাই-চিবুকে ধরি, নাহ—বৈঠাওল কোর
"কাহে দুঃখ দেওসি ? কিফল পাওসি ?" বোলই, নওল-কিশোর।
সজনি। কেলী-বিলাসিনী-রাধা !
মান-বিধুন্তুদ—মুকত-বদন-শশী, দেখো নাহো-সুখ-সাধা।
চুম্বনে, বদন—বঙ্ককরি, বোলই,—"বিপিনে, বেলীকতলাখ—

অরুণ ঝুরিয়া মরিতেছে ! আর আমার, কেবলই মনে জাগিতেছে—'যাহার এত রূপ—এত গুণ সে কখনও নিঠুরা হইতে পারে না ! ! এই রূপ ভাবিয়া ভাবিয়া আমার—তুচ্ছপেক্ষিত হৃদয়েও রসের-তরঙ্গ-আসিতেছে। সাধ হইতেছে একবার তোমার একটি চরণাঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া প্রাণ জুড়াই। বিনোদিনী ! না হয় একটি বার আমাকে, এই সাধটি পূর্ণ করিতে অনুমতি প্রদান কর।

সখী-ভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা—শ্রীমতীকে কহিতেছে ! আর, বামতা—যুক্তি সঙ্গত নহে। কানু বড় কাতর হইয়াছেন। এখন প্রীতি-বিধান কর।

বঙ্গবাসীর সঙ্গীতসার-সংগ্রহে এবং পদকল্পতরুতে—"চাহ মুখ তুলি রাই" বলিয়া এ গীতের আরম্ভ এবং "জ্ঞানদাস কহে" ইতি ভণিতায় সমাপ্ত। পাঠের পার্থক্য এত অধিক যে, ভিন্ন ভিন্ন গীত বলিলেই সঙ্গত বলা হয়।

(১০) এতক্ষণের পর, নাগরী-মণির—সারম্ভ-মৌন-ভাব-দৃষ্টে নাগরেন্দ্রের সাহস আসিল। প্রিয়তমাকে কোলে বসাইয়া চিবুক ধরিয়া কহিলেন এত দুঃখ দেও কেন ? ইহাতে—কি-ফল লাভ হয় ? সজনি রাধে ! এখন কেলী-বিলাসিনী হও। তোমার বদনচন্দ্রকে মান-রাহুর কবল বিমুক্ত দেখিয়া সুখ-সিন্ধুতে মুক্তি-স্নান করি। (বিধুন্তুদ—রাহু। নাহৌ—স্নান করি। সুখসাধা—সুখের সমুদ্র) এই

নাচত গোর-কিশোর, মোর পহুরে! অভিনব-নবদ্বীপ-চাঁদ
("ভাব ভরে হেলন, ভাব-ভরে-দোলন, প্রতি অঙ্গে মনমথ-ফাঁদ!)

চলিয়া যাইতেছে! পাষণ্ডগণের পাপমতি—পবিত্র হইতেছে জ্ঞানীগণের জ্ঞান-গর্ব্ব, যোগীগণের যোগনিষ্ঠা, যতিগণের নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের চেষ্টা—চলিয়া যাইতেছে! জগৎ,—প্রেমানন্দে নিমগ্ন হইতেছে!! দেখিয়া, গীতকর্ত্তা গোবিন্দ দাস—গদ গদ কণ্ঠে কহিতেছেন—বলিহারি যাই!!

এখন, স্বতঃই প্রশ্ন উঠিতেছে "ভাব" কি বস্তু? রস-শাস্ত্রে এ কথার উত্তর এইরূপ—পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত-রাগ, স্বীয় প্রভাবে আস্বাদের বিষয় হইলেই ভাব হয়।

পুনঃ প্রশ্ন উঠিতেছে "রাগ কাহাকে বলে?

উত্তর। প্রণয়ের অত্যুৎকর্ষে অতিশয় দুঃখ ও সুখরূপে অনুভূত হওয়ার নাম রাগ। (ঐ রাগ, ক্ষণে ক্ষণে নূতন হইয়া প্রকটিত হইলে, এবং সদানুভূত প্রিয়-জনকে নবীন নবীন বোধ করাইলে, তাহাকে বলা হয় অনুরাগ)।

তৃতীয় প্রশ্ন। ভাব কত প্রকার?

উত্তর। ভাব প্রধানতঃ দুই প্রকার (১) স্থায়ী ভাব (২) সঞ্চারী বা, ব্যভিচারী ভাব।

হাস্যাদি—প্রেমের অবিরুদ্ধ ভাব এবং ক্রোধাদি বিরুদ্ধভাব এই উভয় জাতীয় ভাব সমূহকে, স্বীয় বশে রাখিয়া—যে ভাব রাজার ন্যায় বিরাজ করে, তাহাই স্থায়ী ভাব বা কৃষ্ণ রতি।

স্থায়ী ভাব, সমুদ্র স্বরূপ এবং সঞ্চারী ভাবগুলি, উহার তরঙ্গ সদৃশ। হর্ষ, ঔৎসুক, আকার-গোপন, বিতর্ক, অসূয়া, দৈন্য, গর্ব্ব, নির্ব্বেদ ইত্যাদি তেত্রিশ সঞ্চারী ভাব আছে।

চতুর্থ প্রশ্ন। "ভাবে ভরল তনু" এই শব্দের দ্বারা কি প্রকার ভাবে—তনু-পূর্ণ বুঝিব?

উত্তর। সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ও হর্ষাদি ব্যভিচারী ভাবে।

পঞ্চম প্রশ্ন। সাত্ত্বিক-ভাব কাহাকে বলে?

উত্তর। স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রু, বৈবর্ণ, স্বেদ স্বরভঙ্গ ও চেষ্টা শূন্যতা এই

জিতল-নীপফুল,—পুলক মুকুল রে! প্রতি অঙ্গে-অঙ্গে-বিথারি,
রস-ভরে-গর গর চলই-খলই রে! গোবিন্দ দাস বলিহারি!

(২) শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য,—শ্রীরাগ।

আরে (মোর) আরে মোর, নিতাইচাঁদ, | তাপিত-অখিল-সকল জনে
ঘরে ঘরে দিল (নিতাই), প্রেমের ফাঁদ! | সিঞ্চিল নিতাই, নয়ন-কোণে।

আটটির নাম সাত্ত্বিক ভাব। শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে এই সকল ভাবের বিকাশ দর্শনের সৌভাগ্য-লাভ—যাহার হয়, তৎক্ষণাৎ তাহার সর্ব্ব-বন্ধনচ্ছিন্ন এবং পরম পুরুষার্থ লাভ ঘটে।

ষষ্ঠ প্রশ্ন। অনুপম-হেম-তনু ও অভিনব-চাঁদ—বলায়, কি বুঝা গেল?

উত্তর। (১) নির্ম্মল-স্বর্ণের কান্তিও, যে তনু-কান্তির নিকটে পরাভূত তাহাই অনুপম-হেম তনু। (পদকল্পতরু, পদামৃত সমুদ্র প্রভৃতি গ্রন্থে এই স্থানের পাঠ "হেম তনু অনুপমরে)"।

(২) গৌর সুধাকর—অকলঙ্ক, নিত্য-পূর্ণ, দিবা রাত্রি প্রেম-কৌমুদী বিতরণকারী। হৃদয়াকাশের—পাপ-তমো পর্য্যন্ত বিদূরক। অঙ্গ-সন্তাপের সঙ্গে —ত্রিতাপের জ্বালাদিও অপহারক। জগতের মঙ্গল-রূপ কুমুদের বিকাশক। বিশেষতঃ যেমন প্রাকৃত চন্দ্রের কিরণামৃত বিনা, ওষধি এবং বৃক্ষাদি বাঁচে না, তেমনি এই গৌর-সুধাকরের—কৃপা-কিরণামৃত বিনা, ভক্তিলতা এবং ভাব-তরু বাঁচে না ও বর্দ্ধিত হয় না সুতরাং তিনি,—অভিনব-নব-দ্বীপ চাঁদ।

মন্তব্য—এ গীতের ৪র্থ পংক্তিটি, আমাদের আদর্শ হস্তলিপি কি উপরোক্ত কোনও গ্রন্থে—নাই! উহা কোনও প্রাচীন-লিপিকারের-প্রমাদের ফল মনে হওয়ায় পংক্তিটি—গৌরপদ-তরঙ্গিণী হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক, বন্ধনী যুক্ত করিয়া মূলেই সন্নিবেশিত করিলাম।

(২) ইদানীন্তন, ভক্ত—ভক্তরাজ—ভক্তবর—ভক্তশিরোমণি—প্রভৃতি মহা-

অপার-করুণা- (নিতাইর) গৌড়দেশে	ঢুলিতে ঢুলিতে কতনা ভাতি
নাচিয়া বুলেন, (পহু) প্রেমের আবেশে!	কমল চরণে করয়ে গতি।

মাতাখ্যা-ব্যঞ্জক শব্দ-সমূহের—যদৃচ্ছা ব্যবহার প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে, বস্তুতঃ—শুদ্ধ-ভক্তি বড়ই দুর্লভ-ধন। যে হেতুক বেদ-নিষিদ্ধ-পাপাচারীর সংখ্যাই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ; বেদ-বিহিত-ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা অত্যল্প। অথচ এই অত্যল্প-সংখ্যক কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে—২।১টী মাত্র জ্ঞানী পাওয়া যায়। আবার কোটি-জ্ঞানীর মধ্যে ২।১ জন মাত্র মুক্ত হয় ; কিন্তু কোটি মুক্তের মধ্যেও কৃষ্ণভক্ত একটি মিলে না!

জগতের দুর্দ্দশা দৃষ্টে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পূজনীয় গ্রন্থকার, এইরূপ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া, ভক্তির লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম,	এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেম হয়,
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।	পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে,—এই লক্ষণ কয়।

তৎসঙ্গে—প্রেমের সোপান-শ্রেণীরও বর্ণনা করিয়াছেন। যথা,—পুণ্যতীর্থ নিসেবনাদি কোনও ভাগ্যের ফলে কদাচিৎ কোনও জীবের শাস্ত্র-বাক্যে শ্রদ্ধা জন্মিলে, তিনি সাধু-সঙ্গ করেন। তৎফলে যত্নাগ্রহ জন্মিলে—গুরু কৃষ্ণ-কৃপায়, ভক্তির বীজ লাভ হয়। সেই বীজ, হৃদয়ে আরোপণ করিয়া—শ্রবণ কীর্ত্তনাদি—ভক্ত্যঙ্গ-যাজন করিলে—ভক্তিলতা বিবর্দ্ধিত হয়,—হৃদয় নির্ম্মল হয়,—সংসার-বাসনা, স্বর্গ-বাসনা, মুক্তি-বাসনাদি—অনর্থ সকলের নিবৃত্তি হয়। তৎপর ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব, জাত হওয়ার পর—মানবের ভাগ্যে প্রেমলাভের কথা। অর্থাৎ পর পর এতগুলি সাফল্য—নির্ব্বিঘ্নে লাভ হইতে পারিলে তবে—ইক্ষুরসের-সিতোপলারূপ-প্রাপ্তির ন্যায়—শুদ্ধভক্তি, প্রেমরূপে পরিণত হন। এই প্রেমই, রসময় ও রস-ক্রীড়া-রত—ভগবানকে ধরিবার ফাঁদ। এ ফাঁদে—তিনি আপনি সাধে সাধে বদ্ধ হইতে ভালবাসেন।

কিন্তু সমুদ্রের তরঙ্গ, যেমন—নিরন্তর তটাভিঘাতি। ভগবানের "মায়া-শক্তি" সেইরূপ সদা-বহির্ম্মুখী বলিয়া, তদধীন জীবগণেরও গতি—স্বভাবতঃ

কহ(য়ে) গদ গদ, ভায়ার কথা
পূরল জলে (দুই) নয়ন-রাতা।

আর কত-গৌর, সুন্দর-তনু
পুলক-কদম্ব-কেশর-যনু!

সংসারের অভিমুখে। আত্ম-সুখাসক্ত আমরা, একটি সামান্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মায়া ত্যাগ করিতে পারি না,—ভুক্তি মুক্তি পর্য্যন্ত তুচ্ছবোধে পরিত্যাগ আমাদের পক্ষে কত অসম্ভব—কত অসাধ্য ব্যাপার!!

অথচ স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তি এই—

"ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা মনে যদি রয়। সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥" আবার—"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥"

রসানন্দময় ভগবান্—তদর্পিত-প্রাণ-ভক্তগণকে লইয়া প্রেম-ক্রীড়া করিতে বড়ই ভালবাসেন সত্য; তথাপি ভুক্তি মুক্তি দিয়া ছুটিতে পারিলে সাধারণ সাধককে প্রেমদান করেন না। আপনাকে বাঁধিবার দাম, সাধ করিয়া কে পরের হাতে প্রদান করে?

এই সকল কারণে—জীব-সাধারণ চিরদিন প্রেম-সম্পদে বঞ্চিত ছিল। জীবের এই ভীষণ দুঃখ—সহিতে না পারিয়া, সর্ব্বাবতার-শিরোমণি আমার শ্রীগৌরচন্দ্র ও শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র—যুগপৎ শ্রীনবদ্বীপধামে সমুদিত হইয়া, উহা আচণ্ডালে লুটাইয়া দিতেছেন!!

এ গীতিটি—করুণাবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দচন্দ্রের, প্রেম-বিতরণের প্রকার বর্ণনায় পরিপূর্ণ। নিতাইচাঁদ দেখিলেন,—শ্রীগৌরহরির জগন্মঙ্গল নাম-রূপ-গুণ-লীলায়—মুখ্য বা গৌণ যে কোনও রূপে—সম্পৃক্ত, ভাগ্যবন্ত-জীবগণ, প্রেম-লাভে কৃতার্থ হইতেছে বটে, কিন্তু ধন-জন-বিদ্যা-গর্ব্বিত—হতভাগ্য মানবগণের এবং স্ত্রী, বালক, অন্ধ, পঙ্গু, জড়াদি—অক্ষমগণের দুর্ভাগ্য,—আশানুরূপ দূর হইতেছে না!

"নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম"—অতএব আমার নিতাইচাঁদ, "প্রেমের ফাঁদ" হাতে লইয়া সকলের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া—প্রেম বিলাইতেছেন। শ্রদ্ধা,—সাধনাদি কোন মূল্যই জীবের লাগিতেছে না!!

তীর্থ-পর্য্যটন ও পরিভ্রমণাদি উপলক্ষে তিনি দেশে দেশে ঘুরিয়া, সংসার

বিবিধ ভূষণ-ভূষিত অঙ্গে
ভকত মিলি (গায়) পরম রঙ্গে।
(সো)-পদ-প্রেম, মাগ(য়ে) কান্দদাসে
শুনিয়া করুণা, বাঢ়ল আশে।

সন্তপ্ত জীবনিচয়কে প্রেমরসে-পরিসিক্ত করিতেছেন। সেচনীর সাহায্যে বৃহৎ বৃহৎ ক্ষেত্র সকল ভিজাইয়া শস্যের-বীজ-বপনোপযোগী করার ন্যায় আমার নিতাই-দয়াল, আপন নয়নরূপ সেচনীর সাহায্যে সর্ব্বত্র প্রেম-সিঞ্চন করিতেছেন!

সর্ব্বাপেক্ষা, গৌড়দেশের প্রতি তাঁহার অপার করুণা। এ দেশের ঘরে ঘরে প্রেমাবেশে নাচিতেছেন, আর গদগদ-কণ্ঠে "ভায়ার কথা" অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের গুণ, লীলা ও ভগবত্তার কথা কহিতে কহিতে, তাঁহার আরক্ত (রাতা) নয়ন-দ্বয় প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হইতেছে, আর আরক্ত-গৌর-মনোহর তনুখানিতে, কদম্ব কেশরের ন্যায়—পুলকাবলী ফুটিয়া উঠিয়াছে! আবার ভাব-ভূষণে-বিভূষিত-শ্রীঅঙ্গে নানাবিধ ভূষণ পরিধান করিয়াছেন! যেন বিবিধাঙ্গ-সাধন-ভক্তিকে মণি-মুক্তা-স্বর্ণাদির অলঙ্কাররূপে ধারণ করিয়া দেখাইতেছেন, উহা সর্ব্বাবস্থায়—সাধকের অলঙ্কার স্বরূপ।

আরও দেখ, ভক্তগণের সহিত মহারঙ্গে—ভায়ার গুণ-লীলাদির গান করিতে করিতে নানাভাবে হেলিয়া ঢুলিয়া সু-কোমল-চরণ চালনা দ্বারা ধরণীকে ধন্য করিতেছেন! লীলার প্রভাবে নর-নারীগণ—প্রেমের পাথারে মগ্ন হইতেছে!!

গীতকর্ত্তা উল্লাস প্রকাশ করিতেছেন—এ সকল বিশেষ করুণা, দেখিয়া শুনিয়া—জীবাধম আমারও আশা বাড়িয়াছে। তাহাতেই শ্রীনিতাইচাঁদের শ্রীচরণে প্রেম মাগিতেছি।

এ গীতে যে সকল অক্ষর ও শব্দ ( ) এইরূপ বন্ধনী দ্বারা চিহ্নিত করা গিয়াছে, আমাদের বিশ্বাস উহা গায়কগণের "আখর" ঐ গুলি পদকল্পতরুতে ও গৌর-পদ-তরঙ্গিণীতে নাই।

(৩) সিন্ধুড়া।

সজনি! মঝুমনে লাগল, নন্দ-কিশোর,
অনিমিখ-লাখ—নয়নে, যব যুগশত—হেরই, নাপারই ওর!
ইন্দ্র-নীলমণি-মুকুর-কান্তি-জিনি, জগ-মন-মোহন-বয়না।
শারদ-ইন্দু, অমল-নব-পঙ্কজ—পূজল, যনু দুই নয়না!
বন্ধুক-বন্ধু-অধর, অতিমনোহর, বিলসই রসময়-বংশে
ভঙ্গীম-গীম—ভর, অতিমন্থ—অবতংশ বিরাজিত অংসে!

---

৩) রূপানুরাগিনী—শ্রীরাধা, কোনও সখীর নিকটে, শ্যাম-সুন্দরের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য, বর্ণন-ব্যপদেশে-আস্বাদন করিতেছেন যথা—সজনি! নন্দ-কিশোরের রূপ-মাধুরী, আমার অন্তরে—এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে, যে এখন আর কিছুই আমার ভাল লাগে না! যদি অ-পলক-লক্ষ-নয়নের দ্বারা—শত-যুগ-ভরিয়া—এই সৌন্দর্য্য নিরন্তর নিরীক্ষণ করা যায় তাহা হইলেও বোধহয় ইহার অবধি (ওর) পাইতে পারিব না; কারণ প্রতিক্ষণেই ইহা, নব নব-মাধুরী-নবায়মান!!

আমার—মন-চোরের, জগ-মোহন-শ্রীবদনের-(বয়না—বদন) প্রভাব ইন্দ্র-নীলমণি নির্ম্মিত-দর্পণের-কান্তি, ধিক্কৃত হয়!! লোচন যুগলের প্রভা, এমনই স্নিগ্ধ, মধুর ও মনোমুগ্ধ-কর; মনে হয় যেন মুখমণ্ডল রূপ শারদ-সুধাকরকে, অমল-নবীন-পঙ্কজের দ্বারা কেহ পূজা করিয়া রাখিয়াছে!!

বাঁধুলী ফুলের ন্যায় আরক্ত—সুরঙ্গাধরে—রসময়ী বংশীটি—বিলসিত। (আহা! বংশীর কি মহাভাগ্য! তাহারই জন্ম ধারণ সার্থক!)।

আর ভঙ্গীমাময়-বাঙ্কম-গ্রীবার ভাব-মন্থর কর্ণভূষণ-অবতংস—স্কন্ধোপরি মৃদু গতিতে কি সুন্দর দুলিতেছে! (অংস-স্কন্ধ)।

সখি! সকলেই তো ললাটে চন্দনের তিলক ধারণ করেন কিন্তু কাহারও তিলকের এমন অপরূপ শোভা কি কখনও দেখেছ? এই নারী-মনোহরের

ভালে—চন্দন-চান্দ, রমণী-মোহন-ফাঁদ, তছুপরি মুকুতার ঝারা
অনন্ত কহিছে, ঘন—চান্দের উপরে যেন, সঘনে বরিষে রস-ধারা।

(৪) সিন্ধুড়া।

শুন সজনি! অপরূপ বিরহ-কো বাধা।
সহচর, শত শত—কতহু—উপচারত, পারত ন পুন সমাধা।
চন্দন, চন্দ্র, সলিল, নলিনী-দলে, বিরচল বিবিধ উপায়
সবহু বিফল ভেল, বজর-কো—আনল, জল-লবে কৈছে নিবায়?

তিলকটি যেন—রমণী-মোহনের ফাঁদ!! তাহাতে নয়ন দিলেই, বাধা পড়িতে হয়! আবার উষ্ণীষ-বসনের-অগ্রলগ্ন-মুক্তার-ঝারা-গুলি, তিলকের উপরে নিপতিত হইয়া শোভার উপর শোভা বাড়াইতেছে!

(সঙ্গিনীর ভাবাবিষ্ট-গীতকর্ত্তা অনন্ত দাস কহিতেছেন) সে ঝারাগুলিকে দেখিলে বোধ হয় যেন (কেশরূপ) জলধর, (তিলকরূপ) চাঁদের উপরে ঘন ঘন রসধারা বর্ষণ করিতেছে (ঘন—মেঘ। রসধারা—জলধারা)।

(৪) গো-চারণ হইতে গৃহাগমন সময়ে, স্বকীয়-দর্শনোৎকণ্ঠায়-সমাগতা গোপ-সুন্দরীগণের মধ্যে, শ্রীরাধার অপূর্ব্ব মাধুরী দর্শনে—কন্দর্প-কাতর শ্রীকৃষ্ণ, রাধাবিরহে অধীর, আকুল ও উন্মত্ত হইয়া শ্রীরাধার নিকট দূতী প্রেরণ পূর্ব্বক আপন কাননে অভিসার করায়, সেই দূতী শ্রীরাধার সমীপে সমাগত হইয়া কহিতেছেন—

সজনি! তোমার নিমিত্ত, নাগর শিরোমণির—অদ্ভুত-বিরহ-বিকার উপস্থিত! তদীয় সহচর, কতশত প্রকারে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই

তুয়া-গুণ-কঞ্জ-পুঞ্জ, হিয়েধারল—মাধব, শিশিরকো আশে
তুয়া মুখ-দরশ—পরশ, বিনে, সোপুন, বং‌ঢ়াওল, দ্বিগুণ হুতাশে
সো-অবমুরছিত, তবহু কঠিন-চিত—মনমথ, হানয়ে বাণ!!
তুয়া অধরামৃত, বিনু নাহি জিয়ত, হরিবল্লভ পরমাণ।

(৫) শ্রীরাগ।

ধনি ধনি-শিরোমণি, মাধব-লেহ, | অপরূপ প্রেমকো রঙ্গে,
তুলনি তনু, মন, ধন জন গেহ! | পহিরি না পারই, অভরণ, অঙ্গে!

তাঁহার তাপশান্তি হইতেছে না! চন্দনে, চন্দ্রালোকে, স্নিগ্ধ-সলিলে, কমলের দলে—কত উপচারে—কত উপায় রচনা করিয়াছিলেন, সমস্তই বিফল হইয়াছে! জলকণাতে কি কখনও বজ্রাগ্নি—নির্ব্বাপিত হয়? জুড়াইবার অভিলাষে মাধব—তোমার গুণ-রূপ-পদ্মিনী-পুঞ্জ হৃদয়ে ধারণ অর্থাৎ তোমার গুণালোচনায় মনোনিবেশ করেন, কিন্তু তোমার অঙ্গস্পর্শ বা, বদন-বিলোকন ব্যতিরিক্ত সে চেষ্টায়—আগুন আরোও দ্বিগুণিত করিয়া দিয়াছে!! সে-আদরের নাগরেন্দ্র অধুনা অচেতন-দশাগ্রস্ত!! কিন্তু কি দুঃখ। কঠিন চিত্ত নিষ্ঠুর-মন্মথ, এমন শোচনীয় দশাতেও তাহাকে বাণ-বিদ্ধ করিতেছে!!

সখি! এই মহোৎকট-বিরহ জ্বরের একমাত্র সিদ্ধৌষধি তোমার অধরামৃত ভিন্ন ব্যতীত আর কিছুতেই তাঁহার জীবনের আশা নাই!

তত্রোপবিষ্টা অপরা সখীর ভাবাবেশে—গীত-কর্ত্তা হরিবল্লভ (শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়) বলিতেছেন—প্রামাণিক কথা! আমি নিজেই এ কথার সাক্ষী।
(বাধা—দুঃখ, কঞ্জ—পদ্ম, শিশির—শৈত্য, শীতলতা)

(৫) ধনী-শিরোমণি শ্রীরাধা, প্রাণ প্রিয়তমের এই প্রকার প্রেম-বৈকল্য শ্রবণে আপন শারীর-ধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম (আহার নিদ্রা ও অভিসারের স্থান সময়া-

উথলল মনমথ-সিন্ধু-হিলোল
ভরমে উঘারত মরমকো বোল।
রসভরে—মন্থর, চলই না পারি—
নিন্দই—যৌবন জঘনকো ভারি ;
কত শত মনোরথ, আগে আগুসার
দামোদর সঙ্গে রঙ্গে করু অভিসার।

(৬) বেলোয়ার।

কঞ্জ-চরণযুগ, যাবক রঞ্জন, খঞ্জন-গঞ্জন-মঞ্জীর বাজে।
নীল-বসন, মণি-কিঙ্কিণী-রণরাণ, কুঞ্জরগমন-মদন, ক্ষীণ-মাঝে।

দির বিচারাদি) গুরু-গৌরব, লজ্জা, ধৈর্য্য, গৃহ-কৃত্যাদি সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। অনুরাগ, উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা-সংমিশ্রিত অপরূপ ভাব-তরঙ্গে তাহার অঙ্গ, চঞ্চল হইয়া উঠিল। আভরণ পরিধান—অসম্ভব হইয়া পড়িল।।

মন্মথ-সিন্ধুর-তরঙ্গোচ্ছ্বাসে—মনের কথা মুখে প্রকাশ করিতে ভ্রম জন্মিতে লাগিল (ভরমে—ভ্রমে। উঘারত—উদ্‌ঘাটন বা প্রকাশ করু) রস-ভারাক্রান্ততার নিমিত্ত গমনে অপারগ হইয়া পড়াতে—নিজ-যৌবনের এবং জঘনের গুরুত্বের, নিন্দা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, কি প্রকারে—কিদৃশ আদরে—কিরূপ রস—কৌশলে, কান্তের মূর্চ্ছা-পনোদন এবং বিনোদন করিবেন—ইত্যাদি নানা মনোরথ, তাঁহার আগে আগে অগ্রসর হইয়া তাহাকে লইয়া চলিল। গীতকর্ত্তা দামোদরও সখীর ভাবাবেশে মনোরঙ্গে, সঙ্গে চলিলেন।

(৬) গীত-রচয়িতা, কবি গোবিন্দ দাস, অভিসারিণী শ্রীরাধার সঙ্গিনীর ভাবাবেশে—তাঁহারই নিকটে—আনন্দোচ্ছ্বাসে, তদীয় অভিসারের সৌন্দর্য্য মাধুরী বর্ণন করিতেছেন যথা:—

"রাধে! কুঞ্জর-গমন-গমনি! ক্ষীণমধ্যে! শ্যাম-বিনোদিনী! তোমার

সাজলি, শ্যাম-বিনোদিনী রাধে!

অঙ্গহি অঙ্গ, অনঙ্গ-তরঙ্গিম, মদন-মোহন-মনমোহিনী ছাঁদে। ধ্রু।

কনক-কটোর—চোর, কুচ-কোরক-জোরে, উজোরল মোতিমদাম।

ভুজ-যুগ-থির-বিজুরী-পর, মণিময়-কঙ্কণ-ঝলকিত, চমকিত কাম

মধুরিম-হাস—সুধারস-নিরসন, দশন-জ্যোতি, জিতি—মোতিম কাঁতি।

সুভগ-কপোল, লোল-মণি-কুণ্ডল, দশ দিশ ভরল নয়ন-শর-পাঁতি,

অঙ্গকার অভিসার সজ্জাটি যথার্থই মদন-মোহনের মনোহিনী ছাঁদে বিরচিত হইয়াছে!

পদ্ম-বিনিন্দিত-চরণ-যুগল-অলক্তক-রঞ্জিত, খঞ্জন-গঞ্জন-রবে তাহাতে নূপুর নিনাদিত হইতেছে! অনঙ্গের লহরী-লীলা—অঙ্গ হইতে অঙ্গান্তরে তরঙ্গিত হইতেছে! স্বর্ণ-কটোরির—সৌন্দর্য্যাপহারী-কুচ-কুট্মল-যুগলে—সমুজ্জ্বল-মুক্তাহার (মোতিমদাম) এবং স্থির সৌদামিনীর সদৃশ-শোভাময়-ভুজযুগলে মণি-নির্ম্মিত-কঙ্কণ ঝলসিত হইয়া, সৌন্দর্য্য-দর্পী-কন্দর্পকেও চমকিত করিতেছে!

মাধুর্য্যময়-হাস্যামৃতে, স্বর্গের সুধাকে—নিরসন করিতেছে। আর মধুর-হাস্য-বিকশিত—দন্তরুচি, নির্ম্মল-মুক্তার কান্তিকে পরাভূত করিতেছে! কপোল-বিলোলিত—সুন্দর-মণি-কুণ্ডল-সঞ্চালনে যেন দশদিক কন্দর্প-শরে ভরিয়া যাইতেছে! (পাতি—পংক্তি, সমূহ।)

তোমার আচ্ছাদিত কবরীর ও ললাটস্থ চূর্ণ-কুন্তলাবলীর—এবং মন্মথ-ধনুবৎ—ভ্রূ-যুগলের—ভঙ্গিমাময়-সৌন্দর্য্য-মহিমা-দর্শনে, আজ তোমাকে যেন মূর্তিমান্—শিঙ্গার-দেবতার, অধিদেবী বলিয়া বোধ হইতেছে!! (চক্ষুর-চক্ষু, ইত্যাদিবৎ প্রয়োগ)।

পদামৃতসমুদ্রে ও পদকল্পতরুতে ৪র্থ ছত্রের প্রথমাংশের পাঠ "সঙ্গহি রঙ্গ-

ঝাঁপল কবরী, ভালে-অলকাবলী, ভাঙ, ধনুয়া যনু মনমথ-সেবি,
গোবিন্দ দাস, হৃদয়ে অবধারল, মূরতি শিঙ্গার-দেব-অধিদেবী।

(৭) কামোদ।

চহুঁ চহুঁ নয়নে—নয়নে যব লাগল, জাগল—মনমথ-রাজ
বদন ফিরাওলি, অঞ্চলে ঢাকলি—রাধা, অতিভয় লাজ!
(আজু) কাননে কাম-কলা-রস-রঙ্গ,
কত কত চাটু করত, নব-নাগর, ধনী, না দেখাওত অঙ্গ॥ ধ্রু॥

তরঙ্গিণী-রঙ্গিণী"। অধিকন্তু কল্পতরুতে তৎ-শেষাংশেরও, এইরূপ পাঠান্তর—"কোটি মদন-মনমোহিনী ছাঁদে" আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠ-বৈষম্য আছে এবং "মঞ্জু চরণ যুগ" ইতি পাঠে, গীতের আরম্ভ।

(৭) প্রেমময়ী, প্রাণেশ্বরের সন্নিধানে উপনীত হইলে—পরস্পরের নয়নে নয়নে সম্মিলন হওয়া মাত্র, কন্দর্প-রাজ জাগিয়া উঠিলেন! কিন্তু সখীগণকে দেখিয়া যেন নাগরী-মণি অতি-লাজ-ভয়ে বদন ফিরাইয়া—বসনাবৃত করিয়া রহিলেন!

সময় বুঝিয়া—সখীগণ কুঞ্জের বহির্ভাগে চলিয়া গেলে, কাম-কলার রসরঙ্গ—আরম্ভ হইল। অঞ্চল-উন্মোচনের নিমিত্ত—নব-নাগর নানাবিধ চাটুকারিতা, প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু রসময়ী কিছুতেই অনাবৃত-অঙ্গমাধুরী-প্রকাশ করিতেছেন না!

রসিক-মৌলী-মণি, আপন কর-পল্লবের সাহায্যে, অভিলাস সফলের প্রয়াস পাওয়ায়, বিনোদিনী আরও দৃঢ়রূপে বস্ত্রাঞ্চল গুজিতে এবং স্বীয়

অঞ্চল গহত, করে কর বারত, কঙ্কণ ঘন ঘন সান
পরশত চরণ মানাওত ; সহচরী—লোচন-ইঙ্গিত জান।
ঘোঙ্গট খোলি, বদন-বিধু-অলকনি, কুণ্ডল-ঝলকনি দেখি
নিজ লোচন-মন-ভূলল বল্লভ, ভৈগেল, চিত্রল-লেখি!

(৮) শ্রীরাগ।

ধনী নাগর-কোর! ধনী নাগর-কোর!
বিলসই রাই! সুখের নাহি ওর!!
ধনী রঙ্গিণী-রাই, ধনি রঙ্গিণী-রাই,
হরি বিলসই। কতরস অব গাই!

করে নাগরের করের-অগ্রগতি—নিবারণ করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে—ঘন ঘন কঙ্কণের নিক্কণ সমুথিত হইয়া লালসিত-নাগরেন্দ্রের আরও উন্মাদনা বাড়াইতে লাগিল। পরিশেষে সহচরীর নয়নেঙ্গিত পাইয়া, ভামিনীর বামতা বিদূরণের—চরমোপায় আচরণ অর্থাৎ চন্দ্রাননীর চরণ-ধারণ করিয়া, সফল মনোরথ হইলেন। প্রিয়তমার প্রফুল্লতা বিধানের পর ঘোঙ্গট—(ঘোমটা) উদ্‌ঘাটন করিয়া ঘোমটা হইতে বদন অলগ্ অর্থাৎ পৃথক্ করণান্তর শ্রীরাধার অপূর্ব্ব বদন-মাধুরী ও বদন-বিধুর উচ্ছলিত-সৌন্দর্য্য-প্রতিবিম্বিত-কুণ্ডল-যুগলের ঝলমলি অবলোকনে বল্লভের লোচন মন—জগৎ ভুলিয়া—সেখানেই বাঁধা পড়িল। তিনি সুচিত্রিত-ছবির ন্যায় অনিমিখ ও নিশ্চল হইয়া রহিলেন। বল্লভ শব্দের মুখ্যার্থ—শ্রীকৃষ্ণ। শ্লেষার্থ—গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ।

(৮) জালরন্ধ্রে লীলাদর্শনকারিণী কোনও সখী অপরাকে কহিতেছেন—দেখ, আমাদের পরম-রঙ্গিণী-ধনী-মণি, এতক্ষণ—বৃথা বামতাময়-রস-কলা নৈপুণ্যের-প্রদর্শন দ্বারা কেলি-তৃষাকুল-নাগর-রাজেন্দ্রের আগ্রহ ও অনুরাগের চরম পরিণতি প্রদান করিয়া—অধুনা দাক্ষিণ্যের অবধি—প্রদর্শন করিতেছেন,

হরিমানস সাধা, হরিমানস সাধা
বিলসই, শ্যাম-পরাজিত রাধা!!
হায় সুন্দরী- মুখে, হরি, সুন্দরী-মুখে
তাম্বূল দেই-চুম্বই, নিজসুখে!
ধনী রঙ্গিণী-ভোর, ধনী রঙ্গিণী ভোর
ভুলল গরবে কানু করি কোর!

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ব বিভাগে মধ্যা দশনে
সম্পূর্ণ সম্ভোগ দশম ক্ষণদা।

স্বয়ং কেলী-বিলাসের কর্ত্রী হইয়া—নাগরের কোরের উপর বিরাজিতা হইয়াছেন! হায়! এ আনন্দের ইয়ত্তা নাই!

দেখ দেখ আমাদের রঙ্গিণী-রাই আজ কত রসে ডুবিয়া—বিহার বৈপরিত্যে হরির সহিত—বিলাস-সংসাধন করিতেছেন! যৎকর্ত্তৃক প্রতিপদে শ্যামের পরাজয় ঘটে, আমাদের সেই-রাধা আজ তেমনি করিয়া বিলাস-কলায়—শ্যামের মনের সাধ পূর্ণ করিতেছেন, আর হরি তাহাতে কৃতার্থ হইয়া সুন্দরীর সুবদনে চর্ব্বিত তাম্বূল প্রদান করিতে করিতে কত সুখে চুম্বন দান করিতেছেন!!

দেখ দেখ, মধ্য-লীলার উপসংহার দৃশ্যটি—আরও মধুর! রঙ্গিণীমণি, নায়িকায়িত-নাগরকে বক্ষে ধারণ করিয়া—গৌরবের ভরে, বিভোর হইয়া রহিয়াছেন!!

পদকল্পতরুতে "ভার-নায়র কোর" বলিয়া এ গীতের আরম্ভ। এবং নিম্ন-লিখিত পংক্তিগুলি অধিক রহিয়াছে: "দুহু-দুহু-গুণ গায়, একই মুরলী রন্ধ্রে দুজনে বাজায়। কেহ—কেহ মৃদু-মৃদু ভাষ, নাগরী-পরশে-অবশ, পীত বাস। কেহ কাড়ি লয়—রেণু, রাস-রসে-আজি ভুলল কানু।" তাহাতেও গীতকর্ত্তার নাম-যুক্ত ভণিতা নাই! প্রকরণ-সঙ্গতি-রক্ষার্থ বোধ হয় এই অংশটুকু এ গ্রন্থে গৃহীত হয় নাই। পদকল্পতরুতে এ গীতটি রসের প্রকরণে ভিন্নার্থে ধৃত হইয়াছে।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ একাদশ ক্ষণদা,—কৃষ্ণা একাদশী।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য,—ধানসী।

বিমল-হেম-জিনি, তনু অনুপমরে! তাহে শোভে নানাফুল-দাম,
কদম্ব-কেশর জিনি, একটি পুলকরে! তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম।
জিনি মদ-মত্ত-হাতী, গমন মন্থর অতি, ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়,
অরুণ-বসন-ছবি, জিনি প্রভাতের রবি, গোরা-অঙ্গে লহরী খেলায়।

(১) স্বর্ণের কান্তি স্বভাবতঃই অতি সুন্দর এবং চিরকাল অবিকৃত থাকে। স্বর্ণের সহিত সম্যক উপমার বস্তু বিরল। পোড়াইয়া দ্রবীভূত করিলে, মলাদি দগ্ধ হইয়া—স্বর্ণ আরও উজ্জ্বল হয়। এই প্রকারে বহু, দগ্ধীকৃত সুবর্ণের কিম্বা জাম্বুনদজাত-স্বতঃ-বিশুদ্ধ—বিমল-হেমের বর্ণ হইতেও শ্রীগৌর-সুন্দরের নয়নাভিরাম—হেমকান্তি আরোও সুন্দর—আরোও সমুজ্জ্বল এবং চিত্তাকর্ষক। স্বর্ণের গায়—ধূলি, মৃত্তিকাদি লাগিলে তাহার সৌন্দর্য্য ও সুদৃশ্যতা হ্রাস বা নষ্ট হয় কিন্তু হেমাঙ্গ-সুন্দর-গৌরহরির শ্রীঅঙ্গে, প্রেমে ভূলুণ্ঠনাদিজনিত—ধূলি-কর্দ্দমে—আরও অধিকতর শোভা বিকশিত হয়! ভাই! একটিবার আমার নবদ্বীপ-সুধাকরের অনুপম রূপ-মাধুরী অবলোকন করিয়া নয়ন সফল কর:—

ঐ দেখ তাঁহার বিমল-হেম-বিনিন্দিত অনুপম তনুতে, নানা ফুলে নির্ম্মিত

চলিতে না পারে, গোরাচাঁদ গোসাঞীরে,* বলিতে না পারে আধ-বোল,
ভাবেতে † আবেশ হৈয়া, হরি হরি বোলাইয়া ‡ আচণ্ডালে ধরি দেই কোল।
এ সুখ-সম্পদ-কালে, গোরা না ভজিনু হেলে, হেন পদে না করিনু আশ,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র, ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ, গুণ গায় বৃন্দাবন দাস।

ভক্তগণের মালা—কি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে! এবং পুলক নামে যে একটি সাত্ত্বিক ভাব আছে, আমার প্রভুর শ্রীঅঙ্গে উহা—কদম্ব-কেশর হইতেও সুন্দর, সুস্পষ্ট এবং সর্ব্বাঙ্গ-ব্যাপী হইয়া প্রকাশ পাইতেছে! আর তাহার মধ্যে মধ্যে ঘর্ম্ম-বিন্দু-সমূহ, (মুক্তার ন্যায়) শোভা বিস্তার করিতেছে।

মদ-মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় মন্থর-গমনে—ভাবাবেশে—ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলিতেছেন। তাহাতে—বালারুণ-বিজয়ী—অরুণ-বসন-খানি যেন আনন্দোল্লাসে নাচিয়া নাচিয়া তদ্রূপ-লাবণ্য-সাগরে, মাধুর্য্যের লহরী তুলিয়া ক্রীড়া করিতেছে!! ভাব-ভরে চলিতে পারিতেছেন না! তথাপি আচণ্ডাল পর্য্যন্ত যাবতীয় জীববৃন্দকে 'হরি বোল' বলাইতেছেন, আর ধরিয়া আলিঙ্গন দান করিতেছেন!

শ্রীভক্ত বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আক্ষেপ-দৈন্যোক্তি—হায়! সুখে সম্পদ-লাভের এমন সুসময় পাইয়াও, কেবল হেলা করিয়া, অসাধনে-পরম পুরুষার্থ—দাতা, এমন দয়ার ঠাকুরকে ভজিলাম না!! ভজন দূরের কথা, তাঁহার এহেন

পাঠান্তর—* "চলিতে নাহিক পারে, গোরা চান্দ হেলে পড়ে"। † প্রেমেতে। ‡ পতিতেরে নিরখিয়া। ইত্যাদি অন্যান্য পাঠান্তর গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে বর্ত্তমান।

(২) শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য,—কামোদ।

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ, সহজে আনন্দ-কন্দ, ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলি যায়,
ভায়ার ভাবেতে মত্ত, জানেন সকল তত্ত্ব, হরি বলি অবনী লোটায়!
(নিতাইর) গোরা-প্রেমে গড়া—তনুখানি।
ভাইয়ার* মুখ হেরি, পুলিয়া পুলিয়া পড়ে, ধারা বহে সিঞ্চয়ে ধরণী ॥ ধ্রু ॥

প্রেম-ভাণ্ডারের উন্মুক্ত দ্বার—শ্রীচরণে আশাবদ্ধও হইলাম না!! আমার উপায় কি? সাধুগণের মুখে শুনিয়াছি—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দের গুণ-গান বঞ্চিত জনের—পরমোপায়। অতএব মনের সাধে গুণগান করিতেছি।

(২) আলু আদ্রক প্রভৃতি অর্থাৎ উদ্ভিদ-বিশেষের, পুষ্টিবর্দ্ধক অথচ আস্বাদন যোগ্য মূলাংশের নাম—কন্দ। শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্র আনন্দ পাদপের কন্দ-স্বরূপ। যেমন—বৃক্ষের পুষ্টিবর্দ্ধক, তেমনি—জীবগণের জীবন-সাধক-উপাদেয়-পরম-রসে—পরিপূর্ণ। সাধারণ কন্দ—প্রায়শঃই রোগের ঔষধি; আনন্দ-কন্দ নিতাই—ভব-রোগের সিদ্ধৌষধি।

আমার নিতাই-চাঁদ স্বতঃই, প্রেম-রসে নিত্য বিভোর; তাহাতে আবার আজ ভায়ার অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের ভাবে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছেন!!

কি উপাদানে—কি কারণে—কি করিবার নিমিত্ত, ভায়া—গৌর হইয়াছেন, নিতাই-চাঁদ সকল তত্ত্বই জানেন; তাই, ভাইয়ার ভাবাবেশে এমনি প্রমত্ত

পদকল্পতরু ও গৌর-পদ-তরঙ্গিণীর পাঠান্তর—*গদাধরের।

অদ্বৈত আনন্দ-কন্দ, হেরি-নিতাইর মুখচন্দ্র হুঙ্কার পুলক শোভে তায়। †
হরিবল-বেলা করে, গউর গউর বলে, প্রিয়-পারিষদে গুণ গায়। ‡
গোলোকের প্রেম বন্যা অবনী করিল ধন্যা, অতুল-অপার-রস-সিন্ধু!
মাতিল জগত ভরি, নিতাই চৈতন্য করি, রায় অনন্ত মাগে বিন্দু।

হইয়াছেন যে অঙ্গ ধারণের সামর্থ্য নাই। "হরি হরি" বলিয়া চলিতে চলিতে—অঙ্গ এলাইয়া কেবলই অবনী-লুণ্ঠিত হইতেছেন!

ক্ষীর বা শর্করা দ্বারা নির্ম্মিত—পুত্তলিকার সর্ব্বাংশই যেমন ক্ষীর বা শর্করাময় তেমন আমার নিতাই-চাঁদের তনুখানি—কেবল গৌর-প্রেমে গড়া! ভায়ার-মুখ-পানে চাহিয়া কারুণ্য রসে কেবলই লোল হইয়া পড়িতেছেন আর নয়নাশ্রুতে পৃথ্বী পরিসিক্ত হইতেছে!!

এই প্রকার ভাবে-বিভাবিত-নিত্যানন্দ-চন্দ্রের শ্রীবদনখানি নিরীক্ষণ করিয়া জীবের নিমিত্ত সন্তপ্ত,প্রাণ আনন্দকন্দ—শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রও আপন অভিপ্সিত-ভক্তি-প্রচার ও জগতুদ্ধারের—আশাতীত সাফল্যদৃষ্টে—মহানন্দে হুঙ্কার করিতেছেন এবং পুলকাবলীতে শোভিত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রিয় পার্ষদগণের সহিত কখন—হরিবল—হরিবল—করিতেছেন, কখনও বা গৌর! গৌর! বলিয়া মহাপ্রভুর গুণগান করিতেছেন।

দেখ, গোলোকের অপার-রস-সাগরের অতুল-প্রেমবন্যা বৃন্দাবনের বেলাভূমি ছাপাইয়া আজ সমস্ত অবনীকে ধন্য করিতেছে! সমস্ত জগৎ "জয় নিতাই চৈতন্য!" বলিতে বলিতে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেছে!!

---

† গায় ‡ পারিষদগণ ধায়। পদকল্পতরু ও তরঙ্গিণীতে এইরূপ অসঙ্গত পাঠান্তর বর্ত্তমান।

(৩) সুহই—শ্রীকৃষ্ণ আহ।

রতন-মন্দি-মাহ, বৈঠলি সুন্দরী, সখী সঙ্গে রস-পরথাই,
হসইতে খসই—কতহু মণি-মোতিম, দশন কিরণ অবছাই।
(শুন সজনি) কহইতে না রহে লাজ।
সো বর নারি হামারি মন-বারণ-বান্ধল, কুচ-গিরি-মাঝ ॥ ধ্রু ॥
মঝু-মুখ হেরি, ভরম-ভয়ে সুন্দরী, ঝাপাই ঝাপল দেহা
কুটিল-কটাখ-বিশিখে হনু জর জর-জীবনে না বান্ধাই থেহা।

গীতকর্ত্তা রায় অনন্ত, সাধক-ভক্তোচিত দৈন্যোক্তিতে কহিতেছেন :—প্রভো! এ দীন হীনকে—এই বিশ্ব-প্লাবিনী-প্রেমের একটি বিন্দু—দান কর! এই রূপ আক্ষেপোৎকণ্ঠাময় প্রার্থনা—কৃপা প্রাপ্তির অব্যর্থ উপায়।

(৩) নিজভবনের কোনও সমুচ্চ-মণি-মন্দিরোপরি সখী-সংবৃতা শ্রীরাধা উপবিষ্টা। এমন সময়ে কোনও ব্যপদেশে কিঞ্চিদ্দূর-বহির্দ্দেশে, প্রেম-পিপাসিত—নাগর-শিরোরত্ন সমাগত হওয়ায় পরস্পরের দর্শনে—উভয়েই কন্দর্প-পীড়িত এবং আকুলিত হইয়া উঠিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ঘরে প্রত্যাগমনের পর, সম্মিলনের উপায় বিধানোদ্দেশে কোনও আপ্ত-দূতীর নিকটে আপনার অবস্থা প্রকাশ করিতেছেন, যথা—

দেখিলাম, সে সুন্দরী রত্ন-মন্দিরে বসিয়া সখীগণের সহিত, রস-প্রথানুরূপ হাস্য পরিহাস করিতেছে। সে হাসির সহিত দশনের কান্তি অবিচ্ছুরিত (মিশ্রিত) হইয়া কত মণি মুক্তা—খসিয়া পড়িতেছে!

হৃদয়োন্মাদক-কথা বলিতে লজ্জা থাকে না—তোমাকে সমস্ত বলিতেছি শুন :—সখি! সে রমণী-আজ্ঞা, আমার-মাতঙ্গকে স্বকীয় কুচগিরি-যুগলের মধ্যস্থলে বাঁধিয়া রাখিয়া দিয়াছে!! সে, আমার প্রতি—এক অপূর্ব্ব-ভঙ্গিময়-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া,—সসম্ভ্রমে বস্ত্রোত্তলন পূর্ব্বক আপন দেহাবৃত করিল,—

করে কর জোরি, মোরি তনু-বল্লরী, মোহে হেরি-সখী-করু-কোর
গোবিন্দ দাস ভণ, তে নন্দ-নন্দন—দোলত মদন-হিলোর ?

(৪) সখী কৃষ্ণমাহ,—ধানসি।

রঙ্গিণী-সঙ্গে, তুঙ্গ-মণি-মন্দিরে, দশদিশ হেরইতে রামা,
কোজানে কিখেনে, তোহে দিঠিলাগল, মুরছি পড়ল সোই ঠামা
(মাধব !) কিতুয়া নয়ন-সন্ধান !
কুল-গিরি-রাজ, লাজ-ঘন-কঞ্চুক-ভেদি মরম পয়েঠান ॥ ধ্রু ॥

সে কুটিল কটাক্ষ-শরাঘাতে আমার শরীর একেবারে জর জর হইয়া গিয়াছে, আর জীবনে স্থিরতা বন্ধন হইতেছে না অর্থাৎ কিছুতেই প্রাণ-স্থির করিতে পারিতেছি না।

আরও দেখিলাম—সে সুন্দরী উভয় হস্তাগ্র একত্রিত করত, অঙ্গ-মোড়া দিয়া আমার প্রতি চাহিতে চাহিতে স্বীয় সখীকে বক্ষে ধারণ করিল, সখি ! এই সকল ভাবভিযোগ দর্শনে আমার ধৈর্য্য লোপ হইয়া গিয়াছে।

সম্বোধিতা-সখীর ভাবাবেশে—গীতকর্ত্তা গোবিন্দ দাস উত্তর করিতেছেন, তাহাতেই বুঝি আজ রাজ-সভার-আনন্দ পরিহার পূর্ব্বক নন্দ-নন্দন—মদন-তরঙ্গে দোলায়িত ?

(৪) শ্রীরাধার নিকট হইতে সমাগতা কোনও দূতী (এই গীতে) শ্রীকৃষ্ণের নিকটে রাধার অবস্থা বর্ণন করিতেছে, যথাঃ—আজ, নিজ ভবনস্থ তুঙ্গ-মণি-মন্দির হইতে, সে ধনী—রঙ্গিণী-সখীগণের সহিত দশ দিকে স্বভাবের শোভাদি—নিরীক্ষণ করিতেছিল, এই সময়ে হঠাৎ তোমাকে দেখিতে পায়। কি ক্ষণে তোমার বদনে তাহার দৃষ্টিপাত হইয়াছিল জানি না, দর্শনের ফলে—সেখানেই সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ে।।

বিরহ-বিষানলে, জ্বলত কলেবর, সঘনে লুঠই মহী-পঙ্ক,
তুহু সুপুরুষ মণি,—তোহে চড়য়ে জানি, ধনী-বধ-বিপুল-কলঙ্ক।
সব সহচরী মিলি, কত আশ-আসব, বেদন কোই না জান,
গোবিন্দ দাস ভণ, তোহারি পরশ-পণ, নহ কৈছে রহত পরাণ ?

(৫) বরাড়ি।

প্রেমকো কাহিনী, শুনল মুরারি,
পৈঠল, মনসিজ-বিশিখ, সু-ধারি।
উতরোল-চিত-ধৈরয দূরে গেল,
তরল—নলিনী-দল-জল সম ভেল।

মাধব! তোমার নয়ন-সন্ধানের-অদ্ভুত শক্তি! উহাতে, কুল-গৌরবের সমুচ্চ-গিরি-প্রাকার ভেদ করে—লজ্জার-সুদৃঢ়-বর্ম্ম ছেদন করে—করিয়া, একেবারে হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে বিদ্ধ হয়! রাই-বিনোদিনীর-তাহাই ঘটাইয়াছে; এক্ষণে, বিরহ-বিষাগ্নিতে—বিনোদিনীর-কোমল-তনুখানি জ্বলিয়া গেল! সে তীব্র-তাপ সহনে অসমর্থা হইয়া, সুকুমারী-ধনী, মৃৎ-পঙ্কে-বিলুণ্ঠিত হইতেছে!!

তুমি—সুপুরুষগণের শিরোমণি—বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু আজ বুঝি, নারী বধের-বিপুল-কলঙ্কে,—সে সুখ্যাতি বিলুপ্ত হয়!

সহচরী সকল সম্মিলিত হইয়া আশ্বাস দ্বারা—সরলাবালাকে শান্ত করার চেষ্টা করিতেছে বটে, (আশ-আস—আশ্বাস) কিন্তু কেহই বেদনার পরিমাণ বুঝিতে পারিতেছে না! কত আশ্বাস দিবে? আর এরূপ ভীষণ-বেদনা কি শুধু আশ্বাসে প্রশমিত হয়? তাঁহার আশ্বাসে সুস্থির হইবার অবস্থা নহে! আমি জানি কেবল তোমার অঙ্গ স্পর্শের প্রতিজ্ঞায় এখনও প্রাণ রহিয়াছে, নাহিলে এমন অলৌকিক, এমন ভীষণ-তম বিকারে কেহ বাঁচে না?

(৫) প্রাণ-প্রিয়তমার প্রেম-পীড়ার কাহিনী শুনিয়া, মুরারির (কুৎসা বিনাশক কৃষ্ণের) হৃদয়, সুতীক্ষ্ণ-কন্দর্প-বাণে বিদ্ধ হইল! (সু-ধারি—উত্তম

নিজ-মুখে কি কহব, অন্তর-নেহ,
সহচরী কোরে সপল নিজ দেহ,
কানু কো পীরিতি-আরতি, জানি
চললি সখী, যহি হরিণী-নয়ানী ;
পিয় কো মরম, পুছলি রামা,
কহে হরি বল্লভ—হরি-গুণ গামা।

(৬) দেশী বরাড়ি।

বহতি, মলয়-সমীরে—মদন-মুপনিধায়,
স্ফুটতি, কুসুম-নিকরে—বিরহি-হৃদয় দলনায় ॥ ১ ॥

রূপে পার দেওয়া ; (আশয়—প্রাণ) তাঁহার চিত্ত অস্থির এবং ধৈর্য্য দূর হইল। তিনি, নলিনী-দলগত-জলের ন্যায় তরল অর্থাৎ—অনবস্থিত হইয়া উঠিলেন। অন্তরের প্রেম-ভাব (নেহ—স্নেহ) মুখে বলিতে না পারিয়া—সহচরীর ক্রোড়ে (দূতীর কোলে) দেহ সমর্পণ দ্বারা ব্যক্ত করিলেন—"তোমার শরণাপন্ন হইলাম, যে রূপে হয় রাধার সহিত মিলাইয়া দেও"।

কানুর এই রূপ প্রেমার্ত্তির-আতিশয্য দৃষ্টে, সখী আশ্বস্ত হইয়া মৃগ-নয়নী রাধার নিকটে প্রত্যাগমন করিলেন এবং "হরিগুণ গামা" অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রেমগুণের বর্ণনা করিতে লাগিলেন। (গাম—গ্রাম, সমূহ) এ গীতিটি সখী-ভাবাবিষ্ট শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্বরচিত।

(৬) পুনরায়—শ্রীরাধার নিকটে যাইয়া দূতী বলিতেছেন—সখি! কাননে, মদনোদ্দীপক মলয়-সমীরণ, প্রবাহিত এবং বিরহীর হৃদয়-বিদলক কুসুম সমূহ প্রস্ফুটিত হওয়ায়—তোমার বনমালী (স্বীয়-হস্ত-রচিত বনমালা-ধারণে-সজ্জিত শ্রীকৃষ্ণ) তোমার বিরহে ব্যাকুল হইয়া—খেদান্বিত হইতেছেন।

তাপাপহারক স্নিগ্ধ চন্দ্র-কিরণে তিনি দগ্ধ হইতেছেন। (শিশির-ময়ূখ—স্নিগ্ধ কিরণ যার, অর্থাৎ চন্দ্র) ও মৃতবৎ—মূর্চ্ছাপন্ন হইতেছেন। নিরন্তর নিপতিত-কন্দর্প-শরে বিকলতর হইতেছেন ও বিলাপ করিতেছেন।

সখি! সীদতি, তব বিরহে, বনমালী ॥ ধ্রু ॥
দহতি, শিশির-ময়ূখে—মরণ মনু করোতি,
পততি, মদন-বিশিখে—বিলপতি বিকল তরোহতি ॥ ২ ॥
ধ্বনতি মধুপ-সমূহে—শ্রবণ-মপি দধাতি,
মনসি বলিত বিরহে—নিশি-নিশি রুজ-মুপযাতি ॥ ৩ ॥

ভ্রমর-নিকরের গুঞ্জনে (কর্ণ-পীড়া সমুৎপন্ন হওয়ায়) করে কর্ণাচ্ছাদন করিতেছেন! তোমার সম্মিলন কালে—যাহা যাহা পরমানন্দ বৰ্দ্ধক,—বিরহ ব্যাকুলিতাবস্থায় তৎসমস্তই তাহার, কষ্টপ্রদ হইতেছে!!

সম্মিলনের সুসময়ে নিশাযোগে তোমাকে না পাইয়া অত্যুদ্রিক্ত-বিরহ ভাবিত-হৃদয়ে—নিশির প্রতিক্ষণে—তাহার পীড়াধিকা জন্মিতেছে!

পরমাদরের সে রাজ-নন্দন, তোমার প্রত্যাশায় আপন পরম-রমণীয় বাস-ভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক—বিপিন-বিতানে বাস করিতেছেন! আর তোমা ব্যতিরেকে অনবরত ভূ-শয্যায় বিলুণ্ঠিত হইতেছেন!

মুখে অন্য কথাটি নাই,—কেবল বারংবার তোমার নামোচ্চারণ করিয়া বিলাপ করিতেছেন।

জয়দেব-কবি-বিরচিত প্রেম-মুগ্ধ-হরির, এই বিরহ-বিলাসতের শ্রবণ-গানও আস্বাদন-সঞ্জাত পুণ্যের প্রভাব (সখীর দৌত্য-দক্ষতা অনুভবানন্দে) রসোৎসাহ-বিভাবিত-জনগণের—মানসে শ্রীহরি সমুদিত হউন।

এইটি, গীত-গোবিন্দের ৫ম, সর্গের ১০নং গান, এ গীতের—পূজারী গোস্বামী-কৃত টীকা এইরূপ—হে সখি! তব বিরহে বনমালী সীদতি ॥ ধ্রু ॥ (ত্বৎ-কর-কল্পিত—বনমালাবলম্বনেনৈবজীবতীতি—বনমালী শব্দোপন্যাসঃ) কদা কদা সীদতী-ত্যাহ—মদনং সন্নিহিতং কৃত্বা মলয়-সমীরে বহতি সতি, বিরহিণাং মর্ম্ম-পীড়নায় কুসুম সমূহে চ স্ফুটতি সতি ॥ ১ ॥

কিঞ্চ—চন্দ্রে দহতি সতি—মরণ-মনু করোতি—নিশ্চেষ্টো ভবতি মূর্চ্ছতীতি যাবৎ। কামবাণে চ পততি সতি অতি বিহ্বলো বিলপতি, কুসুম পতনে হৃদি বিদ্যাং কাম-বাণ-ভ্রমাদাক্রোশতীত্যর্থ ॥ ২ ॥

বসতি বিপিন বিতানে, ত্যজতি ললিত-ধাম,
লুঠতি—ধরণী-শয়নে, বহু বিলপতি—তবনাম ॥ ৪ ॥
ভণতি, কবি জয়দেবে, বিরহ-বিলসিতেন,
মনসি, রভস-বিভবে—হরি রুদয়তু, সুকৃতেন ॥ ৫ ॥

(৭) কেদার।

আজু, কি কহব রমণী-সোহাগ !
ধৈরয, লাজ, ধরম—ভয়, সুতল, জাগল নব-অনুরাগ ! !

ভ্রমর-নিচয়ে শব্দায়মানে সতি—কর্ণৌ করাভ্যামাচ্ছাদয়তি, অত্যুদ্রিক্ত বিরহে মনসি বলিত সতি নিশায়ং ক্ষণে ক্ষণে রুজমধিকমাপ্নোতি, নিশায়া-তৎপ্রাপ্তি, কালত্বাৎ—ত্বদপ্রাপ্ত্যা—মধুপ-ধ্বনি শ্রবণাৎ পীড়ামনুভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

বসতীতি—রুচিরমপি গৃহং ত্যক্ত্বা অরণ্য মধ্যে ত্বৎপ্রাপ্ত্যাশয়া বসতীত্যর্থঃ। বিরহ-বৈকল্যাদেকত্র স্থিত্যভাবাৎ, বিতান শব্দোপাদানং ত্বদপ্রাপ্ত্যা ভূমৌ লুঠতি, বহু-যথাস্যাত্তথা তবনাম বিলপতি, তব নামধেয়াদন্যত্তস্য মুখে ন নিঃসরতীত্যর্থ ॥ ৪ ॥

কবিজয়দেবে ভণতি সতি—হরি-বিরহ বিলসিতেন, সুকৃতেন মনসি—হরি রুদয়তু। হরি-বিরহ-বিলসিতেন হেতুনা—যদুৎপন্নং সুকৃতং তেন—গায়তাং শৃণ্বতাঞ্চ হৃদি—হরিরুদিতো ভবতীত্যর্থঃ। কিদৃশে মনসি? রভসস্য প্রেমোৎসাহস্য বিভব যত্র তস্মিন্ এবং প্রাণ-পরাদ্ধ-নিম্মঞ্ছনীয়-চরণস্য নিজ প্রাণনাথস্য বিরহ বৈকল্য শ্রবণেন মূর্চ্ছিতায়াং স্বসখ্যাং তস্যা অপি বাকস্তম্ভো জাত ইতি পঞ্চপদৈঃ সমাপ্তঃ ॥ ৫ ॥

(৭) রমণীর প্রেম, সোহাগ। জগতে অতুলনার বস্তু। উহা বর্ণনের ভাষা নাই! সে—সোহাগের সিংহনাদে, আজ আমাদের চারু-নিতম্বিনী শ্রীরাধার ধৈর্য্য, লজ্জা ও ধর্ম্মভয়, ভয়ে শুইয়া পড়িল এবং নবীন বিক্রমে নবানুরাগ জাগিয়া উঠিল!

চলিল নিতম্বিনী, বিসরলি তনু-মন পন্থ বিপন্থনা জানে
সহচরী-বচন, শুনত নাহি, অতিশয়ে—সম্ভ্রম মধু-রস পানে ;
তৈখনে, কুসুম—বেলী-কুল-তেজল, কত কত-শত অলি-রাজে
অঙ্গ-সুগন্ধ-তিয়াসেন অনুসরু, মদনকো বাজন বাজে।
নীল-নিচোল, হিলোলত লহু-লহু, মলয়জ-অনিল তরঙ্গে,
নব-দামিনী-সম, চমকত তনু-রুচি, বল্লভ মিলনকো-রঙ্গে।

(৮) বেলোয়ার।

নিরুপম-কাঞ্চন-রুচির-কলেবর, লাবনি—অবনী বরণ নাহি হোই
নিরমল-বদন-হাস-রস-পরিমলে, মলিন সুধাকর অম্বরে রোই !

প্রেমোন্মাদিনী-ধনী, দেহের বেশ-ভূষাদি ও মনের বিচার-বিকল্পাদি—ভুলিয়া অমনি অভিসারিণী হইলেন! পথ বিপথ অর্থাৎ কোন্ পথে যাওয়া কর্তব্য, অথবা কোন্ পথে—বাধা-বিপদের আশঙ্কা—এ সকল কথা না জানিয়াই চলিতে লাগিলেন!! রস-মধু-পানার্থ এত ব্যস্ত যে "বেশ রচনা করিয়া দিই"—"আমরা সঙ্গে যাই"—"ক্ষণকাল দাঁড়াও" এ সকল বা অন্যবিধ যে সকল অনুরোধ সখীরা করিতেছেন, তৎপ্রতি কর্ণপাত মাত্র নাই!

দেখ, পুষ্প লতিকা পরিত্যাগ করিয়া শত শত ভ্রমর-রাজ, গুঞ্জন-ধ্বনি-রূপ মদনের বাদ্য, বাদন করিতে করিতে ধনা-পদ্মিনীর অঙ্গ-সৌগন্ধের তৃষ্ণায়, তাহার অনুসরণ করিতেছে! (বেলী—বল্লী, লতা)।

আর, মলয়-মারুতের মৃদুতরঙ্গে, নীল-বসন—মন্দ মন্দ আন্দোলিত হওয়ায়, মেঘের কোলে তড়িতের ন্যায়—বল্লভের মিলন-রঙ্গে—ধনী-মাণর—তনু-রুচি, তাহার অভ্যন্তর হইতে চমক দিতেছে। (বল্লভশব্দ—শ্লিষ্ট। ইহার অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ এবং পদকর্তা বল্লভ)।

(৮) কোনও রস-বিদগ্ধা-সহচরী শ্রীরাধাকে কহিতেছেন: সখি! তোমার

আজু* বনি, নব-রঙ্গিণী রাই। সঙ্গিনী সকল শিঙ্গারিণী সাই॥ ধ্রু॥
লোল-অলক, তিলকাবলী-রঞ্জিত, সীতই কাঞ্চন-কমল-উজোর
লোচন-মধুকরী, চলতহি ফিরি ফিরি শ্রুতি-কুবলয়-পরিমল ভরে ভোর।
শ্যামর-চিত্ত-চোর, কুচ কোরক, নীল-নিচোল কোরে করু বাস
যাবক রঞ্জিত, চরণ-সরোরুহ। যছু ‡ নিরমঞ্চন, গোবিন্দ দাস।

নব জলদ নীলিমার, ভাল দাদাদাদি—লাল বচন মাত্র। তাহাতে অণুমাত্রও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় না বরং অঙ্গশ্রী আচ্ছাদিত হয়।

আজ তোমার নিরুপম-কাঞ্চন-রুচি কলেবরে, যে অলৌকিক লাবণ্য বিকাশ পাইতেছে, পার্থিব কোনও উপমায় তাহার বর্ণনা হয় না!!

হাস্য-কৌমুদী—প্রোদ্ভাসিত—তোমার নির্ম্মল-বদন-মাধুরী অবলোকনে সৌন্দর্য্যাভিমানী সুধাকর, বিষাদে মলিন হইয়া—আকাশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে! (সেই নিমিত্ত এখনও চন্দ্রোদয় হয় নাই)।

রাই! তোমার বেশ-নির্ম্মাণ-কারিণী সখীগণ তোমার সঙ্গে আছেন (শিঙ্গারিণী-বেশকারিণী। সাই—সঙ্গে।) আমি তাঁহাদের সাক্ষাতে বলিতেছি—আজই তুমি যথার্থ নব-রঙ্গিণী সাজিয়াছ!

তোমার এই—চঞ্চল-চূর্ণকুন্তল—রঞ্জিত-তিলকাবলী; সীমন্ত-সমুজ্জ্বলিত কাঞ্চন কমল—ইহারা শিঙ্গারের সার সম্পদ।

আর তোমার কর্ণস্থ কুবলয়ের পরিমলে-বিভোরা-লোচন-মধুকরীর—এই চাঞ্চল্যময়-চেষ্টা ও শ্যামসুন্দরের—চিত্ত-চোর-কুচ-কোরক-যুগলের, নীল-কঞ্চুলিকার-কোলে—নিবাসী-ভঙ্গী; আর তোমার অলক্তক-রক্ত চরণ-রক্তোৎপলের মধুর-মাধুরী,—সকল মধুরিমার সীমা!! এ সকলের বালাই লইয়া-আমার (গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজের) মরিতে সাধ করে। পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরুর পাঠান্তর—

* আজুক। † কিয়ে। ‡ অরুণ-চরণ-তলে ‡ জিউ।

(৯) বরাড়ি।

মঞ্জুতর-কুঞ্জতল-কেলী-সদনে
প্রবিশ, রাধে! মাধব-সমীপ মিহ, বিলস-রতি-রভস-হসিত বদনে ॥ ১ ॥
নব-ভবদশোক-দল-শয়ন-সারে
প্রবিশ রাধে! মাধব-সমীপ মিহ, বিলস কুচ-কলস-তরল-হারে ॥ ২ ॥

---

(৯) ঔৎসুক্যে—আকুলিতা শ্রীরাধা, কেলীকুঞ্জের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া—স্বকীয় অঙ্গ-কান্তিচ্ছটায় এবং তৎ-প্রতিফলন-সমুজ্জ্বলিত—হার নূপুরাদি—সদাব্যবহার্য্য-ভূষণস্থ—মণিগণের প্রভায়, কুঞ্জ মধ্যে স্বনিকটে শ্রীকৃষ্ণের স্পষ্ট-দর্শনে—হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিয়া—পার্শ্বস্থিতা কোনও সখী তাহাকে কহিতেছেন, যথা—

রাধে! দাঁড়াইলে কেন? সম্মুখস্থ মনোহর-তর-কেলীকুঞ্জে প্রবেশ কর এবং যদ্রূপ সমুৎসাহে আসিতেছ, তেমনি—রতিরসাবিষ্ট-হাস্যমুখে—মাধবের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সুখবিলাসে প্রবৃত্ত হও। ১।

অকারণ-বাম্যের বিবৃত্তিতে ফল কি? কুচ-কম্পনে, বক্ষের হার চঞ্চল হইয়া, তোমার সমুদয় অস্ফূর্ত্তি-বাহির করিয়া ফেলিতেছে; অতএব হে কুচ-কলস-তরলিত-হারে-রাধে! মাধবের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া অশোকের-নব-পল্লব রচিত—এই সুকোমল সুন্দর-শয্যায় বিহার কর। ২।

এইটি—শ্রীগীত গোবিন্দের ২১শ, সংখ্যক গীত। পূজারি গোস্বামী কৃত ইহার টীকা যথা—হে রাধে! মাধব সমীপং প্রবিশ, প্রবিশ্যচ ইহ মঞ্জুতর-কুঞ্জ তলমেব কেলি সদনং তত্র বিলস। রতিরভসেন হসিতং বদনং যস্যা—হে তাদৃশি! তব উচ্ছলিতং মনঃ অত্যুৎসুকতয়া হাস্য মিষেণ প্রিয়-মিলনায় বহির্নির্গত মিতি ভাবঃ ॥১॥

ন মন্মন উচ্ছলিতং—কিন্তু তস্য-ভবনাগরস্য বৈকল্যমাকলয্য-মদ্বদনং

কুসুম-চয়-রচিত, শুচি-বাস-গেহে
প্রবিশ রাধে! মাধব-সমীপ মিহ, বিলস-কুসুম-সুকুমার-দেহে ॥ ৩ ॥
চল-মলয়-বন-পবন-সুরভি, শীতে
প্রবিশ রাধে! মাধব-সমীপ মিহ, বিলস রস-বলিত-ললিত-গীতে ॥ ৪ ॥

কুসুম-সুকুমারি! কুসুম-সমূহে-সুরচিত—এই রতি-কেলিকুঞ্জটি কেবল তোমাদেরই বিহার-যোগ্য, অতএব এখনি প্রেম-লুব্ধ-মাধবের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া বিলাস-বাসনা পূর্ণ কর। ৩।

দেখ, মলয়ানিল-সঞ্চালনে—চারিদিকে শৈত্য ও সৌগন্ধ বিকীর্ণ হইতেছে; অতুলনীয় সঙ্গীত-কলাবতী—তোমার, সুকণ্ঠোত্থিত কন্দর্প-গীতি, তৎসহ সম্মিলিত হইলে, আর আনন্দের ও উদ্দীপনার অবধি থাকিবে না! অতএব হে রতি-ললিত-ললিত-গীতে! অবিলম্বে মাধবের সমীপে গমন এবং কেলী-কলা বিস্তার কর। ৪।

হসিতং, তত্রাহ—(সর্ব্বত্র পূর্ব্ববৎমুখবন্ধ যোজনা, প্রতিপদে শেষাঙ্কং ক্রমং) কেলিসদনে কীদৃশে?—নবভবদশোকদলৈঃ পল্লবৈ রচিতং শয়ন শেষং যত্র তস্মিন্। কুচ-কলসয়োঃ কম্পেন তরলৌ হারৌ যস্যা হে তাদৃশি! কুচকম্পেনাত্র বিলাসঃ, অতো বাম্যং ন কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অস্যাভিপ্রায়বিশেষাবকলনাৎ—কম্পোঽয়মিত্যাহ—পুনঃ কীদৃশে কুসুমচয়েন রচিতং—শুচেঃ শৃঙ্গারস্য বাস-গেহং যত্র তস্মিন্ নিকুঞ্জাভ্যন্তরে, পূর্ব্বগৃহ রচনা বিশেষ হেতু ন পৌনরুক্ত্যং, কুসুমেভ্যোঽপি সুকুমারো দেহো যস্যা হে তাদৃশি! নিকুঞ্জ-দ্বারগত—প্রিয়, ইদং প্রতীক্ষতে, হে কুসুম-সুকুমার [illegible] রতি[illegible]সামর্থ্যযুক্তাসীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

অথোদ্দীপনাতিশয়েন—কেলি সদনমেব বর্ণয়তি। চলেন মলয়-বনস্য পবনেন সুরভি শীতলঞ্চ যত্তস্মিন্, রসেন বলিতং রতিযোগ্যং ললিতং গীতং যস্যা হে তাদৃশি! অতোঽস্মিন প্রবিশ্য উল্লাসয়েত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

বিতত-বহু-বল্লী, নব-পল্লব-ঘনে,
প্রবিশ রাধে! মাধব-সমীপ মিহ, বিলস-চিরমলয়-পীন জঘনে ॥ ৫ ॥
মধু-মুদিত-মধুপ-কুল-কলিত রাবে,
প্রবিশ রাধে! মাধব-সমীপ-মিহ, বিলস-মদন-রস সরস-ভাবে ॥ ৬ ॥
মধু-তরল-পিক-নিকর নিনদ-মুখরে,
প্রবিশ রাধে! মাধব-সমীপ মিহ, বিলস-দশন-রুচি-রুচির-শিখরে! ॥ ৭ ॥

সখি! তুমি গুরু-নিতম্ব-ভারে চিরমন্থরা; দ্বারে দাঁড়াইয়া বৃথা কষ্টভোগ করিতেছ কেন? বহুতর নবপল্লবে ঘনান্ধকার এই কুঞ্জ মধ্যে—সত্বরে মাধবের সমীপে যাও, এবং বিলাস বিনোদনা বিস্তার কর। ৫।

মদন-রসিত-হৃদয়ে—আর বৃথা-ভাব-গোপনের ব্যথা-ভোগের কাজ নাই, মধু-মত্ত-মধুপ-কুলের মধুর-গুঞ্জনে, সানন্দ-মনে তোমার অধর মধু-লোভিত মাধবের নিকটে চল এবং বিলাসের সারম্ভ বিস্তার কর। ৬।

সখি! ঐ শোন—কোকিল-কুলের সুমধুর-তরল-কূজনে কুঞ্জ-ভবন মুখরিত (নিনাদিত) হইতেছে। দাড়িম্ব-বীজ-সদৃশ—তোমার রুচিকর-সুন্দর-দশনকান্তি দর্শন করিলে, পিকনিকরের—উৎসাহ ও উৎফুল্লতা, শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে, অতএব এখনি প্রেমোল্লসিত মাধবের সন্নিধানে-চল এবং বিলাস-রসামৃতে, তাহাকে আনন্দ দান করিয়া সুখী হও। ৭।

পুনঃ কীদৃশে—বিততানাং বহু বল্লীনাং—নবপল্লবৈর্ঘনে-নিবিড়ে, অলসঞ্চ পীনঞ্চ জঘনং যস্যা—হে তাদৃশি! (চিরমিতি বিলাস-ক্রিয়া-বিশেষণং) ঈদৃগ্ জঘনং সফল কুরু-ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

পুনঃ কীদৃশে-মধুনা মুদিতেন মধুপ কুলেন বিহিতঃ শব্দো যত্র তস্মিন্, মদন-রসেন—শৃঙ্গার-রসেন সরস ভাবঃ সারম্ভং যস্যা—হে তাদৃশি! তদুক্ত প্রভাবায়া—স্তব, তন্নিকট প্রবেশ এবযোগ্য ইতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

পুনঃ কীদৃশে—মধুর-তরৈঃ—পিক নিকর নিনদৈর্মুখরে, দশনা এব

বিহিত, পদ্মাবতী-সুখ-সমাজে,

কুরু মুরারে! মঙ্গল শতানি, ভণতি জয়দেব—কবিরাজ-রাজে। ৮।

(১০) বরাড়ি।

রাধা বদন-বিলোকন-বিকশিত, বিবিধ বিকার বিভঙ্গং

জলনিধিমিব—বিধুমণ্ডল-দর্শন-তরলিত-তুঙ্গ-তরঙ্গং (১)

কবিতায় ইষ্টদেবের উপাসনা—কবিজনের সৌভাগ্যের পরাবধি; সেই সৌভাগ্য-গর্ব্বে-বিহ্বল হইয়া গীতকর্ত্তা—এ গীতের ভণিতায় আপনাকে 'কবিরাজাধিরাজ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বলিতেছেন হে মুরারে! পদ্মাবতীর (শ্রীরাধার সম্বোধন সুখবর্দ্ধক—সখী-বচনাত্মক এই গীতটি তোমার প্রীতির নিমিত্ত কবিরাজাধিরাজ জয়দেব।—রচনা করিলেন তুমি প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বমঙ্গল বিধান কর।

(১০) সখীর উত্তেজনায় ও দর্শনানন্দের-উচ্ছ্বসিত-তরঙ্গবেগে, লজ্জা সঙ্কোচ দূর হইল—বামোর-বাধ, ভাসিয়া গেল। কৃষ্ণ-মাধুরীপানোন্মত্তা, শ্রীরাধা মনোহর-ভূষণ-সজ্জনে—নাগরের মনোমোহন করিতে করিতে, কুঞ্জে প্রবিষ্ট হইলেন।

অন্বয়—রুচির-নায়িকা-বিশেষা সখী—হে হরে! ঈদৃশ দর্শনীয়-সুর বিশেষ কুত্রাপি যোগ্য মিতি ভাব ॥ ৭ ॥

হে মুরারে! জয়দেব কবিরাজ-রাজে ভণতি সতি বিদগ্ধ-সখী-প্রার্থনায়াং শেষঃ মঙ্গল শতানি কুরু। কথং? বিহিত পদ্মাবতী—শ্রীরাধায়াঃ সুখ সমূহ যেন তস্মিন্, নিজেষ্টদেবোপাসনায়াং নিতান্তঃ, নিতান্ত সর্ব্বোত্তমত্ব নিশ্চয়া বেশেনাত্মান-বহু মন্য মানস্য কবিরাজ-রাজ ইতি প্রৌঢ়োক্তি রিয়ং। ৮

এইটি—শ্রীগীত গোবিন্দের ২২শ গান। টীকার—পূজারী গোস্বামীকৃত—

হরিমেক রসং—চিরমভিলষিত বিলাসং
সা দদর্শ, গুরু-হর্ষ-বশংবদ—বদন মনঙ্গ বিকাশং ॥ ধ্রু ॥
হার মমল তর—তার মুরসি, দধতং পরিলম্ব্য বিদূরং
স্ফুটতর ফেন-কদম্ব-করম্বিত মিব—যমুনা-জল-পূরং (২)

শ্রীরাধার বদন-সুধাকর-বিলোকন করিয়া, রসনিধি শ্রীকৃষ্ণের কলেবরে—বিধুমণ্ডল-দর্শনে-তুঙ্গ-তরঙ্গিত-জলনিধির ন্যায়—নানা প্রকার বিকার-তরঙ্গ প্রকাশ হইতে লাগিল। ১।

দর্শন-হর্ষাতিশয়ে, রাধাগত-জীবন—চির-কেলী-পিপাসিত—হরির শ্রীবদনখানি অনঙ্গাবেশে—বিকশিত হইয়া উঠিল। ধ্রু।

বিলাস-চাঞ্চল্যে, ধীরললিত-নাগরবরের বক্ষের সুনির্মল সুলোজ্জ্বল—সুন্দর মুক্তাহার—স্ফুটতর ফেন-পুঞ্জ-খচিত-যমুনা-জল-প্রবাহের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল ॥ ২ ॥

বালবোধিনী টীকা এইরূপ—সা শ্রীরাধা, হরিং দদর্শ, কীদৃশং? একাগ্ররাবশ্বনে শ্রীরাধা-রূপে রসো যস্য তং, তস্যাঃ সর্ব্বোত্তমত্ব নিশ্চয়েন তদেকপরত্ব মিত্যর্থঃ।

নন্বন্যাঙ্গনাভী রমমাণস্য কুতস্তৎপরত্বং? চিরং পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণাভিলষিতস্তয়া সহ বিলাসো যেন তং, অতএব তৎপ্রসাদাবলোকনাৎ গুরু-হর্ষস্যায়ত্তং বদনং যস্য তং, অতএবানঙ্গস্য বিকাশো যত্র তং ॥ ধ্রু ॥

তদেব নিশ্চয়মেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি কীদৃশং? রাধা-বদন-বিলোকনেনৈব রস-সমুদ্রস্য তস্য বিকারতা-হর্ষস্তম্ভাদয়ো এব উর্ম্ময়ো-যত্র তং; কমিব? জলনিধি মিব; কীদৃশং জলনিধিং? বিধুমণ্ডল দর্শনেন চঞ্চলী কৃতাঃ তুঙ্গা স্তরঙ্গা যত্র তং; অত্র—শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রয়োর্বিকারোর্ম্ম্যোঃ সাম্যং ॥ ১ ॥

পুনঃ কীদৃশং? উরসি বিদূরং পরিলম্ব্য হারং দধানং। কীদৃশং হারং? নির্ম্মল-মুক্তা গ্রথিতং। কমিব? যমুনাজল পূর মিব। কীদৃশং? স্ফুটতরং ফেন-কদম্বেন খচিতং। অত্র—শ্রীকৃষ্ণস্য যমুনা-জল-পূরেণ, হারস্য—ফেন সমূহেন সাম্যং ॥ ২ ॥

শ্যামল মৃদুল-কলেবর-মণ্ডল মধিগত—গৌর-দুকূল।
নীল-নলিন মিব, পীত-পরাগ-পটলভর-বলয়িত-মূল। (৩)
তরল-দৃগঞ্চল-চলন-মনোহর-বদন, জনিত রতি-রাগ।
স্ফুট-কমলোদর-খেলিত-খঞ্জন-যুগমিব, শরদি তড়াগ। (৪)
বদন-কমল-পরিশীলন মিলিত, মিহির-সম কুণ্ডল শোভং।
স্মিত-রুচি-রুচির-সমুল্লসিতাধর, জনিত-রুচি রতি-লোভং। (৫)

শ্রীরাধা, আরো দেখিলেন—শ্যামসুন্দরের—শ্যামল, মৃদুল ও পীতাম্বর পরিহিত কলেবর খানি—পীত-পরাগ-পুঞ্জ—রূপ পরিচ্ছদ-পটলে-পরিবৃত (বলয়িত) অলৌকিক-নীল-নলিনের ন্যায় শোভিত হইতেছে! (নীলকমলের ন্যায় তাঁহাতে মদনোন্মাদনা বাড়াইতে লাগিল—ইহাই ভাব) ॥ ৩ ॥

শরৎকালীয় সরোবরের নির্মল-নীল-জলে-প্রস্ফুটিত—কমলের অভ্যন্তরে খেলা-চঞ্চলিত-খঞ্জন-যুগলের ক্রীড়ার ন্যায়, গোপী-মনোহারী-হরির চঞ্চল-নেত্রাঞ্চল-বিক্রীড়নে রসময়ী রাধার মুখমণ্ডল, রতি রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল ॥ ৪ ॥

দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ যেন স্বকীয় বদনের বিলের-বিকাশার্থ—সূর্যের ন্যায়

পুনঃ কীদৃশং? শ্যামলং মৃদুলঞ্চ কলেবর-মণ্ডলং যস্য তং; যথোচিতাবয়ব-নিবেশ প্রাপ্তি পালনার্থ মণ্ডলত্বেনোক্তিঃ। তথা—প্রাপ্ত পীত-দুকূলং যেনতং, কমিব? নীল—নলিনমিব; কীদৃশ?—পীত-পরাগানাং সমূহাতিশয়েন বেষ্টিতং মূলং যস্য তং। অত্র নীলকমলেন—শ্রীকৃষ্ণস্য, পরাগেন—পীত বস্ত্রস্য সাম্যং, পরাগাবৃত-মূল বর্ণনেনাদ্ভুতোপমেয়ং ॥ ৩ ॥

পুনঃ কীদৃশং? চঞ্চলস্য দৃগঞ্চলস্য চলনেন মনোহরং বদনং যেন জনিতঃ তস্যা রতি-রাগো যেন তং, কমিব? শরদি-তড়াগমিব, কীদৃশং? বিকাশিতঃ কমলোদরে ক্রীড়াপরং খঞ্জন-যুগং যত্র তং। অত্র—শ্রীকৃষ্ণস্য তড়াগেন, বদনস্য কমলেন, নয়নয়োঃ খঞ্জন-যুগলেন সাম্যং ॥ ৪ ॥

পুনঃ কীদৃশং? বদনমেব কমলং তস্য প্রকাশনায় মিলিতাভ্যাং ...

শশি-কিরণ-চ্ছুরিতোদর-জলধর-সুন্দর, সকুসুম কেশং
তিমিরোদিত-বিধু মণ্ডল-নির্ম্মল, মলয়জ-তিলক নিবেশং (৬)
বিপুল-পুলকভর-দন্তুরিতং, রতি-কেলি-কলাভি রধীরং
মণিগণ-কিরণ-সমূহ সমুজ্জ্বল-ভূষণ-সুভগ-শরীরং (৭)

সমুজ্জ্বল কুণ্ডল ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন এবং ঈষদ্ধাস্য-কান্তি-মধুরিত, তাঁহার আনন্দ-প্রফুল্ল-আনন খানি—কেবলই রতি-লোভ বিস্তার করিতেছে ॥ ৫ ॥

মেঘের মধ্য হইতে বিচ্ছুরিত—চন্দ্রকিরণের শোভার ন্যায়—তাঁহার কুসুম-সুশোভিত কেশদাম, শোভা বিস্তার করিতেছে এবং তাঁহার লাবণ্যমণ্ডিত ললাট-দেশে নিবেশিত নির্ম্মল-চন্দন-তিলক, তামসী নিশিতে উদীয়মান পূর্ণচন্দ্র মণ্ডলের ন্যায়—সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছে এবং শশধরের ন্যায় উদ্দীপনা জন্মাইতেছে ॥ ৬ ॥

মণিগণের কান্তি সমুজ্জ্বলিত নানা বিভূষণে সমলঙ্কৃত—তাঁহার শ্রীঅঙ্গখানি, বিপুল-পুলকাবলীতে-রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলেই প্রতীত হয়—অদ্যোদ্যত-রতিকেলির নিমিত্ত, তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৭ ॥

চলদ্ভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং—শোভযিত্রি তং, তথা স্মিত এবকান্তস্তয়া—রুচিরঃ সমুল্লাসতশ্চ মুখপল্লব যেন জনিতঃ রতি-লোভ যেন তং ॥ ৫ ॥

পুনঃ কীদৃশং? শশি-কিরণৈর্ব্যাপ্তং-উদরং যস্য—জলধরস্য, তস্যেব সুন্দরাঃ সকুসুমাঃ কেশা—যস্য-তং। অত্র—কেশানাং—মেঘেন, পুষ্পানাং—ইন্দু-কিরণেন সাম্যং। তথা তিমিরে উদিতং যদ্বিধু-মণ্ডলং তদ্বন্নির্ম্মল শ্চন্দন-তিলক নিবেশো যস্য তং। অত্র—ললাটস্য তিমিরেণ, তিলকস্য ইন্দু-মণ্ডলেন সাম্যং। ইয়মপ্যুপমা ॥ ৬ ॥

পুনঃ কীদৃশং? বিপুলানাং পুলকানা মতিশয়েন বিষমীকৃতঃ—কচিদুন্নতঃ কচিন্নতঃ ইতি যাবৎ, অতএব তদ্দর্শনাৎ জ্ঞায়তে রতি কেলি-কলাভিরধীরঃ তথা মণিগণ-কিরণানাং সমূহেন সমুজ্জ্বলৈঃ ভূষণৈঃ সুন্দরং শরীরং যস্য তং ॥ ৭ ॥

(১২) কাফি।

৬৮ তনু এক মন, নিবিড় আলিঙ্গন, কাঞ্চনে রতন মিলাই,
নাগরের কোরে—বিনোদিনী রাই ॥ ধ্রু ॥
একে নব-জল ধর—কোরে বিজুরী-থির-সুন্দর, বিধি-নিরমাণ,
তহি নিকটে, নীপ কদম্ব কুসুমিত, কোকিল ভ্রমরা করু গাণ।
মলয়জ-পবন-মিলিত যমুনা-তট—বংশীবট নিরমাণ,
কহে, মহেশ বসু, আবেশে অবশ দুহু, পুলকে পুরল-পাঁচবাণ।

(১২) এগীতে-প্রেমময়-প্রেমময়ীর, বিশ্রাম বিলাসের মধুরানন্দ বিবর্ণিত, কোনও সখী অপরা কে, তাহা দেখাইয়া আস্বাদন-চ্ছলে কহিতেছেনঃ—

দেখ। রত্নের ও সুবর্ণের সংমিলিত-ভূষণের ন্যায়, আজ—নীলরত্ন নাগরের কোরে, আমাদের হেমাঙ্গিনী-সখী-রাধা—নিবিড়ালিঙ্গনে এক মনঃপ্রাণ হইয়া বিরাজিত! জলধরের কোলে তাড়িতের অবস্থান হইলেই সুনিশ্চিত বর্ষণ ঘটিয়া থাকে, আজ, বিধি-নিৰ্ম্মিত সুন্দর-স্থির-দামিনী রাধা, শ্যাম-জলধরের কোলে বিরাজিতা, তাহাতে আবার নিকটে—কুসুমিত-নীপ-কদম্বের সৌরভ, কোকিলের ও ভ্রমরের মধুরধ্বনি এবং মলয়ানীলের শীতল প্রবাহ—সম্মিলিত যমুনাতট এবং সুনিৰ্ম্মিত "বংশীবট" বিদ্যমান অর্থাৎ উদ্দীপনা-পূর্ণ এমন রসকেলীর রঙ্গ-ভূমিতে বারংবার রস-বর্ষণ না হইয়াই পারে না—অতএব নিশ্চয় জান, পুনঃ কেলী সুধা-বৃষ্টির বিলম্ব নাই।

এ সকল উক্তি কারিণী-সখীর ভাবাবিষ্ট—গীত কর্ত্তার নাম—মহেশ বসু। পদ কল্পতরুতে ও সঙ্গীতসার সংগ্রহে এ গীতিটির আকার অন্যরূপ, যথা :—

মলয়জ মিলিত, যমুনা জল শীতল, বংশীবট নিরমাণ,
নিকটহি, নীপ—কদম্বতরু কুসুমিত, কোকিল ভ্রমর করু গান।
তার তলে ত্রিভঙ্গ—তরুণ-তমাল-তনু, বামে, রসবতী রাই,
একে নব জলধর—কোরে বিজুরী থির, কাঞ্চনে রতন মিলাই।

১৩)—ভূপালী।

আকুল-অলক-বেঢ়ল-মুখ শোভ
রাহু করল, শশী-মণ্ডল-লোভ ?
উভর-কুসুম-মালে করু রঙ্গ
যনু, যমুনা মিলি—গঙ্গ-তরঙ্গ,

বড় অপরূপ ! দুহু চেতন, মেলি
বিপরীত সুরত, কামিনী করু কেলী !
পিয়-মুখ, সু-মুখী চুম্বই—ভজ
চাঁদ অধোমুখে পিবই সরোজ ?

—দুহু তনু এক মন, নিবিড় আলিঙ্গন ; দুহুজন একই পরাণ,
বসু রামানন্দ ভণে, তুলনা না হয় মনে, রূপের নিছনি পাঁচ বাণ ।

(১৩) এগীতে বিপরিত-বিহার বর্ণিত হইয়াছে। কপালের উপরিভাগে, যে সরু সরু কেশ নিপতিত থাকে, তাহার নাম অলক বা চূর্ণকুন্তল। আকুল অলক—অসম্বদ্ধ কেশ, বিনোদিনীর আকুল-অলকাবৃত মুখের শোভা দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন মুখ-রূপ শশি মণ্ডলের গ্রাসার্থ—অলক-রূপ রাহু লোভিত হইয়া চেষ্টা করিতেছে।

পদামৃত সমুদ্র প্রভৃতি কোন কোনও মহাজনী পদের গ্রন্থে "উভর" শব্দের স্থলে "কুন্তল" পাঠ রহিয়াছে। উভর আভিধানিক শব্দ নহে উহা উর্ব্বরিত শব্দের অপভ্রংশ দেশজ কথা ; উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত অর্থে অন্যত্র উভর শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় যথা :—(এই গ্রন্থে ১৪ ক্ষণদায়) "ভুবন ভরিয়া প্রেম উভরিল" ইত্যাদি। অতএব কেলী বিলাসিনীর কুন্তল সম্বদ্ধ মালার অতিরিক্ত অংশ, কেশের সহিত—দোলিয়া দোলিয়া রঙ্গ করিতেছে, এই অর্থ 'উভর পাঠ রাখিয়াও করা যায় অথবা গলার ফুল-মালা লম্বিত হইয়া শ্যামাঙ্গে রঙ্গ করিতেছে, এ ব্যাখ্যাও হইতে পারে।

"বড় অপরূপ দোহু চেতন মেলি" এ পয়ারটির ব্যাখ্যা—পদামৃত সমুদ্রের টীকায় এই রূপঃ—দ্বয়-চেতন মেলি—উভয়ো শ্চেতন মিলনং অপূর্ব্ব। যতঃ আনন্দ মোহ' ন যাতঃ" অর্থাৎ আজিকার এ লীলা-বিলাসটি বড় অপূর্ব্ব, যে

বদন সোহাগল শ্রমজল বিন্দু
মদন মোতিলই পূজই ইন্দু?
কুচ-যুগ বিপরীত লম্বিত হারা
কনক-কলস পর সুরধনী ধারা!
কিঙ্কিণী রবয়ে নিতম্বিনী সাজ
মদন বিজয়ে যন্ত্র, বাজন বাজ!
ভণই বিদ্যাপতি, রসবতী-নারী
কাম কলা, জিন—বচন চামারি।

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ একাদশ ক্ষণদা।

হেতুক বামা শিরোমণির—কৃত বিপরীত সুরত বিলাসের মহানন্দেও নায়ক নায়িকা কাহারও আনন্দ মোহ জাত হয় নাই।

"চুম্বয়ে ভজ"—ভজ শব্দের আভিধানিক অর্থ—তেজ, বল, শোভা ইত্যাদি সতেজে বা সবলে চুম্বন অথবা শোভা বিস্তার পূর্ব্বক চুম্বন—অর্থই, আমরা গ্রহণ করিতেছিলাম, কিন্তু উপরোক্ত টীকায় রহিয়াছে—"ভজ" অজ শব্দের অপভ্রংশ।

কুচযুগ অবধি সুরধনী ধারা পর্যান্ত দুই ছত্রের পাঠ পদামৃত সমুদ্রে ভিন্ন রূপ যথা—"কুচ যুগ উপর বিলম্বিত হার, কনক কলসপর দুধক ধার"।

"নিতম্বিনী সাজ" স্থলেও উপরোক্ত গ্রন্থের পাঠ—"নিতম্বহি সাজ" "কাম কলা জিন বচন চামারি" এ কথার অর্থ—কলাবতী শিরোমণি শ্রীরাধার কামকলা—বচন চামারির অতীত। চামারি শব্দের অর্থ পদামৃত সমুদ্রের টীকায় ব্যাখ্যাত হয় নাই (উক্ত গ্রন্থের পাঠে "রচই চামারি") এটিও দেশজ শব্দ; চামারি শব্দ অভিধানে নাই।

বৃন্দাবন বাসী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী আচার্য্যপাদের শ্রীমুখে শ্রুত হওয়া গেল উচ্চৈস্বরে কৃত গীত বিশেষকে এদেশে চামারি বলে। তাহা হইলে বাঙ্গালীর—ধামালীও পশ্চিমা—চামারি একই বস্তু এবং আলোচিত কথার সারার্থ দাঁড়াইল—রসবতীর কামকলা বৈদগ্ধীর নিকটে—বচনের চামারি পরাজিত! আনন্দোচ্ছ্বাসে উহা গাইবার উপযুক্ত ভাষা—সরস্বতীর ভাণ্ডারে নাই।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ দ্বাদশ ক্ষণদা,—কৃষ্ণা দ্বাদশী।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য,—বরাড়ি।

বিরলে বসিয়া একেশ্বর,
হরিনাম জপে নিরন্তর।
সব-অবতার-শিরোমণি,
আকিঞ্চন-জন-চিন্তামণি।

(১) হরিনাম জপ—অর্থ, হরিনাম মন্ত্র জপ। অর্থাৎ "হরেকৃষ্ণ! হরেকৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরে হরে!। হরে রাম! হরে রাম! রাম! রাম! হরে হরে!॥" এই ষোলটী নামের—লঘুস্বরে উচ্চারণ। এই ষোল নামকে তিন নামে পরিণত করিয়া শুধু 'হরে-কৃষ্ণ-নাম' জপ করা, কিম্বা অন্য নামের সহিত মিলাইয়া—ছাটিয়া ছুটিয়া জপ করিলে হরিনাম জপ হয় না (নবম ক্ষণদার ১নং গীতের আস্বাদনী দ্রষ্টব্য।

তারপর—"সব অবতার শিরোমণি" কথাটি বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। অন্যান্য অবতারগণ সাধারণতঃ—দেবতার দুর্দ্দান্ত শত্রু সংহার, ভক্তের বিঘ্ন বিদূরণ বা ভূ-ভার হরণার্থ আবির্ভূত হইয়া থাকেন এবং প্রায়শঃ শারিরীক বলে বা অমানুষিক-প্রভাবে অসুরাদির বিনাশ দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন করেন, কিন্তু আমার গৌরহরির ভাব, ব্যবহার, উদ্দেশ্য,—সমস্তই প্রেমে পরিপূর্ণ! তিনি যাবতীয় জীবগণকে কারুণ্য রসে—ডুবাইয়া—প্রেমে মাতাইয়া কার্য্য সাধন করিতেছেন! পাপী, পাষণ্ড, ধর্ম্মদ্বেষী, কাহাকেও বিনাশ না করিয়া পাপীর পাপ, অসুরের আসুর ভাব, পাষণ্ডের পাষণ্ডত্ব দূর করিয়া তাহাদিগকেই, ব্রহ্মাদির বাঞ্ছিত—ব্রজরস প্রদান পূর্ব্বক—জগৎ-পাবন করিয়া তুলিতেছেন!

ধর্ম্মানুষ্ঠান-বর্জ্জিত, ক্রিয়ামন্ত্র বিহীন—নরপশুগণকে—এমন কি ব্যাঘ্র কুক্কুরাদি—নিকৃষ্ট পশু প্রভৃতিকে পর্য্যন্ত—হরিনামে মাতাইয়া উদ্ধার করিতেছেন!

সুগন্ধি-চন্দন-মাখা-গায়,
ধূলি বিনু আন নাহি ভায়!
মণিময়—রতন—ভূষণ,
স্বপনে না করে দরশন।

ছাড়ল লাখিমী বিলাস,
কিবা লাগি তরু-তলে বাস!
ছাড়ল, বনমালা বাঁশী,
এবে দণ্ড ধরিয়া সন্ন্যাসী!!

ভজন-পদ্ধতি আনন্দময় ও সর্ব্বজন-সাধ্য করিয়া দিয়াছেন! দুর্ব্বিপাক গ্রস্ত দুর্ভাগ্য—নামাপরাধীগণকেও যোগীন্দ্র-দুর্ল্লভ-প্রেমধন সদ্য প্রদান দ্বারা নিস্তার করিতেছেন!! অতএব আমার গৌর-সুধাকর, অবতার নহেন—সর্ব্বাবতারের শিরোমণি!

আর এক প্রকারে কথাটি আস্বাদন করা যাউক,—শাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে দেখা যায়—যাঁহারা গুরুতে অপরাধী, ভগবদপরাধী, বৈষ্ণবে বা ব্রাহ্মণে অপরাধী, ক্ষমা না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের উদ্ধার লাভের উপায় নাই। অথচ কি সূত্রে কখন কাহার নিকট অপরাধ জন্মে, অনেক সময়েই তাহা জানা যায় না, সুতরাং মার্জ্জনা লাভের চেষ্টা অনেক সময়েই অসাধ্য হয়। জীবের এই অনিবার্য্য অনুপায় বিনাশার্থ—শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর স্বয়ং—গুরু, বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণের সারাৎসার হইয়া ও নিখিল অবতার ও ভগবৎপ্রকাশ সমষ্টিকে শ্রীঅঙ্গে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ অপরাধীগণের—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত অপরাধ পর্য্যন্ত মার্জ্জনা করিতেছেন! সর্ব্বাবতারী পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ ব্যতীত, অংশ কলারদ্বারা ইহা কখনও সম্পাদিত হইতে পারে না, অতএব আমার গৌরচন্দ্র "সব অবতার শিরোমণি।

এখন "অকিঞ্চন-জন-চিন্তামণি" শব্দের রস-বিশ্লেষণ করিব। একটি গীতে আছে "সবাই ছেড়েছে, নাই যার কেহ, তুমি আছ তার, আছে তব-স্নেহ" যাহার কেহ নাই এবং কিছুই নাই, সকল প্রকাশেই—শ্রীভগবান তৎপ্রতি, স্নেহবান্,—তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহার ভজনবল কি সুকৃতিবলও কিছুই নাই, তাহাদিগকে নিজানুগ্য-গীত ও প্রেমদান অন্যত্র প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। কেবল আমার প্রাণধন-গৌরসুন্দর সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্ববিধ নিরুপায়ের সর্ব্বাভীষ্ট ও সর্ব্বসম্পদ অকাতরে প্রদাতা অনন্ত চিন্তামণি স্বরূপ।

নামের গীতকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ, এইরূপে আপন প্রভুর মহিমা বর্ণন

রাস-বিলাস, উপেখি
কান্দিয়া ফুলায় দুটি আঁখি।
বিভূতি করিয়া প্রেম-ধন,
সঙ্গে লঞা সব আকিঞ্চন।
প্রেম-জলে করই, সিনান।
কহে বাসু, বিদরে পরাণ!!

করিয়া ও তাঁহার প্রেম-কারুণ্যময়-লীলা-বিলাস দেখাইয়া, জীব-হৃদয় রসার্দ্র করিতেছেন যথা—হায়! আমার গৌরহরির যে শ্রীঅঙ্গ খানি ব্রজবিলাসে ও প্রাথমিক নবদ্বীপ-লীলায়—সদা চন্দন-চর্চ্চিত থাকিত আজ তাহা ধূলী ধূসরিত! ব্রজলীলায় যিনি নিরন্তর মণি-আভরণে অলঙ্কৃত থাকিতে ভাল বাসিতেন অধুনা তিনি স্বপ্নেও— সে ভূষণ স্পর্শ করিতেছেন না! ঐশ্বর্য্য বিলাস—পরিকর পরিচ্ছন গৃহ সম্পদ—পরিত্যাগ করিয়া—আজ, রাজনন্দন তরুতলবাসী!! তোমরা কেহ বলিতে পার আমার প্রাণের প্রাণ, এমন হৃদয় বিদারক লীলায় প্রবৃত্ত কেন?—ভুবনমোহন সেই বনমালা এবং ত্রিজগন্মনাকর্ষী-প্রিয়তমা বংশীকে ত্যাগ করিয়া দণ্ডধারী-সন্ন্যাসী কেন? সখীগণের এবং কান্তাগণের সহিত নিরন্তর হাস্য-কৌতুক ও রস-বিলাস-উপেক্ষা করিয়া আজ কাঁদিতে কাঁদিতে আঁখি ফুলাইতেছেন কেন?

"এ সকল তাঁহার প্রেম-বিলাসের চরম-পরিণতি" ভাববিদ্-ভাগ্যবানগণের মুখে এ কথা শুনিয়া---এবং সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি সাধারণ সন্ন্যাসীর ন্যায় বিভূতি ধারণ বিনা কৃষ্ণ-প্রেমকেই বিভূতিরূপে সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিতে দেখিয়াও—এমন কি পুলকাদি সুদীপ্ত-প্রেম-বিকারে নিরন্তর তাঁহার শ্রীঅঙ্গমণ্ডিত রহিয়াছে এবং আকিঞ্চন-জনসকলকে লইয়া নিশিদিশি প্রেমজলে (স্বেদ ও অশ্রু-ধারায়) স্নাত হইতেছেন—এ সকল সুস্পষ্ট নিদর্শন সদা-প্রত্যক্ষ করিয়াও—কঠোর-সন্ন্যাস-লীলা দর্শনে, আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে!!

পদকল্পতরুতে এ গীতের ৩।৪ এবং ১৩ হইতে ১৭ ছত্র নাই। ১৭ ছত্রের স্থলে আছে "রাতি দিবস নাহি মান"।

(২) শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য,—পাহিড়া গান্ধার।

রূপে গুণে অনুপমা, লক্ষ্মী-কোটি মনোরমা—ব্রজবধূ, অযুতে অযুত।
রাসকেলীরস-রঙ্গে, বিহরে যাহার সঙ্গে, সো পঁহু কি লাগি অবধূত ?
(প্রাণের হরি, হরি !) এ দুঃখ কহিব কার আগে ?
সকল-নাগর-গুরু, রসের কলপতরু, কেন নিতাই ফিরেন বৈরাগে ?

(২) হায় ! আমার এ দুঃখ কাহাকে কহিব ? রূপে, গুণে—কিছুতেই যাহাদের উপমা নাই—যাহারা কোটি কোটি লক্ষ্মী হইতেও মনোরমা—এইরূপ অগণিত ব্রজসুন্দরীগণ মহা আগ্রহে মহারঙ্গে যাহার সহিত রাস-বিলাস-রসকেলী করিত, আমার সেই সর্ব্বসক্ষম-প্রভু, কেন ? কি ভাবে, কি অভাবে—আজ অবধূতরূপে অবনীতে অবতীর্ণ ?

হা প্রাণের হরি ! যিনি নিখিল নাগর সকলের গুরু এবং রসের কল্পতরু স্বরূপ, আমার সেই নিতাইচাঁদ—কি দুঃখে, কি অভাবে বৈরাগ্যাবলম্বন পূর্ব্বক কাঙ্গালের বেশে—দেশে দেশে ফিরিতেছেন ! আমার এ দুঃখ কাহার কাছে বলিব ?

হায় ! পুরুষাবতার-সঙ্কর্ষণদেব, যাহার অংশমাত্র। ভূ-ভারধারী অনন্তদেব যাহার কলা। শ্রীগোলোকধামে যিনি নিত্য বিরাজিত ; শিব ব্রহ্মাদিও (বিহি—বিধি অর্থাৎ ব্রহ্মা) যাহার দর্শনলাভার্থ লালায়িত ; যিনি লোক-পালগণেরও অগোচর ; তৎকৃপা ব্যতিরেকে—আগম নিগম আলোড়ন করিয়াও যাহার তত্ত্বনিরূপিত হয় না ; আমার সেই নিতাইচাঁদ, আজ ভক্তবেশে সঙ্কীর্ত্তনের মাঝে বিরাজিত ! !

এ সকল লীলার একমাত্র কারণ—তাঁহার অপার দয়ার্দ্রতা—জীব দুঃখ-কাতরতা। আমার দয়ার সাগর প্রভু—শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ বলরামরূপে ব্রজবিহার

সঙ্কর্ষণ বেশ, যার—অংশ কলা অবতার, অনুক্ষণ গোলকে বিরাজে।
শিব বিহি অগোচর, আগম নিগম পর কেন নিতাই সঙ্কীর্ত্তন মাঝে?
কৃষ্ণের অগ্রজ, নাম—মহাপ্রভু বলরাম, কলিযুগে শ্রীনিত্যানন্দ।
গৌর রসে নিগমন, করাইল জগজন- দূরে রহু বলরাম মন্দ।

করিতে করিতে কলিপীড়িত জীবের দুর্দ্দশা সন্দর্শনে বিগলিত হইয়া, ইচ্ছাময় ভগবান্—গৌরহরির, প্রেমে জগদুদ্ধার লীলার—সর্ব্বপ্রধান কার্য্যকারীরূপে (তাঁহারই প্রকাশ স্বরূপে) প্রকটিত হইয়া প্রেমে ও করুণায় আর্দ্রীকরণ দ্বারা জীবনিস্তার ও কলির দর্প দলন করিতেছেন। সেইজন্যই তাঁহার অবধুত বেশে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ! সঙ্কীর্ত্তন রসের সহিত একীকরণ দ্বারা প্রেম প্রচার! এবং সেই জন্যই অধম, নীচ, ভণ্ড, পাষণ্ড নির্ব্বিশেষে তাবৎজীবকে এই প্রকারে গৌর রসে নিমগ্ন করিতেছেন!!

এ সকল অভাবিত লীলার বালাই লইয়া—মরিতে সাধ করে বটে, কিন্তু প্রাণের প্রাণ নিত্যানন্দচন্দ্রের এ সকল দুঃখজনক লীলা দর্শনে কিছুতেই প্রাণ স্থির রাখা যায় না!!

দৈন্য এবং উৎকণ্ঠাই ভক্তের সর্ব্বস্ব। গীতকর্ত্তা বলরামদাস, শ্রীনিতাইয়ের করুণায় ধন্যজীবন হইয়াও উপসংহারে বলিতেছেন—হায়! নিতাইয়ের করুণায় তাবৎ জগৎ, গৌর রসে মগ্ন হইল, কিন্তু মন্দ ভাগ্য আমি—দূরে পড়িয়া রহিলাম!

শ্রীবলদেবের রাস, শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৬৫ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। সে রাসস্থলী অধুনা রামঘাট নামে প্রসিদ্ধ।

"সকল নাগর গুরু" শব্দের তাৎপর্য্যার্থ—প্রথম ক্ষণদা ২নং গীতের আস্বাদনীতে দেখ।

পদকল্পতরুতে আমাদের ১১শ পংক্তির স্থানে ১৩শ পংক্তি এবং তৎস্থানে ১১শ পংক্তি বিন্যস্ত। নিরর্থক ক্ষুদ্র পাঠ বৈষম্য আরও আছে।

(৩) সুহই—শ্রীকৃষ্ণ আহ।

যাহি যাদি নিকসই তনু তনু জ্যোতি,
তহি তহি বিজুরী চমক মতি হোতি।
যাহি যাহ অরুণ চরণ চাল চলই,
তহি তহি থল কমল দল খলই।
যাহি যাহি তরল দৃগঞ্চল পড়ই,
তহি তহি নীল-উতপল-বন, ভরই।
যাহি যাহি হেরিয়ে মধুরিম-হাস,

দেখলু কো ধনী, সহচরী মেলি,
হামারি জীবন সঙ্গে করই হি খেলি,
যহি যহি ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল।
তহি তহি থল কমল দল খলই।
তহি তহি কুন্দ, কুমুদ, পরকাশ!
গোবিন্দ দাস কহে মুগধল কান?
চির লছ রাই, চিনই নাহি জান?

(৩) কোনও বস্তুর গুণোৎকর্ষণে—অন্য বস্তুর তৎসারূপ্য প্রাপ্তিকে আভিরূপ্য বা অভিরূপতা বলে। আলোকের নীল লোহিতাদি বর্ণে, অন্য দ্রব্যের তদ্বর্ণ ধারন অবশ্যই সকলে দেখিয়াছেন। বিষয়টি ঠিক ঐ জাতীয়।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লোকাতীত রূপমাধুরীতে, ঐ—গুণোৎকর্ষের পূর্ণ-পরিণত বর্তমান। উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে বর্ণিত আছে—শ্রীমুরলীতে ব্রজনাগরেন্দ্রের—দশনের শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোতি—করতলের মধুরারক্ত কান্তি এবং গণ্ড দর্পণের—কুবলয় রুচি প্রতিভাত হইয়া যুগপৎ স্ফাটিক মণি পদ্মরাগ মণি এবং নীলকান্ত-মণির বিভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকে!! এ গীতে শ্রীরাধারূপের অভিরূপতার অপূর্ব্ব মহিমা সুবর্ণিত। যথা—

জীবিত বল্লভের দর্শনোল্লাসে কালিন্দী কূলে সমাগতা শ্রীরাধার, আভিরূপ্য-মাধুরী সন্দর্শনে—বিমুগ্ধ—বিহ্বল ও আত্মহারা—শ্রীকৃষ্ণ, কোনও সখীকে কহিতেছেন—সখি! আজ যমুনাতীরে, একটি অদৃষ্ট পূর্ব্বা সুন্দরী আমার নয়ন মন, প্রাণ—সমস্ত হরণ করিয়া লইয়াছে! বলিতে পার এ রমণীটি কে? আহা! তাহার সূক্ষ্ম বসনাস্তরাল হইতে বিচ্ছুরিত—অঙ্গের সুচিক্কণ শুভ্রচ্ছটা (তনু—সূক্ষ্ম) যেখানে নিপতিত হয়, সেখানেই যেন বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠে। যে স্থানে

(৪) শ্রীগান্ধার,—দূতী শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাহ।

আচরে, মুখ শশী, গোই,
ঝর ঝর লোচনে, রোই।
কারণ বিনু, খনে—হসই,
উত পত—দীঘ—নিশসই।

তাহার অরুণ-চরণ-তল সঞ্চালিত হয়, তথায় যেন স্থল-কমলিনীর দল—স্খলিত হইয়া পড়িতে থাকে!

এই প্রকারে যুগপৎ—প্রফুল্লতার এবং বিস্ময়ের—বিস্তার বিধান করিতে করিতে—সখী পরিবৃতা সেই ধনী আমার প্রাণকে লইয়া খেলা করিতে ছিল!! আরোও দেখিলাম,—তাহার বিলোল-ভ্রূভঙ্গি (ভাঙ—ভ্রূ) যথা যথা পতিত হইল, তথা তথা যেন কালিন্দীর শ্যাম-তরঙ্গ উচ্ছলিত হইতে লাগিল! যে যে স্থানে, তাহার তরল নয়ন-কটাক্ষ নিপতিত হইতেছিল, তদ্বৎ স্থান—নীলোৎপলের বনে, ভরিয়া গেল! তাহার মধুর হাস্যচ্ছটা যে যে স্থলে লাগিল—সে সকল স্থানে যুগপৎ কুন্দ এবং কুমুদের রাশি বিকশিত হইয়া উঠিল!!

সখি! আমার প্রাণকে এইরূপে তৎস্থষ্ট কালিন্দীর জলে সন্তরণ করাইয়া, নীলোৎপলরূপ কন্দর্প শরে জাড্য দশাপন্ন করিয়া—কুন্দ-কুমুদের সৌরভে ও শুভ্রতায় মাতাইয়া ক্রীড়াকারিণী, এই রমণীটি কে?

গীতকর্ত্তা, মহাজন গোবিন্দ কবিরাজ, সম্বোধিতা সখীর ভাবাবেশে উত্তর দিতেছেন—অনুরাগ-মুগ্ধ কান! এযে তোমারই প্রিয়তমা-মণি রাধা! অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য-চিহ্নে সুপরিচিতা তোমার রাইকেও চিনিতে জান না?

(৪) এদিকে শ্রীরাধাও প্রেম-বৈরাগ্য-দশায় উন্মাদিনী!! তাঁহার দুঃসহ ব্যথায় ব্যাকুলিত কোনও অমিতার্থা-দূতী, আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন—

সুন্দর! সখী রাধার বড় ভয়ঙ্কর দশা উপস্থিত! অঞ্চলে—চাঁদবদন লুকাইয়া ঝর ঝর অশ্রুমোচন—অকারণে পাগলিনীর ন্যায় হাস্য—তৎসহ উত্তপ্ত নিঃশ্বাস!! চন্দ্রবদনী-রাজবালা এইরূপ উন্মাদ-দশা গ্রস্তা!

শুন শুন সুন্দর—শ্যাম,
প্রেমকো—ইহ পরিণাম ?
তাতল-তনু নাহি ছোটই,
সতত মহীতলে লুঠই।
কাহু কো, কছু নাহি কহই,
কো, অছু বেদন—সহই ?
জগভরি—কুলবতী-বাদ,
কা-দেই, কহব সম্বাদ ?
গোবিন্দ দাস আশ আসে
জীবই, তুয়া অভিলাষে।

(৫) বরাড়ি।

শুন শুন মাধব ! বিদগধ রাজ,
ধনী যদি দেখবি নাসহে বেয়াজ।
নব-কিশলয়-দলে, সুতলি (বর) নারী
বিষম কুসুম শর সহই না পারি !

শ্যাম সুন্দর ! এ সকল তোমারই প্রেমের পরিণাম ফল ! আমাদের কৃত সকল চেষ্টাই—ব্যর্থ হইয়াছে। কোনও প্রতিকারেই তাপ দূর না হওয়ায়, আমাদের হিয়ারধন-কুসুম-সুকুমারী বিনোদিনী—অনবরত কেবল ভূ-লুণ্ঠিত হইতেছে ! কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেছেন না। হায় ! হায় ! এই প্রকারে এহেন দুঃসহ-বেদনা সহিতে পারে—জগতে এমন কে আছে ?

অন্য কাহাকেও দিয়া যে তোমাকে সংবাদ দিবে সে উপায়ও নাই, কারণ তাঁহার কুলবতী সুখ্যাতিতে জগৎ ভরা। এইরূপ বিষম দশায়ও আমার (গোবিন্দদাসের) আশ্বাস বাক্যে (আশ আস—আশ্বাস) বিশ্বাস করিয়া, কেবল তোমার অভিলাষে বাঁচিয়া আছে !! আহা ! রাজনন্দিনী রাধার তাহা শরণত্বের তুলনা নাই !

(৫) এ গীতেও সখীর কথা চলিতেছে।

বিদগ্ধ রাজ ! সে ধনীকে যদি দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে আর কিঞ্চিন্মাত্রও বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে।

সকল প্রতিকার চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। রমণী-মণি, কিশলয়দলের উপরে

হিম কর, চন্দন, পবন, ভেল আগি!
জীউ ধরয়ে, তুয়া দরশন লাগি।
কতহুঁ যতনে কহে, আখর আধ,
না জানিয়ে আজু কি ভেল পরমাদ!
নরোত্তম দাস পহু নাগর কান!
রসিক কলাগুরু তুহুঁ সব জান।

(৬) ধানসী।

চাললা রসিকরাজ, ধনী ভেটিবারে,
অ-থির-চরণ-যুগ-আরতি অপারে!
সঙরিতে প্রেম অবশ ভেল অঙ্গ,
অন্তরে উথলল মদন তরঙ্গ।

শুইয়া আছে। কন্দর্পের বিষম শরাঘাত কিছুতেই, সহিতে পারিতেছে না!! জ্বালা জুড়াইবার উপাদান—চন্দন, চন্দ্র কিরণ এবং সমীরণাদি তাঁহার পক্ষে অগ্নির ন্যায় দাহক হইয়া উঠিয়াছে!!

কেবল তোমার দর্শনাশায় এখনও প্রাণটি আছে। বাক্‌শক্তি প্রায় লুপ্ত! তোমার নামোচ্চারণের নিমিত্ত কত যত্ন চেষ্টায় একটি অক্ষর অদ্ধোচ্চারণ করিয়া আর কহিতে পারিতেছে না! জানিনা আজ কি ভয়ঙ্কর বিপদ্ উপস্থিত!

গীতকর্ত্তা নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় দূতীর ভাবাবিষ্ট হইয়া কহিতেছেন—পহুঁ! (পহু অর্থ—প্রভু, এস্থানে—সুখ দুঃখের কর্ত্তা) নাগররাজ কান! তুমি নিখিল-রসিকের কলাগুরু, সুতরাং সমস্তই জান আমার অধিক বলা, বাহুল্য মাত্র।

পদামৃত সমুদ্র এবং পদকল্পতরুতে—৮ম পংক্তিটি এইরূপ—"না জানিয়ে অবকিয়ে ভেল পরমাদ"।

(৬) সখীর কথায়, রসিকরাজের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, তখনই—অপার আরতি সঞ্জাত অস্থির চরণে, ধনী-মণির নিকটে চলিলেন। প্রিয়তমার প্রেম স্মরণে তাঁহার অঙ্গ অবশ এবং হৃদয় মদন-তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল!

সমীপে উপনীত হইয়া দেখিলেন—সখী-সেবিতা-রাজনন্দিনী রাধা, শীতল এলাঙ্গুরে অচৈতন্যাবস্থায় শুইয়া আছেন! দেখিয়াই বিনোদিনীর বদন বিলোকনের

শীতল নিকুঞ্জবনে শুতিয়াছে রাধে,
ধনী মুখ নিরখিতে পহু ভেল সাধে।
অধর, কপোল, আঁখি ভুরুযুগ মাঝ।
ঘন ঘন চুম্বই বিদগধ-রাজ।

অচেতনী রাই স চেতন ভেল!
মদন-জনিত তাপ সব দূরে গেল।
নরোত্তম দাস পহু আনন্দে বিভোর
দুহু দুহু মিলনে সুখের নাহি ওর!!

সাধ, পহুর অন্তরে (পহু-প্রভু। সুখ দুঃখের কর্ত্তা?) জাগিয়া উঠিল। বিরহ-বিধুরা-বিধুমুখীর সন্তাপ-ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল দর্শনে, বিদগ্ধ শিরোমণি, পরমাদরে অধরে, গণ্ডে, আঁখিতে ও ভ্রূমধ্য ভাগে, ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন।

প্রিয়তমের, অমৃতময় স্পর্শে, অধরামৃত সঞ্চারে ও অঙ্গপরিমলাঘ্রাণে প্রেমময়ীর চৈতন্য সঞ্চার হইল! মদনোত্তাপ দূরে পলায়ন করিল!!

গীতকর্ত্তা ঠাকুর নরোত্তম কহিতেছেন—এখন আমার পহুঁ (কৃষ্ণ) আনন্দে ভোর হইয়া গিয়াছেন। পরস্পরের সম্মিলনানন্দে এক্ষণে, দুজনেরই সুখের সীমা নাই!!

(পদকল্পতরু ও পদসমুদ্র উভয় গ্রন্থেই 'রসিকরাজ' স্থলে 'নাগররাজ' ৪র্থ ছত্রের 'উথলল' স্থানে 'বাঢ়ল', ৬ষ্ঠ ছত্রের পরিবর্ত্তে ধনীমুখ চান্দ হেরই পহু সাধে; ১০ম ছত্রে 'তাপ' স্থলে 'দুঃখ' এবং শেষ ছত্রের পরিবর্ত্তে "দুহু রসে মাতল নাহি সুখ ওর" ইত্যাদি পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু ২য় পংক্তির 'অপারে' কথার পরিবর্ত্তে পদামৃত সমুদ্রের পাঠ—"বিথারে")।

(৭) কেদার।

দেখ সখি! রসিক-যুগল-রস-রঙ্গ।
অম্বর বিনহি, কিয়ে ঘন দামিনী—রহত পরস্পর-সঙ্গ?
রাধা বদন—মধুর-মধু, মাধব মুখ-চসকে ভরি ঝির,
বিনহি সরেবর, কমল ফুল কিয়ে, চন্দর-রসে রহুভিজ?
উরজ-উত্তুঙ্গ—কুম্ভপর হরি-উর, রাজত অদভূত-রীত,
বিনহি ধারা, কিয়ে—কনক ধরাধর, নমিত জলদ-ভরে-ভীত?

---

(৭) কেলী-বিলাসের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। লতাবিতানের ছিদ্র-দ্বারে দর্শনকারীণী কোনও সখী, অপরাকে কহিতেছেন:—। সখি রসিক যুগলের রস-রঙ্গ দর্শন কর। অহো! কি অপূর্ব্ব—কি অদ্ভুত—কি নয়নানন্দকর সম্মিলন!! আমরা সকলেই জানি, মেঘ বিদ্যুৎ কখনও আকাশ ছাড়িয়া অন্যত্র অবস্থান করে না, কিন্তু আশ্চর্য্য! পরস্পর-সঙ্গ বদ্ধ হইয়া মেঘদামিনী কি আজ ভূমিতে অবস্থিত হইয়াছে?

আরও এক অদ্ভুত দৃশ্য প্রকটিত—ঐ যে মাধব-মধুকর শ্রীরাধার বদন-কমলের মধুর-মধু আপনার আনন-রূপ—পান-পাত্র পূরিয়া পান করিতেছেন, ইহা দেখিয়া নিশ্চয় বোধ হইতেছে যেন—সরোবর-বিনা—কমল প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং চন্দ্রের সুধারসে-আর্দ্র হইয়া, অদৃষ্ট-পূর্ব্ব-শোভা বিস্তার করিতেছে!

সখি! বিধাতা বুঝি আজ যাবতীয় অদ্ভুতের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন! তাহাতেই কি "কুম্ভের উপরে বক্ষ বিন্যস্ত"!! দেখ দেখ রাধার উন্নত-কুচ-কুম্ভের উপরিভাগে কি অদ্ভুত-রীতিতে হরির বক্ষদেশ সংস্থিত! বোধ হইতেছে,—একি! মহীতল স্পর্শ না করিয়াই স্বর্ণাচলের অবস্থান? জলধরের ভারে ভীত ও অবনমিত হইয়া কাঞ্চনগিরি বুঝি গা-লুকাইতে চাহিতেছে?

সখি! আমাদের শ্যামসুন্দরের কুন্দ-সুন্দর-দশনাবলী কি মদনের শাণিত-শর? নহিলে তদ্দ্বারা এমন মনোহররূপে বিনোদিনীর বিম্বাধর বিদ্ধ হইতেছে কেন?

কুন্দ-রদন কিয়ে, মদন-নিশিত-শর ? বিম্ব-অধর-পর-লাগে,
দাড়িম বিনহি—বীজ, দাড়িম ফুল—ভেদত, বল্লভ-আগে।

(৮) কেদার।

বিগলিত চিকুর—মিলিত, মুখ-মন্দল, চান্দেবেঢ়ল—ঘন-মালা ?
চঞ্চল-কুণ্ডল,—চপলে গোঙাওল* ঘামে তিলক বহি গেলা!
সুন্দরি! তুয়া মুখ মঙ্গল দাতা,
রতি-রণে-রমণী পরাভব পাওব ‡ কি করব হরিহর ধাতা ॥ধ্রু॥

অথবা একি—দাড়িম্ব-বিহীন দাড়িম্ব-বীজের পংক্তিতে—দাড়িম্ব-ফুলকে ভেদ করিতেছে ?

গীতকর্ত্তা বল্লভ (হরিবল্লভ) সখীর ভাবাবেশে কহিতেছেন—হায়! হায়! দশুটি চক্ষুর সম্মুখে—তথাপি ধাঁ ধাঁ ঘুচিতেছে না!!

(৮) এইবারে নাগরী-সাম্রাজ্ঞী কেলী-বিলাসের—কর্ত্রী! দেখ—চন্দ্রাচ্ছাদনকারী মেঘমালার ন্যায়—বেণী-বিমুক্ত-কেশকলাপ, তাঁহার শ্রীবদনখানিকে আবরণ করিয়া শোভা পাইতেছে! চঞ্চল-কুণ্ডল-যুগল—চপলাকে পরাভব করিয়া বিরাজিত!! এদিকে—বৃষ্টি-বিন্দুর ন্যায়—ঘর্ম্ম-বিন্দু সমূহ নিঃসৃত হইয়া তিলকাবলীকে ভাসাইয়া দিল।

বীর-চূড়ামণি নাগরেন্দ্র—যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কহিতেছেন—সুন্দরি! এ যুদ্ধে আমার পরাজয় আগেই বুঝিতে পারিয়াছি। যেহেতুক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর জগতের মঙ্গল বিধান করেন, কিন্তু আমার সকল মঙ্গলের বিধাতা

পদকল্পতরু ও পদ-সমুদ্রের পাঠান্তর—* শ্রবণে ঢুলিত ভেল। রতি বিপরীত সময়ে যদি রাখবি।

কিঙ্কিণী কিণিকিণি, কঙ্কণ ঝনঝন, ঘন ঘন নূপুর বাজে।
রতি বিপরীত ভেল, মদন-সমাপল ‡ জয় জয় ডুন্দুভি বাজে।
তিলে এক § জঘন, সঘন রব করইতে, হোয়ল সৈনকো ভঙ্গ
বিদ্যাপতি-পতি, ওরস গহিক, যামুনে মিলল গঙ্গ-তরঙ্গ!!

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বাদশ ক্ষণদা।

তোমার ওই চন্দ্রবদন!! যুদ্ধারম্ভেই যখন তাহা কেশকলাপে আচ্ছাদন করিয়াছে। তখনই জানি, হরি-হর-ধাতা—কেহই আমার পরাজয়ের প্রতিবিধান করিতে পারিবে না।

এইরূপ বাঙ্ময়-রস-মদিরাস্বাদন ও কঙ্কণ-কিঙ্কিণী ও নূপুরের ঘন ঘন রণ-বাজনের সহিত বিপরীত-বিহার-সময়ে, কেলী-কলাবতী—মদনের সমাপন অর্থাৎ বৃন্দাবন-মদন-মাধবের অজীত-খ্যাতি-ধ্বংশ করিলে, বাহিরে সখীগণের জয় জয় ধ্বনিরূপ দুন্দুভি বাজিতে লাগিল। এদিকে জঘনের অর্থাৎ জঘনস্থমেখলার মুহূর্ত্তব্যাপী ঘন ঘন ধ্বনির সহিত সমরের অবসান হইল! ভাবার্থ—সেনাপতির সঙ্কেত-বাদ্যের তিলব্যাপী ঘন ধ্বনিতেই যদ্রূপ সৈন্যগণ যুদ্ধে ভঙ্গ দেয়, তেমনি ঐ শব্দে—বিলাস-সাধক-অঙ্গ-সমূহ নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিল।

গীতকর্ত্তা কবি বিদ্যাপতি গৌরব করিয়া বলিতেছেন—জগতে কেবল আমার পতি (রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ) এই—পরাবধি-প্রাপ্ত-বিলাস-রসের একমাত্র গ্রাহক! যমুনার নীল-সলিলোপরি গঙ্গার-তরঙ্গ-ক্রীড়ার ন্যায় এই রঙ্গময়-লীলাটি তাঁহার প্রেম প্রবাহিনীর স্বভাব-সিদ্ধ-স্রোত!!

‡ নিজ মদে মদন পরাভব মানল। § আমাদের আদর্শ-হস্ত-লিপি গুলির পাঠ "তলে এক" সমীচিন বোধে পদামৃত-সমুদ্রের পাঠ মূলে গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ ত্রয়োদশ ক্ষণদা,—কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য,—সুহই।

মদন-মোহন-রূপ গৌরাঙ্গ-সুন্দর,
ললাটে তিলক শোভে ঊর্দ্ধ-মনোহর।
ত্রিকচ্ছ-বসন শোভে কুটিল-কুন্তল,
প্রকৃতে নয়ন দুই—পরম-চঞ্চল।

(১) রূপের শক্তি অসীম। ভয়, বিস্ময়,ঘৃণা, লজ্জা, দয়া, ভক্তি, ভালবাসা, পবিত্রতা, পঙ্কিলতা,—রূপ-দর্শনের প্রভাবে সমস্তই উপজাত হইতে পারে। পবিত্র চেতা ও ভক্তি-প্রেমাদ্রি-ভক্ত-বৃন্দের দর্শনে—নিশ্চয়ই সকলের হৃদয়ে ন্যূনাধিক পরিমাণে—পবিত্র-ভাবের ছায়াপাত হয়, তবে অস্মাদৃশ দুর্ভাগ্য জীবের—দুরাভ্যাস দুঃসংসর্গ, ইন্দ্রিয়াশক্তি প্রভৃতি নানা কারণে—উহাকে স্থায়ী হইতে দেয়না!

কিন্তু আমার গৌর-সুন্দরের বিশ্ব-বিমোহন-রূপের এমনি অলৌকিক শক্তি যে, তদ্দ্বারা অতি বড় পাষণ্ডগণের হৃদয়ও চিরস্থায়ী-পবিত্রভাবে—পূর্ণ হয়! সকল দুর্বাসনা—সমস্ত কু-প্রবৃত্তি—তাবৎ কদভ্যাস—সমূলে বিনষ্ট হয়!! প্রেম-রসে প্রাণ আর্দ্র হইয়া যায়! অভিলষিত-রসের লালসায়—হৃদয় আকুল ও সোৎকণ্ঠ হইয়া উঠে!! তাই,—সর্ব্বাভিবন্দনীয়-নারায়ণী-নন্দন ঠাকুর বৃন্দাবন দাস, দিবা-নিশি গৌর-রূপামৃতে সাঁতার দিয়া থাকেন। তৎ-কৃত এ গীতিটির আস্বাদনীয় ভাব এই:—

বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে—জরাব্যাধি-বিনির্ম্মুক্ত-দেবদেবীগণ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর; আবার দেবগণের মধ্যে—মদন-দেব সকলের অপেক্ষা সুন্দর। মদন দেব—যে কেহকে—মোহিত করিতে পারেন কিন্তু তাঁহার মোহ-সমুৎ-

শুভ্র-যজ্ঞ সূত্র শোভে বেড়িয়া শরীরে,
সূক্ষ্ম-রূপে অনন্ত যে হেন কলেবরে!
অধরে তাম্বুল, হাসে শ্রীকৃষ্ণ তুলিয়া,
যাও বৃন্দাবন দাস সে রূপ-নিছিয়া।

পাদনে কেহই সক্ষম নহে; কিন্তু আমার গৌরসুন্দরের জগ-মোহনিয়া নবরূপ এহেন মদনেরও মন-মোহন!!

(কেহ বলিতে পারেন একথার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই যে যাহার হৃদয় কন্দর্পের অবিশ্রান্ত-ক্রীড়ার-রঙ্গ-ভূমি, সে হৃদয়েও যদি কোনও ভাগ্য বশে শ্রীশচী-নন্দনের-রূপ-প্রভা নিপতিত হইতে পারে—অমনি, সকল প্রভাবের সহিত কন্দর্প-দেব সেখানে নিষ্ক্রিয় হইয়া যান! এ কথার উদাহরণ—দুর্লভ নহে)

আমার গৌর-হরির নিরুপম-রূপ-মাধুরীর ন্যায়—তাঁহার সহজ-ভাব ব্যবহার—স্বাভাবিক-বেশ—সকলই অতুলনীয়। তাঁহার ললাট-নিবেশিত ঐ উর্দ্ধ-পুণ্ড্র-তিলকের শোভা পরিহিত ত্রিকচ্ছ-বসনের সৌন্দর্য্য—কুটিল—কেশ রাশির সুষমা—সমস্তই সু-দিব্য-শ্রীমণ্ডিত—সমস্তই বর্ণনাতীত!!

ভাব-বিশেষে লোচন-যুগল কখনও ঢর ঢর কখনও অর্দ্ধ-নিমিলিত হইলেও—তাহাতে একটি প্রকৃতি-গত-চাঞ্চল্য সদা জাজ্বল্যমান! শ্রী-অঙ্গ সংবেষ্টিত-সূক্ষ্ম-যজ্ঞ-সূত্রের গুচ্ছটি দেখিলেই মনে হয় যেন শ্রীঅনন্ত দেব—সূক্ষ্ম দেহ ধারণ পূর্ব্বক আমার প্রভুর দেহ রক্ষা করিতেছেন! আর এই যে চারু অধরে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে শ্রীহস্তোত্তন পূর্ব্বক—হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছেন, এ ত্রিলোক-মোহন মাধুরী বর্ণনের ভাষাই নাই!! ইহা মাধুরীর-বাদর! আমার সর্ব্বদা সাধ হয়—এই রূপের নিছনি লইয়া মরে যাই।

পদ কল্পতরুতে এ গীত নাই। গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে ভুল-পাঠের সহিত বর্ত্তমান আছে। ভুল-পাঠান্তর যথাঃ—২য় ছত্র "ললাটে তিলক শোভে উর্দ্ধে মনোহর" ৪র্থ ছত্রে "প্রাকৃত নয়ন দুই" ৭ম ছত্রের শেষার্দ্ধ" হাসে অধর-চাপিয়া" ইত্যাদি।

(২) সুহই অথবা শ্রী।

দেখরে ভাই! প্রবল-মল্ল-রূপ ধারী,
নাম নিতাই, ভায়া বলি রোওত, লীলা—বুঝাইনাপারি॥ ধ্রু॥
ভাবে বিঘুর্ণিত লোচন চর চর, দিগ বিদিগ নাহি জ্ঞান,
মত্ত সিংহ যেন, গরজে ঘনে ঘন, জগ-মাহ কাহু না মান।
কাল-মদ-দলন—দোলন, গতি মন্থর, কীর্ত্তন করল প্রকাশ!
কটিতটে বিবিধ—বরণ-পট পহিরণ, মলয়জ লেপন অঙ্গে
জ্ঞান দাস কহে, বিধি আনি মিলাওল, কলিমাহ ঐ ছন রঙ্গে!

(২) শ্রীবলদেবের ভাবাবেশে আমার নিতাইচাঁদ আজ ব্রজ-রসে নিমজ্জিত তাহাতেই কি বলরামের বাল-চরিতানুরূপ মল্ল বেশ ধারণ করিয়া, ভাই কানাইয়ের গৌর-সন্ন্যাসী-রূপ—কাঙ্গাল-বেশ দর্শনে "ভাইয়া ভাইয়া" বলিয়া কাঁদিতেছেন? আজিকার লীলাটি বুঝা বড় সুকঠিন! দেখ, ভাবে—নয়ন বিঘুর্ণিত এবং চর চর কোন দিগে চলিতে কোন্ দিকে চলিতেছেন—জ্ঞান নাই! মত্ত সিংহ যেমন জগতের কাহাকেও গ্রাহ্য না করিয়া—হস্তী ব্যাঘ্রাদির প্রাণ কাঁপাইয়া ভীম-বিক্রমে গর্জ্জন করে, ঘন ঘন সেইরূপ ভয়ঙ্কর-গর্জ্জন করিতেছেন।

আবার কখনও বা রসময়-লীলাবেশে মনোহর-বেশ ধারণ করিয়া—আনন্দ-তরঙ্গে নৃত্য করিতেছেন! আর মধুর অঙ্গ-দোলনি ও মোহন-মন্থরগতির সহিত, কলি-মদ-মথন সঙ্কীর্ত্তন-সম্পদ—জগতে প্রচার করিতেছেন!!

কখনও বা নানাবর্ণের বিচিত্র বসনাবলী কটি-তটে আঁটিয়া—সর্ব্বাঙ্গ চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া, অপূর্ব্ব-সাজে সাজিতেছেন! যেন ব্রজ-রাখালগণের সহিত গোচারণে যাইবেন।

গীতকর্ত্তা মহাজন জ্ঞানদাস, গীতের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—"লীলা বুঝই না পারি"! উপসংহারে বলিতেছেন—"আহা! কলির-রাজত্বে—শ্রীনিতাই-চাঁদের এইরূপ রঙ্গ-ময় লীলা—আনিয়া সম্মিলন করা বিধাতার বড় দয়া"!

(৩) সুহই।

কিয়ে গুরু-গরবিত, নামানে পাপ-চিত্ত, আন-না শুনে কান বিন্ধে

ও নব-নাগর, সবগুণে আগোর, তায়ে যে পরাণ কান্দে!

(সজনি!) ও বোল বল যনি আর,

কি যশা অপযশ? না ভাওয়ে গৃহবাস! হইনু কুলের অঙ্গার ॥ ধ্রু ॥

মহানুভব গীতকর্ত্তার বাক্যদ্বয়ের নিষ্কর্ষার্থ বোধ হয় এই যে—রস-বোধ-বিহীন-শুষ্ক-জ্ঞানের-দাস সকলের পক্ষে এ সকল লীলা-দুর্ব্বোধ্য। যেমন তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ প্রতিহত হইয়া হ্রদ সমুদ্রাদির সলিলে, নানা প্রকার বিচিত্র দৃশ্য ও বিবিধ রঙ্গভঙ্গী প্রকটিত হয়; তদ্রূপে ভাবরস তরঙ্গ ও কারুণ্য রস তরঙ্গের ঘাত প্রতি-ঘাতে আমার নিতাইচাঁদের পরিদৃষ্ট লীলা সকল, নানা বৈচিত্র্যে নিরন্তর রঙ্গময়। পক্ষান্তরে—অপ্রতিহত প্রভাব এবং চিত্তাকর্ষক অথচ হৃদয় বিদ্রাবক মধুময় ভাবের একত্র সংযোগ দর্শনে, দুর্দ্দান্তগণ যেমন অতি সহজে শাসনাধীন হয়, আর কিছুতেই তত সত্বরে ও তত সহজে আয়ত্ত হয় না, সুতরাং তদ্বৈনেক সম্মু শ্রীনিতাই সুন্দরের প্রেমাশ্রুতে যেমন জগতের পাপ তাপ বিধৌত হইতেছে, ভাব-বিলাস দর্শনে যেমন জগতের জীব শোক তাপাদি ভুলিতেছে, নৃত্যরঙ্গাদি দর্শনে যেমন জীবগণ স্বার্থ-কাপট্যাদি-পূর্ণ জগতের কথা বিস্মৃত হইয়া প্রেমরাজ্যের অপার্থিব অনুভূতিতে মাতিয়া ধন্যাতিধন্য হইতেছে; তেমনি তাঁহার হুঙ্কারের ও গর্জ্জনের ফলে দুর্দ্দান্ত কলির দর্প চূর্ণ ও প্রভাব-বিমর্দ্দিত এবং পাষণ্ডগণের হৃৎকম্প হইতেছে। এরূপ শুভযোগের সংঘটন না হইলে জানিনা জগতের ভাগ্যে কি দুর্দ্দশাই ঘটিত!!

(৩) পরীক্ষাচ্ছলে শ্রীরাধার কোনও প্রিয়-সখী, তাঁহাকে বলেন,—

"সুন্দরি! ধরবি—বচন হামার।

কানুকো প্রেম-রতন, পুন গোপবি, বেকত করবি কুলাচার॥

কি জানি কিবা হৈল, কি খেনে পরশিল, সে রস-পরশ-মণি
জাতি, কুল, শীল, আপন—ইচ্ছায়, করিমু তাহার নিছনি।
হিয়া দগ দগি, মনের পোড়নি, কহিমু না রহিমু ঘরে
এবে সে জানিমু, প্রেমের এ ফল, ভাগে জ্ঞান দাস ঝুরে।

ধৈরয, লাজ—করল তুয়া সমুচিত, শুনবি গুরুজন-ভাষ,
আপন-কো মান, আপনে পুন রাখবি, যৈছে ন-হোত উপহাস।
তুয়া সম-কো-পুন, আছয়ে ত্রিভুবন, কুল-শীল-গুণবন্ত,
ঐছন দুহু-কুল, হেরইতে উজোর, ধনজন গৌরব অন্ত।
ভাব-অঙ্কুর-যব, হোয়ব অন্তর, আনত দেওবি চিত”,
(গোবিন্দ দাস কহ, ঐছে প্রেম নহ, অনুরাগ-গতি-বিপরীত।)

এ গীতে—শ্রীরাধা, সখীকে ঐ কথার উত্তর প্রদান করিতেছেন যথা:—

সখি! কৃষ্ণানুরাগের সন্নিধানে কি আবার গুরু-গৌরব গণনীয়? আমার পোড়া প্রাণে যে এ কথার স্থানই দিতে পারি না!! আমার প্রাণকান্তের অমৃত-স্রাবী-কথা ব্যতীত অন্য কথামাত্র আমার কানে বাণের ন্যায় বিদ্ধ হয়!

আহা! আমার নিত্য-নবীন-নাগরমণি—নিখিল গুণের নিধি! আমার প্রাণ দিবারাত্রি কেবল তাহার নিমিত্ত কাঁদিতেছে!! সখি! আর আমাকে এ সকল নীতি-কথা বলিয়া বৃথা পরিশ্রম করার প্রয়োজন নাই, তাহাতে কোন ফলই হইবে না। আমি কুল-পাংশুলা—নিন্দা প্রশংসা তো দূরের কথা, এই কৃষ্ণ-শূন্য গুরুগৃহে অবস্থান করাই আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে! আমার যে কি বিষম দশা উপস্থিত হইয়াছে, আমি নিজেই তাহা বুঝিতে পারিতেছি না!

সেই রসের স্পর্শমণি যে কি ক্ষণে আমাকে স্পর্শ করিয়াছেন জানিনা; তদবধি আমার আত্মীয় স্বজনের কি বংশ মর্য্যাদার অপেক্ষা, কুলবতীর কর্ত্তব্য বিচার এমন কি আজন্মার্জ্জিত স্বভাবটি পর্য্যন্ত স্বেচ্ছায় তাঁহার নিছনি দিয়াছি!! এ দগ্ধ-হৃদয় লইয়া নিরন্তর মনের সন্তাপক গুরুগৃহে বোধহয় আমি আর থাকিতে পারিব না শীঘ্রই যোগিনী কি উন্মাদিনী

(৪) বরাড়ি।

এ সখি! অব সব পরীখন ভেলি,
তুহু নব-প্রেম-অমৃতরস-বেলী।
লাগলি শ্যাম-তমালকো-অংস,
ফুল ভয়ো—সব-জগ-অবতংশ!
এ দোহু মিলন—কবহু না ছোটে,
মূঢ়কো যতনে—বেলী বরু টুটে;
ঘন বিনু চাতক জল বিনু—মীন।
হরি বিনু—তৈছন তুহু-তনু-খীণ,
চান্দনি বিনু—চকোর নাহি পিয়ে,
তৈছন তুয়া বিনে—হরি নাহি জিয়ে!

হইব! সখি! আমাকে এখন উপদেশ দান দিছুন। হায়! প্রেমের পরিণাম ফল যে এমন ভয়ঙ্কর—এ কথা আগে জানিতাম না!!

তত্রোপবিষ্টা অন্ত সখীর ভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা জ্ঞানদাস সান্ত্বনা দিতেছেন—সখি! তোমার জ্বালার নিমিত্ত আমরা ঝুরিয়া মরিতেছি, শান্ত হও—সম্মিলনের উপায় বিধানে এখনি চলিলাম।

শেষ ছত্রটির একরূপ অর্থও হইতে পারে "আমার কপালে (ভাগে) প্রেমের এমন ফল ফলিবে আগে বুঝি নাই, এখন জানিলাম" শ্রীরাধার এই সকল আক্ষেপোক্তি শুনিয়া জ্ঞানদাস ঝুরিতে লাগিলেন। (পদকল্পতরুতে এ গীত নাই)।

(৪) পূর্ব্ব-গীতোক্ত মর্ম্ম-স্পর্শী উত্তর শুনিয়া, প্রশ্নকারিণী সখী শ্রীরাধাকে কহিতেছেন,—সখি! আমোদচ্ছলে, পরীক্ষারূপে আমি উপদেশের অভিনয় করিয়াছি, দুঃখিত হইও না। আজ সকল পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল, এখন সুনিশ্চিত বুঝা গেল যে—জগতে কখনও কেহ যাহা দেখে নাই—শুনে নাই—প্রেমরসে-পূর্ণ সেইরূপ নবীন লতিকারূপে তুমি, নবীন নাগর শ্যামরূপ-তমালের স্কন্ধ-লগ্ন হইয়া, সকল জগতের শিরোভূষণরূপে বিকশিত (ফুল—ফুল্ল) হইয়াছে। তোমাদের দুজনের এই স্বাভাবিক সম্মিলন কখনও ছিন্ন হইবার নহে, কোনও মূঢ় সেজন্ত চেষ্টা করিলে বরং লতাচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, তথাপি বন্ধন খুলিবে না!

যহি সরসী, তহি—হংস কি বাস,
যহি নীরদ, তহি—বিজুরী-বিলাস।
তৈছে ঘটাওল—মাধব-রাধা,
বিদগধ বিধি—অব কো-করু সমাধা?
কহে হরি বল্লভ—কো সমুঝাওয়ে,
সৌরভ-বিন্দু কিয়ে মৃগমদ ভাওয়ে?

(৫) সুহই।

সজনি! এতদিনে ভাঙ্গল ধন্দ।
তুয়া অনুরাগ-তরঙ্গিণী-রঙ্গিণী, কোন করব অব বন্ধ?
ধৈরয-লাজ-কুল-তরু ভাঙ্গই, লঙ্ঘই গুরু-গিরি-রোধে,
মাধব-কেলী-সুধারস-সাগরে, লাগত বিগত-বিরোধে।

আহা! এইজন্যই তো মেঘ-বিরহিত-চাতকের এবং জল-বিরহিত-মীনের ন্যায় হরির-বিরহে তোমার এইরূপ ক্ষীণতা!

আবার—চকোর যেরূপ চন্দ্রের জ্যোৎস্নামৃত ব্যতীত আর কিছুই পান করে না, হরিও সেইরূপ তোমা ব্যতিরেকে বাঁচিতে পারেন না।

যেমন—যেখানে সরোবর, সেখানেই হংসের বসতি এবং কেবলমাত্র মেঘের সঙ্গেই বিদ্যুতের বিলাস, সুরসজ্ঞ বিধাতা আমাদের রাধামাধবের মিলনটিও তেমনি অচ্ছেদ্যরূপে সংঘটন করিয়া দিয়াছেন। এই সম্মিলন মনের সাময়িক উত্তেজনা কিম্বা অচিরস্থায়ী-ইন্দ্রিয়প্রণোদনা-সম্ভূত-চেষ্টাকৃত ব্যাপার নহে, অতএব কে ইহাতে বাধা প্রদান করিয়া নিরস্ত রাখিতে পারিবে?

(অপরা সখার ভাবাবেশে পদকর্ত্তা হরিবল্লভ কহিতেছেন, এত কথায় কি বুঝাইতেছ? মৃগমদ কি কখনও সৌরভ বিরহিত হইতে পারে?

(৫) শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেম-সম্মিলন-লীলা, সখীগণের—কোটি কোটি প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় বস্তু! তাই, রাধার হৃদয়জ্ঞা হইয়াও বন্ধু-হৃদয়ের স্বাভাবিক অনিষ্টাশঙ্কার প্রাবল্যে—কখন কখন কেহ ভাবিতেন—"সখি-বৃষভানু নন্দিনীর পিতৃ-কুল, ও শ্বশুর-কুল দুইই—যশে ও প্রভাবে—চির-মণ্ডিত, এবং তিনি

করু অভিসার, হার মণি-ভূষণ, নীল-বসন ধরু-অঙ্গে,
এ সুখ-যামিনী, বিলসহ কামিনী! দামিনী যনু ঘন-সঙ্গে।
তুয়া-পথ চাই, রাই রাই!! বলি—গদ-গদ, বিকল-পরাণ,
ক্ষণ এক, কোটি—কোটি যুগ মানত, হরি বল্লভ পরমাণ।

নিজেও গুরু জনের অতিশয় স্নেহ পাত্রী ও অনুগতা। আবার "লজ্জাশীলা, সুমর্য্যাদা, ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য-শালিনী-গণের—শিরোমণি" অতএব এই সকল বাধায় কি জানি যদি কোনও সময় কৃষ্ণ-প্রেম-সুধা-সাগরের-তরঙ্গে বিন্দু মাত্রও বিঘ্ন উৎপাদন করে, হায়! তাহা হইলে আমরা একেবারে মরিয়া যাইব!!" আজ এই সন্দেহটি একেবারে উন্মুলিত হওয়ায়—আনন্দবেগ সম্বরণ করা, তাহাদের অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে সমাগতা কোনও সখী, অন্যান্যের ন্যায় আনন্দাবেশে—শ্রীমতীকে কহিতেছেন। যথা—

সজনি এতদিনে আমাদের মনের ধাঁধাঁ দূর হইল। বুঝিলাম আর, কোনও বাধাই তোমার অনুরাগ-তরঙ্গিণীকে রোধ করিয়া রাখিতে পারিবে না! বুঝিলাম—যে অনুরাগ-নদীর প্রবল-প্রবাহ ধৈর্য্য ও লজ্জা-রূপ তীর এবং তীরস্থ-তরু—ভাঙ্গিয়া এবং গুরুজন-রূপ সম্মুখস্থ উচ্চ পর্ব্বতকে লঙ্ঘন করিয়া মাধবের কেলি-সুধা-রসের সাগরে—গিয়া লাগিতেছে, তাহার সর্ব্ব বিঘ্নাতিক্রমী বিক্রমে—বিঘ্নশঙ্কার অবসর নাই।

এখন অভিসারে চল। হার, রত্নালঙ্কার এবং নীলাম্বর—পরিধান কর। দেখ! যেমন দামিনী, জলধরের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া তাহার বক্ষতলে বিরাজ করে, এবং মাঝে মাঝে জলধরকে স্বকীয় বক্ষতলে লইয়া—পূর্ণ-কান্তিতে জগৎ ঝলসিত করিয়া তোলে, আজিকার আনন্দের নিশিটি—ঐ রূপ বিলাসে অতিবাহিত করিতে হইবে।

তদ্‌গত-প্রাণ-হরি, তোমার প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া রহিয়াছেন এবং তোমার বিরহে বিকল হইয়া 'রাই রাই' করিতেছেন। প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত, তোমার অদর্শনে—কোটি যুগের ন্যায় তাঁহার দুঃখপ্রদ হইতেছে। পদ কর্ত্তা হরিবল্লভ তন্মন্থিতা অপরা সখীর ভাবাবেশে কহিতেছেন—বহু-পরিদৃষ্ট প্রামাণিক কথা।

(৬) শ্রীরাগ।

(বিনোদিনী) কনক-মুকুর-কাঁতি,
শ্যাম বিলাসের—সুন্দরতনু—সাজই কতেক ভাতি।
নীল-বসন, রতন-ভূষণ—জলদে দামিনী সাজে,
চাচর-কেশের-বিচিত্র-বেণী, দোলিছে হিয়ার মাঝে।
মদন-মুগধ—সীঁথের সিন্দুর, তাহে চন্দনের রেখা,
নব-জলধর—কোলে, অরুণ, নবীন-চান্দের দেখা।

(৬) প্রাচীন কালে এক্ষণকার ন্যায়—সুলভ কাচের দর্পণ ছিল না, সে সময়কার মহাভাগ্যবান্-গণই কেবল মণি-নির্ম্মিত বহু-মূল্য দর্পণ ব্যবহার করিতেন, সাধারণ লোকেরা স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুতে দর্পণ প্রস্তুত করিয়া, বিশেষরূপ মার্জ্জনাদি দ্বারা তাহার মসৃণ্য এবং স্বচ্ছতা বিধান পূর্ব্বক ধাতুময় দর্পণ নির্ম্মাণ করিতেন। এই গীতোক্ত "কনক-মুকুর" কথাটি—পূর্ব্বোক্ত রূপে প্রস্তুত স্বর্ণ-দর্পণের প্রতিপাদক বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীরাধার বর-তনু খানি স্বতঃই—স্বর্ণ-দর্পণের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও চাক্‌চিক্যময়—তাহার উপরে বিনোদিনী—আজ নানা ছাঁদে সাজিতেছেন। কোনও সখী অপরাকে তাহা দেখাইয়া কহিতেছেন—দেখ, কৃষ্ণা-যামিনীর অভিসারোপযোগী নীলমণির আভরণ ও নীল, বসন পরিয়া আমাদের ধনী মণি যেন জলদাবৃতা-দামিনী সাজিয়াছেন! আর সুদীর্ঘ-কুন্তলের-বিচিত্র বেণীটি পৃষ্ঠ-দেশে লম্বিত না করিয়া হিয়ার উপরে দোলাইতেছেন: নাগরের নিকটে স্বাভিযোগ প্রকাশের চূড়ান্ত-চাতুরালিময়—এই প্রকার উদ্দীপক-বেশ রচনা, জগতীতলে কেবল আমাদের কলাবতী-শিরোমণি-সখীর পক্ষেই সম্ভব।

আরও দেখ তাহার সীঁথিস্থ-সিন্দুরের স্বাভাবিক শোভাই মদন মুগ্ধকর, তদুপরি আজ মদন-মোহনের মনোমুগ্ধকর একটি চন্দন-বিন্দু দিয়াছেন, আহা! কি অপূর্ব্ব শোভা! যেন কেশ-রূপ-নবীন-জলধরের-কোলে—অরুণের সহিত একটি নবীন চাঁদ সম্মিলিত হইয়া দেখা দিয়াছে।।

রসের আবেশে, গমন মন্থর, ঢুলি ঢুলি চলি যায়,
আধ ওড়নী, ঈষত-হাসনী, বঙ্কিম নয়নে চায়।

(৭) বেলোয়ার।

ধনি ধনী-রাধা, আওয়ে বনি, ব্রজ-রমণী-গণ-মুকুট-মণি ॥ ধ্রু ॥
অধর-সুরঙ্গিণী, রসিক-তরঙ্গিণী, রমণী-মুকুট-মণি-বর-তরুণী,
ফুল-ধনু-ধারিণী, পীন-কুচ-ভারিণী কাঁচলি-পর নীল-মণি-হারিণী
কনক কুদীপ-মণি, বরণরিজুরী-জিনি, জলধর-বাসিনী-রূপ-সোহিনী

আজিকার রচিত সমস্ত বেশেই—একই উদ্দেশ্যময়-চাতুরী-কলা প্রকটিত, সেই জন্যই বুঝি রসকৌতুকিনী—রসাবেশে—মন্থর গমনে ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলিতেছেন, এবং উত্তরীয় বসন অৰ্দ্ধোন্মুক্ত করিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত আমাদের প্রতি বঙ্কিম নয়নে চাহিতেছেন।

শ্যাম সোহাগিনী যেমন নীলাম্বরে অঙ্গ লুকাইয়া চলিয়াছেন, তেমনি বুঝি আজ শ্যাম-জলধরের আলিঙ্গনের ভিতরে লুকাইবার সাধ? যেমন মহা অনুরাগে শ্যামের বেণীটি বক্ষে ধারণ করিয়াছেন, তেমনি বুঝি শ্যাম-সুনাগরকে বুকে ধরিবার সাধ? সিন্দুর-মধ্যবৰ্ত্তী চন্দন-বিন্দুটি যেমন নীল-কুন্তলের—শোভা-সংবৰ্দ্ধন করিতেছে, বুঝি তেমনি অনুরাগ-মণ্ডিত হইয়া, শ্যাম-বক্ষের শোভা বৰ্দ্ধনের সাধে—ডগমগি হইয়া আজ অভিসারে চলিয়াছেন।

পদ কল্পতরুতে 'রাহ! কনক-মুকুর' বলিয়া এ গীতের আরম্ভ। আমাদের ৫,৬ ছত্রের স্থানে ৬,৭ ছত্র। এবং পঞ্চম ছত্রের এইরূপ পাঠান্তর-যথা—"সীথায় সিন্দুর, নয়নে কাজর, তাহে চন্দনের"। (পরবর্ত্তী গীতগুলির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার্থ এ গ্রন্থে গীতের ভণিতাটি গৃহিত হয় নাই। কারণ ভণিতা দিতে গেলে এ খানেই অভিসার সমাপ্ত হইয়া যায়। ভণিতাটি এইরূপ—শ্যামানন্দ ভণে, নিকুঞ্জ ভবনে, কলপতরুর মূলে রসের আবেশে, বৈসে বিনোদিনী, শ্যাম-নাগরের কোলে।)

(৭) বগ্ধ-নিরীক্ষণপ-নাগরেন্দ্র, প্রাণেশ্বরীকে দূর হইতে দর্শন করিয়াই

কেশরী ডমরু জিনি, অতিশয় মাঝাখিনী, রসনা-কিঙ্কিণী মণি, মধুর-ধ্বনি,
গুরুয়া নিতম্বিনী, বিলোলিত বরবেণী, উরুযুগ সুবলনী—ছবি-লাবণি।
মরাল-গমনী-ধনী, বৃষভানু-নৃপতনী, গোবিন্দ দাস—পহু-মনমোহিনী!

(৮) ভূপালা।

পরশিতে চমকি চলয়ে পদ-আধ	অভিনব নাগর-সুনাগরী মেলি
অনুমতি না দেই, না করে রস-বাদ	রস-বৈদগধি-অবধি দৈতে গেলি

মোহিত হইয়া উঠিলেন! বলিতেছেন ধন্য আমার প্রিয়তমারাধা! হৃদয়েশ্বরী আজ সমস্ত ব্রজঙ্গনার মুকুট-মণি সাজিয়া (বনি) আসিতেছেন, আমার সুরঙ্গাধরা-রাধা, রসিকনাগরকে—রসে ডুবাইবার—ভাসাইবার—বেগবতী তরঙ্গিণী এবং যাবতীয় বর-তরুণী-রমণীর শিরো-ভূষণ-স্বরূপা—তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। দেখ কুসুম-ধনু-রূপ ভ্রূ-ধারিণী—পীণ-পয়োধর-ভারাবনম্রা—বিনোদিনীর—কঞ্চুলিকাটির উপরিভাগে কি সুন্দর—নীব-মণির-হার দোলিতেছে! সুদীপ্ত-হেম-মণি ও বিদ্যুৎ-কান্তি-বিজয়ী-গৌরাঙ্গিনী, জলধরবাসিনী হওয়ায় অর্থাৎ মেঘবৎ-সুনীল-বসন-ধারিণী হওয়াতে (বাস—বস্ত্র, বাসিনী বস্ত্র-পরিহিতা) রূপের বড়ই শোভা বিকাশিত হইতেছে!! ডমরু ও কেশরী অপেক্ষাও ক্ষীণ-মধ্যা-সুন্দরী—কাঞ্চির ও মণি-কিঙ্কিণীর-মধুর-ধ্বনি বিস্তার করিতে করিতে—আসিতেছেন! আহা! সুবলিত উরুযুগলের উপর পর্য্যন্ত বর-বেণী বিলম্বিত করিয়া, লাবণ্যের ছবি রূপিণী গুরু নিতম্বিনী আমার প্রাণ-প্রতিমা-বৃষভানু-নন্দিনী আজ কি মনোহর-মরাল-গমনে আগমন করিতেছেন!!

সখী ভাবাবেশে তত্রোপবিষ্টা গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস, সৌন্দর্য্য-ব্যঞ্জক বিশেষণ সমূহের উপরে আর একটি গুণবাচক বিশেষণ যোগ দিলেন—"আর আমার পহুর মনোমোহিনী"।

(৮) এক্ষণে কেলী-বিলাস-কলার—প্রদর্শন-রসাস্বাদ চলিয়াছে। কোনও

হঠ-পরিরম্ভণ-অরম্ভণ—বেলি
ধনী, মুখ মোরি,—রহল, কর ঠেলি
আন কহিতে ধনী আন কহে, তঙ্কে
মরম কহিতে, বিহসি মুখ বঙ্কে
রতি-রণ-রঙ্গহি—ভঙ্গ না দেল!
না জানিয়ে কাম কেমন যশ নেল!!

(৯) কেদার।

(আজু) কাননে—হেরি হেরি রহু ধন্দে!
মনমথ-রাজ, লাজ ভয়-তেজাওল, রমণী পড়লি রতি ফান্দে।
যুগল কিশোর, ওর নাহি আনতি—চোরি-রভস-রস-রঙ্গে,
দোহু-ভুজ-কেলী—মেলি, তনু তনুভরি, ডুবল মদন-তরঙ্গে।

সখী তাহা অপরাকে দেখাইতেছেন—দেখ দেখ কি অপূর্ব্ব-রঙ্গ!! নাগর কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হওয়া মাত্র রঙ্গিণী-শিরোমণি, এক বা অর্দ্ধপদ,—চমকিয়া চলিতেছেন! নাগরের লালসাময় চেষ্টাতে অনুমতি দান অথবা বাম্য-ভঙ্গীময় বিতণ্ডা, (রস-বাদ) কিছুই করিতেছেন না!! আজ অভিনব-নাগর-নাগরীতে মিলিয়া রস-বৈদগ্ধীর-অবধি প্রদর্শন করিতেছেন!

দেখ, নাগরেন্দ্র-মণির—বলাৎকার আলিঙ্গনের—মঙ্গলাচরণেই ধনীমণি করে কর ঠেলিয়া দিলেন ও মুখ ফিরাইয়া রহিলেন!!

নাগর যতই অনুনয় করিতেছেন ততই কেবল রঙ্গিনী—বিনোদিনী একে আর বলিতেছেন, এবং ভীতি বা ব্যথিত ভাব প্রকাশ করিতেছেন। নিরুপায় নাগর কোনও চাতুরীময় বচনেরই উত্তর না পাইয়া পরিশেষে সারল্যময় কাতর-বচনে 'মরম' জানাইলে হাসিয়া আরোও মুখ ফিরাইয়া লইতেছেন!! অতএব একথা নিশ্চয় যে রতি রণ-রঙ্গে, ভঙ্গ নাই। জানিনা, কন্দর্প—আজ এ কিরূপ যশ বিস্তার করিতেছে!!

(৯) এই প্রকার কেলী কৌতুকের মধ্যে চারি চক্ষের সম্মিলন হওয়ায় বামা শিরোমণির আর আত্ম সম্বরণের সামর্থ রহিল না! উভয়ে উভয়ের পানে চাহিয়া

চম্পকে, নীল—নলিনী, কিয়ে পৈঠল ? নীল-নলিনী কিয়ে চম্প ?
কিয়ে দামিনী-ঘন, একতি তনুমন—সুখ-সাগরে দেই ঝম্প ?
এ সুখ-রাতি, মাতিরহু মাধব, সখীজন-মনহি উলাস
লোচন-যুগল, সফল কব হোয়ব, হরিবল্লভ ধরু আশ।

(১০) বিহাগড়া।

সুরত-সমাপি, সুতল বর-নাগর, পাণি* পয়োধর আপি।
কনক-শম্ভু যৈছে, পূজকে-পূজাওল, নীল, সরোরুহ-ঝাঁপি

চাহিয়া বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ রমণীর ভয় লজ্জা বিনাশের একমাত্র কর্ত্তা কন্দর্প রাজের আগমন হইল, ধনী-মণির লজ্জা সঙ্কোচের ঐন্দ্রজালিক চেষ্টা অমনি চলিয়া গেল! তিনি সুরতের ফাঁদে বাধা পড়িলেন!

রহঃ-কেলী-রসের রঙ্গোৎসাহে এক্ষণে কিশোরী-ধনীর আর আরতির অবধি নাই! ভুজ-বল্লী বিস্তার পূর্ব্বক-পরস্পরে প্রগাঢ় আলিঙ্গন বদ্ধ হইয়া মদন-তরঙ্গে ডুবিলেন! সে শোভা-দর্শনে সখীগণের ধাঁ ধাঁ লাগিতে লাগিল এ কি চম্পকের বক্ষে নীল-কমল? না নীল কমলের কোলে চম্পক বিরাজিত? কিম্বা জলধর দমনীতে মিলিয়া এক-দেহ ধারণ পূর্ব্বক-সুখের সাগরে সাঁতার দিতেছে?' আহা! মাধব যদি এইরূপ সুখে মত্ত থাকিয়া আজিকার সুখের রজনীটি যাপন করেন, তবেই সখীগণের পূর্ণানন্দ হয়!!

লতাবাতায়ন-তলস্থা সখীগণের ঐ সকল আনন্দোল্লাসময় বচন শুনিয়া (স্ফুর্ত্তিতে শুনিয়া) গীতকর্ত্তা সাধকের ভাবে কহিতেছেন হায়! এই সুমধুরতম লীলা দর্শনে আমার নয়ন যুগল কবে সফল হইবে? আর কত দিন আশা ধরিয়া রহিব?

(১০) এই গীতটি রসালস-লীলার ছবি। * পানি—হস্ততল, আপ—অর্পণ। করিয়া যেমন কোনও পূজকে, নীলপদ্ম উপরে অর্পণ দ্বারা—স্বর্ণময়

সখিহে! কেশব-কেলি-বিলাসে,

† মালতী—অলী-রসি, নাহ-আগোরোল, পুন-রতি রঙ্গকো আশে। ধ্রু।

বদন মিলাগ্রে—ধয়ল ‡ মুখ-মণ্ডল—চান্দ মিলল অর বিন্দ!

চকোর ভ্রমর—দুহু-দুহু-আনন্দিত, পিবি—অমিয়া, মকরন্দ।

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভাগে ত্রয়োদশ ক্ষণদা।

শঙ্কর, বাণ-লিঙ্গ মূর্ত্তি অর্চ্চনা করিয়া রাখিয়াছে। সখি! দেখ,—কেশবের কেলি বিলাসের, প্রতি-ব্যবহারে—রসময়ীর রঙ্গ দেখ,—যেন অলী-কর্তৃক রসিকা মালতী লতা স্বকীয় রমণ ভ্রমরকে, পুনরায় রতিরঙ্গের অভিলাষে ফাঁদের দ্বারা আগুলিয়া রহিয়াছে!! (নাহ ফাঁদ। আগোরল জড়াইয়া ধরিল, কিম্বা আবৃত করিল; মালতী শব্দের, প্রথমার্থ—জাতী-লতা, দ্বিতীয় অর্থ—যুবতী) ফাঁদে জড়ানের প্রক্রিয়া—পরের পয়ারে সুব্যক্ত।

"দোহু দোহু চকোর ভ্রমর" নাগরের নেত্র-রূপ চকোরদ্বয় নাগরী-মণির মুখ-রূপ-চন্দ্রের অমিয়া পানে আনন্দিত এবং নাগরীর নেত্র ভ্রমরদ্বয় নাগরেন্দ্রের মুখ-পদ্মের 'মকরন্দ' পান করিয়া পুলকিত।

পদকল্পতরু ও পদামৃত সমুদ্রের পাঠান্তর—† আরতি রতি-রসে কোরে ঘুমাইও, পুন পুন সুরত কি আশে। ‡ 'রহল"—ইত্যাদি। আরোও একার্থক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈষম্য আছে। সকল গ্রন্থেই গীতটি ভণিতা-শূন্য।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ চতুর্দ্দশ ক্ষণদা,—কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য,—ধানসি।

(গোরা) দয়ার অবধি, গুণ নিধি,
সুরধুনী-তীরে, নদিয়া নগরে (গৌরাঙ্গ) বিহরয়ে নিরবধি।

---

(১) সচরাচর অল্প সাধনে—বহু ফল প্রদানকেই বলা হয়—ভগবানের 'দয়া'। সাধন হীন জনকে সাধনের ফল দান—বড় দয়া'। আর নিরন্তর পাপাচার-নিরত-বহু অপরাধকারীকে—ক্ষমা করিয়া-তদ্রূপ ফল দান-'অসাধারণ দয়া'। শ্রীভগবানের ভিন্ন ভিন্ন অবতারেয়—সময় বিশেষে—স্থান বিশেষে—ব্যক্তি বিশেষের প্রতি এরূপ দয়ার উদাহরণ বিরল নহে।

কিন্তু সকল পুরুষার্থের সার—বিধি-ভারাদির-বাঞ্ছিত—আপন ভক্তিসম্পদ্ ও—প্রেম ধনের প্রদাতা—কেবল মাত্র একা শ্রীরাধা-রমণ। তাঁহার করুণায় ব্রজের পশু পক্ষী তরুলতা পর্য্যন্ত—অপ্রাকৃত-প্রেম-সুধা-লাভ করিয়াছে! তাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের করুণা—অলৌকিক এবং অতুলনীয়। কিন্তু সে দুর্লভ-দয়াও, সে লীলায়—ব্রজের বাহিরে তেমন করিয়া বিতরিত হয় নাই, তাই—জগন্মঙ্গলাবতার-শ্রীগৌরচন্দ্র-রূপে—জীবগণের নিখিল-অমঙ্গল-খণ্ডন দুষ্কৃতি-নাশ এবং শুভাশুভ কর্ম্মফল-রূপ—অনর্থ-ধ্বংশ করিয়া—স্থান, কাল পাত্র, বিচার ব্যতিরেকে—সেই অনর্পিত-প্রেম-রসকে, ভাব-সম্মিলনে আরোও মধুর-তর করিয়া—উন্মুখ বিমুখ সমস্ত নর নারীকে, এমন কি, পশু পক্ষী বৃক্ষ গুল্মাদিকে পর্য্যন্ত—অবিশ্রান্ত বিতরণ করিতেছেন।! সুতরাং শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র, শুধু, "অতুলনীয় দয়াল" নহে—এমন দয়াল আরে প্রত্যক্ষ হওয়ার—কিছু মাত্রও সম্ভাবনা নাই। অতএব আমার গোরা—"দয়াল অবধি"।

ভুজ-যুগ আরোপিয়া ভকতের কান্ধে।
চলি যাইতে, না—পারে গোরাচাঁদ, হরি হরি বলে কান্দে।
প্রেমে ছল ছল, নয়ন যুগল, কত নদী বহে ধারে,
পুলকে পূরল, গোরা কলেবর* ধরণী ধরিতে নারে!!

আবার আদর্শ-মানবে—আদর্শ-ভক্তে সঞ্চারিত "জীবনীভূত গোবিন্দপাদ-ভক্তি সুখাশ্রয়াদি" গুণ সমুদয়ের সহিত, আমার গৌর হরি,—(ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের দক্ষিণ বিভাগ দ্রষ্টব্য) সর্ব্বাধীনায়কতা,) সুরম্যাঙ্গ, সর্ব্ব-সল্লক্ষণ পূর্ণতা, সত্যবাক্, শরণাগত-পালকতা, ক্ষমাশীলতা, কারুণ্য, বদান্যাদি—স্বকীয় পঞ্চাশৎ সাধারণ ভগবদ্‌গুণ, সর্ব্বজ্ঞতা, স্ববশাখিল সিদ্ধিত্বাদি—শ্রীমহাদেবাদিতে সঞ্চারিত পঞ্চগুণ, এবং অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিসম্পন্নতা, হতারির-গতি-দায়কতা, অবতারাবলীর-বীজ-রূপতা ও আত্মারামগণের মনাকর্ষণাদি—লক্ষ্মীকান্তাদিতে সঞ্চারিত-পঞ্চগুণ এবং কেবল পূর্ণতম ভগবান্-প্রকাশে বিরাজিত—অতুল্য-মধুর-প্রেমময়তা, সর্ব্ব-জগতের, মানসা কর্ষণাদি গুণ-চতুষ্টয় সমন্বিত—পূর্ণ-পরিণতি-প্রাপ্ত অনন্ত গুণের—অপার সমুদ্র! সুতরাং—গুণনিধি!!

তাই আমার জগন্মঙ্গল-গুণ-ধাম—গৌর হরি;—শিক্ষা, সভ্যতা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম জ্ঞান ভক্ত্যাদির প্রচারের ও বিচারের প্রধান কেন্দ্র স্থান—এবং যশ, গৌরব, ধন জ্ঞানাদিতে-বিমুগ্ধ—কঠিন-চিত্ত-বদ্ধ-মানব-মণ্ডলীর সংসার রঙ্গ ক্ষেত্র—অথচ পুণ্য-সলিলা-ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী—অভিন্ন-বৃন্দাবন শ্রীনবদ্বীপ নগরে বিহার করিয়া, জগদুদ্ধার করিতেছেন!

"অব্যর্থ-শক্তি সম্পন্ন-শ্রীহরির নামই, কলির জীবোদ্ধারের একমাত্র উপায়" একথা পরম সত্য বটে,—কিন্তু যে ১০টী, নামাপরাধ আছে। যথা—(১) শিব সত্ত্বাকে শ্রীবিষ্ণু-ভগবানের গুণাবতার ভাবনা না করিয়া স্বতন্ত্র বুদ্ধি করিয়া—শিবের ও বিষ্ণুর গুণ-নামাদিতে ভেদজ্ঞান; (২) গুরুদেবে অবজ্ঞা, (গুরুতে

---

* সব কলেবর—ইতি পদ কল্পতরু।

সঙ্গে পারিষদ, ফিরে নিরন্তর, হরি হরি বোল বলে,
সবার কন্ধেতে ভুজ যুগ দিয়া, হেলিতে ছুলিতে চলে।

মনুষ্য বুদ্ধিই এই অবজ্ঞার প্রথম সোপান ; (৩) বেদাদিশাস্ত্রনিন্দা ; (৪) নামে অর্থবাদ ও কুব্যাখ্যা ; (৫)নামের বলে পাপধ্বংশ করিব—মনে করিয়া পাপাচারে প্রবৃত্তি ; (৬) যজ্ঞ দানাদি অপর যে কোনও শুভানুষ্ঠানের সহিত নামকে সমান মনে করা ; (৭) শ্রদ্ধাহীন বিমুখ-জনকে নামোপদেশ প্রদান ; (৮) নাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস ; (৯) সাধুজনের নিন্দা ; যেহেতুক ইহারা নামের খ্যাতি প্রতিষ্ঠাপক) (১০) আমি বহুতর নাম-কীর্ত্তক নাম আমার জিহ্বার আয়ত্ব, আমার ন্যায় নাম কীর্ত্তন-পরায়ণ কে আছে ? এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ; এগুলি সংঘটিত হইলে—কুজ ঝটিকাচ্ছন্ন-স্থানে সূর্য্য কিরণের ন্যায়—নামের-শক্তি সহসা প্রকটিত হয় না। তন্নিমিত্ত, রবি-কিরণের সহিত বায়ুর সংমিলন ঘটিলে—যেমন কুজঝটিকা কাটিয়া—সঙ্গে সঙ্গেই রৌদ্রের তেজ কার্য্যকারী হয়—সেইরূপে আমার গৌরহরি নামের সহিত প্রেমের সংমিশ্রণ পূর্ব্বক—নামপরাধের ভীম-বাধা বিদূরণ করিয়া করিয়া জগতে নাম দান করিতেছেন !! সুতরাং জীবগণ যুগপৎ নাম ও নামের চরম ফল-প্রেম পাইয়া ধন্য হইতেছে। প্রেমের সাধনরূপে, নামের—শক্তি ও ক্রিয়া প্রকাশের আর প্রয়োজন হইতেছে না !! দেখ ভাই ! দয়ার অবধি ও গুণ-নিধি নামের সার্থকতা ইহার অধিক আর কি হইতে পারে !!

ঐদেখ—আমার গোরাচাঁদ, প্রেমভরে এমনি অবশ যে—ভক্তের স্কন্ধে হস্তা-র্পণ করিয়াও চলিতে পারিতেছেন না ! তথাপি কাঁদিয়া কাঁদিয়া—"হরিবল বলিতে —নাম প্রেম বিলাইতেছেন ! নয়ন-যুগল প্রেমে ছল ছল করিতেছে ! আর তাহা হইতে এক একটি নদীর ন্যায় অবিশ্রান্ত-প্রবাহে—কত অশ্রুধারা-বহিতেছে !! শ্রীঅঙ্গখানি প্রেম-পুলকে পূর্ণিত ! অক্ষয় অগাধ-অনন্ত-প্রেমের—ভাণ্ডার স্বরূপ সে দেহের ভার ধারণে, ধরণীর শক্তি হইতেছে না, পুলক-কম্পনের সহিত যেন পৃথিবীও কাঁপিতেছে !! এদিকে—সর্ব্বদাই পার্ষদগণ সঙ্গে রহিয়াছেন এবং ভাব

"ভুবন ভরিয়া, প্রেম উভারল" * "পতিত পাবন নাম"
শুনিয়া ভরসা, পরমানন্দের মনেতে নালয় আন।

(২) শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য,—শ্রীরাগ।

আরেভাই! নিতাই আমার দয়ার-অবধি!
জীবেরে করুণাকরি, দেশে দেশে ফিরি ফিরি, প্রেম-ধন যাচে নিরবধি।

বুঝিয়া তাঁহারাও 'হরিবল হরিবল বলিয়া উচ্চধ্বনি করিতেছেন, আমার প্রভু তাহাতে উল্লাসিত হইয়া—যেন হরিনামের সুধারসে সাঁতার দিতে দিতে সখার (শ্রীনিত্যানন্দের?) স্কন্ধে করার্পণ পূর্ব্বক হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছেন।

গীতকর্ত্তা পরমানন্দ দাস (ইনি কবিকর্ণপুর নহে) কহিতেছেন—এইরূপে আমার প্রভু সকল ভুবন প্রেমেভরিয়াও ভাণ্ডার প্রেম-পূর্ণ অর্থাৎ উদ্বৃত্ত রাখিয়াছেন! (উভারল অর্থ অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত) ইহা—এবং তাঁহার "পতিতপাবন" নাম শুনিয়া অস্মাদৃশ অধমের হৃদয়েও ভরসা হইতেছে! আর অন্যথা তর্ক মনে আসিতেছে না!

(২) পূর্ণ-তম-ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অভিন্ন-বিগ্রহ—শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র গৌর-ভগবানের 'ইচ্ছা' প্রকৃষ্টরূপে ফলে পরিণতকারী-ক্রিয়া-শক্তির, কেন্দ্র স্বরূপ। ইচ্ছাও ক্রিয়ার সম্মিলন ব্যতীত—ফলোৎপত্তি হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের ভুবন-মঙ্গল-বিগ্রহ—দর্শনে—স্পর্শনে— তৎপরিমলাঘ্রাণে—অভিবন্দনে— শ্রীপাদ-রাজোভিষেকে—দৃষ্টি-সুধা-লাভে—বচনামৃত-পানে—সংকীর্ত্তনের মঙ্গল

পাঠান্তর—* বিথারল, ইতি পদকল্পতরু।

অদ্বৈতের সঙ্গে রঙ্গ, ধরণে না যায় অঙ্গ, গোরা-প্রেমে-গড়া-তনুখানি,
ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলে, বাহুতুলি হরিবলে, দুনয়নে বহে নিতাইর* পানি!
কপালে তিলক শোভে, কুটিল-কুন্তল-লোলে † গুঞ্জার—আটুনি চূড়া তায়,
কেশরী জিনিয়া কটি, কটিতটে নীল-ধটি, বাজনূপুর রাঙ্গাপায়

ধ্বনিতে ও তাঁহার স্মরণে, অর্চ্চনে—প্রসাদ ও নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণে—সহস্র সহস্র ভাগ্যবান্-জীব, সাধন-সুদুর্লভ-প্রেম পাইয়া কৃতার্থ হইলেও—বহুতর স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ এবং জড় অন্ধ অতুর—এবং বহুতর উদ্ধত-অহঙ্কৃত-পাষণ্ড ও কুসংস্কারান্ধ-শাস্ত্রজড়বুদ্ধি—কলি-কলুষিত-দুর্ভাগ্য-জীব, বঞ্চিত থাকিয়া যাইতেছে দেখিয়া, আমার করুণার্দ্র হৃদয় নিতাইচাঁদ তাহাদের উদ্ধারার্থ স্বয়ং, দেশে দেশে ঘরে ঘরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রেম বিতরণ করিতেছেন! আর কখনও কোন যুগে এমন করুণা-বিলাস দেখা যায় নাই এবং আর কখনও এমন হওয়ারও সম্ভব নহে, অতএব আমার নিতাইচাঁদ "দয়ার অবধি"।

ব্রজলীলায় যেমন শ্রীললিতাজী,—শ্রীবিশাখাদেবীর সহিত, পরিহাস ভঙ্গীময় প্রেম-বাণী ও রসার্দ্র সকৌতুক নানা ব্যবহার দ্বারা, শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের আনন্দ বৰ্দ্ধন করেন, তেমনি আমার নিতাইচাঁদ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সহিত, রঙ্গময়-বাক্-ব্যবহারে শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের আনন্দ বৰ্দ্ধন করিতেছেন! এবং তাহা করিতে করিতে গৌরপ্রীতি রসের আতিশয্যে শ্রীঅঙ্গ ধারণে অসমর্থ হইয়া উঠিতেছেন!! আহা! আমার নিতাইর তনুখানি কেবল গৌর-প্রেমে গঠিত!

ঐ দেখ—গৌর-প্রেমাবেশে ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলিতেছেন আর বাহু তুলিয়া "হরিবোল!" বলিতেছেন আর নয়ন দিয়া অবিশ্রান্ত প্রেমাশ্রু পতিত হইতেছে। এই রূপে আমার নিতাইচাঁদ শ্রীগৌরহরির আচরিত রীতিতে প্রেমের সহিত মিশাইয়া 'নামধন' বিলাইছেন!!

পদকল্পতরুর পাঠান্তর—* কত। † শোভে।

ভুবন মোহন বেশ! মজাইল* সব দেশ!! রসাবেশে অট্ট অট্ট হাস!
প্রভু মোর নিত্যানন্দ—কেবল আনন্দ কন্দ, গুণ গায় বৃন্দাবন দাস।

আমার নিতাইচাদ ব্রজলীলার আবেশে, 'বলরাম' ভাবের স্ফূর্ত্তিতে আজ গোপ বালকের বেশে সাজিয়াছেন! কপালে তিলক; মস্তকে কুটিল কেশ কলাপ বিলোলিত! গুঞ্জামালার দ্বারা আঁটিয়া চূড়াটি রচনা করিয়াছেন, কেশরী-বিনিন্দিত-কটির-তটদেশে নীল বর্ণের ধড়া বিরাজিত! রাতুল চরণে নূপুর নিনাদিত হইতেছে!! কি আশ্চর্য্য! বেশ অতি সাধারণ, কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য মাধুরী এমনই অসাধারণ যে—তাহাতে যাবতীয় ভুবন বিমোহিত হইয়া যাইতেছে!! এবং সমুদয় দেশের যোগ্যাযোগ্য জীবমণ্ডলী উহাতে মজিয়া আকৃষ্ট হইতেছে!! প্রেমের স্বভাবে যাহা কৃত হয়, তাহা কখনও অভিপ্রেত বা আচরিত উদ্দেশ্য সাধনের বাধক হয় না। সুতরাং এই সকল বাল্য চাঞ্চল্যময় লীলা দ্বারা নাম-প্রেম-প্রচারের বাধামাত্রও ঘটিতেছে না, বরং সুবিধা ঘটিতেছে। তাহাতেই বুঝি—আমার রসময় প্রভু, রসাবেশে অট্ট অট্ট হাসিতেছেন? গীতকর্ত্তা উল্লসিত হইয়া কহিতেছেন—আমার প্রভু পরমানন্দের কন্দ স্বরূপ (অর্থাৎ আস্বাদ্য মূল) তাই—আমার শ্রীনিত্যানন্দের বিহার এমনই মধুর, এমনই জগন্মঙ্গলময়!!

---

* পদকল্পতরুর পাঠ—মাতাইল। ইহা ব্যতীত "মরিয়াই আমার নিতাই" ইত্যাদ্য গীতটির ভণিতাও ঐ গ্রন্থে এ গীতে গৃহিত হইয়াছে! গৌরপদ তরঙ্গিণীতে ৫ম, ৬ষ্ঠ ছত্র দুইটিই নাই!!

(৩) শ্রীকৃষ্ণ আহ,—গান্ধার।

আধ-বদন হেরি লোচন-আধ
দেখব কিয়ে অরু* পুন ভেল সাধ,
সগরিহ † দিঠি-ভরি পেখলু ভেলা
মেঘ-বিজুরী যৈছে উগী লুকি গেলা!
যাইতে পেখলু—নাগরী-নারী—
হৃদয় বুঝাওলি—পালটি নেহারি,
মন্থর গমনে, বুঝাওলি অনুরাগ
তিল-এক দেখলু, অবহুমনেজাগ!
রূপে ভুলল আঁখি-লগেলই গেল
তবধরি জগভরি ফুল শর ‡ ভেল!

---

(৩) শ্রীরাধার অতুলনীয় মাধুর্য্য এবং বৃন্দাবনের-নবীন-মদন শ্রীনাগর শুরুর অপার অনুরাগ—এতদুভয়ের নিত্যবর্দ্ধন-শীলতা এবং নবনব বিকাশ, শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমলীলার অপ্রাকৃতত্বের অভ্রান্ত নিদর্শন। আজ শ্রীরাধা, গুরুজনের সঙ্গে যমুনা হইতে গৃহাগমন সময়ে সঙ্কোচ, সাবধানতা ও দুর্ব্বার-কৃষ্ণ-দর্শন-লালসার সংমিশ্রণে, তাঁহার শরীরে এক অভূত-পূর্ব্ব মাধুরীর বিকাশ হয়। সে নব-বিকশিত মাধুরী দর্শনে বিমোহিত শ্রীনাগরেন্দ্র আপন ভবনে বসিয়া বলিতেছেন—

রমণী-মণির বস্ত্রাবৃত আধ-বদনের এবং আধ-লোচনের মাধুরী হেরিয়া আরোও দর্শনের সাধ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু হায়! নয়ন ভরিয়া দর্শন হওয়া মাত্র মেঘমালাতে সমুদিত বিজুরীর অদর্শনের ন্যায় বিনোদিনী দেখিতে দেখিতে লুকাইয়া গেল!! (চলিয়া গেল)

কিন্তু যাইতে যাইতে আমার প্রতি সাকাঙ্ক্ষ দৃষ্টি দ্বারা—রসলালসা অভিব্যক্ত এবং মন্থর গমনের দ্বারা অনুরাগ প্রকাশ করিয়া গেল! হায়! সেই এক তিল নিরীক্ষণের মাধুরী এখনও আমার মনে জাগিতেছে!!

দেখব-কিয়ে—দেখিবার নিমিত্ত। অরু—আরোও।

সগরিহ—ভাল করিয়া। পূর্ণ দৃষ্টিতে।

উগী,—উদিত হইয়া—

পাঠান্তর * দেখব আর কিয়ে। † সগিরিয়। ‡ জগ ফুল শরময়। সকল হস্ত লিখিত পুঁথিতেই গীতটি এই রূপ অসম্পূর্ণ!!

(৪) সুহই রাধা-সখী,—কৃষ্ণমাহ।

তুয়া অপরূপ রূপ, হেরি দূর-সঞে, লোচন, মন, দুহু ধাব,
পরশকো-লাগি, আগি জ্বলু অন্তর, জীবন রহত কি যাব!
মাধব! তোহে কি কহব করি ভঙ্গী?
প্রেম-অগেয়ান-দহনে, ধনী পৈঠলি। যনু তনু দহত পতঙ্গী। ধ্রু।
কহত সম্বাদ, কহই নাহি জানই, কাহে বিসআশব বালা,
অনুখন ধরণী-শয়নে, কত মিটব, সুতনু অতনু-শর-জ্বালা?

সে অনুপম-সৌন্দর্য্যচ্ছটা আমার নয়ন দুটিকে ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া গিয়াছে এখন আমি আর কিছুই দেখিতেছি না, তদবধি আমার চক্ষে সমস্ত জগৎ কেবল ফুল শর ময় হইয়া উঠিয়াছে!!!

(৪) এ গীতে রসরাজ রসময়ীর এক প্রাণতা পরিস্ফুট। পূর্ব্ব গীতোক্ত অতৃপ্ত দর্শনে শ্রীরাধারও সমান প্রেম-যাতনা উপজাত হইয়াছে! কোনও সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সে সংবাদ কহিতেছেন যথা—দূর হইতে তোমার অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া রাধার নয়ন ও মন ধাবিত হয় কিন্তু সাধ অপরিতৃপ্ত থাকিয়া যাওয়াতে অধুনা তোমার অঙ্গ সঙ্গার্থ তাহার হৃদয়ে এমনই প্রবল উদ্বেগানল জ্বলিতেছে যে, প্রাণ থাকে কি যায় সন্দেহ!!

মাধব! বাগভঙ্গী দ্বারা এ ভীষণ অবস্থা বুঝাইবার নহে, বিশেষতঃ তোমার ন্যায় প্রেমিক শিরোমণিকে বুঝানের চেষ্টা বাহুল্য মাত্র। পাবকাকৃষ্ট-পতঙ্গীর আগুনে তনু বিসর্জ্জনের ন্যায়—সে ধনী অজ্ঞান-প্রেমের-প্রবল-অনলে দগ্ধ হইতেছে! তোমাকে সংবাদ দিয়া কথঞ্চিৎ সাময়িক-সান্ত্বনা অনুভবের সম্ভাবনাও—সে কুলবালার নাই! কাহার কাছে মরমের কথা বলিবে? কাহাকে বিশ্বাস করিবে? কাজেই অবিরত কেবল ভূ-লুণ্ঠিত হইতেছে!! কিন্তু তাহাতে সুন্দরীর যে সুতীব্র শরজ্বালা, মিটিবে কেন! যাতনা যেমন

কালিন্দী কুল, কদম্বকো-কানন, নামে—নয়ন ভরু বারি,
গোবিন্দ দাস কহত অব মাধব! কৈছে জীয়ব বরনারী ?

(৫) সুহই।

এ হরি! এ হরি! কর অবধান,
দরশন দান দিয়া রাখহ পরাণ!
খনে খনে বর-তনু ঝামর ভেল!
সরস-বিলাস-হাস, দূরে গেল!!
চমকি চমকি রহে, লোচনে লোর,
অধর-শুকাওল, না নিকসে বোল!
দূরে গেল বসন, দূরে গেল লাজ!
তোহারি লেহেরে—ভেল এতেক অকাজ।
উঠই ধরণী ধরি—তেজই নিশ্বাস,
জীবন আছয়ে—তুয়া প্রতি আশ!!

ছিল তেমনই আছে! কোনও প্রসঙ্গে 'কালিন্দীরতীর' 'কদম্ব কানন' এসকল নাম শুনিলেই তাঁহার নয়ন, অশ্রুপূর্ণ হইতেছে!! পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস সখীর ভাবাবেশে কহিতেছেন, মাধব! এখন রমণী বরিয়সীর প্রাণটি কিরূপে বাঁচে তাহার উপায় বিধান কর।

(৫) নাগরের মৌনভাব দর্শনে সখী আরোও কহিতে আরম্ভ করিলেন—"হরি! লজ্জা ধৈর্য্যাদির সহিত রাধার নয়ন মন হরণ করিয়া তুমি, যে দুর্ব্বিসহ যাতনা দিতেছ—দর্শন-দান দ্বারা সে যাতনা হরণে কি তোমার তিলাদ্ধ-ব্যাজ উচিত হয়? এইরূপ সিদ্ধান্ত বাঞ্জক সম্বোধন দ্বারা, পুনরায় সখী কহিতে-ছেন—'হরি! ও হরি! আমার কথা অবধান কর, এখন অন্যমনস্কতার সময় নয়! দর্শন দিয়া—আগে রাধার প্রাণটি রক্ষা কর (ভাগ্যবতী নায়িকাগণের কথা, ভাবিবার সময়, তাহার পরে যথেষ্ট পাইতে পারিবা) হায়! বলিতে বুক ফাটে সে ধনীর বরতনু খানি প্রতি মুহূর্ত্তে—অধিক হইতে অধিকতর শীর্ণ ও বিবর্ণ হইতেছে!! সরস-হাস-বাঙ্গণী—সুধামধীর বদন-শশধর, হাস্য-কৌমুদী-বর্জ্জিত!

(৬) পঠমঞ্জরী।

রাইর বিপতি শুনি, বিদগধ-শিরোমণি, পুছই গদগদ-ভাষা,
নিজ মন্দির তেজি, চলু বর-নাগর—পুন পুন পরশই নাশা।
বিছুরল, চরণ রণিত-মণি-মঞ্জীর, বিছুরল মুরলীকে রন্ধ্রে!
বিছুরল বেশ, ভূষণ ভেল বিগলিত, বিগলিত শিখিপুচ্ছ চন্দ্রে!!
মলয়জ পরিমলে দশদিশ আমোদিত, যামিনী বহে অতি পুঞ্জে।
লালস দরশ—পরশে, দুহু আকুল, চিরদিন মিলল কুঞ্জে।

নয়ন হইতে দরদর ধারে অশ্রুপাত হইতেছে! মধুর বিম্বাধর শুকাইয়া গিয়াছে কথা বাহির হইতেছে না!!

সুগজ্জা-শীলার লজ্জা দূর হইয়াছে! অঙ্গের বসন খসিয়া পড়িতেছে!! হায়! তোমার স্নেহের পরিণাম ফলে এই সকল অকার্য্য ঘটিতেছে।

হায় হায়! এইরূপ অনায়ত্ত অবস্থাতেও ত্বদ্‌গত-প্রাণা অনুরাগিনী রাধা ভূমিতে ভর দিয়া মাঝে মাঝে উত্থানের চেষ্টা করিতেছে! করিয়া, যেই দেখিতেছে "কুঞ্জ কৃষ্ণ-শূন্য" অমনি নিরাশার তপ্ত-নিশ্বাসে সখীগণকে আকুল করিতেছে!! এইরূপ অসহনীয় কষ্টের মধ্যে—কেবল তোমার প্রত্যাশায় এখনও প্রাণটি আছে, কিন্তু কতক্ষণ থাকিবে জানিনা!!

(৬) প্রাণেশ্বরী রাধার এইরূপ বিপত্তির কথা শুনিয়া বিদগ্ধ-শিরোমণি, গদগদ-কণ্ঠে কহিতে কহিতে এবং পুনঃ পুনঃ অঙ্গুলে নাসাগ্রহস্পর্শ পূর্ব্বক—বৃথা বিলম্বসংঘটনাপরাধে আপনাকে বহু অপরাধী মানিতে মানিতে তৎক্ষণাৎ মন্দির হইতে বাহির হইলেন। শ্রীচরণের মণি-নূপুরে মধুর-ধ্বনি বিকীর্ণ করিয়া নৃত্যভঙ্গীতে গমন ও মধুর মুরলীর রন্ধ্রে—সুমধুর কল-গীতি তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ-আচরিত—কিন্তু তাহাও বিস্মৃত হইয়া আজ মহোৎকণ্ঠায় নিকুঞ্জে চলিলেন। বেশের গ্রন্থিও ভ্রূক্ষেপ নাই! দ্রুততা, ব্যস্ততা এবং অনবধানতা হেতু—চূড়ার ময়ুর পুচ্ছ এবং অঙ্গদ কুণ্ডলাদি ভূষণ সমূহ, বিগলিত, হইতে লাগিল। অঙ্গ চন্দনের সৌরভে দশদিগ আমোদিত হইয়া উঠিল।

দুহু মুখ হেরই, অথির ভেল দুহু, পরশিতে ভুজে ভুজ কাঁপ,
নরহরি হৃদি-মাঝে, অপরূপ জাগল, জলধর বিধুবর ঝাঁপ।

(৭) বিহাগড়া।

গৌরদেহ—সুচারু-সুবদনী *, শ্যামসুন্দর নাহরে,
(যনু) জলদ উপর, তড়িত সঞ্চরু, স্বরূপ ঐছন আহরে।

যামিনী অতীব সৌরভিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে (অতি পুঞ্জে) মলয়জ পরিমল বহন করিতে লাগিল।

তৎপর—দর্শন স্পর্শনের লালসাকুলিত কিশোর-কিশোরী—যেন কত সুদীর্ঘ সময়ের পর—আজ কুঞ্জে সম্মিলিত হইলেন। পরস্পরের বদন-বিলোকনে উভয়েই স্থৈর্য্য হারা হইয়া পড়িলেন, পরস্পরের করস্পর্শে উভয়েরই প্রেম-কম্প উপস্থিত হইল।

এই গীতটি সঙ্গিনীর ভাবাবিষ্ট-গীতকর্ত্তা নরহরি (সম্ভবতঃ সরকার ঠাকুরের অপরা সখীর প্রতি উক্তি। নাগরীর আগ্রহ দৃষ্টে তিনি উপসংহারে কহিতেছেন—আহা! কি অপরূপ কেলি! কি অপূর্ব্ব শোভা! লীলাটি দর্শনে মনে হইতেছে, যেন জলধরের উপরে শশধর ঝাঁপ দিতেছে;

(৭) আহা! সুচারু-সুবদনী-রাধা-গৌরাঙ্গিনী, এক্ষণে স্বীয় কান্ত শ্যাম-সুন্দরকে ভুজ-বন্ধনে ধারণ করায় বোধ হইতেছে যেন জলধরের উপরে তাড়িতের সঞ্চার হইয়াছে! (স্বরূপ ঐছন আহ—স্বরূপেই ইহা বলিয়া দিতেছে) ধনী-মণির পৃষ্ঠদেশে-বিলোলিত শ্যাম-বেণীটি দেখিয়া ভ্রম হইতেছে—উহা যেন বেণী নহে, যেন একখানি স্বর্গীয়-স্বর্ণ ফলক (অজর-হাটক শব্দের অর্থ—নাই জরা যেখানে, সেই স্থানের স্বর্ণ কিম্বা চিরস্থায়ী স্বর্ণ) করে লইয়া কন্দর্প, তাহাতে আপনার পরাজয়-পত্রিকা লিখিয়া দিতেছে। (করগাহি—করে গ্রহণ করিয়া, হাটক—স্বর্ণ, পাটক—পট্টক অর্থাৎ পাট্টা)

---

* পদকল্পতরুরপাঠ—'সুধারস খনি' পদসমুদ্রের পাঠ—"সুধারস সুবদনী'।

পীঠ পরঘন—শ্যামরু-বেণী নিরখি—ঐছন ভাণরে,
(যনু) অজর হাঠক-পাটক † করগহি, লিখন লিখে।—পাঁচবাণ রে!
ক্ষণ না থির রহু—সঘন সঙ্করু—মাণিক-মেখলন-রাবরে,
(যনু) মরন-রায় দোহাই কহি কহি, জঘন যশগুণ ‡ গাবরে।
রজনী বরুণা অবসান মানই রভস নাহি অবসান রে,
রসিক ব্রজপতি—রমণী রাধা—সিংহ ভূপতি ভাণরে!

(৮) শ্রীরাগ।

আজু রসে বাদর নিশি—!
ভাবে নিমগণ ভেল * বৃন্দাবন বাসী,
প্রেমে † পিছল পথ, গমন ভেলবঙ্ক।
মৃগমদ চন্দন—কুঙ্কুমে ভেল ‡ পঙ্ক,

ক্ষণ-নাত্রের নিমিত্তর বিলাসিনীর মাণিক্য মেখলার মঙ্গল-ধ্বনির বিরাম নাই! যেন পরাজিত-মদন-রাজ শরণাগত হইয়া,—"দোহাই" ঘোষণা করিতে করিতে স্তাবকের ভাবায় ধনী শিরোমণির জঘনের গুণ গান করিতেছে!!

দেখ- রজনী বরং অবসান স্বীকার করিতেছে, অর্থাৎ প্রভাত সমাগত প্রায়, তথাপি সুরঙ্গিনীর সমৃদ্ধিমান্ কোন-বিলাসের অবসান নাই।

গীতকর্ত্তা, লতা-বাতায়নে লগ্ন নয়না-সখীর ভাবে, আনন্দ-গৌরবে বলিতেছেন ব্রজপতি (কৃষ্ণ) যেমন রসিক-শেখর, আমাদের রসবতী-রাধা তেমনি রমণী-মণি!! (সিংহ ভূপতি—বোধ হয় রাজা শিব সিংহ)।

(৮) অপরা-কোনও সখী, কহিতেছেন—আজিকার নিশিতে আনন্দ-রসের বাদর হইয়া গেল! বৃন্দাবনে রাত্রি-যাপন আজ পূর্ণরূপে সফল হইল। দেখ, শুধু আমরা নহে, বৃন্দাবনবাসী—শুক, ময়ূর, বানরাদি—সকলেই আজ ভাব-রসে নিমগ্ন!

পদকল্পতরু ও পদসমুদ্রে পাঠান্তর—† "পাতি" ‡ রস ¶ 'রয়নি অরু" তদ্ভিন্ন পাদকল্পতরুতে ভুল-পাঠও বিস্তর আছে যথা—অঙ্গার হাটক, খলন থির রহু, নয়ন রায়, রসিক যদুপতি ইত্যাদি।

শ্যাম-ঘন বরি খয়ে প্রেম-শুধা § ধার,
কোরে রঙ্গিনী রাধাবিজুরী সঞ্চার। | দিগ বিদিগ নাহি প্রেমের পাথার,
ডুবিল অনন্ত দাসস না জানে সাঁতার।

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভাগে চতুর্দ্দশ ক্ষণদা।

প্রেম-বর্ষণের আতিশয্যে-লীলা-পথ-পিচ্ছল হইলেই নব-যুবদ্বন্দ্বের লীলায় বঙ্ক-গতি অর্থাৎ বীপরীত গতি ঘটে, তাহাতেই আজ আমাদের, এই প্রাণানন্দ-কর বিলাস-বিবর্ত্ত প্রাণ-ভরিয়া দর্শনের সাধ পূর্ণ হইল!

সখি! দেখ, দেখ, উভয়ের শ্রীঅঙ্গ-ধৃত—কুঙ্কুম, চন্দন ও কস্তুরী, শ্রমজলে সংপ্লুত হইয়া এক অতুলনীয় সুগন্ধ-স্রাবী-পঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে! বারি-বর্ষণে ভূমিতলে কর্দ্দম জন্মে, আজ আমাদের শ্যাম জলধর রঙ্গিনী রাধা বিদ্যুল্লতাকে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রেমসুধা-বর্ষণ করায়—এই অপূর্ব্ব-পঙ্ক উদ্ভূত হইয়াছে!!

জগতে বন্যার-স্রোত কেবল মাত্র বিশেষ কোনও এক দিক্ হইতে অন্য কোনও দিকে চলিয়া থাকে, কিন্তু আমাদের রাধাশ্যামের প্রেম-বন্যার স্রোত প্রান্তর-পরিব্যাপী (পাথার অর্থ প্রান্তর) ইহার দিগ্‌বিদিগ নাই। যেমন নিম্ন স্রোত তেমনি উজান প্রবাহ!! কখনও বামা-গতি কখনও দক্ষিণ গতি!!

সখীর ভাবাক্রান্ত পদকর্ত্তা অনন্ত দাস কহিতেছেন। এ সাগরে সাঁতার দিতে আমার আর সাধ্য নাই! সখি—আমি ডুবিলাম!! (ভাবার্থ এই যে আনন্দে আমার ইন্দ্রিয়-কৃর্তী লোপ হইল)

পদ কল্পতরুতে এ গীতিটি 'নরোত্তম দাস' ভণিতা যুক্ত ও আমাদের ২য় ও ৩য় ছত্রের স্থানে ৪র্থ ও ৫ম ছত্রদ্বয় সন্নিবিষ্ট এবং নিম্নলিখিতানুরূপ পাঠান্তর বিশিষ্ট যথা—* প্রেমে ভাসল সব। † ভাবে। ‡ পরিমল। § রস।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ পঞ্চদশ ক্ষণদা,—কৃষ্ণা অমাবস্যা।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য,—দাক্ষিণাত্য শ্রী।

চম্পক, শোণ-কুসুম, কনকাচল, জিতল-গৌর-তনু লাবণী রে,
উন্নত গীম, সীম নাহি অনুভব, জগ-মন-মোহন-ভাঙনি রে!
জয় শচীনন্দন, ত্রিভুবন বন্দন, কলিযুগ কাল ভুজগ ভয় খণ্ডন রে॥ ধ্রু॥

---

(১) চম্পকের ফুল, শোণ-কুসুম এবং স্বর্ণময়-সুমেরু-মহীধর, ইহারা, মনোহর-গৌরকান্তির চূড়ান্ত উপমারূপে চিরদিন সমাদৃত ছিল কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের অপূর্ব্ব লাবণ্যময় গৌরকান্তির নিকটে এই সমস্তই ধিক্কৃত ও অনাদৃত হইয়া গিয়াছে!! সুতরাং শ্রীগৌরহরির বর্ণ-সৌন্দর্য্য বর্ণনা দ্বারা বুঝান অসম্ভব; আর তাঁহার উন্নত গ্রীবার সৌন্দর্য্য-মর্য্যাদা (গীম—গ্রীবা, সীমা—মর্য্যাদা) বর্ণন দূরে থাকুক সে মাধুরী অনুভবেরও অতীত! তাঁহার ভ্রূ যুগল, সকল জগতের মনোমোহন! বনের পশু হইতে কোলের শিশু পর্য্যন্ত—যাবতীয় জীব সে ভুরুর ভঙ্গীতে মোহিত হয়!! সর্ব্ব লোকাতীত অপরূপ গৌররূপের—সৌন্দর্য্য বর্ণনের ভাগ্য জীবের নাই—কারণ ভাষা নাই, উপমা নাই!!!

এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে অভিভূত গীতকর্ত্তা, রূপ বর্ণনের প্রয়াস, পরিত্যাগ পূর্ব্বক, প্রভুর মহিমায় মন লাগাইলেন। ওমা! মহিমার মহাসমুদ্র যে আরোও বিস্মাপক!—অনন্ত, অগাধ এবং অসংখ্য ভাব-তরঙ্গে সদা তরঙ্গিত!!

বিপুল পুলক কুল-আকুল কলেবর, গর গর অন্তর প্রেমভরে
লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষনি, কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে!
নিজ রসে নাচত নয়ন ঢুলাওত গাওত কত কত ভকত মেলি,
যো রসে ভাসি, অবশ মহীমণ্ডল গোবিন্দ দাস তঁহি পরশ না ভেলি!!

কেবল—দুর্ব্বার কলির পরাক্রম পীড়িত জীবগণের গতি বিধান পদ্ধতির কথাটি (পরের গীতের আস্বাদনা দেখ) ভাবিয়াই গীতকর্ত্তা অবাক হইয়া গেলেন!! তাঁহার মনে হইতে লাগিল কেবল এই লীলাটির গুণ-গানই যে, দেখিতেছি মানবীয় শক্তির অসাধ্য কার্য্য!

অতএব বিহ্বল হইয়া বুঝি সে সাধও পরিত্যাগ করিলেন। করিয়া—আনন্দাবেগে গাহিতেছেন—'কলিযুগ-রূপ-কাল-ভুজঙ্গমের দর্প ও দংশন-বিষ খণ্ডনকারী ত্রিভুবন-বন্দনীয় শ্রীশচীনন্দনের জয় হউক!!

সুরসিক-ভক্ত গীত-রচয়িতা—এক্ষণে ভাব-নিধির ভাব-মাধুর্য্যে ডুবিয়াছেন এবং প্রভুর—ক্রমোদিত-ভাব-তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে—মন মানকে নাচাইতে ও চালাইতে লাগিয়াছেন। এ গীতের ৪র্থ ছত্রটি ভাবের প্রথম তরঙ্গ; শ্রীরাধাভাবে প্রভুর—অভিসারানন্দের অনুভূতি ও বিকার (গর গর অন্তর ইত্যাদি) পঞ্চম ছত্রটি দ্বিতীয় তরঙ্গ—কান্ত সম্মিলনানন্দের অনুভব এবং তৎফল, (লহু লহু হাসনি ইত্যাদি) ৬ষ্ঠ ছত্রটি বিলাস রসের বিনোদনা—তজ্জনিত চাঞ্চল্যানুভব এবং তৎফল; (নৃত্য এবং নয়ন ঢুলাওনাদি) পার্শ্বদ পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ, পরম আবেশে প্রভুর এই সকল ভাব-বিলাস আস্বাদন করিতে করিতে মানস-নয়নে শ্রীনবদ্বীপ-বিহারীর, নৃত্য-বিলাস ও ভক্তগণের মধুর-গীতি দর্শনে সাধক ভক্তোচিত দৈন্যোৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া আক্ষেপ করিতেছেন—হায়! যে অমিয়া-রসে ভাসিয়া আজ পৃথিবী শুদ্ধ অবশ! আমি সে রসের স্পর্শও পাইলাম না!

(২) শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য—গান্ধার ।

নিতাই সুন্দর, অবনী-উজোর, চরণে নূপুর বাজে,
গৌর-অঙ্গ হেরি, পূরব স্মউরি, যেন বৃন্দাবন মাঝে !

(২) অসাধারণ সৌন্দর্য্য, অলৌকিক মহিমা, অপার করুণা এবং পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত প্রেম, এই চারিটি পরমবস্তুর মধ্যে যে কোনও একটীর প্রভাবেই জগতে যুগান্তর ঘটিয়া যায়। এ চতুষ্টয়ের সম্মিলনের ফলরূপ অপূর্ব্বামৃত রসে,—সমস্ত জগৎ উদ্ধার হইবে—পরম পুরুষার্থ (কৃষ্ণপ্রেম) লাভে ধন্য হইবে—তাহাতে আর বিস্ময় কি ? আমার শ্রীগৌরহরি ও শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের যাবতীয় লীলা-বিলাসের উপাদান, ঐ চারিটি বস্তু ; অতএব তাঁহাদের শ্রীচরণাশ্রয়ে মহাপাপী, চির-দুরাচারী, পতিত, পামর—সকলেই নাচিয়া গাহিয়া—সকল সাধনের চরম-ফল লাভ করিতেছে। ভক্তবৃন্দ ! আসুন, আমরা এ গীতের আলোচনার সুযোগে—শ্রীনিতাইচাঁদের কিঞ্চিৎ গুণগান করিয়া পবিত্র হই ।

দেখ—আমার নিতাই সুন্দরের রূপে—যাবতীয় ভুবন ঝলসিত ! ! কান্তিতে—বাহ্য-জগৎ সমুজ্জ্বল এবং প্রভাবে—অন্তর্জ্জগতের পাপতমো বিনষ্ট হইয়া, জগতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রকৃত আদর্শ প্রকাশিত হইতেছে ।

আমার নিত্যানন্দ-চন্দ্র—ব্রজলীলার দাদা হলধর। সুতরাং তদ্‌ভাবাবিষ্ট হইয়া রাতুল-চরণে নূপুর পরিধান করিয়াছেন, আর তাহার মধুর-ধ্বনিতে যাবতীয় নরনারী—এক অনাস্বাদিত অপূর্ব্বভাবে—আমোদিত এবং আকর্ষিত হইতেছে।

গৌর-মনোহরের শ্রীঅঙ্গ নিরীক্ষণ করিলেই—আমার নিতাইচাঁদের ভাই, কানাইকে মনে পড়ে ! না হবে কেন ? সেই ভুবন-ভুলান-মুখ, সেই—মনো-প্রাণহারী-চোখ, সেই—নয়নাকর্ষী-কর্ণ, সেই—শুক-চঞ্চু-সুন্দর-নাসিকা সেই—কুটিল-কেশ, সেই—বাঁকা-ভুরু,—সবই তো সেই ; শুধু বর্ণ-বৈপরিত্যেই কি পরিচয় লোপ হয় ? তাই—শ্রীনিতাইয়ের মনে ও নয়নে—আজ, গৌর-

নিতাইর—নিছনি লইয়া মরি,
ছাড়ি বৃন্দাবন, নিকুঞ্জ-ভবন, অতি দুরাচার তারী ॥ ধ্রু ॥
বসুধা-জাহ্নবা, সঙ্গেতে লইয়া, শীতল-চরণ রাজে,
হেলায় তারিল, এ গতি গোবিন্দ, এ তিন লোকের মাঝে।

রূপে শ্যামরূপ জাগিয়া উঠিয়াছে এবং পূর্ব্বলীলার স্মরণাবেশে (পুরব—পূর্ব্ব, স্মউরি—স্মরি, স্মরণ করি) আপনাকে "বৃন্দাবনস্থ" বলিয়া ভাবিতেছেন।

শ্রীনিতাইয়ের নিছনি যাই! দেখ কলির প্রভাবে অভিভূত—দুর্ভাগ্য জীবগণের—উপায়ান্তরে উদ্ধারের সম্ভাবনা না দেখিয়া, করুণাসাগর—আপনার মহা প্রিয়তম ধাম শ্রীবৃন্দাবন ও (অনঙ্গমঞ্জরী স্বরূপের প্রিয়) তৎস্থিত পরম মনোরম নিকুঞ্জ ভবনাদি ছাড়িয়া, কেবল জীবের জন্য—করুণাবতার নিতাইরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ও উপরোক্ত চতুর্ব্বিধ উপাদান-সম্মিলনে অতি দুরাচারগণকে পর্য্যন্ত উদ্ধার করিতেছেন!

শ্রীবসুধা ঠাকুরাণী ও শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণীকে সঙ্গে লইয়া, আজ শ্রীনিতাই-চাঁদের শীতলচরণ—মরজগতে বিরাজিত! এ তিনের প্রত্যেকেই মহামহিমা ও অলৌকিক প্রভাবের অক্ষয় ভাণ্ডার!—ত্রিতাপ-দগ্ধ-জীবের প্রাণ জুড়াইবার সিদ্ধ স্থান। শক্তি-সমন্বয়ের এমন মহা সুযোগ, জগতের ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নাই!

(শেষোক্ত সুকৌশল বচনের ভাব ও উদ্দেশ্য এই যে—জীব! কুতর্কের আবর্ত্তে পড়িয়া এ সুযোগ ছাড়িও না! নিতাইর করুণায়, নিজ দোষে বঞ্চিত হইও না!)

গীতকর্ত্তা মহাজন গতিগোবিন্দ—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পুত্র; তিনি ভক্তোচিত দৈন্য প্রকাশ করিয়া সর্ব্বশেষে কহিতেছেন—'অতি দুরাচার উদ্ধারের সাক্ষাৎ নিদর্শন দেখিতে চাও? তবে আমাকেই দেখ। আমার ন্যায় অতি দুরাচার জীবাধমকে অবহেলে শ্রীচরণে আকর্ষণ দ্বারাই সে নিদর্শন পূর্ণরূপে জগতে প্রকটিত হইয়াছে।

(৩) শ্রীরাধাহ,—সিন্ধুড়া।

কি পেখলু বরজ—রাজ-কুল-নন্দন, রূপে হরল পরাণ!
নিরমিয়া রসনিধি, আমারে না দিল বিধি, প্রতি অঙ্গে লাথ নয়ান!
একে সে চিকণ তনু, কাঞ্চন অভরণ—কিরণহি, ভুবন উজোর,
দরশনে, লোরে—ঝাঁগোরল লোচন, না চিনিনু কালকি গোর।

---

(৩) কালোচিত কুসুম, যেমন স্বতঃ বিকসিত হয়, প্রেম-কল্পলতিকা শ্রীরাধা সেই প্রকার নিরন্তর নানাবিধ ভাব-কুসুমের স্বতঃ প্রস্ফুটনে নিত্য-শোভিতা ও সদা সৌরভিতা। আজ বনবিহারী হরির গৃহাগমন সময়ের রূপ-মাধুরী দর্শনে, তাঁহার হৃদয়ে যে সকল ভাব-কুসুম-বিকসিত হইয়াছে—সেই সকল সুমনের—সৌরভে, উন্মাদিনী—ধনী-রাধা—আপন মন্দিরে বসিয়া, আপনা-আপনি বলিতেছেন—আজ ব্রজেন্দ্র-কুল-চন্দ্রমার যেরূপ রূপ-মাধুরী হেরিলাম, এমন দর্শন বুঝি আর কখন ও আমার ভাগ্যে ঘটে নাই! আমার প্রাণ, সে রূপে হরিয়া নিয়াছে!! আহা! এহেন রসনিধির-নির্ম্মাতা বিধি, পরম ধন্য বটে, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এই ভুবন-দুর্লভ-মাধুরী মনের সাধে আস্বাদন করিবার জন্য, আমার প্রত্যেক অঙ্গে তিনি লক্ষ লক্ষটি করিয়া নয়ন দেন নাই!!

আহা! সেই চাকচিক্যময় তনু খানিতে কাঞ্চন ভূষণের ঔজ্জ্বল্য প্রতি ফলিত হইয়া রূপের কিরণে একেবারে ভুবন ঝলসিয়া উঠিয়াছিল! তাহাতে এবং দর্শন-সুখাবেশ-জনিত-আনন্দাশ্রুতে আমার নয়ন আচ্ছাদিত হওয়ায়, সে তনু-কান্তি "কাল কি গোর" সে সময় পরিচয় করিতেই পারিলাম না!! দেখিলাম আমার নয়নানন্দের নয়নাঞ্চল ঠিক্ যেন অরুণ নলিনীর-দল! তেমনি সুন্দর তেমনি স্নিগ্ধোজ্জ্বল!! আরোও দেখিলাম সেই মোহন নেত্রাঞ্চলে, কোটি কোটি কন্দর্প শোভা পাইতেছে! যেই তৎসহ আমার দৃষ্টি সম্মিলিত

সহজে দৃগঞ্চল, অরুণ কঞ্জ দল, তাহে কত ফুলশর সাজে।
দিঠি মোর পরশিতে, ও হাসি অলখিতে, শেল রহল হৃদি মাঝে
সরস-কপোল, লোল মণি-কুণ্ডল, ঝাঁপল দিনকর ভাস,
ও রূপ লাবণি, দিঠি ভরি না পেখনু! দুখিয়া অনন্ত দাস।

(৪) ভাটিয়ারি।

মকর কুণ্ডল মেলে, কনয়া-কেতকী দোলে,
কিয়া নহে—কামের করাতি!
উপরে বিজুরী ভাতি, হেম অভরণ কাঁতি,
পীত পিন্ধন কত ভাতি॥

হইল, অমনি রসময়ের সুধাধরে মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল! কিন্তু কি অদ্ভুত—সেই মধুর হাসি অলক্ষিতে শেলের ন্যায় হৃদয়ে বিঁধিয়া আমার সংজ্ঞালোপ করিতে লাগিল!! সেই অবস্থাপন্ন হওয়ার পরে রসময়-নাগরেন্দ্র-মণির, রস-মাধুর্য্যময় কপোলে বিলোলিত মণি-কুণ্ডল, গণ্ড-কান্তির বিম্বলাভের প্রভাবে দিনকরের প্রভা আচ্ছাদন (পরাভব) করিয়া আমার নয়নে, আরোও ধাঁধাঁ জন্মাইতেছিল! হায়! হতভাগিনী আমি এইরূপে বিড়ম্বনা-গ্রস্থ হইয়া, এমন অপরূপ রূপ লাবণ্য, ভাল করিয়া নয়ন ভরিয়া হেরিতে পারিলাম না!

অন্তরাল হইতে এই সকল কথা শ্রবণকারিণী সখীর ভাবে নিকটস্থ হইয়া পদকর্ত্তা অনন্ত দাস, আপনার সমবেদনা অর্থাৎ দুঃখ জ্ঞাপন করিলেন।

(৪) এই সময়ে কোনও প্রিয়-বয়স্যা আসিয়া বলিলেন—সখি! একা একা কি বকিতেছিস্? তাহাতে, অর্দ্ধাবিষ্ট-দশায়—প্রেমময়ী কহিতেছেন—যথা—সখি! এতাবৎ কাল জানিতাম কন্দর্পের প্রহরণ—কেবল পাঁচটি মাত্র

সজনি! (কি) পেখনু বরিহা চূড়া-মালে—
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে, মাতল ভ্রমরা, ভুলে—
পড়ে জানি নয়ন-কমলে ॥ ধ্রু ॥
কুন্দে-কুন্দাওল কালা, কনয়া কেয়ূর-মালা,
শ্যাম অঙ্গে করে ঝিকি-মিকি।
অঙ্গের সৌরভ পাইয়া, অলিরাজ আইল ধাইয়া,
লাখে লাখে, মদন-ধানুকি ॥

বাণ। দূর হইতে তদ্দারা অবলা বিঁধিয়া মারাই তাহার বীরত্ব! কিন্তু তাহাতো-নয়! শ্যাম সুনাগরের কর্ণে—মকর-কুণ্ডলের সহিত মিলিয়া—যে, কনক-কেতকীর-অবতংস দোলিত হয়; উহা প্রকৃত পক্ষে কিয়ার ফুল নহে—উহাও তাহার প্রহরণ। ইহা কামের করাত!! অবলার বীর—কন্দর্প, উহা দ্বারা নৃশংস-ঘাতকের ন্যায় নারীর হৃদয় দ্বিখণ্ডিত করিবার চেষ্টা করে!!

রূপানুরাগ সম্বরণে অসমর্থা নায়িকামণি, আরোও বলিতেছেন:—সখি! আজ আমার প্রাণবল্লভের, লাবণ্যমণ্ডিত শ্রীঅঙ্গের উপরিভাগে হেমালঙ্কারের কান্তিতে বিদ্যুৎপ্রভা প্রাদুর্ভূত হইয়া, এবং তাহাতে পরিহিত-পীত-বসনের জ্যোতি সংমিলিত হইয়া—তনু রুচির উপরে যে, কি সুন্দর—কত সুন্দর গৌর প্রভাময়-শোভা বিকসিত হইয়াছিল কি বলিব!!

আরোও এক আশ্চর্য্য দেখিলাম—আমার নটবরশেখরের ময়ুরপিঞ্ছ-চূড়া-স্থিত-মালার উপরে—প্রমত্ত ভ্রমরা[illegible] ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে! যেন মালার ফুলে কি নয়ন কমলে বসিবে নির্ণয় করিতে পারিতেছে না! আমার ভয় হইল কি জানি ভ্রান্ত হইয়া ইহারা প্রিয়তমের নয়ন কমলে নিপতিত হয়!!

আবার আমার কালিয়া-বধুর—কুন্দে কুন্দিত সুমসৃণ—আলৌকিক-লাবণ্যময় সুঠাম শ্যামাঙ্গে, সুবর্ণ-কেয়ূর ও স্বর্ণহার—ঝিকিমিকি করিতেছিল এবং শ্রী অঙ্গের সৌরভে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইতেছিল, আর পরিমলে আকৃষ্ট হইয়া ধনুর্দ্ধারী মদনের সেনা—লক্ষ লক্ষ অলীরাজ ধাইয়া আসিতেছিল।

(৫) ভটিয়ারি।

এনা কথা তোমারে শুনাই,
(তোমার) প্রেম বিনু* আকুল কানাই!
নিকুঞ্জ কুসুম-রম্য স্থল-সুশীতল।
নব-কিসলয় তাহে—শিরীষের দল,
সরসিজ-শয়নে সুতল শ্যাম-অঙ্গ।
অনুখণ লেপই, মলয়জ পঙ্ক,
উপরে কমল-দল—পরশিল নয়।
মদন-অনল-তাপে সেহো ধূলী হয়!!
আঁখি ইঁগরে কহে কথা সঘন নিশ্বাস,
কেবল আছয়ে প্রাণ তোমা-আশ আস
বিলম্ব না কর ধনি! কানু দেখ গিয়া
তোমারে দেখিলে কানু বসিবে উঠিয়া
আর, যত সহবাসী সবার আনন্দ।
দু'খানি চরণ ধরি কান্দে রামানন্দ।

---

(৫) "রাই কানু একই পরাণ" এই গীতিটি এই মহাজন-বাক্যের নিদর্শন। শ্রীকৃষ্ণের-দূতীর-বচনে—সে পরিচয় সুন্দর পরিব্যক্ত। দূতী আসিয়া বলিতেছেন,—রাধে! তোমাকে একটি কথা শুনাইতে আসিলাম—তোমার প্রেম-সম্মিলন ব্যতীত কৃষ্ণ (কানু) আর থাকিতে পারিতেছেন না! একেবারে আকুল হইয়া উঠিয়াছেন!!

তোমার নিমিত্ত তিনি কুঞ্জে অভিসার করিয়াছেন। কুসুম-রমণীয় কুঞ্জের সুশীতল প্রদেশে—কোমল-নবপল্লবের উপরে শিরীষ-কুসুমাস্তীর্ণ সরসিজের শয্যায়—শ্যাম-সুন্দর শুইয়া আছেন, অনবরত তাহার শরীরে (চন্দন-পঙ্ক-লেপন এবং উপরে—শ্রীঅঙ্গের অদূরে (পরশিল নয় অর্থ অস্পৃষ্ট) পদ্মের দল সকল সুকৌশলে সংস্থাপন দ্বারা তাঁহার সন্তাপ-নিবৃত্তির চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু মদন-আগুনের তীব্রতাপে, সমস্তই ধূলিতে পরিণত হইয়া যাইতেছে!!

তাঁহার কথা কহিবার শক্তি নাই! আঁখির ইঙ্গিতে কথা কহিতেছেন, ঘন

---

* আদর্শ হস্তলিপি সকলে এইস্থানে "রহিতে নারে" শব্দটি সংযোজিত। গায়কের 'আখর' জ্ঞানে, উহা মূলে দেওয়া হইল না।

(৬) কাচিৎ সখী—দূরাদাহ। ভূপালী

গুরু জন-নয়ন-বিধুন্তুদ, মন্দ।
নীল-নিচোলে ঝাঁপি মুখ-চন্দ,
কৃষ্ণ-যামিনী-ঘন তিমির-দুরন্ত
মদন-দীপ দরশাওল পন্থ!

চললি নিতম্বিনী * হরি-অভিসার।
গতি অতি মন্থর, আরতি বিথার,
রস-ধাধসে চলু পদ দুই চারি।
লীলা-কমল তেজলি বর নারী!

ঘন নিশ্বাস বহিতেছে! এখনও কেবল তোমার প্রত্যাশায় প্রাণটি আছে!! অতএব আর বিলম্ব সমুচিত নহে, শীঘ্র আমার সহিত আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যাও। তোমার দর্শনামৃতে কানু অভিষিক্ত হইলে—তাহার সকল বৈকল্য দূর হয়, আমার দৃঢ়-বিশ্বাস তোমাকে দেখিলেই তিনি উঠিয়া বসিবেন! বসিবার শক্তি লাভ করিবেন এবং তদ্দর্শনে সকল সহবাসীগণ আনন্দ লাভ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা স্মরণে দূতী (তদ্‌ভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা রামানন্দ) কহিতেছেন, রাধে! তোমার পদধারণ করিয়া কাঁদিয়া কহিতেছি—শীঘ্র চল।

(৬) বার্ত্তায়-ব্যাকুল হইয়া—বেশ-রচনা বিনাই—কৃষ্ণ-প্রাণা-বিনোদিনী, অভিসারে চলিলেন! কিঞ্চিদ্দূরস্থা কোনও সখী, সে গমন-মধুরিমা-দর্শনে বলিতেছেন—দেখ, চারু-নিতম্বিনী গুরুজনের নয়নরূপ-রাহুর ভয়ে নীলাম্বরে বদন-বিধু লুকাইয়া চলিয়াছেন। কৃষ্ণা যামিনীর ঘনান্ধকারে মদন-দীপ তাহার পথ-প্রদর্শন করিতেছে!

নিতম্বভারে—সুমধ্যমা-বিনোদিনীর—গতি অতি মন্থর, অথচ হৃদয়ে-বিস্তারিত আরতি (বিথার)—সুতরাং রস-বেগে দুই চারিপদ দ্রুত (ধাধসে—ধাইয়া) চলিয়াই ঐ দেখ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং তন্নিমিত্ত লীলা-কমল ত্যাগ করিলেন!! মস্তকস্থ (মৌলীকো) মালতীর মালা পরিহার করিলেন! গ্রীবার-মাণহার ছিঁড়িয়া ফেলিলেন! কিন্তু তথাপি অঙ্গভার লঘু হইয়া দ্রুত

* পদামৃত সমুদ্রের পাঠ—চলু গজ-গামিনী।

পরিহরি মৌলী কো মালতী মাল !	নিন্দই পীন-পয়োধর-জোর !
তোড়লি গীমকো মণিময় হার ! !	বেশ শেষ রহু, নীলিম বাস !
নব-অনুরাগ-ভরমে ভোলি ভোর	মিললি নিকুঞ্জে কহে গোবিন্দ দাস !

(৭) কামোদ—শ্রীকৃষ্ণ আহ।

ধনি-ধনি কোবিহি বৈদগধি সাধে,

মদন-সুধারসে, যো নিরমাওল তুয়া-মুখ-মণ্ডল রাধে !

ভালে আধ ইন্দু, অমিয়া আগোরল, ভাঙ-তিমির-ঘন-ঘোর।

গমনের সামর্থ উপজাত হইল না ! ! তাই নবানুরাগ-জনিত ভ্রমে ভোর হইয়া আপনার পীন-পয়োধর-যুগলের নিন্দা করিতে লাগিয়াছেন—হায় ! ইহাদিগকেই এক্ষণে আমার দ্রুত গমনের বাধা বলিয়া বোধ হইতেছে !

আভরণ বর্জ্জন করিতে করিতে শুধু নীল পরিধেয় খানি বেশের অবশেষ রহিল ! এবং কেবলমাত্র তাহাই লইয়া নাগরের সঙ্গে নিকুঞ্জে মিলিত হইলেন।

(৭) "তোমারে দেখিলে কানু উঠিবে বসিয়া" ৫নং গীতের শেষোক্ত এই, সখী-বচন সফল হইয়াছে। প্রাণেশ্বরীর দর্শন-সুধাভিষেকে—নাগর-শেখর যেন নব-জীবন লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আদর ও আহ্লাদ ধরিতেছে না ! কহিতেছেন—রাধে ! নৈপুণ্য-প্রদর্শনের সাধ মিটাইয়া—কোন্ বিধি, মদন সুধারসের দ্বারা তোমার এই বদন খানি নির্ম্মাণ করিয়াছেন ? তিনি ধন্যাতিধন্য। (অথবা 'তিনি ধন্যাতিধন্য' না বলিয়া ধন্যা ধনি রাধে ! এইরূপ সম্বোধনেও বাক্যারম্ভ হইতে পারে, 'ধনি, ধনি' শব্দে—'ধন্য ধনি !' এবং ধন্যাতিধন্য দুই অর্থই হয়।)

আহা ! এই—সুললিত-ললাট ফলক খানি যেন ললাট নহে, যেন অষ্টমীর অর্দ্ধেন্দু, অমিয়া আগুলিয়া লইয়া উদিত হইয়া রহিয়াছে ! আরোও অদ্ভুত এই

কিরণ-বিকাসিত, শ্রুতি-কুবলয় পর, ধাবই নয়ন-চকোর ?
নাশা শিখর—উপরে পুনঃ উদিত— সিন্ধুর-ভানু উজোর।
অহ নিশি. বদন-কমল তেজি বিকসিত, শ্যাম-ভ্রমরা নাহি ছোর
অরুণ-কিরণ পুন, অধর হেরি হেরি, হার-তরঙ্গিনী-কুলে।
কুচ-যুগ-কোক, শোক নাহি জানত, গোবিন্দ দাস কহ ফুরে।

যে, সেই অমিয়ার সহিত সেই চাঁদের ক্রোড়তলে ঘনীভূত স্থূল তিমির ভ্রূ-রূপে অবস্থান করিতেছে!!

এই ঘনীভূত তিমিরে প্রতিহত ইন্দুর কিরণাবলী বক্রগতি প্রাপ্ত হইয়া বুঝি কর্ণ-কুবলয় কে বিকসিত করিতেছে! এবং তাহা দেখিয়াই বুঝি, চঞ্চল নয়ন চকোরদ্বয় সেই দিকে ধাবিত হইয়াছে ?

আর নাশারূপ গিরিশৃঙ্গের উর্দ্ধদেশে—ঐ যে সমুজ্জ্বল সিন্দূর-ভানু সতত সমুদিত তাহাতেই পরিমল-পূর্ণ এই বদন কমল নিরন্তর বিকসিত থাকে। এবং সেই জন্যইতো (আপনাকে দেখাইয়া) এই শ্যাম-ভ্রমরা এই মকরন্দ-ভাণ্ডার-মুখ-কমলের লোভ মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ছাড়িতে পারে না।

আবার—তোমার আরক্ত-বিম্বাধরের অরুণ-কিরণ নিরন্তর নিরীক্ষণ করিয়া হার-রূপ নদীর তীরস্থ—এই কুচযুগল রূপ চক্রবাক-মিথুন, দুঃখ কাহাকে বলে জানেনা, যে হেতুক তাহাদের রজনী নাই সুতরাং বিচ্ছেদও নাই।

কুঞ্জ ভবনের বহির্দ্দেশস্থা প্রেমালাপ শ্রবণকারিণী সখীর ভাবাবেশে আনন্দে গদ গদ কণ্ঠ হওয়ায়—ফুৎকার করিতে করিতে গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ এই গীতিটি প্রণয়ন করিয়াছেন। "গোবিন্দদাস কহ ফুরে" এ কথার ভাবার্থ বোধ হয় এই যে, ফুৎকার করিতে করিতে শুদ্ধাশুদ্ধ কিরূপ ভাষায় গীতটি বলিলাম জানিনা। (ফুরে শব্দের দুই অর্থ—(১) ফুৎকার করিয়া, (২) স্ফূর্ত্তিতে)।

(৮) সখী-নীচৈরাহ,—কেদার।

দরশনে নয়ন—নয়ন শরে হানল, ভুজে ভুজে বন্ধন ঝাঁপি,
অভরণ হীন—তনু, তনু পরশিতে, বিপুল পুলক ভরে কাঁপি।
দেখ সখি! রাধা মাধব রঙ্গ—
রতি-রণ লাগি, জাগি দুহু যামিনী, না হেরিয়ে জয়ভঙ্গ! ॥ ধ্রু ॥
ঘন ঘন চুম্বন, দুহু ভেল অচেতন, অধর-সুধারসে মাতি,
প্রেম-তরঙ্গে—তনু মন পূরল, ডুবল মনমথ-হাতী!

---

(৮) নয়নে নয়নে দর্শন হইলে—উভয়েই কন্দর্প শরে আহত হইলেন। ভুজে ভুজে বন্ধন করিয়া একে অন্যের অঙ্গে ঝাঁপিয়া পড়িলেন। অভরণ-শূন্য তনু-তনুর সংস্পর্শনের পূর্ণসুখে বিপুল পুলকান্বিত হইয়া, উভয়েই কাঁপিতে লাগিলেন! লতা-রন্ধ্রে রহঃ-কেলী-দর্শনোৎফুল্লা কোনও সখী নিম্ন স্বরে অপরাকে কহিতেছেন—সখি! রাধামাধবের রঙ্গ দেখ! রতিরণোৎসাহে যামিনী জাগরণ দেখ! আহা! রণ-পটুতায় উভয়েই সুদক্ষ; কাহারও জয় পরাজয় দেখিতেছি না!

দেখ—ঘন ঘন চুম্বনের ক্রম-সম্বর্দ্ধিত আনন্দাবেশে এবং অধর-সুধা-রস পানে মাতিয়া উভয়েই অচেতন হইয়া পড়িলেন। প্রেমামৃত-জলধির তরঙ্গ বারিতে উভয়েরই তনু ও মন ভরিয়া গেল! মন্মথ-মাতঙ্গ-রূপ গোষ্ঠদ্বয়ের রণ-বাহনও সে তরঙ্গে ডুবিল!

সখি! এক্ষণে বুঝি সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছে। ঐ শুন—দুজনের বদন হইতে কি প্রাণানন্দকর-গদগদ-মধুর-আধ-আধ বচনামৃত নিঃস্যন্দিত হইতেছে! আহা! এরূপ মধুমাখা বাণী শুনিলে মদনেরও মূর্চ্ছা হয়। আমরা কোন্ ছার?

"সখি! কিরূপ বাঙ্ময়-সুধা-বর্ষণ চলিতেছে, কিছুই কি বুঝা যাইতেছে না?" অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ দূরস্থা কোনও সখীর এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে, সখী ভাবাবিষ্ট স্তম্ভকণ্ঠা গোবিন্দ কবিরাজ কহিতেছেন—পূর্ণোচ্ছলিত প্রেমের এ ভাষা—এ

বদনহি গদ গদ—আধ আধ পদ—মদন-মুরছন বাণী,
দুহু দুহু মরমে মরমে ভাব সমুঝই গোবিন্দ দাস কিয়ে জানি!

(৯) কেদার।

চুম্বনে লুবধ মুখ, অলখিত ভাষ,
ধাওল চান্দ—চকোর কো পাশ!
প্রিয় মুখ ঝাপল—কুন্তল-ভার—
চান্দ-আগোরল—ঘন আন্ধিয়ার!

অর্দ্ধোচ্চারিত গদ্ গদ্ প্রেমের মন্ত্র পাঠ মরমে মরমে চলিতেছে এবং প্রেমিক-যুগল মরমে মরমে বুঝিতেছেন, আমরা ইহার কি জানি?

(৯) যাহাতে "নাসো-রমণ—নহু হাম রমণী" অধুনা, বিলাস-বিবর্ত্তের সেই—মহালীলা আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত গীতের ন্যায়, এ মহাদ্ভুত লীলার ছবিটিও সখীগণের মুখে অভিব্যক্ত যথা—

আহা! নাগরী-রাজ্ঞীর চুম্বন-লুব্ধ-শ্রীমুখের অলক্ষিত বাগ্-বিলাস কি প্রাণ-মনোমদ! সখি! দেখ দেখ কি অদ্ভুত দৃশ্য! চাঁদ, চকোরের উপরে ধাবিত হইয়াছে! (এখানে চাঁদ—বিনোদিনীর বদন এবং চকোর—শ্রীকৃষ্ণানন)।

ধনী-মণির শ্রীবদন ঝাঁপিয়া নিপতিত উন্মুক্ত-কেশ-কলাপের শোভা দেখিয়া বোধ হইতেছে—যেন ঘনীভূত অন্ধকার চাঁদকে আগুলিয়া রহিয়াছে! সখি! এই অলৌকিক রজনী-বিলাসের কি কখনও বর্ণনা হইতে পারে?

আজ আমাদের কলাবতী-মণি, কামের কাম হইয়া লাজকে লজ্জিত করিতেছে!! সখি! মাধবের সহজ প্রেমকেলীই নিত্য নূতন একথা সত্য, কিন্তু আজ রসবতী সাম্রাজ্ঞীর অলোক-সামান্য রস রঙ্গ—সে কেলীরও উপরে রঙ্গ-পটুতা ও পরাক্রম প্রকাশ করিয়া হস্তীর দন্তে সোনার কারুকার্য্যবৎ অপূর্ব্বত্বের পরাকাষ্ঠা বিস্তার করিতেছে।

কি কহো রে সখি! রজনী কো কাজ
কামক-কামে লজাওল লাজ।
সহজই মাধব নব নব প্রেম,
হাতীকো দন্ত জড়াওল হেম।
নিবিড় আলিঙ্গনে বিগলিত স্বেদ,
শ্যামর গৌর—রেখ রহু ভেদ।

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ব বিভাগে পঞ্চদশ ক্ষণদা।

দেখ দেখ—কেলী-বিলাসিনীর প্রবল আলিঙ্গনে—উভয়ের তনু, এক হইয়া গিয়াছে! উভয়ের অঙ্গ-স্বেদ যেন একই শরীর হইতে বহির্গত বলিয়া বোধ হইতেছে! নিবিড়ালিঙ্গনে উভয়ের—প্রদীপ্ত শ্যাম-গৌর-কান্তির ভেদও, প্রায় বিলুপ্ত। অতি সামান্য মাত্র (রেখমাত্র) ভেদ রহিয়াছে, সে কখনও দৃষ্ট হইতেছে কখনও না! সর্ব্বথা—আমাদের রাজনন্দিনীর জয়!!

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ ষোড়শ ক্ষণদা,—শুক্লা প্রতিপদ।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য,—ধানসি।

তপত-কাঞ্চন—কাঁতি কলেবর, উন্নত-ভাঙর ভঙ্গী,
করী-বর-কর জিনি, বাহুর সুবলনি, বিহি গঢ়ল বহু রঙ্গী।
গোরা রূপ জগ মনোহারী—
আপন বৈদগধি, বিধাতা প্রকাশল, বধিতে কুলবতী নারী॥ ধ্রু॥

---

(১) অগ্নি-সন্তপ্ত-দ্রবীভূত-কাঞ্চনের ন্যায় সমুজ্জ্বল, সুন্দর, ঢর ঢর অঙ্গ কান্তি—উন্নত ভ্রূ-যুগলের প্রাণ-হরা-ভঙ্গী এবং গজরাজের শুণ্ডবৎ বাহুর সুবলনী একাধারে সম্মিলিত করিয়া—যে বিধাতা শ্রীগৌরচন্দ্রের, রূপ-মাধুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই পরিদৃশ্যমান জগতের স্রষ্টা নহেন, তিনি বহু রঙ্গী—বহু বিদগ্ধ—বিধাতা।

গোরার রূপ-মাধুরী জগতের যাবতীয়-জীবেরই মনোহারী বটে কিন্তু কুলবতী নারী-বধের নিমিত্ত বিধাতা তাহাকে বিশেষ ভাবে বৈদগ্ধী প্রকাশ করিয়াছে! দেখ—দ্বিজমণির আপাদমস্তক পূর্ণ পুলকাবলী, প্রেমাশ্রুপ্লুত-নয়ন, এবং আপন ব্রজলীলার প্রেমগুণ-চরিত শুনিয়া ভক্ত ভাবে রোদন—অথবা আপন ব্রজ-কিশোর স্বরূপের গুণ লীলাদি শ্রবণে ভাবময়ীর ভাবে প্রেমাশ্রু বর্ষণ দেখিয়া পশু পক্ষী পর্য্যন্ত প্রেমার্দ্র হইয়া ক্রন্দন করিতেছে!! (গীত রচয়িতা অনন্ত দাস নাগরী ভাবাবেশে বলিতেছেন), কিন্তু চন্দ্রের জ্যোৎস্না ও প্রস্ফুটিত-মল্লিকার শোভা মধুরিমা বিড়ম্বি—ওই যে মৃদু মন্দ হাসি এবং মধুর বচনের অমৃত-বৃষ্টি

আপাদ মস্তক, পুলকে পূরিত, প্রেমে ছল ছল আঁখি,
আপন গুণ শুনি, আপহি রোওত, হেরি কান্দয়ে পশু পাখী।
চাঁদ-চন্দ্রিকা—কুমুদ-মল্লিকা—জিনিয়া মৃদু মন্দ হাস,
মধুর বচনে, অমিয়া সিঞ্চনে, নিছনি অনন্ত দাস।

শুধু এ দুয়ের প্রভাবেই আমি আত্মহারা! কেবল ইহার নিছনি লইয়াই আমার মরিতে ইচ্ছা করিতেছে।"

বর্ণ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বৈশিষ্ট অনুসারে, রূপ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকের রুচি ও মত ভিন্ন ভিন্ন। আবার সুন্দরী-রমণীর রূপ, পুরুষের সাহজিক মনোহারী এবং পুরুষের সুন্দর রূপ স্বভাবতঃ নারীর মন-নেত্রের আকর্ষক, কিন্তু পুরুষের রূপে—পুরুষ আত্মহারা হয় অথবা মানুষের রূপে—পশু পক্ষী বিমুগ্ধ হয় এ কথা কখনও কেহ দেখে নাই! আজ আমার গৌর-সুধাকরের রূপে তাহাও সংঘটিত হইতেছে অর্থাৎ যাবতীয় জীব বিমুগ্ধ!!

আরোও দেখ—প্রেম-সুধা-নিধির-শশধর—আমার গৌরহরির, ছল ছল নয়ন ও প্রেমাশ্রু দর্শনে এই যে বনের পশু পক্ষী পর্যন্ত প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছে;—তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় এইরূপে প্রেম-সঞ্চারের অপূর্ব্ব প্রক্রিয়া, শাস্ত্রে, বেদে লোক-প্রবাদে কি কবি-কল্পনায়—কোথাও কি কেহ দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ?

সাধারণ বিচার রীতি অনুসারে এই কথাটি বিবেচনা করিলেও, "শ্রীগৌর ভগবানই যে সর্ব্বজীবের প্রাণের প্রাণ ও পরম-প্রিয়তম" এ কথা সুন্দর বুঝা যায়। কারণ প্রাণের বস্তু না হইলে, তাঁহার রোদনে পশু পক্ষী পর্য্যন্ত ক্রন্দন করিবে কেন?

পদকল্পতরু এবং গৌরপদ তরঙ্গিণীতে এ গীতিটি "গোবিন্দ দাস" ভণিতাযুক্ত।

(২) শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য,—কামোদ।

খঞ্জন গঞ্জন—চলন মনোরম * গতি অতি ললিত সুঠাম,
চলত খলত পুন—পুন উঠি গরজত, চাহনি বঙ্ক নয়ান!
গোর গোর বলি, ঘন দেই করতালি, কঞ্জ-নয়নে বহে লোর,
প্রেমেতে অবশ হৈয়া, পতিতেরে নিরখিয়া, আইস আইস বলি দেই কোর,

---

(২) স্বকীয় সুখ-স্বার্থাদির গন্ধ-বিরহিত—অকৈতব প্রেম এ জগতের বস্তু নহে। সে প্রেমের চেষ্টা চরিত্রাদি যেমন অদ্ভুত, তেমনি মহাপ্রভাব-সম্পন্ন!

প্রকৃত প্রেমিকের রূপে, গুণে—বচন, ব্যবহার, গতি, ভঙ্গী প্রভৃতি সমস্ত আচারিতে—মানবের কলুষিত মন পবিত্র হয়—অভ্যাসের ও স্বভাবের যাবতীয়-'কু' বিধৌত হইয়া যায়, কঠিন হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠে! তাই প্রেম-সম্পদের পরম-নিধি আমার নিতাইচাঁদের—মাধুরীতে ও প্রেমচরিতে—জগতে যুগান্তর!! তাই আর কোনও অবতারে এমন অদ্ভুত লীলা হয় নাই—জীবের ভাগ্যে উদ্ধারের এমন মহাসুযোগ কখনও ঘটে নাই।

নিতাই-দয়ালের—চলন, ফিরণ, ভাব, ব্যবহার সমস্ত—প্রেম-সমুদ্রের এক একটি তরঙ্গ! সবই মধুর হইতে মধুর!! সমস্তই অলৌকিক ও পরমাদ্ভুত প্রভাবে পরিপূর্ণ!!!

দেখ—প্রাণের-ভাই-গোরাচাদের—অসীম-গুণ-গৌরব, প্রেম-প্রচারের অপূর্ব্ব-প্রণালী ও জগদুদ্ধার-লীলা দর্শনে—আমার নিতাই-সুন্দর আজ গৌরবের ও আনন্দের-চাঞ্চল্যে চপল হইয়া—খঞ্জন-পরাভবী মনোহর-পদ-চালনে কি

---

* পদকল্পতরু ও গৌরপদ তরঙ্গিণীতে "অঞ্জন গঞ্জন লোচন রঞ্জন" ইতি পাঠান্তরে এ গীতের আরম্ভ।

হুহুঙ্কার গরজন, মালসাট পুন পুন, কত কত ভাব-বিথার।
পুলকে পুরল তনু, কদম্ব কেশর যনু, ভায়ার ভাবেতে মাতোয়ার!!
আগম নিগম পর, বেদ বিধি অগোচর তাহা কৈল পতিতেরেদান
কহে আত্মারাম দাসে, না পাইলো কৃপালেশে রহি গেলো—পাষাণ সমান।

সুন্দর কি সুঠাম কি সুললিত-গতিতে নৃত্যভঙ্গে গমন করিতেছেন! উত্তরোত্তর—বর্দ্ধিত-প্রেমোন্মাদে শ্রীঅঙ্গ এলাইয়া পড়িতেছে! পদ-স্খলিত হইয়া পড়িয়া যাইতেছেন এবং আবার উঠিয়া প্রেম-গর্জ্জন ও হুহুঙ্কার করিতেছেন! বঙ্কিম নয়নে—এদিক ওদিক চাহিতেছেন, আর—প্রাণের ভাইকে নিকটে না দেখিয়া 'গোর গোর!' বলিয়া ডাকিতেছেন!!

প্রেমের সহিত উচ্চারিত 'গোর' নামে—দর্শনের সমান আনন্দ উপজাত হয়। তাই বুঝি আমার নিতাই-সুন্দর মধুমাখা-গৌরনাম বলিতে বলিতে আনন্দোল্লাসে উভয়-হস্ততল দ্বারা তাল দিতেছেন এবং নয়ন-কমল হইতে অবিশ্রান্ত—প্রেমাশ্রু বর্ষিত হইতেছে!!

পতিত জীবগণের প্রতি, আমার নিতাইচাঁদের স্বতঃই অধিকতর করুণা, আবার যখন মনে হইতেছে—"পতিত জীবের জন্যই আমার ভায়ার অবতার। প্রত্যেকটি পতিত জীব—আমার ভাইয়ার করুণার-জয়-ধ্বজারূপে জগতের মঙ্গল-সাধন ও ভায়ার মহিমা বিস্তার করিবে" তখন পতিতের প্রতি দ্বিগুণ স্নেহ-করুণা উছলিয়া উঠিতেছে! এবং তাহাতেই বুঝি—যে কোনও পতিত নয়নে পতিত হইতেছে, তাহাকেই 'আইস আইস!' বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন—এবং স্পর্শ-মণির পরশে তাহারা সোণা হইয়া যাইতেছে! তাহাতে আমার নিতাইচাঁদ আনন্দোন্মত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রেম-গর্জ্জন ও মালসাট দ্বারা, নানাবিধ ভাব বিস্তার করিতেছেন! তদ্দ্বারা কলির প্রাণ প্রকম্পিত এবং পতিতের হৃদয় দ্রবীভূত করিয়া—আমার নিতাইচাঁদের শ্রীঅঙ্গে আনন্দ ধরিতেছে না!! তাহার হেম-তনু খানিতে কদম্ব-কেশরের ন্যায়—অসংখ্য পুলকাবলী ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং ভাইয়ার ভাবে প্রমত্ত হইয়া—

(৩) কৃষ্ণ আহ,—ধানসি।

নিরমল-বদন—কমল-বর-মাধুরী, হেরইতে ভৈগেনু ভোর,
অলখিতে রঙ্গিনী—ভাঙ-ভুজঙ্গিনী, মরমহি দংশল মোর,
শুন সজনি! যবধরি পেখনু রাই।
মদন-মহোদধি—নিমগন মঝুমন, আকুল, কুল নাহি পাই ॥ ধ্রু ॥

যাহা আগম নিগমে অব্যক্ত—বেদের ও বেদ-বক্তা ব্রহ্মার অগোচর (অর্থাৎ ব্রহ্মার স্পষ্ট প্রেম হইতে পৃথক বস্তু)—আপন হৃদয়-সম্পুটের পরমধন—সেই প্রেম-বৈভব পতিতদিগকে দান করিতেছেন! চিরঘৃণার্হ পতিতেরা—জগতের অমূল্য ভূষণ হইয়া উঠিতেছে!

গীতকর্ত্তার দৈন্য—হায়! দুর্ম্মতি বশতঃ এমন দয়ার ঠাকুরকে অবহেলা করায় কৃপার লেশও পাইলাম না! যেমন পাষাণ ছিলাম তেমনি রহিলাম!!

(৩) স্নানান্তে বেশ-ভূষা বিহীনাবস্থায় গৃহে-গমন-পরায়ণা শ্রীরাধার—স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-মাধুরিমা দর্শনে বিস্মিত ও বিমোহিত হরি, কোনও সখীর নিকটে মনের-উল্লাসময়-ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন। যথা—সখি! বেশ-বিন্যাস-বিরহিত নির্ম্মল-বদনের সেই বর-মাধুরী হেরিয়া হেরিয়া আমি যখন ভোর হইয়া গেলাম, অমনি সে রমণীর ভ্রূ-ভুজঙ্গিনীটি আমার হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে দংশন করিল!! সখি! এইরূপ স্বাভাবিক-শোভা-মণ্ডিতা শ্রীরাধাকে হেরিয়া অবধি আমার মন—মদন-মহা-সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছে, সে সাগরের পার পাইতেছি না! কেবলই উত্তরোত্তর অধিকতর আকুল হইতেছি।

বিনোদিনী, বঙ্কিম-মুখ-ভঙ্গীর সহিত হাসিয়া আমার প্রতি নয়ন-কোণের দ্বারা—দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে (দিঠি—দৃষ্টি) বোধ হইল—যেন সে হাসি কৌতুক-ভাব-পূর্ণ এবং দৃষ্টি অনুরাগ-ব্যঞ্জক; সুতরাং আমি এ উভয় ভাবের সামঞ্জস্য করিতে পারিতেছি না। সে, অনুরাগিনী কি বিরাগিনী বুঝিতেই সংশয় হইতেছে।

বঙ্কিম হাসি—বিলোকন-অঞ্চলে, মঝুপর যো দিঠি দেল
কিয়ে অনুরাগিনী, কিয়ে বিরাগিনী ? বুঝইতে সংশয় ভেল !
মরম কো বেদন, মরমহি জানত, সদয় হৃদয় তহি চাই,
গোবিন্দ দাস পহু ! নিতি নৌতুন মনে, লাগল রসবতী রাই ?

(৪) দূতী প্রাহ,—ধানসি।

এ কানু ! এ কানু ! তোহারি দোহাই,
বড় অপরূপ আজু পেখলু রাই !
মুখ—মনোহর, অধর—সুরঙ্গ
ফুটল বাধুলী কমলকো সঙ্গ !

সখি ! আমি সর্পদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় যাতনা ভোগ করিতেছি—হৃদয়ে যে দুঃসহ মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেছি, ইহা অপরে বুঝিবার নহে। অতএব এ সময়ে তোমাদের সহানুভূতি (সদয়তা) অতি প্রার্থনীয় !

সখীভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ উত্তর করিতেছেন—পহু ! তোমার হৃদয়ে শ্রীরাধাকে নিত্যই কি নূতন লাগিতেছে ? (পহু সম্বোধন কৌতুক-ব্যঞ্জক)।

(৪) এই সময়ে সমাগতা কোনও দূতী শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া কহিতেছেন, "কানু ! তোমার দোহাই—আমি সাজাইয়া কথা বলিতেছি না ! সত্য সত্যই আজ রাধার বড় অপূর্ব্ব শোভা প্রকটিত হইয়াছিল। আমার নয়নেও—নিরন্তর-দৃষ্ট-রাধাকে অপরূপ ও নূতন বোধ হইয়াছিল।

ক্ষীণাঙ্গিনী ধনীর দেহলতার উপরে পীন-পয়োধরের প্রকাশ দর্শনে বোধ হইতেছিল একি স্বর্ণলতার উপরে সুমেরু উপজাত হইল ? (হেমবল্লী গাত্র—হেমকন্দ-গাত্র) আর মনোহর মুখ-মণ্ডলে সুরঙ্গাধরের শোভা দেখিয়া মনে হইতেছিল একি কমলের অভ্যন্তরে বাধুলীর ফুল ফুটিয়াছে ?

ভাঙকি ভঙ্গীম পুছসি, মহু—
কাজরে সাজল মদন ধনু ?
পীন-পয়োধর, দুবরী গাতা
মেরু উপজল—কনকলতা।

নয়ন-যুগল—ভৃঙ্গ আকার
মধুমদে-মাতল-উড়ই না পার।
"ভনহু বিদ্যাপতি দূতী কো বচনে
"বিকশল অনঙ্গ না হয় পহু ধরণে।"

(৫) গান্ধার।

কি কহো মাধব ! কি কহব কাজে,
পেখলু কলাবতী, সখীগণ মাঝে।

আছইতে আছল কাঞ্চন-পুতলা
ভুবনে অনুপম রূপে গুণে কুশলা

যে ভ্রূ-ভুজঙ্গিনীর দংশনে তুমি জর্জ্জরিত হইতেছ, সে ভুরুর ভঙ্গীমা আমার কিরূপ লাগিয়াছিল শুনিবে ? আমি উহাকে কজ্জল-লেপিত-কামধনুর ন্যায় দেখিয়া ভ্রান্ত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম ! (অথবা—ভুরুর ভঙ্গী যেন জিজ্ঞাসা করিতেছিল—মদনের ধনু কাজরে কেমনে সাজিয়াছে ?

আর—আমার চক্ষে, রাধার নয়ন-যুগলের মাধুরী এইরূপ প্রতীত হইয়াছিল যেন মধুমদে মত্ত দুইটি ভৃঙ্গ—উড়িবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পারিতেছে না!! দূতীর কথা শুনিয়া, সখী ভাবাক্রান্ত গীতকর্ত্তা কবি বিদ্যাপতি অপর কোনও সখীকে কহিতেছেন দেখ—দূতীর কথায় প্রভুর সর্ব্বশরীরে অনঙ্গ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, আর অঙ্গ ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। (সপ্তদশ ক্ষণদার ৪ নং গীত দেখ)।

(৫) ৩নং গীতের শেষাংশের কৃষ্ণেঙ্গিত অনুসারে—দূতী শ্রীরাধার নিকটে গিয়া তাঁহাকে অভিসার করাইয়া আনিলেন, তাঁহাকে সঙ্কেত-কুঞ্জে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আগমন পূর্ব্বক কহিতেছেন—মাধব! কি বলিব ? কৃতকার্য্যের সুসংবাদের সহিত—সুকুমারী-ধনী-মদির-বিরহ-পীড়ার-ভীষণ-বার্ত্তা বিজড়িত! সুতরাং সংবাদ মুখে সরিতেছে না! সখীগণে পরিবেষ্টিতা যে কলাবতীর—যেরূপ প্রেম বৈকল্য দেখিয়া আসিলাম—কিঞ্চিৎ বলিতেছি

এবে ভেল বিপরিত ঝামর দেহা!
দিবসে মলিন যৈছে চান্দকি রেহা!!

বামকরে কপোল—লোলিত কেশভার
ক্ষিতি-নখ-লিখই—নয়নে জল ধার!!

(৬) কামোদ।

"সুখময়-কাননে, ফুটল মাধবী, পরিমলে ভরল দিগন্ত"
দূতী কো মধুর বচন—সুখ-মারুত, মধুকরে কহল একান্ত,

শুন—রূপে, গুণে, কলা-কৌশলে—ভুবনে অতুলনীয়া, সে কাঞ্চন-পুত্তলীর—সমুদয় বিপরীত হইয়া গিয়াছে! বিনোদিনী-মণি, দিবা ভাগের শশীরেখার ন্যায় বিশীর্ণা হইয়া গিয়াছে! সখীগণের সমুদয় প্রতিকার-নৈপুণ্য এবং তাহার অসাধারণ সম্বরণ গুণাদি সমস্তই অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িয়াছে!! তাঁহার—কেশভার-বিলোলিত! বামকরে-কপোল-বিন্যস্ত করিয়া নখে পৃথিবী লিখিতেছে! এবং নয়ন হইতে ধারা-বহিয়া অশ্রুপাত হইতেছে!!

আদর্শ হস্তলিপি গুলিতে এ গীতের ভণিতা নাই, পদকল্পতরু ও পদামৃতসমুদ্রে এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়, যথা—"বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান, রাজা শিব সিংহ ইথে পরমাণ"।

(৬) মাধব, আকুল ও অধীর হইয়া শ্রীরাধার নিকটে উপনীত হইলে সম্মিলন-দর্শনানন্দিতা কোনও সখী, এ গীতে—আপন হৃদয়ের ভাবস্পন্দ বর্ণন করিতেছেন যথা—মধুকর যেমন সৌগন্ধময় কুসুম-বিকাশের সংবাদ, বায়ুর দ্বারা প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার দূতীর সুখময়-বচনরূপ-মারুত আজ মাধব-মধুকরকে যেন এই সংবাদ প্রদান করিল যে "সুখময়-কাননে মাধবী-বিকসিত হইয়াছে এবং পরিমলে দিগন্ত ভরিয়া গিয়াছে।" শুনিয়া মধুসূদন—(মধুসূদন শব্দের এক অর্থ কৃষ্ণ এবং অন্য অর্থ ভ্রমর) রস রঙ্গে চলিতে চলিতে—কানন-কুঞ্জে—গিরিগহ্বরে—মাধবীর সঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন।

মধু-সূদন-রস-রঙ্গ!
চলি চলি বিপিন-কুঞ্জ-গিরিগহ্বরে, পাওল মাধবী-সঙ্গ। ধ্রু।
রস-দরশাই—যবহু বহু বারল, চঞ্চল-পল্লব-হাতে—
'নহি নহি' বচন—রচন, সমুঝাওল—পবন-ধুনাওল মাথে।
বহু গুঞ্জরি-বিনতি নতি করি করি, মাধবী—মধুপ-মানাই—
তব মধুপানে—মনোরথ পূরল, হরিবল্লভ সুখদায়ী।

(মাধবী শব্দের এক অর্থ অত্যন্ত স্বাধীন কান্তা অর্থাৎ শ্রীরাধা, অন্য অর্থ মাধবী ফুল)।

দেখ—রস-কলা প্রদর্শন করিতে করিতে মাধবী—চঞ্চল পল্লবরূপ হস্ত দ্বারা বারংবার বারণ এবং মারুত-সঞ্চালিত লতাগ্র রূপ মস্তক ঢুলাইয়া (ধুনাওত—কম্পিত) যেন "নহি নহি" বলিতেছে—ঠিক্ সেই রূপে আমাদের মাধবী রাধা, হস্ত ও মস্তক দ্বারা বাম্যের অভিনয় করিতেছেন। মধুসূদন বিব্রত! যেন—মধুকর বহু গুঞ্জন ধ্বনি দ্বারা অনুনয় অর্থাৎ মিনতি করিয়া মাধবীকে মানাইয়া মধুপান করিতেছে—তেমনি প্রেম-কাকুতি ও রসময়-স্তুতি দ্বারা রসময়ীকে রসার্দ্র করিয়া—হরিবল্লভের সুখদায়ী "মধুপান" অর্থাৎ লীলা বিলাস দ্বারা মনোরথ পূর্ণ করিলেন। হরিবল্লভ—শব্দের মুখ্যার্থ গীত-রচয়িতা শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। শ্লেষার্থ—বল্লভ হরি—শ্রীকৃষ্ণ।

(৭) ভূপালী।

হরিগলে লাগল চম্পক-মালা
পুলকিত বাহু বিহসিরহু বালা,
কানু রহল মুখ কমল লাগাই-
তাঁহি কমল মুখী-মুখেলপটাই।
হসি হসি নখদেই গেডুয়া—বিদার
ধনী কুচ চাপি—রচই সীতকার।

(৮) কেদার।

দৃঢ়পরিরম্ভণ, কত কত বার
বিগলিত কুন্তল-টুটল হার!
ঝন ঝন কিঙ্কিণী নূপুর ধ্বান
আনন্দে পূরল—সহচরী-কান।

---

(৭) এ গীতে পূর্ব্বোক্ত মধুপানের প্রকার—সখীর মুখে সুব্যক্ত যথা,—আহা! বিনোদিনীর পুলকাঙ্কিত-বাহু-যুগল যেন চম্পক-মালার ন্যায় হরির গলে লাগিয়া রহিয়াছে। শ্রীবদনখানি হাস্য বিকসিত। কানুও কমল-মুখীর মুখ-কমলে—স্বকীয় মুখ-কমল লাগাইয়া রহিয়াছেন। কমলে কমল মিলিয়া শোভার অবধি হইয়াছে!! দেখ দেখ—রসিকেন্দ্র-রাজ হাসিয়া হাসিয়া স্বকীয় নখ দ্বারা ধনী-মণির—যৌবন ধনের গেডুয়া—বিদীর্ণ করিতেছেন, আর রসকলাবতী—করে কুচ চাপিয়া সীৎকার দ্বারা প্রেম-কলার বিনোদনা বিস্তার করিতেছেন!

সকল হস্ত লিপিতেই গীতই এইরূপ অসম্পূর্ণ! এটি কি ৮নং গীতের পূর্ব্বার্দ্ধ মাত্র? ছন্দ ও বিষয় বিবেচনায় যেন তাহাই বোধ হয়।

(৮) রসকলার মধুর-স্রোত, ক্রমে—উন্মাদনার-দুর্ব্বার-তরঙ্গে পরিণত হইয়া উঠিল। সখীগণের প্রাণ-সর্ব্বস্ব-রূপ সে লীলা-বিকাসের বর্ণনাচ্ছলে কোনও সখী অপরাকে কহিতেছেন। যথা,—কিছুতেই যেন ত্জনের সাধ মিটিতেছে না। দেখ পুনঃ পুনঃ দৃঢ়-পরিরম্ভণে, বিনোদিনীর সুদৃঢ়-বদ্ধ-কেশ-কলাপ বিলোলিত

উছলল সৌরভ, মধুকর গান	কহে হরি বল্লভ এ সুখ রাতি
শ্রম-জলে দুহুতনু করল সিনান	মনমথ সাগরে ডুবল মাতি !

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভাগে ষোড়শ ক্ষণদা।

হইয়া গেল, হার—ছিন্ন হইল! কিঙ্কিণী ও নূপুরের কর্ণ-রসায়ন ঝন ঝন শব্দে সখীগণের কর্ণ আনন্দ-রসে পূর্ণ হইতেছে। উচ্ছলিত অঙ্গ-সৌরভে লুব্ধ হইয়া মধুকরগণ গান করিতেছে! আহা! দুজনের অঙ্গই শ্রমজলে স্নাত হইয়া গেল!! সখী ভাবাবিষ্ট পদকর্ত্তা হরিবল্লভ উপসংহারে মহানন্দে কহিতেছেন, আহা! আজিকার নিশিটি কি সুখের! যে হেতুক উত্তেজিত নব যুবদ্বন্দ্ব মত্ত হইয়া সারা নিশি মনমথ-সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছেন!!

আমাদের একখানি আদর্শ হস্তলিপিতে এ গীতের রাগিণী লেখা নাই। ইহা দ্বারাও কোনও লিপিকরের প্রমাদে একই গান ৭।৮ দুই নম্বরে বিভক্ত হওয়ার অনুমান সমর্থিত হইতেছে।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ সপ্তদশ ক্ষণদা,—শুক্লা দ্বিতীয়া।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য,—দেশাগ।

ভাব ভরে গর গর-চিত
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে বৈসে নাপায় সম্বিত!
অতি-রসে নাহি বান্ধে থেহ
সঙরি সঙরি কান্দে পূরব-সেনেহ!

---

(১) ভাব-নিধি শ্রীগৌর কিশোর ভাবাস্বাদন-বিকারে গর গর—কখনও উঠিতেছেন—কখনও বসিতেছেন—সোয়াস্তি নাই! অতি-রসে অর্থাৎ প্রবর্দ্ধিত মধুর-রস ভরে স্থির থাকিতে পারিতেছেন না! (থেহ—স্থৈর্য্য) পূর্ব্বাবতারের-স্নেহ অর্থাৎ ব্রজ প্রেমের কথা স্মরণ করিয়া, (প্রেমোম্মাদিনী শ্রীরাধার ন্যায়) কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন!

আবার রসাগুরাবেশে—মথানন্দে সঙ্কীর্ত্তনে মধুর নৃত্য করিতেছেন! শ্রীরাস ক্রীড়া যেমন ব্রজলীলার সার-সম্পদ, নবদ্বীপ বিহারে—তেমনি শ্রীসঙ্কীর্ত্তন বিলাস-রসানন্দের মহানিধি। প্রেমসুধা বিতরণ ও আস্বাদন উভয় ব্রতেরই ইহা পূর্ণ মহোৎসব। তাই আমাদের রসশেখর-গোকুলপতি গৌরহরি—আজ এই মহোৎসবে মাতিয়া—নাচিয়া গাইয়া সুখ-সিন্ধুতে ডুবিতেছেন ও ভাসিতেছেন এবং মনের সাধে আচরণ দ্বারা প্রেম-প্রচার করিতেছেন,—স্বয়ং প্রেমের পাথারে সাঁতার দিয়া জীবগণকেও সন্তরণ করাইতেছেন।

(ভক্তগণ, আলোচনা দ্বারা—রসানন্দ উত্তম রূপে অনুভব ও আস্বাদন করিবেন বলিয়া সুরসজ্ঞ গীতকর্ত্তা প্রশ্ন উঠাইয়াছেন) হায়! কেহ বলিতে পার কি অভাবে স্বয়ং গোকুলপতি আজ সংকীর্ত্তনের মাঝে ভক্ত বেশে বিরাজিত?

নৃত্যাবসানে আমার গৌর-সুধাকর, গদাধর পণ্ডিতের করে ধরিয়া ফুৎকার করিতে করিতে আপন মনের মর্ম্মকথা প্রকাশ করিতেছেন!

নাচে পহু গোরা-নটরাজ
কি লাগি গোকুল-পতি সঙ্কীর্ত্তন-মাঝ ?
প্রিয়-গদাধর-করে ধরি
মরম কথাটি কহে—ফুকরি ফুকরি ;

ডগ মগ আনন্দ, হিলোলে
লুলিয়া লুলিয়া পড়ে পণ্ডিতের কোলে ?
গোরা-রসে সবরসময়
না দরবে—বলরাম—পাষাণ-হৃদয় !

(শ্রীমতী রাধার-বিশেষ ভাবাবতার—গদাধর গোস্বামীর সহিত 'মরম কথা' অবশ্যই অতি গোপনীয় রস। সুরসিক-গীতকর্ত্তা আমাদিগকে সে রসে বঞ্চিত রাখিয়া লোভে-লীলা-রহস্য ভাবনার অবসর দিয়াছেন। ফুৎকারের সহিত এই মরমের কথাটি কি এই ? "তোমাদের দত্ত আনন্দের প্রতিদান করার ও তোমার প্রেম-ঋণ শোধ করার শক্তি আমার নাই।" একথা নিশ্চিতরূপে অনুভব অবশ্যই আমাদের সাধ্যাতীত, ভাব-সমুদ্র-মন্থন দ্বারা ভক্তগণ অমৃতোৎপাদন করুন)।

দেখ,—মরমের কথা বলিতে বলিতে আমাদের রসের-নাটুয়া, শ্রীরাধার সহিত বিলসিত মাধবের ন্যায়—আনন্দ-হিলোলে ডগ মগ হইয়া উঠিয়াছেন এবং লুলিয়া লুলিয়া—গদাধর পণ্ডিতের-কোলে পতিত হইতেছেন !

গীত রচয়িতা-বলরাম দাসের ভক্ত-ভাবে, আক্ষেপ দৈন্যোক্তি—হায় ! গোর রসে সমস্ত জীবের শুষ্ক-ভাব দূর হইষা—জগৎ রসে পূর্ণ হইয়া গেল কিন্তু আমার পাষাণ-হৃদয় রসপূর্ণ হইবে কি—দ্রবও হইল না !

কোনও কোনও অমুদ্রিত গ্রন্থে "গোকুল পতি" স্থানে "গোলোক পতি" এবং পদকল্পতরুতে ১০ ছত্রের পরে—৭।৮ ছত্রের পরিবর্ত্তে এইটুকু অধিক আছে—"নিজ পর কিছুই না জানে, উত্তম অধম নাহি মানে" আর 'পণ্ডিতের কোলে' স্থানে ঐ গ্রন্থে ''ভকতের কোলে" এবং গৌরপদ তরঙ্গিণীতে 'পণ্ডিতের কোলে' এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

(২) শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য,—শ্রীরাগ।

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল অবনী
প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইল গৌড়দেশে
ডুবিল ভকত সব দীন-হীন-ভাষে,
দীন হীন পতিত পামর নাহি বাছে
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম যারে তারে যাচে!
আবান্ধ-করুণা-নিতাই, কাটিয়া মোহান্*
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম-অমিয়ার-বান্
লোচন বলে আমার নিতাই যেবা নাহি মানে
অনল জ্বলিয়া দি,তার মাঝ মুখ খানে।

---

(২) জড়-জগতে যেমন খাল প্রণালী বা সেচনাদি দ্বারা, বহু যত্নে নানা চেষ্টায় মৃত্তিকার-আদ্রতা সাধন, দোষ বিনাশ ও উপযোগীতা বিধান করিয়া তৎপরে বীজ বপন পূর্ব্বক বৃক্ষ লতাদি উৎপাদন করিতে হয়। চিরজ্জগতে তেমনি বিষয়-বিশুষ্ক—কুবাসনা-কঙ্করিত—অভিমান-বন্ধুর—মানব হৃদয়ে—যদি অবিচালত ভজনানুষ্ঠান ও সাধু সঙ্গাদি দ্বারা অনর্থ নিবৃত্তি হয়, তবে ক্রমশঃ তাহাতে নিষ্ঠারুচি আসক্তি ও ভাবের উদয় এবং চিত্তশুদ্ধি হইয়া কত কালে, কত আয়াসে—হয়ত বা জন্ম জন্মান্তরে—পরম-পুরুষার্থ-প্রেম লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু দেখ—আমার নিতাই চাঁদ কত গুণের গুণ-মণি! এই সুদুর্লভ প্রেমের—বন্যা আনিয়া তিনি জগৎ ভাসাইয়া দিতেছেন!!

আমার নিতাই-গুণ-মণি—প্রেমবন্যা লইয়া গৌড় দেশে আসিবামাত্র তাঁহার সকরুণ—দীন-হীন-বচনেই ভক্তগণ প্রেমের বন্যায় ডুবিয়া গেলেন, কিন্তু পতিত-পামর-দুর্গত দীনহীনগণ বঞ্চিত রহিয়া গেল! দেখিয়া আবন্ধ-করুণাময়, নিতাই-চাঁদ—ব্রহ্মার-দুর্লভ-প্রেম-ধন অবিচারিত ভাবে যাচিয়া বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন!! খাল কাটিয়া-বঞ্চিত-জনগণের গৃহরূপ দুর্ভাগ্য-দুর্গের—ভিতরে, প্রেম-সাগরের-বন্যা প্রবাহ লইয়া যাইতেছেন! সে সুধারসের প্রভাবে যাবতীয় জীবের নব জীবন লাভ হইতেছে ও চিত্ত-শুদ্ধি-সাধন এবং সকল অনর্থ—সমুদয় দুষ্কৃতি—দূর হইতেছে। প্রেম-পীযূষাস্বাদে পতিত পামর দীন হীন দুর্গত সকলেই ধন্য হইতেছে!

(৩) বরাড়ি।

অলখিতে হাম হেরি বিহসনী* থোরি।
জনু রজনী ভেল চাঁদ-উজোরি!
কুটিল-কটাখ-ছটা পড়ি গেল
মধুকর-ডম্বর, অম্বরে ভেল!

কাহাকে সুন্দরী কে উহ জান?
আকুল করি গেয়ো হামারি পরাণ!!
লীলা-কমলে ভ্রমর কিয়ে বারি—
চমকি চলালি ধনী চকিত-নেহারি,

এমন দয়ার নিধি—গুণের নিধিও পরমাদ্ভুত-শক্তিমান্ শ্রীনিতাই চাঁদকে যে হতভাগ্য নরাধম, পূর্ণ ভগবানের প্রকাশ ও জীবের পরমাশ্রয় বলিয়া মানে না গীতকর্ত্তা ঠাকুর লোচনানন্দ বলিতেছেন—এসো, তাহার মুখের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দেই। অগ্নি শুদ্ধি পবিত্রতা বিধানের এক উত্তম প্রতিকার।

পদকল্পতরুতে ৬১৬ ও ২২৩৮ নম্বরে দুই স্থানে এ গীতিটি রহিয়াছে। উভয়ত্রই "আবান্ধ করুণা নিতাই" স্থলে "আবদ্ধ করুণা সিন্ধু" অধিকন্তু ২২৩৮ নম্বরে ভণিতাও ভিন্নাকৃতি; যথা—"............যেবা না ভজিল, জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হইল।" গৌরপদ তরঙ্গিণীতে ৭ম, ৮ম, পয়ারের পরিবর্ত্তে—পাঠান্তর "অবান্ধবে সকরুণ নিতাই সুজন, ঘরে ঘরে করে প্রেমামৃত বরিষণ!"

(৩) অনুরাগ-বিমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ, কোনও সখীকে কহিতেছেন—আজ যমুনার তীর-পথে এক অপূর্ব্ব রমণীকে দেখিয়াছি। গুরুজন-সঙ্গিনী সে বিনোদিনী, অলক্ষ্য দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া—ঈষৎ-হসিতানন হওয়ায়—জ্যোৎস্না-ময়ী যামিনীর স্নিগ্ধোজ্জ্বল-প্রভার ন্যায়, এক অপূর্ব্ব-জ্যোতিতে—স্থানটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল! আরও দেখিলাম, তাহার কুটিল-

* পদকল্পতরুর পাঠান্তর—বিহসলি।

তে, ভেল বেকত পয়োধর শোভা
কনক-কলস হেরি কাহে না লোভা ?
আধ-লুকায়ল আধ-উদাস—
কুচ-কুম্ভে কহিগেও আপ কি আশ,
ভণই বিদ্যাপতি—নব-অনুরাগ !
গুপত-মদন-শর কাহে না লাগ ?

(৪)—বালা ধানশ্রী।

এ কানু এ কানু ! তোহারি দোহাই
বড় অপরূপ আজু পেখলু রাই !
মুখ-মনোহর অধর-সুরঙ্গ
ফুটল বান্ধুলী, কমল কোসঙ্গ !
লোচন-যুগল ভৃঙ্গ আকার—
মধু মদে মাতল, উড়ই নাপার,

কটাক্ষের ছটা পড়িয়া আকাশ-তলটি যেন মধুকর-নিকরে-আকীর্ণ হইয়া উঠিল ! ! সখি ! এ সুন্দরীটি কে এবং কাহার রমণী, জান ? আহা ! সে আমার প্রাণটি একেবারে আকুল করিয়া গিয়াছে ! ধনী-শিরোমণি, লীলা-কমল দ্বারা—আপন বদন-পরিমল-লুব্ধ ভ্রমর-বৃন্দকে বারণ করিতে করিতে কি বারণের ছলে—চকিতের ন্যায় আমার প্রতি চাহিয়া চলিয়া যাইতে—পয়োধরের অপূর্ব্ব শোভা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সখি ! সে স্বর্ণ-কলস দেখিলে কে না-লোভিত হয় ? (পদকল্পতরুর পাঠান্তর—কনক কমল নাহি কাহে মনলোভা) আমার বিশ্বাস—সে ধনী এতরূপ অদ্ধোন্মুক্ত, অর্দ্ধ লুক্কায়িত-কুচকুম্ভ-প্রদর্শন দ্বারা আপন মনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছে।

গীতকর্ত্তা কবি—বিদ্যাপতি ঠাকুর—সখীরূপে সকল কথা শুনিয়া, রহস্য করিতেছেন এমন নবানুরাগে—মদনের গুপ্তশর কেন লাগিবে না ?

(যাহাতে সদানুভূত প্রিয়জনকে নূতন করিয়া দেখায় রসশাস্ত্রে তাহাকেই অনুরাগ বলে। ১।২।৩।৪ ছত্রে অভিরূপতার বর্ণনা। ১২শী ক্ষণদার ৩য় গীতের আস্বাদনীতে, অভিরূপতার লক্ষণ দেখ)।

(৪) সখী, মনে মনে বলিলেন—রাধার নব-নব-মাধুরী-বিকাশের

ভাঙকি ভঙ্গীম পুছসি যদু
কাজরে সাজল মদন-ধনু ?
পীন-পয়োধর দুবরী-গাতা—
সুমেরু উপর—কনকলতা।
ভণহ বিদ্যাপতি দূতীকো বচনে—
বিকশল অনঙ্গ না হয় পহু ধরণে!

(৫) বরাড়ি।

এ সখি! বিধি কি পুরাওব সাধা ?
পুন কিয়ে নিরখব রূপ-নিধি রাধা ?
যদি পুন না মিলব সো বর-রামা—
তব জিউ-ভার ধরব কোন কামা ?
তুহু ভেলিদূতী, পাশ ভেল আশা,
জিউ বান্ধব কিয়ে করব উদাসা ?

বলিহারি! আপন-প্রাণ-কান্তেরই—ধাধা বাধাইয়া দিয়াছে!! প্রকাশ্যে কহিতেছেন—কানু! তোমার দোহাই—পরিহাস করিতেছি না। আজ সত্য সত্যই রাধার-রূপমাধুরীর বড় অপরূপ বিকাশ হইয়াছিল, সে অদৃষ্টপূর্ব্ব-মাধুরী হেরিয়া আমিই বিস্মিত মোহিত এবং বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম!—সে মনোহর-মুখ এবং সুরঙ্গ-অধর দেখিয়া আমার বিভ্রম জন্মিয়াছিল—যেন কমলের সহিত বাধুলীর ফল, ফুটিয়াছে ইত্যাদি (১৬শ ক্ষণদার ৪নং গীতের আস্বাদনী দ্রষ্টব্য)।

(৫) দূতীর বচনে-প্রাণেশ্বরীর মাধুরী-মহিমা প্রাণে লাগিয়া, অনঙ্গ-বেদনায় ও অনুরাগের আতিশয্যে—রসিক-শেখর কাতর হইয়া কহিতেছেন—সখি! বিধাতা কি আমার সাধ পূর্ণ করিবে? এই প্রকার মাধুরীতে মণ্ডিতা রূপ-নিধি-রাধাকে কি আবার দেখিতে পাইব? সে বামা-বরণীয়াকে পুনরায় না পাইলে প্রাণের বৃথা-ভার বহন করিয়া কিছুমাত্রও ফল নাই!

সখি! সর্ব্ব-গুণমণ্ডিতা—মহাচতুরা—তুমি আমার দূতী এবং আশা আমার বন্ধন-রজ্জু, এখন বল—সে রজ্জুতে প্রাণ-বাঁধিব কি মুক্ত করিয়া দিব?

হরির এইরূপ কাতর বচন শুনিয়া দূতী অবিলম্বে রমণী-সমাজের মধ্যস্থা

শুনি হরি বচন, দূতী অবিলম্বে—
আওলি চলি যাহা রমণী-কদম্বে।

কহে হরি বল্লভ "শুন ব্রজবালা।
হরি জপয়ে তুয়া গুণ-মণি-মালা!!"

(৬) ধানশ্রী।

তয়ে কলাবতী—যুবতী-সু-মুরতী' নিবসই গোকুলমাহ,
হরি অব রহসি*রভসে পুন কাহুকো—কুটিল নয়নে নাহি চাহ!
সুন্দরি! অতএ করিয়ে অনুমান—
"শুভ-খনে, স্বামি—বরক তুহু ছোয়লি; নারী-বরত-নিলকান॥ ধ্রু॥

শ্রীরাধার নিকটে আসিলেন। আসিয়া যাহা কহিলেন—গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ ভদ্ভাবাবিষ্ট হইয়া উহা প্রকাশ করিতেছেন, যথা—ব্রজ-সুন্দরী-শিরোমণি—রাধে! হরি আকুল হইয়া কেবল তোমার গুণরূপ-মণি-মালা জপ করিতেছেন!

(৬) সমাগতাদূতী আরো কহিতেছেনঃ—রাধে! এই গোকুলে কত কলাবতী—সুন্দরী—যুবতী সকল রহিয়াছেন। হরি সকলেরই চিত্তহর—কিন্তু তাহাদের চেষ্টা দেখিয়া তিনি শুধু হাস্য করেন। আর তাহাদের প্রতি কন্দর্প-রসাবেশে—ফিরিয়াও দেখেন না! কাহারও প্রতি আর কুটিল-নয়নে চাহেন না!! অতএব হে সুন্দরি! যে মুহূর্ত্তে তুমি স্বামি-ব্রত-ত্যাগ করিয়া—হরিতে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলে, সে বড়ই শুভক্ষণ ছিল। আহা! জগনারীগণের-আরাধনীয়-ধন সে নীলকান্ত—তোমার নারীব্রত গ্রহণ করিয়া প্রেমে এমন আকুল হইয়াছেন যে, পূর্ণ-রূপে তোমার 'রাই' নামটি তাঁহার কাছে উচ্চারণ করা যায় না! নামের এক একটি অক্ষরের নিমিত্ত তিনি কাঙ্গাল হইয়া উঠিয়াছেন। (রঙ্ক—দরিদ্র) রাতি, রতন, রতি, রাতুল—

*পদকল্পতরু পাঠ—হরি উপহাসি; পদসমুদ্রে—হরি অব হাসি।

তুয়া-নিজ-নাম—'রাই'ভরি কি কহব সো এক আখর—রঙ্ক
শুনইতে "রাতি—রতন, রতি, রাতুল" চমকই তোহারি আশঙ্ক
তুয়া গুণ-গাম—নাম, ঘন গাওই† অবেকত‡ মুরলী-নিসান,
সহচরী-কোরে, ভোরি তোহে ডাকই গোবিন্দদাস পরমাণ।

(৭) মায়ুর।

নব-যৌবনীধনী, জগজিনি লাবণি, মোহিনী-বেশ বনায়লি তাহ
"মনমথ-চিত—ভীত নাহি মানত" কুঞ্জরাজ পর সাজলি রাই!

ইত্যাদি কোনও কথা কেহ উচ্চারণ করিলেই তোমার 'রাই' নামের আগ্নক্ষর 'র' এই বর্ণটি শুনিবামাত্র চমকিয়া উঠেন!!

সুস্পষ্টোচ্চারণে—স্ব-মুখে—তোমার নাম গুণাদি-গানের শক্তি হারাইয়া মুরলীর-অব্যক্ত-কল-ধ্বনিতে উহা গাইয়া-প্রাণ জুড়াইতেছেন!! (নিসান—নিঃস্বন; অবেকত—অব্যক্ত) বিভোর অবস্থায় অন্য প্রিয়তমা কান্তার—ক্রোড়ে থাকিলেও প্রলাপের ন্যায় তোমাকে ডাকেন!! আমি পরের মুখে শুনিয়া এ সকল কথা বলিতেছি না। (দূতীর ভাবে আবিষ্ট—গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ কহিতেছেন) আমি স্বয়ং এ সকল কথার সাক্ষী। হরির এই রূপ শোচনীয় দশা স্বয়ং দেখিয়া আসিতেছি।

(৭) তরুণী মণি-শ্রীরাধার স্বাভাবিক-লাবণ্যই জগৎ-বিজয়ী; তাহাতে আজ আবার মোহিনী-বেশ রচনা করিতে লাগিলেন এবং কুঞ্জরাজ-কৃষ্ণ বৃন্দাবনের নবীন-মনমথ বলিয়া চিত্তে বিন্দুমাত্রও ভয় না বাসিয়া—পরাক্রমী

†গান ঘন গাবাই। ‡আব কত—পদকল্পতরুর ভুল পাঠ।

চললি নিকুঞ্জে কুঞ্জর-বর-গমনী—

যুবতী-যূথ-শত,—গাওত বাওত, চলত চিত্রপদ বিদগধ-রমণী॥ ধ্রু॥

হেরইতে শ্যাম—সুরত-রণ-পণ্ডিত, হাসি মদন-মদে মাতলি বালা।

রতি-রণ-বীর ধীর-সহচরী-মেলি, বরিখয়ে নয়ন-কুসুম-শর-মালা।

সম্রাটের প্রবলতর-প্রতিদ্বন্দ্বীর ন্যায় কুঞ্জরাজের প্রতিকূলে সাজিলেন! কিম্বা "মন্মথ (কন্দর্প) আমাকে ভয় করে না—আজ তাহাকে শিক্ষা দিব!" এইরূপ মনে করিয়া অতুল রতিযুদ্ধ দ্বারা তাহাকে ভীত ও বিস্মিত করিবার নিমিত্ত স্বীয় বল্লভ কুঞ্জরাজের সহিত যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। গজেন্দ্র-গমনী শত শত বিদগ্ধা-যুবতী-যূথের সহিত গানবাদ্যের তরঙ্গ তুলিয়া বিচিত্র গতিতে নিকুঞ্জে চলিলেন!

রণ পাণ্ডিত উপযুক্ত প্রতি যোদ্ধাকে দেখিলেই রণ সাজে সজ্জিত—বীরের প্রাণ যেমন বীর রসে মাতিয়া উঠে! তেমনি সুরত-রণ-পণ্ডিত-শ্যামকে দূরে দেখিয়াই আমাদের সুরত-রণ-সজ্জিতা-বীরবালা রণ-মদে মাতিয়া-উঠিলেন। রতি-রণ-বীর শ্যাম-সুনাগর এবং রতি-রণ-ধীর (সমর্থ) সুনাগরীতে মিলিয়া প্রথমতঃ নয়নে নয়নে কন্দর্প-বাণ বর্ষণ আরম্ভ হইল। তৎপর উত্তেজিত যোদ্ধৃদ্বয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলে পাশ-বন্ধন-যুদ্ধ চলিতে লাগিল! উভয়ে উভয়কে ভুজ-বন্ধনে বাঁধিয়া আয়ত্ত করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে অঙ্গে অঙ্গে মল্ল-যুদ্ধ!! কাহারও জয় বা ভঙ্গ নাই—তুমুল দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল!! কিঙ্কিণীর রণ-বাদ্য হইতেছে—কিন্তু সে ধ্বনি গীতকর্ত্তা সখী-ভাবাবিষ্ট গোবিন্দদাসের বাঞ্ছিত শেষ-লীলার তাল লয়ে এখনও বাজিতেছে কি না ঠিক না বুঝিয়া কহিতেছেন—কোন্ তরঙ্গে কিঙ্কিণী বাজিতেছে, এখনও আমি বুঝিতেছি না!!

কেবল বসন্তাভিসারেই গান বাদ্যাদির সহিত বন-গমনের রীতি। বসন্তাভিসারের এ গীতটি—সন্ধ্যা-কালিক-লীলা গানের ভিতরে কেন? এ প্রশ্নটির

নয়নে নয়নে বাণ, ভুজে ভুজে বন্ধন, তনুতনু পরশিতে নাহি জয় ভঙ্গ,
গোবিন্দদাস কহ, অবনাহি সমুঝিয়ে, বাজত কিঙ্কিণী কোন তরঙ্গ ?

(৮) মাথুর।

সঘনে আলিঙ্গন করু কতছন্দ,
যনু ঘন দামিনী লাগল দ্বন্দ্ব !
বদনে বদন ধরু—"মনমথ-ফন্দ—
কিয়ে, একুঠামে বান্ধল যুগচন্দ ?"

মদন-মহোদধি উছলে হিলোর—
যনু নিধি-যুগল করত ঝকঝোর !
শ্রমজলে-পূরিত তুহু ভেল এক
যনু রতি মঙ্গল-জয়-অভিষেক।

উত্তর বোধ হয় এই যে—আমাদের প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বরীর ইচ্ছানুসারে—কাল লীলার অধীন হইয়া লীলা সম্পাদন করিয়া থাকেন। লীলা-শক্তি সর্ব্বদাই অঘটন সংঘটনী ; বৃন্দাবনে কিছুই অসম্ভব নাই।

(৮) স্থির মেঘের মধ্য হইতে মুহুর্ম্মুহু বিদ্যুৎ-বিকাশের সৌন্দর্য্য বড়ই চমৎকার! কিন্তু মেঘের উপরে আরোহণ করিয়া বিদ্যুতের মেঘকে আলিঙ্গন আরোও মহা-মনোহর এবং পরমাদ্ভুত-দৃশ্য! আমাদের রসবতী-নাগরী-মণি আজ সেইরূপ অদ্ভুত শোভা প্রদর্শন করিয়া—নানাবিধ বিনোদ-ছন্দে রসের-বধুয়াকে আলিঙ্গন ও আনন্দ দান করিতেছেন!!

বদনে-বদন সন্মিলনের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া ,বোধ হইতেছে যেন মন্মথের ফাঁদ—আজ দুই পূর্ণ-শশধরকে একত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

একই চন্দ্রের কিরণেই সমস্ত জগতের অন্ধকার-রাশি বিধ্বংস বা বিদূরিত হয়, কিন্তু কি আশ্চর্য্য-আজ আমাদের সুকেশিনী রাধার কেশরূপ তিমিরাবলী যুগপৎ দুই পূর্ণচন্দ্রকে ঘেরিয়া বিরাজ—করিতেছে! যেন চির পরাজয়ের শোধ লইতেছে, আর আনন্দে নাচিতেছে।

ক্রোধান্ধ জনকে যেমন রাগী বলা যায় তেমনি—যে, রঞ্জিত হয় তাঁহাকেও

ঘেরি রহল, কচ-তিমির-বিথার—
যনু, রণ-জীতল—জয় পরচার।
রাগী অধর, উরজ অতি-চণ্ড—
নাগরে রদ-নখ খণ্ডন-দণ্ড!!

কুচপর বিদগধ-পানি বিরাজে—
কনক-কলসে যনু কিশলয় সাজে!!
সব কাননভরি পরিমল ভাণ
হরি বল্লভ—অলী কুল গুণ গান।

রাগী বলে। আর, যাহার স্বভাব উগ্র—কাহারও নিকটেই নম্র হয় না তাহাকে যেমন 'চণ্ড' বলা যায়, তেমনি যাহার অঙ্গ—কঠিন; প্রকৃতি—অনবনত; সেও চণ্ড শব্দের বাচ্য। প্রথমার্থের লক্ষীভূত—রাগী ও চণ্ড প্রাণীরা যেমন প্রহারাদি কোন দণ্ডই গ্রাহ্য করে না, তেমনি আজ দ্বিতীয়ার্থের লক্ষীভূত—আমাদের কেলী-কলাবতীর তাম্বুল-রঞ্জিত অধর এবং উন্নত-শির-কঠিন-পয়োধর—দশনের (রদের) এবং নখের আঘাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া নাগরের মুখে ও বক্ষে অনবরত আঘাত করিতেছে! আহা! আজ যেন উচ্ছলিত মদনের মহা-সমুদ্রে হেম-নীল দুইটি মহামণি একত্রে তরঙ্গে দুলিতেছে ও ঝকমক করিতেছে!!

সখি! দেখ দেখ, শ্রমজল-প্লুত-প্রণয়ী-যুগলের অঙ্গ দুখানি ঠিক যেন এক হইয়া গিয়াছে। শ্রম-জলে—রতি জয়ের মঙ্গলাভিষেক হইতেছে! আর ধনী-মণির কুচ-কুম্ভের উপরে বিদগ্ধ-নাগরের—কর-কিশলয়—যেন উৎসবের শুভ-স্বর্ণ-কলসোপরে নবীন-পল্লবের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে!!

সমস্ত কানন ব্যাপিয়া পরিমল-ভ্রান্ত অলিকুল গুঞ্জন ছলে রাধামাধবের গুণ গান করিতেছে দেখিয়া তাহাদের ধ্বনির সহিত শব্দ মিশাইয়া—সখী ভাবাবিষ্ট-গীতকর্তা হরিবল্লভ, অনুচ্চস্বরে অপরা সখী সম্বোধনে, এ গীতে যুগল বিলাসের গুণ গান করিয়াছেন।

শ্রীরাগ। (৯)

কিবা সে দোঁহার রূপ!
কিশোরা কিশোরী, পশরা পসারি*, রভস-রসের কূপ ॥ ধ্রু ॥
রবির কিরণে, মলিন ইন্দু, কুমুদ মুদিত লাজে,
চান্দের ভরমে, চকোর মাতল, ইন্দীবর হাসে মাঝে!
চান্দের উপরে, এক বিধুবর†, ইন্দু উপরে শশী!
চকোর—উপরে, পিয়ে সুধাকর—খঞ্জন উপরে বসি‡

---

(৯) এ গীতে বিপরীত রতি-রণ-নিরত নাগর-নাগরীর যুগল-রূপের বর্ণনা। যথা, সখীর উক্তি—আহা! দুই জনের কি অপূর্ব্ব ভাব-ব্যঞ্জকরূপের বিকাশ হইয়াছে! আজ কিশোর কিশোরী—যে রূপের পসরা বিস্তার করিতেছেন, ইহা—আনন্দরসের কূপ! দেখ—কত ভাবে কত ভঙ্গীতে উহা হইতে রসের উৎস উৎসারিত হইতেছে!!

(শ্রীরাধার ললাটস্থ সিন্দুর-সূর্য্যের চাকচিক্যময়-দীপ্তির নিকটে নাগরের চন্দন তিলকরূপ চন্দ্র নিষ্প্রভ (মলিন) এবং শ্রীরাধার সদা-সুবিকশিত প্রফুল্লকুমুদিনীর ন্যায় সুশোভন হাস্য-সৌন্দর্য্য প্রচ্ছন্ন দেখিয়া—সখী কহিতেছেন) দেখ রবির কিরণে—চান্দকে মলিন দেখিয়া বুঝি কুমুদিনী—মুদিত হইয়া রহিয়াছে!! (আর নাগরের অতৃপ্তাকাঙ্ক্ষ-নয়নদ্বয়, শ্রীরাধার বদন দর্শনানন্দে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া—কহিতেছেন) আর চন্দ্র-ভ্রমে চকোর মাতিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া—উভয়ের মধ্য স্থানে সংস্থিত ইন্দীবর (শ্রীরাধার নয়ন-যুগল) তৎপ্রতি চাহিয়া হাসিতেছে!

(তারপর লীলা-তরঙ্গে শ্রীরাধার চন্দ্রানন, কৃষ্ণ-মুখ-চন্দ্রের উপরে বিরাজিত দেখিয়া কহিতেছেন) মরি! মরি! দেখ, এক্ষণে মধুরিমার অবধি হইয়া উঠিয়াছে—চাঁদের উপর চাঁদ!! আবার লীলারঙ্গে তৎব্যতিক্রম দৃষ্টে

পদকল্পতরুর পাঠান্তর—* রূপ পসারই। † চান্দ পেখলু। ‡ প্রেমের আবেশে, পিয়ে রস-সুধা, খঞ্জন যুগল পশি।

যমুনা তরঙ্গে অরুণ উদয়, তারার পসার তথা,
অরুণ চাপিয়া, তিমির রহল, কিনা অদভূত কথা!!
তড়িত উপরে* সুমেরু শিখর, ঘনের জনম তায়,
কনকা লতায়, মুকুতা ফলল, কেবা পরতিত যায়।

উৎফুল্ল হইয়া কহিতেছেন—ওমা! দেখ দেখ কত ভাবে চাঁদের উপরে চাঁদের অবস্থান!!! অন্ত তরঙ্গে শ্রীরাধার—নয়নে দৃষ্টিপাত হইলে দেখিলেন, শ্রীহরির চঞ্চল-নয়ন-খঞ্জনের উপরিভাগে সংস্থিত থাকিয়া নয়ন দুটি; যেন ভোর হইয়া তদীয় বদন-চন্দ্রের সুধা পান করিতেছে। দেখিয়া আনন্দবেগে কহিতেছেন—'চকোর চাঁদের নিম্নে অবস্থান করিয়া, ঊর্দ্ধমুখে সুধা পান করিয়া থাকে' ইহাই জগতের রীতি; কিন্তু দেখ কি অদ্ভুত—দুইটি প্রমত্ত-চকোর, দুইটি খঞ্জনের উপরে বসিয়া, অধোমুখে চাঁদের সুধাপান করিতেছে!!

(শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল ললাটে রাধার সিন্দুর-সূর্য্য মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে দেখিয়া কহিতেছেন) আরোও এক অপূর্ব্ব রঙ্গ দর্শন কর—আকাশ ছাড়িয়া আজ কালিন্দীর চঞ্চল-নীল-সলিলের তরঙ্গে অরুণের উদয় হইয়াছে! (প্রাণেশ্বরীর বিচ্ছিন্ন-হারের মুক্তাবলী নাগরের বক্ষে বিকীর্ণ দেখিয়া কহিতেছেন) অরুণের সহিত কখনও তারাগণের উদয় সম্ভবে না কিন্তু আজ একত্রে সমস্ত অদ্ভুতের সমাবেশ! দেখ—যমুনার তরঙ্গে তারাগণও প্রসারিত রহিয়াছে!! (তরঙ্গান্তরে—বিনোদিনীর সিন্দুর-বিন্দুর উপরে আলুলায়িত কুন্তল নিপতিত হইলে কহিতেছেন) কি অদ্ভুত! ঐ দেখ—তিমির অরুণ কে চাপিয়া রহিল!

(লীলাবসানে বিদ্যুল্লতা-রূপিনী বিলাসিনী-সাম্রাজ্ঞী, জলধরসদৃশ নাগরকে কোলে করিয়া কেলী-শয্যায় শায়িত দেখিয়া কহিতেছেন) আরোও এক অদ্ভুত দেখ—এক্ষণে সৌদামিনীর উপরে সুমেরু অবস্থিত এবং তাহাতে মেঘের উদয় হইয়া রহিয়াছে! (শ্রীরাধার হেমলতা তনুখানিতে

* কনকলতায়। † ঘনের—এ দুইটিই পদকল্পতরুর ভুল পাঠান্তর।

রাধামাধবের, আরতি এসব, কহিতে ভরসা কায়,*
রসের পাথারে, না জানি সাঁতারে, ডুবিল শেখর রায়।

(১০) কামোদ।

করতলে কুম কুমে, সোমুখ মাজল অলক তিলক লিখিভোর,
সজল বিলোচন, ঘন ঘন হেরইতে, ভাকই গদ গদ বোল !

ঘর্ম্ম-বিন্দুর উদ্ভব দেখিয়া কহিতেছেন) আর সোনার লতায় মুক্তা ফলিত হইয়াছে !!

হায় ! রাধামাধবের এ সকল, আরতি পরিণতি কাহার কাছে কহিব ! কে ইহা বিশ্বাস করিবে ? সখি ! আর আমি সাঁতার জানিনা রসের প্রান্তরে ডুবিলাম ! (এ গীতটি সমস্তই সখীভাবাবেশে গীতকর্ত্তা রায়শেখরের উক্তি)।

(১০) লীলাবসানে কিঙ্করী-পরিসেবিতা—অপগত-শ্রমা—শ্রীরাধা, দর্পণের দ্বারা স্বকীয় বদনে, কান্ত-কৃত-দশনাঘাত ও সর্ব্বাঙ্গে সম্ভোগ-চিহ্নাদি দর্শনে আনন্দ-গর্ব্বানুভবে—কটাক্ষ দ্বারে কৃষ্ণ-মাধুরী আস্বাদন করিতে করিতে মদভরে স্বাধীন-কান্তা হইয়া কান্তকে কহিলেন—নির্লজ্জ-রাজ ! আমাকে সখীদিগের নকটে লজ্জিত করিতে বুঝি বাসনা হইয়াছে ? তাহা হইবে না, অভিসার সময়ে আমার যেমন বেশ ছিল ঠিক্ সেই রূপ করিয়া সত্বর আমাকে সাজাইয়া দেও ;—ইতি-বচনে সকল-কলা-গুরু-নাগর, প্রাণেশ্বরীর বেশ রচনা করিতেছেন, কোনও সখীর মুখে এ গীতে তাহারই বর্ণনা। যথা—

দেখ—কলাগুরু-নাগর, কোমল-করতলে কুমকুম লইয়া প্রিয়তমার বদন-মার্জ্জন করিলেন। আহা ! বিন্দুরেখাদিময়-অলকাতিলক লিখিতে লিখিতে ভোর

---

* রসবৈভব কহিতে শকতি কায়—ইতি পদকল্পতরু।

ধনি ধনি রমণী-শিরোমণি রাই—
লোচন ওত, করত নাহি মাধব, নিশি দিশি রস অব গাই !
লোচন-খঞ্জন, অঞ্জনে রঞ্জই, নব-কুবলয় শ্রুতি মূলে,
অতসী-কুসমগোরি, ললিত হৃদয়ে ধরি, কৃপণ-হেম-সমতুলে।
যাবক-চিত্র—চরণ পর-লেখই, মদন পরাজয় পাঁতি,
গোবিন্দ দাস—কহই ভেল কানুকো লিখইতে আরকত-ভাতি।

হইয়া গেলেন ! সজল-নয়নে ঘন ঘন বিনোদিনীর বদন বিলোকন করিতেছেন—কণ্ঠস্বর গদগদ হইয়া উঠিয়াছে !

ধন্য আমাদের রাজনন্দিনী রাধা। মাধব যাহাকে এক মুহূর্ত্তেও নয়নের অন্তর (ওত) করিতে পারেন না, সে রমণী শুধু ধন্যা নয়,—সে, রমণীগণের শিরোমণি ! ! চাহিয়া দেখ—কুঞ্জরাজ, রাধার নয়ন-খঞ্জন দুইটিকে অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত করিয়া দিতেছেন এবং নবীন-নীলোৎপল দ্বারা কর্ণাবতংশ রচনা করিয়া দিতেছেন।

কৃপণের নিকটে হেমপিণ্ড যেমন প্রাণের বস্তু, অতসী-কুসুম-গৌরী শ্রীরাধার তনুখানি ব্রজনাগরের সেইরূপ সাধের ধন ; তাই নানা ছলে উহা ললিত হৃদয়ে ধরিয়া—কত সাধে, কত আনন্দে—উচ্ছলিত হইতেছেন ! দেখ দেখ এক্ষণে—মনের সাধ পূর্ণ করিয়া যাবক চিত্র রচনা দ্বারা, রাধার রাতুল-চরণতল-রঞ্জিত করিতেছেন ! দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন মদন আপনার পরাজয় পাত্রিকা লিখিতেছে ! !

সখীর ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস কহিতেছেন—আহা ! যাবক চিত্র লিখিতে লিখিতে কানুর তনুখানিও, অনুরাগে—যাবকের ন্যায় আরক্ত-কান্তি হইয়া উঠিল ! (আরকত—আরক্ত ; ভাতি—কান্তি)।

ধনি ধনী-রমনী ইতি পদে—পদকল্পতরুতে এ গীতের আরম্ভ এবং ভণিতার শেষাংশ এইরূপ "ভালে হোয়ল কানুকো আর কত হাত"।

(১১) প্রার্থনা,—বরাড়ি।

রাধাকৃষ্ণ ! নিবেদন এই জন করে—
দুহু অতি-রসময়, সকরুণ হৃদয়, অবধান কর নাথ মোরে,
হে কৃষ্ণ ! গোকুলচন্দ্র, গোপীজন-বল্লভ, হে কৃষ্ণ-প্রেয়সী-শিরোমণি
'হেম-গৌরী, শ্যাম-গাত্র, শ্রবণে পরশমাত্র গুণ শুনি জুড়ায় পরাণি,

---

(১১) প্রেমলীলা-বিহারী-রসময়-রসময়ী-রাধামাধবের চরণকমল—যদিও কেশ শেষাদি দেবাধিদেব দিগেরও দুরধিগমা, কিন্তু এমন সুদুর্লভ-ধনও শ্রীরাধার সখী মঞ্জরীগণের অনুগা প্রেমসেবার প্রগাঢ়-লালসা দ্বারা মানবে লাভ করিতে পারে। শ্রদ্ধা বিশ্বাসের সহিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের—নাম, গুণ ও লীলাদি—শ্রবণ-কীর্ত্তন ও অনুধ্যান দ্বারা লালসার উদয় হয়। প্রকৃত লালসার প্রকৃতি, প্রায় ক্ষুধার তুল্য। 'না খাইলে, যেমন অন্য কোন উপায়েই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না, তেমনি,. 'না পাইলে' কিছুতেই প্রকৃত লালাসার শান্তি হয় না! সুদীর্ঘ-কাল ব্যাপী যে ক্ষুধায়—আহার্য্য ব্যতীত—অন্য সমস্ত সুখসাধক বস্তুরও বাঞ্ছিত-ব্যবহারের প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপাদন করে, স্ত্রী পুত্রাদির সহিত সপ্রেম ব্যবহার পর্য্যন্ত যাহাতে বিরক্তি কর হইয়া উঠে; ঐ রূপ ক্ষুধার নাম প্রগাঢ় ক্ষুধা! ভক্তের প্রাণে যখন যুগল-সেবার লালসা ঠিক এই প্রকার প্রবল হয় তখনই তাহাকে বলা যায় "প্রগাঢ় লালসা"। এই গীতিটি প্রগাঢ় লালসার জীবন্ত-চিত্র।

সিদ্ধদেহাভিমানে—সেবাপ্রাণা-সখীর ভাবাবশে—যুগল বিলাস রসাস্বাদন করিতে করিতে—এই গীত-রচয়িতা মহানুভব-নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের, হঠাৎ বাহ্য স্ফূর্ত্তি হওয়ায়—সাধকোচিত-প্রগাঢ় লৌল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি সদৈন্যে শ্রীরাধামাধবের কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন। যথা :—

হে রাধাকৃষ্ণ ! আমার একটি নিবেদন শুন ! যদিও আমি এরূপ প্রার্থনা করিবার যোগ্য নহি এবং আমার প্রাণ, মন, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি কিছুই তদুপ-

অধম দুর্গত জনে, কেবল করুণা মনে, ত্রিভুবনে এ যশ খেয়াতি—
শুনিয়া সাধুর মুখে, শরণ লইনু সুখে, উপেখিলে মোর নাহি গতি,
জয় কৃষ্ণ জয় রাধে! জয় কৃষ্ণ জয় রাধে! জয় কৃষ্ণ! জয় রাধে রাধে?
অঞ্জলি মস্তকে করি নরোত্তম ভূমে পড়ি কহে পহু পূর—মোর সাধে।

যোগী নহে, তথাপি এরূপ প্রার্থনা করার কারণ এই যে—প্রথমতঃ—তোমরা এখন অভিলষিত-লীলা-রসের পূর্ণাস্বাদে 'অতি রসময়"; এবং সফল-মনোরথ আনন্দ বিনোদিত-দাতার ন্যায়, করুণার্দ্র হৃদয়; অতএব বর্ত্তমান সময়টি সাধন-বিহীন-জনের নিবেদন-বিজ্ঞাপনের বড় সুসময়। পক্ষান্তরেও—দেখ, কেবল তোমরা দুজনেই আমার "নাথ" অর্থাৎ সর্ব্বময় কর্ত্তা ও কর্ত্রী, অতএব একটি বার আমার দুঃখের ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি অবধান কর। হে কৃষ্ণ! (তুমি সর্ব্বাকর্ষক) হে গোকুল চন্দ্র! (তুমি সর্ব্বাহ্লাদক) হে গোপী জন-বল্লভ! (তুমি নিখিল-গোপ-সুন্দরীগণের ও তাহাদের চরণাশ্রিত জন-সকলের প্রিয়তম) আর হে কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি! (তুমি সর্ব্বগুণে অতুলনীয়া) নামেই বলিয়া দিতেছে তোমরা দুজনে প্রেম করুণার অক্ষয়-ভাণ্ডার—অগাধ সমুদ্র! তাই আমার বিশ্বাস ও ভরসা যে করুণা বিতরণে কখনও তোমরা যোগ্যাযোগ্যের বিচার করিবে না!

হে কাঞ্চন-গৌরাঙ্গিণী রাধে! হে শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ! তোমাদের এক একটি গুণের কথা শুনিতেই প্রাণ জুড়াইয়া যায়! আমি দুদ্দশার-কূপে সদা-নিমগ্ন থাকিলেও—সাধু ভক্তের মুখে শুনিয়াছি যে, "অধম দুর্গতের প্রতি তোমাদের অবিচারিত করুণা" (কেবল করুণা) তোমাদের এ যশে—এ সুখ্যাতিতে ত্রিভুবন পূর্ণ। এই সুসংবাদে আমি বড়ই আশান্বিত হইয়া তোমাদের শরণ লইয়াছি। উপেক্ষা করিলে আমার আর কোনও উপায় নাই!

হে রাধে! হে কৃষ্ণ! ভূয়ো ভূয়ো তোমাদের জয় ঘোষণাও উচ্চারণ করিতে

(১২) পূরবী।

দোহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব উপমা!
কুবলয়-চান্দ মিলন একু ঠামা?

শ্যামর-নাগর, নাগরী গোরী—
নীলমণি-কাঞ্চনে লাগল জোরি!

বড় আনন্দ বোধ হইতেছে। তোমরা জয়যুক্ত হইয়া নিরন্তর বিলাস নিরত থাক এবং মস্তকে অঞ্জলীবন্ধন পূর্ব্বক ভূমিতে প্রণত হইয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি এ শরণাগত নিরাশ্রয় জনের প্রতি কৃপা বিতরণ কর। দাসীর অনুদাসী করিয়া আমার "সাধ" পূর্ণ কর।

(১২) এ গ্রন্থের মহানুভব-সংগ্রহকর্ত্তা পূর্ব্বোক্ত গীতকর্ত্তার সহিত সাধক-ভাবে আবিষ্ট হওয়ার পরে, পুনরায় তাঁহার সিদ্ধভাবের অত্যাবেশ জাগিয়া উঠিয়াছে—তিনি দেখিতেছেন—

প্রভাত সমাগত প্রায়, কলঙ্ক-ভয়-শঙ্কাকুলিত—রসময়-রসময়ী কেলী-তল্পে উপবিষ্ট। দুজনেই বিচ্ছেদ-বজ্রাঘাতের ভয়ে ও আদরে-অনুরাগে এবং অনন্ত প্রেম-পিপাসায় আকুল! প্রগাঢ় রূপে একে অপরের গলা জড়াইয়া, অঙ্গে অঙ্গ দিয়া, বিচিত্র লীলায় বিলসিত। কোনও সখী অপরাকে কহিতেছেন—

আহা! উভয়ের শ্রীবদন-যুগলে আজ যে অনন্তাদ্ভুত—সৌন্দর্য্য-মাধুরী পরিব্যক্ত হইতেছে ইহার উপমা নাই! চন্দ্রের এবং কুবলয়ের সম্মিলন-সৌন্দর্য্য কেহ কখনও দেখে নাই আজ তাহা আমাদের সম্মুখে সংঘটিত!

আহা। আমাদের শ্যাম-সুনাগর এবং গৌরী-সুনাগরী আজ কাঞ্চন জড়িত নীল-মণির-মহাভূষণের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন!! দেখ দেখ—প্রীতি-রসার্দ্র-নিবিড়ালিঙ্গনে আমাদের কেলী-বিলাসিনী-রাধা, কান্তকে জড়াইয়া রহিয়াছেন, বোধ হইতেছে যেন স্বর্ণলতা তমালকে বেষ্টন করিয়াছে! এখন কোন্ বজ্রবুকী এ বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিবে?

নিবিড় আলিঙ্গনে পীরিতি রসাল—
কনকলতা যৈছে—বেঢ়ল তমাল!
রাই-পয়োধরে প্রিয়কর সাজ—
কুবলয়ে শম্ভু পূজল কামরাজ?
রায় শেখর কহে—নয়ন-উল্লাস
নব-ঘন থির-বিজুরী পরকাশ!!

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ব বিভাগে প্রগল্ভা বর্ণনে সপ্তদশ ক্ষণদা।

আরোও দেখ—রাধার পয়োধরে—প্রিয়তমের পাণি কেমন সুন্দর শোভা পাইতেছে, যেন কন্দর্প-রাজ কুবলয়ের দ্বারা স্বর্ণময়-শম্ভুর পূজা করিয়াছেন!! হায়! হায়! কোন্ পাষাণী এ শোভা ভাঙ্গিবে? এ-পূজার-ফুল সরাইতে কার প্রাণে সহিবে?

পদকর্ত্তা রায়শেখর—সখী-ভাবাবেশে কহিতেছেন, এ বিচিত্র-বিলাস ও অবস্থান-মাধুরী দেখিয়া বড়ই ধাঁধায় পড়িয়াছি। সকলেই জানেন মেঘের কান্তি নয়ন-স্নিগ্ধ কর বটে কিন্তু আঁখির উল্লাস-জনক নহে, আর বিদ্যুতের প্রভা চির-দিনই চঞ্চলা ও নয়নের ধাঁধাঁ বর্দ্ধক, কিন্তু কি আশ্চর্য্য আমাদের সম্মুখে আজ নয়নোল্লাসক অভিনব মেঘ ও স্থির-বিজুরী ভূতলে অভ্যুদিত!!

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ অষ্টাদশ ক্ষণদা,—শুক্লা তৃতীয়া।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য,—সিন্ধুড়া।

গৌরাঙ্গকরুণা-সিন্ধু অবতার,
নিজগুণে গাঁথিয়া, নাম-চিন্তামণি, জগতেপরাওল হার!
কলি-তিমিরাকুল, অখিল লোক দেখি, বদন-চাঁদ পরকাশ,
লোচন-প্রেম—সুধারস-বরিষণে, জগজন তাপ বিনাশ।

---

(১) গুণে, মহিমায়, এবং বাঞ্ছিত দানাদি-কার্য্য-কারিতায়, ক্ষীর-সমুদ্র চিরদিন জগতে প্রধান ছিল কিন্তু আমার শ্রীগৌর মহাপ্রভু, করুণার সমুদ্ররূপে অবতীর্ণ হওয়ায়, তাহার সমুদয় অসাধারণত্ব দূর হইয়া গিয়াছে! ক্ষীরাব্ধি হইতে রত্নাদি লাভ, বহু শক্তি-সম্পন্ন-জনেরও বহ্বায়াস সাধ্য, কিন্তু আমার করুণা-সিন্ধু-গৌরহরি—নিজ গুণ-রূপ সূত্রের সহিত পরম-ধন-নাম-চিন্তামণির মালা দৃঢ় করিয়া গাঁথিয়া (হরিনাম মহামন্ত্রই নাম চিন্তামণির মালা।) নিজেই হরিরূপে জগতের হৃদয়ে পরাইয়া দিতেছেন!! আর তোমার—ক্ষীর-সমুদ্র-সমুদ্ভূত শশধরের কিরণে—গৃহমধ্য বা গহ্বরাদির অভ্যন্তর-ভাগ প্রকাশিত হয় না—আবার সে আলোক থাকে কেবল শুক্লাপক্ষের নিশিতে; তাহাতেও আবার সকল নিশির সমস্ত সময় ব্যাপিয়া থাকে না—কিন্তু দয়ানিধি গৌর-ভগবান্ যখন দেখিলেন অখিল লোক, কলি-তিমিরাচ্ছন্ন। আর থাকিতে পারিলেন না! অমনি অপরূপ-নবীন-চন্দ্ররূপে স্বকীয় বদন-সুধাকরের উদয় দ্বারা —রাত্রি দিবা নির্ব্বিশেষে করুণা-কৌমুদী বিতরণ করিতেছেন ও জীবের হৃদয়-

ভকত-কলপতরু—অন্তরে অন্তরু রোপল ঠামহিঠাম,
যছু পদতল, অবলম্বন-পন্থিক, পুরল নিজ নিজ কাম ;
ভাব-গজেন্দ্র চঢ়াওয়ে অকিঞ্চনে, ঐছন পঁহুকো বিলাস,
সংসার—কাল—কূট-বিষে দগধল, একলি গোবিন্দ দাস !

ভাস্বরস্থ পাপ তমো পর্য্যন্ত চিরস্থায়ী রূপে বিনষ্ট করিতেছেন !! কলি-তিমির, পলায়নের পথ পাইতেছে না ! তাহার পর দেখ—ক্ষীর-নিধি-সমুদ্ভূত সুধায়, শুধু দেবগণ অমর হইয়াছিলেন কিন্তু করুণাসাগর শ্রীশচীনন্দন—নয়নাশ্রুরূপে, প্রেমসুধা নিরন্তর-বর্ষণ দ্বারা—নিখিল জগজ্জনের সর্ব্বপ্রকার তাপ বিনষ্ট এবং জীবের নবজীবন দান করিতেছেন !!

আর ক্ষীর-নিধিজাত "কল্পতরু" কেবলমাত্র একটি। তাহাও লোকের কোনও কাজে লাগিতেছে না, কেবল অমরাবতীতে রহিয়াছে কিন্তু আমার দয়াল গোরহরি, স্বীয় ভক্ত রূপ অসংখ্য কল্পতরু, দূর দূরান্তরে স্থানে স্থানে রোপণ করিতেছেন। (অন্তরে—ব্যবধানে। অন্তরু—অন্তর করিয়া, সরাইয়া) তাহাতে সংসার-পথের-পথিক জীবগণ তাহাদের পদতলে (নীচে) আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জুড়াইতেছে এবং বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতেছে ! ক্ষীর-নিধির দান একটি মাত্র ঐরাবত—এবং পাইয়াছেন কেবলমাত্র দেবরাজ ! এদিকে আমার কৃপা-মহোদধি-গৌরসুন্দর, অকিঞ্চন অর্থাৎ যাহার কিছুই নাই এমন নিঃসম্বল জীবকে পর্য্যন্ত—ভাব রূপ গজেন্দ্রের উপরে চড়াইয়া প্রেমানন্দের রাজ্যে বিচরণ করাইতেছেন ! বিকৃত-মতাদি—ভক্তি-পথের কণ্টকে আর তাহাদের পদ স্পর্শও করিতে পারিতেছে না।

গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ সাধকোচিত দৈন্য প্রকাশে কহিতেছেন, আমার প্রভুর করুণা-বিলাস এইরূপ মহাদ্ভুত ! তথাপি হতভাগ্য আমি, পাইয়াছি গরল ! অর্থাৎ নিজ দোষে সংসার কালকূটে দগ্ধ হইতেছি !!

পদকল্পতরুতে "কলিতিমিরাকুল অখিল" ইতি পদে এ গীতের আরম্ভ।

(২) শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য,—শ্রীরাগ।

নিতাই, করুণাময়—অবতার,
দেখিয়া দীনহীন, করয়ে প্রেমদান, আগম নিগমের সার।
সহজে ঢলঢল, সজল-নিরমল—কমল, জিনিয়া আঁখি-শোভা।
বদন—মণ্ডল, কোটি-শশধর জিনিয়া জগ-মন-লোভা!!

---

(১) শ্রীগৌর-ভগবান যেমন করুণার সাগর; তৎ প্রকাশ-মূর্ত্তি শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রও তেমনি করুণাময় অবতার। শ্রীনিতাইয়ের "ভাইয়া" গৌরসুন্দরের প্রতি যে, ভাবময় প্রীতি—তাহাও প্রত্যক্ষরূপে জীবের প্রেম-ভাব সংবর্দ্ধক, সুতরাং শ্রীনিতাইচাঁদ সর্ব্বপ্রকারে কেবল করুণার মূর্ত্তি। দেখ জগতের জীবগণকে দীনহীন অর্থাৎ ভক্তিসম্বল—প্রেমসম্পদ এবং প্রকৃত-ধর্ম্মাচার বিবর্জ্জিত দেখিয়া, বেদ-তন্ত্রাদির-সারধন-ব্রজভাবানুগ-প্রেম, তিনি যাচিয়া বিতরণ করিতেছেন!

নবনীত, দধি-দুগ্ধের পরম সার বস্তু; কিন্তু দধি-দুগ্ধের 'সর' মন্থন দ্বারা উহা নিষ্কাশিত করিতে হয়। তেমনি শ্রীভগবানের—রসরাজ স্বরূপটি বেদাগমের তত্ত্বরূপ-দধি-দুগ্ধের 'সর' এবং এই স্বরূপের আলোচনারূপ সরের-মন্থনেই ব্রজ-প্রেমরূপ নবনীত বাহির হয়। অতএব ব্রজানুগ-প্রেমই আগম নিগমের সারবস্তু তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, পূর্ণতম-ভগবান্—শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ও শ্রীশচীনন্দন উভয় মূর্ত্তিতেই সম্পূর্ণরূপে এই প্রেমের অধীন। দেখ—আমার নিতাইচাঁদের করুণায় এ হেন পরম দুর্ল্লভ প্রেম-ধন সমস্ত জগতের লোকে, অসাধনে অনায়াসে প্রাপ্ত হইতেছে!!

"যাহা বেদাগমের সার-সম্পদ; তাহার কথা সাধারণের জানা কখনও সম্ভব নহে, তবে—কলিতিমিরাকুল, বহির্ম্মুখ জীবগণ—কি প্রলোভনে কি আকর্ষণে—সাংসারিক সুখদুঃখ—ইন্দ্রিয়-চেষ্টা ও বাসনা ব্যসনাদি ভুলিয়া নিতাইয়ের নিকট ছুটিতেছে? এই প্রশ্নের উত্তরে কহিতেছেন—

নব-বিকশিত-কমলের সজল-নির্ম্মল-ঢলঢল শোভায়, কে না মোহিত ও

অঙ্গ সুচিক্কণ, মদনমোহন, কণ্ঠে শোভে, মণিহার!
বচন-রচন—শ্রবণে দূরে গেল পাতকী-মন—আন্ধিয়ার!!
নবীন-করী-কর, জিনিয়া ভুজবর, তাহে শোভে হেমদণ্ড।
হেরিয়া সবলোক, পাসরে দুঃখ শোক, খণ্ডয়ে হৃদয় পাষণ্ড!!

আকর্ষিত হয়? দেখ আমার নিতাই-সুন্দরের নয়ন-মাধুরী সে শোভা হইতে আরও কত সুন্দর!

পূর্ণচন্দ্রের, হৃদয়োল্লাসী-মাধুরী হেরিয়া বালক বৃদ্ধ কেন মোহিত হয়? আমার নিতাইচাঁদের মনোহর বদন—কোটি কোটি পূর্ণ-শশধর হইতেও সুন্দর এবং সমস্ত জগতের লোভনীয়!! আর তাঁহার শ্রীঅঙ্গকান্তি এমনি অলৌকিক-চাক্‌চিক্যময় যে তাহা দেখিলে ত্রিজগৎ-মুগ্ধকারী—সৌন্দর্য্য-দেবতা স্বয়ং মদনেরও মোহ জন্মে!! সৌন্দর্য্য-গৌরবী-মদন—তাহ'তে অবশ্যই ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে মগ্ন হন,—তথাপি নয়ন ফিরাইয়া নিতে পারেন না! এমন রূপে মানবের নয়ন মন ভুলিবে—তাহারা লাখে লাখে আকৃষ্ট হইবে তাহ'তে আর কথা কি?

দেখ—তাহার উপরেও আবার—রূপের-প্রতিমা-নিতাইচাঁদের কম্বু-কণ্ঠে মহামূল্য-মণির-হার, সুশোভিত। সে হারের উপরে—শ্রীঅঙ্গের মধুরোজ্জ্বল-স্নিগ্ধচ্ছটা-প্রতি ফলিত হইয়া—অপূর্ব্ব-জ্যোতিতে চারিদিক্ প্রোদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে! অতএব তাহা দেখিয়াই কত নরনারী—চমৎকৃত হইয়া কাছে আসিতেছে, আসিয়া, আমার নিতাইচাঁদের মধুর-বচনামৃত পানে সকলেই নবজীবন লাভ করিতেছে, পাতকীগণের পাপ-তমো ও সকল মালিন্য দূর হইয়া যাইতেছে!

আরোও এক আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখ—আমার নিতাই ন্যাসী-মণি, নিতাই সুন্দরের করী-শাবকের শুণ্ড বিনিন্দিত সুঠাম-সুগোল ভুজদণ্ডে একটি হেমদণ্ড (স্বর্ণকান্তি বা স্বর্ণ মণ্ডিত দণ্ড) সুশোভিত!! নবীন বয়সে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের চিহ্ন এই হেম-দণ্ডটি দেখিয়াও বহু লোকের প্রাণ দুঃখে দ্রবীভূত হইয়া উঠিতেছে,—লোকে আপনাদের সুখ দুঃখ ভুলিয়া যাইতেছে! তাহাদের হৃদয়স্থ

নিতাইর করুণায় অবনী ভাসল, পূরল জগমন-আশ!
ও প্রেম লবলেশ—পরশ না পাইয়া কান্দয়ে হরিরাম দাস।

(৩) নায়ক প্রাহ,—ভূপালি।

যমুনা যাইতে পথে, রসবতী রাই,
দেখিয়া বিদরে হিয়া সম্বিত না পাই!
কিবা খেনে আইনু সখি! কি দেখিনু তারে,
সে রূপ লাবণি, বনি নয়ন উপরে। ধ্রু।
মেলিয়া দীঘল কেশ, ফেলিয়া নিতম্বে
চলে বা না চলে ধনী রস-অবলম্বে!
তাহে মুখ মনোহর ঝল মল করে,
কাম-চামর করে পূর্ণ-শশধরে?
তথি বিরাজই শ্রম-ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু,
মুকুতা-ভূষিত যনু পূর্ণমীকো ইন্দু!
কুম্বল-নীলিম-বাস রহে আধ-উরে—
আধ-গিরি-মাঝে যনু নবজলধরে!

পাষণ্ড-ভাব সমূহ আপনি খণ্ডিত হইয়া যাইতেছে এবং শ্রীনিতাইয়ের করুণায় সকলেই প্রেমানন্দের পাথারে—সুখে সাঁতার দিতেছে। জীবের যাহা সকল আকাঙ্ক্ষার সার—এইরূপে সমস্ত জগতের লোকে তাহা পাইয়া পূর্ণ-মনোরথ হইতেছে!! জগতের মধ্যে কেবল মাত্র আমি (গীত রচয়িতা হরিরাম আচার্য্য) দুর্ভাগ্যের গর্ত্তে ও সংসারাবর্ত্তে পড়িয়া কাঁদিতেছি। হায়! এমন অবতারে প্রেমকরুণার একটু লব-লেশও আমি পাইলাম না!!

(৩) শ্রীরাধার রূপের—নব নব-বিকাশ-দর্শন-বিমোহিত—শ্রীকৃষ্ণের বৈবশ্য ও অনবস্থিততা দেখিয়া, কোনও সখী, কারণ জিজ্ঞাসা করায় কৃষ্ণ কহিতেছেন। যথা—

আজ যমুনায় যাইতে রসবতী রাধাকে পথে দেখিয়াছিলাম, দেখিয়া অবধি তাহার আলিঙ্গন-লালসায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে। কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না, সখি! আজ কি ক্ষণে বাহির হইয়াছিলাম জানি না! তাহাকে যে কি রূপ—নবীন-লাবণ্য মণ্ডিত দেখিয়াছি—তাহা বলিবার কথা নহে! সে রূপ-

উর-আধ-পর দোলে মুকুতার হার—
সুমেরু শিখরে যনু-সুরনদী ধার।
মঝু মন রহ তঁহি—করত সিনান,
গোবিন্দ দাস কহে ইহ পরমাণ।

(৪) দূতী প্রাহ,—ধানসি।

কাঞ্চন গোরী—ভোরি, বৃন্দাবনে—বিহরই* সহচরী মেলি—
তুয়া দিঠি-মিঠ—গরলে, তনু ভরল—তৈখনে শ্যামরী ভেলি।

লাবণ্য আমার নয়নের উপরে লাগিয়া রহিয়াছে, জগৎময় কেবল সেই—রূপরাশি দর্শন করিতেছি!!

সে ধনী, আপনার অবেণী-সম্বন্ধ বিস্তারিত-দীর্ঘ-কেশ-রাশি—নিতম্বে ফেলিয়া রসভরে চলিতেছিল—কি দাঁড়াইয়া রহিয়াছিল—তাহাই বুঝা যায় নাই। কেবল দেখিলাম তাহার ঘন-কৃষ্ণ—কালিন্দ-কেশ-কলাপের উপরে—মুখ খানি ঝল মল করিতেছে! আমার মনে হইতেছিল একি, কন্দর্পের চামর ধারী চন্দ্র উদিত হইল? চন্দ্রাননীর, সে মোহন মুখমণ্ডলে শ্রম-জনিত ঘর্ম্ম-বিন্দু সমূহ দেখিয়া বোধ হইল—যেন পূর্ণচন্দ্র, মুক্তার ভূষণ পরিয়াছে!! আরোও দেখিলাম বক্ষের অর্দ্ধভাগের উপর নীলবসন খানি যেন স্বর্ণ পর্ব্বতে নব-মেঘের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে এবং অপরার্দ্ধে—মুক্তাহার দোলিতেছে! মনে হইল যেন সুমেরুর স্বর্ণ-শিখরে সুরনদীর ধারা বিরাজিত! হায়! আমার মনটি সেখানে রহিয়া গিয়াছে ও সেই সুরনদীর লাবণ্যামৃতে অবগাহন করিতেছে!! শুনিয়া সখীভাবাবেশে গীতকর্ত্তা গোবিন্দ দাস কহিতেছেন, তোমার অবস্থা দৃষ্টেই কথাগুলির সত্যতা উপলব্ধি হইতেছে!

(৪) এই সময়ে কোনও দূতী শ্রীরাধার নিকট হইতে আসিয়া কহিতেছেন, মাধব! তুমি, সখী-রাধার একি দশা ঘটাইলে? হেম-গোরাঙ্গিনী বৃন্দাবন

* পদ সমুদ্র ও পদকল্পতরুর পাঠান্তর—* খেলত।

মাধব! সো-অবিচল-কুল-রামা—
মরমহি গোই—রোই, দিন যামনী, গুণি গুণি তুয়া গুণ গামা!
গুরুজন অবোধ, মুগধ-মতি পরিজন, অলখিত-বিরহ * বিয়াধি
কি করব, ধনি মণি-মন্ত্র-মহৌষধি? লোচনে লাগল সমাধি!
খনে খনে অঙ্গ ভঙ্গী, তনু মোড়ই, কহত ভরমময়-বাণী
'শ্যামর' নামে—চমকি তনু ঝাপই, গোবিন্দ দাস কিয়ে জানি!

শোভায় ভোর হইয়া সহচরীগণের সহিত বিচরণ করিতেছিল, এহেন সময়ে তোমার দৃষ্টিরূপ মিষ্ট-বিষে তাহার তনুখানি একেবারে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে, গৌরী—শ্যামরি হইয়া গিয়াছে! আহা! সে অবিচলিত কুলের রমণী কি করিবে? মনের কথা মরমে গোপন করিয়া দিবারাত্রি কেবল তোমার গুণ-গ্রাম গণনা করিতেছে আর কাঁদিতেছে!!

অবোধ গুরুজনেরা এবং স্নেহান্ধ-মনা-মুগ্ধ-পরিজনবর্গ এ সকল অবস্থা রোগ-জনিত কিম্বা সর্পাঘাত সমুৎপন্ন মনে করিয়া কত ধন্বাতিধন্ব মণি মন্ত্র মহৌষধি প্রয়োগ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে অলক্ষিত-বিরহ-ব্যাধির কি করিবে? দেখিয়া আসিলাম—ধনী-মণির চক্ষে সমাধি লাগিয়া গিয়াছে!! ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ মোটন ও অঙ্গভঙ্গী করিতেছে! প্রলাপ (ভ্রমময় কথা) বলিতেছে কিন্তু ইহার মধ্যেও একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম—তোমার 'শ্যাম' নামটি কেহ তাহার কানে বলিলে কিম্বা প্রসঙ্গাধিন উচ্চারণ করিলেই চমকিত হইয়া অনাবৃত অঙ্গ আচ্ছাদন করিতেছে। দূতী ভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা কহিতেছেন, জানিনা এই রূপ অঙ্গাচ্ছাদন-পরতার তাৎপর্য্য কি?

* পদ সমুদ্র ও পদকল্পতরুর পাঠান্তর—* বিষম।

(৫) সুহই,—দেশাগ।

সহজে লুনিকো-পুতলী-গোরী,
জারল, বিরহ-অনল তোরি।
বরণ কাঞ্চন এদশ বান,
শামরী, সুউরি-তোহারি নাম।
অধর সুরঙ্গ* বান্ধলী ফুল—
পাণ্ডুর ভৈগেল ধুতুর তুল।
কুযল কবরী উরহি লোল,
সুমেরু উপরে চামর ডোল!!
শুনহ মাধব কি কহোঁ তোয়।
সমতি না † দিন যামিনী রোয়,
গলায় এ গজ-মোতিম হার—
বসন, বহিতে গুরুয়া ভার!!
অঙ্গুল অঙ্গুলী—বলয়াভেল!
জ্ঞান দাস ‡ দুঃখ মদন দেল!

(৫) "গুরুজন-সঙ্কুলিত-স্থানে কি উপায়ে যাই?" ইত্যাদি চিন্তাকুল কৃষ্ণকে নীরব দেখিয়া দূতী আরোও বলিতেছেন—মাধব! তোমার বিরহানলে নবনীত-প্রতিমা সে গোরীকে কিরূপ দগ্ধ করিতেছে আমি তাহা বুঝাইতে পারিতেছি না! আমি কহিলাম—এখনি, কৃষ্ণের নিকট যাইতেছি, সে 'যাও' কথাটি উচ্চারণ করিতে পারিল না! এমন প্রার্থনীয় বিষয়ে—সম্মতি দিবার শক্তি পর্য্যন্ত তাহার লোপ হইয়া গিয়াছে! দিবারাত্রি কেবল কাঁদিতেছে! তোমার দর্শনের জন্য লালসিতা—অপ্রাপ্তিতে উদ্বিগ্না—বিরহানলে জীর্ণা—সে স্বর্ণ-প্রতিমার কানে, কোনও সখী তোমার নামটি শুনাইলে—ঐ নাম স্মরণ করিতে করিতে—প্রৌঢ়বেগে (সুউরি—স্মরিয়া) তাহার দশগুণ-সমুজ্জ্বল-স্বর্ণ-সদৃশ অঙ্গকান্তি মলিন হইয়া—সে শ্যামলী হইয়া উঠিয়াছে! বাঁধুলি-ফুলের ন্যায় তাহার সুরঙ্গারুণ-অধরখানি, ধুস্তুর-পুষ্পবৎ পাণ্ডুবর্ণ (সাদা) হইয়া গিয়াছে! কবরী—উন্মুক্ত হইয়া স্বর্ণাচল সুমেরুর উপরে চামরীর পুচ্ছের ন্যায়—তাহার বক্ষোপরি বিলোলিত হইতেছে।

পদামৃত সমুদ্র ও পদকল্পতরুতে প্রথম দুই ছত্রের পরেই—বরণ কাঞ্চন ইত্যাদি দুইছত্র এবং নিম্নলিখিত পাঠান্তর বর্ত্তমান—* অরুণ অধর। † সমতি নাদেয়। ‡ কহে।

(৬) কামোদ।

শুনি বর নাগর, সব গুণে আগোর, সুতনু-বিষম-শর জ্বালা,
মুখ-বিধু ঝামর, তপত-শ্বাস ঝর—ধূসর ভেল বনমালা।
অনুপম-প্রেমকো-দামা—
গিরিধর বান্ধল, যাহে মহাবল, আনল, যাহা কুল-রামা।
তাহা, পহু পেখল, কুসুম-তলপ-তল, সুতলি অতিক্ষীণ দেহা,
জল ধরে বিছুরল, পড়ু ধরণী-তল—যনু দামিনী-রুচি-রেহা।

গণ্ডদেশে যে গজ-মুক্তার এক গাছি হার রহিয়াছে তাহার এবং পরিহিত বসনের-ভার বহনও তাহার কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। আঙ্গুলে যে অঙ্গুরীয় গুলি ছিল তাহা বলয়ের ন্যায় ভারী এবং বৃহৎ বোধ করিতেছে; হায়! কেবল তোমার অদর্শনে মদন তাহাকে এইরূপ দারুণ দুঃখ দিতেছে।

(৬) ৪নং গীতে শ্রীরাধার—লালসা, চিন্তা, প্রলাপ, ব্যাধি ও মোহ, এবং ৫নং গীতে উদ্বেগ জাগরণ—(দিবানিশি রোদন) কৃষতা ও মলিনাঙ্গতা এই সকল বিরহদশা বর্ণিত হইয়াছে। সহানুভূতি-ব্যথিতা—আকুলিতা দূতীর মুখে, এই রূপে অর্থাৎ পৌর্ব্বাপোর্য্য—বিপর্য্যত ভাবে—সুতনু-প্রিয়তমার নবমী দশা পর্য্যন্ত—বিষম শর-যন্ত্রণার-কথা শুনিয়া সর্ব্বগুণ-মণ্ডিত—(আগোর—আবৃত, বা অগ্রগণ্য) নাগর-বরের বদন-শশধর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল সুতপ্ত-শ্বাস বহিতে লাগিল! নিঃশ্বাস-বায়ুতে বক্ষস্থ বনমালার বর্ণ—ধূসর (ভস্মের ন্যায় পাশুটে) হইয়া গেল!! অনুপম প্রেম-রজ্জু তখনই মহাবল গিরিধারীকে—বাঁধিয়া, কুল-রমণী-মণি—রাধার নিকটে লইয়া আসিল!! অতিক্ষীণাঙ্গিনী-রাধা, কুসুম-শয্যোপরি শুইয়া আছেন। রাধানাথ দেখিলেন—যেন জলধর-বিচ্যুতা (বিস্মৃতা) সৌদামিনীর একটি কান্তি-রেখা (রুচি—কান্তি, রেহ—রেখা, বিছুরল—বিস্মৃত) নিস্পন্দ হইয়া ধরণী-তলে পড়িয়া রহিয়াছে!! শশী-মুখীর চৈতন্য সম্পাদনার্থ সহচরীরা শত শত প্রকারে যত্ন চেষ্টা করিতেছে কিন্তু

সহচরী কত কত, করত যতন শত, শশীমুখী-চেতন লাগি,
যব পিয়-পরিমল, অন্তরে পৈঠল, উঠি বৈঠলি তব জাগি।
যব ধনী ভুজ ভরি, হৃদয়ে ধরল হরি, মুখে মুখ রহল লাগাই,
দুহু তনু প্রফুল্লিত, আনন্দ অতুলিত, পুন মুরছিত ভেল রাই!
বর-তনু-আনন—পরশি, শ্যাম-ঘন—যব অধরামৃত বর্ষে—
কহে হরিবল্লভ, দোহুঁকো নয়ন জলে, পুলক-শস্য ভেল হর্ষে।

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ, অষ্টাদশ ক্ষণদা।

কিছুই ফল হইতেছে না। সখী কহিতেছেন—দেখ কি আশ্চর্য্য! প্রিয়তমের অঙ্গ-পরিমল হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবামাত্র কৃষ্ণ-প্রাণা-বিনোদিনী অমনি জাগিয়া উঠিয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক হৃদয়েশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া—বদনে বদন লাগাইয়া রহিয়াছেন। আনন্দে উভয়ের অঙ্গ প্রফুল্লিত হইয়া উঠিয়াছে। আহা! অতুলিত আনন্দবেগে ক্ষীণাঙ্গিনী-সুকুমারী—আবার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন!!

বিদগ্ধ-শেখর-শ্যাম-জলধর, বরাঙ্গিনীর মধুরাননে অশ্রান্ত-অধরামৃত বর্ষণ করিতে লাগিলেন, সে অমৃতাভিষেকে—প্রেমময়ীর মূর্চ্ছা অপগত হইল এবং উভয়ে পুনরায় পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন। উভয়ের নয়ন হইতে আনন্দ-ধার ঝরিতে লাগিল! দর্শনকারিণী সখীর ভাবে গীতকর্ত্তা কহিতেছেন—দেখ উভয়ের নয়ন জল লাভ করিয়া পুলক-রূপ শস্য-সমূহ, হর্ষিত (সতেজ) হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ ঊনবিংশ ক্ষণদা,—শুক্লা চতুর্থী।

(১) সুহই ; শ্রীগৌরচন্দ্রস্য।

পতিত হেরিয়া কান্দে, থির নাহিক বান্ধে, করুণ নয়নে চায়,
নিরুপম হেম যনু, উজোর-গোর তনু, অবনী ঘন গড়ি যায়।
গোরা পহুর নিছনি লইয়া মরি,
ও রূপ-মাধুরী, পীরিতি চাতুরী, তিলে পাসরিতে নারি !

---

(১) সাধারণতঃ তিন শ্রেণী লোকের পতিত সংজ্ঞা (১) যাহারা লোকধর্ম্ম বা আশ্রম ধর্ম্মানুসারে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ কার্য্যকারী (২) যাহারা মহাপাপাচারী (৩) যাহারা অন্ত্যজ। পতিতেরা অদর্শনীয়, অস্পৃশ্য এবং বেদধর্ম্মে অনধিকারী ; এই শ্রেণীর দুর্ভাগ্য জীবগণ—চিরদিন নিরাশ্রয় ও নিরুপায় ছিল, ধর্ম্মাচার্য্যগণ ঘৃণায় ইহাদের ছায়াও স্পর্শ করিতেন না! এই সকল গতি-হীন পতিত জীবগণের দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া যিনি ক্রন্দন করিতেছেন—ধৈর্য্য বন্ধন করিতে পারিতেছেন না—করুণার্দ্র-দৃষ্টি-দানের দ্বারা ইহাদিগকে পবিত্র এবং প্রেমদানের দ্বারা ভুবন-পাবন করিয়া তুলিতেছেন। এবং ঐ যাহার হেম সমুজ্জ্বল প্রদীপ্ত-গৌর দেহ খানি—প্রেমাবেশে ঘন ঘন ধরণী-লুণ্ঠিত হইতেছে, প্রেম-কারুণ্যের-নিধি—এই গৌর প্রভুর নিছনি যাই !!

এই যে ভুবন ভোরা-রূপ-মাধুরী—যাহার দর্শনে লক্ষ লক্ষ লোকে শোক-তাপাদি ভুলিয়া যাইতেছে! এই যে অপূর্ব্ব প্রীতি-চাতুর্য্য—অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাবে কৃষ্ণ-রসাস্বাদন-রূপ অন্তরঙ্গ-লীলা এবং—দাম্ভিক, কুতার্কিক, অপ্রণত, বিদ্যাভিমানী প্রভৃতি জীবগণের উদ্ধারার্থ সন্ন্যাসী-বেশ ধারণাদি বহিরঙ্গ

বরণ আশ্রম—কিঞ্চন অকিঞ্চন—কার কোন দোষ নাহি মানে
কমলা শিব বিহি—দুর্লভ প্রেম ধন, দান করল জগ জনে।
ঐছন—সদয় হৃদয়, প্রেমময়—গৌর ভেল পরকাশ,
প্রেম ধনে ধনী, করল অবনী! বঞ্চিত গোবিন্দ দাস।

লীলা;—প্রেম-অমিয়ার এ সকল দানাস্বাদন-কলার মহিমা আমি এক তিলও ভুলিয়া থাকিতে পারি না!!

অপতিত-জীব-সমাজের প্রতি তাহার করুণার কথাও সর্ব্বথা-অদ্ভুত এবং অভূত-পূর্ব্ব! দেখ—জন্ম, কর্ম্ম, সুকৃতি ও অধিকারের তারতম্যানুসারে জগতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারিটি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারিটি আশ্রম এবং সক্ষমাক্ষম ভেদে—বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধর্ম্ম-চর্য্যার ও তৎফলের বিধান—শাস্ত্র সমূহে নির্দ্দিষ্ট আছে, তদুচিত অনুষ্ঠান দ্বারা, কত কালে কত আয়াসে—কত বিঘ্ন বাধার ভিতর দিয়া, কত সাবধানে সাধন-পথে চলিয়া—জীবের অভীষ্ট সিদ্ধির কথা। কিন্তু আমার প্রেমাব্ধি-চন্দ্র গৌর হরির নিকটে কাহারও বর্ণ, আশ্রম, সামর্থ্য বা অক্ষমতা কিছুরই বিচার নাই! দুস্তর তপশ্চর্য্যা করিয়া—স্বয়ং লক্ষ্মী যাহা পান নাই স্তুতি প্রণতির পরাকাষ্ঠা দ্বারাও—ব্রহ্মা শিব পর্য্যন্ত যে দুর্লভ ধন লাভ করিতে পারেন নাই—আমার পরম-দয়াল-গৌর হরি—সেই পরম-পুরুষার্থ—ব্রজের-নিগূঢ়-প্রেমধন, সমস্ত জগৎবাসীকে দান করিতেছেন!! "পরমকরুণ"—শ্রীকৃষ্ণাবতারেও ফল, পুরস্কার বা উৎকোচরূপে বাঞ্ছিত দান ব্যতীত—এইরূপ অজস্র-করুণাবিলাস দেখা যায় নাই! সদয়-হৃদয় রসময়-শ্রীগৌরচন্দ্র গৌড়োদয়ে সমুদিত হইয়া—স্বকীয়-শাস্ত্র-মর্য্যাদা, লোক-মর্য্যাদাদি পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করিয়া কেবল করুণাবশে এইরূপে অবনীশুদ্ধ লোককে প্রেমধনে ধনবান করিতেছেন। এহেন মহাসুযোগেও যাহারা কু-বিষয়-বিষ্ঠার গর্ত্তে পড়িয়া রহিবে নিশ্চয়ই তাহারা চিরবঞ্চিত! হায়! আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে! এমন অবতারেও আমি (গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী) বঞ্চিত রহিলাম!

(২) শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য,—শ্রীরাগ।

মরি যাই, এমন নিতাই কেন না ভজিনু!
হরি হরি ধিক্ আরে! কি বুদ্ধি লাগিল মোরে,
হাতে নিধি পঞা হারাইনু!
কমল জিনিয়া আঁখি, শোভা করে মুখশশী,
সকরুণ সবা-পানে চায়।
বাহু-পসারিয়া বলে, আইস জীব! করি কোলে,
প্রেম ধন সবারে বিলায়॥

---

(২) "এমন নিতাইকে কেন ভজিলাম না!" হায়! এ কথার কোনও উত্তরই নাই! অতএব আমার এখন মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। হরি হরি! আমার কি বিষম দুর্ব্বুদ্ধি! নিধি, হাতে পাইয়াও হেলায় হারাইলাম। ধিক্ আমাকে!! যাঁহার আঁখি-যুগল কমলের ন্যায় স্নিগ্ধ, সুন্দর, নয়নাহ্লাদক, উন্মাদক ও আকর্ষক—শ্রীমুখখানি শশীর ন্যায় সুন্দর,—উত্তম-অধম-সুহৃদ্-সখা বিদ্বেষ্টা-আততায়ী যেই হউক—সর্ব্ব-জীবের প্রতি যাহার সকরুণ দৃষ্টি!! "জীবগণ! এসো কোলে করি" বলিয়া যিনি বাহু বিস্তার পূর্ব্বক সর্ব্বজগতে প্রেম-বিতরণ করিতেছেন—হায়! এমন নিতাইকে আমি ভজিলাম না!!

যাহার কটিতে—আঁটিয়া বসন পরা, মস্তকে অতি মনোহর করিয়া চাঁচর চুলের দ্বারা চূড়াটি বাঁধা। নর্ত্তকের ন্যায় গমন। হায়! গোপবালক-বেশধারী এমন নিতাইকে আমি ভজিলাম না!

যাহার বুক বাহিয়া অবিরত প্রেমাশ্রু-ধারা পড়িতেছে এবং তদ্দ্বারা জীব-গণের—আধ্যাত্মিক (শোকাদিজনিত) আধিভৌতিক (শীতগ্রীষ্মাদিজাত) আধিদৈবিক (রোগাদিজনিত)—ত্রিবিধ তাপ দূর হইতেছে, হায়! এমন নিতাইকে আমি ভজিলাম না!

কাছনি কটির বেশ, শোভিছে চাচর কেশ,
বান্ধে চূড়া অতি মনোহরে।
নাটুয়া ঠমকে চলে, বুক বাহি পড়ে লোরে,
ত্রিবিধ জীবের তাপ হরে ॥
হরি বল বোল বলে, ডাহিনে বামে অঙ্গ দোলে,
রাম গৌরী দাসের গলা ধরি।
মুখে মাখা হাস্য-চান্দ, নিতাইর প্রেমফাঁদ, *
ভাব-সিন্ধু উছল লহরী ॥

যিনি নিজ-পার্ষদ রামদাস ও গৌরীদাসের গলার ধরিয়া গৌরপ্রেমে "হরি বল হরি বল" বলিয়া—বামে ও দক্ষিণে হেলিয়া হেলিয়া পড়িতেছেন! যাহার শ্রীবদনখানি, হাস্যরূপ সুধাকরে সদা-মণ্ডিত (মুখখানি সদা সুস্মিত) যাহার হাসিতে জগৎ—ফাঁদে বাধা পড়ে—যে হাসি প্রেমের ফাঁদ-স্বরূপ, যাহার হাস্য-চন্দ্র দর্শন মাত্রে ভাব-সিন্ধুর-লহরী উছলিয়া উঠে, হায়! আমি এমন নিতাইকে ভজিলাম না!

যে নিতাই সুন্দর করুণার সিন্ধু-স্বরূপ—নিরন্তর-ভাব-তরঙ্গে-সম্বর্দ্ধিত-অপার-অগাধ-কারুণ্যের পারাবার এবং নাম, প্রেম, লীলাদি—নানা রত্নের আকর। করুণামৃত বর্ষণে জগৎ-স্নিগ্ধকারী ও ভক্তি-বীজের অঙ্কুরোৎপাদক ও বর্দ্ধক এবং ভক্ত-নদীগণের পরমাশ্রয়। আবার পতিতের একমাত্র বন্ধু,—আমি

পদকল্পতরুর পাঠান্তর—* মধুমাখা মুখ চাঁদ, নিতাই প্রেমের ফাঁদ।

নিতাই করুণাসিন্ধু, পতিতের এক বন্ধু, *
করুণায় জগত ডুবিল।
মদন, মদেতে অন্ধ— বিষয়ে রহল বন্ধ †
হেন নিতাই ভজিতে না পাইল॥

(৩) শ্রীধানসি।

চূড়হি-চূড়—শিখণ্ডক-মণ্ডিত‡ মালতী মধুকরমাল §
সৌরভে উনমত, ভ্রমরা ভ্রমরী কত, চৌদিকে করত ঝঙ্কার!

তাহাকে ভজিলাম না!! হায় হায়! নিতাইর করুণায় জগৎ ডুবিল, কিন্তু মদান্ধ আমি (গীতকর্ত্তা মদন) বিষয়-পাশে বাঁধা থাকিয়া এমন নিতাইকে ভজিতে পারিলাম না!!

(৩) শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-রূপমাধুরীর, অদৃষ্ট-পূর্ব্ব-বিকাশ-দর্শনে বিমোহিতা অনুরাগিণী শ্রীরাধা সখীকে কহিতেছেন,—সখি! আজ একজনের বড় অপরূপ-রূপ দেখিয়াছি। এমন মোহন-রূপ-মাধুরী মানুষে কখনও সম্ভবপর নহে! দেখিলাম, তাঁহার চূড়ার উপরিভাগ ময়ুর-পুচ্ছ দ্বারা মণ্ডিত। আর মধুস্রাবী মালতী মালার সৌরভে উন্মত্ত হইয়া কত ভ্রমর ভ্রমরী চারিদিকে ঝঙ্কার করিতেছে। সখি! কে বলে কন্দর্পের শরীর নাই? আজ কেলী-কদম্বের তলে নিশ্চয়ই আমি রতি-নায়ক কন্দর্পকে নটবর-ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান দেখিয়াছি।

---

* পদকল্পতরুর পাঠান্তর—পতিতজনার বন্ধু। † বিশেষে রহল ধন্দ ইত্যাদি। কোন কোন গায়কের মতে—'প্রসাদ' রহল ধন্দ।

‡ পদকল্পতরুর পাঠ—ময়ুর শিখণ্ডক; পদামৃত সমুদ্রের পাঠ—শিখণ্ডি শিখণ্ডক। ঐ উভয় সম্মত পাঠ—§ মণ্ডিত মালতী মাল।

সজনি! কোকহু কাম অনঙ্গ?

কেলী-কদম্বতলে, সো রতি-নায়ক, পেখলু নটবর-ভঙ্গ। ধ্রু।

কতহু কুসুম-শর* নয়ন-তূণভর, সন্ধক্রভাঙ-কামানে—

নাগরী-নারী—মরমপর হানই, লখই না পারই আনে!

শ্রুতি-মূলে চঞ্চল—মণিময় কুণ্ডল, দোলত মকর আকার।

গোবিন্দ দাস, অতএ অবধারল † মদন-মোহন অবতার।

মাদৃশ-কুলাঙ্গনার মন, কোনও মানুষের রূপে কখনও এমন মোহিত হইতে পারে না!

কেবল রূপে কেন—স্বভাবেও তাহাকে 'রতি-নাথ' বলিয়া বেশ বুঝা গিয়াছে। তাহার নয়ন-তূণে যে কত কুসুম-শর পরিপূরিত—বলিতে পারি না!! ভ্রূ-ধনুতে কামান তাহা (কামান অর্থ ধনু, ভাঙ—ভুরু) সন্ধান করিয়া এমন অলক্ষ্য-সন্ধানে নাগরী-হৃদয়ের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করে যে অপরে সাক্ষাৎ থাকিয়াও তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না!

দেখিলাম—তাহার কর্ণমূলে মণিময়-কুণ্ডল দোলিতেছে—এই পর্য্যন্ত বলিলেই, সম্বোধিত-সখীর-ভাবাবিষ্ট-গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আর বলিতে হইবে না, ইহাতেই অবধারণ করিয়া ফেলিয়াছি। যাহাকে দেখিয়া তুমি আকুল হইয়াছ, তিনি মদন নয়—মদনমোহনাবতার! সে মদনমোহন-রূপের নব নব মাধুরী, আর তোমার নবানুরাগ, এ দুইয়ের শুভ সম্মিলনের ফল—তোমার প্রেম-ভ্রান্তি"!

পদকল্পতরুর পাঠান্তর—* বিষম শর। † অনুমানল।

(৪) শ্রী,

সজল-জলধর, অঙ্গ-মনোহর, ছটায় চাহিল নহে,
ঈষৎ হাসিয়া, মনের আকুতি, অরুণ নয়নে কহে *।
কি আজু পেখলু, বিনোদ-নাগর, কেলী-কদম্বের তলে,
রূপ নিরখিতে—আঁখির লাজ, ভাসিল আনন্দ-জলে।
ফুল-মালা দিয়া, কুন্তল টানিয়া, ময়ূর পুচ্ছের ছাঁদে—
রঙ্গিণী-লোচন—খঞ্জন বাঁধিতে, পাতিল বিষম ফাঁদে।
মকর কুণ্ডল, অনঙ্গ দোলয়ে ? † "গণ্ডে দরপণ ভাণে—
ভালে সে মদন, দেখি প্রতি বিম্ব" গোবিন্দ দাস অনুমানে।

---

(৪) সখীর সিদ্ধান্ত শ্রীরাধার মনে লাগিল, শ্যামগরবিনী বলিতেছেন—সখি! তোমার অবধারণ অব্যর্থ। রূপের ছটায়—ভাল করিয়া চাওয়া গেল না, তাহাতেই আমি তাহাকে চিনিতে পারি নাই। তথাপি আমার জীবিত-নাথের ন্যায়—সজল-জলদ-কান্তি, মনোহর অঙ্গ-বলনি এবং অরুণিত-নয়নের ভঙ্গী দ্বারা-স্মিত-মুখে মনোভিলাষ-ব্যক্ত করা আমিও লক্ষ্য করিয়াছি। আহা! আজ কেলী-কদম্বের তলে আমার বিনোদ-নাগরকে কি অপূর্ব্ব-মাধুরী-মণ্ডিতই দেখিয়াছি! সে রূপ-নিরীক্ষণ কালে অপরিচিত-পুরুষ-ভ্রম-সঞ্জাত-লজ্জা—আমার আনন্দাশ্রুতে ভাসিয়া গিয়াছিল!

আমার মনে হইতেছিল—কেহ যেন তাঁহার চূড়া নির্ম্মাণ-চ্ছলে, আকর্ষিত কেশে বকুলের মালা যোজনা ও ময়ূর পিঞ্ছ-বিন্যাসের দ্বারা—রসবতী-গণের নয়ন-রঞ্জন বাঁধিবার নিমিত্ত একটি বিষম-ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে।

আর চঞ্চল-মকর কুণ্ডলের দোলন দেখিয়া মনে হইয়াছিল—যেন স্বয়ং অনঙ্গ দোলিতেছে!! এই উৎপ্রেক্ষাটি শুনিয়া রঙ্গিণী-সহচরী (তদ্ভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী) বলিতেছেন—আমার অনুমান হয়, প্রোজ্জ্বল গণ্ড-লাবণ্যে দর্পণ-ভ্রম হওয়ায়—মদন তাহাতে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতেছিল।

সঙ্গীতসার সংগ্রহে পাঠান্তর—* চাহে। † মকর কুণ্ডল সঙ্গে অনঙ্গ দোলয়ে রঙ্গে।

(৫) ভাটিয়ারী।

শুনিয়া দেখিনু, দেখিয়া ভুলিনু, ভুলিয়া পীরিতি কৈনু,
পীরিতি-বিচ্ছেদ, সহন না যায়, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু!
সই! পীরিতি দোসর ধাতা—
বিধির বিধান, সব করে আন, না শুনে ধরম কথা * ॥ ধ্রু ॥
সবাই বোলে † পীরিতি কাহিনী, কে বলে পীরিতি ভাল,
শ্যাম নাগরের, পীরিতি-ঘুণিতে ‡ পাঁজর ধসিয়া গেল!

---

(৫) আলোচনায়—অনুরাগের আগুণ জ্বলিয়া উঠিল; বিচ্ছেদ-ব্যাকুলিতা ধনী-মাণ কহিতে লাগিলেন—সখি! প্রথমে তাহার রূপ গুণের কথা, মধুর নাম ও মোহন-বংশী-ধ্বনি শুনিয়া—দর্শনের জন্য উন্মাদিনী হইলাম। পরে তাহাকে দেখিয়া—কুল, মান, লজ্জা, ধৈর্য্য, বিচার, বিবেচনা, সমস্ত ভুলিলাম! ভুলিয়া তাঁহাকে প্রাণ-সমর্পণ করিলাম,—তাহার প্রেমে মজিলাম! এখন—সেই প্রেমের ফলে নিরন্তর বিচ্ছেদে ঝুরিয়া মরিতেছি—আর সহিতে পারিতেছি না!!

সখি! প্রেম, এক স্বতন্ত্র বিধাতা। বিধাতার যে বিধানে জগৎ অনুশাসিত, প্রেম তাহার অধীন নহে, সে বিধির সকল বিধানই উল্টাইয়া দিয়া, স্বাধীন বিধানে চলে। ধর্ম্মের অর্থাৎ জাগতিক-বিনিমত কর্ত্তব্যাচরণের কথা, কাণেই তোলে না! দেখ—সকলেই প্রেমের কাহিনী কহিয়া থাকে কিন্তু কেহই তো তাহাকে "ভাল" বলে না! অথবা—পরের কথায় কাজ কি? এই আমার দুর্দ্দশাই দেখ—শ্যামের ন্যায় সুনাগরের প্রেমের ঘূর্ণী-প্রহারেই আমার পাঁজর পর্য্যন্ত ধসিয়া যাইতেছে!!

পদকল্পতরুর পাঠান্তর—* কে বলে পারিতি ভাল শ্যাম বন্ধু সনে পীরিতি করিয়া, পাঁজর ধসিয়া গেল, † কহয়ে। ‡ কানুর পীরিতি ভাবিতে ভাবিতে।

পীরিতি মিরতি, তুলে তোলাইনু, পীরিতি গুরুয়া ভার,
পীরিতি বিয়াধি ! যারে উপজয়, সে বুঝে, না বুঝে আর !
কেন হেন সই ! পীরিতি, করিনু, দেখিয়া কদম্ব-তলে,
জ্ঞান দাসে কহে—এমন পীরিতি, ছাড়িবে কাহার বোলে ?

(৬) সুহই।

রাধা—নাম, আধ শুনি চমকই, না পারই অঙ্গ,
লোচন-লোর—লহরী ভরে আকুল, কো কহু প্রেম-তরঙ্গ !!

প্রেম, আর মৃত্যু (মিরিতি—মৃতি, মরণ) এ উভয়ের মধ্যে কে গুরু, কে লঘু অর্থাৎ অধিক কষ্টপ্রদ কে ? পরীক্ষা অর্থাৎ তোল করিয়া আমি বুঝিয়াছি, প্রেমের গুরুত্ব-ভারই গুরুতর। যাহার দেহে প্রেমরূপ ব্যাধি উপজাত হইয়াছে, প্রেম-যন্ত্রণার গুরুত্ব কেবল সেই জানে ! অপরে উহা বুঝিবার নহে।

সখি ! শ্যাম চিকনিয়া-বন্ধুর এই লোকাতীত-লাবণ্য কদম্বতলায় দেখিয়াই আমি তাঁহার সহিত প্রেম করিয়াছিলাম। কিন্তু—কেন এমন অবোধিনীর কাজ করিয়াছিলাম—বলিয়া এখন কেবলই অনুতপ্তা হইতেছি।

শেষ কথাটির সময়ে কৃষ্ণের দূতী-ভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা জ্ঞানদাস নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—"এমন পীরিতি" কাহার কথায় ছাড়িবে ?

পদকল্পতরু এবং সঙ্গীতসার সংগ্রহে, এই গীতটির ভণিতা এই রূপ—জীবনে মরণে, পীরিতি বিয়াধি হইল যাহার অঙ্গ, জ্ঞান দাস কহে, কানুর পীরিতি নিতি নৌতুন রঙ্গ।

(৬) পূর্ব্ব গীতের উপসংহারোক্ত "এমন পীরিতি" কি প্রকার,—শ্রীকৃষ্ণের, দূতী তাহার ব্যাথার সহিত—আপন আগমনের কারণ প্রকাশ করিতেছেন, যথা—রাধে ! মাধব তোমার বিচ্ছেদে বড় কাতর। দেখিলাম—রাধা

সুন্দরি! দূর কর হৃদয় কো বাধা—
রাধা! মাধব—তুয়া, অবধারলু—মাধব কি তুহু রাধা॥ ধ্রু॥
তোহারি সম্বাদ—সুধা-রসে উনমত, হসি হসি ঘন তনু মোর,
লেখত পাতি, দেখত নাহি কাজর, গদ গদ-রোধল-বোল!
গীম কি ভঙ্গে পন্থ দরশাওল, দুহু দিঠি-পঙ্কজ মুদি—
গোবিন্দ দাস কহই, ধনি! ধনিতুহু, সমুঝহ ঈঙ্গিত-শুধি।

নামের অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ 'রা' অক্ষর কি 'ধা' অক্ষর শুনিলেই তিনি চমকিয়া উঠিতেছেন, দেহ ধারণে অসমর্থ এবং নয়নাশ্রু-তরঙ্গে আকুল হইতেছেন! (লোর—অশ্রু) রাধে! বলিব কি—সে প্রেমার্ত্তির তরঙ্গ-বাক্যে ব্যক্ত হয় না!! কাহার সাধ্য বলিয়া বুঝাইতে পারে? সুন্দরি! তোমার হৃদয়ের সকল দুঃখ দূর কর, (বাধা—ব্যথা, দুঃখ) আমি স্থির নির্দ্ধারণ করিয়াছি—মাধব তোমার এবং তুমিও মাধবের—রাধা। তোমার প্রেরিত অনঙ্গ-লেখ-দ্বারা সংবাদ সুধারস প্রাপ্ত হইয়া, মাধব আনন্দরসে উন্মত্ত হন, অঙ্গ-মোট্টন করিতে করিতে সহাস্যবদনে—প্রত্যুত্তর-পাতি লিখিতে বসেন, কিন্তু ভাবোচ্ছাসে তাঁহার নয়ন আনন্দাশ্রু-পূর্ণ হইয়া উঠিল—কজ্জলের রেখা-দেখার শক্তি লোপ হইয়া গেল, তাহাতেই আর উত্তর লেখা ঘটিল না। সে জন্য যদি তুমি ক্ষোভিত হইয়া থাক তবে তোমার ভুল!

তাহার পর তোমার প্রেম-সর্ব্বস্ব-নাগর-চূড়ামণির কণ্ঠ গদগদ হইয়া বাক্‌শক্তি-রোধ হইয়া গিয়াছে! এই প্রকার বিষম বৈকল্যের মধ্যে মুদ্রিত নয়নে গ্রীবাভঙ্গী দ্বারা সঙ্কেত-কুঞ্জের পথ প্রদর্শনপূর্ব্বক তোমার কাছে অভি-সারের প্রার্থনাময় ঈঙ্গিত জানাইয়াছেন। সেইরূপ ঈঙ্গিতের অভিনয় করিয়া দূতির ভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ কহিতেছেন,—তুমি সর্ব্ব বিষয়ে ধনীগণের মধ্যে ধন্যা, অতএব ঈঙ্গিত-শুদ্ধি বুঝিয়া কর্ত্তব্যাচরণ। শুধি অর্থ শুদ্ধি অর্থাৎ শুদ্ধতা।

পদামৃত সমুদ্রের পাঠ "সুধি" তাহার অর্থ 'হে, সু-ধী' অর্থাৎ বুদ্ধিমতী।

(৭) কেদার।

সাজল, মদন—কলা-রস-রঙ্গিনী, শ্যাম-মিলন-রস-সাধে,
শ্রীবৃন্দাবনে—বিজয়ী বিনোদিনী, রমণী-শিরোমণি-রাধে।
কুঞ্চিত-কেশ—বেশ, ভালে রঞ্জিত, লীলা-কমল বয়ানী,
শ্রাবণ রসাল, কনক-নব-মঞ্জরী, মনমথ-মথন-নয়ানী।
চান্দনি চাহি—চকোর মুদিত ফিরে, সুললিত-মুরলী-সুতান,
উনমত-কোকিল, পঞ্চম গাওত, শুনি ধনী করল পয়ান।

(৭) সখীর বাক্য রূপ বাতাসে—বাসনার সাগর, তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। মদন-রস-কলা-রঙ্গময়ী, আজ সাধপূর্ণ করিয়া শ্যাম-সুনায়কের সহিত সম্মিলন-সুখ আস্বাদনের বাসনায় অভিসারে সাজিয়া বৃন্দাবনে চলিলেন (এই—সাজিয়া অর্থ প্রস্তুত হইয়া)।

দেখ, রমণী-শিরোমণির কুঞ্চিত কেশের কি অপূর্ব্ববেশ! তাহাতে ললাট দেশ রঞ্জিত! লীলাকমলের দ্বারা মনোহর বদনে ধাবিত ভ্রমর তাড়াইতেছেন। কর্ণদ্বয়ে স্বর্ণলতার নবমঞ্জরীর অবতংস সুশোভিত! চঞ্চল-নয়ন-যুগল স্বয়ং মন্মথেরও মহিমামর্দ্দন করিতেছে। এদিকে চন্দ্রালোকে-আমোদিত (মুদিত) চকোরনিকর, একদিক্ হইতে অন্য দিকে ফেরাফিরি করিতেছে। দূরে সুললিত মধুর তানে মুরলী বাজিতেছে! উন্মত্ত হইয়া কোকিলকুল পঞ্চমে গান করিতেছে!

দেখ দেখ, আমাদের বিনোদিনী, এই সকল শুনিতে শুনিতে ও লীলা-পদগতিতে সুললিত-শোভা বিস্তার করিতে করিতে, কেমন মনোহর-মন্থর গমনে চলিতেছেন! "এ সময়ে মন্থর গতি কেন?" এই প্রশ্নের নিরসনার্থ সখীভাবাবিষ্ট পদকর্ত্তার উক্তি "শ্যাম পীরিতি-রসে লোভা" আজ আমাদের প্রেমময়ী শ্যাম-প্রেম-রসে "প্রায় নিমগ্ন" হইয়া—তাহাতেই

হংসনী-গমনী, চলতি-অতি-মন্থর, লীলা-পদ-গতি শোভা,
কহে যদুনাথ দাস ব্রজ সুন্দরী, শ্যাম-পীরিতি-রসে লোভা,

(৮) বাসক সজ্জা—কামোদ।

সাজল-কুসুম শেষ, পুনঃ সাজই, জারই জারল বাতি
বাসিত খপুরে, কপূর পুনঃ বাসই, ভৈগেল মদন ভঁরাতি,
আজু ধনী বাসক-শেষ
মনমথ সাথ, মনোরথে ধাবই, অঙ্গে অঙ্গে নাহি তেজ। ধ্রু।

সাঁতার দিবার জন্য স্রোতে অগাধ জলে যাইতেছেন, ব্রজ-সুন্দরী-গণকে সঙ্গে লইয়া হংসিনীগণের ন্যায় তরঙ্গে তরঙ্গে দোলিয়া চলিয়াছেন। তাহাতেই মন্থর গতি।

(৮) নিকুঞ্জে উপস্থিত হইয়া, প্রেমাতিশয্য-জনিত সাধে, আহ্লাদে ও আদরে প্রেমময়ী-রাজনন্দিনী, সুসজ্জিত কুসুমের শয্যা পুনর্ব্বার সাজাইলেন, প্রোজ্জ্বল প্রদীপকে আরোও প্রোজ্জ্বলিত করিলেন, সৌগন্ধময় তাম্বুল বীটিকা কপূর দ্বারা আরোও সুবাসিত করিলেন। এবং এগুলি করিয়াও যেন করা হয় নাই বলিয়া মদনাবেশে ভ্রান্তি হইতে লাগিল (ভঁরাতি—ভ্রান্তি)।

কোনও সখী অপরকে এ সকল দেখাইয়া কহিতেছেন, দেখ—আমাদের নায়িকা-শিরোমণি আজ বাসক-সজ্জা সাজিয়াছেন। তাহার সুবিকসিত অঙ্গমাধুরী দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন লক্ষ লক্ষ মন্মথ মনের সাথে ধাইয়া আসিয়া অঙ্গে অঙ্গে উদয় হইয়াছে এবং ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছে না। (তেজ—ত্যজ, ত্যাগ) দেখ—সময় বুঝিয়া বৃন্দাদেবী নানা প্রকার অভরণ আনিয়া দিয়াছেন নাগরা-মণি তাহা বারংবার অঙ্গে ধারণ করিতেছেন আবার

ঘন ঘন অভরণ অঙ্গে চড়াইত, খনেখনে তেজই তায়
সচকিত নয়নে, চমকি খনে উঠই, হেরই নিজ তনু-ছায়!
কাতর বচনে সম্ভাষই, "সহচরি! কাহে বিলম্বাওত কান?
গোবিন্দ দাস কহই, অব শুনিয়ে সঙ্কেত-মুরলী নিসান।

(৯) গুজ্জরী।

ঘন ঘন, নীপ—সমিপহি শুনিয়ে, সঙ্কেত-মুরলী-নিসান
রহি রহি বাম—পয়োধর পন্দই, তেই বুঝি মিলব কান!

কান্তের আগমন-বিলম্ব অসহমানা হইয়া তাহা ঘন ঘন পরিত্যাগ করিতে-ছেন! আর—আপনার অঙ্গচ্ছায়া দেখিয়া 'কান্ত এলেন' মনে করিয়া ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিতেছেন ও কাতর-বচনে সখীগণকে শুধাইতেছেন 'সখি! আজ কানু এত বিলম্ব করিতেছেন কেন?'

শুনিয়া—সখী ভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ উত্তর দিতেছেন, ঐ যে সঙ্কেত মুরলীর ধ্বনি শুনা যাইতেছে! দেখি কিছু বুঝিতে পারা যায় কি না।

(৯) নায়িকা-মণি বলিতেছেন,—নীপ-মূল হইতে সঙ্কেত মুরলীর ধ্বনি, বারংবার শুনা যাইতেছে। আবার থাকিয়া থাকিয়া আমার বাম-পয়োধর স্পন্দিত হইতেছে, অতএব আমার বোধ হইতেছে, কানু অবশ্যই আসিয়া মিলিবেন সখি! আমার বিশ্বাস—ওই, চতুর্থীর-পাপ-চন্দ্র, কিরণের ফাঁদ পথে পাতিয়া (উদিত হইয়া) হরির অভিসারে বিলম্ব ঘটাইতেছে। যাহা হউক, আমি আর থাকিতে পারিতেছি না, কন্দর্প আমার মনের ভিতরে প্রবেশিয়া লুক্কায়িত বাসনার উপরে আরোহণ করিয়া বসিয়াছে!

আর ধৈর্য্য ধরা যাইতেছে না। মণিময় হার, ভারবোধ হইতেছে! সখি!

দেখ সখি! পাপ—চতুর্থীকো চান্দ!
হরি অভিসার, এহি বিলম্বাওত, পাতি কিরণময় ফাঁদ!
মনহি মনোরথ, চটুল মনোরথ, ধৈরয ধরণ না যাত
মণিময় হার, ভারসম লাগত, অভরণ দূরকরুগাত!
ধরণী-শয়নে একু, মোহে শোয়াওত, কুসুম-শয়নে জিউ কাঁপ
গোবিন্দদাস কহ, গহন প্রেম-গহ, দহনে দেওয়াই ঝাঁপ!

(১০) উৎকণ্ঠিতা—মঙ্গল।

ঋতু পতি-রাতি, উজোরল-হিমকর, মলয় সমীরণ মন্দ
কানু-আশ-আসে, চপল-মনোভব—মনহি বিথারল দ্বন্দ!

আমার গাত্র হইতে (গাত—গাত্র) সমস্ত অভরণ দূর করিয়া ফেল। হায়! হায়! এখন করি কি? কুসুম শয্যায় আমার প্রাণ কাঁদিতেছে! সখি আমাকে একবার (একু) মাটীতে শোয়াও!

সম্বোধিতা সখীর ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা-গোবিন্দ কবিরাজ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন হায়! দেখিতেছি দুরধিগম্য-প্রেম-যাতনা (গহন শব্দে—যাতনা। গহ, দুরধিগম্য) সুকুমারী-সখীকে আগুনে ঝাঁপ দেওয়াইতেছে। অথবা—গহ গ্রহ শব্দের অপভ্রংশও হইতে পারে, তাহা হইলে "গহন প্রেম গহ"—দুর্ব্বোধ চরিত্র প্রেমরূপ গ্রহ।

(১০) এক্ষণে রাজনন্দিনী রাধা, উৎকণ্ঠিতা-নায়িকার ভাবে আকুলিতা হইয়া উঠিয়াছেন, কহিতেছেন—সখি! একে আজ বসন্ত-রজনী, তাহাতে সমুজ্জ্বল শশধর সমুদিত, তাহাতে আবার মন্দ মন্দ মলয়ানীল বহিতেছে! ইহাদের

সজনি! পুন যদি সম্বাদহ কান—
কালিন্দী-কূলে, অবহি বিরহানলে, তেজব দগধ-পরাণ। ধ্রু।
কিশলয়-দহন—শেষ, অবসাজহ, আহুতি চন্দন-পঙ্ক—
দ্বিজ-কুল-নাদ-মন্ত্রে, তনু জরজর, দূরে যাও—প্রেম-কলঙ্ক!
চিত্ত-রতন-মঝু, কানু-পাশ রহু—অবহু না মিলল মোয়!
গোবিন্দ দাস কহই, ধনি! বিরমহ, কানু মিলাওব তোয়।

দত্ত ধৈর্য্যধ্বংশী দুঃসহ যন্ত্রনার মধ্যে চঞ্চল-মনোভব কান্তের আগমন আশ্বাসে (আশো আশে) আমার দ্বিধা উৎপাদন করিতেছে (সার্ব্বকালিক লীলায়, প্রেম-বিভ্রান্তিতে বসন্ত-রাত্রিজ্ঞান জ্ঞেয়,) কিম্বা উজ্জ্বল-নিশাকর, সময়-সমীরণ এবং চঞ্চল-কন্দর্প, ইহারা সকলেই, আমার হৃদয়-পোষিত—নাগরের নিশ্চিতো-গমন বিশ্বাসে দ্বিধা উৎপাদন করিতেছে।

সখি! বহুবল্লভ-কান্তের আগমন নিশ্চয়ই আর হইবে না! আর যেন কেহ তাহাকে, কোনও সংবাদ দিও না। আমি এখনি যমুনার তীরে বিরহানলে, এ পোড়া প্রাণ পরিহার করিব! এখন তোমরা কিশলেয়র-শয্যারূপ-অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত কর এবং তাহাতে হোমের-হবিরূপে চন্দন-পঙ্ক প্রদান কর। দ্বিজগণের কলনাদরূপ মন্ত্রে আমার তনু জ্বলিয়া পুড়িয়া প্রেমকলঙ্ক দূর হউক! (ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দ্বিজ, পক্ষীরাও তদ্রূপ দ্বিজ শব্দের বাচ্য বটে)।

কিন্তু সখি! আমার চিত্ত-রত্নটি—কান্তের কাছে রহিয়াছে, সে এখনও আমার কাছে আসিয়া মিলিল না। তাহৌক, সে কানুর কাছেই থাকুক। কান্তের উপেক্ষিত এই ঘৃণিত-দেহের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ লোপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শুনিয়া—ভীতা-বিস্মৃতা-চমকিতা-সখীর ভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা কহিতে-ছেন, ধনি! ক্ষান্ত হ, আর বাগ্‌-বজ্র-দ্বারা আমাদের বুক ভাঙ্গিস না। আমি, কানুকে আনিয়া মিলাইয়া দিতেছি।

পদকল্পতরুতে—"মধু ঋতু রাতি" ইতি পাঠে এ গীতের আরম্ভ এবং সর্ব্বশেষ কথা—"আপনি মিলব সোই!"

(১১) সুহই।

কে মোরে মিলাঞা দিবে সে চান্দ বয়ান
আঁখি-ভর পিত হবে, জুড়াবে পরাণ ?
উঠিয়া বসিয়া কত পোহাইব রাতি—
না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি,
আজু যদি না মিলব দারুণ কান—
নিশ্চয় জানিও সখি ! যাইবে পরাণ।
না মিলল নাগর, না পূরল আশ—
এতক্ষণে না আইল—বলরাম দাস !

(১২) ভূপালি।

এ সখি ! রমণী-শিরোমণি রাই !
নিরমল-প্রেম-জলধি অবগাহি !
তিল এক ধৈরয ধরহ বিচারি—
সো অব মিলব— রসিক বনমালী।

(১১) "আমি মিলাইয়া দিব" সখীর এই আশ্বাস-বাণী শুনিয়া ভগ্ন-হৃদয়া শ্রীরাধা কহিতেছেন—হায় ! আমার এমন বন্ধু কে আছে—ইত্যাদি। উপসংহারে বলিলেন—এইতো কত আশ্বাস দিয়া দূতী—(বলরাম দাস) তাহাকে আনিতে গিয়াছিল, কিন্তু এখনও ফিরিল না ! !

পদামৃত সমুদ্রে এ গীতিটি মাথুর-বিরহ-প্রকরণে লিখিত, এবং তাহাতে তৎ প্রকরণোচিত পয়ার কতকগুলি বেশী আছে। যথা—দ্বিতীয় ছত্রের পরে—

কাল—রাতি না পোহায় কত জাগিব বসিয়া, গুণ শুনি প্রাণ কান্দে না যায় পাতিয়া, এবং চতুর্থ ছত্রের পরে—

ধন জন যৌবন সোদর বন্ধু জন, পিয়া শূন্য ভেল এ তিন ভুবন !

কেহতো না বলেরে আওব তোর পিয়া, কতনা রাখিব চিত নিবারণ দিয়া।

কত দূরে পিয়া মোর করে পরবাস, সম্বাদ লেই চলু বলরাম দাস।

আমাদের শেষ ৪ ছত্র, পদামৃত সমুদ্রে নাই।

(১২) সখী, প্রেমময়ীকে প্রবোধ-প্রদান করিয়া কহিতেছেন—সখি রাধে ! যেমন সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে—তেমনি ধৈর্য্য সহিষ্ণুতাদি সর্ব্বগুণেই তুমি রমণীগণের শিরোমণি। অগাধ-জল-সঞ্চারি-মীন, যেমন গম্ভীর ও অচঞ্চল, নির্ম্মল-প্রেম সমুদ্রাবগাহিনী তুমি—সেই রূপ ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য-বতী। দেখ, বনমালী রসিক-

এত কহি সহচরী চললি তুরন্ত—
বকুলতলে ; যহি সো-রতি কান্ত।
ঝামর আনন, বিরহ অমন্দ—
চান্দনি বিনু যনু দিবস কো চন্দ!
কহে হরিবল্লভ অব দুখ গেল
যব সখী-যামিনী পরবেশ ভেল।

(১৩) কেদার।

উজোর-শশধর—দীপক জারল, অলীকুল ঘাঘর বোল,
হনইতে হরিণী নয়নে দরশাওই, ওহি ওহি পিক-বোল!
মাধব! মনমথ ফিরত অ-হেরা,
একলি নিকুঞ্জে ধনী, ফুল-শরে জরজর, পন্থ নেহারই তেরা!

নাগর, সঙ্কেত জানাইয়া তিনি আসিবেন না, ইহা কথনও সম্ভব নহে, অতএব সকল কথা বিচার করিয়া কিছু কাল ধৈর্য্য ধারণ কর।

এইরূপে প্রেমাকুলিতা-প্রিয়-সখীকে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক, যেখানে রতি-কান্ত হরি—রাধা প্রেমে বিভোর ও আত্মহারা হইয়া, বাঁশী বাজাইতেছেন, সহচরী ত্বরিত গমনে সেই বকুল তলায় চলিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন দিবাভাগের—জ্যোৎস্না-বিরহিত-চন্দ্রবৎ—লাবণ্য-বিরহিত মাধবের মুখখানি বিরহের তীব্রতাপে মলিন (ঝামর) হইয়া রহিয়াছে!! দূতীর-সঙ্গিনী-ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ,—বিহ্বল হরিকে কহিতেছেন—"নিশানাথ! দুঃখ দূর হইয়াছে, রাধার সখী রূপা—যামিনী সমাগতা।" অর্থাৎ এখন সম্বিত লাভ কর এবং চান্দ ও চান্দনিতে মিলিয়া সমুজ্জল ও প্রফুল্লিত হও—আনন্দ বিস্তার কর।

(১৩) শিকারীদিগের একটি রীতি এইরূপ,—অরণ্যে আগুন জ্বালাইয়া দেয়, শিকারীর-সহচরেরা বিপরীত দিক্ হইতে চীৎকার করে, তাহাতে ভীত হইয়া অরণ্যের অভ্যন্তর হইতে হরিণাদি—বহির্গত হয়, তখন বৃক্ষাদির উপরে অবস্থিত সঙ্গীরা "ওই! ওই যাইতেছে" ইত্যাদি কথা দ্বারা লুক্কায়িত-ধনুর্দ্ধারী-শিকারীকে সন্ধান বলিয়া দেয় এবং তদনুসারে সে শরাঘাত করে।

তুহু অতি মন্থর, চলবি তুরন্তর, মধু-যামিনী অতিছোটি,
ও, ঘর বাহির করত নিরন্তর, নিমিখ মানয়ে যুগ-কোটি!
আশা-পাশ গলে সেই বৈঠলি, প্রেম-কলপ-তরু-মূলে
কিয়ে অমিয়া—কিয়ে ধরল গরল-ফল! গোবিন্দদাস কহ ফুরে!

শ্রীরাধার—সহচরী-দূতী, সেইরূপ উৎপ্রেক্ষার সহিত শ্যাম-সুনাগরকে বলিতে লাগিলেন—উজ্জ্বল-শশধর রূপ-অগ্নি (দীপক) প্রজ্বালিত করিয়া অলিকুলের দ্বারা—ঘোররবে চীৎকার করাইয়া, আর অনুচর-পিক-নিকরের ওহি! ওহি! শব্দে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া—আজ অব্যর্থ আয়োজনে অ-হেরা সানুচর-মন্মথ-ব্যাধ, হরিণাক্ষী-রাধা-হরিণীকে বধার্থ বনে ফিরিতেছে! (অহেরা যাহাকে দেখা যায় না) এবং এইরূপ মহা-বিপন্না ও কন্দর্প-শরে—জর্জ্জরিতাঙ্গনা রাধা, একাকিনী কুঞ্জে অবস্থিতা হইয়া কেবল তোমার পথ নিরীক্ষণ করিতেছে!

মাধব! তুমি বড় দীর্ঘ সূত্রী!! (মন্থর) যাহা হউক আর ক্ষণার্দ্ধমাত্রও বিলম্ব করিও না, মধুযামিনী (এখানে মধুময়ী যামিনী) অতি ক্ষুদ্রা আবার যাইতেও হবে অনেক দূর, বিশেষতঃ প্রিয়সখী রাধা অধীরা হইয়া কেবল ঘর বাহির করিতেছে, তাহার পক্ষে এক একটি নিমেষ, কোটি যুগের ন্যায় অফুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে!

সখী ভাবাবিষ্ট—গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ শ্রীরাধার দুঃখে ফুৎকার করিতে করিতে কহিতেছেন—হায়! অমৃত-ফল লাভার্থ আশার-পাশ গলায় বাঁধিয়া সখী রাধা, প্রেম-কল্পতরুর মূলে বসিয়াছিল, কিন্তু তাহার ভাগ্যে ফল লাভ হইতেছে গরল!! (পদামৃত সমুদ্রের পাঠ "দীপ সজারল"; তাহার অর্থ দীপ-প্রজ্বালিত করিল।

পদকল্পতরুতে—মাধব! মনমথ ফিরত অহেরা—ইতি পদে এ গীতের আরম্ভ।

(১৪) কেদার।

শুন শুন সহচরী-চরিত অপার—
যাকর বশ—রস—কেলী-কলপতরু, সবসুখ-সাগর-সার! ধ্রু।
ফুলি রসাল, রসিক-পিক যৈছন, মধু-ঋতু আনি দেখায়
যৈছন, যামিনী, চান্দকি চান্দনি, তপত-চকোরী-পিয়ায়—
তৈছন সহচরী, সবগুণে আগোরী, হরিখ-বরিখ-বরিখায়
মাধব আনি, মিনায়লি মাধবী, হরিবল্লভ রসগায়।

(১৫) শ্রীগান্ধার।

যব হরি হেরল রাই মুখ ওর—
তৈখনে ছল ছল নয়নকো লোর!
যব পহুঁ কহল লহু লহু বাত—
তবহি কয়লধনী অবনত মাথ!

(১৪) সহচরি-দূতীর-সঙ্গিনা (গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ) আনন্দে সখী-সমাজবর্ত্তী হইয়া সখীগণকে বলিতেছেন,—সকলে সহচরীর অপার-চরিত্র-মহিমা শ্রবণ কর, সকল-সুখ-সাগরের সার-নিধি, রস-কেলীর-কল্পতরু নাগরেন্দ্র, ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় ইহার অধীন। এই দেখ—বসন্তঋতু যেমন আপন প্রভাবের গুণে রসলুব্ধ-কোকিলকে আম্র মুকুলের নিকট আনয়ন করে (ফুলিরসাল—আম্র-মুকুল) এবং যামিনী যেমন স্বকীয় স্বাভাবিক শক্তিতে তপ্ত-চকোরীকে চন্দ্রের কিরণামৃত পান করায়; সর্ব্বগুণে মণ্ডিতা (আগোরি মণ্ডিতা) সহচরী সেইরূপ কৃষ্ণ নিকটে গমন করিয়া স্বকীয় স্বাভাবিক প্রভাবে গমনমাত্র হর্ষের-বর্ষা সৃজন করিলেন। এজগতে কখনও বর্ষাকালে—বসন্ত ও মাধবী কুসুমের সম্মিলন ঘটে না কিন্তু আমাদের অতুলিত-গুণ গৌরবিনী সহচরী তাহাই ঘটাইয়াছেন। দেখ—মুহূর্ত্তে বিরহ-গ্রীষ্মের অবসান-সাধন পূর্ব্বক হর্ষের-বর্ষা সঞ্চার এবং তন্মধ্যে মাধবকে রাখিয়া মাধবীর সহিত মিলন করাইয়াছে! (মাধব শব্দের অর্থ—বসন্ত এবং কৃষ্ণ। মাধবী—মাধবী-লতার ফুল এবং অতি স্বাধীন-কান্তা-শ্রীরাধা)।

(১৫) এই গীতও পূর্ব্বোক্ত সখীর উক্তি। ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। লোর—অশ্রু; ধয়ল—ধরিল; অঞ্চলবাস—বস্ত্রাঞ্চল ;উদেশ—উদ্দেশ্য।

যবহু ধয়ল পহু, অঞ্চল-বাস—
তৈখনে ঢল ঢল তনু পরকাশ!
যব হরি পরশল কঞ্চুক সঙ্গ—
তৈখনে পুলকে পূরল দুহু অঙ্গ।
পূরল মনোরথ, মদন উদেশ,
কহে কবি শেখর পীরিতি বিশেষ।

(১৬) কেদার।

রতি-রণ রঙ্গ—ভূমি, বৃন্দাবন, রণ-বাজন পিকরাব,
দুহু চঞ্চল, মন—মথ-মদ-কুঞ্জরে*, পরিমলে অলিকুল ধাব।
দেখ সখি! রাধা মাধব—মেলি—
দোঁহে কো—চপল-চরিত নাহি সমুঝিয়ে, কিয়ে কলহ—কিয়ে কেলি? ॥ ধ্রু ॥
দুহু ভুজ-পাশে, দুহু ঘন বান্ধই, অধর-সুধা করু পান,
দুহু নূপুর ধ্বনি, ঘন-মণি-কিঙ্কিণী—কঙ্কণ বলয় নিসান!
জর জর, চন্দন—কবচ, কুচ-কঞ্চুক, বিপুল-পুলক-ফুল-বাণ,
আকুল, বসন—রসন মণি-আভরণ † গোবিন্দ দাস রস গান।

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ব বিভাগে, ঊনাবংশ ক্ষণদা।

পদকল্পতরুতে—"রাই যবে হেরল হরি মুখ ওর" "লোচন জোর" ইত্যাদি পাঠান্তর আছে।

(১৬) নিসান—নিঃস্বন অর্থাৎ শব্দ। যোদ্ধৃগণ যেমন কবচ (বর্ম্ম) পরিধান পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তেমনি আমাদের নাগরেন্দ্র-শেখর চন্দন-চর্চ্চারূপ কবচ এবং নাগরী-সাম্রাজ্ঞী কাচুলিরূপ কবচ পরিয়া কেলীযুদ্ধে প্রমত্ত হইয়াছেন, বিপুল পুলকরূপ ফুলশরে উভয়ের কবচই জর জর হইয়া উঠিয়াছে। পরিহিত বসন, ক্ষুদ্র-ঘণ্টিকা (রসন), ও মণি-নির্ম্মিত অভরণ সমুহ আকুল অর্থাৎ এলোমেলো হইয়া পড়িয়াছে!!

পদকল্পতরুর পাঠান্তর—* চঞ্চল মনোরথে, দোসর মনমথে; † চিকুর শশি চন্দ্রক (এই গীতে পূর্ব্বোক্তা সহচরী সখী সমুহ লতা-বাতায়ন তলে লুকাইয়া রস-লীলা প্রদর্শন ও আস্বাদন করিয়াছেন)।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ বিংশ ক্ষণদা,—শুক্লা পঞ্চমী।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্থ,—তুড়ি।

নাচে গোরা, প্রেম ভোরা, ক্ষণেবলে হরি,
ক্ষণে বৃন্দাবন, করয়ে স্মরণ, ক্ষণে ক্ষণে, প্রাণেশ্বরী।
যাবক-বরণ, কটির বসন, শোভাকরে গোরা-গায়—
কখন কখন, যমুনা বলিয়া, সুরধুনী-তীরে ধায়!

(১) দেখ—আমার প্রেম-সিন্ধু গৌরহরি প্রেমে বিভোর হইয়া, সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন।

জলোচ্ছাসের-উজান-স্রোত,—নিম্নগামী স্বাভাবিক লহরী-তরঙ্গ, এবং ঘূর্ণা-বর্ত্ত ভেদে, সমুদ্রের প্রভাব যেমন ত্রিবিধ, প্রেম-সিন্ধু বিশ্বম্ভরের প্রেম-প্রবাহও, তেমনি তিনভাবে প্রকটিত হইতেছে। ঐ দেখ—নাচিতে নাচিতে কখনও সাধারণ-ভক্ত-সাধকের ন্যায় 'হরিবোল' বলিতেছেন। আবার ক্ষণে-ক্ষণে ব্রজ-নাগরভাবে—বৃন্দাবন স্মরণ করিতেছেন! বৃন্দাবনের স্মরণ মাত্রে প্রাণেশ্বরী-রাধার স্মৃতিতে, প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে, তাহার পর প্রগাঢ় প্রেমের স্বভাবে তদ্ ভাবাস্বাদানরূপ নিজ-লোভ জাগ্রত হইয়া—শ্রীরাধার ভাব ও চেষ্টা সর্ব্বোপরি প্রাধান্য লাভ করিতেছে! তাহার নিদর্শন ঐ প্রত্যক্ষ দেখ—কটি-তটে পরিহিত, অলক্তকারুণ—বসনখানির দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবরণ করিলেন, এবং কৃষ্ণ-দর্শন-পিপাসোন্মাদিতা-শ্রীরাধা—ছল করিয়া বারংবার যমুনার জলে গমনের ন্যায়—যমুনা জ্ঞানে, সুরধুনীর দিকে ধাইয়া যাইতেছেন। আরোও দেখ শ্যাম-মুরলীর মধুর ধ্বনি শুনিয়া শ্রীবৃষভানু কুমারী যেমন উন্মাদিতা ও অশ্রু-প্লুতা নয়না হন, তেমনি মৃদঙ্গ-করতালের—তাথই তাথই

তাথই তাথই, মৃদঙ্গ বাজই, ঝনঝন করতাল,
নয়ন-অম্বুজে, বহে সুরনদী, গলে দোলে বনমাল!
আনন্দ-কন্দ গৌরচন্দ্র অকিঞ্চনে বড় দয়া!
কৃষ্ণ দাস, করত আশ, ও পদ-পঙ্কজ-ছায়া।

(২) শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য,—পাহিড়া।

নাচে (পহু)-নিত্যানন্দ, ভুবন-আনন্দ-(কন্দ), বৃন্দাবন গুণ শুনিয়া,
বাহু যুগ তুলি, (স)ঘনে বলে হরি, চলত মোহন ভাতিয়া!*

ঝন ঝন-ধ্বনি শ্রবণে, প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। নয়নাম্বুজ হইতে যেন মন্দাকিনীর ধারা বহিতেছে আর গলার বনমালা অবিরত দোলিতেছে! আমার ভুবন-মঙ্গল-গৌর হরি যেমন আনন্দের কন্দ তেমনি অকিঞ্চনের প্রতি মহাদয়াবান্! (কন্দ অর্থ উদ্ভিদের পরিপোষক আস্বাদ্য মূল। যথা আলু মুলো ইত্যাদি) যাহার কেহ সহায় নাই এবং কিছুই সম্বল নাই করুণাবতার গৌর সুন্দর এরূপ জীবের একমাত্র বন্ধু!

গীত রচয়িতা কৃষ্ণদাসের দৈন্যোক্তি-ময় ভণিতার ভাবার্থ এই যে—আমি সহায় সম্বল শূন্য সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়। হে গৌর-সুন্দর! তোমার পদ-পঙ্কজের ছায়া আমার এক মাত্র ভরসা। তাহারই আশা ধরিয়া আছি। বঞ্চিত করিও না! (পদকল্পতরু এবং গৌর পদতরঙ্গিণীতে এ গীতিটি—"গোবিন্দ দাস" ভণিতাযুক্ত)।

(২) দেখ—ভক্তগণ, বৃন্দাবনের গুণ-লীলাদি গান করিতেছেন আর

পদকল্পতরু ও গৌরপদ তরঙ্গিণীতে এই গীতটি লঘুত্রিপদীচ্ছন্দে লিখিত সুতরাং—বন্ধনীভুক্ত পহু এবং কন্দ প্রভৃতি শব্দ নাই এবং নিম্নলিখিত পাঠান্তর বর্তমান—* বলে হরি হরি, চলন মন্থর ভাতিয়া।

কিবা সে মাধুরী, বচন-চাতুরী, রহ(ত) গদাধর হেরিয়া †।
মাধব, গৌরী দাস, মুকুন্দ শ্রীনিবাস, গাওত সময় বুঝিয়া ‡।
নাচে নিত্যানন্দ চান্দরে—
প্রেমে গদগদ, চলে আধ পদ, ধরি(য়া) গদাধর-হাতরে§। ধ্রু।

তাহা শুনিয়া শুনিয়া, নিখিল-ভুবনের-আনন্দ-সমষ্টি-রূপ-পাদপের—পুষ্টি বর্দ্ধক আস্বাদ্য মূল—(ভুবন-আনন্দ-কন্দ) আমার প্রভু-নিতাই-চাঁদ, আনন্দভরে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন এবং স্বকীয়—ভক্ত-স্বরূপতা-প্রকটন করিয়া ভুজ যুগল উত্তোলন পূর্ব্বক "হরি বল" বলিতে বলিতে যুগপৎ, নামামৃত আস্বাদন ও বিতরন করিতেছেন।

আচারের সহিত প্রচার এবং আস্বাদনের সহিত বিতরণ—আমার নিতাই চাঁদের অপূর্ব্ব সাফল্যময় অভিনব লীলা। তাই আমার নিতাই চাঁদ বাহু তুলিয়া "হরি" বলিতে বলিতে প্রেম-রঙ্গে মোহন-ভঙ্গীতে চলিতেছেন!। দেখ দেখ—আনন্দ ভরে চলিতে চলিতে, এক্ষণে শ্রীগদাধরকে দেখিয়া—তাহার বদন পানে চাহিয়া কহিলেন!

এই গদাধর—'পণ্ডিত গোস্বামী' নয়। ইনি শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রের প্রিয় পার্শ্বদ—দাসগদাধর। ইহারই প্রভাবে কাজীগণ পর্য্যন্ত হরি হরি বলিত। শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ দীপিকাতে আছে—শ্রীবলদেবের প্রিয়াগ্রণী পূর্ণানন্দা গোপী ইহাতে প্রবিষ্টা। যথা—

রাধা বিভূতি রূপা যা চন্দ্র কান্তিঃ পুরাস্থিতা।
স গৌরাঙ্গ নিকটে দাস বংশ গদাধরঃ ॥ ১৫৪ ॥
পূর্ণানন্দা ব্রজে যাসীদ্বল দেব প্রিয়াগ্রণী।
সাপি কার্য্য বশাদেব প্রাবিশত্তং গদাধর ॥ ১৫৫ ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আছে—"গদাধর দাস গোপী পূর্ণানন্দ, যার ঘরে

† গদাধর মুখ হেরিয়া। ‡ মাধব গোবিন্দ, শ্রীবাস মুকুন্দ, গাওত ও রঙ্গ ভাবিয়া। § পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ। সমস্তই পদকল্পতরু ও গৌরপদ তরঙ্গিণীর পাঠান্তর।

ও চাঁদ বদনে, হাস ঘনে ঘনে, অরুণ লোচন-ভঙ্গিয়া
কুসুম-হার, হৃদি-দোলত, সুঘর সহচর সঙ্গিয়া ; *
রাতুল-চরনে, মঞ্জীর বাজত, রঙ্গের নাহিক ওর
মনের আনন্দে, শ্রীনিবাস-সুত- এ, গতি গোবিন্দ ভোর !

দান কেলী কৈল নিত্যানন্দ"। অতএব গদাধর দাসের দর্শনে যে, সময়ে সময়ে শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রের—পূর্ব্ব-লীলার নাগর-ভাব জাগিয়া উঠিত, এই পয়ারটিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। তাহাতেই আজ বৃন্দাবন-গীতির মণ্ডলীতে পূর্ব্ব-প্রিয়তমা-শ্রীগদাধর দাসের দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে আপনার বলদেব-স্বরূপের নাগর ভাব ও রাস-রস উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে।

অন্তরঙ্গ ভক্ত গায়ক—শ্রীমাধব ঘোষ, শ্রীগৌর দাস পণ্ডিত, শ্রীমুকুন্দ দত্ত, এবং শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভু-বরের ভাবটি বুঝিতে পারিয়া সময়োপযোগী রসের গীত—গাইতে আরম্ভ করিলে—আমার নিতাই সুন্দর—প্রেমে গদ গদ হইয়া গদাধরের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছেন!! নৃত্যরঙ্গে অদ্ধপদে চলিতেছেন! আর চাঁদ বদনে ঘন ঘন হাসিতে হাসিতে—কত ভঙ্গি অরুণ লোচনে—গদাধরকে হেরিতেছেন! নৃত্যের তরঙ্গে পরিসর বক্ষে পুষ্প মালা দোলিতেছে—রাতুল চরণে নুপুর নিনাদিত হইতেছে, রঙ্গের অবধি নাই!! (সুঘর—সুঘটিত, সুসজ্জিত)।

এগীত রচয়িতা ঠাকুর গতিগোবিন্দ আচার্য্য—প্রেমাবতার শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পুত্র। তিনি লীলারসে ডুবিয়া ভণিতায় বলিতেছেন :—আমি বিভোর হইয়া গিয়াছি! আর আমার বর্ণনের শক্তি নাই।

* হিয়ার উপর, সুঘড় রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া।—প, ক, ত, এবং গৌ, প, ত।

(৩) বরাড়ি,—অষ্টতালি তালেন।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্ত রুচি কৌমুদী,
হরতি দর-তিমিরমতিঘোরং,
স্ফুরদধরসীধবে, তব বদন চন্দ্রমা,
রোচয়তি লোচন-চকোরং ॥ ১ ॥
(প্রিয়ে ! চারুশীলে !) মুঞ্চ, ময়ি মানমনিদানং—
সপদি মদনানল, দহতি মম মানসং,
দেহি মুখ-কমল-মধু-পানং ॥ ধ্রু ॥

এইটি শ্রীগীতগোবিন্দের (১০ম সর্গ) ১৯শ, সংখ্যক গীতি। পূজারী গোস্বামী কৃত ইহার টীকা এইরূপ—

হে প্রিয়ে চারুশীলে! ময়ি মানং মুঞ্চ; কীদৃশং? অনিদানমকারণং; চারু-শীলায়া অকারন মানস্যাযুক্তত্বাদিত্যর্থঃ। যতঃ সপদি তৎক্ষণং ত্বন্মান-সমকাল-মেব কামাগ্নি র্মম মানসং দহতি; ততো মুখ-কমল-মধুপানং দেহি, অন্তর্দাহস্য পানেনৈব শান্তিরিত্যর্থ ॥ ধ্রু ॥

দুরাপমিদং দূরেহস্তু, হে প্রিয়ে! ত্বং যদি কিঞ্চিদপি বদসি—তদা দন্তরুচি-কৌমুদী মমাতি ঘোরং—ভয়জনকং তিমিরং হরতি; তথা তব বদন-চন্দ্রমাশ্চ মম লোচন-চকোরং, স্ফুরদধরসীধবে—উচ্ছলিতাধর-সুধা পানার্থং সাভিলাষং করোতি। নয়নস্য চোকরত্বেন ত্বদেকজীবনত্ব মুক্ত ॥ ১ ॥

---

(৩) শ্রীরাধার মান কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও আবেগ অপগত হয় নাই, দীর্ঘ নিঃশ্বাস বহিতেছে, অথচ কান্তের সহিত পুনর্ম্মিলনের আকাঙ্ক্ষাকুলিত-চিত্তে—সখির প্রতি বারম্বার সলজ্জ দৃষ্টিতে চাহিতেছেন, এহ রূপ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইয়া, প্রাণেশ্বরীকে বলিতেছেন—(ধ্রুব-পদ হইতে আস্বাদন আরম্ভ)।

প্রিয়ে! চারুশীলে! তোমার আচরিত-সমস্ত—চিরদিন চারুতা-পূর্ণ, আজ

সত্য মেবাসি যদি সুদতি ! ময়ি কোপিনী
দেহি খর-নয়ন-শর-ঘাতং
ঘটয় ভুজ-বন্ধন জনয় রদ-খণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখ জাতং ॥ ৩ ॥
ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং,
ত্বমসি মম ভবজলধি রত্নং,
ভবতু ভবতীহ ময়ি, সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতি যত্নং ॥ ৪ ॥

ত্বদেক জীবনে ময়ি রোষ ন সম্ভবতি—চেত্তর্হি এবং কুর্ব্বিত্যাহ—হে সুদতি ! প্রসন্নবদনে ! যদি সত্যমেব ময়ি কোপিন্যসি তদা খরা এব নয়ন-শরাস্তৈঃ প্রহারং কুরু ; তেন চেন্নতুষ্যসি তদা ভূজাভ্যাং বন্ধনং ঘটয়, স্তেনাপি অসন্তোষ স্তদা রদৈঃ দশনৈঃ খণ্ডনং জনয়, কিং বহুনোক্তেন যেন বা সুখজাতং, ভবতি—সুখমুৎপদ্যতে তদেব কুরু ; অত্র গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ স্বাঙ্গেঽপরাধিনি দণ্ড এবোচিতো, নোপেক্ষেতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

নন্থ ত্বয়ি মম কোপস্য কঃ প্রসঙ্গ ? দণ্ডস্য বা ; যা ভবৎপ্রিয়া সৈব দণ্ডং করোতু ইতি চেত্তদাহ—ত্বমেব মম-জীবনং অসি ; ত্বমেব মম ভূষণমসি ; ত্বদ্ব্যতি-রেকেণান্যজ্জীবনাদিক মপিচেন্নাস্তি। তত্রান্যাঙ্গনানাং কা বার্ত্তেত্যর্থঃ যতো

বিপরীত করিতেছ কেন ? আমার প্রতি অকারণ মান অপনয়ন কর। দেখ—যদবধি তুমি বিমুখী হইয়াছ তদবধি (সপদি) মদনানল আমার হৃদয়-দাহ করি-তেছে ! ঔষধের বাহ্য প্রয়োগে অন্তর্দ্দাহ প্রশমিত হয় না, অতএব এক বার এই প্রদাহের সিদ্ধৌষধি—তোমার মুখ-কমলের মধু—পান করিতে দিয়া আমাকে বাঁচাও।

দেখ—তোমার মান-মৌনতা দর্শনে আমার মন—ভীতি তিমিরাকুলিত ও ম্রিয়মান ! ! ইহা দেখিয়াও কি তোমার দয়া হইতেছেনা ? যাহা বলিতে তোমার ইচ্ছা হয়—এই একটি কথা বল, তাহা হইলেই তোমার দন্ত-কান্তি (রুচি)-রূপ

নীল-নলিনাভ মপি, তন্বি! তব লোচনং,
ধারয়তি কোকনদ রূপং,
কুসুম-শর-বাণ—, ভাবেন যদি রঞ্জয়সি-
কৃষ্ণ মিদমেতদনু রূপং ॥ ৫ ॥

ভব সংসারঃ স এব জলধিস্তত্র ত্বং রত্নরূপা—সর্ব্বপ্রেয়সী শ্রেষ্ঠেত্যর্থঃ যথা রত্নাকরাৎ বিচিত্র-রত্নং লব্ধা আত্মানং পূর্ণং মনুতে, তথাস্মিন্ লোকে স্ত্রীরত্নং ত্বাং প্রাপ্য কৃতার্থংস্মীতি ভাবঃ অতএব ভবতীঃ নিরন্তরং মদ্যনুকূলা ভবত্বিত্যর্থ—মম হৃদয়মতিশয়েন যত্নো যস্য তৎ ॥ ৪ ॥

স্বগুণ পরীক্ষণোপকরণত্বেন চেন্মামঙ্গীকরোষি, তথাপি চরিতার্থস্যামিত্যাহ —হে তন্বি! তব লোচনং নীল-নলিনাভমপি সংপ্রতি রক্তোৎপলরূপং ধারয়তি, তদেতেন ত্বয্যনুরঞ্জন বিদ্যাস্তি ইত্যবধারিতং, এষানুরঞ্জন বিদ্যা ময়ি পরীক্ষ্যতাং; পরীক্ষাপ্রকারমাহ—ত্বং যদি কৃষ্ণং কৃষ্ণরূপং মাং, তেন লোচনেন কুসুম-শর-বাণ ভাবেন সানুরাগদৃষ্ট্যা রঞ্জয়সি, তদিদমেব তস্য যোগ্যং ভবতি, শিক্ষিতা বিদ্যা, প্রয়োগে নৈব জায়তে ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

জ্যোৎস্নায়-আমার অতি-ঘোর-ভয়-তিমির বিদূরিত হইবে। প্রিয়ে! তোমার বদন-চন্দ্রমা, আমার নয়ন চকোরকে স্বীয় সুধা-কৌমুদী পানার্থ, অতি লালসিত করিয়া তুলিতেছে, একটিবার প্রসন্ন বদনে কথা কও।

আর, প্রেম-পরীক্ষার্থ না হইয়া—যথার্থই যদি তুমি আমার প্রতি কোপিনী হইয়া থাক, তবে আমাকে দণ্ড দাও। অপরাধ—প্রকৃত হউক বা কল্পিত হউক—ক্রোধের পাত্রকে দণ্ডদান করিলে ক্রোধের শান্তি হয়। অতএব হে সুদশনে! (সুদতি) আমাকে সুতীক্ষ্ণ নয়ন-বাণাঘাত কর। তাহাতে ক্রোধের শান্তি না হইলে ভুজ-লতার দ্বারা—বন্ধন কর। তাহাতেও যদি প্রসন্নতা না জন্মে তবে—দন্তাঘাতে ক্ষত বিক্ষত কর। অথবা মর্দ্দনাদি যে রূপ দণ্ড করিলে তোমার সুখোদয় হয় তাহাই কর।

প্রাণাধিকে! অপরা কোনও রমণীতে আমার আসক্তির সন্দেহ, কদাচ

স্ফুরতু কুচ-কুম্ভয়োরুপরি মণি মঞ্জরী,
রঞ্জয়তু তব হৃদয়-দেশং,
রসতু রসনাপি তব— ঘন-জঘন-মণ্ডলে,
ঘোষয়তু মন্মথ-নিদেশং ॥ ৬ ॥
স্থল-কমল-গঞ্জনং, মম হৃদয়-রঞ্জনং,
জনিত রতিরঙ্গ পরভাগং,
ভণ মসৃণ-বাণি, করবাণি চরণদ্বয়ং,
সরসলসদলক্তক-রাগং ॥ ৭ ॥

এতৎ শ্রবণেন কিঞ্চিৎ প্রসন্নাং বীক্ষ্য চাতুর্য্যেণাভীষ্টং প্রার্থয়তে—ততশ্চ মণিমালা কুচকুম্ভয়োরুপরি চঞ্চলা ভবতু, তেন কিংসাত্তব-হৃদয়দেশং শোভয়তু কাঞ্চ্যপি ঘন-জঘন-মণ্ডলে শব্দায়তাং; কীদৃশং? শব্দং কুরুতাং—মন্মথস্যাজ্ঞাং ঘোষয়তু। বচনভঙ্গ্যা প্রার্থনাবিশেষোঽয়ং ॥ ৬ ॥

তথাপ্যুত্তরমাহ—হে স্নিগ্ধ-বচনে! ভণ—আজ্ঞাপয়, কিমাজ্ঞাপয়ামি? তব চরণদ্বয়ং সরসেন লসতালক্তেন রাগো যত্র তাদৃশং করবাণি, যতঃ স্থল-কমলগঞ্জনং—গঞ্জয়তীতি গঞ্জনং তত্তিরস্কারক মিত্যর্থঃ আরক্তত্বাৎ কৌমল্যাচ্চ—অতএব মম হৃদয়রঞ্জনং, যতো জনিতো রতিরঙ্গে পরভাগঃ পরশোভা যেন তৎ ॥ ৭ ॥

করিও না; আমার হৃদয়ে তুমিই প্রাণরূপিণী; সেখানে আর কাহারও অবস্থানের স্থান নাই। আমার অঙ্গেতেও তুমিই—আমার ভূষণ স্বরূপিনী—গর্ব্বের গৌরবেরও সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের নিদান; তুমিই আমার সংসার রূপ সমুদ্রের পরম-রত্ন; সাগর—সেঁচা মাণিক। তুমি যাহাতে আমার প্রতি অনুক্ষণ অনুকুল থাক, আমার হৃদয়ে সতত্তই সেই যত্ন।

হে কৃষাঙ্গিনি! তোমার ইন্দীবর-সুন্দর-নীল-নয়ন, ক্রোধে রক্তপদ্মের (কোকনদ) বর্ণ হইয়াও মাধুরী-মণ্ডিত! যেন তোমার অলৌকিক-অনুরঞ্জিনী-বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিতেছে! কন্দর্প-দীপ্ত-বিলাস-ভঙ্গীময়-দৃষ্টি দান দ্বারা

স্মর-গরল-খণ্ডনং, মমশিরসি মণ্ডনং,
দেহি পদপল্লব মুদারং,
জ্বলতি ময়ি, দারুণো, মদন-কদনানল!
হরতু, তদুপাহিত বিকারং॥ ৮॥

অত্র শুদঙ্গীকারেণৈব মম তাপোপশমন মিতি সর্ব্ব-বিজয়ি তদ্‌গুণ স্ফূর্ত্তি পরবশঃ সন্—প্রার্থয়তেঃ—হে প্রিয়ে! মম শিরসি পদ-পল্লব মর্পয়, কীদৃশং? উদারং—বাঞ্ছিত প্রদং, অতো মহৎ। কিমর্থং? স্মর—গরলং খণ্ডয়তীত্যং। নকেবল মিদং খণ্ডনং—ভূষণঞ্চ। কথমেবং প্রার্থয়সে? ইত্যাহ—কাম-ক্লেশ এব দারুণোঽনলঃ—অগ্নি, ময়ি জ্বলতি, অতস্তেনোপাহিত বিকারং হরতু, তদ্ধারণ মাত্রেন তাপোঽপযাস্যতীত্যর্থঃ॥ ৮॥

আমার শ্যামতনুকেও যদি এইরূপ অনুরঞ্জিত কর, তবে ঐ বিদ্যার আরোও অপূর্ব্ব পরিচয় প্রদর্শিত হইবে।

এই সকল রসময়-বচনে এবং নিজ অঙ্গ-পরিমলাদির গুণে—শ্রীরাধার হৃদয়ে সারস্য-সঞ্চারের লক্ষণ অনুভব করিয়া—নাগরেন্দ্র-শেখরের সাহস বৃদ্ধি হইল। তখন অভীষ্ট-প্রার্থনাময় বচনে কহিতে লাগিলেন—প্রিয়ে! ঐ দেখ তোমার আদরের অলঙ্কার গুলিও আমার ন্যায় বিষাদিত হইয়া রহিয়াছে! ইহাদের অপরাধ কি? তোমার কুচ-কুম্ভোপরিস্থ ঐ মণি-মালা (মণি-মঞ্জরী) বিষাদ বিকলিত হইয়া পড়িয়া আছে, উহাকে আনন্দ চঞ্চল কর। স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া তোমার হৃদয়ের শোভা সম্বর্দ্ধন করুক। ঘন-জঘন-মণ্ডলের (ঘন অর্থ ঘনীভূত, শ্লেষার্থ—মধ্যম-নৃত্যশীল) মেখলা ম্রিয়মাণ হইয়া নীরবে কালযাপন করিতেছে। সে মনের সাধে শব্দ (রসন) উদ্গীর্ণ করুক (রসতু) মন্মথের নির্দেশ-ঘোষণা করুক।

কলা-কোবিদ নাগরের কৌশল ফলবতী হইল না! মানিনী নিরুত্তর। তখন বিদগ্ধ-শিরোমণি কহিতেছেন—মধুর-ভাবিনি! যদি আমাকে অধিক আকাঙ্ক্ষার অনুপযুক্ত মনে কর, তবে সুমিষ্ট বচনে শুধু এইমাত্র অনুমতি

ইতি চটুল-চাটু-পটু, চারু মুর বৈরিণো,
রাধিকামধি বচন যাতং,
জয়তি পদ্মাবতী—রমণ, জয়দেব কবি—ভারতী,
ভণিত মতি শাতং ॥ ৯ ॥

ইত্যুক্তপ্রকারঃ মুরবৈরিণো রাধিকাং লক্ষীকৃত্য বচনসমূহো জয়তি—সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে; পরম্প্রেয়সী বিষয়ত্বাদিতি। কীদৃশং? চটুলং চঞ্চলং, অনেনপ্রকার মিতিযাবৎ চটুল-চাটুনাপটু—মানাপনয়ন-সমর্থংচারু—অনুরাগ-শোভনং; পুনঃ কীদৃশং? অতিশাতং—পরমসুখপ্রদ মিত্যর্থঃ পুনঃ কীদৃশং? পদ্মাবতী শ্রীরাধিকা তৎপরতয়া তথানাম্নী শ্রীজয়দেবপত্নী তদ্গুণবর্ণনাদিনা তস্যা রমণস্য জয়দেব কবে র্ভারত্যা ভণিতং ॥ ৯ ॥

কর—স্থলকমলাধিক সুন্দরারক্ত এবং আমার হৃদয়ের রাগবর্দ্ধক—উপজাত-রতি-রসে অতুল শোভাময়—তোমার ঐ রাতুল-চরণ-যুগল আমি অলক্তক-রাগে রঞ্জিত করিয়া দিই।

আর—কন্দর্প বিষ-নাশক—বাঞ্ছিতপ্রদ (উদারং) তোমার ঐ পদ-পল্লব, অলঙ্কার রূপে একটিবার আমার শিরোদেশে সমর্পণ কর। নিদারুণ-মদণানল আমার দেহ দাহ করিতেছে, উহা নির্ব্বাপিত হউক।

ভাব-চাঞ্চল্যময় এই সকল প্রীতি সমুৎপাদক বাক্যবলী যাহা, সকল কংসাদিবধকারী কৃষ্ণ (মুরারী) শ্রীরাধিকার প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন—পদ্মাবতী-বল্লভ জয়দেব কবির বিরচিত পরমসুখদ এই বাক্যাবলীর জয় হউক।

(৭)—ধানশি।

দেখ সখি! নাগর-নাহ—সুজান—
কুন্তল-পিঞ্ছে, চরণ-নিরমঞ্ছল, অবহু কি সাধবি মান?
মুঞি জানো, হরি—রাই পরিহরি, স্বপনহু আন না জান!
বিধগধ-রাজে, কোই পরিবাদব, তেঁঞি কি, তেজবি কান?
যা কর, মুরলী-আলাপনে কত কত কুল-রমণীগণ ভোর,
তোহারি প্রেমভয়ে, বাত নাহি কহতহি! অতএ কি মানসি থোর?

---

(৪) তথাপি মানিনীর মন টলিল না! দেখিয়া—নিরুপায় নাগরের পক্ষ হইয়া কোনও প্রখরা-সখী, প্রেম-ভর্ৎসন-বচনে শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—সখি! নাগর-শিরোমণি-নাথের, সৌজন্য (সুজান—সৌজন্য ও অভিজ্ঞতা) একটিবার ভাবিয়া দেখ! আপনার কেশোপরিস্থ ময়ুরপুচ্ছের দ্বারা—নাগর হইয়া তোর চরণ-নির্ম্মঞ্ছন করিলেন!! হায় হায়! এখনও কি তুই মান সাধবি?

আমি জানি,—রাধাকে ত্যাগ করিয়া হরি কখনও—স্বপ্নেও অন্য রমণীকে ভাবিতে জানে না। না বুঝিয়া যদি কেহ এমন বিদগ্ধ-রাজকে কোনও অন্যায় পরিবাদ দেয়, তাহাতেই কি তুই নিজ কান্তকে পরিত্যাগ করিবি?

হায় হায়! শুধু যাহার মুরলীর-ধ্বনি শুনিয়াই শত শত কুল-ললনা বিভোর হয়, তোর প্রেম-ভয়ে সেই ভুবন-দুর্লভ নায়কের মুখে কথাটি সরিতেছে না! ইহাতে বুঝি তোর আরোও বিপরীত বুদ্ধি উপজাত হইয়াছে, তাহারও তদীয় ব্যবহারের মূল্য যৎসামান্য (থোর—অল্প) মনে করিতেছিস্? যাহা হউক একটী কথা, তোর মনে করিয়া রাখা উচিত—"প্রেমের প্রদাহ কেবল প্রেম-জলেই (অনুকূল স্নিগ্ধ আচরণে) শীতল হয়।—মানের বেগে—নিরপরাধ-নাথের অপমানে—কিম্বা স্নিগ্ধ-উপচার সেবনেও প্রেম-যন্ত্রণার নিবৃত্তি কদাচ হয় না বরং এ সকল অন্যথাচারে একে আর হয়—যন্ত্রণা আরোও বাড়ে।"

প্রেমকি দহন, প্রেমপয়ে শীতল, আনহি হোয়ত আন
চন্দন, চন্দ্র, চান্দনি—তনু-তাপই—গোবিন্দদাস পরমাণ।

(৫) শ্রী,.গান্ধার।

আদর-বাদর, কত কত বরিখসি ?* বচন—অমিয়া-রস-ধারা,
ও রস-সায়রে—ডুবি, মরত, পুন † পুন-ফলে পাওলু পারা।
মাধব ! বুঝিনু-মো তোহে অবগাহি—
নাগরী লাখে ভরল, তুয়া অন্তর কো পরবেশব তাহি ॥ ধ্রু ॥

দেখ—চন্দন, চন্দ্র ও জ্যোৎস্না—সর্ব্বপ্রকার তাপশান্তির সাধারণ উপকরণ, কিন্তু প্রেম-যন্ত্রণাতে এ সকলে আরোও তাপ বৃদ্ধি করে।

উপস্থিতা অপরা সখীর ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ কহিতেছেন—যথার্থ ! !

(৫) মানিনীর মনোবেগ কথঞ্চিৎ শান্ত হওয়ায়, নাগরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—আদরের বাদর এবং কথার সুধারস-ধারা আর কত বর্ষণ করিবা ? এ বিদ্যায় যে তোমার অধিকার অসাধারণ—তাহা আমি জানি, কিন্তু আমি, তোমার কপট-চাটু-রসের-সাগরে ডুবিয়া—মরিয়া—পুণ্যফলে পুনরায় (পুন—পুণ্য) পার প্রাপ্ত হইয়াছি ! অতএব আমার নিকটে এখন বিদ্যা প্রকাশ—বৃথা।

মাধব ! তোমার হৃদয়ে অবগাহন করিয়া—আমি একথা সুন্দররূপে বুঝিয়াছি যে—তোমার হৃদয় লক্ষ লক্ষ রমণীর দ্বারা পরিপূর্ণ ! এ হৃদয়ে আর প্রবেশের স্থান নাই ! ! অতএব মন্মথের-ফাঁদ—সুকৌশল-বচনাত্মক সঙ্গীত এবং মন্মথ-

---

* আদরে বাদর করি কত বরিখসি। † জনু—ইতি দ্বয়, পদ-সমুদ্র ও পদকল্পতরুর পাঠান্তর।

কি ফল ইঙ্গিত, নয়ন তরঙ্গিত, সঙ্গীত মনমথ-ফাঁদে ‡
তুহু নাগর-গুরু, মোহে পঢ়াওলি, কপট-প্রেমময়-বান্ধে।
দূর কর লালস, রসিক শিরোমণি—ব্রজ রমণীগণ-দেবা!
গোবিন্দ দাস, কতহু গুণ গাওব, তোহারি চরণে রহু সেবা §

(৬) শ্রীরাগ।

রাই! কত পরীখসি আর?
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার,
যজ্ঞ, দান, জপ, তপ, সব তুমি মোর,
মোহন-মুরলী আর বয়ানকো বোল।
বিনোদিনী! চাহ মুখ তুলি—
(তোমার) নয়ন নাচনে নাচে পরাণ—
পুতলী।
পীত-পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে,
রতন-মঞ্জীর কিবা পরাণ-পুতলী—
কত সাধে সুধা-সাচে বিধি নিরমিলি,
তাহে ভূষণ দিল রস পরসঙ্গ
সো মানে মলিন ভেল মনমথ-
ভঙ্গ।

তরঙ্গিত নয়নে সাভিলাষ-ঈক্ষণেঙ্গিত প্রকাশের আর কিছু মাত্রও ফল নাই! নাগরগুরু! কপট-প্রেমের বন্ধনে কি প্রকারে অবলা বাঁধিতে হয় এ অধমা শিষ্যাকে তাহা উত্তমরূপে পড়াইয়াছ, আর পড়াইতে হইবে না! ব্রজাঙ্গনা-কুলের ক্রীড়াদেব! রসিক-শিরোমণি! এখন কৃপা করিয়া মনের লালসাটি পরিহার কর। তোমার গুণ অফুরন্ত! কত গাইব? এমন গুণ-নিধি তোমার চরণে যেন সেবাভিলাষ থাকে! শেষোক্ত কথাগুলি প্রাণেশ্বরীর সখী-ভাবাবিষ্ট পদ-কর্ত্তার উক্তি!

(৬) নবমী ক্ষণদার ৯ নং গীতের সহিত তুলনা কর, এবং তন্নিম্নস্থ আস্বাদনী দেখ। মঞ্জীর শব্দের প্রচলিত অর্থ—নূপুর। কিন্তু এ অর্থ ধরিলে বাক্যার্থ বড়ই কষ্টকল্পিত হয়। মঞ্জীরের একটি অপ্রচলিত আভিধানিক

---

‡ সঙ্গতি মনরথ ফাঁদে—ইতি প, ক, ত,। § কহ, তুহু গুণ গায়ত, হরিচরণে মনু সেবা—ইতি পদামৃতসমুদ্র।

(৭) বসন্ত।

বিরচিত চাটু-বচন-রচনং, চরণে রচিত প্রণিপাতং—
সংপ্রতি মঞ্জুল-বঞ্জুল-সীমনি—কেলি-শয়ন-মনুযাতং ॥ ১ ॥
মুগ্ধে! মধু-মথন মনুগত মনুসর রাধিকে ॥ ধ্রু ॥

অর্থ—"বন্ধন-স্তম্ভ" তাহাই গ্রহণ করিলে কিম্বা "মন্দির" শব্দ লিপিকর-প্রমাদে মঞ্জীর হইয়াছে মনে করিলে—বিনোদিনি! চাহ মুখ তুলি—গীতোক্ত এই কথার সহিত (তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য কথার ন্যায়) শেষ ৪ ছত্রের এক প্রকার কষ্টকর অন্বয় হয়। যথা—"তোমার বদনখানি আমার প্রাণরূপ পুত্তলীর বন্ধন-স্তম্ভ অথবা আস্থান মন্দির; বিধাতা কত সাধে সুধারসাচে ঢালিয়া নির্ম্মাণ এবং তাহাতে রস-প্রসঙ্গ রূপ ভূষণ প্রদান করিয়াছে। আহা! আজ তাহা মানে মলিন!! এবং তাহাতে রস-প্রসঙ্গ মাত্রও নাই!—মন্মথ ভঙ্গ দিয়াছে।

এইটি শ্রীগীতগোবিন্দের (একাদশ সর্গ) ২০ নং গীতি। ইহার পূজারী গোস্বামি কৃত টীকা, যথা—

হে মুগ্ধে! সম্প্রতি অনুগতং মধু-মথন-মনুগচ্ছ। অনুগতানুগমন-বৈশিষ্ট্যান্মুগ্ধে ইতি সম্বোধনং ॥ ধ্রু ॥

অনুগতিমাহ—বিরচিতা ভঙ্গ্যা প্রতিপাদিতা চাটুবচনানাং রচনা যেন তং, চাটু-বচন-মাত্রেণ কথং জ্ঞেয়ানুগতিঃ—চরণে রচিতঃ প্রণিপাতঃ প্রণতি যেন তং, ত্বৎসমীপস্থিতীয়াং ময়ি কথং প্রার্থ্যতে? সংপ্রতি তব প্রসাদমালক্ষ্য মনোহর বঞ্জুল কুঞ্জস্য সীমনি—মধ্য ভাগে যৎ কেলি-শয়নং তত্র গতং ॥ ১ ॥

---

(৭) নাগরের—অনুনয় এবং চাটু-বচন রূপ—পবনে এ ক্ষণে মান মেঘ অন্তরিত হইয়া—মানময়ীর, স্বভাব-স্মিত-বদন-শশধর প্রফুল্লিত হইয়াছে। দেখিয়া—আনন্দ-তরঙ্গিত নাগরেন্দ্র, তত্রস্থ বঞ্জুল কুঞ্জমধ্যে কেলিতল্পে উপবিষ্ট

ঘন-জঘন, স্তন-ভার ভরে—দর-মন্থর-চরণ বিহারং
মুখরিত মণি-মঞ্জীর-মুপৈহি—বিধেহি মরাল-নিকারং ॥ ৩ ॥
শৃণ, রমণীয়-তরং তরুণীজন-মোহন—মধুরিপু-রাবং
কুসুম-শরাসন-শাসন বন্দিনি, পিক-নিকরে, ভজ ভাবং ॥ ৪ ॥

এবং শম্য মৌনেন সম্মতিমুহ্যমানঃ; শীঘ্রং গমন-প্রকার-মাহ—জঘেন চ স্তনৌ চ—জঘনস্তনং, ঘনং সঙ্গতং যজ্জঘন-স্তনং তস্য ভারস্য ভাবোঽতিশয়ো যস্যাঃ হে তাদৃশি! অতএব দর-মন্থর-চরণ-বিহারং যথা স্যাত্তথা তেন হংস পরিভবং কুরু। নূপুর ধ্বনে হংস-রব পরিভাবিত্বাদিত্যার্থ ॥ ৩ ॥

তত্র গত্বা কিং করোমি? মধুরিপু-রাবং শৃণু; কীদৃশং? অতি রমণীয়ং অতএব তরুণী জনানাং—মোহজনকং; ততঃ কোকিল সমুহে কৃতং দ্বেষং ত্যক্ত্বা, ভাবং—প্রীতিং—কুরু। কুসুম-শরাসন-শাসন-বন্দিনি হে যুবত্যঃ "কান্ত সন্নাহ-মন্তরেণ মন্মথাদস্তো রক্ষিতা নাস্ত্যতো মানং ত্যজত", ইতি কামাজ্ঞা স্তম্ভা স্তাবকে ॥ ৪ ॥

হইলেন, এবং বসিয়া বসিয়া প্রিয়তমার সুললিত-ভঙ্গীময় আগমন-শোভার, সানুরাগ-দৃষ্টির—মধুর প্রেমালাপের ও অঙ্গ-সঙ্গ—লাভের লালসায়—কম্পিত পুলকাঞ্চিত, আনন্দিত এবং ঘর্ম্মাক্ত হইতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে কোনও সখী শ্রীরাধাকে কহিতেছেন—

কত প্রীতিপূর্ণ বচনে—কত বিনয়ানুনয়ে—এবং পরিশেষে চরণে নিপতিত হইয়া—তোমার মানাপনয়নকারী হরি, মনোহর অশোক-কুঞ্জে কেলী-শয্যায় বসিয়াছেন, রাধে! এখনও তোমার মুগ্ধতা? যাও অচিরে এমন অনুগত-নায়ক—মধু-মথনের অনুসরণ কর। সলজ্জ-মুখী—রাধাকে নিরুত্তর দেখিয়া "মৌনং সম্মতি লক্ষণম্" ভাবিয়া সোৎসাহে সখীর কথা চলিতেছে। যথা—

ঘন-জঘন ও স্তন-ভারাবনতে! ইহাদের ভারাতিশয্য প্রযুক্ত তোমার পক্ষে অবশ্যই দ্রুত গমন কষ্টকর, অতএব মৃদু-মন্থর পদচালনা-জনিত মণি-নূপুরের-মধুর-ধ্বনি বিস্তার দ্বারা, হংস-ধ্বনির-পরাভব-বিধান পূর্ব্বক—ধীরে অগ্রসর হও,

অনিল-তরল—কিশলয়-নিকরেণ—করেণ, লতা নিকুরম্বং
প্রেরণমিব—করভোরু! করোতি, গতিং প্রতি মুঞ্চ বিলম্বং ॥ ৫ ॥
স্ফুরিতমনঙ্গ—তরঙ্গবশাদিব, সূচিত—হরি-পরিরম্ভং
পৃচ্ছ, মনোহর—হার-বিমল-জলধার-মমুং কুচ কুম্ভং ॥ ৬ ॥

মদ্বচন মন্যসে মা না-অচেতনাপি লতা ত্বং প্রেরয়তীত্যাহ—হে করভোরু! লতাসমূহোঽপ্যনিলতরল-কিশলয়-নিকরেণ—করেণ তব প্রেরণং করোতি; তস্মাদ্ গতিং প্রতি বিলম্বং মুঞ্চ; অচেতনানুকুল্যেনাপি তচ্চেতো ন দ্রবতীত্য-ভিপ্রায়ঃ। বস্তুতস্তু উদ্দীপনমেবৈতৎসর্ব্বং ॥ ৫ ॥

এবং ভাবমুদ্দাপ্য বিকারান্ দর্শয়তি—যদি মদ্বচন-মনাস্থায়স্থিতি মন্যসে, হে সখি! তদাত্মীয়-মমুং কুচকুম্ভং পৃচ্ছ—কীদৃশঃ? অনঙ্গ-তরঙ্গবশাৎ কম্পিত-মিব। পুনঃ কীদৃশঃ? মনোহর হার এব বিমলা-জলধারা যত্র তৎ, কুচোঽয়ং কলসত্বেন নিরূপিতঃ কম্পিতশ্চানঙ্গ-তরঙ্গবশাৎ তস্মাদ্ধারোঽপি জলধারাত্বেন নিরূপিতঃ। অত্র উৎপ্রেক্ষতে—সূচিত হরিপরিরম্ভমিবেতি। বামস্তন-কম্পনং হি নায্যাঃ প্রিয়সঙ্গমং সূচয়তীতি প্রসিদ্ধে রমেব জিজ্ঞাস্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

এবং সমাপন্না হইয়া তরুণী-মোহন মধু-রিপুর রমণীয়-পরিহাস-বাণী শ্রবণ কর।

আর—কুসুম ধনুর (কন্দর্পের) শাসন প্রচারক-কোকিলকুলের কূজনের প্রতি বৈর-ভাব প্রকাশের প্রয়োজন নাই। এখন তাহাদের সহিত সদ্‌ভাব বিধান কর। মনোবেগ প্রশান্ত ও হৃদয় আনন্দ রসাপ্লুত হউক।

দেখ—অনিল-তরলিত লতিকাসমূহ, কিশলয়-রূপ-করাগ্র দ্বারা তোমার প্রতি প্রেরণ-মুদ্রা প্রদর্শন করিতেছে; যাহাতে তরুলতা পর্য্যন্তের উল্লাস এবং আগ্রহ সে কার্য্যে কি প্রেমবতীর বিলম্ব শোভা পায়? অতএব গমন বিলম্ব পরিহারে সত্বর হও।

সখি! আরোও দেখ—নির্ম্মল-জল-ধারার সদৃশ শুভ্র—হারের দ্বারা সুশোভিত—তোমার ঐ কুচকুম্ভ, অনঙ্গের-তরঙ্গ-রসে স্ফুরিত (কম্পিত)

অধি গত-মখিল সখীভি-রিদং—"তব-বপুরপি রতি-রণ সজ্জং"
চণ্ডি! রণিত রসনা—বর ডিণ্ডিম-মভিসর সরস-মলজ্জং॥ ৭॥
স্মর-শর—সুভগ নখেন—সখী-মবলম্ব্য করেণ সলীলং
চল বলয়ক্বণিতৈ রববোধয়, হরিমপি নিজগতিশীলং॥ ৮॥

সম্প্রতি মাধবানুসরণে কাঞ্চ্যাদি ভূষণমেব স্বাং বাদ্যং ব্যনক্তীত্যাহ—তবেদং বপুরপি রতিরণ-সজ্জ-মিত্যখিল সখীভিরপি জ্ঞাতং,—কথমন্যথা কাঞ্চ্যাদি গ্রহণমিতিভাবঃ। ন কেবলং মন এব বপুরপীত্যপেরর্থঃ হুতো হে চণ্ডি! রণ-প্রবীণে! অলজ্জং লজ্জারহিতং সরসং সোৎসাহং রণিতা রসনাসৈব বরডিণ্ডিমো—বাদ্যভাণ্ডবিশেষো যত্র এতচ্চ যথাস্যাত্তথাভিসর-প্রিয়াভিমুখ-মনঙ্গরঙ্গং যাহি। রণ সজ্জিতস্য বিলম্বো ভয়াশঙ্কা মাসঞ্জয়তীত্যর্থঃ॥৭॥

অত্র গমন-প্রকারমাহ—হে সখি! করেণ সখী-মবলম্ব্য সলীলং যথা স্যাত্তথা চল। কীদৃশেন? স্মর-শর-সুভগ-নখেন সংগ্রামার্থং পঞ্চনখা এব মোহনাদিকা-মস্ত্রাণি তানি গৃহীত্বা গচ্ছেত্যর্থঃ। গত্বা চ বলয়-ক্বণিতৈ হরিমপি অববোধয়-রণায় সাবধানং কুরু। কীদৃশং? নিজগতৌ-ত্বৎপ্রাপ্তৌ শীলং সমাধি র্যস্য। সমীচীনো যোদ্ধাহি প্রতিভটং অবহিতং কৃত্বৈব যুধ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৮॥

হইয়া হরির সহিত তোমার পরিরম্ভণের আকাঙ্ক্ষা স্বতঃ-সূচিত করিতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি—হয় কি নয়? এমন নিজ জনের আকাঙ্ক্ষায় তোমার কখনও উপেক্ষা করা সমুচিত নহে।

"হরির ন্যায় তোমার শরীরও রতি-রণ-শয্যায় সজ্জিত" সখী-বৃন্দ সকলেই একথা জানিতেছে। হে রতি-রণ-প্রবীণে! লজ্জা কি?—আহব-সমুৎসাহিত নির্ভীক যোদ্ধার ন্যায় অলজ্জ হইয়া মেখলা-ধ্বনি রূপ উত্তম রণ-বাদ্য (রসনা বর ডিণ্ডিম) করিতে করিতে স্মর-সমরে অগ্রসর হও (অভিসর)।

সম্মোহনাদি, পাঁচটি কন্দর্প-শরের ন্যায়—মনোহর (সুভগ) পাঁচটি নখ যুক্ত ঐ বিমোহন বাহুর দ্বারা, শোভন-ভঙ্গীর সহিত সখীকে অবলম্বন করিয়া

শ্রীজয় দেব—ভণিত-মধরীকৃত হার মুদাসিত বামং
হরি-বিনিহিত-মনসা-মধি তিষ্ঠতু কণ্ঠ তটী মবিরামং ॥ ৯ ॥

(৮) ভূপালী

ধনী, চল আওলি নিভৃত নিকুঞ্জে
কঙ্কণ ঝনঝন, মধুকর গুঞ্জে,
কৈছে যাওব সখি ! সোপিয়া পাশ ?
হাম অতি মানিনী যনি হয় হাস !

শ্রীজয়দেব-ভণিতং হরি-বিনিহিত-মনসাং জনানাং কণ্ঠতটি-মবিরামং যথা স্যাত্তথা অধি তিষ্ঠতু ; হারাদেঃ সদ্ভাবে কথমস্যা বিরামতা সিদ্ধি ? তত্রাহ—অধরী কৃত হারো যেন তৎ ইদমেব পরম-কণ্ঠ-ভূষণ-মিত্যর্থঃ। ভূষণ বৈতৃষ্ণেণ বামা-শঙ্কা বিচ্ছেদঃ স্যাৎ তত্রাহ—দূরী কৃতা বামা—প্রকৃষ্টা রমণী যেন তৎ, হৃদ্রোগ মাপপাইনো তীবুক্তেঃ ॥ ৯ ॥

সময়ে অগ্রসর হও এবং তোমার সঙ্গ-সুখ সমাধি-মগ্ন (নিজ গতিশীলং) হরিকে চঞ্চল-বলয়-বাদন দ্বারা সাবধান ও রণে আহ্বান কর। কারণ প্রতি-যোদ্ধাকে অবহিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই, ধর্ম্মযুদ্ধের রীতি।

শ্রীজয়দেব কবি-ভণিত এই গীতিটী হার অপেক্ষাও মনোহর কণ্ঠ-ভূষণ। ইহা দ্বারা কণ্ঠলগ্ন-বাম-লোচনার প্রতিও—সম্পটজনের ঔদাস্য উৎপাদিত হয় অতএব কৃষ্ণার্পিত-মনা ভক্তগণের কণ্ঠ-তটিতে এ অমূল্য হারটি নিরন্তর অধিষ্ঠিত হউক।

(৮) বিনোদিনী, নির্জ্জন-কেলী-কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু লজ্জায় কান্তের নিকটে যাইতে পারিতেছেন না। মধুকরের গুঞ্জন ও আপনার কঙ্কণের ঝনৎকার শব্দের মধ্যে অস্ফুটস্বরে সখীকে কহিতেছেন, সখি !

কবহু না করব বদন-পরসাদ,
প্রতিকূল মদন করয়ে যনিবাদ,
সো রতি লুবধ পরশে যদি অঙ্গ
তব বিধি না জানি করয়ে কোন রঙ্গ
কহে হরিবল্লভ যনি করমান
বল্লভ সোই মুরতি পাঁচ-বাণ।

(৯) সুহই।

দূর সঞে নয়নে নয়নে যদি হেরবি, নিয়ড়ে রহবি শির-নাই
পরশিতে নিরসি করহি কর বারবি, যতনে রোথ নিরমাই,

যাহাকে মানের ভরে এত অপমানিত করিয়াছি, সেই প্রিয়তমের নিকটে কি করিয়া যাই?

আবার এই প্রকার গমনের ফলে যদি "অতি মানিনী বটে!" এই রূপ শ্লেষাত্মক পরিহাস আমার সম্বন্ধে সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে যে আমি লজ্জায় মরিয়া যাইব!! যাহা হউক, প্রাণকান্তের-অন্তিকে গিয়া কখনও বদন হাস্য-প্রসন্ন করিব না।

কিন্তু সখি! দারুণ-মদন, চিরদিন আমার প্রতিকূল, সে যদি সময় পাইয়া বাদ সাধন করে তবে কি উপায় হইবে? আর—রতি-লুব্ধ কান্ত যদি হঠের সহিত অঙ্গস্পর্শ করিয়া ফেলেন তাহা হইলে 'বিধাতা যে কি রঙ্গ ঘটাইবে' তাহাই ভাবিয়া আকুল হইতেছি।

গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ—সম্বোধিতা সখীর ভাবাবেশে পরিহাস করিতেছেন—দেখ তোমার এই বল্লভ—সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ মদন! অতএব তাহার সহিত আর যেন মান করিও না।!

(৯) সখী আরো কহিতেছেন—তা' হউক কিন্তু এখনও মানের মান রাখিবার জন্য যত্ন কর্ত্তব্য। অতএব যদি নয়নে নয়নে চাহিতে ইচ্ছা হয়, দূর হইতে হেরিও, নিকটে গেলে মাথা নোয়াইয়া (নাই) রহিও। কান্ত যখন তোমার

সুন্দরি! অত এ শিখাওই তোয়—
বিনহি মান ধনে, কিয়ে বহু বল্লভ কবহু আপন বশ হয়?
পুছইতে "গোরি!" চমকি মুখ মোড়বি, হসইতে যানি তুহু হাস।
করইতে মিনতি শুন নাহি শুনবি—কহবি আনহি আন ভাষ!
পড়ইতে চরণে—বারি, দিঠি-পঙ্কজে, পূজবি সো মুখ-চন্দ,
গোবিন্দ দাস কহ, যাক ধৈরয রহ, তাহে সে এত পরবন্ধ!

অঙ্গস্পর্শ করিবেন তখন—যত্ন পূর্ব্বক কৃত্রিম-রোষ রচনা করিয়া (নিরমাই) তাহাকে নিরসন পূর্ব্বক (নিরসি) হস্ত দ্বারা তাঁহার হাত ঠেলিয়া দিও।

সখি! তোমার রূপ-মাধুরী যেমন অতুলনীয়, তেমনি তোমার ভাব ব্যবহার গুলিও স্বভাবতঃই মধুর; কিন্তু মান অবলার বড় ধন, মান ব্যতীত বহু-বল্লভ কান্তকে কখনও বশে রাখা যায় না। অতএব আমি তোমাকে কতকগুলি কথা শিখাইয়া দিতেছি। দেখ—"গোরি!" বলিয়া যখন প্রেম-মধুর-কণ্ঠে কান্ত তোমাকে সম্বোধন করিবেন, তখন চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইও। আর দেখিও রস-বিদগ্ধ-নাগরেন্দ্রের ভুবন ভুলানো হাসির মধুন্মাদে কখনও যেন হাসিয়া ফেলিও না! নাগর নানা প্রকার মিনতি করিবেন, তাহা শুনিয়াও শুনিও না! একে আর বলিও; কিন্তু নিরুপায় হইয়া নাগর, চরণে পড়িতেছেন দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সে চেষ্টা বারণ করিয়া (বারি) নয়ন পঙ্কজের দ্বারা তাঁহার সেই ভাবময়-মুখচন্দ্রের পূজা করিও—কিম্বা (বারি অর্থ জল ধরিয়া—সজল-নেত্র-পঙ্কজের দ্বারা পূজা করিও—এরূপ ব্যাখ্যাও হইতে পারে)।

এত সকল কথা শুনিয়া অপর কোনও উপস্থিত সখীর ভাববেশে গীত-কর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ আপনা আপনি বলিতেছেন "যাহার ধৈর্য্য ধারণের শক্তি—সে সময় কখনই থাকিবে না, তাহাকে এসকল সঙ্গতিময় কথা (পরবন্ধ—প্রবন্ধ। সঙ্গতিময় বাক্য) শিখাইয়া লাভ কি?

(১০) ভূপালী।

পহিলাহি রাধামাধব মেলি,—
পরিচয় দুলহ, দূরে রহু কেলী!
অনুনয় করইতে, অবনত-বয়নী—
চকিত বিলোকি, নখ লেখই ধরণী!
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান—
রাই করল পদ-আধ পয়ান।

রস-লব-লেশ দেখাওলি গোরী,
পাওল রতন পুন, লেওলি চোরী!
বিদগধ-মাধব, অনুভব জানি—
রাইকো চরণে পসারল পানি।
হাসি-দরশি—মুখ ঝাপই, গোই—
বাদরে শশী যনু বেকত না হোই।

---

(১০) এই রূপে, রস-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে নাগরীরাজ্ঞী, কুঞ্জে প্রবিষ্ট হইলেন। সেখানে যেরূপ রস-রঙ্গ চলিল, এই গীতে—কোনও সখী অপরাকে তাহা দেখাইতেছেন, যথা—হায়! প্রেম-চরিত কি অদ্ভুত বস্তু!! রস-তৃষাতুর রাধামাধবের কেলী-বিলাস দূরে থাকুক—নায়িকা-শিরোমণির ঈর্ষা এবং নাগরের সঙ্কোচ—আজিকার প্রথম সম্মিলনে সম্ভাষণাদি পরিচয়-প্রসঙ্গকেই দেখিতেছি দুর্লভ (দুলহ) করিয়া তুলিয়াছে!! প্রথমেই রসিকেন্দ্র-কান্ত অনুনয় করিতেছেন, তথাপি ধনীমণি অবনতমুখী!! তিনি চকিত-নয়নে, একবার বিলোকন করিয়াই পদ-নখের দ্বারা ভূমি লিখিতেছেন! ধৈর্য্যাবলম্বন-শক্তি-বিরহিত-কান্ত, চঞ্চল হইয়া বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করায় পশ্চাৎদিকে পদার্দ্ধ সরিয়া পাড়লেন! দেখ—তারপর ছলে রসকলার লেশমাত্র প্রদর্শন করায় বিদগ্ধরাজ যেন তস্করাপহৃত-রত্ন, পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন!

দেখ দেখ—প্রাণেশ্বরীর ভাবানুভব করিতে পারিয়া প্রেম-তৃষার্ত্ত নাগরেন্দ্র রাইর চরণ ধরণার্থ—করপ্রসারণ করিয়াছেন এবং বিনোদিনী আপন অনাবৃত বদনের মধুরহাসি অঞ্চল দ্বারা গোপন করিয়া (ঝাপাইগোই) বর্ষার শশধর ন্যায়—অব্যক্ত-বদন-মাধুরী—বিকাশ পূর্ব্বক—স্বকীয় করে কান্তের কর বারণের চেষ্টা করিতেছেন—অঙ্গসংস্পর্শের প্রভাবে অবহিত্থাময়ীর প্রেম প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে! তাহাতে—চির-দরিদ্রের, ঘটপূর্ণ সুবর্ণ লাভের ন্যায় নাগরের আর আনন্দবেগ ধারণের শক্তি নাই! নবানুরাগে প্রত্যাশাকে

করে কর বারিতে উপজল প্রেম
দারিদ, ঘটভরি পাওল হেম !
নব অনুরাগ—বাঢ়ল প্রতি আশ
জ্ঞানদাস কহে গুরুয়া পিয়াস !

(১১) ভূপালী মধ্যমায়া সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ।

"ভালে তুহু মাধব ! জানসি ছন্দ
হাম কুলজা-মুগধিনী-মতি মন্দ"
এত কহি, বরিখয়ে কুটিল-কটাখ
সো, নাগর মানয়ে নিধি-লাখ !
"হাম বলি যাঙ তুয়া মুখ বঙ্ক"
হসি হসি চুম্বই নাহ-নিশঙ্ক !
রোখই ধনী, পোখই রতি রঙ্গ
সিরজই, মনসিজ-সমর তরঙ্গ !
দৃঢ় পরি-রম্ভণ, আপহি করই—
তবহু কঠোর নয়ন-শর ভরই !
"তুহু অতি চতুর, সাধসি নিজকাম"
কামিনী, পিয়ামুখ মোছই ঘাম।

কেবলই বাড়াইয়া তুলিতেছে। এখন কি রঙ্গ হয় দেখা যাক। সখী ভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা জ্ঞানদাস কহিতেছেন—ওমা! এখন গুরুতর পিপাসা!!

অন্যান্যগ্রন্থে ভণিতা এইরূপ—ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস, আনন্দে হেরত গোবিন্দ দাস।

(১১) "মাধব! তুমি নানাছন্দ ও নানা ভঙ্গী বিস্তারে চিরদিন সুপণ্ডিত। আমি—কুলবতী,—মুগ্ধা অল্পমতি অবলা! আমার নিকটে এত পাণ্ডিত্য প্রদর্শন কেন? যাহারা তোমার রসবিদগ্ধা—যাহারা চাতুরির, মর্ম্ম বুঝে তাহাদিগের নিকটে চাতুরী প্রকাশ সার্থক হয়।" এই বলিয়া বিনোদিনী কুটিল কটাক্ষ বর্ষণ করিতে লাগিলেন! নাগরের মনে হইতে লাগিল, যেন লক্ষ লক্ষ নিধি লাভ হইতেছে! তিনি, বিনোদিনীর বদনে—সতৃষ্ণ-নেত্রপাত পূর্ব্বক বিমোহিত হইয়া কহিলেন—"প্রিয়তমে! 'তোমার বঙ্কিম-বদন-চন্দ্রের শোভার বালাই লইয়া মরিবার সাধ হইতেছে' বলিয়াই, প্রেমভরে হাসিতে হাসিতে প্রাণেশ্বরীকে চুম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"এ তুয়া অধর, রমণী-শত-ঝুট—"
কপটহি হাসি—বদন কর রুঠ—
তৈখনে সো মুখ, করতহি পান
পেখল মদনরায়, পরমাণ!
উছলল, সুরত-সমুদ্র-ঝকোর
যনু ঘন-দামিনী নাচয়ে ভোর!
কহে হরিবল্লভ এ সুখমাহ
লোচন মীন! করহ অবগাহ।

ধনী-মণি, তাহাতে প্রণয়-কোপ প্রকাশ করিয়া রতিরঙ্গের পরিপুষ্টি ও কন্দর্প-যুদ্ধের-তরঙ্গ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। (পোখই—পোষই, পুষ্টি কর) পুষ্টির ও সৃষ্টির প্রকার বলিতেছেন—আজ আমাদের প্রেমরঙ্গ-ময়ীর রঙ্গ-রসের অবধি নাই! স্বেচ্ছাবশে (আপনি) দৃঢ় পরিরম্ভণ করিতে করিতে তীক্ষ্ণ নয়ন-বাণে নাগরকে পূর্ণ-জর্জ্জরিত করিয়া কহিতেছেন—"তুমি স্বকার্য্য সাধনে বড় চতুর।"

আবার প্রিয়তমের মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে মধুর-বচনামৃত বর্ষণ করিতেছেন—তোমার এ অধর ছুঁইতে নাই! ইহা শত শত রমণীর মুখের উচ্ছিষ্ট! বলিতে বলিতে—কপটভাবের দ্বারা হাসি গোপন ও বাহিক রোষ-ভাব—প্রকটনের চেষ্টা করিতেছেন! (রুঠ—রুষ্ট, অর্থাৎ ক্রোধযুক্ত) আবার তন্মুহূর্ত্তে—প্রাণকান্তের বদন-শশধরের সুধা-রস-পান করিতেছেন!

লতারন্ধ্রে অর্পিত-নয়না-সখীভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ, অপরা কোনও সখী সম্বোধনে বলিতেছেন—আনন্দ বিহ্বল-হৃদয়-আমরা কেহই, ইহার পরে এই নিরঙ্কুশ-কেলীর যথাযথ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতে সক্ষম হইব না। এই অপূর্ব্ব কেলীর সাক্ষী (পরমাণ—প্রমাণ) থাকিলেন দর্শকদের মধ্যে (পেখল—দ্রষ্টা) একমাত্র কন্দর্পরাজ। তারপর আবার লীলা বলিতেছেন—দেখ দেখ এক্ষণে যেন সুরত-সমুদ্রে ঝড় উঠিয়াছে। (ঝকোর—দোল দেওয়া) এবং ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন মেঘ ও দামিনী তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতেছে! নয়ন-মীন! এই সুখের তরঙ্গে ডুবিয়া থাকো। (এ গীতিটিতে মধ্যা-নায়িকার, কর্ত্তৃত্বময় সঙ্কীর্ণ-সম্ভোগ বিবর্ণিত)।

(১২) ভূপালী।

আকুল-কুটিল-অলকাকুল সম্বরি—
সীঁথি বনাই, বান্ধহ পুন কবরী।
ভাতি সম রেখহ সিন্দুর বিন্দু
কুঙ্কুমে মাজি সাজহ মুখ-ইন্দু।

এ হরি! রতি-রসে অবশ রসাল—
বিঘটিত-বেশ, ঘটহ পুন বার;
কাজরে উজোরহ লোচন-ভ্রমরী
শ্রুতি—অবতংসহ কিশলয়-চমরী।

(১২) লীলাবসানে স্বকীয় স্তন-বদনাদিতে, কান্ত-কৃত-নখ-দশন খণ্ডনাদি সম্ভোগ-চিহ্ন দর্পণে দর্শন করিয়া—মানন্দোন্মাদিতা শ্রীরাধা, আজ সম্ভোগ-সমাপনে প্রাণ-কান্তের পূর্ণ পরিতৃপ্তি বোধে—আনন্দ গর্ব্ব অনুভবে, এবং তৎকালে বিকশিত শ্রীনাগরেন্দ্রের রূপ-মাধুরী আস্বাদনে—বিবশ চিত্ত ও বামান্ধা হওয়া—প্রেমভরে কান্তকে কহিতেছেন—দেখ নির্লজ্জ-নাগর! তুমি বুঝি আমাকে সখীদের নিকটে লজ্জা দেওয়ার অভিলাষে বিড়ম্বিত করিয়া এক্ষণে তাহাদের আগমনাপেক্ষা করিতেছ? তাহা কখনও হইবে না। আগে যেমন ছিল ঠিক তেমন করিয়া এখনি আমার বেশ রচনা করিয়া দও। সুচতুর নাগরেন্দ্র কি জানি ছল করিয়া বলেন রমণীর বেশ রচনার তেমন কৌশল ও চতুরতা কি আমি জানি? এইরূপ ছলে বিলম্ব ঘটানোর অবসর নিরসন করতঃ বলিতেছেন—আকুল কুটিল ইত্যাদি।

আকুল—অসম্বরিত, এলোমেলো। ভাতি-সম-রেখহ—ভালের সহিত রেখহ সাঁথির সহিত সিন্দুর রেখা দেও। শ্রুতি অবতংসহ কিশলয় চমরী—কোমল পল্লবের চামর অর্থাৎ গুচ্ছ দ্বারা কর্ণকে অবতংসিত কর।

আঁচর—অর্পণ কাজল। পয়োধরের উপরে অঞ্চল বস্ত্র অর্পণ দ্বারা নখপদ ছাপি—অর্থাৎ স্তনের উপরে যে সকল নখের চিহ্ন দিয়াছ উহা ঢাকাইয়া (শোভন করিয়া) মুখ মণ্ডের পত্র ভঙ্গ রচনা কর; কঙ্কণ বলয়গণ—শঙ্খের চূড়া সমূহ, অথবা স্বর্ণের বলয়াবলী। কম্বু শব্দের অর্থ শঙ্খ এবং স্বর্ণ। বিগলিত—যাহা খুলিয়া গিয়াছে।

পীন-পয়োধর, থির-কর-আপি।
মৃগ মদে রঞ্জত—নখ-পদ-ছাপি,
বিগলিত কঞ্চু বলয়গণ মোর—
সাধি পিধাওত নূপুর জোর,
মেটল যাবক পদে পুন লেখ,
গোবিন্দ দাস দেখত পর তেক,

(১৩) বালা।

এ ধনি! এ ধনি! কর অবধান
কত পুন কি করব অনুচর কান,
পড়িলহুঁ তোহারি বচন-পরম
কিশলয়ে সাজনু মদন-শয়ান
চন্দ্রক-পবন, সঘন-তনু-দেল—
অ-তীখনে—শ্রমজল সব দূরে গেল।
বিগলিত-চিকুর, যতনে পুন সম্বরি—
বকুল-মাল সঙ্গে বাঁধিনু কবরী;

সাধি পিধাওত নূপুর জোর, সাধি—পরিষ্কার করিয়া বা ঠিক করিয়া পরাও জোড়-যুগল। সখীর ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ বলিতেছেন—আমি 'পরতেক' অর্থাৎ প্রত্যেক কার্য্য কেমন হয় দেখিতে বসিলাম।

(১৩) দাসীর ন্যায় প্রাণেশ্বরীর সেবা করা—নাগরের একটি সাধ। আজ সেই চিরাভিলষিত সেবার সুযোগ লাভ করিয়া তাঁহার প্রাণ আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি, প্রাণেশ্বরীর প্রেম গর্ব্বিত-মধুরাননের মাধুরী মনের মাঝে আস্বাদন ও ব্যপদেশে তদীয় প্রত্যেক অঙ্গ—দর্শন স্পর্শন, আঘ্রাণ ও চুম্বন করিতে করিতে—অভিসারের সময়ে যেমন ছিল ঠিক সেই প্রকার করিয়া—বেশ রচনা সমাপন করিলেন। কেবল মেখলা পরাইতে বাকি রহিল। রসিক শেখর তখন প্রাণেশ্বরীর মুখ পানে স্মিতমুখে চাহিয়া কহিতেছেন—

ধনী মণি! ধন্যে! তোমার প্রেম-নিদেশ পরিপালন করিতে পারিয়া ধন্য হইলাম! এ অনুচর আর কি করিবে, অবধান পূর্ব্বক—আজ্ঞা কর। তোমার মনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া, কেলীর সকল নিদর্শনই বিলোপ করিয়াছি। প্রথমতঃ কিশলয়াবলীর দ্বারা পূর্ব্ববৎ কেলীর-তল্প রচনা করিয়াছি। তৎপর চন্দ্রকের

অঞ্জনে রঞ্জলু এ দুই নয়না
তাম্বূলে পূরলু পঙ্কজ-বয়না;
মৃগমদে লিখইতে উচ-কুচ-জোর—
কাঁপে, চপল-কর-পঙ্কজ মোর
ইথে যদি রোখসি, কাঞ্চন গোরী—
গোবিন্দদাস গুণ গাওব তোরি!

(১৪) বরাড়ি।

অরুণ কমল দলে, শেজ* বিছাওব, বৈঠব কিশোর-কিশোরী
শ্রম-মধুর † মুখ—পঙ্কজ-মনোহর, মরকত-মণি, ‡ হেম-গৌরী,

(ময়ূর পুচ্ছের) ব্যজনি দ্বারা মৃদু মৃদু (অতীখন—অতীক্ষ্ণ, মৃদু) মারুত
সঞ্চালন করিয়া তোমার শ্রীঅঙ্গের ঘর্ম্মাপসারণ ও বিস্রংসিত-কেশ-রাশি সযত্নে
সংযত করিয়া বকুল-মালার সহিত কবরী বন্ধন করিয়া দিয়াছি। নয়ন যুগল
কজ্জল-রঞ্জিত করিয়াছি; আরক্ত কমলের তুল্য সুকোমল বদন পূর্ণ করিয়া
তাম্বূল প্রদান করিয়াছি। এখনি তাম্বূলরাগ-বিগলিত অধরোষ্ঠ পূর্ব্ববৎ—বিম্ব-
ফলের শোভা বিকাশ করিবে। সমস্ত বেশই যেমন ছিল, ঠিক্ তেমন হইয়াছে
কেবল কুচ—যুগলের মৃগমদ-চিত্রাঙ্কণগুলি, স্থির করে যথাবৎ সম্পন্ন করিতে পারি
নাই! কি করিব, উহাতে হস্তার্পন করিলেই আমার কর-কম্পন উপস্থিত হয়!

এই সময়ে সমাগতা কোনও কৌতুকিনী মঞ্জরীর ভাবাবেশে গীত
রচয়িতা, গোবিন্দ কবিরাজ রাজ-নন্দিনাকে কহিতেছেন—হেম-গৌরাঙ্গিনি!
সখি! যদি তুমি এ কথায় রাগ কর এবং সেই রাগের ফলে, কম্পিত হস্তের-
চিত্রাঙ্কণ মুছিয়া পুনরায় সে স্থানে যথাবৎ পত্র ভঙ্গ রচনা করিতে নাগরকে
বাধ্য কর তবে আমি চিরদিন তোমার গুণগান করিব!

(১৪) সিদ্ধ—দেহাবেশে ১২।১৩ নং গীতোক্ত মধুর লীলা—নিরীক্ষণ
করিতে করিতে হঠাৎ বাহ্য স্ফূর্ত্তি হওয়ায়, এ গীত রচয়িতা, শ্রীল নরোত্তম দাস
ঠাকুর মহাশয়, আপন ঈশ্বরী বৃষভানু রাজ-নন্দিনীর শ্রীচরণে সদৈন্যে স্বাভীষ্ট

পদকল্পতরুর পাঠান্তর—* পালঙ্ক, † অলকা আবৃত। ‡ শ্যাম।

প্রাণেশ্বরী! কবে মোর হবে শুভ-দিঠি—
আজ্ঞায় লইব করে, চম্পক কুসম-বর, শুনব বচন আধ মিঠি! ধ্রু
(কবে) মৃগমদে সিন্দুরে তিলক বনাওব, বিলেপন চন্দন-গন্ধে—
গাঁথিয়া মালতি-ফুল, মালা পহিরাওব, ভুলব§ মধুকর-বৃন্দে ?
(কবে) ললিতা, আমার করে, দেওব বীজন, বীজব মারুত, হাম মন্দে
শ্রমজল-সকল, মেটব তুহু কলেবর, হেরব পরম আনন্দে!

প্রার্থনা করিতেছেন। যথা—হায়! আমার এমন দিন কবে হইবে? যে দিন আমি প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বরীর বিহারের নিমিত্ত স্বহস্তে অরুণ কমলের-দল দ্বারা শয্যা রচনা করিব এবং আমার প্রাণের কিশোর-কিশোরী স্মিত-মধুর বদনে মরকত মণি ও হেম মণির প্রতিমা-যুগলের ন্যায় তাহাতে রসাবেশে উপবেশন করিবেন। হে প্রাণেশ্বরী! (আমার জীবনে মরণে কর্ত্রী এবং মৎপ্রাণ কৃষ্ণের নিজ মুখে-স্বীকৃত-ঈশ্বরী) আমার-প্রতি কবে এইরূপ শুভ দৃষ্টিপাত করিবে? —যেদিন কান্ত-সহ-বিলাসিতা তোমার-আদেশে, চম্পকের ফুল করে লইয়া আমি তোমাদের নিকটে দাঁড়াইব—(তদ্দ্বারা নাগরের উন্মাদনা বৃদ্ধি করিব) তাহার ফলে অচিরেই তোমরা দুজনে কেলি-রসে সন্তরণ করিবে আর আমি যথা স্থানে দাঁড়াইয়া তোমাদের আধ আধ মধুর-বাণী শুনিয়া প্রাণ জুড়াইব!

লীলাবসানে নিমেষ অগ্রসর হইয়া তোমার—শ্রমজল-বিধৌত-সিন্দুরের ও মৃগমদের তিলক পুনঃ রচনা করিয়া দিব। শ্রীঅঙ্গখানি চন্দন দ্বারা পুনঃ চর্চ্চিত ও বাসিত করিয়া দিব। বিমর্দ্দিত পুষ্প-মালা অন্তর করিয়া মালতি কুসুমের দ্বারা তৎক্ষণাৎ নবীন-মালা গ্রন্থন পূর্ব্বক তোমার গলে পরাইব। তোমার শ্রীঅঙ্গের—সৌগন্ধ-সম্মিলিত সে-মালার অপূর্ব্ব-সৌরভে মধুকরবৃন্দ ভুলিয়া রহিবে!

---

§ পদকল্পতরুর পাঠান্তর—ধাওব।

নরোত্তম দাস-আশ, দুহুঁ-পদ-পঙ্কজ সেবন-মাধুরী-রসপানে
এমন হইবে দিন, না হেরু কিছুই চিন্! রাধা কৃষ্ণ নাম হঙ মনে*।

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভাগে বিংশ ক্ষণদা।

তারপর শ্রীমতী ললিতা সুন্দরী আসিবেন এবং তোমাদের শ্রীঅঙ্গ, শ্রম-জল-সিক্ত দেখিয়া আমার করে বীজনি প্রদান করিবেন, আর আমি (হায়) তদ্বারা মন্দ মন্দ-মারুত-সঞ্চালন করিব এবং সেই মধুর-বীজনে দুজনের তনু হইতে ঘর্ম্ম-বিন্দু সমূহ অপনীত হইবে, আমি তাহা দেখিয়া আনন্দে ভাসিব! হে কারুণ্যামৃত-ময়ী! তোমাদের পদ-কমল-সেবনের রস-মাধুরী পান ব্যতীত আমার আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই! আমার আশা কি পূর্ণ করিবে না? হায়! আশা পূর্ণ হইবার কোনও চিহ্ন যে দেখিতেছি না! কেবল তোমাদের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ-মধুর রাধাকৃষ্ণ নাম আমার একমাত্র ভরসা। (১৭ ক্ষণদার ১১ নং গীতের আস্বাদনী দেখ)।

---

* পদকল্পতরুর পাঠান্তর—দুহুঁজন হেরব নয়নে।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ একবিংশ ক্ষণদা,—শুক্লা ষষ্ঠী।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য,—পাহিড়া।

রস-পরিপাটী—নট, কীর্ত্তন-লম্পট, কত কত রঙ্গী-সঙ্গী সব সঙ্গে
যাহার কটাক্ষে, লখিনী লাখে লাখে, বিলসই বিলোল-অপাঙ্গে!
শুনি বৃন্দাবন-গুণ, রসে উনমত মন, ভুবাহু তুলিয়া বলে হরি—
ফিরে নাচে নটরায়, কত ধারা বসুধায়, দুনয়নে প্রেমের গাগরি!

---

(১) প্রেমের আশ্রয় (শ্রীরাধাদি) ও বিষয় (ভগবান) উভয়ের সম্মিলন দ্বারা না হইলে, রসলীলা প্রকটিত হইতে পারে না। আমার গৌরহরি একাধারে প্রেমের আশ্রয় এবং বিষয়, সুতরাং তিনি, পরিপাটী রূপে রসলীলা-প্রদর্শনের সুদক্ষ-নটরাজ।

আর পূর্ণরূপে রসভাব আস্বাদন ও প্রদর্শনের সর্ব্বোত্তম পন্থা গৌরহরির শ্রীসঙ্কীর্ত্তন লীলা। শ্রীসঙ্কীর্ত্তন-বিলাস সকল রসের সমাবেশে যেমন মধুরতর তেমনি মহাশক্তি সম্পন্ন। নিজের বা অপরের হৃদয়ে—মনে—দেহে, প্রেমের—ভাবের—রসের ও আনন্দের সঞ্চার করিবার সর্ব্বপ্রধান ও সাক্ষাৎ-ফলপ্রদ উপায় একমাত্র শ্রীসঙ্কীর্ত্তন। তাই আমার রসিক-নট-রাজ গৌরহরি সঙ্কীর্ত্তন-লম্পট; নানা-রসরঙ্গী-সঙ্গীগণের সহিত নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন-বিলাসে নিরত।

দেখ—যাহার প্রত্যেক কটাক্ষের সহিত, চঞ্চল-নয়নাঞ্চলে,—লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মী (সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী) বিলসিত হইতেছেন, সেই রসময় গৌর-নটবর, ভক্তগণের অগ্রে অগ্রে সুরধুনীর তীর-পথে গমন করিতেছেন, আহা! গমনেও সঙ্কীর্ত্তন-রসের বিরাম নাই!

পুরুষ প্রকৃতি-পর, মদন-মনোহর, কেবল, লাবণ্য-রস-সীমা
রসের সাগর-গৌর, বড়ই গভীর ধীর, না রাখিল নাগরী-গরীমা!
ত্রিভুবন-সুন্দর, উন্নত-কন্ধর, সুবলিত-বাহু-বিশালে—
কুঙ্কুম—চন্দন, মৃগমদ লেপন, কহে বাসু ভুছু পদতলে।

ভক্তগণ বৃন্দাবন-গুণ-গান করিতেছেন, আর তিনি—ভুজ-যুগল উত্তোলন করিয়া—রসে উন্মত্ত হইয়া, মধুর হরিধ্বনি করিতেছেন এবং ফিরিয়া ফিরিয়া নাচিতেছেন, আর নয়নদ্বয় হইতে কলসীর-সলিল ধারার ন্যায় প্রেম-নীর নিপতিত হইতেছে! দেখ, কত ধারায় ধরা প্লাবিত হইতেছে—জগতের শোক-তাপ অমঙ্গল বিধৌত হইতেছে!

আমার নদীয়ানন্দ-শ্রীগৌরকিশোর নারী-পুরুষের জড়ীয় স্বভাবের অতীত! তিনি 'মদনে মোহিত' নহেন, 'মদন-মনোহর'—অবধিপ্রাপ্ত-লাবণ্য-রসের ধীর-গম্ভীর-সমুদ্র। তথাপি দেখ—তাঁহার ত্রিভুবন-সুন্দর-সমুন্নত স্কন্ধদেশের সৌন্দর্য্যে সুবলিত-বিশাল-বাহুর সুষমায় এবং চন্দন কুম্‌কুম্ মৃগমদ-চর্চ্চিত অঙ্গ-সৌগন্ধে—নাগরীগণের, কুল, শীল, ধৈর্য্য, লজ্জা ধর্ম্ম—কোনও গৌরবই রাখিতেছে না। দেখ—তাঁহার নারী-মনোহর-স্কন্ধদেশে ভুজ বেষ্টনের জন্য—তদীয় ভুজবল্লী দ্বারা আলিঙ্গিত হইবার নিমিত্ত—এবং অমল-পরিমল-নিঃস্যন্দি তদীয় শ্রীঅঙ্গের সুখ-স্পর্শ লাভের লোভে, দূর হইতে দর্শনকারিণী নাগরীরা লজ্জা ধর্ম্মাদি সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছে!

গীতকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ কহিতেছেন, এই ভাগ্যবতীগণেরা ধন্য, তাহাদের চরণতলে মন রাখিয়া এ গীতিটি কহিলাম।

(২) বরাড়ি,—শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য।

নিতাই রঙ্গিয়া মোর নিতাই রঙ্গিয়া
পূরব বিলাসী রঙ্গী সঙ্গে সব সঙ্গিয়া,
কঞ্জ নয়নে বহে, সুরধুনী ধারা।
নাহি জানে দিবা নিশি প্রেমে-মাতোয়ারা,
চন্দন চরচিত অঙ্গ, উজোর।
রূপ নিরখিতে ভেল জগমন ভোর,
আজানুলম্বিত ভুজ—করিবর শুণ্ডে,
কণক-খচিত দণ্ড, দলন পাষণ্ডে।

---

(২) আমার নিতাইচাঁদ চিরদিন রঙ্গময়। ব্রজলীলার শ্রীবলদেবরূপে যেমন ছায়ার বা প্রতিবিম্বের সহিতেও, নানা কৌতুক করিতেন এবং পশু পক্ষ্যাদির শব্দানুকরণ—বৃষ হইয়া যুদ্ধকরণাদি নানারঙ্গে ভাই কানাইকে ও সকল সখাগণকে লইয়া নিরন্তর আনন্দ-ক্রীড়ায় মগ্ন থাকিতেন, তেমনি সেই সকল রঙ্গিয়া—পূর্ব্বসঙ্গীগণের সহিত—নিতাইরূপে প্রকটিত হইয়াও রঙ্গময় লীলার দ্বারা, প্রেমের আনন্দ-প্রবাহে জগৎ প্লাবিত করিতেছেন।

জল হইতে কমলের জন্ম হয়, কিন্তু আমার নিতাই চাঁদের নয়ন-কমল হইতে (কঞ্জ—পদ্ম) অনবিচ্ছিন্ন সুরধুনী-ধারার ন্যায় প্রেম-নীর বহিতেছে আর ভাই-গৌরসুন্দরের অবিচারিত করুণা-বিলাসের মহামহোৎসব দর্শনানন্দে, এমনই মাতোয়ারা হইয়া রহিয়াছেন যে, দিন চলিয়া যাইতেছে, রাত্রি আসিতেছি সে-জ্ঞান পর্য্যন্ত নাই! দিবারাত্রি প্রেমে-প্রমত্ত!!

কাঁদিয়া আনন্দ, এবং জ্ঞানহারা হইয়া আস্বাদন,—শ্রীনিতাইয়ের রঙ্গময় লীলার প্রথম লহরী। দ্বিতীয় তরঙ্গ,—শ্রীঅঙ্গে প্রেম-প্রকটনের অপূর্ব্ব প্রক্রিয়া; দেখ—তাহার চন্দন-চর্চ্চিত হেমোজ্জ্বল কান্ত শ্রীঅঙ্গখানিতে প্রেম-প্রকটিত হইয়া কি অপূর্ব্ব—কি নিরুপম মাধুরীর বিকাশ হইয়াছে! বালক, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ, এমন কি পশু পক্ষ্যাদি পর্য্যন্ত তাবৎ জগৎবাসী জীব—বিভোর হইয়া সে—মাধুরী নিরীক্ষণ করিতেছে!! নিতাইচাদ স্বয়ং প্রেমে-প্রমত্ত, দর্শকগণও দর্শনানন্দে বিভোর, তথাপি দর্শন-ফলে সমস্ত-দ্রষ্টার প্রেমোদয় হইতেছে!!

তৃতীয় তরঙ্গ—রঙ্গিয়া শিরোমণির করীশুণ্ড বিনিন্দিত-সুঠাম ভুজ-দণ্ডে পাষণ্ডদলনার্থ একটি স্বর্ণ-খচিত-দণ্ড বিরাজিত! প্রেমের দেবতার হাতে শাসন-দণ্ড! রঙ্গের চূড়ান্ত নহে কি? ভুজদণ্ডের এই দণ্ডটি দেখিয়া রসিক ভক্তগণ

শির পর পাগড়ি বান্ধে নট পটিয়া।
কটি আটি পরিপাটি পরে নীল ধটিয়া,
দয়ার ঠাকুর নিতাই অবনী প্রকাশ।
শুনিয়া আনন্দে নাচে পরসাদ দাস।

(৩) সুরট।

রাধে! নিগদ, নিজং গদ মূলং—
উদয়তি তনু মনু কিমিতি তাপ-কুল মনু কৃত বিকট কুকূলং॥ ধ্রু

হাসিতেছেন—আর মনে ভাবিতেছেন যিনি দয়া ব্যতীত দণ্ড কাহাকে বলে জানেন না, তাঁহার 'দণ্ড' গ্রহণ চমৎকার রঙ্গ বটে! জীব সাধারণের প্রত্যেকে বুঝিতেছে এ দণ্ডের দর্শনেই বুঝি হৃদয় হইতে পাষণ্ড-ভাবগুলি পলাইতেছে।

চতুর্থ রঙ্গ—আমার অবধূত চন্দ্রের বাহ্য-বেশ। মস্তকে নটপটিয়া পাগড়ি, এবং কটিতে আটিয়া নীল ধটি পরিহিত! ব্রজভাবাবেশে এইরূপ, গোপ রাখালের-বেশ পরিধান করায়—এক বড়-অপূর্ব্ব-রঙ্গ সংঘটিত হইতেছে! কৌতুহলাক্রান্ত বহির্ম্মুখ জনসকল, অবধূতের এই অদ্ভুতবেশে আকৃষ্ট হইয়া নিকটে আসিতেছে আর প্রেমের ফাঁদে জড়াইয়া যাইতেছে!!

মহান্তভবগণ দেখিতেছেন শ্রীনিতাইচাঁদের সমস্ত লীলারঙ্গের অভ্যন্তরেই কেবল জীবের প্রতি করুণা! তাঁহার সমস্ত আচরিত করুণায় পরিপূর্ণ! তাহারা বলাবলি করিতেছেন—দয়ার ঠাকুর-নিতাই অবনীতে উদয় হইয়াছেন! এইবার আর কেহই বঞ্চিত থাকিবে না। পাপী, পাষণ্ড, সকলেই প্রেমলাভে কৃতকৃতার্থ হইবে। গীতকর্ত্তা প্রসাদ দাস বলিতেছেন আহা! একথাটি শুনিয়া আমার প্রাণ আনন্দে নাচিতেছে!

এই গীতাবলীর ৭নং গান। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত—ইহার ভাষ্য এই—

রাধে! নিজমসাধারণং গদমূলং—ব্যাধি নিদানং গদ। নন্থ কুতো মে গদং?

---

(৩) বিবৃদ্ধমান-কৃষ্ণসঙ্গোৎকণ্ঠায়—শ্রীরাধার, অভিনব-ব্যাধির ন্যায়

প্রচুর, পুরন্দর—গোপ, বিনিন্দক, কান্তি-পটল মনুকুলং
ক্ষিপসি বিদূরে মৃদুলং মুহুরপি, সংভৃত মুরসি দুকুলং ? ॥ ১ ॥
অভিনন্দসি নহি, চন্দ্র রজোভর বাসিতমপি তাম্বুলং
ইদমপি বিকিরসি বর-চম্পক-কৃত-মনুপম-দাম, সচুলং ॥ ২ ॥

বেৎসীতি চেতপ্রাহ—উদয়তি ইতি। নোচেত্তনু মনুলক্ষ তাপকুলং তব কি মিত্যু দয়তি ? কীদৃশং তৎ—অনুকৃতং, বিকটং—করালং, কুকুলং—তুষাগ্নি যেন তৎ। (বিকটঃ সুন্দরে প্রোক্তো বিশাল বিকারালয়োঃ। কুকুলং সঙ্কু সঙ্কীর্ণে শ্বলে চাপি তুষানলে ; ইতি বিশ্বঃ) ॥ ধ্রু ॥

প্রচুরেতি,—পুরন্দর গোপা—অত্যারুণাঃ কীট বিশেষাঃ অনুকুলং—রূপ বদ্ধকং। উরসি সংভৃতং—ধৃতং ॥ ১ ॥

চন্দ্ররজোভরেণ—কুর্পূর-ধূলিচয়েন, বাসিতং—সুগন্ধি। ইদমপি বর চম্পক কৃতং দামং—মাল্যং, বিকিরসি—বিক্ষিপসি। সচুলং—(ড-লয়োঃসাবর্ণ্য (স্বাকারাং) চূড়য়া-সীমন্ত মণিনা সহিতং ॥ ২ ॥

বিকার দর্শনে ব্যাকুলিতা হইয়া কোনও সখী কহিতেছেন—রাধে! তোমার এ অদ্ভুত-ব্যাধির কারণ কি ? (নিগদ—বল। পদমুল—ব্যাধির কারণ) তোমার কুসুম-কমনীয় তনু হইতে বিকট তুষানলের ন্যায় তাপ সমুদ্গত হইতেছে কেন ? (কুকুল—তুষাগ্নি) সমবেত প্রভূত-ইন্দ্রগোপ-কীটের মনোহর-অরুণ কান্তি-পটল বিনিন্দিত—অঙ্গ-সৌন্দর্য্য-বন্ধক (অম্বুকুল)-বক্ষ-বসন (কাচুলি) বারংবার দূরে নিক্ষেপ করিতেছ কেন ? (উরঃ—বক্ষ ; দুকুল—বস্ত্র)।

কর্পূর-বাসিত-তাম্বুল তোমার অতিপ্রিয় কিন্তু কি আশ্চর্য্য আজ উহাকেও অভিনন্দন করিতেছ না! (চন্দ্ররজঃ—কর্পূরচূর্ণ) অনুপম-সুচারু চম্পক-মালাকে সীমন্ত-মণি-চূড়ার সহিত ছড়াইয়া ফেলিতেছ!! (দাম—মালা, সচুলং—চূড়ার সহিত)।

ভজদনবস্থিতি মখিল পদে, সখি! সপদি, বিড়ম্বিত তূলং
কলিত সনাতন, কৌতুকমপি তব হৃদয়ং স্ফুরতি সশূলম্ ॥ ৩ ॥

(৪) সৌরাষ্ট্রী।

ভামিনি! পৃচ্ছ ন বারং বারং—
হন্ত, বিমুহ্যতি বীক্ষ্য-মনোমম, বল্লভ-রাজকুমারং ॥ ধ্রু ॥

তব হৃদয়ং সশূলং—কুন্ত বিদ্ধং স্ফুরতি। (শূলং রুগস্ত্রয়োরিতি হৈমঃ) কলিতং সনাতনেন—কৃষ্ণেণ সহ, কৌতুকং—বিনোদ যেন, তাদৃগপি। কীদৃশং তৎ? অখিল পদে—প্রাসাদে শয্যাসনাদৌ চ সর্ব্বস্মিন্ স্থানে অনবস্থিতিং ভজৎ বিড়ম্বিতমনুকৃতং তূলং যেন তৎ; তুলাদপি লঘু ইত্যর্থঃ। যৎ প্রাগতি গুরু স্থিতং। পক্ষে—কলিতং জ্ঞাতং, সনাতনস্য ভজনকৌতুকং যেন তাদৃগপীতি তেন নিত্য সাহিত্যমস্য সহিতমিতিভাবঃ ॥ ৩ ॥

এইটি (৪নং) গীতাবলীর ৮নং গান। ইহার ভাষ্য এইরূপঃ—

হে ভামিনি! বিশাখে! বারংবারং ন পৃচ্ছ, যতো হন্তেত্যাদি। বক্তুং ন শক্নোমীত্যর্থঃ ॥ ধ্রু ॥

তুমি সকল গুণে অগ্রগণ্যা এবং মহাবুদ্ধিমতি, কিন্তু হায়! আজ প্রতিপদে তোমার অনবস্থিতি প্রকাশ পাইতেছে! কোনও ভাবেই যেন থাকিতে পারিতেছ না; যেন তুলার ন্যায় লঘু হইয়া গিয়াছ। হায়! অখিল-কলা-কৌতুকী সর্ব্বানন্দ-কন্দ-কৃষ্ণের নিত্য-কৌতুক-বর্দ্ধনকারী তোমার সদানন্দোল্লাসিত প্রফুল্ল হৃদয়খানি আজি শূলবিদ্ধের ন্যায় স্ফুরিত (সপদি—একবারে, অনবস্থিতি—অধৈর্য্য) হইতেছে!

(৪) পূর্ব্বগীতে বর্ণিত জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে শ্রীরাধা কাতরকণ্ঠে সখীকে

কুটিলং মামবলোক্য নবাম্বুজমুপরি চুচুম্ব, সরঙ্গী,
তেন হঠাদহমভবং বেপথু-মণ্ডল, সঙ্কুল দঙ্গী ॥ ১ ॥
দাড়িম-লতিকামনু নিস্তল-ফল, নমিতং সদধে হস্তং,
তদনু ভবান্মম ধর্ম্মোজ্জ্বলমপি' ধৈর্য্য-ধনং গত মস্তং ॥ ২ ॥

সরঙ্গী ইঙ্গিতকৃৎ-কৃষ্ণঃ। কুটিলং বক্রং যথাস্যাদেবং মা মবলোক্য নবাম্বুজং করে গৃহীত্বা উপরি তচ্চুচুম্ব; তেন তচ্চুম্বনেনাহং। বেপথুমণ্ডল সঙ্কুলদঙ্গী হঠাদভবং। মম্মুখ-চুম্বনাভিলাষিণং কৃষ্ণং তেনেঙ্গিতেন বিজ্ঞায়াহং কম্পিত, তনু রম্মীতি ॥ ১ ॥

পুনরত্যুৎকণ্ঠমাহ—দাড়িমলতিকামনুলক্ষ্য স হস্তং দধেহর্পিতবান্, কীদৃশাং? নিস্তলাভ্যাং বর্ত্তুলাভ্যাং ফলাভ্যাঃ নমিতামিতি পাণিভ্যাং মিত্যায়াতাং। তদনুভবাত্তেনেঙ্গিতেন কৃষ্ণস্য মৎকুচস্পর্শেহভিলাসাবগমান্মম ধৈর্য্যধনং, ধর্ম্মো-জ্জ্বলং কুলধর্ম্মাস্থিরমপ্যস্ত গতং—বিনষ্টমভূৎ ॥ ২ ॥

কহিতেছেন—হে ভামিনি! আমাকে বারংবার প্রশ্ন করিও না, সবিস্তারে সমস্ত কথা বলিবার শক্তি নাই। হায়! (হন্ত) কি বলিব? গোপরাজ-নন্দনের চেষ্টা দেখিয়া (বল্লভ—গোপ) আমার মন একবারে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছে!

দেখিলাম—নিরন্তর-রঙ্গময় সে রাজকুমার, আমার প্রতি কুটিল-নয়নে চাহিয়া একটি নবাম্বুজ চুম্বন করিলেন, তদ্দর্শনে—কেন জানিনা তৎক্ষণাৎ আমার দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল।

আর সুগোল-(নিস্তল) ফলভরে—অবনমিতা একটি দাড়িম্বতলায় তাহার হস্তদান-দর্শনে আমার স্থির-সমুজ্জ্বল-কুলধর্ম্ম ও ধৈর্য্যধন একবারে যেন অস্তমিত হইয়া গেল!

আরও দেখিলাম সেই নিত্য-অনঙ্গক্রীড়াশীল-রাজনন্দন (অতনু সনাতন-নর্ম্মা) তাঁহার সেই অনিন্দ্য-সুন্দর চারু-দশনে একটি (আরক্ত-কমল)

অদশ দশোক-লতা, পল্লব-ময় মতনু-সনাতন-নর্ম্মা,
তদহ মবেক্ষ—বভূব চিরংবত, বিস্মৃত কায়িক কর্ম্মা ॥ ৩ ॥

(৫) কেদার।

সুন্দরি ! কলয় সপদি, নিজ চরিতং—
স্মরতনু কাম্মণ-বিদুষা, রসিক ময়ু-মাকর্ষসি, গুণ কলিতং ॥ ধ্রু ॥

অয়ং কৃষ্ণঃ অশোকলতাপল্লবমদশৎ। কীদৃশং ? অতনু বহু সনাতনং নিত্যং নর্ম্ম যস্য সঃ। তত্তস্য পল্লবদংশনমবেক্ষ্য তেন মদধর-ক্ষত চিকীর্ষুং বিজ্ঞায়াহং বিস্মৃত কায়িককর্ম্মা চিরং বভূব ; (বৈচিত্তে লিড্ভ্রমঃ) পক্ষে অতনু সম্বন্ধিনী সনাতন-বর্ণিতানি নর্ম্মানি যস্য সঃ, (সূক্ষ্মমত্রালঙ্কারঃ। সূক্ষ্মং স্বা কৃতচেষ্টা চেদাকৃতজ্ঞে প্রকাশ্যতে—ইতি তল্লক্ষণং) ॥ ৩ ॥

(গীতাবলীতে ও পদকল্পতরুতে কুটিলং মামবলোক্য ইত্যাদ্য পদে এ গীতের আরম্ভ)।

এই (৫নং) গীতের টীকা,—সহচর্য্যা সহালপন্তিং রাধাং, শ্রীকৃষ্ণসকাসাৎ

অশোক-পল্লব দংশনে করিলেন, সখি ! সেই প্রেমমধুর-পরমাদর-দংশন-ভঙ্গী দর্শনে আমি সমস্ত কায়িক কর্ম্ম (বাহ্যেন্দ্রিয়-কৃতি) ভুলিয়া গেলাম !

ব্যপদেশে কিম্বা দ্ব্যর্থ-বোধক শব্দে বা গূঢ়ার্থ-বোধক কথার দ্বারা—নায়ক বা নায়িকার অভীষ্ট যাচ্ঞার নাম স্বাভিযোগ। এই গীতে নাগরেন্দ্রের ৩টি ব্যপদেশ-স্বাভিযোগ ও শ্রীরাধার তদনুভব বর্ণিত হইয়াছে। (১) অম্বুজ চুম্বনে—মুখপদ্ম চুম্বনের অভিলাষ-ইঙ্গিতময় প্রার্থনা (২) দাড়িম্ব ধারণে—বক্ষোরুহে কর-স্পর্শনের লালসা-প্রকাশ (৩) অশোকের আরক্ত-কোমল-পল্লব-দংশনে অধর-দংশনের আকাঙ্ক্ষা-ব্যঞ্জক প্রেমাভিনয়।

(৫) ৫নং গীতোক্ত কথার সময়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে সমাগতা

নিজ মন্দির মনুপদ লসদিন্দীর মপি পরিহায় বিলাসী,
অভব দপাস্ত সমস্ত-কলং গিরি-কন্দর-তট বনবাসী ॥ ১ ॥

দূতী এত্য কথয়তি। হে সুন্দরি! নিজ চরিতং কলয়। নিজচরিত কলনা-ভাবাং বৃথা খিদ্যসীতি ভাবঃ। ত্বং অতনু-কার্ম্মণ-বিদুষী—মদনস্য মূলকর্ম্মাভিজ্ঞে, (মন্ত্রৌষধাদিভি বশীকরণাদি কারিণীত্যর্থ) গুণকলিতং অমুং রসিকং শ্রীকৃষ্ণং আকর্ষসি। যথা গুণেন বদ্ধা কশ্চিৎ কমপি আকর্ষতি তথা ভবদীয় বৈদগ্ধ্যাদিগুণবদ্ধঃ সঃ ভবত্যা আকৃষ্যতে ইতিভাবঃ। যঃ নিখিল দুর্ব্বশঃ তস্য বশীকরণাৎ ভবত্যা অতনুকার্ম্মণবিদুষীত্বং অনুমিয়তে ইতি ধ্বনিঃ ॥ ধ্রু ॥

সতু কেবলং ন বশীকৃত, অপিতু উচ্চাটিত মোহিতশ্চ ইত্যাহ—অনুপদ লসদিন্দীর—সর্ব্বথা কমলা-বিহার স্থানং নিজমন্দিরং, পরিহায়—ত্যক্তাঃ গিরি-কন্দর তট-বনবাসী অভবৎ; কিম্ভূত? অপাস্তা—ত্যক্তা নৃত্যগীতাদি সমস্ত কলা যেন; তাদৃশং পৃহং নিখিলা কলাশ্চ ত্যক্তা গিরকন্দর-বন-বাসীত্বেন তস্য উন্মাদিতা সূচিতা ॥ ১ ॥

কোনও দূতী, শ্রীরাধাকে কহিতেছেন,—সুন্দরি! নাগরের এ সকল প্রেম-পিপাসাপূর্ণ-স্বাভিযোগের হেতু কেবল তোমার সর্ব্বাকর্ষক প্রেম-চরিত্র। কন্দর্প-কার্ম্মণবিদুষী তুমি এই রসিক রাজকুমারকে, যে নিজ গুণরূপ রজ্জুর দ্বারা নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছ, একবার (সপদি) তোমার সেই প্রেমের—স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি দান কর:

হায়! যে নাগরেন্দ্র-মণির নিজ-ভবনের প্রতিস্থান ইন্দীরার (লক্ষ্মীর) বিলাসস্থলী। অর্থাৎ সৌন্দর্য্য ও সম্পল্লক্ষ্মীর বৈভবে পূর্ণ,—তোমার অঙ্গ-সঙ্গ-লাভের লোভে বিলাসী-রাজকুমার সেই দুর্ল্লভ-রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া অধুনা গোবর্দ্ধনের কন্দরতট-কাননে অবস্থান করিতেছেন! তাঁহার প্রদর্শিত যে সকল প্রেমকলার কথা তুমি কহিলে, সে সকল এবং নৃত্যগীতাদি তাহার সমস্ত কলানৈপুণ্য—এখন অস্তমিত!!

ভবদনুরাগ নৃপ-কৃত হা কিমকারণ বৈরমপারং,
প্রহরতি, মনসিজ ধনুরমুনা প্রহিতো, যদ মুং কতিবারং ॥ ২ ॥
জীবয়িতুং যদি কান্ত মনন্ত-গুণালয় মিচ্ছসি কান্তে—
অভিসর সংপ্রতি তংপ্রতি ভামিনি! হরিবল্লভভণিতান্তে ॥ ৩ ॥

হা ইতি খেদে, ভবদনুরাগ-নৃপ, অপারং বৈরং—শত্রুত্বং, কিমু—কথং অকৃত কৃতবান্! তস্মিন্ শত্রুতা করণে কোঽপি হেতু নাস্তীতি ভাবঃ। কথং জ্ঞাতং ভবত্যা? তত্রাহ—যং অমুনা ভবদনুরাগ-নৃপেণ প্রহিতো—নিক্ষিপ্ত মনসিজ ধনু—কন্দর্প চাপঃ অমুং কৃষ্ণং কতি বারং প্রহরতি! অধুনা তদাঘাত মূর্চ্ছিতো সো জীবতি নবেতি সন্দেহঃ ॥ ২ ॥

হে কান্তে! যদি অনন্ত-গুণালয়-কান্ত জীবয়িতুমিচ্ছসি তর্হি হে ভামিনি! হরিবল্লভ-ভণিতান্তে হরিবল্লভ (মদীয়) বাক্য শেষে তৎপ্রতি সম্প্রতি অভিসর বিলম্বেসতি সঃ ন জীবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

তোমার অনুরাগ-নরপতি, তাঁহাকে বনবাসে পাঠাইয়াও নিরস্ত হয় নাই। হায়! এইরূপ শোচনীয় দশাতেও অকারণে তাঁহার প্রতি অপার-বৈরভাব সাধন করিতেছে! মনসিজ-ধনুর শরপ্রহারে তাঁহাকে অনবরত জর্জ্জরিত করিতেছে!!

গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ, দূতীর-ভাবাবিষ্ট হইয়া কহিতেছেন,—ভামিনি! আমি তাঁহার যেরূপ অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি, ইহাতে প্রাণ রক্ষা দুষ্কর! যদি অনন্ত-গুণালয় সে কান্তকে বাঁচাইতে তোমার ইচ্ছা থাকে, তবে আমার বাক্য-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিকটে অভিসার কর।

(৬) মল্লার।

রাধা মধুর বিহারা—

হরি মুপগচ্ছতি, মন্থর-পদগতি, লঘু লঘু তরলিত হারা ॥ ধ্রু ॥

চিকুর তরঙ্গকো ফেন-পঠল মিব কুসুমং দধতী কামং,

নটদপসব্য দিশা দিশতীব চ নর্ত্তিতু মতনু মবামং ॥ ১ ॥

শঙ্কিত লজ্জিত, রসভরে চঞ্চল, মধুর-দৃগন্ত-লবেন—

মধু-মথনং প্রতি সমুপ হরন্তী, কুবলয় দাম, রসেন ॥ ২ ॥

এই গীতিটি জগন্নাথ বল্লভ নাটকের ৪র্থ অঙ্ক, ৫১ সংখ্যায় "চিকুর-তরঙ্গক" ইতি পদে আরম্ভ। ইহার অন্বয়-মুখ-ব্যাখ্যা এই—মধুর-বিহারা-রাধা হরি মুপগচ্ছতি অভিসরতীতার্থঃ। কিম্ভূতা? মন্থর পদগতি, লঘু লঘু তরলিত হারাশ্চ ॥ ধ্রু ॥

পুনঃ কিম্ভূতা? চিকুর-তরঙ্গকে—কেশরূপ যমুনা তরঙ্গে ফেন পটলমিব শুক্লবর্ণ কুসুমং দধতী; নৃত্যকারী-অপসব্যদিশা—বামনয়নেন, অবামং—দক্ষিণং অনুকূলং অতনুং-কন্দর্পং নর্ত্তিতং দিশতীব—আজ্ঞাপয়তীবঃ ॥ ১ ॥

পুনঃ কিম্ভূতা? শঙ্কিতস্য লজ্জিতস্য রসভরে চঞ্চলস্য মধুরস্য দৃগন্তস্য-লবেন কটাক্ষ-লেশেন—শঙ্কা, লজ্জা, চাঞ্চল্য মাধুর্য্য যুক্ত কটাক্ষেণ ইত্যর্থঃ মধু-মথনং প্রতি, কুবলয়-দাম—নীল-কমল-মালা, রসেন—আনন্দেন সমুপহরন্তীবঃ ॥ ২ ॥

(৬) মধুর-বিহারা-রাধা অভিসারে চলিয়াছেন। দেখ,—কি মনোহর স্থির-পদ-সঞ্চার! কি মধুর-অঙ্গ-সঞ্চালন!! আর তাঁহার হৃদয়ের হার ছড়াটি কি সুন্দর মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইতেছে এবং কেশ-রাশিতে কুসুম সমূহ যেন যমুনা তরঙ্গে-রঙ্গায়মান-ফেন-নিচয়ের ন্যায় কি সুন্দর শোভা বিস্তার করিতেছে! নৃত্যশীল দক্ষিণ-নয়ন যেন কন্দর্পকে নর্ত্তনের আদেশ প্রদান করিতেছে!

আহা! কি আশ্চর্য্য! শঙ্কিত—লজ্জিত ও রসভরে চঞ্চলিত—মধুর নয়নাঞ্চলের লেশ দ্বারাই যেন ধনী-মণি, মধু-মথন হরির প্রতি, দূর হইতেই নীল-কমল-মালা উপহার প্রদান করিতেছেন! (অর্থাৎ কান্তের প্রতি নীল

গজ পতি রুদ্র-নরাধীপ ন্মধুনাতন-মদনং, মধুরেণ—
রামানন্দ রায় কবি ভণিতং সুখয়তু রস বিসরেণ ॥ ৩॥

(৭) মযুর ধানসী।

মন মথ-মকর—ডরহি ডর কাতর—মঝু-মানস-ঝষ কাঁপ,
তুয়া হিয়া-হার-তটিনী-তটে কুচ-ঘটে, উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ।
সুন্দরি! সম্বরু কুটিল কটাখ—
কলসীকো মীন, বড়শী অবডারসি ? এ অতি কঠিন-বিপাক!

অধুনাতন-মদনং—গজপতি রুদ্র নরাধীপং—রামানন্দ রায় ভণিতং মধুরেণ রস বিসরেণ সুখয়তু ॥ ৩ ॥

নলিন-নয়নীর প্রেরিত মধুর-অপাঙ্গ-দৃষ্টির আভিরূপ্যে যেন শত শত নীলকমল বর্ষিত হইতেছে)।

গীত-রচয়িতাকবি-রামানন্দরায় আপন উচ্চ-সম্মান ও পদ-গৌরব প্রদাতা উৎকল-রাজের উৎকর্ষ প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন,—অধুনাতন-মদন অর্থাৎ কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর এবং জগৎ-বিজয়ী গজপতি রুদ্র মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে সংকৃত এই সঙ্গীত মধুর রসবিস্তার দ্বারা আনন্দিত করুক।

(৭) যুগল সম্মিলন হইলে—ধনী-মণির কটাক্ষ-পাত-সমুল্লসিত-মাধব প্রেম সুধাময় বচনে কহিতেছেন—রাধে! পশ্চাদ্ধাবিত মকরাদির ভয়-বিহ্বল-নিরূপায়-মৎস্যগণ যেমন, জল হইতে লাফাইয়া তীরস্থ কলসি প্রভৃতিতে নিপতিত হয়; সেই রূপ মন্মথ-মকরের ভয়ে ভীত-কাতর—কম্পিত—আমার মনোমীন (ঝষ—মৎস্য) প্রাণ ভয়ে তোমার বক্ষের হার-রূপ-নদীর তটস্থ ঐ কুচ-কুম্ভে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে। সুন্দরি! এই কলসীর মানকে এখন কটাক্ষ-রূপ বাড়শে বিদ্ধ করা বড়ই কঠিন-বিপাকের বিষয়! সুন্দরীর-রূপ ও গুণ উভয় মধুর হইতে হয় অতএব এ সময়ে তোমার কুটিল-কটাক্ষ সম্বরণ করা উচিত ছিল।

পুন সেই ঝাঁপ, পড়ল যব আকুল, নাভি-সরোবর-মাহ—
তহি রোমাবলী—ভুজগী, সঙ্গভয়ে, ত্রিবলী-বেণী-অবগাহ,
তাহি ফিরত—কত কতহি মনোরথ, দৈবকো গতি নাহি জান।
কিঙ্কিণি-জালে পড়ল যব সংশয়, গোবিন্দ দাস রস গান।

(৮) বালা বা কেদার।

রাধা-বদন হেরি কানু আনন্দা—
জলধী উছল যৈছে হের ইতে চন্দা!
কতহি মনোরথ কৌশল কতরি!
রাধা কানু—কুসুম-শর-সমরি! *

কুচ-কুম্ভে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে। সুন্দরি! এই কলসীর মীনকে এখন কটাক্ষ-রূপ বড়িশে বিদ্ধ করা বড়ই কঠিন-বিপত্তির বিষয়! সুন্দরীর-রূপ ও গুণ দুইই মধুর হইতে হয়, অতএব এ সময়ে তোমার কুটিল-কটাক্ষ সম্বরণ করা উচিত ছিল।

হায়! ভয়বিহ্বল-জনের প্রাণ কিছুতেই স্থির হইতে পারে না। কটাক্ষ বড়িশ দর্শনে—ভয়-শঙ্কাকুল আমার মনো-মীনটি এখানে স্থির থাকিতে পারিল না! আকুল হইয়া নিকটস্থ নাভী-সরোবরে ঝাঁপিয়া পড়িল। অহো বিপত্তি! সেখানেও যে—রোমাবলী রূপ ভুজঙ্গিনীগণের সঙ্গ ভয়!! সে ভয় যে আরোও ভীষণ! অতএব তথায়ও থাকিতে না পারিয়া এক্ষণে—আশার-সুসারকারী ত্রিবলীরূপ ত্রিবেণীতে অবগাহন পূর্ব্বক নানা মনোরথে চঞ্চল হইয়া বিচরণ করিতেছে; হায়! জানিত না যে তথায়ও তোমার কিঙ্কিণী রূপে—মন্মথ কৈবর্ত্তের জাল সংস্থাপিত! দৈবের দুর্জ্ঞেয় গতিতে আমার মনোমীন এখন সে জালে আবদ্ধ হওয়া ছটপট্ করিতেছে!! দেখিতেছি এখন তাহার উদ্ধারই সংশয়!

(৮) পূর্ণ-চন্দ্রের দর্শনে, সমুদ্র যে রূপ উচ্ছলিত হয়, রাধার বদন দর্শনের আনন্দে কানুর হৃদয় আজ সেই রূপ উল্লাস-তরঙ্গে উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়াছে!

করী-বর-কর জিনি বাহুর স্থবলিনী, দোসরি-গজ-মতি-হারা।
স্থমেরু-শিখরে যৈছন ঝাপিয়া—বহই স্থরধুনী ধারা!
রাতুল-অতুল, চরণ-যুগল, নখ-মণি-বিধু-উজোর,
ভকত-ভ্রমরা সৌরভে আকুল, বাস্থদেব দত্ত রহু ভোর!

ত্রিলোক-বিস্মাপক অপূর্ব্ব শোভার ও সৌগন্ধে এবং ললটাস্থ চন্দন তিলকের মাধুর্য্যে মোহিতে হইয়াই লজ্জা-সর্ব্বস্ব-কুল-যুবতীগণ লজ্জাগারের দ্বার রুদ্ধ অর্থাৎ লোক-লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া—দেহ গেহ ভুলিয়া—বিভোর হইয়া—মাধুর্য্যামৃত পান করিতেছে। হায়! হায়! না দেখিলে কে ইহা বিশ্বাস করিত?

তারপর, স্থরসিক-গীতকর্ত্তা; আমার গৌর হরির—করিশুণ্ড বং স্থবলিত বাহু—স্থমেরু শিখর ঝাঁপিয়া বিরাজিতা—স্থরধুনীর ন্যায়, গজ-মুক্তার দোসরি হার এবং আরক্ত কমল-বিজয়ী-শ্রীচরণের—নখমণি রূপ সমুজ্জল-বিধুর অনির্ব্বচনীয়-মাধুর্য ও মাহিমার প্রতি ভক্তগণের নয়ন মন আকর্ষণ করিয়াছেন, উদ্দেশ্য,—এই দেখ—ইহাদের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া জীবের সমস্ত বিকার, ও সকল মালিন্য, চলিয়া যাইতেছে,—অনির্ব্বচনীয়-আনন্দময়-ভাবে, জীব-হৃদয় পরিপূর্ণ হইতেছে! দেখ, ঐ সুঠাম-বাহু-যুগল—পাপী, তাপী সকলেই আলিঙ্গনের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছে। ঐ দোসরি গজমুক্তার হার—প্রেমানন্দে জগৎ দোলাইয়া আপনি দোলিতেছে! আর নখ-মণিগণ সমুজ্জল-চন্দ্রের ন্যায় সুধাময় কিরণ বিকীর্ণ করিয়া জগতের সকল জ্বালা জুড়াইতেছে ও পাপতমো সমূলে বিনষ্ট করিতেছে!

এদিকে দেখ, কি অপূর্ব্বানন্দ! শ্রীঅঙ্গ-পরিমলের লোকাতীত সৌগন্ধে ভক্তমণ্ডলী, পুষ্পগন্ধোন্মত্ত ভ্রমরবৃন্দের ন্যায় আকুলতা প্রকাশ করিতেছেন। তাহারা মোহিত ও তৃষিত হইয়া শ্রীচরণকমলের চারিদিক্ ঘেরিয়া রহিয়াছেন।

গীতকর্ত্তা বাসুদেব দত্ত কহিতেছেন—রূপ-মাধুরীতে আমি ভোর হইয়া পড়িয়াছি। অর্থাৎ সাধ মিটাইয়া—রূপের প্রভাব বর্ণন করিতে পারিলাম না!!

পদকল্পতরুতে ৪র্থ ছত্রের পরে এইটুকু বেশী আছে—"অধর বান্ধুলী, বন্ধু বন্ধুর, মধুর বচনে রসাল; কুন্দহাস প্রকাশ সুন্দর, ইন্দুমুখ উজিয়ার" আর ভণিতাটি ও ভিন্নরূপ যথা—"রাতুল চরণ যুগল পেখলু, নখর বিধুমণি জোর, সৌরভে আকুল মত্ত অলিকুল, গোবিন্দদাস মনোহর"!!

(২) শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য,—ধানশি।

আরে মোর, আরে মোর নিত্যানন্দ রায়
আপে নাচে আপে গায়, চৈতন্য বলায়
লম্ফে লম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ আবেশে,
পাপিয়া পাষণ্ড-মতি, না রাখিল দেশে
পাট-বসন পরে নিতাই, মুকুতা শ্রবণে
ঝল মল ঝল মল—নানা আভরণে।

(২) ভুবন-মঙ্গলাবতার শ্রীগৌরচন্দ্র নীলাচলধামে, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের প্রতি একটি আজ্ঞা প্রদান করেন যে,—"নিত্যানন্দ যাও গৌড়দেশে, অনর্গল প্রেমভক্তি করিও প্রকাশে"।

নিজ-লীলা-প্রভাবে লোকের চিত্ত-বিস্মাপক-শ্রীনিতাইচাঁদ কৃষ্ণপ্রেম-প্রচারের সে আদেশটি এইরূপে সফল করিতেছেন, যথা—উচ্ছলিত-প্রেমাবেশে জীবের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া—"ভজ চৈতন্য, স্মর চৈতন্য, লও চৈতন্যের নাম ; যে জনে চৈতন্য ভজে সেই মোর প্রাণ" নাচিয়া নাচিয়া এই ধুয়াটি গাইতেছেন, আর জীব সাধারণের মুখে চৈতন্য নাম—বলাইতেছেন। জয় গৌরহরি! জয় চৈতন্যচাঁদ! বলি লোকে উচ্চৈঃ-স্বরে মুহুর্মুহু সানন্দধ্বনি করিতেছে—আর তাহা শুনিয়া আনন্দকন্দ-নিতায়ের অন্তরে আনন্দ ধরিতেছে না। তিনি উল্লাসের ভরে লম্ফে লম্ফে গমন করিতেছেন।

"শ্রীশ্রীব্রজ-নাগরী-নাগরেন্দ্রের একীভূত-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর যে প্রেমের পরম-দেবতা এবং গৌর-প্রেম-চিন্তামণি--সর্ব্ব-জীবের পক্ষেই অনায়াসলভ্য ও মহা সংক্রামক আমার নিতাইচাঁদের-লীলাচরিত এই সত্যটির অভ্রান্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছে। দেখ—তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে—জগন্মঙ্গল-গৌর নাম উচ্চারণের গুণে, সর্ব্ব শ্রেণীর জীব-বৃন্দের পাপ-মতি ও পাষণ্ড-মতি দূর হইয়া যাইতেছে এবং সকলেই প্রেম লাভ করিয়া ধন্য হইতেছে। আমার নিতাইচাঁদ, দেশে পাপী পাষণ্ডী রাখিতেছেন না!

সুবিজ্ঞ-ভক্তগণ দেখিতেছেন—বালকেরা যেমন উৎসবাদির সময়ে নানা প্রকার ভাল বসন-ভূষণে সাজিয়া আনন্দোল্লাসে মত্ত হয়, তেমনি স্বতঃ বালভাবময়—নিতাইচাঁদ, শ্রীগৌরহরির-আদিষ্ট অনর্গল-প্রেমদান-মহোৎসবে মাতিয়া—বাহ্যাপেক্ষা হারাইয়া ফেলিয়াছেন—পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। কাণে মুক্তা পরিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গে নানাবিধ ঝলমল-আভরণ-ধারণ করিয়া বালকের ন্যায় আনন্দ-রঙ্গে প্রেম-বিতরণ-ক্রীড়া করিতেছেন।

সঙ্গে রঙ্গে গায় নিতাইর রামাই সুন্দর
গৌরীদাস আদি করি যত সহচর।
চৌদিকে হরিদাস * হরি বল বলায়
জ্ঞানদাস নিশি দিশি নিতাইর গুণ গায়।

(৩) ধানসি।

সজনি! কি আজু পেখলু রূপ-ধাম—
দেখিলে করিব কি, না দেখিলে নাহি-জি! ভালে সে অনঙ্গ-ভেল কাম,
সুকুঞ্চিত কেশ-জালে, মালতী রচিয়া ভালে, তদুপরি শিখি-পুচ্ছ-চন্দ!
মুগধ-রাহু বেঢ়ি, মধুকর মধুকরী, উড়িপড়ি পিয়ে মকরন্দ!

রসিক-ভক্তগণের মনে হইতেছে একি শ্রীরাধার অনুজ্ঞা-সমুল্লসিতা শ্রীমতী অনঙ্গমঞ্জরীর ভাবাভিনয়?

এদিকে, রসের তরঙ্গে আনন্দ-চঞ্চল হইয়া নিতাইচাঁদের সহচর রামাই সুন্দরানন্দ ও গৌরীদাস পণ্ডিত প্রভৃতি ও সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন ও এই সকল হরিদাস, উল্লাস-প্রফুল্ল হইয়া চতুর্দ্দিগবর্ত্তী লোক সকলের দ্বারা পুনঃ পুনঃ "হরি বল" বলাইতেছেন।

গীতকর্ত্তা জ্ঞানদাস এইরূপ অদ্ভুত-প্রেমপ্রচার-রঙ্গ ও অপূর্ব্ব প্রেমবিকার অর্থাৎ প্রিয়তমের নাম-কীর্ত্তন, নৃত্য গীত বাহ্যাপেক্ষা রাহিত্যাদি—মানস নয়নে প্রত্যক্ষবৎ নিরীক্ষণ করিতে করিতে শ্রীনিতাইচাঁদের গুণ গান করিয়াছেন।

(৩) শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনান্তে গৃহাগতা শ্রীরাধা, কোনও সঙ্গিনী-সখীকে কহিতেছেন —সখি! আজ কি আমি "শরীরধারী রূপের"—দর্শন পাইলাম? কিন্তু হায়! দেখিলে কি হইবে? অভাবিত-সৌভাগ্য—কৃতার্থতার পরিবর্ত্তে দেখিতেছি আরোও বিষম সঙ্কট হইয়া উঠিল! কি যে করিব, আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না!

---

* পদকল্পতরুর পাঠ—নিতাই মোর।

ভালে সে চন্দন-বিন্দু নিন্দিয়া শরত-ইন্দু, ঘন-মেঘে পূর্ণ পরকাশ
নবীন-নলিনী-দল—আঁখি যুগ চঞ্চল—বিম্ব-অধরে মৃদু-হাস!!
শ্যাম অঙ্গে শোভা হেন, তিমিরে তড়িত যেন, কটি আঁটি পীত-নিচোল,
মুখর-মঞ্জীর-ধ্বনি, উলসিত ধরণী, বংশীদাস পদতলে ভোর।

তাঁহাকে না দেখিয়া প্রাণ ধারণ অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে! সখি! কন্দর্প অঙ্গ বিহীন হওয়ায় তাহার পক্ষে ভালই হইয়াছে—নহিলে সে আর লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিত না।

দেখিলাম—নাগর-শিরোমণির সুকুঞ্চিত কেশ-রাশি, মালতীর মালা দ্বারা সম্বন্ধ; তাহার উপরে শিখিপুচ্ছের চন্দ্র সুবিন্যস্ত। দেখিলে বোধ হয়—যেন রাহুরূপ কেশ-জাল সেই চন্দ্রকে গ্রাস করিতে গিয়া মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে! আর পরিমলোন্মাদিত-মধুকর-মধুকরীগণ, তাহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন পূর্ব্বক নির্ভয়ে মালতীর মকরন্দ পান করিতেছে! ললাটে—ঘন-মেঘোপরি-সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য্য-পরাজয়ী একটি মনমোহন চন্দন-তিলক শোভা পাইতেছে! এবং তাঁহার নিম্নভাগে নবীন-নলিনীর দলবৎ স্নিগ্ধ-সুন্দর-কোমল-আঁখি-যুগল বিরাজিত! হায়! কি অদ্ভুত—চাঁদে কমলে একত্র বিরাজিত!! আঁখি দুটি—স্বতঃ চঞ্চল, এবং বিম্বাধরখানি—মধুর-হাস্য-সুস্মিত! আর শ্যামবরণ তনু-কান্তির উপরে কটিতে একখানি পীতাম্বর—আঁটিয়া পরিহিত; দেখিয়া আমার বোধ হইল যেন তড়িত তিমিরকে জড়াইয়া রহিয়াছে! চরণের নূপুর—সর্ব্বদাই শব্দিত! (মুখর) বোধ হইল যেন সে ধ্বনিতে উল্লসিত হইয়া অচলা স্থিরা ধরণীও আনন্দ-স্পন্দিতা!! অতএব আমার ন্যায় নারীর মন চঞ্চল হইবে সে আর বিচিত্র কি? গীতকর্ত্তা কহিতেছেন—তাহাতেইতো আমি ভোর হইয়া এই চরণতলে নিপতিত।

(৪) শ্রীরাগ।

নীল-রতন কিয়ে নব-ঘন-ঘটা—
লখিলে লখন নহে সে অঙ্গের ছটা!
কদম্বতলাতে সই! শ্যাম-চিকণিয়া—
রূপ দেখি আইনু জাতি কুল মজাইয়া,
চূড়ার উপরে মত্ত-ময়ূরের—পাখ—
মদন-মহেন্দ্র-ধনু কিবা নব দেখি ?
বদন-কমল, কিয়ে পূণমী কো চাঁদ ?
অধর—বাঁধুলী কিয়ে কিসলয় ছাঁদ ?
তাহে অতি সুমধুর মুরলীর সানে—
ভুলল আঁখির লাজ, সান্ধাইল কানে।
নয়ন যুগল কিয়ে মত্ত-অলী-রাজ ?
অলকেতে দংশে যুবতী-হিয়া-মাঝ।
[illegible] বিষে [illegible] দিবে দিবে,
না দিলে অধর-সুধা কেবা জিয়ে আগে।

---

(৪) বঁধুর রূপের কথা এত বলিয়াও—বর্ণনের সাধ এবং বর্ণন-ব্যপদেশে মাধুরী-আস্বাদন-পিপাসার শান্তি হইল না! মনে হইতে লাগিল, হায়! বর্ণনা-তীত—অ-লোক-লক্ষিত সে ভুবন-মোহন-মাধুরীর কথা আমি একবিন্দুও প্রকাশ করিতে পারিলাম না! অতএব শ্রীরাধা পুনর্ব্বার বলিতেছেন—

সে অপূর্ব্ব-অঙ্গছটা বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়াও (লক্ষিত) নির্ণয় করা যায় না, একি নীলকান্তমণি না নব-মেঘের সমারোহ ? সখি! তাহাতেই তো কদম্বতলায় সে চাকচিক্যময় (চিকণিয়া) শ্যামরূপ দর্শন করিয়া আমি জাতি ও কুল মজাইয়াছি।

আহা! তাহার চূড়ার উপরিস্থ শিখি-পুচ্ছের সংস্থান-ভঙ্গিমা ও সৌন্দর্য্য-দর্শনে মনে হয়—একি কোনও প্রমত্ত-ময়ূর, পুচ্ছ বিস্তার করিয়াছে ? অথবা মদনের মহান্ ইন্দ্রধনু দেখিতেছি ? বদনের শোভা বিলোকন করিলে, বিস্ময়-বিতর্ক জন্মে—ইহা কি প্রফুল্ল-কমল না পূর্ণচন্দ্র ? অধরের মোহন—মাধুরি হেরিয়া অবধারণ অসাধ্য হয়—ইহা কি বাঁধুলির ফুল না কিসলয়ের ছল ? (ছাঁদ—ছদ্ম, ছলনা ; পুণমাকো চাঁদ—পূর্ণিমার চন্দ্র)।

সখি! সে মধুরাধরের-সঙ্গিনী—মুরলীধ্বনি (সান—নিঃস্বন) কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমার চক্ষুর সকল লজ্জা দূর করিয়া দিয়াছে! এদিকে তাহার নয়ন-তরঙ্গে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে! তাহাতেই বলিতেছিলাম—আমার লাজ ও কুল, দুইই গিয়াছে ; সখি! তাহার নয়ন দুইটি কি প্রমত্ত

(৫) শ্রীরাগ।

কিয়ে হিম-কর-কর, কিয়ে নিঝর-ঝর, কিয়ে কুসুমিত পরিযঙ্ক—
কিয়ে কিসলয়, কিয়ে মলয়-সমীরণ, জ্বলত যো চন্দন-পঙ্ক!
(অবধারলু রে) কানুতুয়া পরশ-কো-রঙ্ক,
নাগরী-কোরে, তো বিনু মুরছাওই, অপরূপ মদন-আতঙ্ক!

মধুকর?—তাহা না হইলে যুবতীর হৃদয়-কমলে এমন অলাক্ষতে দংশন করিবে কেন?

শুনিয়া—সখী-ভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা কহিতেছেন—'কমলে ভ্রমরের দংশন ক্ষতোৎপাদক নহে —এ অংশে তোমার উপমাটি সমীচীন বটে---কিন্তু ভ্রমরের পুষ্প-দংশনে বিষের ক্রিয়া নাই কিন্তু সে নয়নের দৃষ্টিতে বিষ আছে এবং সে বিষের একমাত্র ঔষধ সেই রূপ-ধামের অধর- সুধাপান, তাহা না করিয়া কেহই জীবিত থাকিতে পারে না। আমি ভাবিতেছি, তদ্ব্যতীত তুমি আসিলে কি করিয়া? (না পিলে—পান না করিলে)।

(৫) এই সময় শ্রীকৃষ্ণের দূতী উপস্থিত হইলেন। হরির প্রৌঢ়োদ্বেগ বর্ণন করিয়া তিনি কৃষ্ণ-গতপ্রাণা-ধনীমণিকে অভিসারের নিমিত্ত অনুনয় করিতেছেন। যথা—রাধে! কি চন্দ্র-কিরণের স্নিগ্ধ-সুধা, কি নির্ঝর-প্রবাহের সুশীতল-বারি কি পুষ্প-পালঙ্ক, কি কোমল-পল্লব, কি মলয়ানীল, কি চন্দন-পঙ্ক, এ সকল তাপ-হারক উপাদনে—তাহার অঙ্গ আরোও জ্বলিতেছে! এ সকল স্নিগ্ধ উপচার প্রয়োগ দ্বারা তাহার তীব্র তাপ বিন্দুমাত্র ও বিনাশ করিতে না পারিয়া আমরা সুনিশ্চিত-রূপে অবধারণ করিয়াছি—কানু কেবল তোমার সুশীতল-সুখ-স্পর্শের কাঙ্গাল।

লোভনীয়া-যুবতীগণ সযত্নে ক্রোড়ে ধারণ করিলে, কানু তোমার বিরহে মূর্চ্ছিত হইতেছেন!! আহা! এমন অপরূপ-মদনাতঙ্ক কেহ কখনও

যনু নব-জলধর, ধরণী লোটাওই, আকুল-চিকুর-বিথারি।
'রাধা'—নামে, নয়ন ঘন বরিখই, আরতি কহই না পারি!!
ধনি ধনি তুহু ধনি! রমণী-শিরোমণি, কানু সে যাকো একান্ত—
তুয়াপদ-পঙ্কজ, ভালে না ছোড়ই, গোবিন্দদাস মতি-মন্ত॥

(৬) শ্রীগান্ধার।

(রমণি!) ধনি ধনি বনি অভিসারে—
সাজনা রঙ্গিণী, রূপ-তরঙ্গিণী, সাজলি শ্যাম-বিহারে,

দেখে নাই! নাগর-কুল-তিলক আকুল হইয়া আলুলায়িতকেশে কেবলই ভূ-লুণ্ঠিত হইতেছেন—আর তোমার 'রাধা' নামটি উচ্চারণ করিতে করিতে ঘন ঘন অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন! দেখিলে বোধ হয়—যেন নবীন মেঘ ধরণী লুণ্ঠিত হইতে অবিরল বারিবর্ষণ করিতেছে। সে আরতির কথা তোমাকে বলিয়া বুঝান অসাধ্য।

ধনি! তুমি ধন্য-রমণী (ধনিধনি—ধন্য ধন্য) তুমি রমণি-শিরোমণি, নিখিল-নারীগণের লোভনীয়—জগন্মোহন-কানু যাহার প্রতি এমন একান্তানুরক্ত সে—তুমি, নিশ্চয়ই রমণীগণের শিরোমণি বটে। অতএব আজ আমি তোমার চরণ-পঙ্কজ ছাড়িতেছি না,—অভিসারিণী হইয়া হরির প্রাণ রক্ষা কর—না হইলে এ মতিমন্ত দূতী, তোমার চরণ, ললাট (ভাল) হইতে কখনও ত্যাগ করিবে না। অর্থাৎ দূতী ভাবাবেশে গীতকর্ত্তার উক্তি—নহিলে মতিমন্ত গোবিন্দদাস (কবিরাজ) তোমার চরণ পরিত্যাগ করিতেছে না।

(৬) দূতীর কথায়—শ্যাম-সোহাগিনীর হৃদয়-বেগ দুর্ণিবার হইয়া উঠিল, বেশ-বিন্যাসের বিলম্ব সহিতে পারিলেন না!—অমনি অভিসারে চলিলেন। কোনও প্রিয়-সহচরী, ভাবেরও মাধুরীর—তৎকালিক অদ্ভুত-পূর্ব্ব বিকাশ

লোচন খঞ্জন—গঞ্জন, রঞ্জন—অঞ্জন বসন বিরাজে
কিঙ্কিণী রণরণি, বঙ্করাজ-ধ্বনি, মদন-মনোহর বাজে।
সাজলি, মদন—কলাবতী রাধা, যুবতী-বৃন্দ করি সাথে;
রাজহংস, গজ—গমন বিড়ম্বন, অবলম্বন সখী-হাতে।
চলইতে চরণ—সঙ্গে, চলু মধুকর, মকরন্দ পান কি লোভে—
সৌরভে উনমত, ধরণী চুম্বই কত, চরণ-চিহ্ন যাহা শোভে!
কনক-লতা জিনি, জিনি সৌদামিনী, বিধির অবধি রূপ রাধে!
যদুনাথ দাস ভণে, গমন নিকুঞ্জ-বনে, পুরাইতে শ্যামর সাধে।

দৃষ্টে মোহিত হইয়া কহিতেছেন—কৃষ্ণানন্দিনী-ধনি! তোর আজিকার অভিসার সজ্জাটি সুধন্য! তরঙ্গ-রঙ্গায়িত-তটিনীর, সমুদ্র-সম্মিলনে গমনের ন্যায় রঙ্গিণী-সখী-বৃন্দের সহিত মিলিয়া শ্যাম বিহারের নিমিত্ত তুই যেন আজ রূপের তরঙ্গিণী সাজিয়াছিস্। স্বাভাবিক-সৌন্দর্য্যাচ্ছাদক-কোনও বেশ ভূষাই নাই! কেবল খঞ্জন-গঞ্জন লোচন-যুগল অঞ্জনে সুরঞ্জিত, ও অঙ্গে অঙ্গ-বসন মাত্র বিরাজ করিতেছে এবং গমন-সঞ্চালনে, চরণে চরণের বাঁকমল (বঙ্করাজ) ও রণরণ-রবকারি-কিঙ্কিণী, (তরঙ্গিণী-তরঙ্গ-ধ্বনির ন্যায়) মদন-মনোহর রবে নিনাদিত হইতেছে।

রাধে! আজই তুই—প্রকৃত কন্দর্প-কলাবতী সাজিয়াছিস্। সখীর হস্তাবলম্বনে, যুবতী-বৃন্দের সহিত, যে মনোহর গতি-ভঙ্গীতে চলিতেছিস্ এই গমন-সৌন্দর্য্য, গজগতি ও হংসগতি উভয়ের বিড়ম্বক। আবার—তোর চরণ চালনের সঙ্গে সঙ্গে—মকরন্দ-পানের লোভে কত মধুকর অনুগমন করিতেছে। দেখ, আর যে স্থানে চরণ-চিহ্ন পড়িতেছে, দেখ্ কত মধুকর সৌরভোন্মত্ত হইয়া তথায়—ভূমি-চুম্বন করিতেছে!

গীতকর্ত্তা যদুনাথ দাস বলিতেছেন—রাধে! নিজ কান্তকে একান্ত নিজানুরক্ত জানিয়া তাহার বাসনা পুরাইবার নিমিত্ত আজ আদরে গৌরবে অনুরাগে গলিয়া—কৃষ্ণাভিসার! তাহাতেই বুঝি স্বর্ণলতাও সৌদামিনী-বিজয়ী এমন বিধি-বৈদগ্ধীর অবধি মাধুর্য্যের রাশি উছলিয়া উঠিয়াছে?

(৭) গান্ধার।

"এ, ধনী-পদ্মিনি !" পড়ল অকাজ—
মান ভেটহ হরি, কুঞ্জ কো রাজ ; *
তুহু গজ-গামিনী মতি অতি ভোর—
উচ-কুচ-কুম্ভ-গরবে, নাহি ওর !
যৌবন-গরবে না হেরসি পন্থ—
পরিমলে বাসিত করাসি দিগন্ত !
যব তোহে করব, অরুণ-দিঠি-ভঙ্গ—
নিয়ড়ে না হেরবি সহচরী—সঙ্গ !
সোথর-নখর পরশ যব হোতি—
এ কুচ-কুম্ভ না রাখবি মোতি !
গণ্ডে করব যব দশন কো ঘাত—
মুরছি পড়বি তব ধরণী নিপাত !
গোবিন্দদাস তব হি † সঙরাব—
অধর-সুধারসে পুনহি ‡ জীয়াব।

পদকল্পতরুতে এ গীতটি—"অনন্ত দাস" ভণিতাযুক্ত এবং প্রারম্ভে "রমণী" শব্দ নাই। আমাদের তৃতীয় পঞ্চম ছত্র দুটিও তাহাতে নাই, পদ সকলের সন্নিবেশও অনেক পার্থক্য। এবং শেষ ছত্রের "গমন" শব্দের স্থানে মিলিল—ইত্যাদি পাঠান্তর যুক্ত।

---

(৭) এ গীতিটি সখীর পরিহাসোক্তি। সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—ধনী-পদ্মিনী (পদ্মিনী অর্থ—উত্তম-লক্ষণা-নায়িকা এবং হস্তিনী) আজ যেরূপ গৌরবের ভরে, সখী পরিবেষ্টিতা হইয়া রূপের ও যৌবনের গর্ব্বে মাতিয়া—অঙ্গ পরিমলে ও রূপের প্রভায় দিগন্ত পূর্ণ করিয়া—বিভোর ভাবে, গজেন্দ্র গমনে—কুঞ্জ-রাজকে (কুঞ্জরাজ অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ এবং সিংহ) ভেটিতে চলিয়াছ : এ গৌরব, এ গর্ব্ব তো থাকিবে না ! তাহার বিক্রমে সমস্ত চূর্ণ হইয়া যাইবে।

তুমি যখন তাহার অরুণ-নয়নের তরঙ্গে (ভঙ্গ—তরঙ্গ) পতিত হইবে, সে সময় সঙ্গিনী সখীগণ পলায়িত ! সঙ্গিনীগণকে নিকটে না দেখিয়া তোমাকে সে আকুল ও অনাবৃত হইতে হইবে। ইত্যাদি—

ভণিতার ভাবার্থ এই—তখন কোনও কৌশলে আমি (গোবিন্দদাস) ব্যাকুলিত হরিকে স্মরণ করিয়া দিব এবং তিনি অধর-সুধাদানে তোমাকে পুনর্জ্জীবিত করিবেন।

পদকল্পতরুর পাঠান্তর—* মাহ ; † যবহি ; ‡ তবহি।

(৮) কেদার।

চন্দ্র-বদনী-ধনী, চলু অভিসার—
নব নব রঙ্গিণী রসের পসার!
কর্পূর, চন্দন, অঙ্গ হি সাজে—
অবিরত কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজে •
বৃন্দাবনে ভেটল নাগর রায়
নব নব কোকিল পঞ্চম গায়॥

(৯) শ্রীগান্ধার।

মদন কিরাত—কুসুম-শর-দারুণ, বৃন্দাবন-বন-মাঝ-
তেঞি আকুল হরি, তোহারি স্মরণ করি, পরিহরি পৌরুখ লাজ,

---

(৮) এ গীতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। কোনও কোনও গ্রন্থে, এই গীতের পরে, নাগরের কুঞ্জাগমন বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ঐ সকল গ্রন্থে বৃন্দাবন ......পঞ্চম গায়" এই দুই ছত্রের পরিবর্ত্তে "মোতিম হার করে কঙ্কণ সাজ ঐছন আওল নিকুঞ্জ মাঝ" এবং তৎপূর্ব্বে আরোও দুই ছত্র বেশী আছে যথা—"চাঁদনী রজনী কিরণ বনমাহ, হাসিতে কুন্দকুসুম গলি যাহ" অন্য সকল গ্রন্থেই গীতিটি এইরূপ ভণিতাযুক্ত—বৈঠলী হৃদয়ে আরতি বলবন্ত; শ্যাম পাশে চলু দাস অনন্ত। প্রসঙ্গ বিরুদ্ধতার নিমিত্ত বোধ হয় এস্থানে ভণিতাটি গৃহীত হয় নাই।

(৯) হৃদয়ে বলবত্ত-আরতি সত্ত্বেও—নাগর কিরূপ রঙ্গ করেন দেখিবার জন্য আমাদের ধনী-মণি—কৌতূহল বামতা প্রকাশ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ দূরে বসিয়া নাগরের প্রতি কুটিল-নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, দেখিয়া রস-ময় নাগরেন্দ্র কহিতেছেন—ধনি! এই বৃন্দাবনের বনে বনে কুসুম শরধারী নির্দ্দয় মদন-ব্যাধ (কিরাত) নিয়ত ফিরিয়া থাকে। যেমন—উচ্চশ্রেণীর শক্তি-শালী-শীকারীগণের হরির অর্থাৎ সিংহের প্রতিই-লক্ষ্য থাকে, তেমনি আমার প্রতি এই মদন-ব্যাধের সর্ব্বদা লক্ষ্য, এই দুর্জ্জয়-কিরাতের বিষম-কুসুম-বাণের

(এ ধনি !) তুয়া-দিঠি—অথির-সন্ধান—
মনমথ—মারত, জোরি কুসুম-শর হানল হামারি পরাণ ! !
দুহু শরে জর জর—জীবন অন্তর, কিয়ে করব নাহি জান
নিজ-যশ চাই, রাই ! অব দেওবি, অধর-সুধারস পান ?
মণিময়—হার—তরঙ্গিণী-তীরহি কুচ-কনকাচল-ছায়—
ঐছে তপত-জন, গুপত রাখ, বরু ! গোবিন্দদাস যশ গায়।

ভয়ে ভীত আমি (হরি) আকুল হইয়া, লজ্জা পৌরুষাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল তোমাকে স্মরণ করিতেছি। এখন—এ শরণাগতকে রক্ষা করা, তোমার উচিত ছিল, কিন্তু হায় কি বিপরীত! তৎপরিবর্ত্তে তুমিও আমাকে কটাক্ষ-শরাঘাত করিতেছ! একণে দেখিতেছি তোমার চঞ্চল-কটাক্ষ-বাণ এবং মন্মথ-ব্যাধের (মারতের) শাণিত-কুসুম-শর—উভয়ে একযোগে আমার প্রাণ হনন করিতে লাগিল! এইরূপে দুই শরে জর্জ্জরিত হইয়া আমার প্রাণ-বায়ু বাহির হইয়া যাইতেছে—কি করিব কিছুই উপায় পাইতেছি না! রাই! তোমার যশে ভুবন ভরা, অতএব আপন-যশের প্রতি চাহিয়া এসময় একটিবার অধর-সুধা পান করিতে দাও! আর—হে বরাঙ্গিণি! (বরু) তোমার হৃদয়ের-হার রূপ তরঙ্গিণীর (নদীর) তীরবর্ত্তী স্তন-রূপ স্বর্ণাচলের ছায়ায়, এ তাপিত জনকে ঐ রূপে (ঐছন- ঐ রূপে অর্থাৎ নিজগুণ চাহিয়া) গোপন পূর্ব্বক মদন-কিরাতের হাত হইতে রক্ষা কর।

গীত রচয়িতা গোবিন্দ কবিরাজ সখীর ভাবাবেশে শ্রীকৃষ্ণের হইয়া কহিতে-ছেন—তাহা হইলে গোবিন্দদাস, প্রাণ ভরিয়া তোমার যশ গান করিবে।

পদকল্পতরুতে এ গীতের দুইটি হাস্য-জনক পাঠান্তর আছে যথা—মনমথ মারতে জোর কুসুমশর হানল হামার পরাণ! এবং 'অথির সন্ধান' স্থলে অথিল সন্ধান।

(১০) কামোদ।

সজনি! হেরি হেরি দুহু দিঠি ঝাঁপ!
মনমথ-সমরে, কুসুম শর কো কহু? সঙরি সঙরি জিউ কাঁপ। ধ্রু।
রাধা-মাধব, নিকুঞ্জে পৈঠল, রতিরণ-রঙ্গ-কো শালা,—
রণ-বাজন, ঘন—কোকিল-কলরব, ঝঙ্করু মধুকর-মালা।
পহিলহি রাই—নয়ন-শরে জরজর, আকুল কুঞ্জরোরাজ,
ভুজ-যুগ—বরুণ পাশে ধনী বান্ধল, নিকরুণ হৃদয় কো মাঝ।
রোখলি রাই তহি পুন হরি-উরে, কুচ-কাঞ্চন-গিরিহান
সো-গিরিধর—খর-নখরে বিদারল—বিচলিত মানিনী-মান!

---

(১০) লতারন্ধ্রে নয়ন দিয়া লীলা-দর্শন করিতে করিতে—কোনও সখী অপরা সখীকে কহিতেছেন—দেখ, নয়নে নয়নে নিরীক্ষণের ফলে—রসাবেশে উভয়ের নেত্র নিমীলিত হইয়া যাইতেছে! মন্মথ-সমরে-কুসুম-শরের বিক্রমের বর্ণনা কে করিতে পারিবে? দেখ তাহার স্মরণেই (সঙরি—স্মরিয়া) দুজনের হৃদয় কম্পিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে!! আহা! আমাদের রাধা মাধব রতিরণের রঙ্গ-ভূমি নিকুঞ্জে প্রবিষ্ট হওবা মাত্র আজ কোকিল-কুলের কলধ্বনি মধুকর-নিকরের ঝঙ্কাররূপ-রণ-বাদ্য ঘন ঘন বাদিত হইতেছে!

সখি! এক্ষণে কেলী-যুদ্ধ দর্শন কর। দেখ—আমাদের নাগরী-সাম্রাজ্ঞী, কুঞ্জরাজকে প্রথমতঃ নয়ন-শরাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া অধুনা মল্ল যুদ্ধারম্ভ করিয়াছেন—বাহু রূপ বরুণ-পাশাস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দয় রূপে হৃদয়ে বন্ধন করিয়া রোষ-ভরে তদ্বক্ষে—কুচ রূপ স্বর্ণ-গিরির আঘাত করিতেছেন!! কিন্তু গিরির আঘাতে গিরিধর দমিত হইবেন কেন? তিনি সুতীক্ষ্ণ নখাস্ত্র দ্বারা গিরি বিদারণ করিতে করিতে অভিমান-গর্ব্বিতা রণ-রঙ্গিণীর মান-গৌরব বিচলিত করিয়া দিতেছেন!!

দেখ—এক্ষণে প্রাথমিক-সমরশ্রমে উভয়ে শান্ত হইয়া—বুঝি শক্তি ও উৎে-

শ্রম-ভরে দুহু, অধর-মধু পিবই, দুহু-গুণ দুহু পরশংস,
দোহুকো গণ্ড-মুকুর হেরি ভরমই, নিজ ছায় দুহু করু দংশ ! *
সিন্দুর-দহন—বাণ, হেরি মাধব, মৃগ-মদ-জলদে নিঝাও,
পিঞ্ছ-মুকট-ভয়ে, বেণী-ভুজঙ্গিনী, বিলোলিত মহী-গড়ি যাও
মাতল মদন—রায়-মদ-কুঞ্জর, অলক-অঙ্কুশ নাহি মান—
তোড়ল, নীবি—নিগড়, গীম-বন্ধন, নিজপর দুহু নাহি জান !

জন্য বৃদ্ধির নিমিত্ত মধুপান করিতেছেন, অর্থাৎ পরস্পরের অধর মধুপানে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং একে অপরের রণচাতুর্য্যের প্রশংসা করিতেছেন।

আরোও এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখ—পরস্পরের গণ্ডদর্পণে স্বস্ব প্রতিবিম্ব দর্শনে দুজনেই যেন মধুপানোন্মাদে মত্ত হইয়া তাহাতে দংশন করিতেছেন ! !

তারপর দেখ—শ্রীরাধার সিন্দূররূপ অগ্নিবাণকে মাধব আপন মৃগমদ-তিলকের মেঘে অর্থাৎ—বরুণাস্ত্র দ্বারা নির্ব্বাপিত করিয়া দিলেন। এদিকে—মাধবের পিঞ্ছ-মুকুটরূপ মত্ত-ময়ূরের বিক্রম দর্শনেই বুঝি পলায়নের নিমিত্ত শ্রীরাধার বেণী ভুজঙ্গিনীটি ভয়ে ভূলণ্ঠিত হইতেছে।

দেখ দেখ—বিপরীত-বিলাসের মহানন্দে মদনের-মত্ত-মাতঙ্গরূপ মাধব মাতিয়া উঠিয়াছেন, ললাট-নিপতিত-অলকরূপ অঙ্কুশের বারণ মানিতেছেন না—নিজ পর জ্ঞান নাই ! স্বাধীন-যুদ্ধ-ব্যবহারে বাধাজনক—নিগড় স্বরূপ নাগরায়িত-নাগরী-রাধার নীবিবন্ধ এবং মাতঙ্গের গ্রীবাবন্ধনী স্বরূপ আপনার গলার বনমালা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

লীলা তরঙ্গের আতিশয্য দর্শনে সখী কহিতেছেন,—হায় ! হায় ! অস্ত্রাহত-যোদ্ধার অঙ্গ-ব্রণবৎ দুজনের অঙ্গই পুলকাবলীতে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। মাল-নূপুররূপ রণবাদ্য—ঘন ঘন বাজিতেছে। তৎপর—তুমুল-রতি-রণের প্রভাবে কন্দর্পের দর্পচূর্ণানুভবে কহিতেছেন, দেখ—মদন, নিজ-মদের পরাভব স্বীকার করায় নাগরীমণির কুণ্ডলদ্বয়, জয়-পতাকার ন্যায় আনন্দে দোলিতেছে এবং মদন-বিজয়ের মঙ্গল-বাদ্য—কঙ্কণ-কিঙ্কিণী, ঝঙ্কার করিতেছে !

রতি-রণ তুমুল, পুলক-কুল সঙ্কুল, ঘন—মণি-মঞ্জীর বোল,
নিজ মদে মদন-পরাভব মানল, কুণ্ডল গণ্ডহি লোল।
অনুখন কঙ্কণ-কিঙ্কিণি ঝঙ্কৃত,—রতিজয়-মঙ্গল-তুর,
মন মথ-কেতু—মকর গড়ি যাওত, গোবিন্দদাস কহ ফুর।

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রগল্‌ভা-বর্ণনে দ্বাবিংশ ক্ষণদা।

গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ সখীভাবারূঢ় হইয়া ফুৎকার পূর্ব্বক কহিতেছেন—আর মন্মথের বিজয়পতাকারূপ নাগরের মকর-কুণ্ডল মনোদুঃখে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছে।

পদকল্পতরুতে—রাধামাধব ইতি পাঠে এ গীতের আরম্ভ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠান্তর আছে। (সঙরি—স্মরণ করিয়া; রোখলি—রোষান্বিতা; উরে—বক্ষে; পরশংস—প্রশংসাকৃত, মুকুর—দর্পণ; ভরমহি—ভ্রমবশতঃ; দংশ—দন্তাঘাত; অলক—ললাটে নিপতিত চূর্ণ কেশ; তোড়ল—ছিন্ন বা নষ্ট করিল; গীম—গলদেশ)।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ ত্রয়োবিংশ ক্ষণদা,—শুক্লা অষ্টমী।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য,—বরাড়ি।

বিরলে বসিয়া একেশ্বর—
হরিনাম জপে নিরন্তর,
সব-অবতার-শিরোমণি—
অকিঞ্চন-জন-চিন্তামণি,
সুগন্ধি চন্দন মাখা গায়—
দুটী দিঠি আন নাহি ভায়।
ছাড়ল রমণী-বিলাস—
এবে ভেল তরুতলে বাস।
মণিময়-রতন—ভূষণ—
স্বপনে না করে পরশন।
হাস-বিলাস উপেখি—
কান্দিয়া ফুলায় দুটি আঁখি।
বিভূতি করিয়া প্রেমধন—
সঙ্গে লঞা সব অকিঞ্চন,
প্রেমজলে করল সিনান ;
কহে বাসু—বিদরে পরাণ।

(২) শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য,—গান্ধার।

রূপে গুণে অনুপমা, লক্ষ্মী কোটি মনোরমা,
ব্রজবধূ অযুতে অযুত।
রাস কেলি-রস রঙ্গে, বিহরে যাহার সঙ্গে,
সোপহুঁ কি লাগি অবধূত ?
(ও প্রাণের হরি!) এ দুঃখ কহিব কার আগে,
সকল নাগর-গুরু, রসের কলপ-তরু,
কেন নিতাই ফিরেন বৈরাগে ?

---

(১) আস্বাদনী—দ্বাদশ ক্ষণদার ১নং গীতের নিম্নে দেখ।

(২) আস্বাদনী—দ্বাদশ ক্ষণদার ২নং গীতের নিম্নে দেখ।

সঙ্কর্ষণ, শেষ যার— অংশকলা অবতার,
অনুক্ষণ গোলোকে বিরাজে,
শিব বিহি অগোচর, আগম নিগম পর,
কেন নিতাই সঙ্কীর্ত্তন মাঝে ?
কৃষ্ণের অগ্রজ, নাম— মহাপ্রভু বলরাম,
কলিযুগে শ্রীনিত্যানন্দ ॥
গৌর-রসে নিমগন, করাইল জগজন,
দূরে রহু বলরাম মন্দ !

(৩) বালা।

সহজই আনন, সুন্দররে, ভাঙ-সুরেখানি-আঁখি—
পঙ্কজ, মধুকর—পিবি মধুরে ! উড়য়ে পসারল পাখি ?
আজু পেখলু ধনী—যাইতে রে ! রূপে রহল মন লাই—
কোটি সুধাকর—বদন-মণ্ডল, আঁখি তিরপিত নাহি পাই !
অতএ ধাওল, মোর লোচন রে ! যহি যহি গেলি বরনারী –
আশালুবধ—নাহি তেজই রে ! কৃপণ কো পাছে ভিখারি !

---

(৩) স্নানান্তে গৃহ-গমন-পরায়ণা শ্রীরাধার বেশ-বিহীন স্বাভাবিক রূপ-মাধুরী—কিঞ্চিৎ দূর হইতে দর্শন করিয়া, প্রেমার্ত্ত-নাগরেন্দ্র কোনও সখীকে কহিতেছেন,—সুবদনীর শুধু সুন্দর-বদনের-স্বাভাবিক মাধুরীতেই প্রাণ উন্মাদিত হয় ! তাহার উপরে আবার ভ্রূর সুরেখান্বিত নয়নের-শোভা সম্মিলিত ! সখি ! সে সৌন্দর্য্য-দর্শনে মনে হইল—যেন ২টি মধুকর (নয়ন) কমলের (বদনের) পরিতৃপ্ত হইয়া উড়িয়া যাইবার নিমিত্ত পাখা (ভ্রূ-যুগল) প্রসারণ করিয়াছে !

বারংবার ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে—এইরূপ মনোহর মাধুরী বিস্তার পূর্ব্বক সে ধনী-মণিকে যাইতে দেখিয়া—আমার মন তাহার রূপে লাগিয়া (লাই) রহিয়াছে ! আহা ! কোটিচন্দ্র-নিন্দিত সেই মনোহর বদনের সৌন্দর্য্য-মাধুরী, ২টি চক্ষে ক্ষণিক দর্শন করিয়া কি কাহারও কখন তৃপ্তিলাভ হইতে পারে ? তাই

অতএ রহল মম—মো-রহয়ে ! কনয়া-কুচ-গিরি সান্ধি—
তে অপরাধে-মনোভবরে ! জোরি * রাখল মন বান্ধি !

(৪) সুহই।

নিজ-ঘর মাঝহি—বৈঠলি সুন্দরী, দিন কর উপর ঠামে—
যব হাম পুছলোঁ, পীরিতি সম্ভাষণ, প্রেম-জলে ভরল নয়ানে।
মাধব ! বড় অনুরাগিণী রাধা,—
তুয়া-পরসঙ্গে, অঙ্গ সব পুলকিত, না মানয়ে—গুরুজন বাধা।
ভাবে-ভরল তনু, কম্পিত পুন পুন, পুন পুন শ্যামরী,—গৌরী ;
পুন পুছত, পুন—দিগ নেহারত, ভূমে শুতলি কত বেরি।

আমার লুব্ধ-নয়ন-দুটি—কৃপণের অনুগামী ভিখারীর ন্যায়—মনোমোহিনীর সঙ্গে সঙ্গে ধাইয়া চলিতেছিল, কিন্তু স্বল্প সময় মধ্যেই সে অদৃশ্য হইয়া গেল ; সুতরাং নিরাশ-ক্লিষ্ট নয়ন দুইটি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কেবল ঝুরিতেছে ! ওদিকে সুন্দরীর রূপে সংলগ্ন মদীয় মন ("রূপে রহল মন লাই" কথার সংক্ষেপে—'রহল-মন) তদীয়-কুচকনকাচলে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু এই অপরাধে সেই গিরি-রক্ষক মনোভব জোর পূর্ব্বক তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে ! সখি এখন কি উপায় হইবে ?

(৪) কোনও প্রিয়তমা-সখী শ্রীরাধার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া—কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করায়, অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় তাঁহার বিরহ-বিকার উপস্থিত হয়। তাহাতে ব্যাকুলিতা হইয়া সেই সখী, স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত-দূতীরূপে এই সময়ে নাগরের নিকটে আসিয়া কহিতেছেন—আজ দিবা দ্বিপ্রহরের সময়ে শ্রীরাধাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, তোমার প্রেমঘটিত প্রসঙ্গে তাহাকে সম্ভাষণ করায় প্রেমাশ্রুতে তাহার নয়ন ভরিয়া গেল ! মাধব ! রাধার অনুরাগ

* পাঠান্তর—থাক।

ফুয়ল-কবরী—উরহি লোটাওল, কোরে ধওল তুয়া ভাণে,
জ্ঞানদাস কহে, তুহু ভাণে সমঝুহ, কোন করব পরমাণে ?

(৫) দেশাগ।

স্তন-বিনিহিতমপি হার মুদারং, সা মনুতে কৃষ তনুরিব ভারং—
রাধিকা, তব বিরহে কেশব ! ধ্রু !

অনুপমেয়। তোমার প্রসঙ্গ-মাত্রে তাহার অঙ্গ পুলকাবলীতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ঘরে যে গুরুজন আছেন, এ বাধা তাহার মনেই উদয় হইল না! তোমার কথা-প্রসঙ্গে, হেম-গৌরাঙ্গিণীর সর্ব্বাঙ্গ—ভাবে ভরিয়া গেল; সে পুনঃ পুনঃ কম্পিতা ও মলিনাঙ্গী হইতে লাগিল!!

তোমার কথা উত্থাপনের নিমিত্ত নানা ছলে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে এবং বারংবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল; ইতিমধ্যে অঙ্গসন্তাপ নিবারণার্থ—কতবার যে ভূমিতে শয়ন করিল, বলিতে পারি না! তাহাতে তাপ-নিবৃত্তি না হওয়ায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বক্ষ-বিলোলিত-মুক্ত-কবরীর বেণীকে 'তুমি' জ্ঞান করিয়া—কোরে ধারণ করিয়া রহিল!

হায়! যাহা দেখিয়া আসিতেছি—যে সকল উন্মাদ-চেষ্টার কথা বলিয়া বুঝাইবার নহে, এ সকল বিষয় কেবল অনুভবের বোধ্য—বাক্য প্রমাণে কি হইবে? পদকল্পতরুতে—"মন্দির মাঝে" ইতি পাঠে এ গীতের আরম্ভ এবং পরমাণের পরিবর্ত্তে "চিতে আনে" ইতি পাঠে উপসংহার।

এইটি—শ্রীগীত-গোবিন্দের (৪র্থ সর্গঃ) ৯নং গীত। পূজারী গোস্বামি-কৃত এ গীতের টীকা এইরূপ—হে কেশব! সা কৃশ-তনুঃ রাধা তব বিরহে, সখীভির্যত্নেন স্তন-বিনিহিতং উৎকৃষ্ট-হারমপি ভারমিব (কৃশ তনুত্বাৎ) মনুতে; তথৈবং কৃশাভূতা যথা হারবহন সামর্থ্যমপি নাস্তীত্যর্থঃ কীদৃশং? উদারং মনোহরং ॥ ধ্রু ॥

---

(৫) রাধা-বেদন-ব্যথিতা সখী—নাগরকে নিরুত্তর দেখিয়া আরো কহিতেছেন,—কেশব! (রাধার হৃদয়াধিরাজ!) তোমার বিরহ-বিকারে সখী রাধা,

সরস মসৃণমপি মলয়জ পঙ্কং, পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং ॥ ১ ॥

শ্বসিত-পবনমনুপম পরিণাহং, মদন-দহনমিব—দহতি সদাহং ॥ ২ ॥

দিশি দিশি কীরতি সজলকণ-জালং নয়ন-নলিন মিব বিদলিত নালং ॥ ৩ ॥

নয়ন-বিষয়মপি কিশলয়-তল্পং, কলয়তি বিহিত—হুতাশ বিকল্পং ॥ ৪ ॥

ত্যজতি ন পাণি-তলেন কপোলং, বাল-শশিনমিব—সায়মলোলং ॥ ৫ ॥

ন কেবল হারবহনাসামর্থ্যমপি তু তাপশান্ত্যৈ সরসমপি মসৃণং—চিক্কণমপি চন্দন-পঙ্কং বপুষি সংলগ্নং সশঙ্কং যথাস্যাত্তথা বিষমিব পশ্যতি ॥ ১ ॥

কিঞ্চ, দাহসহিতং নিঃশ্বাস-পবনমপি কামাগ্নিমিব বহতী তুৎপ্রেক্ষা, সন্তপ্তায়াঃ নিঃশ্বাসোঽপি সন্তপ্ত ইত্যর্থঃ। কীদৃশং? উপমা রহিতং পরিণাহং—দৈর্ঘ্যং যস্য তং ॥ ২ ॥

তথা সা নয়ন-নলিনং স্বচ্ছন্দা সমমাৎ—দিশি দিশি বিক্ষিপতি; কীদৃশং? জল-কণিকাভি সহিতং; কিমিব? বিচ্ছিন্নং নালং যস্য তদিব, বিচ্ছিন্ন-নালং হি কমলং সম্রবং বিক্ষিপ্তঞ্চ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

অপরঞ্চ চক্ষুর্গোচরমপি পল্লব-শয্যাং বিহিতো বহ্নেবিকল্পো—ভ্রমো, যস্মিন্ তং যথাস্যাত্তথা পশ্যতি ॥ ৪ ॥

সা পাণিতলেন কপোলং ন ত্যজতি, তত্রোপমামাহ—সায়মচঞ্চলং বাল-শশিনমিব কপোলাস্যাদ্ধভাগ দর্শনাদ্বাল-চন্দ্রেনোপমা। অ-তাম্রত্বাৎ পাণিতলস্য সন্ধ্যায়া, বিরহেণ পাণ্ডুত্বাৎ—কপোলস্য চন্দ্রেণ সাম্যাৎ ॥ ৫ ॥

এমন আশ্চর্য্য কৃশতা প্রাপ্ত ও দুর্ব্বলা হইয়াছে, যে আপন স্তন-বিনিহিত মনোহর হারের ভারও বহন করিতে পারিতেছে না!

তাহার বর-বপুতে বয়স্যাগণ কর্ত্তৃক বিলেপিত, রসার্দ্র—সুশোভিত-মসৃণ চন্দন-চর্চা—বিষবৎ-জ্বালা-জনক বোধ হওয়ায় তৎপ্রতি সশঙ্কিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছে—একি চন্দন না বিষ? যেরূপ অদ্ভুত সুদীর্ঘ (পরিণাহ) নিশ্বাস-বায়ু বহিতেছে তাহার উষ্ণতার কথা কি কহিব? প্রজ্বলিত মদনানলের ন্যায় তাহাতে সুকুমারীর সর্ব্ব শরীর দগ্ধ হইয়া যাইতেছে!

বিচ্ছিন্ন মৃণাল—সজল নলিনীর-দল হইতে যেমন দিকে দিকে বারি বিকীর্ণ হয়,

হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামং বিরহ-বিহিত মরণেন নিকামং ॥ ৬ ॥
শ্রীজয়দেব-ভণিতমিতি গীতং, সুখয়তু, কেশব-পদ মুপনীতং ॥ ৭ ॥

"অহমিহৈব নিবসামি, যাহি—রাধামনুনয় মদ্বচনেন চানয়েথা"
ইতি মধুরিপুণা সখী নিযুক্তা স্বয়মিদমেত্য পুনর্জগাদ রাধাং—

অপিচ সাভিলাষং যথেষ্টঞ্চ যথাস্যাত্তথা হরিরিতি হরিরিতি জপতি, কেন? মরণে যা মতি সা গতিরিতি—জন্মান্তরেঽপি স এব ভর্তা ভূয়াদিতি—সকামত্বং, ত্বদ্বিরহেণারব্ধং মরণং যস্যাঃ সেব ॥ ৬ ॥

ইত্যনেনোক্ত প্রকারেণ শ্রীজয়দেব-ভণিতং গীতং কেশব পদমুপনীতং তৎপদয়োঃ সমর্পিত-চিত্তমিতি যাবৎ তং জনং সুখয়তু, অর্থাৎ—শ্রোতৄন্ ॥ ৭ ॥

ইন্দীবর-নয়নী-প্রাণ-সখীর নয়ন-যুগল হইতেও সেইরূপে অশ্রুকণা সমূহ নিপাতিত হইতেছে! সন্নিকটস্থিত-নয়নাকর্ষক—স্নিগ্ধ-সুকোমল—নব পল্লব-শয্যাকে, তাহার অগ্নি-শয্যাবৎ বোধ হইতেছে (হুতাশ-নিকর…শয়ীত) বিরহ-পাণ্ডুর-বিনোদিনী—সর্ব্বদাই করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া রহিয়াছে! সায়াহ্ন সময়ে অচঞ্চল-চন্দ্রের কলা (বাল শশি) যেরূপ ক্ষীণ সৌন্দর্য্য-বিস্তার করে, তাহার করতলের বহিস্থ—শশীরেখাবৎ কপোলের উপরিভাগও, ঈষত্তাম্র-কান্তি সন্ধ্যার ন্যায় করতলের—সম্মিলনে সেইরূপ স্বল্পপ্রভ হইয়া রহিয়াছে!

কোনও উপায়ে এবং কোনও উপচারেও—বিরহতাপ প্রশমিত না হওয়ায় মরণই তাহার পর্য্যাপ্ত প্রতিকার স্থির করিয়া—জন্মান্তরে তোমার সঙ্গ-সুখ লাভের কামনায় গুপ্ত-অশ্রু-হস্তা-বিষাদিনী ধনী—কেবল "হরি!" "হরি!" বলিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত তোমার নাম জপ করিতেছে!

শ্রীজয়দেব কবি ভণিত এই গীতে শ্রীকৃষ্ণ চরণার্পিত-চিত্ত—ভক্তগণের নিরন্তর মঙ্গল বিধান করুক। (সুখয়তু)

(৬) গুর্জ্জরী।

বহতি মলয় সমীরে—মদনমুপনিধায়,
স্ফুটতি কুসুমনিকরে—বিরহী-হৃদয় দলনায়! ॥ ১ ॥
সখি হে! সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥ ধ্রু ॥
দহতি শিশির-ময়ূখে—মরণমনুকরোতি,
পততি মদন-বিশিখে—বিলপতি বিকলতরোহতি ॥ ২ ॥
ধ্বনতি মধুপ সমূহে—শ্রবণমপি দধাতি,
মনসি বলিত বিরহে নিশি নিশি রুজমুপযাতি ॥ ৩ ॥
বসতি বিপিন-বিতানে—ত্যজতি ললিতমপি ধাম,
লুঠতি ধরণী শয়নে, বহু বিলপতি তব নাম ॥ ৪ ॥
ভণতি কবি জয়দেবে—বিরহ বিলসিতেন,
মনসি রভস বিভবে, হরিরুদয়তু সুকৃতেন ॥ ৫ ॥

(৭) ভূপালী।

কি কহব রাইকো তরি অনুরাগ—
নিরবধি মনহি মনোভব-জাগ।
সহজে রুচির তনু সাজি কত ভাতি—
অভিসরু শারদ-পূর্ণমীকো রাতি!

(৬) রাধা-বিরহ-পীড়িত শ্রীকৃষ্ণ,—সখীর মুখে, প্রিয়তমার প্রেম-ব্যাকুলতা শ্রবণে অধীর হইয়া কহিলেন, দূতি! আমি এই কাননে অপেক্ষা করিতেছি আমার অনুনয় ও অবস্থা বলিয়া,—শীঘ্র শ্রীরাধাকে অভিসার করাইয়া লইয়া আইস।

তদনুসারে দূতী শ্রীরাধার নিকটে পুনর্গমন-পূর্ব্বক, মাধবের বিরহ-বিকার বর্ণন করিতেছেন, যথা—সখি! শীঘ্র অভিসারে চল, তোমার নিমিত্ত মাধব, কুঞ্জে অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহার অবস্থা বড়ই শোচনীয়,—মদনোদ্দীপক মলয়-সমীরণ বহিতেছে ইত্যাদি। ১১ একাদশ ক্ষণদার, ৬ নং গীতের নিম্নে আস্বাদনী দেখ।

(৭) একান্তানুকূল প্রাণকান্তের এইরূপ ভীষণ (প্রেমার্ত্তির) বার্ত্তাশ্রবণে, শ্যাম-সোহাগিনী তৎক্ষণাৎ অভিসারে চলিলেন। কোনও অভিসার-অনুসারিণী,

ধবল বসন, তনু-চন্দন-পূর—
অরুণ-অধর ধরু, বিষদ-কপূর ;
কবরী উপরে কয়ু, কুন্দ-বিথার—
কণ্ঠে বিলম্বিত, মোতিম-হার।
কৈরবে ঝাঁপল করতল কাঁতি—
মলয়জ চন্দন—বলয়কো পাঁতি ;
চান্দকি-কৌমুদী, তনু, নহে চিন—
যৈছন ক্ষীর, নীর, নহে ভিন!
ছায়া বৈরী না ছোড়ল বাদ
চরণে শরণ করু, যামিনী আধ!
গোপালদাস কহে সুচতুরী-গোরী—
নূপুর রসন তুলি মুখ পূরী।

বর্ণনচ্ছলে সে গমন-মাধুরী আস্বাদন করিতেছেন যথা—আহা! আমাদের রাই-বিনোদিনীর কৃষ্ণানুরাগের কথা কত বলিব? সে অনুরাগের প্রভাবে তাহার অন্তরে নিরন্তর মনোভব জাগরিত! অথবা নিদ্রালস্যহীন মনোভবের ন্যায় সে অনুরাগ সদা জাগ্রত!

ধনী-মণির তনুখানি স্বতঃই অনিন্দ্য-সুন্দর। তাহার উপরে আজ কত শোভায় সাজিয়া শারদ-পূর্ণিমা-নিশির ন্যায়—নির্মল-রজনীতে কান্তাভিসারে, চলিয়াছেন।—পরিধান শুভ্র বসন, মলয়জ চন্দনে তনু-চর্চিত। অরুণাধরে—শ্বেতস্বচ্ছ-কপূর বিরাজিত! কবরীর উপরে—কুন্দ-ফুলের মালা বিন্যস্ত। কণ্ঠে—মুক্তারহার। করধৃত-শ্বেত-কুমুদ-দ্বারা—করতলের আরক্তিম-রুচি এবং মলয়জের দ্বারা—বলয়াবলীরকান্তি আচ্ছাদন করিয়াছেন, বসন-ভূষণ, বেশ,—সমস্তই শুভ্র। সুতরাং আর চন্দ্র-জ্যোৎস্না হইতে পৃথক্ বস্তুরূপে অঙ্গের পরিচয় করা যাইতেছে না—দুগ্ধের ও জলের সম্মিশ্রণের ন্যায় এক বস্তুবৎ প্রতীতি হইতেছে!

কেবল অঙ্গচ্ছায়াটি শত্রুর ন্যায় বাদ-সাধন করিতে ছাড়িল না! তন্নিমিত্ত আমাদের গোরী মধ্য-রজনীর চরণে শরণ গ্রহণ করিতেছেন—"শীঘ্র আসিয়া এ বৈরীকে দূর কর" (যেহেতুক শুক্লাষ্টমীর চন্দ্র অর্দ্ধরাত্রেই অস্তমিত এবং ছায়া অন্তর্হিত হইবে) গীত-রচয়িতা গোপালদাস কহিতেছেন—দ্বিতীয় বাদ-সাধক নূপুর ও কিঙ্কিণী (রসনা) ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারেন না, তাই আমাদের সুচতুরা গোরী, করতলে তুলিয়া, তাহাদের ধ্বনি বন্ধ করিয়াছেন!

(৮) ধানসী,—বাসক সজ্জা।

বাসিত-বারি, কর্পূরিত-তাম্বূল, কুসুমিত মদন-শয়ান—
উজোর-দীপ, সমীপহি ধারহ, বিরচহ চারু-বিতান।
(সখি হে!) কহই না যাই আনন্দ—
ঋতু-পতি-রাতি, অবহু নব-নাগর, মিলবহ শ্যামর চন্দ॥ ধ্রু॥
কুসুমিত-মোলী-রসালকো পরিমলে ভ্রমরা ভ্রমরী রহু ভোর।
মদন-মনোরথে, সগরিহ যামিনী সুখে বঞ্চব হরি-কোর,

---

(৮) প্রিয়তমের আগেই প্রেমময়ী নিকুঞ্জে উপনীত হইয়াছেন, এবং একান্ত-নিভৃত—কান্তের প্রেমাদি বিষয়ক—দূতীর কথাগুলি স্মরণ করিয়া, নাথের আদর, অভিনন্দন ও মনোরঞ্জনার্থ, ব্যস্ত চিত্তে কোনও সখীকে কহিতেছেন—সখি! সুবাসিত—সলিল, কর্পূরবাসিত—তাম্বূল, এবং কুসুমাস্তীর্ণ শয্যা রচনা কর। শয্যার সমীপে উজ্জ্বল-দীপ প্রজ্বলিত কর এবং উপরে সুচারু-চন্দ্রাতপ রচনা কর।

সখি! আজ আমার অন্তরে কিরূপ আনন্দোদয় হইতেছে তাহা তোমাদিগকে বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। আজিকার রজনীর ন্যায় এমন বসন্ত-মধুময়ী যামিনীতে, এখনি—আমার নব-নাগর শ্যাম-সুন্দরের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ইহা অপেক্ষা আনন্দ আর কি আছে?

দেখ—কুসুমিতাগ্র (মুকুলিত) আম্রতরুর পরিমলে ভ্রমর ভ্রমরী ভোর হইয়া বিলসিত রহিয়াছে। আমিও আজ—কন্দর্প-কেলীর মনোরথে এইরূপে সুখে ভোর হইয়া হরির কোলে সমস্ত (সগরিহ) যামিনী যাপন করিব। বিধাতার পায়ে পড়িয়া এই মাত্র বর প্রার্থনা করিতেছি, সে সময়ে যেন দেহে চেতনা থাকে। আনন্দের আতিশয্যে যেন অচেতন না হই। সখী-ভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ কহিতেছেন,—হরির পরশে চেতন থাকা—সন্দেহের কথা।

বিহি পায়ে লাগি, মাগি এহি একু বর, চেতন রহু মঝু-দেহ !
গোবিন্দদাস কহই—হরি পরশই সোপহু হোত সন্দেহ।

(৯) ধানসি।

উজোর-রাতি, সেজ-নব-কিশলয়, বাসিত-তাম্বুল-বারি,
এহি উপচারে, আজু হরি ভেটব, ঐছন মরম হামারি ;

শ্রীবৃন্দাবনের কেলিকুঞ্জ-নিচয়ে সর্ব্বদাই বসন্তের প্রাধান্য। অতএব প্রেম-বিভ্রান্তা-রাজ-নন্দিনীর ঋতু-পতি-রাতি এই উক্তি—কোনও ঋতুতেই অস্বাভাবিক নহে। (কপূরিত—কর্পূরিত, উজোর—উজ্জ্বল, চন্দ—চন্দ্র ; শ্যামর—শ্যামল ; বিহি—বিধি ;)।

(৯) প্রেমাকুলিতা হইয়া নাগরী মৌলীমণি আরোও বলিতেছেন—সখি! আমার মনের সাধ তোমাকে বলি। উজ্জ্বল-রজনী, নব-কিশলয়ের-কেলীশয্যা, সুবাসিত-তাম্বুল ও সুগন্ধি-সলিল কেবল এই সকল উপঢৌকন দ্বারা আজ হরির অভিনন্দন করিব। বেশ-রচনা করিয়া কোনও ফল নাই আমার কানু-পরশ-মণির স্পর্শ-রসানন্দে আভরণ সকল বাধা উৎপাদন করে—তাই ভাবিয়া আজ আভরণ সমূহকে আমার সতিনীর ন্যায় জ্ঞান হইতেছে।

(আমার প্রাণকান্তের আনন্দের সময়ে নৃত্য করিবার জন্য) দুইটি মণি-কুণ্ডল, ও (তৎকালে মধুর গীত-বাদ্য করিবার নিমিত্ত) দুইদুই গাছি মণি-কঙ্কণ এবং দুই গাছি নূপুর মাত্র অঙ্গে রাখ আর কোনও আভরণের প্রয়োজন নাই!

যদি বল রতি-বিলাসে প্রাণকান্ত কিরূপ সুখী—কেমন পরিতৃপ্ত—কিরূপ আনন্দিত হন—বিচার-বুদ্ধি-পুনঃপ্রাপ্তির পরে—মর্দ্দিত ও ত্রুটিত ভূষণাবলীর অবস্থা দর্শনেই তো তদনুভব ও তজ্জনিত অতুলানন্দ জন্মিয়া থাকে।

(শুন সজনি!) কি কহ বেশ-বনানি?
কানু পরশ-মণি—পরশ-রস-বাধত*অভরণ মৌতিনী† মানি।
উহ কুণ্ডল, দুহু—দুহু মণি-কঙ্কণ, দুহু নূপুর ইহ রাখি,
মৃগ মদ, সিন্দুর, লোচন-কাজর, পদ-যাবক, রতি সাখি।
সো তনু পরশে, পুলক যদি বাধত, ইথি লাগি চমকে পরাণ
গোবিন্দদাস, কহই ধনি! ধনিধনি—কানু-মরম তুহু জান।

(১০) সুহই,—উৎকণ্ঠিতা।

কপট কো কন্দ, সোই যদুনন্দন, হামারি গুপত-রতি-কান্ত,
যবহিঁতে যামিনী, কো গজ-গামিনী, আগে আগোরল-পন্থ!

তাহার উত্তরে আমার বক্তব্য—মৃগমদের তিলকাবলী, ললাটে সিন্দুর নয়নের কজ্জল আর চরণের যাবক, ইহারাই নাথের রতি-সুখের সাক্ষি রহিল।

কিন্তু সখি! একটি বাধা নিবারণের কোনও উপায় পাইতেছি না! সে অঙ্গের সুখ-স্পর্শে পুলকাবলী-জাত হইয়া যে—আনন্দে বাধা উৎপাদন করিবে তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া—আমার প্রাণ চমকিত হইতেছে! সখীভাবাবিষ্ট গীত-কর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ উত্তর দিলেন—ধনি! তুমিই ধন্যাতিধন্যা-রমণী; কানুর মরম কেবল তুমিই জান!

(১০) ক্রমে অত্যধিক রজনী অতীত হইয়া গেল অথচ কৃষ্ণ আসিলেন না! দেখিয়া—শ্যাম-সোহাগিনী উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিলেন। উৎকণ্ঠিতা নায়িকার চেষ্টা এই কয়টি যথা—(১) উত্তাপ (২) গাত্রকম্প

পাঠান্তর-*পরশক বারল—(পদামৃতসমুদ্র) পরশক বাধল—(পঃ কঃ তঃ)
† মোতিন মালী—(পঃ সঃ)।

সজনি ! কাহে বনায়লু বেশ ?
কুসুম-কো শেষ, সাজি নিশি জাগরি—অরুণ উদয় অবশেষ !
কত কত, মরম—বেয়াধি সমাধব ধরণী-শয়ন-কি বা ?
চঢ়ল-মনোরথ, ঐছন ছোড়ত, ? নিকরুণ মনমথ-দেবা !
ফুল-শরে, জীব—রহত কি জাওত, পড়ি রহু প্রেম-কো পঙ্কা,
গোবিন্দদাস কহ, কানুকো পীরিতি নহ, কেবল যুবতী-কলঙ্কা !

---

(৩) সাপরাধকান্তকে নিরপরাধ ভাবিয়া কিম্বা প্রকৃত-পক্ষেই—নিরপরাধ প্রিয়তমের অনাগমনাদির হেতু নির্ণয়ার্থ বিতর্ক, (৪) অসূয়া (৫) অশ্রু মোচন, এবং—(৬) আপন অবস্থাদি কথন। ক্রমে আমাদের ধনী-মণির ঐ সকল-অবস্থাই প্রকাশিত হইতে লাগিল।

আকুল-কণ্ঠে কহিতেছেন সখি! সত্য বটে গোপন-প্রেমে প্রতিপদে বাধা এবং যতুনন্দন আমার গুপ্ত-রতি-কান্ত। কিন্তু আমার হৃদয়-বল্লভ যে কপটের কন্দ!—সাধারণ বাধা, ছলনায়-বিদূরণ করিতে তিনি অদ্বিতীয়; চতুর-চূড়া-মণি—কোনও সামান্য বাধায় কখনও বাধিত হন নাই। আমার বোধ হয় যামিনীতে তাঁহাকে পথে দেখিয়া কোনও ধনী গজেন্দ্র-গমনে নিঃশব্দে অগ্রবর্ত্তী হইয়া—যামিনী যাপনের জন্য তাহার পথরোধ করিয়া রাখিয়াছে।

হায়! সজনি কেন আমি এই শ্যাম-মনোহর-বেশ রচনা করিলাম! কেন কুসুম-শয্যা সাজাইয়া—সারানিশি জাগিয়া কাটাইলাম? রাত্রীর তো আর কিছুই বাকী নাই—কেবল অরুণোদয় মাত্রই অবশিষ্ট! হায়! ভূমি-শয্যার সেবন দ্বারা আর মর্ম্ম-যাতনার কত সমাধান করিব? হারে নিঠুর কন্দর্প দেব! এইরূপ যন্ত্রণা প্রদানে কি কখনও সমুত্থিত-মনোরথের নিবৃত্তি হয়?

সখি! মন্মথের শরাঘাতে আমার প্রাণ যাউক কি থাকুক, কিন্তু প্রেম পঙ্ক—অর্থাৎ—প্রেমের উপর যে কলঙ্ক লাগিল! উহা যে কিছুতেই যাইবে না!

(১১) সুহই।

সজনি অব কি করব বিচারি ?
মনমথ-বধিক অধিক অব হানত, চেতন হরল হামারি-
ব্রজ-ভুজঙ্গম, রঙ্গ করু কাননে, কত কত যুবতীকো, কোর—
প্রেম-কো আগি—লাগি অব এতনু, ভেল ভসম-সম মোর !
নিজ কুল ধরম—করম সব তেজলু, পাওল তাকর সাথি—
অলি পিক কুঞ্জ, কুঞ্জগিরি-কাননে, রোই রহলু মধু-রাতি ;

শুনিয়া গীত-কর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ সখী ভাবাবেশে সহানুভূতি দেখাইয়া বলিতেছেন—কাহার প্রেম প্রেমই নহে—উহা কেবল যুবতীর-কলঙ্ক-স্বরূপ।

(১১) প্রেমময়ীর উৎকণ্ঠাকুলতা ক্রমশঃ আরোও বাড়িয়া উঠিল। তিনি কহিতেছেন—সজনি ! এখন উপায় কি ? মন্মথ-ব্যাধ (বধিক) এক্ষণে যে আরোও অধিক করিয়া শরাঘাত করিতেছে ! ওঃ আর সহিতে পারিতেছি না ——আমার চৈতন্য হরিয়া লইল ! !

হায়রে ! এক্ষণে কে আমাকে বাঁচাইবে ? সে ব্রজাঙ্গনা লম্পট (ভুজঙ্গম—কামুক) না জানি কত যুবতীর ক্রোড়বর্ত্তী হইয়া কাননে রঙ্গ করিতেছে আর এখানে প্রেমের আগুনে পুড়িয়া (আগি লাগিয়া) আমার দেহ ভস্মসাৎ হইয়া গেল ! ! না বুঝিয়া যে আপন কুল-ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্মাদি বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম অতি উপযুক্ত রূপে এখন তাহার শাস্তি (সাথি) ভোগ করিতেছি ! পর্ব্বতে কাননে-কুঞ্জে-সর্ব্বস্থানে পুঞ্জ পুঞ্জ কোকিল ভ্রমরে নিনাদিত—এই মধুময়ী যামিনীটি আমি কাঁদিয়া কাটাইতেছি ! (এস্থানে "মধু-যামিনী" শব্দে মধুময়ী রাত্রি, অথবা প্রেম-বৈকল্য-বশতঃ কোকিলাদির কূজন-পূর্ণ রজনীকে, রাজনন্দিনীর বসন্ত-রাত্রি ভ্রম)।

তোহে-বচন মানি, আন নাহি জানত, মঝু-জীবন অব—যাত

শুনি ধনী-ভাষ, পাশ হরিকে তব, হরিকে তব, হরি-বল্লভ করু বাত।

(১২) সুহই।

মাধব ! শুনহ মিনতি মোর—
তোরি অনুরাগে সো ভেলি ভোর !
সে যে সুচেতনী-পীরিতি-কাজ—
জীবন সংশয় ভেল হি আজ !

অবিরত কহো তোহারি নাম—
তুয়া-গুণ গুণি, মুরছি ঠাম,
তোহারি ধেয়ানে রহলি জাগি—
যত মনোরথ সো ভেল, আগি !!

সখি ! তোমার প্রদত্ত কানুর কাতরতার সংবাদ—সত্য মনে করিয়া আমি, আর কিছুই জানিবার যত্ন করি নাই, অমনি কুঞ্জে অভিসারিণী হইয়া শয্যাদি রচনা করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে এক্ষণে প্রাণ বাহির হইতেছে! সখীর ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ এই সকল মর্ম্ম-বিদারী কথা শুনিয়া—তখনই—হরির নিকটে উপনীত হইলেন এবং নিম্নোক্ত-গীতের কথা সকল বলিতে লাগিলেন।

(১২) সত্য সত্যই নাগরেন্দ্র অন্য কান্তা কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ। তাঁহাকে তদবস্থায় পাইয়া সখী কহিতেছেন—মাধব ! আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ মিনতি জানাইতে আসিয়াছি, একবার এদিকে প্রণিধান কর। বাগাড়ম্বরের সময় নহে—সংক্ষেপে সংবাদটি বলিতেছি শুন। "সে" তোমার অনুরাগে—বিভোর হইয়া বিষম-দশা-প্রাপ্ত ! সচেতনী—পীরিতের কার্য্য-ফলে তাঁহার অচেতন দশা অর্থাৎ জীবন সংশয় উপস্থিত ! (সে—যাহার জন্য তুমি এক প্রহর পূর্ব্বে মহাব্যাকুল হইয়া পরিতাপ করিতেছিলে ; সচেতনী প্রেম,—যে প্রেমের প্রভাবে নির্জ্জীবকে সজীব ও নিষ্ক্রিয়কে ক্রিয়াবান্ করে, স্ফূর্ত্তি-প্রফুল্লতা-

(১৩) গান্ধার।

মাধব ! সুন্দরী-নয়ন কো বারি—
পীন-পয়োধর বুরল ঝারি ;
নীচে আছল উচে চড়ি ধায়—
কণক কো ভূধর-গেরো দহ রায় ! !
ত্রিবলী আড়ল রে ! তরঙ্গিণী ভেল ;
যমু বঢ়ি আই, উমগি চলি গেল ;
সহজই সঙ্কট পরবশ-প্রেম—
পর পতি আশে পরাপতি যেন।
তোহারি পীরিতি দূরহি দূরে গেল—
কুল-সঙ্গে-কামিনী কুলটা ভেল ! ।

উৎসাহ, আবেগ ও উদ্দীপনাময় নবজীবন দান করে, সেই নিদ্রালস্য বিধ্বংসী প্রেম তাহার প্রাণ-বিধ্বংসী হইয়া উঠিয়াছে)।

মরণাপন্ন জীবের ইষ্টমন্ত্র জপের ন্যায় "সে" অবিরাম কেবল তোমার নাম জপ করিতেছে ! আমি আসিবার সময়ে দেখিলাম সে ধনী তোমার গুণ-নিচয় গণিতে গণিতে মূর্চ্ছিত হইয়া "তথায়" পড়িয়া গেল ! (ঠাম—স্থান ; তথায়—তোমার-নির্দ্দেশিত সেই সঙ্কেত-কুঞ্জে) এখনও তোমার ধ্যানপ্রভাবে তাহার প্রাণটি আছে বটে, কিন্তু কতক্ষণ থাকিবে জানি না ! যত মনোরথ মনে জাগাইয়া "সে" সাধে আহ্লাদে অধীর হইয়াছিল, সেই সকল মনোরথই এক্ষণে—অগ্নিরূপে পরিণত হইয়া তাঁহাকে পোড়াতেছে !

(১৩) সখীর কথা—হরির প্রাণে বাজিল, কিন্তু কি উত্তর দিবেন—ভাবিয়া ভাবিয়া সন্তাপন্ন-কৃতাপরাধীর ন্যায়—কেবল আকুল হইতে লাগিলেন, উত্তর না পাইয়া সখী আবার বলিতেছেন—মাধব ! এক্ষণে সুন্দরীর মর্ম্ম-ভেদী রোদনের কথাটি কিঞ্চিৎ শুন—অবিশ্রান্ত—অশ্রুজল ঝরিয়া তাহার পীন-পয়োধর পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাইতেছে ! (বুরল—ডুবিল ; ঝারি—ঝরিয়া)

মনে ভাবিও না যে সাধারণ-অশ্রুবারির ন্যায়, উহা—কঞ্চুলিকার নিম্ন-দেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সে মহা-বেগবান্-অবিশ্রান্ত-স্রোত ! অঙ্গ-সংলগ্ন কঞ্চুলির অঞ্চল আর্দ্র হইয়া নীচে রহিয়াছে—তাহার উপর দিয়া ধারাগুলি ধাইয়া চলিতেছে ! ! আর—মেঘের যদ্রূপ অবিশ্রান্ত-অতি-বর্ষণ ঘটিলে পর্ব্বত-

(১৪) বরাড়ি।

প্রেম কো সাগর নাগর ধীর—
জানল, ধনী বিরহানলে পীর ;
লোরহি ভিজল পীয়ল-চীর—
বিজুরী-বরষী যনু সরসীজ-নীর !

তরণী-সুতা-কো—সরণী অবগাহ—
চেতন-কেলী-নিকেতন মাহ—
দরশী-কলাবতী ; হরষিত অঙ্গ—
মাধব সাধ—বহুত রতি-রঙ্গ !

শৃঙ্গ ধসিয়া গহ্বর-গত হয়, ধনী-মণির কুচোপরি নয়ন-ধারার সেইরূপ অতি-বর্ষণ দর্শনে প্রতিক্ষণেই বিভ্রান্তি জন্মে—এইবার বুঝি কনকাচল গহ্বরে গেল !

এদিকে তাহার বক্ষদেশ হইতে নিম্নাভিমুখে-নিপতিত অশ্রু-প্রবাহের দ্বারা ত্রিবলীগুলি যেন তরঙ্গিণী হইয়া উঠিয়াছে !! (ভেল—হইল) দেখিলে পুনঃ পুনঃ ভ্রম জন্মে—এই বুঝি জোয়ারের জল প্রবর্দ্ধিত বেগে উজান স্রোতে আসিয়া (উমগি) চলিয়া গেল ! (বঢ়ি—বাঢ়িয়া)

পরের প্রত্যাশায় প্রাপ্তি—অর্থাৎ উপার্জ্জনে কি বাঞ্ছিত সাধনে, যে স্থলে নিজের কোনও রূপ কর্তৃত্ব থাকে না, কেবল পরের প্রত্যাশা মাত্রকে সম্বল করিতে হয়, সেই প্রকার বিড়ম্বনাময় দশার ন্যায়—পরাধীন-প্রেম স্বতঃই সঙ্কট-গঠিত (পরপতি আশ—পরপ্রত্যাশ, পরাপতি—প্রাপ্তি) তদুপরি তোমার আজিকার ব্যবহারে নিঃসংশয় বোধ হইতেছে—তাহার উপর হইতে তোমার প্রীতিটিও দূর হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে ! অতএব সে কুল-কামিনীর কুলটা খ্যাতিই দেখিতেছি প্রেমের পরিণাম-ফলে পরিণত হইল !! (এক্ষণে তাহার মরণই মঙ্গল—ইহাই ভাবার্থ)

(১৪) নাগরেন্দ্র-শেখর-শ্রীকৃষ্ণ, যেমন রসের সাগর—তেমনি ধীর-শিরোমণি, তিনি উভয় সঙ্কটে—অব্যবস্থিত কিংবা কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন না। তবে প্রিয়তমা-শিরোমণির-বিরহ-পীড়ার ভীষণ কষ্টানুভবে অশ্রু-সংবরণ অসাধ্য হইল ; (পীর—পীড়িত) নয়নের নীরে পরিধানের পীতবাস (পিয়ল—চীর) ভিজিয়া যাইতে লাগিল ! দূতী দেখিলেন যেন দুইটি অরুণ-কমল—বিদ্যুতের

সুখময়-মুখ—মধুরামৃত রাশি—
হিমকর-নিকর-বিড়ম্বন-হাসি!
নব ধনী লোচন-চকিত-চকোর—
চলঢলি উছলি পড়ল তছু কোর;
ঝাঁপল তছু পুন—ঝাঁপল গাত,
দামিনী যনু ঘনে উগি লুকিযাত!
ভুজ ধরি যব হরি, বর-তনু রাখি—
কুঞ্চিত তনু তব—সিঞ্চিত শাখী।
সুরতরু কুঞ্জ সুরত-রস-ফুল।
হরিবল্লভ—পরিমল ভরি পুর।

উপর অবিরল বারিধারা বর্ষণ করিতেছে? প্রেম-পিপাসার্ত্ত মাধব তম্মুহূর্ত্তেই—শ্রীরাধার নিকটে চলিলেন। শীঘ্র গমনার্থ যমুনার তীরপথে চলিলেন। (তরণীসুতা—যমুনা; সরণী—পথ; অবগাহন—ভিতরে প্রবেশ করা) কেলি-নিকেতনে প্রবিষ্ট হইয়া রসিকেন্দ্র-রাজ যখন কলাবতী-কান্তাকে সচেতন দেখিলেন, অমনি তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল! মনে মনে নানা-প্রকার রতিরঙ্গ-রচনার সাধ হইতে লাগিল। সুখোল্লাসে বদন বিকশিত হইয়া উঠিল, সুখময়-বদনে মধুরামৃতের রাশি অর্থাৎ অসংখ্য-সুধাকরের মাধুরী-বিড়ম্বনকারী হাস্য ফুটিয়া উঠিল। তদ্দর্শনে ধনী-মণির লোচনরূপ পিপাসার্ত্ত,—স্বভাব-চঞ্চল চকোর-যুগল ঢলঢল হইয়া সে হাসির ক্রোড়ে উছলিয়া পড়িল; পরে পুনরায় অতনু-মোহনের তনুতে ঝাঁপ দিল; নয়নের এইরূপ রঙ্গ-দর্শনে রমণী-মণির গাত্রও নাথের তনুতে ঝাঁপিয়া পড়িল; (গাত—গাত্র) দৃশ্টার বোধ হইল যেন—সৌদামিনী মেঘের উপর উদিত হইয়া পুনরায় মেঘে লুকাইয়া যাইতেছে।

তৎপরে প্রেম-বিনোদিয়া-হরি, বাহু-যুগলের দ্বারা বিনোদিনীর বর-তনু-বেষ্টন করিয়া হৃদয়ে ধরিলে,—তাহার কুঞ্চিত তনুখানি সলিল-সিঞ্চিত-শাখীর (বৃক্ষের) ন্যায় রসসিক্ত হইয়া উঠিল। গীতকর্তা হরিবল্লভ সখী-ভাবাবেশে বলিতেছেন—কল্পতরু-কুঞ্জে সুরত-রসের-ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে! এখন আমরা আনন্দ-পরিমলে ভর-পুর!!

(১৫) গান্ধার।

কি পেখলু রে সখি ! যুগল-কিশোর—
কালিন্দী-কুল-নিকুঞ্জ-কো ওর ! ধ্রু।
সমবয়-রূপ, নিরুপম লাবণি, মরকত-কাঞ্চন কাঁতি—
নারি পুরুখ কোই, লখই না পারই, ঐছে পরিরম্ভণ-ভাতি।
ঘন ঘন চুম্বনে, লুবধ-বদন-দোহু, বিগলিত স্বেদ-উদ-বিন্দু,
হেরি হেরি মরমে—ভরমে পরিপূরল—কো-বিধু-মণি কো ইন্দু ?

---

(১৫) কোনও সখী, অপর সখীর নিকটে এ গীতে রাধা-মাধবের আজিকার কেলী-বিলাস বর্ণন করিতেছেন। যথা—

সখি রে ! আজ কালিন্দীর তীর-নিকুঞ্জে আমাদের কিশোর-কিশোরীর যে কি অপূর্ব্ব মাধুরী দেখিয়াছি তোমাকে কি বলিব ! কৈশরোচিত সুদুর্ল্লভ—বয়ঃ-সৌকুমার্য্য—লোকাতীত সৌন্দর্য্য—ও শ্রীঅঙ্গের-নিরুপম-লাবণ্য—আজ যেন সমস্তই অবধি প্রাপ্ত এবং দুজনের তনুতেই সমান ভাবে বিকশিত হইয়াছিল ! কেবল এইমাত্র—প্রভেদ ছিল যে, একজন কাঞ্চন-কান্তি এবং অন্যজন মরকত রুচি ! "নারি পুরুষের নানা পার্থক্য স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বতঃ প্রতিভাত" সুপণ্ডিত-গণের এই সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তী লইয়া তুমি আমার কথা অবিশ্বাস করিও না, আজ আমাদের রাধামাধব এমন অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে আলিঙ্গন-বদ্ধ হইয়া কেলি রসাস্বাদন করিয়াছেন যে, সত্য সত্যই সে সময় নারী-পুরুষের পার্থক্য লক্ষ্য করা যাইতে পারে নাই !

ঘন ঘন চুম্বনে উভয়েই লুব্ধ-বদন এবং উভয়ের অঙ্গ হইতেই চন্দ্র দর্শনে চন্দ্রকান্ত-মণির—বারি-নিঃসরণের ন্যায় স্বেদ-বারি-বিন্দু (উদ—জল) তুল্যরূপে বিগলিত হইতে দেখিয়া আমার মনে এইরূপ ভ্রম ও বিতর্ক জাত হইতেছিল যে—এই দুজনের মধ্যে 'চন্দ্র' কে ? এবং চন্দ্রকান্ত মণিই বা কে ? আর—এক সময়ে—একত্রে সূর্য্যের সহিত পূর্ণচন্দ্রের উদয় অবিসংবাদিত অসম্ভব কথা। কিন্তু আজ কেলি-নিকুঞ্জে—বিনোদিনীর সিন্দুরের-রূপ-ধারণ করিয়া দিবাকরে এবং

সিন্দূর-অরুণ, চন্দন-বিধুমণ্ডল, সঘনে উদিত তথি মেলি।
গোবিন্দদাস, কহই সব অপরূপ, রাধা-মাধব কেলি।

(১৬) সুহই।

ও নব-জলধর অঙ্গ,
ইহ থির-বিজুরী-তরঙ্গ!
ও নব-মরকত ঠাম,
ইহ কাঞ্চন দশ বাণ;

দেখ রাধামাধব মেলি,
মুরতি—মদন-রস-কেলী!
ও মুখ—চন্দ উজোর—
ইহ দিঠি—লুবধ-চকোর!

বিনোদ-নাগরের চন্দন-তিলকের-রূপ ধারণ করিয়া নিশা-নাথের ঘন ঘন একত্র সম্মিলনোদয় সংঘটিত হইয়াছে।

সখীভাবাবিষ্ট গীত-কর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ উপসংহারে কহিতেছেন,—আমাদের রাধা-মাধবের সমস্ত কেলীই অপরূপ!

(১৬) এ গীতিটী, আমাদের নব-কিশোর-কিশোরীর রসালস-লীলার ছবি। লতা-বাতায়নে দত্ত-নয়না-সখীগণের মধ্যে একজন শ্যামসুন্দরের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"এ অঙ্গখানি প্রকৃতই নব-জলধর।" অপরে-ধনী-মণিকে দেখাইয়া কহিলেন,—"আর এই অঙ্গখানি থির বিজুরীর তরঙ্গ"। এই রূপে অন্যে (নাগরকে দেখাইয়া) "এই দশবাণ-কাঞ্চন" (বাণ—বর্ণ, যেমন কান—কর্ণ, পান—পর্ণ; তেমনি বাণ কথাটি বর্ণ শব্দের অপভ্রংশ। দশবাণ শব্দের অর্থ স্বাভাবিক বর্ণ হইতে দশগুণ উজ্জ্বল)।

অন্য একজন কহিলেন—সকলে একবার-রসিকযুগলের-সম্মিলিত-অঙ্গ-মাধুরীতে নয়ন-মন লাগাও, দেখ—আজ মদন-কেলী-রস মূর্ত্তিমান হইয়া তন্নে বিরাজিত! তৎপরে অন্য কোনও সখী পূর্ব্ববৎ শ্যামসুন্দরের বদনে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন "আহা! এ মুখখানি যেন সমুজ্জ্বল-শশধর"।

ও তনু—তরুণ-তমাল—
ইহ—হেম-যূথী-রসাল!
ও মুখ—পদুমিনী সাজ—
ইহ মত্ত—মধুকর-রাজ।
গোবিন্দদাস রহু ধন্দ—
অরুণ-নিয়ড়ে পূণ-চন্দ!

ইতি শ্রীশ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রগল্‌ভা-বর্ণনে ত্রয়োবিংশ ক্ষণদা।

অপরা কেহ রাজনন্দিনীর নয়ন দেখাইয়া কহিলেন—"সেই জন্যই তো এই নয়ন-চকোরের পিপাসা মিটিতেছে না!" অপরা কেহ, শ্যাম-তনু দেখাইয়া—"এ অঙ্গখানি অঙ্গ নহে, সত্য সত্যই অরুণ-তমাল," অপরে রাই-তনু দেখাইয়া—"আর ইহা যথার্থই সুরসাল হেম-যূথী; তাহাতেই দেখ তমালকে জড়াইয়া রহিয়াছে।" পুনরায় কোনও সখী, ধনী-মণির বদন দেখাইয়া বলি-লেন—"এ মুখখানি প্রকৃতই পদ্মিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে"। অন্য সখী, তাহার উত্তর স্বরূপে নাগরেন্দ্রকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—"আর এই সে কমলিনীর মধুমত্ত মধুকর"।

সখীভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা গোবিন্দদাস বলিতেছেন—তোমরা উৎপ্রেক্ষার রঙ্গে আনন্দ-তরঙ্গে ভাসিতেছ কিন্তু আমি চাঁদের ও অরুণের (সিন্দূর ও চন্দন তিলকের) একত্র স্থিতির মাধুরী দর্শনেই মোহিত হইয়া রহিয়াছি!!

থির—স্থির; ঠাম—স্থান, ভঙ্গী; মেলি—মিলব; মূরতি—মূর্ত্তি; চন্দ—চাঁদ; উজোর—উজ্জ্বল; দিঠি—নয়ন, লুবধ—লুব্ধ; পদুমিনী—পদ্মিনী; নিয়ড়ে—নিকটে; পুণচন্দ—পূর্ণচন্দ্র।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ চতুর্ব্বিংশ ক্ষণদা,—শুক্লা নবমী।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য,—বেলোয়ার।

দেখ দেখ সুন্দর—শচী-নন্দনা
আজানু-লম্বিত-ভুজ, বাহু-সুবলনা,
ময়মত্ত হাতী-ভাতি গতি চলনা—
কিয়ে মালতীমালা গোরা-অঙ্গে দোলনা!

(১) জীবগণ! আমার সুন্দর-শচীনন্দনের প্রতি একবার চাহিয়া দেখ একটিবার আমার গৌর-হরির আজানুলম্বিত ভুজ-যুগল, সুবলিত-বাহুদ্বয়, মদমত্ত-গজেন্দ্র-গতি, বক্ষ-বিলম্বিত-মালতীর-মালা, শারদ-সুধাকর বিড়ম্বী শ্রীবদন, প্রেমানন্দ-রস-পুরিত-লোচনযুগল, আর—সহচরগণের সহিত তাঁহার আনন্দ-ক্রীড়া ও অবিরল মধুর-হরিবল ধ্বনি, আর সুরধুনীর ঘাটে ও পুলিনে এবং নবদ্বীপের পথে—অবিরত-মকরন্দ-স্রাবী তাঁহার শ্রীচরণ-যুগল—প্রাণ ভরিয়া দর্শন কর!

"তাহাতে কি হইবে?" এ কথার সংক্ষিপ্ত উত্তর গীতের উপসংহারে দিয়াছেন—"তরিয়া যাইবে, যে হেতুক আমার সুন্দর-শচীনন্দন "অখিল লোক তারণা!" অর্থাৎ তাঁহার নিকটে যোগ্যাযোগ্য পাত্রাপাত্র বিচার নাই! তাঁহার জগন্মঙ্গলরূপে এবং মধুর-লীলায় মজিলেই আপনি সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান স্ফূর্ত্তি হয়—মায়াপাশ ছিন্ন হয়। স্বকীয় স্বরূপের ও স্বভাবের উপলব্ধি হয়। জানিতে পারা যায়—যে জীব মায়ার দাস নহে, ইন্দ্রিয়ের দাস নহে, সুখ দুঃখের ক্রীড়াপুত্তলী নহে। দ্বেষ-হিংসা, খলতা, কপটতা, স্বার্থপরতা, আত্মসুখ-নিষ্ঠতা—জীবের স্বধর্ম্ম নহে। মানব, রস-স্বরূপ-নরাকৃতি-ভগবানের নিত্যদাস, তাঁহার আনন্দলীলার পরিপুষ্টিই জীবের স্বধর্ম্ম—সেবানন্দেই জীবের নিত্যস্থিতি, গতি ও পরিণতি। আর এই সকল অনুভূতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমানন্দও আপনি উদিত হয়।

শরদ চাঁদ জিনি সুন্দর-বয়না—
প্রেম-আনন্দবারি পূরিত নয়না।
সহচর লই সঙ্গে অনুখন খেলনা
নবদ্বীপ মাঝে গোরা হরি হরি বলনা।
অভয় চরণারবিন্দে মকরন্দ-লোভনা—
কহয়ে শঙ্কর ঘোষ, অখিল-লোক তারণা।

(২) শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য,—দেশাগ।

দেখ, দেখ, দেখ নিত্যানন্দ—
ভুবন-মোহন রূপ, প্রেম-আনন্দ;
প্রেম-দাতা মোর নিতাইচাঁদ—
জগ-জনে দেই প্রেমের ফাঁদ!

"শত শত দান, ধ্যান, জপ, তপস্যা এবং আজন্ম-জ্ঞানচর্চ্চায়ও যাহা লাভ হওয়া দুষ্কর, শচীনন্দনের রূপ ও লীলায় মজিলেই তৎসিদ্ধি'—এ কথা কিরূপে সম্ভব মনে করিতে পারি?" এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,—ভাগ্যবান্ জীব! একবার সে রূপে, সে লীলায় মন নয়ন লাগাইলে—আর তাহা ফিরাইতে পারিবে না, এবং আর কখনও সে নয়ন-মনকে জড় জগতের কোন বৈকারিক দৃশ্যে কি ভাবে, অধিকার করিতে পারিবে না। নয়ন মন তো সৌন্দর্য্য এবং আনন্দই চায়? নিখিল-জগতের সৌন্দর্য্য-সমষ্টি—আমার 'সুন্দর-শচীনন্দনের' সৌন্দর্য্যের একটিবিন্দু-কণাও নহে। আর তদীয়-লীলানন্দের নিকটে ব্রহ্মানন্দও পরমাণু—কণিকামাত্র!! এ রূপের, এ লীলার—মহাপ্রভাবের নিকটে যোগ, জ্ঞান, যাগ, যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়!!

হৃদয়বান্ মানবমণ্ডলী! আমি ন্যায়শাস্ত্রের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছি না, প্রত্যক্ষ দেখ—অখিল ব্রহ্মাণ্ডের লোক—অর্থাৎ আমার করুণাবতার-গৌর ভগবানের রূপে ও লীলায় যে নয়ন মন অর্পণ করিতেছে, সেই—নিস্তার হইয়া যাইতেছে।

(২) আপনারা জগতে নানাবিধ বিস্ময়োৎপাদক ব্যাপার দেখিয়াছেন,—কিন্তু কখনও যাহা দেখেন নাই, যদি তাহা দেখিবার সাধ থাকে, তবে একবার আমার নিতাই চাঁদের প্রতি—নেত্রপাত করুন। নিতাই-সুন্দরের

নিতাইর—বরণ, কনক-চাঁপা,
বিধি দিয়াছে রূপ—অঞ্জলিমাপা!
দেখিতে নিতাই সবাই ধায়
ধরিয়া কোল দিতে সবারে বোলায়,

নিতাই বলে সবে মিলি বল গৌরহরি
হরি বলি ধাওত ঊর্দ্ধ-বাহু করি।
নাচত নিতাই—গৌর-রসে
বঞ্চিত রহল রাধাবল্লভ দাস।

ভুবন-মোহন-রূপ ও প্রেমানন্দ—দর্শন করিয়া ধন্য হউন। নয়ন ও জীবন সফল করুন।

জগতে যদি প্রকৃত-প্রেমদাতা কেহ থাকে তবে, সে—আমার নিতাই চাঁদ। যিনি যত বড় দাতা হউন না কেন, গ্রাহক বা যাচক—গ্রহণার্থ চেষ্টিত আগ্রহান্বিত অথবা প্রার্থী হইলেই তাহাকে যথাযোগ্য বস্তু দান করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার নিতাই-দয়ালের দানের রীতি ও প্রকৃতি দুই-ই অদ্ভুত! মায়া বিভ্রান্ত-জীবগণের দুরতিক্রম্য-বহির্ম্মুখ-দশা দর্শনে—পাত্রাপাত্র বিচার ব্যতীত জগতের সমস্ত জীবকে, তিনি রূপের ফাঁদে আবদ্ধপূর্ব্বক যাচিয়া প্রেমদান করিতেছেন! একে কনক-চম্পকের ন্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব-অঙ্গ-কান্তি নিখিল-জগতের নয়নাকর্ষক, তাহাতে আবার, বিধাতা অঞ্জলী পূর্ণ—করিয়া—রূপ-রাশি প্রদান করিতে করিতে নিতাই-সুধাকরের শ্রীঅঙ্গখানি গঠন করিয়াছে; ত্রিলোক-বিস্মাপক তাঁহার এই মোহনিয়া-রূপই, জগজ্জনের নয়ন-মন-বন্ধনের ফাঁদ। হৃদয়ের সকল মালিন্যাপহারী এই সুধা-মধুর-পবিত্র-রূপ-মাধুরীতে লাগিলেই প্রাণিগণের নয়ন মন প্রেমে বাঁধা পড়ে।

দেখ—জীবগণ তাঁহার দর্শনার্থ ধাইয়া আসিতেছে আর আমার দয়ার-সাগর নিতাই—সকলকেই আলিঙ্গনার্থ প্রেম-মধুর-আদরে-আহ্বান করিতেছেন, ও বলিতেছেন—ভাই সব! একবার বদন ভরিয়া "গৌরহরি"—বল। জীবগণ সে সুধামধুর-কণ্ঠস্বরে ও আদরে—মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া উচ্চ-কণ্ঠস্বরে সুমধুর "গৌর-হরি" বলিয়া মঙ্গল-ধ্বনি করিতেছে, আর আমার নিতাইচাঁদ—ভুজ-যুগল উত্তোলন-পূর্ব্বক গদ-গদ-কণ্ঠে 'হরি!' বলিয়া ধাইয়া আসিয়া তাহাদের মধ্যস্থলে গৌর-রসে নৃত্য করিতেছেন! সে নৃত্যে যেন প্রেমানন্দের-সাগরে তরঙ্গ

(৩) ধানসী ভূপালী।

(শুন শুন) সুন্দরি! আর কত সাধসি মান?
তোহারি অবধি করি, নিশি দিশি ঝুরি ঝুরি—কানু ভেল বহুত নিদান!
কি রসে ভুলাওলি, ও নব-নাগর, নিরবধি তোহারি ধেয়ান।
'রাধা' নাম, কহয়ে যদি পথিক, শুনইতে আকুল কান!

খেলিতেছে এবং জীবগণের মানস-হংস-সমূহ সে তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া প্রেমানন্দের দেশে প্রবেশ করিতেছে।

এদিকে শ্রীগৌর-হরির জগন্মঙ্গল-নামে সমস্ত জীবের সর্ব্বানর্থ-নাশ, এমন কি নামাপরাধ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে! নাম-সুধাপানে তাঁহাদের শোক তাপ যন্ত্রণাদি সমূলে বিধ্বংস হইতেছে!

ভক্ত-গীতকর্ত্তা আক্ষেপ-দৈন্যোক্তি করিয়া কহিতেছেন—হায়! এ হেন অভাবিত অযাচিত প্রেমদান লীলাতেও আমি বঞ্চিত রহিয়া গেলাম!!

(৩) নিরপরাধ কান্তকে অপরাধী স্থির করিয়া, কিম্বা কান্তের—শ্রুত অনুমিত, কি পরিদৃষ্ট-অপরাধের নিমিত্ত, প্রগাঢ়-প্রণয়বতী-নায়িকার ঈর্ষা জন্মিলেই মানের উদয় হয়। প্রাণকান্তের অনাগমনে অধীরা—কুঞ্জাভিসারিণী শ্রীরাধা কোনও সখীর মুখে স্বকীয় বল্লভের পূর্ব্বরাত্রের কীর্ত্তি অর্থাৎ অন্য কান্তার নিকটে তাঁহার অবস্থানের কথা শুনিয়াই মানিনী হইয়াছেন। পশ্চাৎ-সমাগত মাধবের—বিনয় অনুনয়াদি সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, তিনি ভগ্ন-মনে বনে অবস্থিত থাকিয়া দুই জন সহচরীকে প্রিয়তমার মানাপনয়নার্থ,—প্রেরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমা দূতী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন যথা—

সুন্দরি! আমার কথা শুন। মানের পরিমাণ-অতিক্রম কখন উচিত নহে। অকারণে আর কত মান সাধিতেছ? এখন ক্ষমাই শোভনীয়। হায়!

যো হরি হরি করি, তরয়ে ভবার্ণব, গো-সুত-পদ-অভিলাষে।
সো হরি সতত, তুয়া-পদ সেবই, দারুণ-মদন-তরাসে!
পুরুখ বধের হেতু তোহারি অভিলাষ? কে না শিখাওলি নীত?
জ্ঞানদাস কহে, তোহারি পীরিতি, ভাবিতে আকুল চিত!!

কাকুতি মিনতির একশেষ প্রদর্শন করিয়া—এক্ষণে তোমার কানু ঝুরিতে ঝুরিতে শেষ হইয়া গেল!

রাধে! এই নবীন-নাগরটিকে তুই কি রসে এত ভুলাইয়াছিস্? নিরন্তর দেখি কেবল তোর ধ্যানে নিমগ্ন থাকে! কোনও পথিক লোকেও যদি—পরস্পরের সম্বোধনে কি কোনও কথা-প্রসঙ্গে রাধা নামটি উচ্চারণ করিতে শুনে তাহাতেও আকুল হইয়া উঠে! হায়! যে হরির মধুর নাম উচ্চারণ করিয়া ভক্তগণ ভব-সাগর পার হয়, যে স্নেহময়ের—প্রাণারাম-স্নেহ দর্শনে তাহার গো-সুত-পদ-প্রাপ্তির অর্থাৎ গো-বৎস হইবার নিমিত্ত যোগীন্দ্র-গণও অভিলাষ করেন, সেই সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন হরি নামে আখ্যাত ও স্নেহাদি সদ্গুণে ভূষিত আমাদের গোপেন্দ্র-নন্দন হরি—(নিখিল গোপ-সুন্দরীর মন-প্রাণ লজ্জা-ধৈর্য্যাদিহরণকারী) দারুণ মদনের ভয়ে ত্রাসিত হইয়া তোর পদ-সেবা (পদধারণ) পর্য্যন্ত করিতেছে! এমন অনুকূল—এমন একান্তনিষ্ঠ-কান্তের প্রতি নির্দ্দয়তার অবধি দেখাইয়া তুই কি পুরুষ-বধের অভিলাষ করিয়াছিস্? হায়! এমন নিদারুণ মানের-নীতি (নীত) তোকে কে শিখাইয়াছে? সত্য সত্যই তোর পীরিতের রীতি ভাবিয়া—আমরা সকলে আকুল হইয়া গিয়াছি!!

পাঠকল্পতরুতে, সুন্দরি! ইতি পাঠে এ গীতের আরম্ভ।

(৪) আশাবরী।

সুন্দরি! সাধ্বী, ত্বমিহ কিশোরী—
তৎ কথমসি বদ, গোষ্ঠ-পুরন্দর—নন্দন-হৃন্মণি চৌরী ? ধ্রু।
নহি সঙ্গোপয়, পরধনমধুনা, ত্বং বিদিতা কুল-পালী
ললিতা-সখি! কুরু—করুণাং-সীদতি—কন্দর-ভুবি, বনমালী॥ ১॥

এইটি গীতাবলীর ৩৬ নং গান, ইহার বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য এইরূপ—

হে সুন্দরি! ইহ গোকুলে ত্বং সাধ্বী। তথাপি গোষ্ঠ-পুরন্দর-নন্দনস্য—গোষ্ঠরাজপুত্রস্য শ্রীহরেহৃন্মণি-চৌরী কথমসি তদ্বদ॥ ধ্রু॥

পরধনং—কৃষ্ণ-মনোমণিং নহি সঙ্গোপয়ঃ সঙ্গোপ্য ন স্থাপয়ঃ যত্ত্বং কুল-পালী বিদিতাসি। হে ললিতা-সখী! করুণাং কুরু—দয়াং প্রকাশয়। কন্দরভুবি—গিরিদর্য্যাং বনমালী সীদতি—ব্যথতে॥ ১॥

---

(৪) মানিনী শ্রীরাধাকে দ্বিতীয়াদূতী (বিশাখাসুন্দরী বুঝাইতেছেন, যথা,—প্রিয়সখি! তুমি যেমন তুলনীয়া সুন্দরী তেমনি সাধ্বী; অর্থাৎ যেমন রূপে—তেমনি হৃদয়-সৌন্দর্য্যে ও সাধু-ব্যবহারেও তুমি অনুপমা। তাহাতে আবার কিশোর-বয়স্কা রাজ-কুমারি। অতএব তুমি, গোষ্ঠ-পুরন্দর-নন্দনের (শ্রীকৃষ্ণের) হৃদয়-রূপ মণি অপহারিণী—চৌরী হইয়া রহিবে কেন? তুমি "কুলধর্ম্ম-পালিনী-কুলাঙ্গনা" বলিয়া পরম-প্রসিদ্ধা, অতএব পরধন গোপন করিও না; সখি! তুমি-স্বতঃ-ললিতা—তোমার তাবৎ ভাব ব্যবহার সর্ব্বদাই লালিত্য-পূর্ণ, প্রখরাধিকা ললিতার সখী বলিয়াই কি এমন মান-কঠিনা হইলে? হায়! তোমর বনমালী, গিরি-কন্দরে পড়িয়া বড়ই ব্যথা ভোগ করিতেছে। অতএব এখন তাহার প্রতি করুণা-বিতরণ কর। (যাহার গলায় বনমালার সৌন্দর্য্যের ও সৌভাগ্যের কত প্রশংসা তুমি

অয়ি ! রমণি-মণি ! রমণীয়ং মণি-মর্পয় পুনরবিলম্বং
ভবতু, নিরাকুলমতি কৃপয়া তব, হরি-পরিজন-নিকুরম্বং ॥ ২ ॥
দূতী যুগমিদ-মবনমতি—স্বয়মবনী-লুঠিত কচ-জূটং
তন্বি ! সনাতন—সৌহৃদমনুসর, বিস্তারয় নহি কূটং ॥ ৩ ॥

নন্বহং তস্য হৃন্মণিং নেতুমেবজানে নতুদাতু মিতিচেত্তত্রাহ—অয়ীতি। হে রমণী-মণি ! রমণীয় অনুরাগ গুণেন মনোজ্ঞং তব হৃন্মণিমর্পয়—তস্মৈ দেহি। অবিলম্বং ত্বরয়া। ততঃ কিমিতিচেত্তত্রাহ—ভবত্বিতি ॥ ২ ॥

ইদং বনমালিনো দূতীযুগং স্বামবনমতি—প্রণমতি। হে তন্বি ! সনাতনে সনাতন-বর্ণিতংবা,—সৌহৃদভরমনুসর—কুরু। কূটং—কপটং নহি বিস্তারয় ॥ ৩ ॥

করিয়া থাক তোমার সেই বনমালী সেই বন-মালার সহিত বনে বিশুষ্ক হইতেছে) রমণি-মণি !—অবিলম্বে ধীর-ললিত-কান্তকে রমণীয়-মণি—(অনুরাগো-জ্জ্বলিত হৃদয়) পুনঃ প্রদান কর, তাহা হইলে সমস্ত হরিপরিজন তোমার অতি-কৃপায় নিরাকুল হইবে।

আমরা দুজনে (দূতীযুগ) তোমার চরণে প্রণত হইয়া—ভূমি-লুণ্ঠিত কেশে প্রার্থনা করিতেছি, হে কৃশাঙ্গিনি ! আর কুটনীতি বিস্তার করিও না এখন সনাতনের (কৃষ্ণের) প্রতি স্বাভাবিক সৌহৃদ্যাচরণ প্রকাশ কর।

(৫) আশাবরী।

দূতি! বিদূরয় কোমল-কথনং
পুন রভিধাস্যে নহি, মধু মথনং ॥ ধ্রু ॥
তব চঞ্চল-মতি রয় মঘ-হস্তা—
অহ-মুত্তম ধৃতি-দিগ্ধ-দিগন্তা ॥ ১ ॥

গীতাবলীতে "তব চঞ্চলমতি" ইতি পাঠে এ গীতের আরম্ভ, এবং একাদশ সংখ্যায় বিলিখিত। তল্লিখিত ভাষ্য যথা—

হে দূতি! কোমল-কথনং বিদূরয়—মুঞ্চ। অহং মধুমথনং নাভিধাস্যে,—তেন সাকং নালাপং করিষ্যামি ॥ ধ্রু ॥

তবায়মঘহন্তাঃ কৃষ্ণঃ চঞ্চলমতিঃ। উত্তময়া ধৃত্যা দিগ্ধা—বিলিপ্তা দিগন্তা যয়া সা দিগন্ত-প্রসিদ্ধধৈর্য্যাহ মিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

তবায়ং বনমালী শঠ-চরিতঃ। শঠস্যেব চরিতঃ যস্য সঃ। অহং নিজকুল-পালী—মৃদু-হৃদয়া। তস্য পরম-সুন্দরস্যাপাতিকেন স্নিগ্ধত্বেন দ্রুতচিত্তাহং মন্নিমিত্তং

---

(৫) তথাপি মানিনীর মন রসার্দ্র হইল না! তিনি কহিতেছেন—দূতি! আর কোমল-কথায় কাজ নাই—কাজের কথা শুন—তোমার মধু-মথনের সহিত আর আমি কোনও বাক্যালাপ করিব না! সখি! যাহাদের স্বভাব-ব্যসনাদি পরস্পর সমান তাহাদের মধ্যেই প্রকৃত মৈত্রী জন্মিতে ও স্থায়ী হইতে পারে, কিন্তু তোমার এই অঘ-হন্তা নিরতিশয় চঞ্চল-চিত্ত, আর আমার ধীরতার প্রশংসা দিগন্ত-পরিব্যাপ্ত। তোমার বনমালীর চরিত্র, কেবলই শঠতাময় অথচ আমি নিজ-কুলপালী মৃদুহৃদয়া অবলা! তোমার হরি নিরঙ্কুশ-নর্ম্মপরায়ণ, আমি সুদৃঢ়ানুবন্ধে ধর্ম্মপরায়ণা! অতএব ইহার সহিত আমার প্রণয়-ব্রত কদাচ সুখকর হইতে পারে না!!

"অঘ-হন্তা" এই শব্দ প্রয়োগের দ্বারা বাল্যকালাবধি শ্রীকৃষ্ণের "ভিতরে প্রবেশিয়া প্রাণবধ করার" অভ্যাস, ধ্বনিত হইতেছে।

"চঞ্চল মতি" এই শব্দ ব্যবহারের দ্বারা "আমাকে কুঞ্জে অভিসার করিতে

শঠ চরিতোঽয়ং তব-বনমালী— মৃদু-হৃদয়াহং—নিজ-কুল-পালী ॥ ২ ॥	তব হরি যেষ, নিরঙ্কুশ-নর্ম্মা— অহ মনুবদ্ধ সনাতন-ধর্ম্মা ॥ ৩ ॥

দুঃখমস্তু মাভূদিতি কুলধর্ম্ম-মপ্যনাদৃত্য তদানুকূল্য-মাচরং। ইদানীং শাঠ্যে বিজ্ঞাতে কিং তদানুকূল্যেনেতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

এষ তব হরি নিরঙ্কুশ-নর্ম্মা। অনুবন্ধো দৃঢ়ং গৃহীতঃ সনাতনো নিত্যো কুলধর্ম্মো ময়া তাদৃশস্ত্বং। তথাচ স্বভাব বিপর্য্যয়ান্নানেন মে মৈত্রী সুখায়াস্যাৎ। সমানশীল-ব্যসনেষু মৈত্র্যাত্যভিযুক্তোরিতি। পক্ষে সনাতনো নিত্যধর্ম্মঃ কৃষ্ণে প্রেমোক্ত ব্যক্তিতঃ। অনুবন্ধঃ সংস্থাপিতঃ সনাতনে ধর্ম্মঃ সদ্ভক্তিলক্ষণো যয়াসৌতি চ ॥ ৩ ॥

সংবাদ দিয়া, অন্য কামিনীর সহিত রঙ্গ" শ্রীকৃষ্ণের, গত নিশির এই আচরণ সঞ্জাত মনোদুঃখ ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

"অহমুদ্বদ্ধৃত" শব্দের ধ্বনি এই যে—তথাপি তাহার নিমিত্ত আমি কুঞ্জে বসিয়া রাত্রি জাগরণ করিয়া থাকি।

"শঠ চরিতোঽয়ং হইতে নিজ-কুল-পালী" এই দুই পংক্তির নিষ্কর্ষ-ভাবার্থ এই যে মনোহর-বনমালা বক্ষে দোলাইয়া অবলা ভুলাইবার কৌশলাদিময় তাহার চরিত্র-শাঠ্য এক্ষণে আমি সুন্দররূপে অবগত হইয়াছি। মৃদু-হৃদয়া কুলাঙ্গনা বলিয়া প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, তজ্জন্য যথোচিত শিক্ষা পাইয়াছি, এ শিক্ষা আর কখনও ভুলিব না।

(৬) মল্লার।

রাধে! কলয় হৃদয়-মনুকূলং।
দলতি, দৃগঞ্চল—শরহত হৃত্তব, গোকুল জীবিত মূলং॥ ধ্রু॥
শীলিত পঞ্চম-গীতি রদক্ষিণ-পাণি-সরোরুহ-হংসী—
তনুতে সাম্প্রত মস্য মুনিব্রত মরতি ভরাদিব বংশী!॥ ১॥

গীতাবলীর ৩৭ নং এই (৬ নং) গীতের বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্য—রাধে! হৃদয়ং—চিত্তমনুকূলং—কৃষ্ণ-সম্মুখং কলয়—কুরু। কুতঃ? ইতি চেত্তত্রাহ দলতীতি। গোকুল-জীবিত মূলং—নন্দসূনুঃ তবদৃগঞ্চল-শরহতঃ সন্ দলতি—বিদারং লভতে॥ ধ্রু॥

তস্য হৃদ্বিদারাবস্থাং প্রকাশয়তি—শীলিতেত্যাদিনা। অস্য ত্বৎকটাক্ষ-শর-লব্ধ-বিদ্ধস্য হরের্বংশী—সাম্প্রত মধুনা অরতি ভরাদ্দুঃখাতিশয়াদিব মুনিব্রতং-মৌনং তনুতে। সা কীদৃশী? শীলিতা-প্রাগুচ্চারিতা পঞ্চম গীতির্যয়া সা। অদক্ষিণ-পাণি-সরোরুহস্য বামকর-কমলস্য হংসী তদ্বত্তত্রাসক্তেত্যর্থঃ॥ ১॥

---

(৬) এ দূতী দমিবার লোক নহেন। তিনি কহিতেছেন—রাধে! তুমি বড় নিৰ্দ্দয়া! যাহা হউক আর না! এক্ষণে, প্রেমবতীর কর্ত্তব্যাচরণ কর্ত্তব্য; অতএব প্রেমের পদ্ধতিতে হৃদয়কে অনুকূল কর। দেখ, তোমার কটাক্ষ-শরে আহত হইয়া—গোকুল-জীবন-বল্লভের বক্ষ-ব্যথা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে! তাঁহার অদক্ষিণ অর্থাৎ বামপাণি-কমলের হংসিনী স্বরূপা, পঞ্চমগানে সতত স্থাবর জঙ্গমের আনন্দ বৰ্দ্ধনশীলা তৎপ্রিয়তমা বংশীটিও—দুঃখ-ভারাক্রান্তজনের ন্যায় মৌনী হইয়া রহিয়াছে! (অরতি—দুঃখ; অরতি ভরাৎ ইব—দুঃখ-ভারাক্রান্তবৎ) গন্ধোন্মাদিত ইন্দিন্দিরবৃন্দ অর্থাৎ ভ্রমরবৃন্দকে দিকে দিকে বিকর্ষণকারী—স্নিগ্ধ মধুর সুদূর-সৌগন্ধ্য-পরিমল-পটলে বিলসিত—তাঁহার বহু আদরের বনমালা গাছিও কণ্ঠচ্যুত হইয়া বনে শুকাইতেছে!!

ভ্রম-দিন্দিন্দির-বৃন্দ-বিকর্ষণ পরিমল-পটল-বিশালা—
পতিতা, কণ্ঠ-তটাদভিশুষ্যতি তস্য বনে বনমালা! ॥ ২ ॥
অদয়ে! দধতী তনুরপি তনুতাং তস্য সমুজ্ঝিত লীলা
শীর্য্যতি, কন্দর—ধাম্নি, সনাতন হৃদয়ামোদন শীলা ॥ ৩ ॥

তস্য হরেৰ্বনমালা কণ্ঠ-তটাৎ পতিতা বনেঽভিশুষ্যতি। স্খলিতামতিপ্রিয়াং তাং যো নবেত্তীত্যর্থঃ। সা কীদৃশী? ভ্রমন্তি যানি ইন্দিন্দির-বৃন্দানিঃ তানি বিকর্ষতি যৎ পরিমল-পটলং তেন বিশালা, বিদূরাভিজ্ঞানেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

হে অদয়ে!—দয়াশূন্যে-রাধে! তস্যহরেস্তনু, মূৰ্ত্তিরপি, তনুতাং কার্শ্যং দধতীসতী কন্দর-ধাম্নি শীর্য্যতি! সা কীদৃশী? সমুজ্ঝিতা—পরিত্যক্তাঃ লীলা—ভোজনাদি বিলাসো যয়া সা। সনাতনস্য মুনেহৃদয়মামোদয়তি তাদৃক্ শীলং যস্যাঃ সা। তদভার্চ্চোঃ সনাতনো ব্রহ্মপুত্রো যমুপাস্তে তংকৃষ্ণং ত্বদেক মনস্তয়া খিদ্যমানং বিজ্ঞায়াপি সংকরোষি ত্বং ধন্যাসীতি ভাবঃ। ততশ্চ বিজ্ঞাত কান্ত-বেদনা রাধাভৃশংতা তমানন্দয়ামাসেতি বেদিতব্যঃ ॥ ৩ ॥

তোমার হৃদয়ানন্দ সেই সনাতন শ্যামসুন্দর—এখন সমুজ্ঝিত লীলা অর্থাৎ আহার বিহারাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন!! তোমার বিরহে অঙ্গখানি কৃশ হইয়া গিয়াছে এবং গিরিকন্দরে পড়িয়া উত্তরোত্তর আরোও শীর্ণতাপ্রা প্ত হইতেছেন!! অদয়ে! গোকুল-জীবনের এই বিষম-শোচনীয় অবস্থার নিদান—কেবল তুমি! হায় হায়! নিদারুণ মানে কি এতই জ্ঞানহারা হইতে হয়?

(৭) কল্যাণ।

রাধা-গুণমণি মালা—
কলিত, দয়িত-দবথু-ব্রজ ; নির্ধুত,—মান-বিষম-বিষজ্বালা। ধ্রু।
প্রণয়-সুধারস-সার-গঠিত তনু, বিগলিত—গৌরব-ভঙ্গা—
সরসং তমভিসসার-রসার্ণব মচিরাদতনু-তরঙ্গা। ১ ॥

টীকা—সখী-মুখাৎ দয়িত-দুঃখ শ্রবণাৎ মানং ত্যক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণমভিসৃতবতী রাধা ইত্যাহ—

'গুণ-মণি-মালা—গুণ মণিনাং মালারূপা রাধা', কলিতেন—গ্রস্তেন, দয়িতস্য—কৃষ্ণস্য দবথুব্রজেন—তাপ সমূহেন নির্ধুতা-নষ্টা মানরূপ বিষম-বিষস্য—হলাহলস্য জ্বালা যস্যা সা। ধ্রু। সা তং রসার্ণবং—রস-সাগররূপং শ্রীকৃষ্ণং সরসং—সানুরাগং যথাভবতি তথা অচিরাৎ—শীঘ্রং অভিসসারঃ (প্রিয়তম-দুঃখ শ্রবণেন সহসা কাঠিন্যাপগমাৎ গুণমণি-মালাত্বেন উৎপ্রেক্ষা) রাধা কিম্ভূতা ? অতনোর্মদনস্য তরঙ্গ যস্যাং সা। শ্লেষেণ রসার্ণবস্য মহাতরঙ্গরূপ সাগর-সাগরতরঙ্গানামিব—রাধা-কৃষ্ণয়ো ভেদোপি অভেদ অভেদঃ ইতি তত্ত্বমুক্তং প্রণয়-সুধারসস্য সারেণ গঠিতা তনু যস্যা, বিগলিত-নিবৃত্ত গৌরবস্য-স্বয়মভিসরণো লাঘবস্তাবীত্যাদি রূপস্য ভঙ্গঃ-তরঙ্গ যস্যা-সাচ সাচ। স্বয়মভিসারে লাঘবং ন গণিতবতীত্যোর্থঃ। ১ ॥

(৭) সখীর মুখে—উপেক্ষিত-কান্তের অনুরাগের ও কষ্টের কাহিনী শুনিয়া প্রেমময়ীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, আর থাকিতে পারিলেন না ; মানের মর্যাদা-তুচ্ছ করিয়া অমনি কান্ত-সমীপে চলিলেন। অনুসঙ্গিনী সখীর ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়) অপরা সখী সম্বোধনে কহিতেছেন—আমাদের রাজ-কুমারী রাধা নানা গুণরূপ মণি-সমূহের মালা-স্বরূপা। দেখ, দয়িতের বিরোহতাপ সমূহ গ্রহন করিয়া তাহার গুণাবলী মান-জনিত বিষম-বিষ-জ্বালাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া দিয়াছেন !

কুঞ্জ-কুটীর-তটাঙ্গন-সঙ্গিন-মঙ্গিনামিব-রস-রাজং—
কুটিল-দৃগন্ত-শরেণ নিতান্ত মাবধ্যাদিমং-নুতিভাজং। ২॥
শ্যাম্যদপি স্ফুট বাম্য-তিমির মিয়মপি পুনরুক্তমানা—
হরিবল্লভ সরলালীততি, কতি বাস্তু তদযত মানা! ৩॥

তং কিংভুতং? কুঞ্জ-কুটীর-তটাঙ্গন-সঙ্গিন—কুঞ্জাঙ্গনবৰ্ত্তিন মিত্যর্থঃ। তমপ্যাৎ প্রেক্ষতেঃ-অঙ্গিনং-শরীরিণং-রস-রাজং শৃঙ্গারমিব—মূৰ্ত্তিমন্তং শৃঙ্গার সদৃশং ইত্যর্থঃ। (শৃঙ্গার সখি মূৰ্ত্তিমানিব মধো মুগ্ধঃ হরি ক্রীড়তীত্যাদি মহাজনোক্তে)। ২॥

পরস্পর দর্শনে পরস্পর ব্যবহারমাহ—কুঞ্জকুটিরে প্রবিষ্টবতীং শ্রীরাধাং দৃষ্ট্বা নুতিভাজং-অর্থাৎ "হে রাধে! অনুগতস্য মম দোষাণ মা গৃহাণ, অহং তদায়ৈব" ইত্যাদি স্তুতি কৃতং শ্রীকৃষ্ণং কুটিলং-কটাক্ষ-শরেণ অবিধ্যত-তাড়িত বতীঃ। বাম্যরূপ তিমিরং শ্যাম্যদপি—শমংগচ্ছদপি, ইয়মপি—রাধাপি পুনঃ কৃতমানা বভূব। (অত্রায়ং বিস্ময়) বাম্যশান্তে মানসম্ভাবনা ন ভরতি তথাপি ইয়ং পুনর্মানং কৃতবতীত্যর্থঃ হরি বল্লভা সরলালীততী—হরিবল্লভাচ সরলাচ আলীততি—সখীসংহতি কতিবা যতমানাসতী তৎমানং অস্তু—দূরী করোতু; শ্লেষেণ-হরি বল্লভেতি গীত-রচয় তুর্ণামঃ। ৩॥

সখি রাধা—বামা শিরোমণি হইলেও তাহার তনুখানি প্রণয়-সুধারসের সারধারা সুগঠিত। অতএব প্রেমাৰ্ত্তির প্রবল-তরঙ্গে—গৌরবের তরঙ্গমালা বিগলিত হইয়া গিয়াছে। তাহাতেই অতুল-অনুরাগে তরঙ্গিত হইয়া (বেগবতী নদীর সাগরে গমনের ন্যায়) রসার্ণব-নাথের সঙ্গলাভার্থ অচিরাৎ অভিসারে চলিয়াছেন।

তৎপরে নিকুঞ্জগতা রাধার অদ্ভুত প্রেম-চরিত্র লক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন—

(৮) ধানসী।

কেশ কুটিল, চঞ্চল অতি লোচন, নাশা আতর-ভিন—
রাগী অধর, দশন-মলিনান্তর, কুচমণ্ডলহু কঠিন ;

হায়! কুটিল প্রেমের গতি কি দুরবিগম্য! এত প্রেমার্ত্তির সহিত কুঞ্জ কুটীরের দ্বারে উপনীত হইয়া প্রেমবতীর ভাব ফিরিয়া গেল! দেখ—কুঞ্জ-তটাঙ্গনস্থ মূর্ত্তিমান শৃঙ্গার রস-স্বরূপ বিরহ-কাতর-নাথের প্রতি পুনরায় কুটিল-কটাক্ষ!! কান্ত—কাকুতি মিনতি-পরায়ণ, তথাপি তিনি কুটিল-কটাক্ষ-শরাঘাতে তাহাকে বিদ্ধ করিতেছেন!! যে বাম্য-তিমির সুস্পষ্ট (স্ফুট) রূপে প্রশমিত হইয়া গিয়াছিল, পুনরায় তদাচরণ-নিরতা—এই অদ্ভুত-চরিত্রা মানিনীকে আমরা—হরিপ্রিয়া সরলা সখী সকলে সযৌক্তিক কথায় আর কত বুঝাইব? আর কি করিয়া ইহার নিদারুণ মান দূর করিব?

(৮) ভাব বুঝিয়া রসিকেন্দ্র-নাগর আপনি রসোদ্দীপনের মন্ত্র পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন, কহিতেছেন—সুন্দরী-তরুণীবৃন্দের—হৃদয় কদাচ কঠিন হয় না। রাধে! তুমি নবীনা-সুন্দরীগণের শিরোমণি এবং সকলেই জানে তোমার হৃদয় নিরন্তর প্রেমরস-প্লুত এবং কারুণ্যামৃতে পরিপূর্ণ। তথাপিও আমার বিড়ম্বনা কেন, তাহার কারণ আমি বুঝিতে পারিয়াছি। সে কারণ এই—কঠিন, চঞ্চল, নির্লজ্জ এবং ক্রোধী ও মলিনান্তরগণের যে স্থানে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত, যেখানে সাধুগণ সঙ্কুচিত—লুক্কায়িত বা অবরুদ্ধ, তথায় অত্যাচার অনিবার্য্য। তোমার নব-যৌবন-রাজ্যে—কুটিলকেশ, চঞ্চল-নয়ন, অন্তশ্ছেদি-নাসিকা (আতর—অন্তর ; ভিন—ছেদা) রাগী-অধর, মলিনান্তর-দন্ত এবং কঠিন-কুচমণ্ডল ইহাদেরই আধিপত্য এবং সাধু-অঙ্গগুলি দুর্দ্দশা-গ্রস্ত! সুতরাং আমার মন এবং ধৈর্য্যাদি সমস্ত ধন আলোড়িত করিয়া মদন আমাকে এত দুঃখ দিতেছে দেখিয়াও—কেহ সমুচিত বচন বলিতেছে না—কেহই কর্ত্তব্য পালন করিতেছে না।

সুন্দরি! তুয়া যৌবন-নব-রাজে—

মরু মন—ধন সব—মদনালোয়ল, সমুচিত কোই না বাজে!

ত্রিবলী মধ্যে, সোই-নীবি-বান্ধল, গভীর-নাভি রহু গোই।

ভারী-জঘন—রসনা রসে দুরমুখ, পরদুঃখে দুখী নাহি কোই!

ত্রিবলীগুলি সে দলের নহে উহারা মধ্যস্থ বটে, কিন্তু কি করিবে তাহারা নিজেই নীবি-বন্ধনে বাঁধা। (মধ্যস্থ শব্দের শ্লেষার্থ—শরীরের মধ্যভাগে স্থিত) সুগভীর অর্থাৎ গভীর-প্রকৃতি-নাভি,—বসনাচ্ছাদনে লুক্কায়িত। ভারী অর্থাৎ সারবান্—জঘন নিজের ভারেই মন্থর! রসনা—রসপানাভাব (অধরের) অপ্রিয়ভাষী দুর্মুখ! সুতরাং এ রাজ্যে পরদুঃখে সহানুভূতি করিবার কেহ নাই!

ব্যজস্তুতি, অতি মধুর প্রেমকলা। তাই আমাদের রসিকেন্দ্র শিরোমণি আজ কৌটিল্যরূপ দোষচ্ছলে প্রিয়তমার কেশের সৌন্দর্য্য বর্ণনা; চাঞ্চল্য রূপ দোষচ্ছলে নয়নের মনোহারিতা বর্ণন; রাগী বলিয়া দোষারোপ ব্যপদেশে রঞ্জিতাধরের মাধুরী বর্ণন, কঠিন বলিয়া দোষারোপের-ভঙ্গিতে কুচ-যুগলের প্রশংসা এবং মলিনান্তর অর্থাৎ অভ্যন্তর দিকের মালিন্যরূপ দোষোদঘাটনচ্ছলে কুন্দ-কুসুমের সহিত দশনের তুলনা করিয়া, ব্যজস্তুতি শ্লেষ ও অপ্রস্তুত-প্রশংসালঙ্কারে প্রাণেশ্বরীর প্রাণে-সারস্য-সম্পাদনের যত্ন করিতেছেন, এই পংক্তি-নিচয়ের গূঢ়-ধ্বন্যর্থ এই যে সুন্দরি! ত্রিবলীগুলিকে নীবিবন্ধন মুক্ত কর; নাভিকে ব্যক্ত কর। জঘনকে জাগাও—তাহার জড়তা দূর কর। রসনা যে রসে পরিতৃপ্ত হয়, তাহাকে সেই রসপানে নিযুক্ত কর এবং কেশ-লোচন-নাসিকা-অধরাদি—ইহাদের অধীনে পরিচালিত হউক। যৌবন-রাজ্যটি এখন সুখশান্তিতে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে, আর তোমার শাসন যশে দিগ্দিগন্তর পূর্ণ হইবে।

(৯) সখীপ্রাহ,—বরাড়ি।

কণ্টক মাঝে কুসুম পরকাশ—
ভ্রমরা বিকল, না পাওয়ে পাশ!
রসবতী-মালতী পুন পুন দেখি—
পিবইতে চাহে মধু জিউ, উপেখি,
উহ-মধু-জীবিত, তুহু—মধুরাশি—
সাচি ধরসি মধু তবহু না যাসি।
ভ্রমরা বিকল কতিহ নাহি ঠাম!
তুয়া বিনে মালতি! নাহি বিশরাম!!
আপন মনে ধনি! বুঝ অবগাহি—
ও তো পুরুখ বধ! লাগব কাহি?

(৯) মানিনী যথাবৎ অটল! তাহার কোনও প্রসন্ন ব্যবহারই না দেখিয়া কোন সখী, এক্ষণে ভঙ্গীময় প্রবোধের প্রবচন উচ্চারণে প্রবৃত্ত হইলেন। বলিতেছেন—হায়! হায়! বিকশিত-কুসুম কণ্টকে আবৃত! মধুলুব্ধ ভ্রমর কিছুতেই তাহার সঙ্গলাভে সমর্থ না হইয়া—পার্শ্বস্থ হইতেই অপারগ হইয়া বিকল হইয়া রহিয়াছে!! কেবলই রসবতী মালতীর প্রতি, লালসাকুলিত কাতর নয়নে চাহিতেছে! সে প্রাণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া—কাঁটা ফুটিয়া মরিবার ভয় না করিয়া—মধুপান করিতে প্রস্তুত!! আহা! সাহজিক-প্রেমের রীতি-পদ্ধতি ও ধর্ম্ম-এমনই দুর্নিবার বটে!

সখি রাধে! তোর প্রাণকান্ত এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত মধু-জীবিত—মধুকর আর তুই মধুময়ী-মালতী দেখ তুই এত বক্র হইয়া (সাচি) মধুধারণ করাতেও কিছুতেই মধুসূদন চলিয়া যাইতেছে না! আর কোথায় তাহার পরিতৃপ্তির স্থান নাই বলিয়াই—ভ্রমরা এত বিকল! বস্তুতঃ মালতী ব্যতীত মধুকরের আর বিশ্রামস্থান নাই। (বিশরাম—বিশ্রাম) তুই আমাদের শ্যাম-ভ্রমরের—রসময়ী-মালতী। অতএব আর মান-কণ্টকে আবৃত হইয়া বৃথা উদ্বেগ বৃদ্ধি করিস্ না—বিপদ ডাকিয়া আনিস্ না!! আপন মনের ভিতরে প্রবেশিয়া বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ্ এখন তোর মান ত্যাগ না করা—প্রেমের মান-বৃদ্ধি নহে। উহা প্রকৃতই পুরুষ-বধ! বলি এ বধ-কলঙ্কটি লাগিলে কাহাকে লাগিবে?

বঙ্গবাসীর সঙ্গীত-সংগ্রহে এ গীতের ভণিতা আছে, যথা—"ভণই বিদ্যাপতি পাওব জীবে, অধর-সুধারস যদি বোহ পিবে"।

(১০) বরাড়ি।

তপন-কিরণে যদি, অঙ্কুর দগধল, কি করব জল অভিষেকে ?
দুঃখভরে প্রাণ, বাহিরে যদি নিকসব, কি করব ঔষধ বিশেখে
মানিনি ! অতএ সমাপহ মান,
মৃদু-মৃদু-ভাষে, সম্ভাষহ বরতনু !—একবের দেহ জিউদান।
সুন্দর বদনে—বিহসি, বর ভামিনি ! রচহ মনোহর-বাণী,
কুচ-কনয়া-গিরি-মধি, গহি রাখহ—নিজভুজে আপনা জানি।

(১০) যদিও মানের পূর্ণ নিবৃত্তি ঘটে নাই কিন্তু বেগ কমিয়া আসিতেছে—বুঝিয়া, বিদগ্ধ-রাজ আবার বাঙ্ময়-মধুবর্ষণ—আরম্ভ করিলেন, যথা—হে মানময়ি ! তোমার হৃদয় যে রসে ভরা—কিছুতেই আমার এ বিশ্বাস ঘুচিবে না। কিন্তু দেখ—প্রখর-রৌদ্রতাপে বৃক্ষাঙ্কুর ভস্ম হইয়া গেলে শেষে জল-সেচন, সম্পূর্ণ নিষ্ফল ! ডুঃসহ-দুঃখের ভরে আমার প্রাণ বাহির হইয়া গেলে, পশ্চাৎ—প্রেম-ব্যবহার-রূপ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কি হইবে ? অতএব এখন মান সমাপন কর, এবং একবার তোমার সেই—স্বভাবসিদ্ধ-মধুমাখা—বচনে সম্ভাষণ করিয়া আমার প্রাণদান কর !

কাতর—উদাস—সকরুণ-বিনয়-বচনে—প্রাণেশ্বরীর কিঞ্চিৎ সারল্যের সঞ্চার অনুভবে নাগরবাজ এক্ষণে মিনতিময়-রসাদ্র-বচনে অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন—বরভামিনি ! একবার এই সুন্দর-বদনে মধুর-হাসি হাসিয়া মনোহর বচন বিন্যাস কর ! আমি আর কখনও তোমার নয়নের অন্তরালে যাইব না, এ নিজাঙ্গুগতজনকে ভুজ-পাশে বাঁধিয়া—কুচ-কনকাচল-যুগলের মধ্যে অবরোধ করিয়া রাখ, আমি চিরকাল রুদ্ধ হইয়া থাকিব। হায় ! আগুন দগ্ধ—স্বকীয় আশ্রয়-পদার্থকে দগ্ধ করে কিন্তু আশ্চর্য্য ! 'তোমার' মানের আগুনে 'আমার' হৃদয় জ্বলিয়া গেল ! তোমার অধর-সুধা-রসই এ আগুদাহের মহামহৌষধি, সেই নিমিত্তই বোধ হয় এই আগুতে তোমার কোনও কষ্ট হইতেছে না ! অতএব নাথ ! একবার এই-সিদ্ধৌষধি পান করিতে দিয়া আমার দগ্ধ প্রাণ জুড়াও ,

অধর-সুধারস পান দেহ সখি! হৃদয় জুড়াওহ মোর,
তুয়ামুখ-ইন্দু—উদয় হেরি, বিলসউ—তিরখিত-নয়ন-চকোর।
নিজগুণ হেরি, পরদোখ পরিহরি—তেজহ হৃদয় কো রোখ
ভণই মুরারি, প্রাণপতি-সঙ্গিনি! পুরুখ-বধ বহু দুখ!!

(১১) বরাড়ি।

বিষম-বিশিখ-সম কুটিল-কটাখ,
ভাকই চাহ তবহু নাহি ভাখ!
শুনি শুনি পিয় মুখ-মধুরিম বোল—
সঘন হু হু করি শিষহি দোল;

প্রসন্নমুখি! এখন অপ্রসন্নতা পরিত্যাগ কর—এদিকে মুখ ফিরাও, এ আজ্ঞাধীনের নয়নরূপ তৃষিত-চকোরদ্বয় তোমার বদনেন্দুর উদয় হেরিয়া আনন্দ বিলসিত হউক।

এখন তোমার স্বভাব-সিদ্ধ—প্রেম, করুণা, সরলতা, চারুতা ও আনন্দ-দানাদি নিজগুণ সমূহ—যথাবৎ বিস্তার করিয়া—পরের দোষ অর্থাৎ আমার অপরাধ (দোখ—দোষ) পরিহার কর্ত্তব্য। অতএব হৃদয়ের (রোখ—রোষ) বিসর্জ্জন দেও।" গীতকর্ত্তা মুরারি গুপ্ত সখীর ভাবাবেশে বলিতেছেন,—রাধে! তুই সতত্ই প্রাণপতি—কৃষ্ণের উপযুক্ত সঙ্গিনী; আর এইরূপ নিদারুণ-মান, কেবল নিদয়রূপে পুরুষবধের সাধনমাত্র! তোকে অধিক আর কি বলিব—এইরূপে পুরুষবধ করা বড় দুঃখের বিষয়!

(১১) এ গীত রচয়িতা হরিবল্লভ দাস অর্থাৎ শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় লীলা-দর্শনকারিণী নিত্য-সখীর আবেশে কহিতেছেন—দেখ, মানিনী-শিরোমণি বিষম-বাণের ন্যায় কুটিল-কটাক্ষ রচনা করিয়াছেন! কথা কহিবার নিমিত্ত ইচ্ছা উপজাত হইয়াছে—তথাপি কথা বলিতেছেন না,—কেবল

পুলকে ভরয়ে তনু—ঝরয়ে নয়ান—
তবহু না দেই—অধর-মধুপান!
সখীগণ ইঙ্গিত নয়ন-চকোর,
মাধব, ধরল—পটাঞ্চল—ওর,
পালটি বদন ধনী, দেওলি পিঠ
তবহু না তেজই নাগর-ঢিঠ!
লহু লহু ঘোঙ্গট করয়ে উঘার,
তৈখনে হসই রোখই কত বার!
ভুজ ধরি আনল সুরত-শয়ান,
হরিবল্লভ—অলিকুল গুণ গান।

প্রিয়তমের মধুময়ী-বাণী শুনিতে শুনিতে বারংবার (প্রতি কথায়) হুঁ হুঁ দিয়া মাথা (শির) দোলাইতেছেন! দেখ,—এই প্রকার বিপরীত-রীতির আচরণ ও উচ্চারণ-ভঙ্গীর দ্বারা—কান্তের প্রতিকথায় প্রেম-কৌটিল্যময় অবজ্ঞা ও বাহিক-অসম্মতি দেখাইতে গিয়া—মনোচোরের প্রেম-দৃষ্টি ও মধুরিম-বোলের প্রভাবে প্রেমময়ীর অঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ এবং নয়ন—অশ্রুধারা প্লুত হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তথাপি অধর-মধুপানের অনুমতি প্রদান করিতেছেন না!

এদিকে, সখীগণের নয়ন-চকোরের ইঙ্গিতে মাধব, মানময়ীর বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিলেন। বামা-শিরোমণি অমনি মুখ ফিরাইয়া পিঠমোড়া দিয়া বসিলেন! কিন্তু বিদগ্ধ-নাগরেন্দ্র তথাপি ছাড়িতেছেন না! তিনি লঘু লঘু ভাবে (লহু লহু) প্রিয়তমার ঘোঙ্গট অর্থাৎ ঘোমটা উন্মোচন করিতেছেন। এইবার প্রেম-চোরের জয়!! দেখ—অঙ্গ-স্পর্শের অব্যর্থ-প্রভাবে প্রেম-সাগরে তরঙ্গোত্থিত হইয়া পড়িয়াছে! মানরাঙ্গিণী হাস্য-বিধৌত-বদনে রঙ্গময়-প্রেম-রোষ প্রকাশ করিতেছেন! এই সুমধুর তর্জ্জন-সুধাস্বাদে-প্রাপ্ত-শক্তি-রসিকেন্দ্র, অন্তঃসমুল্লসিতা হৃদয়েশ্বরীকে ভুজে ধারণ করিয়া সুরত-শয্যায় আনয়ন করিলেন; দেখিয়া গীতকর্ত্তা নম্রতা প্রকাশ করিতেছেন—এমনি গুণনিধি নাগররাজ তো? অলিগণের গুঞ্জনের সহিত আমি (হরিবল্লভ) তোমার গুণগান করিতেছি।

(১২) বরাড়ি।

মাদ্দ, মুঞ্চ পটান্ত মিতি স্ফুট, কুটিল-মুখং স্মিত-মিশ্রং
ষাড়বমিব—পিবতি, শ্রিত-ভুজবল-রাশি রঘারিরকুচ্ছ্রং ॥ ১ ॥
সখি হে! পশ্য নয়ন-সুখ-সারং—
রসিক-মুকুট তনু-যুগল মধিশ্রিত, বহুবিধ মদন-বিকারং ॥ ধ্রু ॥

টীকা—সুরত-শয়নস্থ রসিক-মিথুনস্য প্রেম-ব্যবহারং দৃষ্ট্বা আনন্দ-সাগর-মগ্না জালরন্ধ্রদত্ত-নয়না কাচিৎ সখী কাঞ্চিৎ দর্শয়ন্ত্যাহ।

হে সখি! নয়ন-সুখ-সারং পশ্য। এতদ্দর্শনাদতিরিক্তং নয়ন-সুখং নাস্তী-ত্যর্থঃ। 'মান্দ—মামুদ্বেজয়; পটান্তং মুঞ্চ;'—ইত্যুক্তবত্যা রাধায়া স্মিত মিশ্রং কুটিলমুখং—(অনেন সৌন্দর্য্যস্য মাধুর্য্যস্য চ পরাকাষ্ঠা কথিতাঃ) অঘারি শ্রীকৃষ্ণঃ অকৃচ্ছ্রং যথা ভবতি তথা পীবতি। ননু—কথং বামায়া মুখাম্বুজ পানং অনায়াসেন নায়কেন কৃতং? ইত্যত্রাহ শ্রিত ভুজবল রাশিঃ। ইতি হেতুগর্ভ বিশেষণং, ভুজবলেন বামামপি স্বায়ত্তী কৃত্বা মুখাম্বুজং পীতবান্ ইত্যর্থঃ। কিমিব? ষাড়বমিব; (ষাড়ব—ষট্স্বর মিলিত রাগ রাগিণ্যৌ। যথা সঙ্গীতদর্পণে—ঔড়বপঞ্চভি প্রোক্তঃ স্বরৈ ষড়্ভিশ্চষাড়বঃ সম্পূর্ণ সপ্তভিজ্ঞেয়ঃ এবং রাগাস্ত্রিধামতঃ) যথা ষাড়ব শ্রবণেন কর্ণানন্দোভবতি তথা স্মিত-মিশ্রং কুটিলমুখং পীত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য পরমানন্দোজাতঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

রসিক মুকুটয়োঃ তনু যুগল মধিশ্রিত—তনুযুগলে আশ্রিত বর্ত্তমানং বহুবিধ মদন বিকারঞ্চ পশ্য ॥ ধ্রু ॥

(১২) গতাবাতায়ন-তলস্থা কোনও সখী অপরা কোনও সঙ্গিনীকে আজকার কেলিবিলাসের পরমাদ্ভুত দৃশ্য দেখাইয়া কহিতেছেন।

সখি! নায়িকার কৌতুক-বামতা নায়কের কিরূপ অতুলানন্দ-প্রদ, কিরূপ হৃদয়োন্মাদক, বিশেষতঃ আমাদের কিশোরীমণির বাম্যকলার প্রদর্শন-রীতি কিরূপ জগদ্দুর্লভ,—দেখিয়া নয়ন সফল কর,—দেখ, আমাদের কৌতুক-রঙ্গিনী,

চটুলিত বিকট চিল্লী-ধনু রপিত, শাণিত-শোণ-কটাক্ষা-
তর্জ্জতি দয়িত মিয়ং—তদপি প্রতি-পরিরম্ভণ-রসদক্ষা ॥ ২ ॥
"মুখমতি পূত মিয়ং, যুবতী-ব্রজ রসনা-রসিত মথগুং-
স্পর্শয় মা" দয়িতে ত্যভিধায় পুনঃ ধয়তি প্রিয়-গণ্ডং॥ ৩ ॥

হে সখি! (পশ্য-ইতি সর্ব্বত্রানুসঙ্গঃ) ইয়ং রাধা দয়িতং তর্জ্জতি—তাড়য়তীত্যর্থঃ। কিম্ভূতা? চটুলিতয়োঃ—চঞ্চলীকৃতয়োঃ বিকটয়োর্ভয়ঙ্করয়োঃ চিল্লী ধনুষো—ভ্রূ-কার্ম্মুকয়োরর্পিতা শাণিতা তীক্ষ্ণীকৃতা শোণা রক্তবর্ণা কটাক্ষ যয়া সা। ভ্রূ-ধনুষি শাণিত-কটাক্ষ-বাণান্ সংযোজ্য তৈঃ দয়িতং তাড়য়তীত্যর্থঃ। এবং কৃষ্ণাপি পরিরম্ভণে নিপুণা। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিরম্ভণাৎ রাধা—অপাঙ্গেন তং বিলোক্য পরিরব্ধবতীত্যত্র উৎপ্রেক্ষয়ং ॥ ২ ॥

অধরপানোদ্যত শ্রীকৃষ্ণমাহ—হে দয়িত! তব, যুবতি-ব্রজেন—যুবতিসমূহের রসনয়া—জিহ্বয়া করণ-ভূতয়া রসিতং—আস্বাদিতং ইদং অতিপূতং অতি পবিত্রং (বিরুদ্ধ লক্ষণয়া অপবিত্রং) মুখং মা স্পর্শয়, মন্মুখে ইতি শেষঃ। ইতি অভিধায়াপি-কথমিত্যপি প্রিয়স্য কৃষ্ণস্য গণ্ডং ধয়তি পীবতি। যেটি পানে—ইতিধাতুঃ গণ্ডস্য পানাসম্ভবত্বাৎ অত্র চুম্বনার্থঃ ॥ ৩ ॥

মন্দ-হাস্যের সুধা প্রক্ষিত-মুখে কৌটিল্য রচনা করিয়া কান্তকে কহিতেছেন—"আর উদ্বেগ দিও না, এখন বস্ত্রাঞ্চল ছাড়িয়া দেও।" দেখ সপ্তস্বর সম্মিলিত রাগ-রাগিণীর আস্বাদনে যেরূপ আকাঙ্ক্ষা-বর্দ্ধক-অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মে সেইরূপ আনন্দোন্মাদিত হইয়া আনন্দ-কন্দ-অঘারি—ভুজবল্লরাশির আশ্রয়ে প্রিয়তমাকে সবলে আলিঙ্গন করিতে করিতে—এই বাঙ্ময় অমিয়া পান করিতেছেন!! (অঘারি—দুঃখ সংহারী) আর—তাহাতে রসিক মুকুট যুগলের তনু সমাশ্রয়ে নানাবিধ মদন-বিকার প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে! আহা! কি অপরূপ প্রেম-চরিত! কান্তের বাহু-বদ্ধা-প্রেম-রঙ্গিণী, চঞ্চল-ভ্রূধনুর বিকট-ভঙ্গী বিস্তার-পূর্ব্বক কটাক্ষ-শরাঘাত করিতে করিতে নাগরেন্দ্রকে তর্জ্জন করিতেছেন—অথচ তৎসঙ্গে-সঙ্গেই দক্ষতার সহিত প্রত্যালিঙ্গন

বিরম, সতীত্ব মজনি মম খণ্ডিত মীহিত মপি তব সিদ্ধং
ইতি সরোষেব রদৈ নিজ-বল্লভ মধরে রচয়তি বিদ্ধং ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভাগে চতুর্ব্বিংশ ক্ষণদা।

ত্বং বিরম, প্রয়োগাদিতি শেষঃ। মম সতীত্বং খণ্ডিতমজনি—জাতুং, তবচ ঈহিতং-বাঞ্ছিতং সিদ্ধং ;—ইতি সরোষেব—ক্রোধেনসহবিদ্যমানাইব (ইবশব্দ অত্র উৎপ্রেক্ষায়াং ; সতীত্ব খণ্ডণাৎ জাত-রোষেব) নিজ বল্লভং অধরে রদৈর্বিদ্ধং রচয়তি—করোতি!। নিজ-বল্লভ মিত্যাভোগে শ্লেষেণ গীতকর্ত্তুর্নামোল্লেখঃ ॥ ৪ ॥

করিতেছেন!! আবার সুধা-মধুর পরিহাস বচনে কান্তকে কহিতেছেন,—দেখিও যুবতী-সমূহের জিহ্বা দ্বারা আস্বাদিত (তাহাদের উচ্ছিষ্ট) তোমার এই অতি-পবিত্র-অখণ্ডিত-মুখ আমার মুখে যেন অর্পণ করিও না। বলিয়াই অমনি দয়িতের গণ্ড-চুম্বন করিতেছেন ও চুম্বন করিতে করিতে কহিতেছেন—আমার অখণ্ডিত-সতীত্ব খণ্ডনের বাসনা তো সিদ্ধ হইল, আর কেন? এখন বিরত হও!"

হায় হায়! কি অদ্ভুত প্রেম-কেলী! দেখ—কথাটি পূর্ণ হইতে না হইতেই যেন রোষের সহিত দশনের দ্বারা বল্লভের অধর (সেই স্পর্শ-নিষেধিত বদন) বিদ্ধ করিতেছেন!! সখি! এমন নয়ন-সুখ-জনক-দৃশ্য কি জগতে কেহ কখন দেখিয়াছে? (এই গীতটির রচয়িতা স্বয়ং বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, তাই হরিবল্লভ নামের সংক্ষেপে বল্লভ শব্দটি—ভণিতায় শ্লিষ্টার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে)।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ পঞ্চবিংশ ক্ষণদা,—শুক্লা দশমী।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য,—সুহই গান্ধার।

(গোরা) হেম-জলদ অবতার—
সঘনে বরিখে জল ধার,
নিজ গুণে করিয়া বাদর—
গভীর নাদে দিগ টল মল ! ১

(১) তত্ত্বজ্ঞ-রসজ্ঞ ও বিজ্ঞ ভক্ত-মণ্ডলীর মধ্যে কেহ সর্ব্বাবতারী গৌর-হরিকে বৈকুণ্ঠের পতি, কেহ—গোলকের নাথ, কেহ—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন, কেহ বা শ্রীরাধা-ব্রজেন্দ্রনন্দনের সম্মিলিত-বিগ্রহ, ইত্যাদি রূপে—যিনি যতদূর জানিতে পারিয়াছেন তদনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং সকলের সিদ্ধান্তই সুন্দর, সুসঙ্গত এবং শিরোধার্য্য কিন্তু আমার গৌর-হরির চর চর শ্রীঅঙ্গ-মাধুরী ও অবিরাম প্রেমাশ্রু বর্ষণাদি দর্শনে উন্মাদিত—পার্ষদ-গীতকর্ত্তা শ্রীল বাসুদেব ঘোষ, তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত নিচয়কে দূরে রাখিয়া একটি অপূর্ব্ব রূপকের দ্বারা তদীয়—মহিমা ও মাধুরী প্রকাশ করিতেছেন, যথা—আমার গোরা মূর্ত্তিমান্ সুবর্ণ-বর্ণ-মেঘরূপে অবতীর্ণ!! ঐ-রস-টল-টল-রূপ এবং প্রেমাশ্রুচ্ছলে ঘন ঘন জলধারা বর্ষণই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ!

যদি বল—মেঘের অতি-বর্ষণে যে মাঝে মাঝে বাদল হয়, আর মেঘ গর্জ্জনে যে পৃথিবী পর্য্যন্ত কম্পিত হয়, তোমার গোরা-মেঘে সে সকল কোথায়? তাহাতেও কহিতেছেন—(শীতল-বায়ুরূপ) নিজ গুণের অর্থাৎ ব্রজ-ভাবের সংযোগে এই সদা বিবর্দ্ধিত অশ্রান্ত-অশ্রুবর্ষণ দ্বারা—জগৎকে যে উদ্ভাবাচ্ছন্ন করিতেছেন—ইহাইতো মেঘের বাদর। (বাদরের বায়ুবেগে বারি ধারাতে তরু-পল্লবাদি যেরূপ কম্পিত হয় ও যেরূপ নীর-কণা বিকীর্ণ করে, দেখ ভাগ্যবান্-ভক্ত-মণ্ডলী সেইরূপ কম্পিত হইতে হইতে প্রেমাশ্রু-বর্ষণ করিতেছেন, ইহাই গূঢ়ার্থ) আর হেমজলদাবতার গোরার হুঙ্কার ধ্বনিই মেঘ গর্জ্জন! দেখ প্রতি হুঙ্কারেই দিক সকল টলমল করিতেছে।

করুণা-বিজুরী দিন রাতি—	এক ফলে নব-রস ঝরে।
বরিখয়ে আরতি পীরিতি,	আরতি কে কহিতে পারে,
সুখ-পঙ্ক করি ক্ষিতি-তলে—	নাম গুণ—কর্ম্ম চিন্তামণি!
প্রেম ফলাইল নানা ফলে,	কহে বাসু অদভুত বাণী।

দ্বিতীয় প্রশ্ন। এ মেঘে বিদ্যুত কই? উত্তর—আমার গৌরহরির অপার করুণাই—অচঞ্চল-বিদ্যুৎরূপে, দিবারাত্রি বর্ত্তমান। তাহাতেই তো তৎপ্রভাবে তাবৎ জগৎ উৎভাসিত! জগতের যাবতীয় অমঙ্গল-তিমির-বিধ্বস্ত! এবং প্রেমানুরক্তির (আরতি পীরিতির) সুস্নিগ্ধ-সলিলের ধারায় ধরণী সুস্নাত!

তৃতীয় প্রশ্ন। মেঘের বর্ষণে পৃথ্বীতলে কর্দ্দম জন্মে—তাহাতে শস্যাদি উৎপন্ন হয় এবং উহা আহার করিয়া লোকে প্রাণধারণ করে। তোমার গৌর-জলদের তো সে গুণ নাই! উত্তর—কেন থাকিবে না? প্রেম-রস-বর্ষণে সংবাদ জুড়িয়া (তাবত জীবের হৃদয়ে) সুখরূপ পঙ্কের সৃষ্টি হইতেছে; কুতর্ক কুভাবাদির কণ্টক কঙ্কর বর্জ্জিত এই সুখের-পঙ্কে প্রেমের-ফসল জন্মিতেছে এবং তাহার প্রতি-বৃক্ষে দাস্য সখ্যাদি নানা ফল ফলিতেছে! আরোও আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য এই—প্রত্যেক ফল হইতেই আদ্য হাস্য করুণাদি নববিধ রস ঝরিতেছ!! আর সে ফল সেবনে লোকের—বিষয়-ক্ষুধা ও ইন্দ্রিয়-তৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে—শোক সন্তাপাদি সমস্ত আধি ব্যাধিও বিদূরীত হইতেছে এবং সকলেই প্রেমানন্দ-লাভে পরিতৃপ্ত হইতেছে!!

এই সকল ফলের—স্বাদ-গন্ধ-মাধুরী যেমন অভুতপূর্ব্ব, তেমনি জীব-সাধারণের হৃদয়ে আরতি উৎপাদনের শক্তি ও অনির্ব্বচনীয়। আহা! আমার গৌর-সুন্দরের সমস্ত কার্য্যই অভাবিত এবং অতুলনীয়! কেবল কার্য্য কেন—তাহার নাম, গুণ, কার্য্য, সমস্তই চিন্তামণির ন্যায় বাঞ্ছিত-প্রদ!। ভাবার্থ এই যে—আমার গৌর-মনোহরের নামে গুণে রূপে যাহাতে যাহার মন লাগে, লাগাও। অনুশীলনের অব্যর্থ ফলে সকলেই অভীষ্টলাভে কৃতার্থ হইবে।

(২) শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য,—ধানসি।

আরে মোর, আরে মোর, নিত্যানন্দ রায়—
মথিয়া সকল তন্ত্র, হরি নাম মহামন্ত্র, করে ধরি জীবেরে বুঝায়
অচ্যুত অগ্রজ, নাম—মহাপ্রভু বলরাম, সুরধনী তীরে কৈল থানা
হাঠ করি পরিবন্ধ, রাজা হৈলা নিত্যানন্দ-পাষণ্ড-দলন-বীর-বাণা।

(২) অমৃতের উৎপত্তি যেমন সমুদ্র মন্থনের প্রধান ফল, তেমনি শ্রীহরি-নাম-মহামন্ত্র সমস্ত তন্ত্রমন্থনের অমৃত-ফল! (৯ ক্ষণদার ১ নং গীতের আস্বাদনীতে হরিনাম-মন্ত্রের অর্থালোচনা দেখ) আমার দয়াল ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ রায় জীবের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া এই মহামন্ত্রের গুণ ও মাহাত্ম্য বুঝাইতে বুঝাইতে দেখিলেন—একটা সুনির্দিষ্ট-প্রধান-কার্য্য-স্থান ও কতিপয় শক্তি-সম্পন্ন-কর্ম্মচারি দ্বারা, অবারিত-দ্বার-ভাণ্ডার না খুলিলে, প্রেম-দানের প্রচার ও প্রদান-মহোৎসব মনের মত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর-রূপে সুসম্পন্ন হইবে না। এই সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অন্তরে অচ্যুতাগ্রজভাব অর্থাৎ বলরাম ভাবের আনন্দ জাগিয়া উঠিল, এবং রাখাল সখাবৃন্দকে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনের যমুনা তীরে যেমন রাজা রাজমন্ত্রী ইত্যাদি নানা সাজে সাজিয়া আনন্দ ক্রীড়া করিতেন, সেই প্রকারে সুরধনীর তীরে শ্রীনবদ্বীপনগরে—নাম-প্রেমের হাট (থানা—স্থান) বসাইয়া আনন্দ লীলা আরম্ভ করিলেন। এই গীতটি সেই—সুন্দর হাট-পত্তন লীলার বিচিত্র-চিত্র। গীতকর্ত্তা কহিতেছেন,—আমার নিতাই চাঁদ—বিশ্বম্ভরচন্দ্রের দাদা, এবং পাষণ্ড-দলনের ধ্বজা স্বরূপ! অর্থাৎ তাঁহার উদয়েই—পাষণ্ডের বিনাশ সূচিত হয়, (বাণা—ধ্বজা) অতএব সর্ব্ব সম্মতিতে স্বয়ং হইয়াছেন হাটের রাজা আর ভক্ত-শক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবিশ্বম্ভর-চন্দ্র হইয়াছেন হাটের পসারী (অর্থাৎ জপ-পাঠ-সংকীর্ত্তনাদি—শ্রীনামের নানাপ্রকার পসরা ও সখ্য-বাৎসল্য মধুরাদি সকল রসের পসরা সাজাইয়া—মাধুরীতে এবং আপনার সর্ব্বাকর্ষক-রূপে-গুণ-প্রভাবে যাবতীয় জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন! অধিকন্তু সাগ্রহে সাদরে সুমধুর সম্বোধনে—

পসারী শ্রীবিশ্বম্ভর, সঙ্গে লয়ে গদাধর, আচার্য্য চতুরে বিকে কিনে,
গৌরীদাসে হাসি হাসি, রাজার নিকটে বসি, হাটের মহিমা কিছু শুনে।
পাত্র রামাই লঞা, রাজ-আজ্ঞা ফিরাইয়া, কোটাল হইলা—হরিদাস,
কৃষ্ণদাস হইলা দড়্যা, কেহ যাইতে নারে ভাড়্যা, লিখিয়ে—পড়য়ে শ্রীনিবাস।

গ্রাহকগণকে ডাকিয়া আনিতেছেন এবং প্রদর্শন-চ্ছলে নামের ও প্রেমের ব্যবহার নীতি শিখাইতেছেন! এইরূপ লোকের আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা ও লোভ উৎপাদন-পূর্ব্বক তাহাই মূল্যরূপে গ্রহণ করিয়া—যে যাহা যত পরিমাণে গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারে তাহাকে মুক্ত-হস্তে প্রদান করিতেছেন!!

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য—মহাপ্রচতুর, তিনি কখন ও বিশ্বম্ভরের মহা-বিপণি-রূপ ভাণ্ডার হইতে ক্রয় (গ্রহণ) করিতেছেন। কখনও বা আপন পণ্যশালা খুলিয়া বিক্রয় (বিতরণ) করিতেছেন।

প্রেমোদ্দণ্ড-ভক্তি-বিলাসী-শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত—বলদেবের খেলার সহকারী—সখা সুবলের ন্যায় (রাজ-মন্ত্রী-রূপে ?) শ্রীনিত্যানন্দের নিকটে বসিয়া হাটের মহিমা অর্থাৎ সাফল্যের সকল সংবাদ শুনিতেছেন আর আনন্দভরে হাসিতেছেন।

শ্রীবাসের সহোদর রামাই পণ্ডিত হইয়াছেন—রাজপাত্র ; এবং হরিদাস ঠাকুর কোটাল নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহারা দুজনে এক সঙ্গে বাজারে ফিরিতেছেন এবং ঠাকুর হরিদাস সর্ব্বত্র রাজ-নির্দ্দেশ ঘোষণা করিতেছেন। "ওহে জীববৃন্দ! নাম প্রেমের পসারী—দয়াল বিশ্বম্ভর, অক্ষয়-ভাণ্ডার ও মনোহর-পসরা খুলিয়া বাজারে বসিয়াছেন এবং বিনামূল্যে পরম ধন বিলাইতেছেন! যাও—যে যত লইতে পার লও, নাচিয়া গাইয়া আনন্দ করিয়া—সকল সাধনের চরম ফল লাভ কর, চাহিতে লজ্জা মনে করিয়া কেহ নিরস্ত থাকিও না, তাঁহার সম্মুখীন হইলে—না চাহিতেই তিনি পরম দুর্লভ ধন দান করিবেন।" ইহাই রাজ-নির্দ্দেশ সারার্থ।

যে কর্ম্মচারি ফটকে অর্থাৎ দেউড়ীতে প্রহরীর কার্য্য করেন, তাহার

বলরাম দাস বলে, অবতার কলিকালে, জগাই মাধাই হাটে আসি,
ভাণ্ড হাতে ধনঞ্জয়, ভিক্ষা মাগিয়া লয়, হাটে হাটে ফিরয়ে তপসি।

পদের খ্যাতি—দৌড়া বা দেউড়িয়া; কৃষ্ণদাস-দড়্যা হইয়াছেন, তাহার বিচক্ষণতা ও দক্ষতার ফলে কেহই রাজাদেশ এড়াইয়া যাইতে পারিতেছে না।

পণ্ডিত শ্রীনিবাস হিসাব রাখিতেছেন—কে কেমন পাইল? আরো পাওয়া উচিত কিনা? কেহ বঞ্চিত হইল কিনা? বঞ্চিলে কেন—কি কারণে সে বঞ্চিত হইল? কেহ বঞ্চিত না হয় ইহাই তাঁহার লেখা পড়ার প্রধান উদ্দেশ্য।

গীতকর্ত্তা বলরাম দাস কহিতেছেন—কলি-দলনাবতার আমার নিতাইচাঁদ এইরূপ লীলারঙ্গে কলির করাল-কবল হইতে জীবগণের উদ্ধার সাধন করিতেছেন। যে সকল শাস্ত্রাসিদ্ধান্তানভিজ্ঞ জ্ঞান গর্ব্বিতগণ বলেন—কলিতে শ্রীভগবানের অবতার নাই" তাহারা কলিকালের অবতার প্রত্যক্ষ দেখুন। আমার নিতাই-গৌরাঙ্গের ভগবত্তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হাটেই বিদ্যমান;—দেখ নবদ্বীপের সেই সুপ্রসিদ্ধ দুর্বৃত্ত মহামাতাল জগাই মাধাই—ভক্ত বেশে হাটে সমাগত! এবং ধন-মদান্ধ মহাবিলাসি ধনঞ্জয় পণ্ডিত অসার প্রাথিব ধন সম্পদের মায়া মমতা অনায়াসে পরিহার-পূর্ব্বক ভিক্ষা-ভাণ্ড হাতে লইয়া তপস্বীর বেশে হাটে হাটে ফিরিতেছেন! ঈশ্বর-শক্তি ব্যতীত মানুষে কখনও এইরূপ বিধন-বারুণী-মদান্ধতা ও ধন মদান্ধতা মুহূর্ত্তে ঘুচাইয়া, সকল সাধনের চরমফল প্রদান করিতে পারে?

(ধনঞ্জয় পণ্ডিত সম্বন্ধে বৈষ্ণব-বন্দনা গ্রন্থের বর্ণনা—"বিলাসি বৈরাগী বন্দো পণ্ডিত ধনঞ্জয়, সর্ব্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয়")। পদকল্পতরু ও গৌরপদতরঙ্গিণীতে—"পহু মোর নিত্যানন্দ রায়" গীত পাঠের এ গীতের আরম্ভ এবং শেষ চারি ছত্র নাই।

(৩) বরাড়ি।

নিশসি নেহারসি, ফুটল কদম্ব—
করতলে বদন সঘন অবলম্ব ;
খনে তনু মোড়সি করিকত ভঙ্গ—
অবিরল পুলক-মুকুলে ভরু অঙ্গ !
এ সখি ! মোহে না করু আন ছন্দ—
জানলু ভেটলি—শ্যামর-চন্দ। ধ্রু।
ভাব কি গোপসি ? গুপত নাহি রহই।
মরম কো বেদন, বদন সব কহই।
যতনে নিবারসি নয়ন কো-লোর।
গদ গদ শবদে কহসি আধ-বোল !
আন-ছলে আঙ্গন আন-ছলে পন্থ—
সঘন গতাগতি করসি একান্ত ;
দূরে রহু গুরুজন-গৌরব-লাজ—
গোবিন্দদাস কহে পড়ল অকাজ !

(৩) গুরু-গৃহ-স্থিতা শ্রীরাধার প্রেম-চেষ্টাদি দর্শন করিয়া কোনও সখী তাঁহাকে কহিতেছেন—সখি ! গাছে কদম্ব-ফুল ফুটিয়াছে, তুই দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে তৎপ্রতি চাহিতেছিস্ কেন ? এবং কি নিমিত্ত বা বারংবার করতলে কপোল বিন্যস্ত করিতেছিস্ ? ও নানা ভঙ্গীতে (গোপনের চেষ্টা করিয়া) ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ-মোটন করিতেছিস্ ? পুলক-কলিকায় তোর সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ ! তাহাও ঢাকিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছিস্ !

আমার নিকটে গোপনের এত চেষ্টা কেন ? শ্যাম-সু-নাগরকে দর্শন করিয়া তুই—উদ্‌বেগ, লালসা ও বৈরগ্যাদি ভাবের তরঙ্গে আকুল হইয়াছিস্ এবং তাঁহাকে কদম্ব-তলায় দেখিয়াছিস্, এতো তোর ভাব-চরিত্র দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে !

ভাব, গুপ্ত থাকার বস্তু নহে,—উহাকে কি করিয়া ঢাকিবি ? মরমের বেদনার কথা—মুখের ভাবেই সমস্ত বলিয়া দেয়। বিশেষতঃ তুই যত্ন করিয়া নয়নাশ্রুপাত (লোর) নিবারণের চেষ্টা করিতেছিস্—গদ-গদ-স্বরে আধ আধ কথা বলিতেছিস্—ছল করিয়া আঙ্গিনায় বাহির হইতেছিস্—আবার অন্য ছল করিয়া পথে যাইতেছিস—কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছিস্ না ! এই সকল ব্যবহারেইতো তোর হৃদয়ের অবস্থা ও ইচ্ছা সুব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে !

(৪) গান্ধার।

চল চল-সজল—জলদ-তনু শোহন-মোহন আভরণ সাজ
অরুণ নয়ন-গতি, বিজুরী চমকে জিতি, দগধল কুলবতী লাজ।
সজনি! যাইতে পেখলু কান—
তব ধরি জগ ভরি, ভরল কুসুম-শর, নয়নে না হেরিয়ে আন॥ ধ্রু॥

সখী ভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা—গোবিন্দ কবিরাজ আরোও কহিতেছেন—তোর লজ্জা ও গুরু-গৌরব দুইই দূর হইয়াছে! এবং উহা দেখিয়াই—আমি বুঝিতে পারিতেছি—অকার্য্য ঘটিয়াছে অর্থাৎ তুই বিপদে নিপাতিত!

(৪) শ্রীরাধা কহিতেছেন—সখি! তুই ঠিক বুঝিয়াছিস! গোপন করিয়া আর বাঁচিতেছি না। সমস্ত বলিতেছি শোন—দেখিলাম তাঁহার সজল-জলদের ন্যায় ঘন-লাবণ্য-মণ্ডিত চল-চল-তনু-খানি—কেয়ুর, কুণ্ডল এবং বন-মালাদি মোহন-আভরণে বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে! দেখিতে দেখিতে বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল ও তীরতাপময় তাঁহার অরুণ লোচনের গতিতে আমার—কুলমান-রক্ষক-লজ্জাকে একেবারে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। সখি! এই প্রকার নয়ন মনাপহারী-রূপ-মণ্ডিত কানুকে যাইতে দেখিয়া অবধি আমার বোধ হইতেছে জগত যেন কন্দর্প-শরে ভরিয়া গিয়াছে! আমি আর কিছুই চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না!

সেই বিদগ্ধ-রাজ, আমার মুখের পানে চাহিয়া, হাসিতে হাসিতে অঙ্গ মোড়ন করায়—মোহনীয়া বংশীটি তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল! তখন—জানি না কি মনোবাসনায় উহা কুড়াইবার ছলে দাঁড়াইবার আকুল নয়নে সংপ্রতি চাহিতে চাহিতে কিশলয়ের দল হাতে লইয়া তাহাতে দংশন করিলেন। সখি। ইহাতে অধর দংশনের সুখস্মৃতি সঞ্জাত প্রেমানলে আমি দগ্ধ হইয়া যাইতেছি! এবং প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে!!

মঝু মুখ-দরশি, বিরসি তনু মোড়সি, বিগলিত মোহন-বংশ-
না জানিয়ে কোন, মনোরথে আকুল, কিশলয়-দলে, করুদংশ!
অতএ সে মঝু মন, জ্বলত হি অনুখণ, দোলত চপল-পরাণ,
গোবিন্দদাস—মিছুই আশোআসল, অবহু না মিলল কান!

(৫) বরাড়ি।

চান্দ নেহারি, চন্দনে তনু লেপই, তাপ সহই না পার!
ধবল-নিচোল, বহই নাহি পারই, কৈছে করব অভিসার?

তাঁহাকে আনিয়া মিলাইবার আশ্বাস (আশোআশ) দিয়া দূতী গোবিন্দ-দাস কান্থের নিকট বহুক্ষণ যাবৎ গিয়াছে, এখন আসিল না! তাহার আশ্বাস বোধ হয় মিথ্যা হইয়া গেল! হায় এখনও কানুর সহিত মিলন হইল না!! (শোহন—শোভন; আন—অন্য; দরশি—দর্শন করিয়া; বংশ—বাঁশী; অবহু—এখনও; মঝু—আমার;)।

(৫) শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে প্রত্যাগতা হইয়া দূতী বলিতেছেন—সখি! মাধব তোমার বিরহে একেবারে অনায়ত্ত! তাহার অবস্থা অভিসারের যোগ্যই নহে! তাহার সুস্থতা—সময়সাপেক্ষ, কিন্তু অধিক্ষণ আমি সেখানে থাকিলে, তুমি, ধৈর্য্য রাখিতে পারিবে না জানিয়া এখনি চলিয়া আসিলাম। চল আমরাই অগ্রে সঙ্কেতকুঞ্জে, অভিসার করি। মাধবের অবস্থা ভয়ঙ্কর যথা—চন্দ্র নিরীক্ষণে তাহার শরীর শীতল না হইয়া আরো প্রতপ্ত হইতেছে! সে তাপ সহিতে অসমর্থ হইয়া অনবরত অঙ্গে চন্দন-পঙ্ক লেপন করিতেছে!! শরীর এত দুর্ব্বল যে শুক্লা-যামিনীর অভিসারোপযোগী শ্বেত বসনের ভার বহিতে অসমর্থ! এ অবস্থা অপগত না হইলে কি করিয়া অভিসার করিবে?

সুন্দরি! তোহে লাগি সম্বাদলু কান—

বিরহে খীন তনু, অনুখণ আকুল! অবইথে বিহি ভেল বাম॥ ধ্রু

যতন হি, মেঘ-মল্লার, আলাপই; তিমির-গুপত-গতি-আশে

আওত জলদ, তবহি উড়ি যাওত, উতপত-দীঘ-নিশাসে

তুয়া গুণ গান, নাম জপি জীবই, বহু-পুলকায়িত-দেহ',

গোবিন্দদাস কহ, ইহ অপরূপ নহ, কিয়ে না করু নবলেহা!

তোমার সমুদয় অবস্থা ও সংবাদ তাহাকে জানাইয়াছি। বিরহ-বিশীর্ণ দেহে উহা শুনিয়া কেবলই তাহার আকুলতা বৃদ্ধি হইতেছে! উহাতে আরোও বিধাতা বাম হইয়া উঠিয়াছে! এদিকে নির্ম্মল চন্দ্রিকায় জগত উদ্ভাসিত দেখিয়া অন্ধকারের সুযোগে গুপ্ত-গতিতে অভিসারের অভিসন্ধিতে বিদগ্ধরাজ, মেঘ ডাকিয়া আনিবার নিমিত্ত মেঘ-মল্লার রাগিণী আলাপ করিতে লাগিলে—দেখিলাম তাহাতে মেঘ আইসে বটে কিন্তু তাহার অত্যুত্তপ্ত-নিঃশ্বাস-বায়ুর সংস্পর্শে তৎক্ষণাৎ (তবহি) বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়! আহা! কত আদরের সে রাজনন্দন এক্ষণে বিষম-বিকার-গ্রস্ত হইয়া কেবল তোমার নাম জপ ও গুণ কীর্ত্তন করিতেছে! এবং তাহারই গুণে বাঁচিয়া আছে। দেহ কেবলই বহু-পুলকায়িত হইতেছে। গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ সখীর ভাবাবেশে কহিতেছেন, হায়! নবানুরাগে কি না ঘটাইতে পারে? রাধে! তোমাতে তাহার যেরূপ প্রগাঢ় ও সদাবদ্ধনশীল নিত্য-নূতন অনুরাগ, তাহাতে কোনও অঘটন সম্ভব নহে। (সহই না পার—সহিতে না পারিয়া; নিচোল—বস্ত্র; কৈছে—কিরূপে; তোহে লাগি—তোর নিমিত্ত; খীন—ক্ষীণ; অনুখণ—অনুক্ষণ; বিহি—বিধি; অবইথে—এখন ইহাতে; গুপতগতি—গুপ্তভাবে গমন; উতপত—উত্তপ্ত; দীঘ—দীর্ঘ; নিশাসে—নিঃশ্বাসে; লেহা—স্নেহ অর্থাৎ প্রেম)।

(৬) কেদার।

আজু পেখলু ধনী-অভিসার—

জানি বিলম্ব, তেজি পরিজনগণ আপহি করল শিঙ্গার। ধ্রু।

মনসিজ অন্তরে, মন্তর লেখল, অঞ্জনে-তিলকিত ভাল!

মৃগমদে—নয়ন-কমল-দলে আঁজন! শোভা কর শরজাল!!

যাবক রসে, কুচ-কলস রঙ্গাওল, তা কর অতুল ভাণ্ডার!

কিঙ্কিণী কণ্ঠে, হার জঘনে ধরি, তা কর পাশ-বিথার!

সংভ্রমে-ভরম-মহোদধি ডুবল, চললি নিতম্বিনী রঙ্গে,

কহে হরিবল্লভ, মদন করব কিয়ে, সঙ্গর পশুপতি সঙ্গে?

(৬) সখীর কথা শুনিয়া কৃষ্ণপ্রাণা-ধনী-মণি তখনই অভিসার সজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন। কোনও সখী অপরাকে তাহা দেখাইয়া কহিতেছেন, যথা—আজ আমাদের ধনী মণির অপূর্ব্ব অভিসারোৎসব দর্শন কর। বিলম্ব ঘটাইবে বলিয়া সেবা-পরা-সখীগণকে ত্যাগ করতঃ নিজেই, আপনার অপূর্ব্ব-বেশ রচনা করিতেছেন!!

কন্দর্প-রাজ নিশ্চয়ই ইহার হৃদয়ে কোনও যাদু-মন্ত্র লিখিয়া মোহিত ও বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতেই প্রেম-পাগলিনী নয়নের কজ্জল দ্বারা ললাটে তিলক রচনা করিয়াছে! কমল-দল-নিন্দিত-নয়নে কস্তুরীর দ্বারা অঞ্জন দিতেছে! এবং চরণে যাবক রচনা না করিয়া কান্তের অতুল-ধনভাণ্ডার স্বরূপ স্বকীয় কুচ-কলস (কুঙ্কুমের পরিবর্ত্তে) যাবক-রসে রঞ্জিত করিয়াছে! আবার মাধবের মন বাঁধিবার প্রশস্ত রজ্জু-স্বরূপ কিঙ্কিণী-মালা কটিতে না পরিয়া হারের ন্যায় কণ্ঠে ধারণ এবং গলার হার—জঘনে পরিধান করিয়া সজ্জিত হইয়াছে! (তা কর পাশ বিথার—তাহাকে অর্থাৎ কৃষ্ণকে বাঁধিবার বিস্তারিত রজ্জু) এইরূপে ভ্রম এবং ব্যস্ততার সমুদ্রে ডুবিয়া আমাদের নিতম্বিনী আজ মহারঙ্গে অভিসারে চলিয়াছেন!

শুনিয়া সম্বোধিতা-সখী কহিতেছেন,—কন্দর্প-যাদুকর এখন যতই বিদ্যা প্রকাশ করুক, পশুপতির সহিত যাহার রণরঙ্গ, পশুপতির ভ্রূ-কুটি কম্পিত মদন তাহার কি করিবে? (পশুপতি শব্দের প্রথমার্থ—গোপ; এখানে শ্রীকৃষ্ণ এবং দ্বিতীয় অর্থ—মহাদেব,) (কন্দর্প-ভস্মকারী) সঙ্গর শব্দের অর্থ-যুদ্ধ এখানে—কন্দর্প-রণ)।

(৭) ভূপালী।

পুরতে বিপিন, বিপিনতে কুঞ্জে—
চাল আওল যনু চান্দনী পুঞ্জে;
তব কুলশ-চারু-নয়ন-চকোর—
ধাওল ধনী-মুখ চান্দ কি ওর;
যা কর কিরণ উছলে দিন রাতি
যাহা রহে চপল মদির-মৃগ-মাতি,
তা কর চঞ্চল পুচ্ছকো ঘাতে
চপল-চকোর দ্বিগুণ ভেল মাতে!

(৮) মায়ুর,—ধানশি।

সুন্দর বদনে, সিন্দুর-বিন্দু, সাওর-চিকুর-ভার—
যনু রবি শশি সঙ্গহি উয়ল, পিছে করি আন্ধিয়ার!
রামা! অধিক চন্দ্রিমা ভেল—

(৭) কৃষ্ণময়ী কুঞ্জে উপনীত হইলে সখী আরো কহিতেছেন—দেখ পুঞ্জীভূত ঘন-জ্যোৎস্না-রাশির ন্যায়—জ্যোৎস্নার সহিত মিশিয়া আমাদের কলাবতী-মণি প্রথমতঃ পুর হইতে অরণ্যে এবং এক্ষণে কানন হইতে কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। সখীর প্রদত্ত সংবাদ-সুধা ভিষেকে সঞ্জীবিত-রসিকেন্দ্র রাজ অগ্রেই কুঞ্জে সমাগত হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। নাগরের প্রেমোৎফুল্ল আচরিত অবলোকনে সখী কহিতেছেন দেখ—ধনী-মণির আগমন-মাত্র নাগরের নয়ন চকোরদ্বয় তদীয় বদন-সুধাকরের প্রতি ধাবিত হইয়াছে! এবং তদ্দর্শনে দিবারাত্রি-কিরণ-বিকীর্ণকারী এই বদন-চন্দ্রমার মধ্যে যে দুইটি মত্ত-খঞ্জন (মদির-যুগল) নিরন্তর বিলসিত থাকে তাহারা (শ্রীরাধার নয়ন-দ্বয়) চকোর যুগলের উপর পুচ্ছাঘাত করিতেছে! (ভাবার্থ বিনোদিনীও নাগরের নয়নের উপরে নয়নাঞ্চল প্রহার করিতেছেন) কিন্তু তথাপি চপল-চকোর-দ্বয় (নাগরের নয়ন) এ প্রহারের বাধায় বিমুখ হইবার নহে—দেখ, উহারা উত্তেজনা পাইয়া আরোও দ্বিগুণ প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছে!!

(৮) সমুল্লসিত-নাগর শিরোমণি, প্রিয়তমাকে সুরত-সুধারসময়ী বাণীতে অভিনন্দন করিতেছেন—প্রিয়ে! তোমার সুন্দর-বদনের ঐ সিন্দুর-বিন্দু এবং [illegible]কেশ-কলাপের শোভা দর্শনে মনে হইতেছে যেন সূর্য্য ও চন্দ্র আজ

কতেক যতনে কত অদভুত, বিধি নিধি তোরে দেল। ধ্রু।
চঞ্চল লোচনে, বঙ্ক-নেহারসি, অঞ্জনে শোভা পায়—
যনু ইন্দীবর, পবনে ঠেলল, অলি-ভরে উলটায়।
উন্নত-উরোজ—চীরে ঝাঁপসি, থোর থোর দরশায়—
কতেক যতনে, কতেক গোপসি হেম-গিরি নালুকায়।
(ভণ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি,—এসব এরূপ জান
রায় শিবসিংহ রূপানারায়ণ, লছিমাদেবী পরমাণ।)

অন্ধকারকে পশ্চাতে লইয়া একত্রে সমুদিত হইয়াছে!! বদন-মণ্ডল বা ললাট-ফলক-চন্দ্র ; সিন্দুর-বিন্দু—সূর্য্য, এবং কেশকলাপ—অন্ধকাররূপে উৎপ্রেক্ষিত) হে রামা! দেখ—সেই জন্যই আজিকার জ্যোৎস্না যেরূপ উজ্জ্বল হওয়ার কথা, তদপেক্ষা অধিক সুদীপ্ত দৃষ্ট হইতেছে! আহা! না জানি কত যত্ন করিয়া বিধাতা তোমাকে কত অদ্ভুতনিধি প্রদান করিয়াছে! কত বলিব? এই দেখ, তোমার চঞ্চল-নয়নেরর বঙ্কিম-দৃষ্টি—কি অপূর্ব্ব শোভাই বিস্তার করিতেছে! আর অঞ্জন-রঞ্জন নয়ন-যুগল—যেন পবন-বেগ পার্শ্বে হেলিত দুইটি নীল-কমল—ভ্রমরের ভরে উলটিয়া রহিয়াছে! আর বস্ত্রাবৃত-উন্নত-পয়োধরযুগল অল্প অল্প দেখা যাইতেছে, এ দুটি স্বর্ণশৈলকে কি কখনও লুকাইয়া রাখা যাইতে পারে? এই যে তুমি কত যত্নে কতবার বস্ত্র (চীর) দ্বারা গোপনের চেষ্টা করিতেছ কিন্তু হেমগিরি কি লুকাইতেছে?

গীত রচয়িতা কবি বিদ্যাপতি পরিহাস-সুখদা-সখীদের ভাবাবেশে বলিতেছেন—এ সব এই রূপই থাকে, বৃথা লুকানোর চেষ্টা কেন? আমার কথা বিশ্বাস না কর এই সকল সখীকে জিজ্ঞাসা কর—শিবসিংহ রূপনারায়ণ লছিমাদেবী এরা সকলেই এ কথার প্রমাণ। (পদকল্পতরুতে ও কাব্য-বিশারদের বিদ্যাপতিতে "হেমগিরি" স্থলে "হিমেগিরি" এবং পদামৃতসমুদ্রে হিমগিরি—পাঠান্তর, এবং উন্নত উরোজ স্থলে উরজ-অঙ্কুর!)

(৯) বালা।

চিরদিনে সো-বিধি ভেল অনুকুলরে—
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ সে আকুল রে!
বাহু পসারিয়া দোহেঁ দোহা ধরুরে—
দোহুঁ অধরামৃতে দোহুঁ মুখ ভরুরে!!
দোহুঁ তনু কাঁপই মদন উছল রে
কিকিকিকিকিকি বলি কিঙ্কিণীরুঠলরে
ভাতহিস্মিত-নব বদনে মিটল রে
দোহুঁ পুলকাবলী তে লহু লহুরে!
রসে মাতল দুহুঁ বসন খসল রে
বিদ্যাপতি রসসিন্ধু উছললরে!

(১০) ভূপালী।

মদনমদালসে শ্যাম বিভোর,
শশিমুখী হাসি হাসি করু কোর;
নয়ন ঢুলা ঢুলি লহু লহু-হাস—
অঙ্গ হেলাহেলি গদগদ-ভাষ;

---

(৯) চিরদিনে—বহু-সময়ান্তে; প্রণয়ীগণের নিকটে অদর্শনের প্রতি মুহূর্ত্ত লক্ষ লক্ষ যুগের ন্যায় সুদীর্ঘ অনুভূত হয়। সো-বিধি—সেই চির-দুঃখদায়ক বিধাতা। আজ উভয়েরই সমান চেষ্টা ও সমান আগ্রহ,—অতএব বাহু পসারিয়া দোহে দোহা ধরুরে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছত্রের পাঠান্তর অন্যান্য গ্রন্থে এইরূপ—

"দোহুঁ তনু কাঁপই মদন-শিহরণে, কিঙ্কিণী রোল করত পুন সঘনে।"

এই গ্রন্থের পাঠ অনুসারে ছত্রদ্বয়ের অর্থ এইরূপ হইবে—শ্রীরাধার প্রতি মদনের আকস্মিক প্রবলাক্রমণ দেখিয়া তাঁহার কটির কিঙ্কিণীগুলি যেন কিকি কিকি কিকি বলিয়া রাগিয়া উঠিল। (রুঠে,—রোষে, রাগ করিয়া) সপ্তম ও অষ্টম ছত্রদ্বয় অন্যান্য গ্রন্থে নাই। ইহার ভাবার্থ—দেখ অধর-পানানন্দে দুজনের বদনে নব নব স্মিত-মধুর মন্দ-হাস্য উপজাত হইয়া, বদনেই মিলাইতেছে; এবং তাহাতেই উভয়ের বরতনুতে লঘু লঘু পুলকাবলী দেখা দিয়াছে! ইত্যাদি।

অন্যান্য গ্রন্থে শেষ ছত্রদ্বয় এইরূপ—বিদ্যাপতি অব কি কহব আর, যৈছন প্রেম দোহে তৈছন বিহার।

(১০) এ গীতে রাধা-মাধবের বিপরীত-বিলাস-কেলি বর্ণিত। যথা,—

নিরসি অধর মধু পিবি অগেয়ান—
মদন-মহোদধি ডুবাওল কান!
ঘন ঘন চুম্বই নাহ-বয়ান-
সরসীজ চান্দ মিলন ভেল ভান!

নিবিড়-আলিঙ্গনে পুলকিত অঙ্গ—
অপরূপ-রতি-কেলি মনসিজ-ভঙ্গ!
দূরে গেও ময়ুর-শিখণ্ড পীতবাস—
দোহু রূপ নিছনি গোবিন্দদাস।

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রগল্‌ভা বর্ণনে পঞ্চবিংশ ক্ষণদা।

শ্যাম-সুন্দরকে মদন-মদালসে বিভোর দেখিয়া, শশি-বদনী রাধা হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে কোলে ধারণ করিলেন। পরস্পরের নয়ন ঢুলাঢুলীতে দুজনেরই শ্রীবদনে স্মিত মধুর হাস্য ফুটিয়া উঠিল, এবং একে অপরের অঙ্গে অঙ্গ হেলাহেলি করিতে করিতে—রসাধিক্যে দুজনেরই বচন গদগদ হইয়া উঠিল!

এই সকল লীলা লতা-বাতায়ন-তল হইতে দেখাইয়া কোনও সখী অপরাকে কহিতেছেন,—দেখ দেখ এক্ষণে কেলি-কলার বিনোদিনী নাথের অধর-সুধা নিঃশেষে পান করিয়া জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছেন! এবং প্রাণকান্তকেও মদন-মহাসাগরে ডুবাইয়া দিয়াছেন! বোধ হইতেছে—আজ যেন চন্দ্রের ও পদ্মের সংমিলন—(যাহা কেহ কখন দেখে নাই তাহাই) সংঘটিত হইয়াছে!! প্রগাঢ়-আলিঙ্গনে দুজনের অঙ্গই উত্তরোত্তর অধিক পুলকিত হইতেছে! কন্দর্প—এই ক্রম-সম্বর্দ্ধিত অবিরাম ও অদ্ভুত-রতি-কেলি দর্শনে, পরাভব মানিয়া লজ্জায় পলায়ন করিয়াছে! নাগরের চূড়ার ময়ূর-পিচ্ছ এবং পরিধানের পীতাম্বর ও প্রাণ লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে!! লতা-বাতায়ন হইতে লীলা-দর্শনকারিণী সখীর ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা গোবিন্দ-কবিরাজ কহিতেছেন—আহা! এই উন্মুক্তরূপ-মাধুরীর নিছান যাই!

পদকল্পতরুতে এ গীতের প্রথম চারি ছত্রের পরেই এইরূপ পরিবর্ত্তন যথা—রসবতী নারী রসিক-বর কান, হিয়ায় হিয়ায় দোহার বয়ানে বয়ান! দোহু তনু—মাতাল দোহু শর হান, বিদ্যাপতি করু সোরস গান!" আর আমাদের অন্যান্য পয়ারের একটিও তাহাতে নাই!

(করু—করিলেন; লহু লহু—লঘু লঘু; অগেয়ান—অজ্ঞান; কান—কানু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ; নাহ—নাথ; বয়ান—বদন; ভান—শোভা; গেও—গেল।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ ষড়্বিংশ ক্ষণদা,—শুক্লা একাদশী।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য,—বরাড়ি।

কেশের বেশে, ভুলিল দেশে, তাহে রসময়-হাসি—
নয়ন-তরঙ্গে, ব্যাকুল করিলে, বিশেষে নদীয়াবাসী।
গৌরাঙ্গ-সুন্দর, নাচে—
নিগম-নিগূঢ়, প্রেম-ভকতি, যারে তারে পহু যাচে। ধ্রু।

(১) স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য-প্রশংসায়—"সুকেশিনী" বিশেষণের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই বিশেষণে কোনও পুরুষের কেশের প্রশংসা প্রায় কোথাও নাই! স্থলান্তরে "কেশের বেশে ভুলিল দেশে" এ কথাটি অতি বর্ণনা বলিয়া, যেন কাহারও মনে না হয়; বস্তুতঃ উহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বর্ণনা। শ্রীগৌর-সুন্দর যে সময়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন আজন্ম-কেশ-কর্ত্তনে-সিদ্ধ-হস্ত নাপিতের কঠিন-প্রাণ ও সে ভুবন-মোহন-কেশে ক্ষুর লাগাইতে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। এমন কি—অপরিচিত-নাপিতটি কাঁদিতে কাঁদিতে কেশ-মুণ্ডনে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছিল!! সহৃদয় পাঠকমণ্ডলি! এই একটিমাত্র ঘটনা দ্বারাই আপনারা বুঝিয়া লউন, আমার গৌর-সুন্দরের চিকুর-রাজি কিরূপ নয়ন-মন-বিস্মাপক ও অতুলনীয়-সুন্দর ছিল। তাই ভক্ত-সাধক পদকর্ত্তা কহিতেছেন—দেখ, সুমেরু-ভ্রমানন শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের জগ-মনোহারী—চাঁচর চিকুর ভার, এমনি অলোক-সাধারণ-সুন্দর ও নবীন ছাঁদে বাঁধা যে—মনোহর মৌক্তিক-দামে-সম্বদ্ধ সে কেশ-কলাপের বেশ দর্শনেই দেশশুদ্ধ লোক—আবাল-বৃদ্ধ-নারী-পুরুষ, সকলেই মোহিত হইয়া যাইতেছে। অর্থাৎ দর্শকমাত্রেই আপন আপন দেহ, গেহ,

ছল ছল করে, নয়ন-যুগল, কত নদী বহে ধারে—
পুলকে পূরি , গোরা কলেবর, ধরণী ধরিতে নারে—
চরণ-কমল, অতি-সুচঞ্চল, অথির তাহার রীত,
বদন-কমলে, গদ গদ-স্বরে, গায় রস-কেলী-গীত !

সংসার, স্বভাব, অধিক কি—নয়নের পলক পর্য্যন্ত ভুলিয়া সে কন্দর্প বেশোজ্জ্বল মধুর-মাধুরী আনন্দোল্লাসে-প্রমত্ত হইয়া আস্বাদন করিতেছে। তন্মধ্যে · ঘার নদিয়া-নিবাসীগণকে—শ্রীবদনের রসময়-হাসিতে ও নয়নের তরঙ্গে বি , ভাবে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে! তাহারা নিজ নিজ ভাবে অভিভূত হইয়া—রসের সাগরে ডুবিয়া যাইতেছেন!

এইরূপে, রূপের ফাঁদে জগৎ-বাঁধিয়া আমার শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর, প্রেম-তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে—যাহাকে তাহাকে বেদগুহ্য-প্রেমভক্তি বিতরণ করিতেছেন! অর্থাৎ তাঁহার প্রেমাচরিত দর্শনেই দর্শক-মণ্ডলীর হৃদয়ে তড়িত-শক্তির ন্যায় ভক্তি-প্রেম-রস, সঞ্চারিত হইতেছে!! পাঠক মহাশয়! একটিবার এই জগন্মঙ্গল লীলা-চিত্রে নয়ন দান করুন! দেখুন—আমার নদিয়া-বিহারীর ছলছল-নয়ন-যুগল হইতে প্রেমাশ্রুরূপে কত নদীর ধারা বহিতেছে! শ্রীঅঙ্গখানি পুলকে কেমন ফুলিয়া উঠিয়াছে! দেখুন—সে অঙ্গভার ধারণে অসমর্থ হইয়া পৃথিবী টলমল করিতেছে! দেখুন, আমার গোরাচাঁদ—সুচঞ্চল-চরণ-যুগলে কি অদ্ভুত-অথির-গতিরীতিতে নানা-ছন্দে চলিতেছেন! কতবার পদস্খলন হইতেছে—তথাপি শ্রীচরণ-যুগল নৃত্য-রঙ্গে-রসাল! আনন্দ-গদ্‌গদ্ স্বরে, বৃন্দাবনের কেলী-রস-গীত গান করিতেন এবং মাঝে মাঝে হাহা করিয়া হেমদণ্ডবৎ ভুজ-যুগল উর্দ্ধোত্তোলন পূর্ব্বক হরিবল! হরিবল! বলিতে বলিতে নাম সুধারস আস্বাদন ও বিতরণ করিতেছেন! পরক্ষণেই ভক্তভাব অন্তর্হিত হইতেছে এবং ব্রজের-ভাব বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিতেছে; অমনি উচ্চৈঃস্বরে রাধা রাধা বলিয়া ডাকিতেছেন এবং (শ্রীরাধার বিশেষ-ভাবাবতার) গদাধর পণ্ডিতগোস্বামীকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন!! (আমাদের আদর্শ হস্ত-লিপি সকলে এগীতিটি ভণিতা-হীন পদকল্প-তরু ও গৌরপদ তরঙ্গিণীতে

হাহা করি কান্দ, ভুজ-যুগ তুলি—বলে হরি হরি বোল,
রাধা রাধা বলি ডাকে উচ্চ করি, দেই গদাধরে কোল।

(২) নিত্যানন্দচন্দ্রস্য,—বালা সুহই।

অরুণ-বসনে, বিবিধ ভূষণে, শিরেপাগ নট-পটিয়া—
চৌদিকে হেরি, বাহু যুগ তুলি, নাচে হরিবল বলিয়া।

ভণিতা আছে এবং প্রথম চারি ছত্র বাদে অবশিষ্ট অংশের পাঠ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ যথা :—

ভাবে অরুণ, গৌরবরণ—তুলনা রহিত শোভা,
চলনি মন্থর, অতি মনোহর, হেরি জগজন—লোভা।
স্বেদ কম্প ভেদ, বাণী গদ গদ, কত ভাব পরকাশে—
সে অঙ্গ ভঙ্গীম রূপ তরঙ্গিম, তুলনা দিব সে কিসে?—
সঙ্গে সহচর, অতি সু চতুর, গাওত পূরব লীলা
পরসাদ কহে, সে গুণ শুনিতে, দরবয়ে দারুশীলা॥

(২) কখনও ভক্তগণের ভয়-ভঞ্জনার্থ, কখনও বা কোনও ভাগ্যবানের বাঞ্ছা পূরণাদি নানা কারণে মাঝে মাঝে আমার গৌরাঙ্গ সুন্দরের, ভগবান্-ভাব যোগ্যজনের নিকটে প্রকটিত হইত বটে, কিন্তু সাধারণতঃ সর্ব্বদাই তিনি আপনাকে ভক্ত-ভাবের আবরণে লুক্কায়িত রাখিতেন এবং তাহাকে অপ্রকাশ রাখার নিমিত্ত সকল নিজ-জনের প্রতিও তাঁহার যথাযোগ্য অনুরোধ ও শাসন ছিল কিন্তু আমার উদ্দাম-প্রেমময় নিতাইচাঁদ,—এ আদেশটি পদে পদে ভঙ্গ করিতেন! তাঁহার দুর্দ্দমনীয়-গৌর-প্রেমের প্রবাহ কোনও নিষেধ কোনও বাধাই মানিত না! যে হেতুক তাঁহার নিঃসন্দেহ সিদ্ধান্ত ছিল—কলিতমো নিমজ্জিত-জগত জীবগণ, গৌরগুণে না ঝুরিলে, গৌররূপে না মজিলে, গৌর-

নিতাই-রঙ্গিয়া নাচে,—
অরুণ-নয়নে, ও চাঁদ বদনে, কত না মাধুরী আছে। ধ্রু।
চলন সুন্দর,—মত্ত করীবর, নূপুর ঝঙ্কত করিয়া—
ভাবে অবশ, নাহি দিগ পাশ, গৌর বলি হুঙ্কারিয়া।

রসে না মাতিলে, তাহাদের অনর্থ ও অপরাধ বিদূরণ ও ব্রজ-প্রেমলাভ আর কিছুতেই হইবে না। অতএব এই অতর্কিত-সত্যের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি কলিভব-তারণের-সিদ্ধৌষধি—শ্রীহরিনাম,—গৌর-প্রেমের সহিত মিশাইয়া মহারঙ্গে বিতরণ ও আচারের দ্বারা প্রচার করিতেছেন।

আমার নিতাই রঙ্গিয়ার-লোক-লোচনাকর্ষী কলেবরে সন্ন্যাসীর ন্যায় অরুণ-বস্ত্র এবং সর্ব্বাঙ্গে স্ত্রীলোকের ন্যায় নানা ভূষণ বিরাজিত! মস্তকে গোপজাতির ন্যায় নটপটিয়া পাগ! দেখ, লোকলোচনাকর্ষণের ব্যপদেশে—বেশের ছলে এই রূপে অচ্যুতাগ্রজের ও শ্রীরাধার ভগ্নি অনঙ্গমঞ্জরীর ভাবাভিব্যক্তিপূর্ব্বক কলি-পীড়িত দুর্গত জনগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি-দানের নিমিত্ত—চারিদিকে চাহিতে চাহিতে দিঙ্মণ্ডলের অমঙ্গল বিলোপ করিয়া—ভক্তভাবে বাহু তুলিয়া হরিবল বলিতে বলিতে নাচিয়া চলিয়াছেন! দেখ, ভাবাবেশে তাঁহার অরুণিত-নয়নে ও চাঁদ-বদনে, ক্ষণে ক্ষণে কত নব নব মাধুরী বিকসিত হইতেছে!! হায়! এ মাধুরী বর্ণনের ভাষা নাই!! আরোও দেখ—এই লোকাতীত মাধুরীর সহিত নূপুরের ধ্বনির দ্বারা জগতের প্রাণে প্রেমের ঝঙ্কার উৎপাদন করিতে করিতে মত্ত-করীন্দ্রের রীতিতে তাঁহার নৃত্য-ভঙ্গীময় গমনের মাধুরী দর্শনেই লোক সকল প্রেমাকুল হইয়া যাইতেছে, তাহার উপরে আবার ভাবের অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! ঐ দেখ—তাঁহার প্রেমে গৌরবে ও আদরে হুঙ্কার করিতে করিতে ও সুধামধুমাখা গৌরনাম বলিতে বলিতে, ভাবে অবশ হইয়া পড়িয়াছেন। কোথা হইতে কোথায় যাইবেন মনেই নাই! দিগ-বিদিগ জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত!

বেশের—রূপের—ভাবের—প্রেম-নৃত্যের ও মধুমাখা হরিনামের এমন মহাপঞ্চামৃত-রসের-তরঙ্গে না ভাসিয়া কে থাকিতে পারে? তাহাতেই দেখ—

যতেক ভকত, ধরণী লুঠত, হেরি ও চান্দ-বয়ানিয়া
বাসুদেব ঘোষ, এ রসে বঞ্চিত, মাগ প্রেম-রস দানিয়া।

(৩) বালা।

সজনি! অপরূপ পেখলু রামা—
কনক-লতা অবলম্বনে উয়ল, হরিণী হীন-হিমধামা?
গিরিযুগ-কনক, পয়োধর উপর গীমকো গজমতি হারা
কাম, কম্বুভরি কনক-শম্ভু পরি—ঢারই সুরধনী ধারা

ভাগ্যবান্ ভক্ত-মণ্ডলী প্রকটিত-প্রেমের আতিশয্যে ধৈর্য্য-ধারণে অপারগ ও দেহ ধারণে অসমর্থ হইয়া ভূমে গড়াগড়ি দিতেছেন, এবং জগৎ প্রেমরসে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে!!

পাশ্বদ-গীতকর্ত্তা, শ্রীল বাসুদেব ঘোষ দৈন্যোক্তি করিয়া কহিতেছেন, কেবল আমি এ রসে বঞ্চিত প্রেমরস-দাতা! (দানিয়া) এ কাঙ্গালকে কিঞ্চিৎ কণা-বিন্দু দিন! (গৌরপদ তরঙ্গিণীতে ও পদ-কল্প-তরুতে "অরুণ বসনে বিদিত ভূষণে শিরে নটপটি পাগিয়া" শীতপাঠে আরম্ভ এবং বসুরামানন্দে কান্দে নিত্যানন্দে নিতাই চরণে ধরিয়া— ইতিপাঠে এ গীতটি সমাপ্ত!

(৩) অনুরাগে সদানুভূত-প্রিয়জনকে ও নিরন্তর নবীন ভাবে উপলব্ধি করায়। শ্রীরাধার সদাবর্দ্ধন-শীল-রূপ-মাধুর্য্য দর্শনে—অনুরাগান্ধ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অদৃষ্ট-পূর্ব্বা অপরিচিতা রমণী জ্ঞানে প্রেমাকুল হইয়া কোনও সখার নিকটে সবিস্ময়ে কহিতেছেন—

সজনি! আজ এক বড়ই অপূর্ব্ব রমণী-মূর্ত্তি দেখিয়াছি। দেখিয়াই বোধ হইল—এক স্বর্ণলতা-অবলম্বন-পূর্ব্বক কলঙ্ক-হীন পূর্ণচন্দ্র সমুদিত রহিয়াছে! (উয়ল—উদয় হইল। হরিণী-হীন,—কলঙ্ক-শূন্য। হিমধাম—চন্দ্র। এখানে শ্রীরাধার দেহ—স্বর্ণলতা রূপে ও তাঁহার শ্রীবদন—চন্দ্ররূপে উৎপ্রেক্ষিত)।

নয়ন-নলিনীদৌ, অঞ্জনে রঞ্জিত, ভাঙ-বিভঙ্গী-বিলাস।—
চকিত-চকোর—জোরে, বিহি বান্ধল, কেবল কাজর-পাশ। ?
প্রথম বয়সী ধনী, মুনি-মন-মোহিনী, গজবর জিনি গতি মন্দা।
সিন্দুর-তিলক ভালে, তড়িত-লতাযনু উয়ল পুনমীকো চন্দা !
(পয়সি পয়াগে, যাগ শত জাগই, সো পাওয়ে বহু ভাগি
বিদ্যাপতি কহ, গোকুল নায়ক, গোপীজন অনুরাগী।)

তাঁহার পয়োধর-যুগল যেন দুটি কনকের গিরি এবং তাহার উপরে গ্রীবায় গজমতি-হার বিলম্বিত হইয়া রহিয়াছে! আমার মনে হইল একি সুবর্ণ-নির্ম্মিত শম্ভুর বাণলিঙ্গ-মূর্ত্তির উপরে, কন্দর্প—শঙ্খদ্বারা সুরধুনীর সলিলধারা ঢালিতেছে ? (গীম—গ্রীবা। কম্বু—শঙ্খ) আর ধনী শিরোমণির নয়ন যুগল যেন দুইটি নলিনী ;—তেমনি সুন্দর, স্নিগ্ধোজ্জ্বল ও চিত্তাকর্ষক ! তাহার উপরে আবার—অঞ্জন দ্বারা সুরঞ্জিত এবং ভঙ্গীময় বিলাসিত ! দেখিয়া আমার বোধ হইল যেন বিধাতা দুইটি চকিত-চকোরকে কেবল কজ্জলের রজ্জু দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে ! (জোর—যুগল জোড়া) আহা ! প্রথম যৌবনোচিত তারুণ্যামৃত-মাখা তাহার সেই সুকুমার-দেহ সৌন্দর্য্য এবং গজেন্দ্র-বিজয়ী মন্দ-মনোহর-গতি ভঙ্গী দেখিলে—মুনিজনের মনও বিমোহিত হয় ! ! আর, সুন্দরীর ললাটোপরি বিরাজিত সিন্দুর বিন্দুটি দেখিলে মনে হয় যেন প্রভাতের রবি সদা সমুদিত হইয়া রহিয়াছে।

সখি ! তোমাকে আগেই বলিয়াছি তাহার দেহ-লতার উপরে বদনখানি যেন চাঁদ উদয় হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে সিন্দুরের বিন্দু সন্দর্শনে আমার বোধ হইল যেন একগাছি তড়িতের লতা কোনও অসাধারণ শক্তির প্রভাবে চন্দ্র ও সূর্য্যের একত্রোদয় সংঘটন করিয়াছে ! ! আহা ! যদি কেহ সর্ব্বকামনা পূরক-তীর্থরাজ প্রয়াগের জলে শতযজ্ঞ সমাধান করিয়াও (জাগাইয়া) এমন রমণী-রত্ন লাভ করিতে পারে তথাপি সে বহু ভাগ্যবান্ ! শুনিয়া, সখীর ভাবাবেশে পদকর্ত্তা উত্তর দিতেছেন, গোকুল-নায়ক ! তুমিই যথার্থ—গোপী-অনুরাগী বটে ! (এ গীতের ৭।৮ ছত্র অন্যান্য গ্রন্থে নাই ; পদকল্পতরু ও পদামৃত সমুদ্রে তৃতীয় পংক্তির প্রথমার্দ্ধ এইরূপ—গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশিত।

(৪) গান্ধার।

শুন শুন মাধব ! কহলুঁ মো তোয়—
তুয়া গুণে লুবধ মুগধি ভেল মোহই।
মলিন-চিকুর তনু চীরে—
করতলে বয়ন, নয়ন-ঝরু নীরে !
উরে দোলে শ্যামরু বেণী
কনক-কলস পর* কাল-সাপিনী
কোই রহে শ্বাস কি আশা †
কোই নলিনী দলে করয়ে বাতাস !
কোই কহে 'আওল হরি'
চমকি উঠলি শুনি নাম তোহারি !
বিদ্যাপতি রস ‡ গাওয়ে—
বিরহিণী-বিরহ¶ সখী সমুঝাওয়ে !

(৪) সখী বলিতেছেন—মাধব ! যাহার রূপে তুমি আকুল হইয়াছ, আমি সেই রাধার নিকট হইতে আসিতেছি। তাহার দশা শোন—তোমার গুণলুব্ধা সে সুন্দরী তোমার নিমিত্ত অধিকতর প্রেমাকুলিতা ! সে একেবারে মোহদশা প্রাপ্ত !! দেখিলাম, তাহার চিকুরাবলী অমার্জ্জিত এবং মলিন। চিকুরের যত্ন তো দূরের কথা, দেহের প্রতিই তাহার দৃষ্টি নাই ! তনুখানিও চিকুরের ন্যায় বিশীর্ণ এবং মলিন। পরিধানেও মলিন বসন (চীর); বদন করতলে বিন্যস্ত ! নয়ন হইতে অনবরত ধারা বহিতেছে !! শ্যামল (শ্যামরু) কেশের বেণীটি,—স্বর্ণকুম্ভে কালসাপিনীর ন্যায় বক্ষোজের উপরে দোলিতেছে ! তোমার নিকটে আসিবার সময়ে দেখিলাম—তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যাইতেছে !! সখীগণের কেহ শ্বাসের আশায় আকুল হইয়া রহিয়াছে। কেহ নলিনীর-দল দ্বারা বাতাস করিতেছে। সকলেই মহা ব্যাকুল !! ইতিমধ্যে কোনও সুচতুরা সখী "হরি আসিয়াছেন।" এই সুধাময়ী-বাণী উচ্চারণ করায়—যেন কোনও অলৌকিক শক্তির প্রভাবে চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিয়াছে। (কিন্তু তোমাকে না দেখিয়া পরে যে কি বিপদ ঘটিয়াছে জানি না !)

পদকল্পতরুর পাঠান্তর—* কমলিনী কোরে যেন ; † কোই চতুরা ধনী হেরই নিশ্বাস, ‡ কবি ; ¶ বেদন।

(৫) বালা।

শুন শুন মাধব! পড়ল অকাজ,
বিরহিণী রোদতি মন্দির মাঝ!
অচেতন সুন্দরী না মেলয় দিঠি
কনক-পুতলী যৈছে অবনীতে লুঠি!
কো-জানে কৈছন তোহারি পীরিতি
বাঢ়ায়া দারুণ প্রেম, বধহ যুবতী!
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি!
সুপুরুখ না ছোড়ই, রসবতী নারী।

(৬) দেশাগ।

কবে সে হইবে মোর শুভক্ষণ দিন—*
নয়নে নেহারিতে না বাসব ভিন!
শুন শুন এ সখি! নিবেদিয়ু তোয়—
নিশ্চয় মিলব কিয়ে সুধামুখী মোয়?

(৫) এই সময়ে শ্রীরাধার নিকট হইতে অন্য কোনও সখী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন—মাধব! তোমার নব-নব মাধুরীতে বড়ই অকার্য্য উপস্থিত! তোমাকে না দেখিয়া বিহারিণী কেবলই কাঁদিয়া আকুল হইতেছে! গুরুমন্দিরে যে এরূপ রোদন বিপদজনক, তাহার এ জ্ঞান পর্য্যন্ত নাই! মন্দিরেই অবিশ্রান্ত কাঁদিতেছে! কাঁদিতে কাঁদিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িতেছে! চক্ষু নিমীলিত হইয়া যাইতেছে! সোণার পুতুলী অবনীতে লুণ্ঠিত হইতেছে!! এই অবস্থায় রাখিয়াই আমি চলিয়া আসিয়াছি, এখন কি সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে জানি না!!

তোমার এ কিরূপ প্রেম? নিদারুণ প্রেম বাড়াইয়া যুবতী বধ করাই কি তোমার পুরুষত্ব? ক্ষোভে দুঃখে আবেগে অভিভূতা এবং অধিক বাগ্‌বিন্যাসে অসমর্থা—বক্তা-সখীর ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা বিদ্যাপতি ঠাকুর—উপসংহারে গদগদ কণ্ঠে কহিতেছেন, মুরারি! (অর্থাৎ হে কুৎসা-বিনাশকারী!) রসবতী নারীকে এরূপে পরিত্যাগ তোমার মত সু-পুরুষের কর্ত্তব্য নহে!

(৬) ৩নং গীতোক্ত "অপরূপ-রাগে ও ভাবে" হরির অন্তর ভরিয়া রহিয়াছিল!

* কল্পতরুতে ভণিতা—ঐছন কাতর নাগর ভাষ, শুনি কবিরঞ্জন চলু ধনী পাশ।

সুমধুর বোল কবে শুনব শ্রবণে ?
আধ-মুচকি হাসি হেরব নয়নে ?
কুচপর কবে কর পরশিতে যাব ?
করে কর বারি ধনী মুখ পালটিব !
চরণ পরশি মুখ করব সরস—
রসাবেশে অঙ্গে ধনী করিবে আলস !
রাই-রঙ্গিণী যব মিলব কোর—
সফল জীবন তব হইবে মোর !

প্রথম সখীর বাক্য-ভঙ্গীতে যখন বুঝিলেন—সে অপরূপ রমণী আর কেহ নহে, আমারই প্রাণাধিকা রাধিকা, তখন তাঁহার মনে বিতর্ক উঠিতে লাগিল—"আজ বিমুখী রাধা,—আমার প্রতি অভিলাষ-ব্যঞ্জক-হসিতাবলোকন কি কোনও স্বাভি-[illegible] দেখাইলেন না কেন ? নিশ্চয়ই কোনও রূপ বৃথা সন্দেহে বামাময়ী আমার [illegible] বিমুখী হইয়াছেন। হায় ! এখন উপায় কি ?" এইরূপ ভাবাবর্ত্তে মগ্ন [illegible]—প্রথম সখীর সকল কথা অবধান পূর্ব্বক শুনিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়া সখীর কথা, তাহার প্রাণে বিষম বাজিল। সুতরাং উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া দীন-ভাবে বলিতেছেন—হায় ! আমার কি সে শুভদিন হইবে ? প্রাণেশ্বরী সুধা-সঞ্জাত-[illegible] পূর্ব্বক বাক্যের প্রাণহরা দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিবেন ? সখি ! আমার নিবেদন শুন—আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি—আমার [illegible]—সত্য কি সুবামুখী (রাধা) আমার সহিত মিলনের [illegible] হায় ! কতক্ষণে তাঁহার মধুর-বাণী শুনিয়া এবং আধ আধ-মুচকি-হাসি দেখিয়া প্রাণ জুড়াইব ? আর আমি যখন তাঁহার কুচ-যুগল স্পর্শ করিতে উদ্যত হইব তখন তিনি স্বীয় করে আমার কর ধারণ করিবেন এবং তৎসঙ্গে চুম্বন [illegible] পাদদেশে মধুর ভঙ্গীতে মুখ ফিরাইয়া কুণ্ডল বিলোলিত গণ্ডস্থলের লাবণ্য প্রদর্শনে আমাকে মোহিত করিবেন ?

তদনন্তর আমি চরণে ধরিয়া তাঁহার কপট-কোপ শান্ত ও হৃদয় রসপূর্ণ—করিলে বরাবলোকিনী—রসাবেশে শিথিলাঙ্গিনী হইয়া আমার অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া দিবেন, কিন্তু সখি ! আমি তোমাদের রসময়ীর রহস্যময় ভাবের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া এখনও দারিদ্র্য দুর্দিপাকে ঘুরিতেছি, রঙ্গিণী রাধাকে যখন ক্রোড়ে ধারণ করিব, তখনই আমার জীবন সফল হইবে।

(৭) বরাড়ি।

মাধব মনোরথে বাঢ়ল কাম—
দূতী পাঠাওল শশিমুখী-ঠাম,
সো-ধনী-পাশ কহল সব বাতা—
অনুরাগিণী! অনুকূল বিধাতা!
এ সখি! শ্যাম-সুনাগর রায়—
সো অব তো-বিনু ধরণী লোটায়!
সো রূপ-মাধুরী সব ভেল আন—
যামিনী বিনু কি চাঁদ পহিছান?
এ ধনি! অব যদি করহ বিলম্ব—
সো-জীয়ে তোহারি আশ অবলম্ব!
এতদিনে সংশয় সব ভেল খীন—
তুহু ভেল সলিল, কানু ভেল মীন।
কহে হরিবল্লভ শুন সুকুমারি!
তুয়া গুণে বিকাওল লুবধ-মুরারি।*

(৭) মনোরথের অনুশীলনে—মাধবের বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল এবং যে কোনও রূপে রাধাকে অভিসার করাইয়া আনিবার নিমিত্ত শশি-বদনীর নিকটে দূতীকে পুনঃ প্রেরণ করিলেন। ধনীর সন্নিধানে যাইয়া দূতী মাধবের সকল সংবাদ (কথাবার্ত্তা) বলিলেন ও হাসিয়া কহিলেন—অনুরাগিণী! বিধাতা পরমানুকূল! শ্যাম-সু-নাগর তোমারি নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া ধরণী-লুণ্ঠিত হইতেছেন! আহা! তাহার সে জগন্নারী-মনোহর রূপ ও অপরূপ-লাবণ্য বিরহোত্তাপে একেবারে মলিন হইয়া গিয়াছে! (আন—অন্যরূপ)।

যেমন রজনী ব্যতিরেকে চান্দকে চেনা যায় না (পহিছান—পরিচয় করা) অর্থাৎ যদ্রূপ সুধাকরের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির বিকাশ কেবল যামিনীর সহিত সম্মিলনেই ঘটিয়া থাকে নহিলে রশ্মিহীন! সেইরূপ তোমাব্যতীত শ্যাম-সুধাকর এমনি মলিন ও বিশীর্ণ দশাগ্রস্ত যে তাহাকে দেখিলে চেনা যায় না!! অতএব আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব কর্ত্তব্য নহে—এখনি অভিসারে চল। কারণ কেবল-মাত্র তোমার গমনাশাবলম্বনে—হরি প্রাণ ধারণ করিতেছেন!! সখি! এতদিনে আমার মনের একটি সন্দেহ সমূলে উন্মূলিত হইল! বুঝিলাম আমাদের বিপক্ষ-দলের বড়াই একেবারে বৃথা এবং একবারমাত্র তুমিই কানু-মীনের সলিল স্বরূপিণী অর্থাৎ জীবনের অবলম্বন!

দূতীর বচন শ্রবণে গৌরবে প্রফুল্লিতা হইয়া তত্রোপবিষ্টা-শ্রীরাধার-সখীর ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়) কহিতেছেন,—সুকুমারি! তোর মত গুণবতী ভুবনদুর্ল্লভা বলিয়াই তো মাধব তোর গুণে এমন বিক্রীত!

(৮) ধানসী।

কুন্দ-কুসুম ভরি কবরী-কো ভার—
হৃদয় বিরাজিত মোতিম হার;
চান্দনী-রজনী-উজোরল-গোরী—
হরি অভিসার রভস-রসে ভোরি;
ধবল বিভূষণ, অম্বর, বনয়ী—
ধবলিম-কৌমুদী-মিলি তনু চলই।
হেরইতে লোচন পরিজন-ভুল—
রঙ্গ-পুতলী কিয়ে রসমাহ বুর?
চন্দন-চরচিত রুচির কপূর—
অঙ্গ হি অঙ্গ অনঙ্গ ভরি পুর।
পূরতি মনোরথ গতি অনিবার—
গুরুকুল-কণ্টক কি করয়ে পার?
মূরতি-শৃঙ্গার পীরিতিময় ভাষ।
মিললি নিকুঞ্জে কহে গোবিন্দদাস!

(৮) সখীর চেষ্টা ও চাতুর্য্য সফল হইল, প্রেমময়ী তখনি অভিসারে চলিলেন! কোনও অনুসঙ্গিনীর মুখে তাঁহার অভিসার চিত্রটি এই গীতে কথিত হইয়াছে। যথা,—দেখ আমাদের কলাবতী-মণি কুন্দ-কুসুমের স্তবকে কবরী পূর্ণ করিয়া, উহা ধবলিত করিয়াছেন। হৃদয়ে অমল-শ্বেত-মুক্তার হার বিরাজিত! শ্রীঅঙ্গখানি কর্পূরে সুশোভিত ও শ্বেত-চন্দনে-চর্চ্চিত। অঙ্গ হইতে অঙ্গান্তর অনঙ্গ-প্রবাহে পূর্ণ (ভরপূর) হইতেছে! আজ আমাদের গোরী—কান্তাভিসারের রসানন্দে ভোর হইয়া জ্যোৎস্নাময়ী রজনীকে আরোও যেন উজ্জ্বলিত করিয়া তুলিয়াছেন! সুতরাং ধবল-মণিভূষণ-পরিহিতা ও ধবল-বসনে বলয়িতা (অঙ্গবেষ্টিতা) বিনোদিনী ধবল-কৌমুদীতে অঙ্গ মিলাইয়া সহজেই অলক্ষিতে চলিতেছেন! তদ্দর্শনে পরিজনের নয়নে ভ্রান্তি জন্মিতেছে,—একি রাঙ্এর পুতলী পারদে (রসে) ডুবিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল?

দেখ মনোরথ-পুরণের নিমিত্ত কেমন অনিবার গতিতে চলিতেছেন, গুরুকুল-রূপ কণ্টকে এ অব্যাহত গতির কোনও বাধা জন্মাইতে অর্থাৎ কিছুই করিতে পারে না! আহা! আমাদের শ্যাম-মনোহারিণী আজ শৃঙ্গারের সচল প্রতিমাবৎ অর্থাৎ মূর্ত্তিমান বেশের ন্যায় শোভাময়ী হইয়া প্রীতি-সুধামাখা কণ্ঠে কথা কহিতে কহিতে কান্তের সহিত নিকুঞ্জে মিলিতা হইতেছেন।

(৯) বরাড়ি।

রাধা-বদন বিলোকন-বিকশিত বিবিধ-বিকার-বিভঙ্গং
জলনিধিমিব, বিধু-মণ্ডল-দর্শন-তরলিত-তুঙ্গ তরঙ্গং
হরি মেকরসং-চিরমভিলষিত বিলাসং—
সা দদর্শ গুরু-হর্ষ-বশম্বদ—বদন-মনঙ্গ-বিকাশং।
হার-মমলতর তার মুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদূরং—
স্ফুটতর ফেন-কদম্ব-করম্বিত-মিব যমুনা-জল-পূরং!
শ্যামল মৃদুল কলেবর-মণ্ডল-মধিগত গৌর-দুকূলং।
নীল-নলিন-মিব পীত-পরাগ-পটল-ভর বলয়িত মূলং॥
তরল-দৃগঞ্চল-বলন মনোহর, বদন জনিত রতিরাগং—
স্ফুট কমলোদর-খেলিত-খঞ্জন-যুগ-মিব শরদি তড়াগং!
বদন-কমল-পরিশীলন মিলিত মিহির সম কুণ্ডল শোভং—
স্মিত রুচি-রুচির সমুল্লসিতাধর-পল্লব কৃত-রতি-লোভং।
শশি-কিরণোচ্ছুরিতোদর-জলধর-সুন্দর সকুসুম-কেশং—
তিমিরোদিত-বিধুমণ্ডল-নির্ম্মল মলয়জ-তিলক-নিবেশং।
বিপুল-পুলকভর দন্তুরিতং, রতি-কেলি-কলাভিরধীরং—
মণিগণ-কিরণ-সমূহ সমুজ্জ্বল ভূষণ সুভগ-শরীরং।
শ্রীজয়দেব, ভণিত বিভব, দ্বিগুণীকৃত ভূষণ ভারং—
প্রণমত হৃদি বিনিধায় হরিং সুচিরং সুকৃতোদয় সারং।

(১০) কেদার।

দোহে দোহা নিরখই নয়নের কোণে—দুহু হিয়া জর জর মনমথ বাণে!
দুহু তনু পুলকিত ঘন ঘন কম্প, দুহুকত মদন সাগরে দেই ঝম্প।
দুহু দুহু আরতি পীরিতি নাহি টুটে,—দরশনে পরশে কতহ সুখ উঠে!

---

(৯) এই গীতের আস্বাদনী একাদশ ক্ষণদার ১০ নং গীতের নিম্নে দেখ।

(১০) এই গীতের আস্বাদনী সপ্তম ক্ষণদার ৭ নং গীতের নিম্নে দেখ।

(১১) কামোদ।

দেখ রাধামাধব সঙ্গ—
দুহু দোঁহ-মিলনে, আনন্দ বাঢ়ল মনে, দুহু দুহু উদিত অনঙ্গ।
দুহু কর পরশিতে, সপুলক দোঁহ তনু, দুহু দুহু আধ আধ বোল
কিঙ্কিণী নূপুর, বলয় মণিভূষণ, মঞ্জীর ধ্বনি উতরোল।
বাহু কাণু আলিঙ্গন, নীলমণি কাঞ্চন, হেরইতে লোচন ভোর—
আবেশ অবশ দুহু—তনু ভেল আকুল, জলধরে বিজুরী উজোর
ঘন ঘন চুম্বনে, দুহু মুখ দরশনে, মন্দ মধুর-মৃদু হাস,
শ্যাম-তমাল, কনকলতা-বেঢ়ল, নিছনি গোবিন্দদাস।

(১২) পঠ-মঞ্জরী।

রাতি জয় মঙ্গল, ভরল সব কানন, কো কুহু আনন্দ ভর
শ্যামের কোরে, কলাবতী বিলসই, নব ঘনে চাঁদ উজোর!
বৃন্দাবনে বনি, রমণী-শিরোমণি, অনুপম অনুগত ছান্দে—
কমলিনী সঙ্গে, রঙ্গে নব-মধুকর, মাতি রহল মকরন্দে?
দুহু মুখ হেরি দুহু, করু কত চুম্বন, মাতল-মনসিজ-রঙ্গে!*
বাঢ়ল পীরিতি-সিন্ধু, দুহু ভেল আকুল, ভাসল রসের তরঙ্গে!

---

(১১) কেলিবিলাসের ছবি। এ গীতি বর্ণিত বিলাস "আবেশময়" এবং ইহার পরের গীতোক্ত লীলা-বিলাস "কৌতুক-প্রধান"। সেই জন্যই তাহাতে উভয়ের বিবিধ-বৈদগ্ধীর 'ভর' অর্থাৎ অবাধ প্রদর্শিত।

(১২) এ গানে রাধামাধবের বিপরীত বিহার বর্ণিত হইয়াছে। রসজ্ঞ-ভক্ত-মণ্ডলী স্পষ্টার্থ মূলের পদগুলি বারংবার আবৃত্তি দ্বারা লীলানুভব ও রসাস্বাদন করুন। আমরা কেবল প্রথম ছএটির তাৎপর্য্য মাত্র পরিস্ফুট করিতেছি। যথা—

নিবিড় আলিঙ্গনে দুহু তনু মিলনে, হেমমণি মরকত জোর
যদুনাথ দাসে কয়, দুহু রস-সুখময়, কত কত বৈদগধি ওর!

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভাগে ষড়বিংশ ক্ষণদা।

"আজ রাধামাধবের রতি-কেলিরূপ মঙ্গল-জয়োৎসবে কানন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! দেখ,—কুঞ্জ-কেতনের পুষ্পিতা ও নব-পল্লবিতা লতিকারাজির ও তরু নিচয়ের সহিত—সমগ্র কাননের তরুলতাগণ মন্দ-মারুত-হিল্লোলে নাচিতেছে! আর সকলকেই অজস্র নিজ নিজ পরিমল উপঢৌকন প্রদান করিতেছে!

মলয়ানীল—সুনির্ম্মল-যমুনার-নীর-কণা ও পুষ্প-পরিমল অঙ্গে মাখিয়া নানারঙ্গে নানা তরঙ্গে, নাচিতেছে আর কেলি বিলাসী কিশোর-কিশোরীর শ্রমাপনোদন করিতে করিতে শৈত্য ও সৌগন্ধ উপহার দিতেছে এবং আনন্দোল্লাস লতা পাতাকে দোলাইয়া—তরণী-সুতার চলমল তনুতে মৃদু মৃদু-তরঙ্গ-লহরী তুলিয়া—পক্ষী-মৃগাদির অঙ্গ ঠেলাইয়া—সখীগণের অলক-নিচোলাদি সঞ্চালন ও উত্তোলন করিয়া কতই রঙ্গ করিতেছে! এদিকে আকাশের সুধাকর,—দিনকর-কুমারী তরঙ্গের উপরে আরোহণ করিয়া বসিয়াছে এবং অসংখ্য-মূর্ত্তি ধরিয়া—কত অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া তরঙ্গের সহিত নাচিতেছে!

আর—সমগ্র বনভূমি, চন্দ্র-কিরণ গায়ে মাখিয়া হাসিতেছে! ময়ূর মধুকর কোকিল, শারী, শুক, চাতকাদি পক্ষিগণ, মধুর ধ্বনিতে আকাশ ও বনভূমি মুখরিত করিয়া পরমানন্দে দুজনের গুণগান করিতেছে, কেহ কেহবা নৃত্য করিতেছে!! সখীগণের হৃদয়ে আনন্দ ধরিতেছে না! তাহাদের নয়ন মন, বদন, হস্তপদ রসনাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত আভরণ বসনাদিও যেন উৎসবোৎফুল্ল ও নৃত্যময় হইয়া উঠিয়াছে! আহা! এই অবধি-প্রাপ্ত মহানন্দের কথা সম্যক্ প্রকাশ করিবে কার সাধ্য!! ইত্যাদি!

---

* কোনও কোনও গ্রন্থের পাঠান্তর—মালতী সরসীজ রঙ্গে।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ সপ্তবিংশ ক্ষণদা,—শুক্লা দ্বাদশী।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য,—মল্লার।

গৌরাঙ্গ ঠেকিল পাকে—
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে
সুরধুনী হেরি গোরা যমুনা ভানে—
ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে!
ভাবের তরঙ্গে গোরা ত্রিভঙ্গিম রহে—
পীত বসন আর মুরলী চাহে!
প্রিয়—গদাধর করিয়া কোলে—
কোথাছিলা, কোথাছিলা গদগদ বোলে
("ভাব বুঝি পণ্ডিত রহে বাম পাশে
না বুঝয়ে এই রঙ্গ নরহরি দাসে।")

---

(১) প্রবল-প্রবাহের বেগে নদীতে যেমন বড় বড় আবর্ত্ত বা ঘূর্ণিপাক উৎপন্ন হয়—উহাতে যাহা পতিত হয়, তাহাই বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল ঘুরিতে থাকে, তেমনি আমার নদীয়া-বিহারী-গৌরহরি আজ প্রেম-স্রোতস্বিনীর ঘূর্ণিপাকে ঘুরিতেছেন! (শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি-বিশিষ্ট হইয়া শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন গৌর হইয়াছেন সত্য বটে, তথাপি প্রেম-তরঙ্গিণীর চক্রাবর্ত্তের প্রভাবে শ্রীনবদ্বীপ-বিহারে অনেক সময়ে ব্রজকিশোর ভাবেও তাঁহার লীলা বিলাস দৃষ্ট হয়!)

আজ সুরধুনীর উপবন-বিহার কালে, প্রেমের ঘূর্ণিপাকে ঠেকিয়া, আমার গৌরাঙ্গচন্দ্রের হৃদয়ে-ব্রজনাগর ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহাতেই বোধ হয় অগ্রে-নিকুঞ্জাভিসারী-কৃষ্ণাবেশে—বিরহাকুল হইয়া 'রাধা রাধা' বলিয়া ডাকিতেছেন, সুরধুনীকে তাঁহার যমুনা বলিয়া ভ্রান্তি এবং তত্তীরবর্ত্তী কুসুম-কাননকে বৃন্দাবন বলিয়া মনে হইতেছে! আর উৎকণ্ঠাকুল হইয়া ভাবিতেছেন—একবার আকর্ষণী বেণু-ধ্বনি করি। তাহাতেই বুঝি—ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইলেন! কিন্তু দাঁড়াইয়াই দেখিলেন হাতে বেণু নাই! পরিধানে পীতাম্বর নাই!!! তাই ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন—"আমার মুরলী ও পীতাম্বর কোথায় গেল?

(২) শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্ত,—সিন্দুড়া।

নিতাই কেবল, পতিত জনের বন্ধু—
জীব-চির-পুণ্য-ফলে, বিধি আনি মিলাওল,
রঙ্ক মাঝে রতনের সিন্ধু !

দেখ—এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীরাধার বিশেষ-ভাবাবতার-ভক্তশক্তি-গদাধর পণ্ডিতকে সম্মুখে দেখিয়া মনে হইয়াছে, এই যে আমার হৃদয়-বিহারিণী-রাধা সমাগতা ! অমনি পণ্ডিতকে বক্ষে ধারণ-পূর্ব্বক গদ গদ কণ্ঠে কহিতেছেন,—হায় ! এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

পণ্ডিতবর অমনি শ্রীরাধারভাবাবেশে তাঁহার বামে দাঁড়াইয়াছেন ! রসিক ভক্তগণ ব্রজের যুগল-মিলন শ্রীনবদ্বীপে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন কিন্তু সাধারণ বিজ্ঞমণ্ডলী অবতারের-ব্যক্ত-উদ্দেশ্য—জীবোদ্ধার-লীলার সহিত এ রঙ্গের কোনওরূপ কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া—গীত-কর্ত্তা ঠাকুর নরহরি তাহাদের হইয়া কহিতেছেন ! এ লীলারঙ্গ—"প্রকটনের" উদ্দেশ্য কি বুঝিতেছি না !

(২) জন্মের ও কর্ম্মের দোষে জীবের পাতিত্য জন্মে। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ধর্ম্মাচার্য্যগণের এমন কি দেবতাগণের পর্য্যন্ত পতিতের প্রতি ঘৃণা ! পতিতের জীবন চিরবিড়ম্বনাময়, ইহাদিগকে আপন বলিবার কেহ জগতে ছিল না ! কেবল আমার নিতাইচাঁদ পতিতের বন্ধুরূপে জগতে সমুদিত হইয়াছেন !

'রত্নের সিন্ধু' অসম্ভব কল্পনা বটে কিন্তু দরিদ্রের (রঙ্কের) পক্ষের রত্নের সিন্ধু লাভ যেমন কল্পনাতীত—স্বপ্নাতীত-সৌভাগ্যের বিষয়, তেমনি জীবগণের চিরপুণ্য-লব্ধ অভাবিত-সৌভাগ্যের আমার প্রেমসিন্ধু-নিতাই-সুন্দর—মানবরূপে মানব-সমাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন !

দিগ নেহারিয়া যায়, ডাকে পহু-গোরা রায়,
অবনী পড়য়ে মুরছিয়া!
নিজ সহচর মিলে, নিতাই করিয়া কোলে,
সিঞ্চে পহু চান্দ মুখ চাঞা*।
নব-কঞ্জারুণ-আঁখি, প্রেমে ছল ছল দেখি,
সুমেরু উপরে মন্দাকিনী?
মেঘ-গভীর-নাদে, পুন ভায়্যা বলি ডাকে†
পদভরে কম্পিত মেদিনী!

দেখ—আমার প্রভু—(পহু) নিতাইচাঁদ সকরুণ-দৃষ্টিতে দিগ সকলের অমঙ্গল বিধ্বংস-করিতে করিতে চলিয়াছেন! চতুর্দ্দিকবর্ত্তী জীবগণের দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া, উচ্ছলিত প্রেমে, গোর! গোর! বলিয়া ডাকিতেছেন! ডাকিতে ডাকিতে প্রেমে বাহ্য-বৃত্তিদয় ও দেহ ধারণের শক্তি অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে! হায় হায়! ঐ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িয়া গেলেন!!

সহচর ভক্তগণ ব্যাকুল হইয়া আমার নিতাইকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক বৈবর্ণাদি দর্শনে আকুল হইয়া তাঁহার চাঁদমুখে জল সিঞ্চন করিতেছেন!

কিয়ৎক্ষণান্তর—গীতকর্ত্তা আহ্লাদে গদগদ হইয়া কহিতেছেন—আমার প্রভুর মূর্চ্ছা ক্রমশঃ অপনীত হইতেছে! দেখ—নবীন নলিনীর দলবৎ অরুণ নয়নের উত্তানভাব অপনীত হইয়া প্রেমভরে আঁখি ছল ছল করিতেছে! তৎপরেই বহিতেছেন—হায় হায়! এক্ষণে স্বর্ণাচল-সুমেরুর উপরে প্রবাহিতা মন্দাকিনীর ন্যায়, তাঁহার হেম-তনুর উপরে অজস্র অশ্রু-ধারা বহিতেছে! ভায়া-গোর-সুন্দরের গুণ-চরিতের ও ভুবন-মঙ্গল-লীলার স্মৃতিতে আনন্দে ও গৌরবে উন্মত্ত হইয়া মেঘগম্ভীরনাদে ভায়া! ভায়া! বলিয়া ডাকিতেছেন এবং পদভরে পৃথিবী কাঁপিতেছে! কি আনন্দ! এ পদ-মর্দ্দনে পৃথিবীর সকল অমঙ্গল—সকল দুঃখ—সকল দুর্দ্দশা বিমর্দ্দিত হইয়া যাইতেছে!!

পদকল্পতরুর পাঠান্তর—* কান্দে পহু বদন হেরিয়া; † ভাই ভাই রব করে।

নিতাই করুণাময়, জীবে দিল প্রেমচয় ‡
যে প্রেম বিধির অবিদিত §
নিজগুণে প্রেমদানে— ভাসাইল ত্রিভুবনে
বাসুদেব ঘোষ সে বঞ্চিত ॥

(৩) ভাটিয়ারী।

আগে পাছে মোরা, যত সহচরী, যমুনাজলেরে যাই—*
ঘোঙ্গট বাড়াইতে রূপ, নয়নে লাগিয়া গেল—সোসর হইয়া নাহি চাই †
আজু কি পেখনু রূপ কদম্বের তলে—
হিয়ার মাঝারে মোর, না জানি কি জানি হৈল, নিরবধি ধিকি ধিকি জ্বলে।ধ্রু।

এইরূপে আমার নিতাইচাঁদ কলির সিংহাসন কাঁপাইয়া এবং কৃপাদৃষ্টিতে জীবের জীবনে নবীন-প্রেমভাব প্রদান করিয়া ও গৌর-নামের মহামধুতে জগৎ মাতাইয়া কলি-পীড়িত জীববৃন্দকে, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরাদি সর্ব্বপ্রকার প্রেম—যথাযোগ্য রূপে প্রদান করিতেছেন! এ প্রেম, বিধাতার সৃষ্ট স্বকীয়-সুখ-স্বার্থ-গ্রথিত জাগতিক প্রীতি নহে, উহা বিধাতার অবিদিত অলৌকিক এবং অকৈতব পদার্থ। এ প্রেমের বিষয়—প্রেমের পরদেবতা শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন।

আমার নিতাইচাঁদ এই প্রকারে জীবগণকে নিজ-গুণ-রূপ-রজ্জু দ্বারা নিরন্তর আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রেমদান করিতেছেন ও প্রেমে জগৎ ভাসাইতেছেন। পার্শ্বদ-গীতকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ ভক্তোচিত দৈন্য প্রকাশে কহিতেছেন হায়! এমন অবতারেও আমি বঞ্চিত হইয়া রহিলাম!

(৩) শ্রীরাধা কোনও সখীকে কহিতেছেন,—সখি! আমার একি হইল? আজ যখন আমরা যাবতীয় সহচরীর সহিত মিলিয়া যমুনায় গিয়াছিলাম ঐ সময়

পদকল্পতরুর পাঠান্তর—‡ প্রেমাশ্রয়; § হেন দয়া জগতে বিদিত।

পদকল্পতরুর পাঠান্তর—* আগে পাছে চলে মোর, কত প্রিয় সহচরী, যমুনার জলে আজু যাই; † সরম রহিল সেই ঠাই;

কেন বা চঞ্চল চিত—নিবারিতে নারি গো! মন মোর থির নাহি বান্ধে।—
তিলে তিন বার সখি ‡ মুরছা হইয়া থাকি, চেতন পাইলে ‍ া কান্দে!—
ধীরে ধীরে আমি, পা খানি বাড়াইতে, গুরুজনেরে বাসি ‍ য়।
বংশীবদনে কহে, শুন গো সুন্দরী রাধে! পরশিলে আর কিবা হয়!

(৪) বালা।

সো আসিতে হাম রমণী সমাজে—
দিঠি ভরি না হেরনু দারুণ লাজে!
শুনি চিত উনমত দেখি আঁখি ভোর,
চান্দ উদয়, বন্দী রহল চকোর!
মিলল পুরুখ-বর না পূরল কাম!
কিয়ে বিধি ডাহিন কিয়ে বিধি বাম?

ঘোমটা টানিয়া দিতে (ঘোঙ্গট—ঘোমটা) আমার নয়নে এক অপূর্ব্ব অভিনব রূপ লাগিয়া গিয়াছে! সঙ্কোচ বশতঃ সখীগণের সমান (সোসর) হইয়া চাহিতে পারি নাই, তথাপি সে রূপে মোহিত ও অভিভূত হইয়া গিয়াছি!

সখি! আজ কদম্বতলায় একি অপূর্ব্ব-রূপ দেখিলাম? উহা কি কোনও মানুষের রূপ না দেবমায়া অথবা কোনও প্রকার কুহক? উহা দেখিয়া অবধি আমার কি একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় উৎকট অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে এবং অনবরত হৃদয় ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে—আর কিছুতেই চিত্ত-চাঞ্চল্য নিবারণ করিতে পারিতেছি না! মন কিছুতেই স্থির হইতেছে না!! মুহুর্মুহু আমার মূর্চ্ছা হইতেছে এবং চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেই কেবল প্রাণ কাঁদিতেছে! গুরুজনের গোচরে এই সকল ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িবে বলিয়া ধীরপদবিক্ষেপে চলিতেও ভয় পাইতেছি!

এ আকুলতা কেবল শ্যামরূপদর্শনের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে, এ কথা বুঝিয়া কৌতুকিনী-সখীর ভাবাবেশে পদকর্ত্তা বংশীবদন বলিতেছেন—তাঁহার পরশ ব্যতিরেকে এ রোগের আর অন্য ঔষধ নাই। কিন্তু পরশের ফলে রোগ না বাড়িলেই রক্ষা!

(৪) আপন প্রাণকান্তের অসমোর্দ্ধ-রূপ-মাধুরী-দর্শনে—নবানুরাগের স্বভাবে উঁহাকেই অদেখা-রূপ মনে করিয়া, এই যে ভ্রমাত্মক-চিত্তবিকার জন্মিয়াছে,

পদকল্পতরুর পাঠান্তর—‡ তিলে তিলে বারে বারে।

(৫) গান্ধার।

ডাহিন নয়ন, পিশুন-দিঠি* বারণ, সখীগণ বাম হি আধ—
আধ-নয়ন-কোণে, দরশন হোয়ল † ইথে ভেল এত পরমাদ !
মনমথ ! তোহে কি কহব অনেক—
দিঠি অপরাধে, হৃদয় ‡ পরিপীড়সি, এ তুয়া কোন বিবেক ? ধ্রু
পুর, বাহির পথ, কতহি গতাগত, কো না নেহারই কান ?
তোহারি কুসুম-শর, কতিহু না সঞ্চরু, হামারি হৃদয়ে পাঁচবাণ !

কুট-কৌতুকের ফলে তাহা বাড়িয়া অনর্থক অনর্থ সংঘটন অসম্ভব নহে, এইরূপ ভাবিয়া কোনও সঙ্গিনী শ্রীরাধার ধাঁধা ঘুচাইয়া দিলে তিনি কহিতেছেন—

হায় ! হায় ! আমার সেই জীবিত-বল্লভ আসিয়াছিলেন ? আর আমি—রমণী সমাজের মধ্যবর্ত্তী থাকায় নিদারুণ লজ্জার ভরে, নয়ন ভরিয়া তাঁহাকে দর্শনও করিলাম না ! ! কি দুঃখ ! যাহার বার্ত্তা কি নাম শ্রবণেই চিত্ত আনন্দোন্মত্ত হয়, দর্শনে নয়ন ভোর হয় ; সেই সুধাকরের উদয়ে আমার নয়ন-চকোরযুগল—ঘোমটার কারাগারে বন্দী রহিয়াছিল ! অহো দুর্ভাগ্য ! ভুবন বাঞ্ছিত পুরুষোত্তমকে সমক্ষে পাইয়াও আমার কামনা পূর্ণ হইল না ! বিধাতা আমার প্রতি নির্দ্দয় কি সদয় তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ! !

(৫) সখীর বচন-পবনে প্রেমময়ীর হৃদয়স্থ—অনুরাগের সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে ! তিনি কন্দর্প-ব্যথায় আকুল হইয়া আরোও আক্ষেপ করিতেছেন যথা—দর্শনের বাধক ক্রুর (বিপক্ষ) দিগের দ্বারা আমার দক্ষিণ-নয়নের দৃষ্টি বারিত ছিল। এবং নিজ সখীগণ আমার বাম-নয়নকে অর্দ্ধাবরণ দিয়া চলিতেছিল, সুতরাং কেবলমাত্র আধ-নয়নের কোণে আমি প্রাণকান্তের সে প্রাণহারী রূপ দর্শন করিতে পাইয়াছিলাম কিন্তু সখি ! তাহাতেই এত প্রমাদ উপস্থিত যে—দেহ, ধৈর্য্য,—প্রাণ—কিছুই ধারণ করিতে পারিতেছি না ! !

ওরে মন্মথ ! ! তোমাকে অধিক আর কি বলিব—তোর বিচারে বুঝি—

পদকল্পতরুর পাঠান্তর—* গণ ; † যব হরি পেখল ; ‡ পরাণ।

(৬) শ্রীগান্ধার।

সজনি! কি কহব তোহারি সোহাগ—
সো প্রিয়তম-তন—বয়ন-নয়ন-মন, এক তোহারি অনুরাগ। ধ্রু।
কত কত নাগরী, সবগুণে আগোরি, করু কত নয়ন-তরঙ্গ—
সো সব আওল, কছুও না জানল, তুয়া-রস-গমন-তরঙ্গ!
তুয়া গুণ-গুনি শুনি, কুঞ্জ সদনে পুনি, জর জর বিরহ-হুতাস,
প্রেমতরঙ্গিণী, তুহু রস-রঙ্গিণী! অব চলু সো পিয়া পাশ।
বহু মণি-ভূষণ, জানহু দূষণ, যো রহে তনু রুচি ছায়—
সো সব পরিহরি, অভিসরু রসভরি, হরিবল্লভ যশ গায়।

প্রাণবল্লভের দর্শনও অপরাধের মধ্যে গণ্য? কিন্তু তাহা হইলেও তো, উহা—নয়নের অপরাধ! একের অপরাধে অপরের দণ্ড কেন? নয়নের অপরাধে তুই আমার হৃদয়কে পরিপীড়িত করিতেছিস্—ইহা তোর কিরূপ বিবেক?

আরোও দেখ্—পুরে, বাহিরে পথে, সর্ব্বত্রই তো সর্ব্বদা ব্রজ-যুবরাজের গমনাগমন হয় তাহাকে কেনা দেখে? কিন্তু তোর কুসুম-শরতো আর কাহারও প্রতি সন্ধানিত হয় না!! তুই বুঝি কেবল নিঃসহায় অবলার বীর? কেবল আমার কোমল হৃদয়ই বুঝি তোর পঞ্চবাণের প্রহার স্থান?

(৬) এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিতা কোনও দূতী সমাগতা হইয়া সমস্ত অবস্থাই আপন উদ্দেশ্যের অনুকূল দৃষ্টে শ্রীরাধাকে কহিতেছেন—সজনি! তোমার প্রেমের বর্ণনা হয় না, তুলনাও—কিছুই নাই! আহা! সে প্রিয়তমের তনু-বদন-নয়ন-মন—সমস্তই তোমার অনুরাগে পরিপূর্ণ। সখি! তোমার প্রেমগুণে-এমন আকৃষ্ট হইয়া রসময় আজ কুঞ্জ অভিসার করিয়াছেন যে আসিবার সময় কত কত সর্ব্বগুণ-মণ্ডিতা নাগরীগণ নয়নের তরঙ্গ-রঙ্গে কত অভিলাষ প্রদর্শন করিয়াছে, কিন্তু তোমার রস-রঙ্গে-গমন-পরায়ণ-বিরহ-কাতর-নাগরেন্দ্র কাহারও প্রতি দৃক্ষেপও করেন নাই! এখন শূন্য-কুঞ্জে বসিয়া তোমার গুণাবলী শুনিতে শুনিতে তিনি পুনরায় বিষম বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছেন।

সখি! প্রেম-সুধার অনর্গল-প্রবাহ ব্যতীত তাঁহার এই মর্ম্ম-প্রদাহক-ভীষণ-বিরহোত্তাপ অন্য কোনও উপচারে উপশম হইবার নহে। রাধে! তুমি

(৭) যতিশ্রী।

আওয়ে কুসুমে বনি, রাই-রমণী-মণি,—ধনি ধনি বৃষভানু-নবীন-তনি—
অরুণ বসন বনি, রদন কিরণ মণি, অবনীউয়লযনু থির দামিনী।
বদন চান্দ ছনি, বচন অমিয়াকণি, হরিণীনয়নী সঙ্গে প্রাণ সহচর গণি—
অরুণ চরণে মণি, নূপুর রণ ঝনি, মুগধগমনীধনী গোবিন্দদাস ভণি।—

রস-তরঙ্গময়ী মূর্ত্তিমতী-প্রেমতরঙ্গিণীস্বরূপা, অতএব এখনি তোমার সেই প্রেমাক্ত-প্রিয়তমের নিকটে চল।

অঙ্গ—আভরণে অলঙ্কৃত নহে, না থাক্; উহা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। অনিন্দ্য-সুন্দরীগণের পক্ষে—মণি ভূষণাদিও আমি দূষণ মনে করি; তদ্দ্বারা নায়কের প্রাণোন্মাদক স্বাভাবিক-অঙ্গ-কান্তি আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। অঙ্গ-সঙ্গার্থ-অভি-ব্যক্ত-ভাব বিকারই তোমার ন্যায় ভুবন-মোহিনীগণের উপযুক্ত আভরণ। অতএব এখনি রস-ভরে অভিসারে চল,—হরিবল্লভ আমরা তোমার যশ কীর্ত্তন করি। (শ্লেষার্থে—'হরিবল্লভ' গীতকর্ত্তার নাম।)

(৭) প্রিয়তমার বর্ত্ম-নিরীক্ষণ-পরায়ণ—রস তৃষিত-নাগরেন্দ্র, দূর হইতে অভিসারিণী শ্রীরাধাকে দেখিয়া, উল্লাসে আপনা আপনি বলিতেছেন—আজ আমার রমণি-মণি-রাই কুসুমাভরণে সজ্জিতা। আহা! আমার নবীনাঙ্গী-বৃষভানু-নন্দিনী প্রকৃতই ধন্যাতিধন্যা নায়িকা! দেখ—স্মরতির আতিশয্যে আজ তাহার ভূষণ-পরিধানের বিলম্বও সহে নাই! জ্যোৎস্নাভিসারের উপযোগী শ্বেত-বসন পর্য্যন্ত পরিধানে নাই! অরুণ-বসন লইয়াই অভিসারিণী হইয়াছেন!! আহা! সুধামুখীর মণি-কিরণের ন্যায় সমুজ্জ্বল দন্ত-কান্তি অরুণাম্বরে প্রতিফলিত হওয়ায় বোধ হইতেছে—যেন আজ অবনীতে স্থির দামিনীর উদয় হইয়াছে! (উয়ল—উদিত হইল) আর তাহার বদনখানি—যেন ছানিয়া অর্থাৎ ছাঁকিয়া কলঙ্ক-শূন্য করা চাঁদ! এবং সেই চান্দ হইতে সখীর সহিত মধুরালাপের ছলে যেন অমিয়-কণা সমূহ বর্ষণ করিতেছেন, এইরূপে বারংবার রস-তরঙ্গে কুঞ্জের প্রতি চকিত-নয়নে চাহিতে চাহিতে মৃগ-নয়না-ধনী আপন প্রাণ-সহচরীগণের দ্বারা পরিবৃতা হইয়া আসিতেছেন এবং তাহার অরুণ-চরণে কি মধুর ঝনরণ রবে মণি-নূপুর নিনাদিত হইতেছে!

(৮) শ্রীরাগ।

পৈঠল কেলি-নিকেতন মাহ—
পেখল শ্যাম-বরণ-নিজ নাহ,
সুন্দর বদনে মধুর-মৃদু-হাস—
চান্দ উয়ল কিয়ে সরসীজ-পাশ?
নয়ন-যুগল ভরু আনন্দ-লোর—
পীয়ত অমিয়া কিয়ে উগরে চকোর?
পুলকে ভরল তনু হরল গেয়ান!—
অমিয়া সাগরে যনু করল সিনান!

উপজল কত কত ভাব-কদম্ব—
সহচরী পাণি-কমল অবলম্ব।
মন্থর-গমনে চললি প্রিয়ঠাম—
সো মাধুরী কো কহু অনুপাম!
হেরি হেরি উছলল মদন তরঙ্গ—
কমল-নয়ন ডুবল রস-রঙ্গ!—
কলপ-লতা যনু পাওল রঙ্ক
হরিবল্লভ পরমাণ নিশঙ্ক!

সখী-ভাবাশ্রিত গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ শেষ কথাটির টিপ্পনী করিতেছেন—প্রেম-বিমুগ্ধ-গমনী ধনীর আজ বিঘ্নাশঙ্কায় ভ্রূক্ষেপও নাই!!

(৮) যে 'রূপে'—ঘোটক খুলিতে নয়নে অনুরাগিণী রাধাকে বিপদাপন্ন করিয়াছে, কেলী-কুঞ্জ গৃহে প্রবেশমাত্র তিনি সেই রূপের-প্রতিমা শ্যাম-সুন্দর নিজ নাথকে (নাহ—নাথ) দর্শন করিলেন। অমনি শশি-মুখীর সুন্দর বদনে মৃদু-মধুর-হাস্য (জোৎস্নার ন্যায়) উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! দেখিয়া—সখীগণের ধাঁধা বাঁধিয়া গেল—একি অদ্ভুত! পদ্মিনীর সন্নিধানে চান্দের উদয় হইল নাকি? আনন্দ-ময়ীর নয়নদ্বয় প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হইল! সখীবৃন্দ দেখিলেন—যেন দুইটি চকোর প্রেমামৃত উদ্গীরণ করিতেছে!

প্রবাঢ় আনন্দের প্রভাবে ধনী-মণির সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত ও সহজ জ্ঞান লোপ হইয়া গেল, তাহার মনে হইতে লাগিল যেন সুধার সাগরে অবগাহন করিতেছেন! নানা ভাবের প্রাবল্যে—আহ্লাদে অবশ হইয়া তিনি সহচরীর করে ধরিয়া মন্থর গমনে প্রিয়-তমের সমীপে উপনীতা হইলেন। এ অনুপম গমন-মাধুরী—দেবাসুর, নর, কিন্নর কাহারও বর্ণনের শক্তি নাই! কোনও সখী অপরাকে কহিতেছেন দেখ—পরস্পরের দর্শনেই উভয়ের তনুমনে মদন-তরঙ্গ উছলিয়া উঠিয়াছে! এবং কমল-নয়ন

(৯) শ্রীরাগ।

রাধা বদন নিরখি রহু কান—
ভাবে ভরল অঙ্গ ধরল ধেয়ান!
রাই বুঝল উত মরম কো বোল!—
বাহু পসারি কানু করু কোর!
অধর-সুধারস পুন পুন পিব—
সখীগণ হেরই, তে জীবন জীব!
কিঙ্কিণী ঝন ঝনি ঘন পরিরম্ভ
তাণ্ডব করু কিয়ে মনসিজ-দম্ভ?
পূরল মদন-মনোরথ-কেলি—
নখ রদ খণ্ডন—মণ্ডন ভেলি!

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভাগে সপ্তবিংশ ক্ষণদা।

(নাগরেন্দ্র) রস-তরঙ্গে ডুবিয়া গিয়াছেন! কোনও ভাগ্যে হঠাৎ কল্পলতা লাভ হইলে, কাঙ্গালের তনুমননয়ন—যেমন আনন্দের উচ্ছ্বাসে নাচিতে থাকে, দেখ—মাধবের ঠিক সেই দশা উপস্থিত!! গীতকর্ত্তা হরিবল্লভ সম্বোধিতা সখীর ভাবাবেশে কহিতেছেন, ঠিক কথা! (রঙ্ক—কাঙ্গাল; নিশঙ্ক—নিঃশঙ্ক)।

(৯) ভাবোন্মত্ত-নাগরেন্দ্র বিনোদিনীর বদনের পানে অনিমিখে চাহিয়া রহিলেন! চাহিতে চাহিতে তাহার নয়নদ্বয় ভাবভরে ধ্যান-স্তিমিত হইয়া উঠিল। প্রেমময়ী প্রাণকান্তের মনের ভাব বুঝিয়া—বাহু প্রসারণপূর্ব্বক তাহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ অধরসুধা পান করাইতে লাগিলেন। (উত—উহাতে) সখীবৃন্দ দেখিলেন তাহাতে নাগর-বরের চৈতন্য সঞ্চারিত হইয়া উঠিল! তৎপরে ঘন ঘন গাঢ়ালিঙ্গন ও কিঙ্কিণীর ঝন্ ঝন্ ধ্বনি আরম্ভ হইলে—সখীগণের বোধ হইল যেন কন্দর্প-দর্পের মধুর নৃত্য হইতেছে! এইরূপে মদনের মনোরথ-পূর্ণ অর্থাৎ কেলী-বিলাস-সমাধান হইলে—লতা-বাতায়নেদত্ত-নয়না-লীলাদর্শনকারিণী অজ্ঞাত নামা গীতকর্ত্তা বলিতেছেন দেখ—আমাদের নিরাভরণা-কিশোরী-মণির সুকোমল কলেবরে নখ-দশনের চিহ্ন-রাজি কেমন অপূর্ব্ব ভূষণ-স্বরূপ হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছে!!

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ অষ্টবিংশ ক্ষণদা,—শুক্লা ত্রয়োদশী।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য,—কামোদ।

গোরাঙ্গ বিহরই পরম আনন্দে—
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, গঙ্গা পুলিনরঙ্গে, হরি হরি বলে নিজবৃন্দে।
কাঁচা কাঞ্চন মণি, গোরারূপ তাহাজিনি, ডগমগি প্রেমতরঙ্গে,
ও নব কুসুম দাম, গলে দলে অনুপাম, হেলন নরহরি অঙ্গে।
প্রিয়তম গদাধর ধরিয়া সে বামকর, নিজগুণ গাওয়ে গোবিন্দে—
ভাবে ভরল তনু, পুলক কদম্ব যনু, গরজন যৈছন সিংহে।

---

(১) সুরধুনীর পুলিনে—নিজগণ মধুর-তানে হরিনাম গান করিতেছেন, আর আমার গৌরাঙ্গ-সুন্দর নিত্যানন্দচন্দ্রের সহিত পরমানন্দে মণ্ডলীর মধ্যস্থানে বিরাজিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন বিহার করিতেছেন! তাঁহার কাঁচা-কাঞ্চন-কান্তি-তনুখানি—প্রেম-তরঙ্গে ডগমগ করিতেছে!! গলদেশে অনুপম-সুন্দর-কুসুমের মালা দোলিতেছে! গীতকর্ত্তা কহিতেছেন দেখ—প্রবর্দ্ধমান-প্রেমের ভরে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ এলাইয়া পড়ায়—প্রিয়-পার্ষদ শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর হেমাঙ্গ-সুন্দরকে স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিলেন এবং প্রিয়তম-পার্ষদ—গদাধর-পণ্ডিত ভাব-মণ্ডিত হইয়া প্রভুর বাম কর করে ধারণ করিয়া—বামে দাঁড়াইলেন। আর মধুকণ্ঠগোবিন্দ ঘোষ সুস্বরে ভাবের অনুরূপ ব্রজরস গান করিতেছেন।

আহা! কি অপরূপ-প্রেম-বিকার! ভাবময়ের শ্রীঅঙ্গখানি ভাবে পূর্ণ হইয়া কেবলই ফুলিতেছে! এবং সর্ব্বাঙ্গে কদম্ব-কেশরের ন্যায় পুলকাবলী বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে আর উত্তেজিত-সিংহের ন্যায় গভীর-নাদে ঘন ঘন প্রেম-গর্জ্জন করিতেছেন। আবার মুহূর্ত্ত মধ্যেই—অদ্ভুত ভাবান্তর উপস্থিত! দেখ একবার ঈষৎ হাস্য প্রকাশ করিয়া এক্ষণে অরুণ-নয়নে অজস্র-অশ্রুমোচন করিতেছেন! হায়! কি অভিলাষে এ আশ্চর্য্য রোদন? কি বলিব!

ঈষত হাসিয়াক্ষণে, অরুণ নয়ন কোণে-রোয়ত কিবা অভিলাষে?
সঙরি সে সব খেলা, বৃন্দাবন-রসলীলা, কি বলিব বাসুদেব ঘোষে!

(২) নিত্যানন্দচন্দ্রস্য,—শ্রীরাগ।

নিতাই চৈতন্য দুটি ভাই দয়ার অবধি।
শিব ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম যাচে নিরবধি॥
চারি বেদে অন্বেষয়ে যে প্রেম পাইতে।
হেন প্রেম দুটি ভাই যাচে অবিরতে॥

আমার প্রভুর প্রিয়-পার্ষদ শ্রীল—বাসুদেব ঘোষ এ গীতের রচয়িতা। তিনি গীতের ভণিতায় বলিয়াছেন, এ সকল লীলা—ব্রজের রস-ক্রীড়ার স্মরণ সমুদ্ভূত। এ কথার পরে আপনি প্রশ্ন উঠে 'আজিকার লীলার কোন্ তরঙ্গ—ব্রজের কোন্ লীলার আবেশ সঞ্জাত?' গীতকর্ত্তা বলিতেছেন—"কি বলিব?" এই চাতুরীময় উত্তর দ্বারা তিনি নিশ্চয়ই রসিক ভক্তবৃন্দকে আলোচনার সুখ-সিন্ধুতে নিমজ্জনের নিমিত্ত সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। অতএব শ্রীগৌর-সুন্দরের এই অপরূপ মধ্যাহ্ন-লীলা শ্রীকুণ্ড-লীলাদির অনুকরণ কিনা? রাধা-বিরহ ভাবোদয়ে প্রভুর অঙ্গ এলাইয়া—মধুমতী-সখীর-ভাবাবতার নরহরি ঠাকুরের অঙ্গে দেহ রক্ষা কিনা? তারপর গদাধর পণ্ডিতকে দেখিয়া শ্রীরাধার সহিত মিলনানন্দের অনুভবে তাঁহার কর ধারণ কিনা? গোবিন্দ ঘোষের মধুময়-গীতি-রস পানে মধুপানানন্দের অনুভবে সিংহনাদ কিনা? এবং তৎপরে শ্রীরাধা-ভাবের সাবল্যে ভাব পরিবর্ত্তন ও আপনাকে রাধা জ্ঞান কিনা? আর সূর্য্য পূজার-পুরোহিত-রূপধারী-প্রাণকান্তের সুকৌশল-সম্মিলন-চাতুরী ও আর্য্যা-জটিলার সহিত তৎকালিক রঙ্গোক্তি শ্রবণাবেশে মন্দহাস্য কিনা? তৎপর গৃহগমনাবেশ-সঞ্জাত-বিরহ-ভাবের-সমুদয়ে রোদন কিনা? এ সকল প্রশ্ন উত্থাপন পূর্ব্বক ইষ্টগোষ্ঠী-আলোচনা কর্ত্তব্য।

(২) আমার শ্রীশ্রীনিতাই-চৈতন্য-ভ্রাতৃদ্বয় দয়ার অবধি। দেখ—যে প্রেমরস—শিবব্রহ্মাদিরও দুর্লভ, দুই ভাইতে মিলিয়া—সেই পরম-সার-ধন নিরন্তর জীবগণকে যাচিয়া বিলাইতেছেন! (১৪শী, ক্ষণদার ১নং গীতের আস্বাদনীতে "দয়ার অবধি" শব্দের আলোচনা দ্রষ্টব্য) কেহ বলিতে পারেন—"রাঢ়দেশের একচক্রা গ্রাম নিবাসী

পতিত দুর্গত যত, কলি হত যারা—
নিতাই চৈতন্য বলি নাচে গায় তারা!
ভুবন-মঙ্গল ভেল সঙ্কীর্ত্তন-রসে,
রায় অনন্ত কাঁদে না পাইয়া শেষে।

হাড়াই পণ্ডিতের পুত্র শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র তিনি কি করিয়া নবদ্বীপ নিবাসী জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের "ভাই" হইলেন? এ কথার উত্তর ত্রিবিধ। যথা—

(১) শ্রীভগবান্ যেমন ত্রেতাযুগে মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম-শ্রীরামচন্দ্র রূপে এবং দ্বাপরে লীলাপুরুষোত্তম-শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রূপে ও কলিতে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যচন্দ্র রূপে অবতীর্ণ, তেমনি তাঁহার ত্রেতাবতারের অনুজমূর্ত্তি-শ্রীলক্ষ্মণ—দ্বাপরে দাদা বলাই রূপে এবং কলিতে শ্রীনিত্যানন্দ রূপে প্রকটিত।

(২) লোক-লীলায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অগ্রজ সঙ্কর্ষণাবতার—শ্রীমদ্ বিশ্বরূপ মিশ্র,—আপনার সমস্ত শক্তি শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রেতে রাখিয়া অপ্রকট হইয়াছিলেন।

(৩) শ্রীনিতাইচাঁদের নবদ্বীপে আগমনের পর চৈতন্য-জননী শ্রীশচীদেবী তাঁহার দর্শনমাত্র পুত্র-বাৎসল্যে দ্রবীভূত হইয়া তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ-পুত্ররূপে গ্রহণ ও আচরণ করেন। তত্ত্ব ও লীলা-মূলক এই সকল কারণে এবং প্রকৃতি, কান্তি ও আকৃতির পরমাশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্যরূপ তটস্থ লক্ষণে, শ্রীনিতাই-চৈতন্য—তত্ত্বজ্ঞ, রসজ্ঞ, ভাবজ্ঞ, সর্ব্ববিধ বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃকই "দুই ভাই" বলিয়া স্বীকৃত ও কীর্ত্তিত।

এখন "শিব ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম" কথাটির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মা যাবতীয় বস্তুর বস্তুর গুণের ও স্বভাবাদি সমস্তের স্রষ্টিকর্ত্তা; এবং শিব, তত্তাবতের সংহরণকারী। এ দুজনের দুর্লভ বলাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, এই প্রেম এ জগতের বৈকারিক-বস্তু নহে। বস্তুতঃ উহা ব্রজ-গোপীগণের ভাণ্ডারের গুপ্তধন—অপ্রাকৃত—অকৈতব-নিত্য-বস্তু। গোপ-বালকগণের সৌখ্য-সৌভাগ্য দেখিয়া—অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্‌কে—ভক্ষিত দ্রব্যের ভাগ দিতে দিতে তাহাদের ভোজন লীলা দর্শনেই, জগৎস্রষ্টা যে ব্রহ্মা সন্দেহের ও বিস্ময়ের সাগরে ডুবিয়া গিয়াছিলেন! গোপী-প্রেম বস্তুটি যে সে ব্রহ্মার দুর্লভ তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর গোপী-বেশ ধারণ করিয়া মহাদেবের রাস-কেলী দর্শনাধিকারের কাহিনীটির দ্বারাই—এ প্রেম যে তাহারও দুর্লভ তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া রহিয়াছে।

পরমদয়াল শ্রীশ্রীনিতাই-চৈতন্য এ হেন মহা-দুর্লভ-প্রেমধন, নিরন্তর যাহাকে

(৩) বালা।

গেলি কামিনী, গজহু গামিনী বিহসি পালটি নেহারি—
ঐন্দ্রজালিক, কুসুম-শায়ক—কুহকী ভেলী বরনারী।
জোরি ভুজ-যুগ, মোরি বেঢ়ল, তবহু বয়ান সুছন্দ
দাম চম্পকে, কাম পূজল, যৈছে শারদ-চন্দ!
উরহি অঞ্চল, ঝাঁপি চঞ্চল, আধ-পয়োধর হেরু
পবন পরাভবে, শারদ-ঘন যনু, বেকত কয়ল সুমেরু—

তাহাকে—যাচিয়া বিতরণ করিতেছেন! যে প্রেম বেদ-চতুষ্টয়েরও অন্বেষণীয় বস্তু, কিম্বা যে প্রেমের অলৌকিক আচরিত শ্রবণে কৌতুহলী হইয়া বিদ্যাগর্ব্বিত-জ্ঞানী মণ্ডলী সাধারণ ভাবে চারিবেদে উহার অন্বেষণ করিয়া বৃথা-পরিশ্রান্ত হন, বেদগুহ্য সেই পরম-পুরুষার্থ-প্রেমধন—দুইভাই নির্ব্বিচারে জগতে বিলাইতেছেন। দেখ, পতিত দুর্গত—কলিহত জনেরাও আজ সে সুদুর্ল্লভ-প্রেমলাভে কৃতার্থ হইয়া নিতাই চৈতন্যের নাম গুণ গাহিতেছে ও নাচিতেছে! এবং সেই সুমধুর-সঙ্কীর্ত্তন-রসে ভুবনের মহামঙ্গল সংসাধিত হইতেছে! হায়! কেবল ভাগ্যহীন আমি (গীতকর্ত্তা) অনন্তদাস সে রসের একটুকু অবশেষও না পাইয়া কাঁদিতেছি!!

(৩) শ্রীরাধাকে দূর হইতে দর্শন করিয়া—অনুরাগের প্রভাবে অপরিচিতা কামিনী বোধে, সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ-শ্রীকৃষ্ণ কোনও সখীকে কহিতেছেন—সখি! আজ একটি গজেন্দ্র-গামিনী কামিনী সহাস্য-বদনে আমার পানে ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে আমার নয়নে ইন্দ্রজালের ধাঁধা লাগাইয়া চলিয়া গেল! আহা! সে যেন ঠিক ঐন্দ্রজালিক-কন্দর্পের কুহকিনা (কুহকী) হইয়া আমাকে দেখা দিয়াছিল! তাহাতেই—যখন সে ভুজ-যুগল একত্র করিয়া মোড়া দিয়া, সুমনোহর-ভঙ্গীতে তদ্বারা বদন বেষ্টন করিল; তখন আমি দেখিলাম—যেন কন্দর্প চম্পকের-মালাদ্বারা শারদ-শশধরের পূজা করিতেছেন!

("পুনহি দরশনে, জীবন জুড়াওব, টুটব বিরহকো ওর
চরণে যাবক, হৃদয়-পাবক, দহই সব অঙ্গ মোর!
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতি! চিত থির নাহি হোয়
সে যে রমণী, পরম-গুণমণি পুন কি মিলব মোয়?")

(৪) কর্ণাট।

নিন্দতি চন্দন-মিন্দুকিরণ মনুবিন্দতি খেদ-মধীরং
ব্যাল-নিলয় মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয় সমীরং ॥ ১ ॥

আর যখন সে, পবন-সঞ্চারিত-বক্ষ-বসন অঙ্গে ঝাপিয়া দিতেছিল, তখন অৰ্দ্ধ-পয়োধর-দর্শনে আমার মনে হইল, যেন সুমেরুর উপরিস্থ শরৎকালের মেঘ—পবনের দ্বারা পরাভূত (তাড়িত) হইয়া স্বর্ণাচলকে ব্যক্ত করিতেছে!

সখি! সে সুবদনীকে কি আবার দর্শন করিয়া প্রাণ জুড়াইতে পারিব? আমার হৃদয়ের এই সুগভীর-বিরহ-বেদনা কি প্রশমিত হইবে? বলিতে কি সখি! তাহার চরণ যাবকের দীপ্তি, পাবকের ন্যায় হৃদয়ে প্রবেশিয়া আমার সৰ্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিতেছে! বিদ্যাপতি-শ্রীকৃষ্ণ আরোও কহিতেছেন—যুবতি! (বিদগ্ধা-সখি!) আমার মন আর কিছুতেই স্থির হইতেছে না! সে পরম-গুণবতী রমণী-মণিকে কি আমি আবার পাইব? (বিদ্যাপতি শব্দটি শ্লিষ্ট উহার দ্বিতীয়ার্থ গীতকর্তার নাম)

এইটি শ্রীগীতগোবিন্দের (৪র্থ সর্গস্থ) ৮ নং গীত। ইহার পূজারী গোস্বামি-কৃত টীকা এইরূপ—হে মাধব! সা শ্রীরাধা তব বিরহ নিমিত্ত দীনা

(৪) এই সময়ে শ্রীরাধার কোনও দূতী সমাগতা হইয়া, মাধবের ধাঁধা ঘুচাইয়া দিলেন; কহিলেন—সে কামিনী আর কেহ নহে তোমারই রাধা

সা বিরহে তব দীনা!
মাধব! মনসিজ-বিশিখ ভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা॥ ধ্রু॥
অবিরত—নিপতিত-মদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালং
স্বহৃদয় মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি সজল-নলিনী-দল-জালং॥ ৩॥

দুঃখিতা, তত্রোৎপ্রেক্ষতে—কামবাণস্য ভয়াৎ ত্বয়ি ধ্যানেন লীনেবাস্তে বাণ প্রযোক্তার-কামরূপে ত্বয়ি প্রসক্তে তন্তয়ং ন করিষ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ॥ ধ্রু॥

ন কেবলং সেতচ্চন্দনমিন্দু-কিরণঞ্চ নিন্দতি, স্বভাব-শীতলৌ যস্মাৎ দহত শুন্যমৈব দুর্দ্দৈব মিত্যনুপশ্চাদধীরং যথাস্যাত্তথা খেদং বিন্দতি, তথা চন্দন তরোঃ সম্পর্কেণ মলয় সমীরং গরলমিব কলয়তি। তত্রস্থ সর্পভুক্তোজ্ঝিতো বায়ু বিষমিলিতত্বাদ্বিষ-মিবোৎপ্রেক্ষ্যতে॥ ১॥

তথ্যাতি স্নিগ্ধা সা ত্বং কথং নিষ্ঠুরোঽসীত্যাহ—স্বহৃদয়-মর্ম্ম-স্থানে সজল-নলিনী দল-জালং পৃথুলং বর্ম্ম—কবচং করোতি। অত্রোৎপ্রেক্ষতে—নিরন্তরনিপতিত মদন-শরভয়াত্তব রক্ষণার্থমেব। তস্যা হৃদয়ে ভবান্ তিষ্ঠতি, হৃদয়ং কামো বিধ্যতি মর্ম্মস্থানত্বাৎ হৃদয় বেধনাচ্চ ভবতোঽপি বেধঃস্যাদিতি ভবদ্রক্ষণার্থং সা

তোমাকে না পাইয়া প্রিয়সখী বড়ই বিষম-বিরহাকুলা হইয়া উঠিয়াছে! তাহার দশা শোন—"হায়! আমার দুর্দ্দৈব বশতঃ আজ স্বভাব-শীতল চন্দন ও চন্দ্র-কিরণও দাহক হইয়া উঠিল!" বলিয়া, সে তাপাপহারক-জ্যোৎস্নারও চন্দনের নিন্দা করিতে করিতে অধীরা হইয়া অবিরত আক্ষেপ করিতেছে! আরোও বলিতেছে—চন্দন তরু সমূহ সর্পাবাস স্থান, সুতরাং তৎস্পর্শের প্রভাবেই বোধ হয় মলয়ানিলও আজ বিষবৎ হইয়া উঠিল!॥ ১॥

মাধব! আনন্দ-রূপিণী রাধা তোমার বিরহ দুঃখে নিমগ্না হইয়া কন্দর্পশরের ভয়ে তোমার ভাবনাতে আজ যোগিনীর ন্যায় ধ্যান-বিলীনা!॥ ধ্রু॥

সে অবিরত নিপতিত-মদন-শরাঘাতে আকুল হইয়া মনে করিতেছে "হায়! আমার হৃদয়স্থ-জীবিত-বল্লভকে এ বিষম শরাঘাত হইতে কিরূপে রক্ষা করি!"

কুসুম-বিশিখ-শরতল্প মনল্প-বিলাস-কলা-কমনীয়ং
ব্রতমিব তব পরিরম্ভ সুখায়—করোতি কুসুম-শয়নীয়ং ॥ ৪ ॥
বহতি চ বলিত বিলোচন-জলধরমানন-কমলমুদারং
বিধুমিব বিকট-বিধুন্তুদ-দন্ত-দলন গলিতামৃত ধারং ॥ ৫ ॥

সমর্থত ইত্যর্থঃ। (নিপাতিত ইতি ভাবে ক্তঃ) অবিরতং নিপতনং যস্তোত্ত বিগ্রহঃ পাতিত বাণাবরণাসম্ভবাৎ ॥ ৩ ॥

অন্যদপি সা কুসুম-শয্যাং করোতি, কীদৃশং? অনল্প-বিলাস-কলয়া কমনীয়ং—কাঙ্ক্ষণীয়ং, বিরহে তদপি কাম-শর-শয্যায়িতং। ইত্যুৎপ্রেক্ষতে, কাম শর-শয্যা-ব্রতমিব, নন্থ—এতৎ অতি দুষ্করং জীবন সন্দেহোৎপাদকং কিমর্থং করোতি? তব পরিরম্ভ সুখায়। তৎপ্রাপ্যং তব পরিরম্ভণ-সুখ-মিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ন কেবলং কুসুম-শয়নীয়ং করোতি, অপিচ উদারমাননকমলং ধারয়তি; কীদৃশং? বলিতানি অবিরতং গলিতানি নয়নযোজলানি ধারয়তীতি; তৎ কিমিব? বিধুমিব। কীদৃশং বিধুং? করালস্য রাহোদন্তস্য চর্ব্বণেন গলিতা অমৃত ধারা যস্য তং ॥ ৫ ॥

এই বালিয়া জলাসিক্ত-নলিনীর-দল-রাজি দ্বারা বিশাল-বর্ম্ম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আপন হৃদয়ের মধ্য স্থানে স্থাপন করিতেছে! তোমার পরিরম্ভণ-সুখার্থ ব্রতের ন্যায় বহু বিলাস-কলাতিশায়িত-কমনীয় কুসুম-শয্যা রচনা করিয়াছিল, কিন্তু হায়! উহাই ক্ষণে কন্দর্প-শরের শয্যার ন্যায় আতঙ্কজনক হইয়াছে।

বিনোদিনীর মলিন বদন হইতে অবিরত অশ্রুধারা ঝরিতেছে! দেখিলে প্রাণ ফাটে, যেন করাল রাহুর দন্ত-দলনে চন্দ্রমা হইতে অমৃত-ধারা বিগলিত হইতেছে! সখীগণের অগোচরে নির্জ্জনে তোমার কন্দর্পোপম প্রতিমূর্ত্তি, কস্তুরী-রসের দ্বারা অঙ্কিত করিয়া এবং তাহার পদতলে—মকরন্ত করে নবীন-আম্র-মুকুলের বাণ প্রদান পূর্ব্বক বারংবার প্রণাম করিতেছে! সে চেষ্টা দেখিলেই

বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসম শরভূতং
প্রণমতি মকর মধো বিনিধায় করেচ শরং নব-চূতং ॥ ৬ ॥
প্রতিপদ-মিদমপি নিগদতি "মাধব! তব চরণে পতিতাহং
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনু দাহং ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ কামরূপেণ ত্বদাবেশাৎ ত্বামেবারাধয়ন্তীত্যাহ,—সা ভবন্ত মেকান্তে—সখ্যাঃ অদৃশ্য স্থানে, কস্তূর্য্যা বিলিখতি। কীদৃশং? কামতুল্যং, কামাংশ সাদৃশ্যমাহ—মকর মধো বিনিধায় করে চ নবাম্রমুকুল-বাণং বিনিধায়—লিখিত্বা, হে নাথ! গৃহীতাম্রমুকুল স্বং কিমিতি প্রহরসীতি প্রণমতি, ত্বদন্যং কামো নাস্তীতি মন্যেতি ভাবঃ (স্ব চিত্তোন্মাদকত্বাৎ) ॥ ৬ ॥

সা ন কেবলং প্রণমতি, "হে মাধব! মধোঃ সখে! তব চরণে অহং পতিতা" ইদমপি প্রতিক্ষণং জল্পতি। কথং মচ্চরণে পতসি? ত্বয়ি বিমুখে সতি তৎক্ষণা দেব অমৃত-নিধি শ্চন্দ্রোঽপি ময়ি তনুদাহং তনুতে ॥ ৭ ॥

মনে হয় "হে নাথ! তুমি ব্যতীত আবার কন্দর্প কে? কেন অকারণ আমাকে শরপ্রহার দ্বারা জর্জ্জরিত করিতেছ? মন্দভাগিনীর প্রতি এক্ষণে প্রসন্ন হও" ইহাই তাহার প্রণামের মন্ত্র। আবার প্রতি মুহূর্ত্তেই তোমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতেছে—মাধব! আমি যে তোমার চরণ বই জানি না! এ অভাগিনীর, এ চরণে নিপতিতার প্রতি নির্দ্দয় হইও না। হে নাথ! তুমি বিমুখ হইলে সুধানিধি চন্দ্রও তন্মুহূর্ত্তে আমার দেহ দাহন করিতে থাকে!

হায়! সখী-প্রেষণাদি দ্বারা তোমার প্রাপ্তি সুদুর্লভবোধে পাগলিনী ধ্যানযোগে তোমাকে সম্মুখবর্ত্তী জ্ঞানে, আপন দুঃখ নিবেদনের নিমিত্ত কত বিলাপ করিতেছে! সঙ্গে সঙ্গে আবার সাক্ষাৎলাভানন্দে উচ্ছলিত হইয়া হাসিতেছে! পরক্ষণেই তোমার অন্তর্দ্ধান স্মরণে—আবার বিষাদে বিকল হইতেছে ও রোদন করিতেছে! পুনরায় তন্মুহূর্ত্তেই পুনঃ সাক্ষাৎকার স্ফূর্ত্তি

ধ্যান-লয়েন পুরঃপরিকল্প্য ভবন্তমতীব দুরাপং
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপং ॥ ৮ ॥
শ্রীজয়দেবভণিত-মিদমধিকং যদি মনসা নটনীয়ং
হরি বিরহাকুল বল্লভ-যুবতি-সখী বচনং পঠনীয়ং ॥ ৯ ॥

পুনশ্চাতি ব্যগ্রতয়া ধ্যান-লয়েন ভবন্তং সাক্ষাদিব কৃত্বা বিলপতি কথং ধ্যান-লয়েন পুরঃকল্প্যতে সাক্ষাৎ কথং ন ক্রিয়তে? ইত্যাহ—দুরাপং দূতী-প্রেষণাদিনাপি অপ্রাপ্যং। স্বং-প্রাপ্ত্যানন্দোচ্ছ্বাসতো হসতি, পুনরন্তর্ধানে বিষীদতি রোদিতি চ, পুনস্ফুরন্তং অনুধাবতি—পুনঃপ্রাপ্তমত্যালিঙ্গনাদিনা তাপং মুঞ্চতি ॥ ৮ ॥

যদি মনসা নটনীয়ং নর্ত্তয়িতব্যং তদা শ্রীজয়দেব ভণিত-মিদং অধিকং যথা স্যাত্তথা পঠনীয়ং। কিং তৎ? যতো হরি-বিরহাকুলায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ সখ্যা বচনং বর্ত্ততে ॥ ৯ ॥

হইতেছে এবং অনুধাবনপূর্ব্বক তোমাকে আলিঙ্গনাদির দ্বারা তাপ বিমোচনের চেষ্টা প্রকাশ করিতেছে ॥

ভক্তগণ! আপনারা যদি প্রেম-নাট্যে হৃদয়কে নাচাইতে চান, তবে শ্রীজয়দেব কবি ভণিত কৃষ্ণ-বিরহাকুলা-গোপসুন্দরীর সুচতুরা-সখীর দৌত্য-দক্ষতাময়ী এই বাণী সমূহ পুনঃ পুনঃ পাঠ করুন।

(৫) তোড়ি।

ইহ নব বঞ্জুল-কুঞ্জে, কুরুবক-কুসুম-সুষম নবগুঞ্জে ॥ ১ ॥
তামভিসারয় ধীরাং, ত্রিজগদতুল গুণ-গরিম-গম্ভীরাং ॥ ২ ॥
গুরুমঙ্গী-কুরু ভারং, বিরচয় মদন-মোহদধি পারং ॥ ৩ ॥
ভবতীং গতি-মবলম্বে, যত্নচিত-মিহ কুরু বিগত-বিলম্বে ॥ ৪ ॥

টীকা,—শ্রীকৃষ্ণো দূতীং প্রত্যাহ, হে দূতি! ইহ অস্মিন্ নব-বঞ্জুল-কুঞ্জে—নবীনাশোককুঞ্জে তাং ধীরাং রাধাং অভিসারয়; তদুচিত বেশং কারয়িত্বা-ত্রানয়েত্যর্থঃ। কিম্ভূতে? কুরুবককুসুমানাং—ঝিণ্টিপুষ্পানাং সুষময়া—পরম শোভয়া যুক্তা নব গুঞ্জা (কুচঃ ইতি ভাষা) যত্র তস্মিন্। তাং কিম্ভূতা ত্রিজগতি অতুলানাং গুণানাং গরিম্না গৌরবেন গম্ভীরাং দুরবগাহাং ॥ ১—২ ॥

হে দূতি! গুরুভারং অঙ্গীকুরু—স্বীকুরু। ভারমঙ্গীকৃত্য মদনমহোদধে কাম-মহা-সাগরস্য পারং বিরচয়—কুরু। অন্যথা তন্মহোদধি নিমগ্নস্য মম, প্রাণ হানি র্ভবতি ইতিভাবঃ ॥ ৩ ॥

ভবতীং—ত্বাং গতিং—উপায়ং (মহোদধি পারস্য ইতি শেষঃ) অবলম্বে—আশ্রয়ে। (উপায়ত্বেন ভবতীং আশ্রিতোঽস্মি ইত্যর্থঃ) হে বিগত বিলম্বে! (বিলম্বরুদ্ধে ত্যর্থঃ) ইহ অস্মিন্ মল্লক্ষণে জনে যত্নচিতং তৎ কুরু ॥ ৪ ॥

---

(৫) অশোককাননাভ্যন্তরে উপবিষ্ট প্রেমোদ্ভ্রান্ত-নাগর-শিরোমণি, প্রিয়তমার দুর্ব্বিষহ বিরহ-বিকার শ্রবণে দূতীকে কহিতেছেন—আহা! আমার হৃদয়াধিরাজ্ঞী-রাধার ন্যায়—নানা গুণগরিমায় দুরবগাহা এমন মহাপ্রেমবতী রমণী জগতে নাই। হায়! আমার প্রাণ-প্রিয়তমা কি ভীষণ-বিরহ-পীড়াই সহিতেছেন। দূতি! তুমি এখনি তাহাকে এই নবীন বঞ্জুল (অশোক) কুঞ্জে অভিসার করাইয়া আন। তুমিতো প্রত্যক্ষই দেখিতেছ—আমি মদনের মহা-সমুদ্রে নিমজ্জিত, অতএব শোচনীয়-দশাপন্ন-রাধার-অভিসাররূপ এই গুরু ভারটি অঙ্গীকার করিয়া আজ—নিরুপায় আমার নিমিত্ত এই অকূল জলধীর

ইতি গদিতা মধুরিপুণা, ত্বরিত মগাদিয়মতি নিপুণা ॥ ৫ ॥

রহসি সরস-চটু রাধাং সমবোধয়-দঘহর-পুরু-বাধাং ॥ ৬ ॥

হৃদি সখি! বসসি মুরারে, জ্বলয়সি তদপি কিমকৃত বিচারে ॥ ৭ ॥

অধুনা দৃশি চ বসন্তী, শিশিরয় তদমৃত রুচিরিব ভান্তী ॥ ৮ ॥

হরিবল্লভ-গিরমমলাং, শ্রবসি রচয় সুমনসমিব-মৃদুলাং ॥ ৯ ॥

অতি নিপুণা ইয়ং দূতী, মধুরিপুণা ইতি গদিতাসতী ত্বরিত মগাৎ—আগতবতী, (শ্রীরাধা সমীপেতীশেষঃ) ॥ ৫ ॥

দূতী আগত্য যৎ কৃতবতী তদেবাহ—নির্জ্জনে সরস-চাটু যথা ভবতি তথা, রাধাং অঘ-রহস্য—কৃষ্ণস্য পুরুবাধাং—মহাপীড়াং সমবোধয়—জ্ঞাপয়ামাস। রসময়-প্রিয়বাক্যেন শ্রীকৃষ্ণস্য কাম-পীড়াং শ্রীরাধাং জ্ঞাপিতবতীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

হে সখি! মুরারে কৃষ্ণস্য হৃদি বসসি—নিরন্তরাবস্থিতিং করোষীত্যর্থঃ হে অকৃত-বিচারে! তদপি দগ্ধীকরোষি? যস্মিন্ গৃহে বসতী লোকঃ তদ্-গৃহং ন দহতি, ভবতু তদ্ বৈপরিতং? (স্ববাস স্থান—শ্রীকৃষ্ণহৃদয় দাহন দহনাৎ—অকৃত-বিচারত্বং)।

অধুনা তস্য মুরারে দৃশি—নয়নে বসন্তী সতী তৎ তস্য দগ্ধ হৃদয়ং শিশিরয় শীতলী কুরু। কিং কুর্ব্বতী? অমৃতরুচিরিব—চন্দ্রইব ভান্তী—শোভমানা সতী

পায় বিরচন করিয়া দাও; সখি! এক্ষণে তুমিই আমার একমাত্র গতি—একমাত্র অবলম্বন, অতএব হে সত্বর-কার্য্য-কুশলে! অবিলম্বে যথা বিহিত কর্ত্তব্যাচরণ দ্বারা আমার প্রতি করুণা প্রকাশ কর।

মধুরিপু-মাধবের সানুনয় বচনে, সুনিপুণা-দূতী থাকিতে না পারিয়া তখনি সত্বর গমনে শ্রীরাধার সমীপে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং তাঁহার নিকট নির্জ্জনে অঘ-হর শ্রীকৃষ্ণের (শ্লেষার্থ—দুঃখ হরের) অঘ অর্থাৎ মহা-প্রেম-পীড়া বর্ণন করিয়া কহিলেন, যথা সখি! এ জগতে কেহই কখনও নিজের বাসগৃহ দগ্ধ করে না, কিন্তু তোমার ব্যবহার তদ্ বিপরীত কেন? মুরারির (কুৎসাত্মক

(৬) বালা ধানসি।

ত্বং কুচ বল্গিত মৌক্তিক মালা—
স্মিত সান্দ্রীকৃত শশি-কর-জালা ॥ ১ ॥

হরি-মভিসর সুন্দরি! সিত-বেশা,
রাকা-রজনী রজনি শুক্লরেখা ॥ ধ্রু ॥

—নিজামৃত কান্ত্যা তদ্ তপ্ত-হৃদয়ং শিশিরয়। যদি তব তন্নিকট গমনেচ্ছা সাম্প্রতং ন বর্ত্ততে তহি দূরতঃ দর্শনং দত্ত্বা তং সমাশ্বস্তং কুরু। (ইত্যুক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য দুঃখং বিজ্ঞাপ্য—অভিসারার্থ ত্বরয়তি) হরে বল্লভাং—প্রিয়াং, গিরং—বাচং (ইহনববঞ্জুলেত্যাদি "যত্নুচিতমিহকুরু বিগত বিলম্বে" ইত্যন্তাং) মৃদুলাং সুমনসমিব—কুসুমমিব শ্রবসি রচয়ে—কর্ণে কুরু। পক্ষে হরিবল্লভ নাম দূতী-ভাব সম্পন্ন গীতকর্ত্তুঃ।

গীতাবলীতে এই (৬ নং) গীতটি ২৫তি, সংখ্যায় বিলিখিত, এবং তন্নিম্নস্থ শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্য এইরূপ—

হে সুন্দরি! ত্বং সিত-বেশা—শুক্লবস্ত্রভূষণা সতী হরি-মভিসর। সিত বেশতা সংপত্তয়ে বিশিনষ্টি—কুচয়োরুপরি বল্গিতা—চপলা মৌক্তিকমালা যস্যাঃ সা। স্মিতেন সান্দ্রীকৃতং শশিনঃ করজালং যয়া সা। এষা শুক্ল—উৎকৃষ্টা রাকা রজনী যদজানি জাতাস্তি॥ ১ ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণের) হৃদয়, তোমার নিত্য-নিবাস-স্থান অথচ তুমি তাহাই দাহ করিতেছ! ইহা কি বিচার-বিহীনার আচরণ নহে? অতএব অচিরে তাঁহার নয়ন-পথবর্ত্তিনী হইয়া সুধাংশুর ন্যায় মাধুর্য্যামৃত বর্ষণে মাধবকে শীতল কর।

এই গীতোক্ত গোপীবল্লভ হরির অমল-বাক্যাবলী প্রেম-কল্পতরুর সুমৃদুল কুসুম স্বরূপ, ভক্তগণ! প্রীতির সহিত উহা পরমাদরে কর্ণে ধারণ করুন।

(৬) সখী আরোও কহিতেছেন—সুন্দরি! তোমার পয়োধরের উপরে সুন্দর-শ্বেত-চঞ্চল-মুক্তামালা বর্ত্তমান, স্মিত হাসিতে শশি-কিরণ ঘনীভূত-শ্বেত কান্তি হইয়া গিয়াছে! তদ্দ্বারা উৎকৃষ্টা-পূর্ণিমা-নিশি (রাকা রজনী) সম্মুখে

পরিহিত মাহিষ-দধি-রুচি সিচয়া,
বপুররপিত ঘন চন্দন নিচয়া ॥ ২ ॥

কর্ণ করম্বিত কৈরব হাসা—
কলিত সনাতন সঙ্গ বিলাসা ॥ ৩ ॥

(৭) মল্লার।

কমল-বয়নী কনক কাঁতি—
মুকুতা-নিকর দশন-পাতি।
নাসা, তিল-মৃদু-কুসুম তুল—
কাজরে সাজল দিঠি-চুকুল।

চপলি হরিণী-নয়নী রাই—
ত্রিভুবন জন উপমা নাই!
অরুণ-অধরে হসন-ইন্দু—
চিবুকে মধুর শামর-বিন্দু!

পরিহিতোঽঙ্গেষু ধৃতো মাহিষ-দধি-রুচি—শুদ্ধধি সদৃশঃ বস্ত্রং যয়া সা। বপুরিতি স্ফুটার্থঃ ॥ ২ ॥

কর্ণয়োঃ করম্বিতো—ধৃতঃ কৈরবয়োর্হাসো যয়া সা। প্রফুল্ল-কুমুদাবতংসিত শ্রোত্রেত্যর্থঃ। কলিতঃ প্রাপ্তঃ সনাতনস্য হরেঃ সঙ্গেন বিলাসো যয়া সা। কলিতো দৃষ্টঃ সনাতনস্য সঙ্গ—আশক্তির্যেষু তাদৃশা বিলাসা যস্যাঃ সেতি চার্থ পক্ষে ॥ ৩ ॥

প্রাদুর্ভূতা! অতএব এখনি শুভ্রবেশে হরির নিকটে অভিসার কর। বেশ তো সুরচিতই রহিয়াছে—মাহিষ-দধির ন্যায় সুশুভ্র-বসন পরিধানেই বর্ত্তমান, অঙ্গ—ঘন-চন্দনে সুচর্চ্চিত, কর্ণ—বিকসিত-কুমুদে অবতংসিত, ইহাই তো জ্যোৎস্নাভিসারিণী হইয়া সনাতনের সঙ্গ-বিলাস-লাভোপযোগী উৎকৃষ্ট বেশ! অতএব আর বৃথা বিলম্ব করার কিছুমাত্রও প্রয়োজন নাই।

(৭) আভরণে অঙ্গ মণ্ডিত না করিয়াই প্রেমাকুলিতা সুন্দরী অভিসারে চলিলেন! তদ্দর্শনে কোনও অনুসঙ্গিনী কহিতেছেন—অনিন্দ্য-সুন্দরীগণের

উচ-কুচ যুগ কনক-গিরি—
হিয়ার মাঝারে মাণিক-ছিরি;
পবন-তরল-বসন মেলি—
দামিনী বেঢ়ল চান্দনি-বেলী!
বিদ্রুম সারির সময় সাজ—
রবি সিনায়ত তটিনী-মাঝ!

লোম-লতাবলী ভুজঙ্গী-ভান
নাভি বর-হ্রদে কুরু পয়ান?
কেশরী-সোসরি মাঝারি অঙ্গ,
ত্রিবলী যৌবন-জল-তরঙ্গ!
মদন-বিমান চারু-নিতম্ব,
উলট-কদলী উরু আরম্ভ।

আভরণের ভার বহন পণ্ড-শ্রম মাত্র! আমাদের কমল-বদনী রাধা এ কথার প্রত্যক্ষ উদাহরণ, দেখ—কমলাননীর কমনীয়-বদনখানি স্বতঃই প্রফুল্ল-কমলের ন্যায়—কোমল—সুন্দরারক্ত এবং নয়ন-স্নিগ্ধকর। শ্রীঅঙ্গ-কান্তি—সুবর্ণের ন্যায় সুবর্ণ—সুনির্ম্মল প্রোজ্জ্বল। দশননিচয়—মুক্তাবলীর ন্যায় শুভ্র সমুজ্জ্বল ও লাবণ্য-মণ্ডিত। নাসিকাটি—তিলফুলের তুল্য সুঠাম, সুমুদুল মনোহর; নয়নের প্রান্তদ্বয় স্বতঃই যেন (দিঠি ছুকুল) কজ্জলে সুরঞ্জিত। আহা! এই যে স্বাভাবিক মাধুরী-ভূষিতা-আমাদের হরিণ-নয়নী সখী অভিসারে চলিয়াছে, এ সৌন্দর্য্যের—এ মাধুর্য্যের—উপমা দেবী মানবী, কিন্নরী, বিদ্যাধরীতে নাই! লক্ষ্মী পার্ব্বতীতে নাই! ত্রিজগতে কোথাও বিদ্যমান নাই।

দেখ—সুবদনীর অরুণাধরে—কি অপূর্ব্ব সুষমাময় হাস্য-সুধাকর সমুদিত! (অরুণের কোরে শশধর) চারু-চিবুকে—মৃগমদের শ্যামল বিন্দুটি কি মধুর মাধুরিতে সুমণ্ডিত! পীনোন্নত কুচযুগল—স্বর্ণ-গিরির ন্যায় কি সুন্দর শোভা বিকাশ করিতেছে! বক্ষ-বিলম্বিত হারের মাণিক্যগুলি কি অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন! আর পবন-সঞ্চালিত অভিসারের-শ্বেত-বসনেরই বা কি লোচন বিস্মাপক-শোভা!—ঠিক যেন জ্যোৎস্নার লতিকায় (বেলী—বল্লী) বিদ্যুতের বুক্ষকে বেড়িয়া রহিয়াছে! আর কণ্ঠ-ধৃত প্রবাল-শ্রেণীর সাময়িক শোভা অর্থাৎ—মাণিক্য-মালার সহিত সম্মিলন মাধুরি কি অদ্ভুত? দেখ—যেন তটিনীর সলিল-তরঙ্গে দিবাকর সকল অবগাহন করিতেছে! এ দিকে লোম-লতাবলীকে দেখিয়া অভিমুখেই নয়নের ভ্রান্তি সমুৎপন্ন হইতেছে যে—একি সুগভীর-নাভি হ্রদে ভুজঙ্গিনী গমন করিতেছে?

নীবিয়ে বান্ধল বেলন-জাদ—
উলট-কমল ফুটল-আধ ?
কটির উপরে কিঙ্কিণী-নাদ—
রতন-মঞ্জীর করু বিবাদ ?
চরণ-কমল-শীতল ছায়,
জ্ঞানদাস মন জুড়াও তায় ।

(৮) পঠমঞ্জরী ।

বৃন্দা-বিপিনে প্রবেশলি রাই
দোঁহে তনু উলসিত দোঁহ মুখ-চাই ।
করগহি কানু ধওল ধনী কোর
নব সৌদামিনী জলদে উজোর !

ভুবন-মোহিনীর যে অঙ্গে নয়ন পড়িতেছে, তাহার শোভাই আজ অপরূপ ও অদ্ভুত লাগিতেছে। দেখ কেশরীর সদৃশ দেহের মধ্য-ভাগ অর্থাৎ কটিদেশ যেন ক্ষাণতা-সঞ্জাত-সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার, ও ত্রিবলীগুলি যেন যৌবন-তরঙ্গিণীর ঢেউ! আর কেলি-কলাবতী-মণির মনোহর—নিতম্বখানি যেন মদনের বিমান! এবং উরুর আরম্ভ-স্থান যেন বিপর্য্যস্ত-কদলী-বৃক্ষের কাণ্ড! আবার নীবি-বন্ধনের রেশম-রজ্জুর সহিত যে বেলন-জাদ (বোটাদার থোপা) বাঁধা রহিয়াছে তদ্দর্শনে ধাঁধা জন্মিতেছে যেন অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কমল, উলটিয়া রহিয়াছে !

এ দিকে গতি-বেগে পর্য্যায়ক্রমে নিনাদিত—নিতম্বিনীর কটির কিঙ্কিণী ও চরণের রত্ন-নির্ম্মিত নূপুরের ধ্বনি শুনিয়া মনে হইতেছে—যেন তাহারা স্ব স্ব সৌভাগ্য ও গৌরব প্রদর্শন পূর্ব্বক আনন্দ-কলহ করিতেছে ! গীতকর্ত্তা জ্ঞানদাস কহিতেছেন এ বিবাদে যাহার জয় হয় হউক, আমার মন কেবলই ওই চরণ-কমলের শীতল ছায়াতেই জুড়ায় ।

বঙ্গবাসীর সঙ্গীতসংগ্রহে ১৩।১৪ ছত্রের পাঠান্তর—বিভ্রম সারিম সময় সাজ, নবি শিলায়ত তটিনী মাঝ !

(৮) এ গীতের অবশিষ্টাংশ কোনও গ্রন্থে পাওয়া গেল না ! গহি—গ্রহণ করিয়া, ধওল—ধরিল । উলসিত—উল্লসিত ।

(৯) ধানসি।

হরিভুজকলিতমধুর মৃদুলাঙ্গা, তদমল মুখ শশিবিলসদপাঙ্গা ॥ ১ ॥
রাধা ললিতবিলাসা, অধিরতি-শয়ন মজনি মৃদু হাসা ॥ ধ্রু ॥
অসকৃদুদঞ্চিত ঘন-পরিরম্ভা, খর-নখরাঙ্কুশদিত কুচ-কুম্ভা ॥ ২ ॥

ললিত-বিলাসা রাধা অধিরতি-শয়নং—রতি-শয়নমধিকৃত্য (সুরত শয়নে ইত্যর্থঃ) মৃদু হাসা অজনি—জাতা ॥ ধ্রু ॥

ললিত বিলাসমাহ—হরি-ভুজাভ্যাং কলিতং—গৃহিতং মধুরং মৃদুলং অঙ্গং যস্যাঃ। ভুজাভ্যামালিঙ্গ্য নাগরেন্দ্রেণ রতি-শয়নমানিতা রাধা, বামাস্বভাবা—মৃদু মন্দং জহাস ইত্যর্থঃ। কিম্ভূতা? তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অমলে-মুখরূপে শশিনি চন্দ্রে বিলসন্ অপাঙ্গঃ যস্যাঃ। (অত্র শশি-শব্দ-সান্নিধ্যাৎ অপাঙ্গস্য চকোর রূপত্বং) রতি-শয়নে শ্রীকৃষ্ণ-হৃদয়-স্থিত শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণস্য মুখং অপাঙ্গেন পুনঃ পুনঃ বিলোকয়ামাস ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

পুনঃ কিম্ভূতা? অসকৃত—বারংবারং উদঞ্চিত—প্রকটীকৃত ঘন—নিবিড় পরিরম্ভ—আলিঙ্গনং যয়া। (বারংবারং শ্রীকৃষ্ণং শ্রীরাধা গাঢ়মালিঙ্গিতবতী নিজ হৃদয়ে প্রবেশয়িতুমিবেতি ভাবঃ) খর-নখরাঙ্কুশেন খরেণ—শাণিতেন নখররূপাঙ্কুশেন দিতৌ—খণ্ডিতৌ কুচ-কুম্ভৌ যস্যাঃ (কুচ কুম্ভাভ্যাং বক্ষসি প্রহারমনুভূয় রোষেণৈব শ্রীকৃষ্ণেন নখাঙ্কুশেন তৌ খণ্ডিতৌ ইতি উৎপ্রেক্ষা) ॥ ২ ॥

(৯) মধুর-মৃদুলাঙ্গী শ্রীরাধা মনোপ্রাণহারীর (হরির) ভুজ-বেষ্টিতা ও অঙ্কগতা হইয়া, তদীয় কলঙ্ক হীন-মুখ-চন্দ্রের মাধুরী, অপাঙ্গে পান করিতে করিতে বিলাস-চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছেন। তদ্দর্শনে লতারন্ধ্রে দত্ত-নয়না কোনও সখী মহানন্দে কহিতেছেন—দেখ আমাদের ললিত-বিলাসিনী রাধা, আজ কেলি-তল্পস্থা হইয়াই মৃদু-মন্দ মধুর হাস্য রসে বিলাসিতা! বাম রঙ্গিণীর এ ব্যবহার বৈপরিত্য—নিশ্চয়ই লীলা বৈপরিত্যের পূর্ব্ব লক্ষণ!

স্মর-শর খণ্ডিত ধৃতিমতিলজ্জা, প্রেম-সুধা-জলধি কৃত মজ্জা॥ ৩॥
সরভস-বলিত রদ-চ্ছদপানা, শ্রম-সলিলাপ্লুত বপুরপি ধানা॥ ৪॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণী ঝঙ্কৃত রুচিরা, পরিমল মিলিত মধুব্রত নিকরা॥ ৫॥

পুনঃ কিম্ভূতা? স্মর-শরেণ—কামশরেণ খণ্ডিতা ধৃতি—ধৈর্য্য—যথেচ্ছ ব্যবহারাকরণ (অনুত্তম রূপঃ) মতি-জ্ঞানং (মমৈতাদৃশ প্রাগলভ্যমনুচিত মিত্যাদি রূপং) লজ্জা ব্রীড়া (জালরন্ধ্র দত্ত-নয়না সখ্যো মাং দৃষ্ট্বা পরিহস-ন্তীতি ব্রীড়া যস্যা সা। অধিরা, অজ্ঞানা, নির্লজ্জা চ ভূত্বা শ্রীকৃষ্ণেণ সহ বিরহতীত্যর্থঃ প্রেম-সুধা-জলধৌ কৃতা মজ্জা—স্নানং যয়া। (অনেন শ্রীমদুজ্জ্বল নীলমণ্যুক্ত ওজঃক্ষয় জন্য সুখং ভবিতুমারব্ধ ধ্বনিতং॥ ৩॥

সরভসেন—সকৌতুকেন বলিত—কৃতং রদ-চ্ছদয়োঃ ওষ্ঠাধরয়োঃ পানং যত্যা (কৃষ্ণস্যেতি শেষঃ) ওজঃ ক্ষয়ারম্ভে শ্রীকৃষ্ণাধরং পীতবতীত্যর্থঃ। শ্রমসলিলেন আপ্লুতে বপুষি-শরীরে অপিধানং—নাস্তি পিধানং বস্ত্রং যস্যা। ওজঃ ক্ষয়ারম্ভ সময়ে প্রয়োগ-বেগাধিক্যাৎ শ্রমজলেন আপ্লুতা বভূব॥ ৪॥

সম্প্রয়োগে বেগাধিক্যমেব বর্ণয়তি—কঙ্কণ কিঙ্কিণী ঝঙ্কৃত্যা—ঝঙ্কারেণ রুচিরা মনোহরা। যা কাশ্চিৎ কুঞ্জ-ভবনস্য বহিস্থিতাঃ কঙ্কণ-কিঙ্কিণী ঝঙ্কৃতিং শৃণ্বন্তি তাসা তয়া মনোহৃতং (প্রাগলভ্যতয়া প্রয়োগ-বেগাতিশয়ানুমানাদিতি-ভাবঃ) পরিমলেন উভয়োরঙ্গ-সংমর্দ্দনোত্থ-সৌগন্ধেন করণেন মিলিতো আবৃতঃ মধুব্রত-নিকরো—ভ্রমর সমূহ যয়া সা। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ গন্ধানাং রাধাঙ্গ-গন্ধ

তাহার পরেই লীলানন্দের আরম্ভ হেরিয়া কহিতেছেন, দেখ—যাহা বলিতেছিলাম তাহাই নয়নে সমুদিত! দেখ—লীলাসমুল্লসিতা-নাগরান্বিত নাগরী মণি, কাম্ভান্বিত-প্রাণ-কান্তকে ঘন ঘন প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিতেছে! কুচ কুম্ভা-ঘাতে উত্তেজিত বিদগ্ধ-রাজ, প্রখর-নখাঙ্কুশে কুম্ভ-খণ্ডনে অতুল-দক্ষতা দেখাই-তেছেন বটে কিন্তু কেলি-কুশলা রাধা তাহাতে দমিবে কেন? কন্দর্পশরে তাহার ধৈর্য্য লজ্জা ও সহজ-জ্ঞান দূর হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই আজ সে প্রেম-সুধা-জলধীতে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হইয়া মনের সাধে সাঁতার দিতেছে! আহা! —কি তীব্রতেজে কি সুন্দর কৌতুকের সহিত নাগরেন্দ্রের ওষ্ঠাধর (রদচ্ছদ)

মৃগমদ-রস-চর্চ্চিতনব-নলীনাকৃতিধর স্তিমিত চিকুরাবৃত বদনা ॥ ৬ ॥

বল্লভ রসিক কলারস সারা, সফলী কৃত নিজ মধুরিম-ভারা ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভাগে অষ্টবিংশ ক্ষণদা।

মিলনাৎ বিপুলীভাবাৎ রাধায়ামহিমাধিক্যমনুভূয় উভয়োরঙ্গপরিমলেন ভ্রমরাকর্ষণে জাতেঽপি— রাধাঙ্গপরিমলস্য আধিক্যজ্ঞানাদত্র—রাধায়া বিশেষণং ॥ ৫ ॥

সম্পূর্ণ ওজক্ষয়াৎ ক্রমাতিশয়েন স্তিমিতাং গতাং বর্ণয়তি—মৃগমদ-রসেন চর্চ্চিত (কৃষ্ণবর্ণীভ কৃত) নব-নলিনস্য আকৃতি ধরৈঃ চিকুরৈরাবৃতং বদনং যস্যা সা। বেণী-বন্ধ বিমুক্ত শ্লথ চিকুরাবৃত বদনা নিশ্চলাঙ্গী সতী—শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়োপরি পতিতা তদ্‌বদনার্পিত বদনা সতী বিরাজতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

বল্লভস্য শ্রীকৃষ্ণ রসিক কলাসু যঃ রসোঃ আনন্দঃ তস্য সারা—সার-স্বরূপা শ্রীকৃষ্ণে সংপ্রয়োগ বৈদগ্ধীং প্রকাশ্য আনন্দ-সারং দত্তবতীত্যর্থঃ অতএব সফলী কৃত নিজ মধুরিম্নঃ মাধুর্য্যস্য ভারো যয়া সা। শ্লেষেণ বল্লভ গীতকর্ত্তু র্নামঃ।

করিতেছে! প্রয়োগ-বেগাধিক্যে শরীর শ্রম-সলিলাপ্লুত এবং বসন অঙ্গচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কঙ্কণ কিঙ্কিণীর মনোহর ঝঙ্কারে উল্লসিতা শ্যাম-মনোহরা তাহাতে যেন আরোও মনোহরা হইয়া উঠিয়াছে! তাহার অঙ্গ-সংমর্দ্দন সঞ্জাত পরিমলের সৌরভে মধুকর-নিকর ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া সম্মিলিত হইতেছে!

পরিশেষে লীলার উপসংহার-দৃশ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া কহিতেছেন—আহা! বেণী-বন্ধ বিনির্ম্মুক্ত-চারুচিকুর-রাজিতে আবৃত কস্তুরী-রসাপ্লুতাননা বিনোদবদনী—মৃগ-মদ-রসে চর্চ্চিত নব নলিনীর ন্যায় শোভিতা ও কেলিশ্রমে ক্লান্তা হইয়া এক্ষণে স্তিমিতা অর্থাৎ নাগরেন্দ্র শেখরের হৃদয়োপরি নিপতিতা!! সখি! রসিক-বল্লভের সকল কলারসের সারভূতা অর্থাৎ পরমানন্দ দায়িনীর অসীম-মাধুরি-ভার আজ সম্পূর্ণ সফলিত হইয়াছে! শ্লেষার্থ—গীতকর্ত্তা-বল্লভ কহিতেছেন, রসিকেন্দ্রের সকল কলারসের ইত্যাদি।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ ঊনত্রিংশ ক্ষণদা,—শুক্লা চতুর্দ্দশী।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য,—রাগ মঙ্গল।

চৌদিকে গোবিন্দধ্বনি শুনি পহু হাসে
কম্পিত অধরে গোরা গদগদ ভাষে।
ভাবিয়ে গৌরাঙ্গ নাচে সঙ্গে নিত্যানন্দ
অবনী ভাসলপ্রেমে গায় রামানন্দ।

---

(১) আমার জগন্মঙ্গলাবতার গৌর হরির নিয়োজনানুসারে শ্রীনীলাচলনাথের রথের চারিদিকে চোদ্দমাদলের সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে। সে রসানন্দের মহাতরঙ্গ-স্রোতে আমাদের সঙ্কীর্ত্তন-বিহারীকে রাস-রসার্ণবের অমৃত-রসে ডুবাইয়া দিল! দেখ, চতুর্দ্দিকে মধুর তানলয় সংযুক্ত গোবিন্দধ্বনি শুনিয়া আমার প্রভুর শ্রীমুখে ভুবনোন্মাদক সুমধুর হাস্য দেখা দিয়াছে! অতঃপর প্রেম-কম্পিতাধরে গদগদ কণ্ঠে অমিয়-ময়-বাণীতে আপনা আপনি কথা কহিতে কহিতে এক্ষণে নাচিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

নৃত্যারম্ভেই ভদেক-প্রাণ-নিত্যানন্দচন্দ্র (শ্রীরাধা অঙ্গসঙ্গিনী ললিতা সখীর ন্যায়) তৎসঙ্গী হইয়াছেন, দেখ—আজ দুজনের প্রেমে অবনী ভাসিতেছে! প্রভুর প্রেমাশ্রু-প্রবাহ দর্শনে আকুল হইয়া প্রিয়পার্ষদ রামানন্দ রায় একা একাই গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন এবং প্রভুর প্রিয়-গায়ক মুকুন্দ, মুরারি ও বাসুদেব ঘোষকে ডাকিতেছেন "শীঘ্র এসো, তোমাদের গুণে অর্থাৎ তোমাদের সঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণে ভাবাবিষ্ট হইয়া আমার প্রাণপুতুলি কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইতেছেন!" (সর্ব্বদাই এই ভক্তত্রয়ের কীর্ত্তনে প্রভুর আনন্দ উথলিয়া উঠিত যথা—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদি, ১০ম পরিচ্ছেদে—"শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী, যাহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞী। গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেব ঘোষ, তিন ভায়ের কীর্ত্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ। শ্রীমুরারি গুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার, প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যার।"

মুকুন্দমুরারি বাসু ! হের আইস বলি	আর যত ভক্তবৃন্দ আনন্দে বিভোর
তোমা সবার গুণে কাঁন্দে পরাণ-পুতলি	বসু রামানন্দ তাহে লুবধ-চকোর।

(২) নিত্যানন্দচন্দ্রস্য,—বরাড়ি।

মণ্ডলী রচিয়া সহচরে, তার মাঝে গোরা নটবরে।

অন্যান্য ভক্তগণ আনন্দে বিভোর হইয়া লীলা-রসে নিমগ্ন !! পার্ষদ গীত-কর্ত্তা রামানন্দ বসু কহিতেছেন—কেবল আমি সুদূরস্থ সুধালুব্ধ চকোরের ন্যায় আশান্বিত ! (এই দিনের লীলা সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতের আদি ১৩শ পরিচ্ছেদের মন্তব্য—"পূর্ব্বে যৈছে রাসাদি লীলা কৈল বৃন্দাবনে, অলৌকিক লীলা গৌর কৈল ক্ষণে ক্ষণে" এবং ঐ গ্রন্থে ইতঃপূর্ব্বে মুরারি মুকুন্দ বাসু—একত্রে গান করার বর্ণনাও রহিয়াছে। যথা—বাসুদেব গোপীনাথ মুরারি যাহা গায়, মুকুন্দ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়)।

পদকল্পতরুতে আমাদের তৃতীয় এ গীতের আরম্ভ এবং পঞ্চম ছত্রের এই রূপ পাঠান্তর "গোবিন্দ মাধব বাসুদেব আইস বলি"। আবার ইহার আগে দুইটি পংক্তি অতিরিক্ত আছে যথা—ভাবে গরগর অঙ্গ কত ধারা বয়, পতিতেরে কোলে ধরি রোদন করয়!

(২) দেখ—কালিন্দী-পুলিনের ভাবোদ্দীপক—সুরধুনীর-তীর-মাধুরীতে রাস-রসাবিষ্ট আমার গৌর নটবর সহচরবৃন্দকে লইয়া মণ্ডলীবন্ধন পূর্ব্বক মণ্ডলীর মধ্যস্থলে গদাধর পাণ্ডিতের সহিত কি অপূর্ব্ব, কি ভুবন-মনোহর নৃত্য রচনা করিয়াছেন ! এবং তদ্গত প্রাণ—শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র কত রঙ্গে কতচ্ছন্দে তৎসঙ্গে-সঙ্গে-নাচিয়া নৃত্য তরঙ্গের অঙ্গপুষ্টি করিতেছেন ! যেন তিন জনেই আজ পূর্ব্বাবতারের ভাবাবেশে সকৌতুকে স্ব স্ব পূর্ব্ব-স্বভাবানুযায়ী প্রেম-

নাচে বিশ্বম্ভর, সঙ্গে গদাধর, নাচে নিত্যানন্দ রায়
পুরব কৌতুক, ভুঞ্জে প্রেমসুখ, স্বভাব বুঝিয়া পায়।

সুখাস্বাদন ও পরস্পরের আনন্দবৰ্দ্ধনে উন্মাদিত। অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দর—ব্রজনাগরের ভাবে, শ্রীমদ্ গদাধর গোস্বামী—শ্রীরাধার ভাবে এবং শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র—শ্রীরাধার পরমশ্রেষ্ঠা প্রধানা-সখী ললিতাসুন্দরীর ভাবে রসানন্দ আস্বাদন ও প্রদান দ্বারা আজ শ্রীনবদ্বীপের বৃন্দাবনত্ব সুব্যক্ত করিয়া তুলিয়াছেন!!

পদকল্পতরু ও গৌরপদতরঙ্গিণীতে এ গীতের অবশিষ্টাংশ এইরূপ—

ঘরে ঘরে শ্যাম-সুন্দর-মুরতি-পীরিতী ভকতি দিয়া।
করে সঙ্কীর্ত্তন, যাচে প্রেমধন, সব সহচর লৈয়া॥
পুরুষ নাচে প্রকৃতির ভাবে পুরুষ ভাবে যুবতি!
যার যেই ভাব, পাইয়া স্বভাব, নাচে কত শত জাতি!!
(কহে) নয়নানন্দ, নদীয়া আনন্দ, আনন্দে ভুবন ভোরা
দুঃখিত জীবন, মাধব নন্দন—চরণে শরণ মোরা॥

বোধ হয় রসভাবের অসঙ্গতির অথবা কদর্থের আশঙ্কায় এই পংক্তিগুলি এ গ্রন্থে গৃহীত হয় নাই। এখন—নিম্নোক্তরূপে এই চরণগুলির ব্যাখ্যা হইতে পারে কিনা বিচার করা কর্ত্তব্য। যথা জীবগণের ঘরে ঘরে শ্যাম মনোহর-বিগ্রহ-শ্রীনন্দনের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রদান করিয়া, এক্ষণে সহচরগণের সহিত সঙ্কীর্ত্তন-রসোৎসবের অনুষ্ঠান দ্বারা—আস্বাদনের-অনুসঙ্গে—প্রেমধন যাচিয়া বিলাইতেছেন। এই শ্রীসঙ্কীর্ত্তন-বিলাস এবং ব্রজলীলার রাস-কেলী একই বস্তু, সুতরাং আমার গৌরনিত্যানন্দের সকল সহচরগণই পুরুষ হইয়া নারীর ন্যায় নৃত্য করিতেছেন! ও আপনাদিগকে যুবতী বলিয়া ভাবিতেছেন! কিম্বা সে নৃত্য দর্শনে দূরবর্ত্তী কুল-যুবতীগণ পর্য্যন্ত পুরুষের ন্যায় আনন্দে নাচিতেছে! অন্যান্য শত শত জাতির দর্শকসকলের প্রাণেও তাঁহাদের নিজ নিজ হৃদয়স্থ নিদ্রিত ভাব ও স্বভাব জাগিয়া উঠিয়াছে! তাহাতেই দেখ—সকলেই আজ আনন্দাবেশে নৃত্য করিতেছেন।

(৩) কামোদ।

মুখমণ্ডলজিতি শরদ-সুধাকর, তনুরুচি তরুণ-তমাল।
চূড়া—চারুশিখণ্ডক-মণ্ডিত, মধুকর বেঢ়ল মালতী-মাল॥
ধনি ধনি, বনি নব-নাগর কান—
রহই ত্রিভঙ্গ, ভুবন-মন-মোহন, মধুর-মুরলী করু গান॥ ধ্রু॥

গীতকর্ত্তা নয়নানন্দ, এই রস-লীলার প্রধান-পরিকর-গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র। গদাধরের পিতার নাম মাধবাচার্য্য, তাহাতেই তিনি ভণিতায় বলিয়াছেন—আজ নদীয়ার এ আনন্দে ত্রিভুবন ভোর হইয়া উঠিয়াছে! এই আনন্দের সর্ব্বপ্রধান সংবর্দ্ধক মাধবনন্দনের শ্রীচরণ—দুঃখিত-জীবন আমার একমাত্র ভরসা।

(৩) রীত্যনুসারে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ-পরায়ণা কোনও মঞ্জরী, তাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়া কহিতেছেন—আহা! আজ আমাদের নব-নাগররাজ কি অপরূপ, কি ভুবন-বিস্মাপক-বেশে বিরাজিত! বদন-মণ্ডল—শারদীয়-পূর্ণ-শশধরের শোভা ও প্রভাকে পরাজয় করিয়া সমুদ্ভাসিত হইতেছে, তনুকান্তিতে—তরুণ তমালের কোমল-পল্লবকে পরাভব করিতেছে! আবার এই অনির্ব্বচনীয়-রূপ-মাধুরীর ন্যায়—আজিকার বেশের-শোভাটিও পরম চমৎকার! দেখ—সুচারু-ছাঁদে বিরচিত চূড়াটি কি সুন্দর শিখিপুচ্ছে (শিখণ্ডকে) মণ্ডিত! গলদেশের মালতীর মালা—মধুকর-মালায় বেষ্টিত হইয়া কি অদ্ভুত, কি মনোমোহন সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছে!

নাগরেন্দ্র-চূড়ামণি এইরূপ ধন্যাতিধন্যবেশে সুসজ্জিত ও মধুর মাধুরীতে মণ্ডিত হইয়া ত্রিভুবন-মোহন-ত্রিভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া—মধুর-মুরলীতে কান্তা-কর্ষিণী কলগান করিতেছেন। তাঁহার ললাটোপরিস্থ চূর্ণ কুন্তল (অলক) নিচয় যেন রসে টলমল করিতেছে! প্রফুল্লবদনে—তিলকাবলী (উদীয়মান শশি-কিরণ-

টলমল-অলক, তিলক মুখ ঝলকই, ভাঙকি ধনুয়া ধুনান—
কুলবতী-বরত—বিমোচন লোচন—বিষম কুসুম-শর-বাণ!
বান্ধুলী-বন্ধু-অধরে মধুমাখল—মধুর মধুর মৃদু-হাস—
মঝু—আমোদে, মদন-মদ-মন্থর, ভণতহি গোবিন্দদাস॥

(৪) তুড়ি,—পটতাল।

শরদ-চন্দ পবন-মন্দ, বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ,
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথী মত্ত-মধুকর ভোরণী,

সম্পাতে) ঝলমল করিতেছে! এবং কম্পিত (ধুনান) ভ্রূ-ধনুতে বিষম-কন্দর্প বাণের ন্যায় বিরাজিত—কুলবতীর-ব্রত-বিধ্বংসী-লোচন-কটাক্ষ, যেন চঞ্চল হইয়া কুলবালাকুলের অন্বেষণ করিতেছে! আবার বান্ধুলি ফুলের সমধর্মী-বন্ধুবৎ তদনুরূপ সুরঞ্জিত মধুমাখা-অধরে, নারী-মনোহর মৃদু মধুর মন্দহাস্য বিরাজিত! (মঞ্জরী-ভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা-গোবিন্দ কবিরাজ আপন মনোভাবে-রসাত্মক-বাণীতে উপসংহারে কহিতেছেন)—এই অধর-বাঁধুলীর মধুপানই—লোচন-বাণ-রূপ বিষম-কন্দর্প-শরাঘাতের একমাত্র অব্যর্থ-ভেষজ। এ মহৌষধ এমনি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন যে, দেখ—ইহার সুদূর-সৌগন্ধেই মদনের (মদ) অহঙ্কার মন্দীভূত হইয়া যাইতেছে।

(৪) পূর্ব্বোক্ত মঞ্জরী দেখিতেছেন—শারদ সুধাকর পূর্ব্বাকাশে সমুদিত, মন্দ মন্দ পবন বহিতেছে, বনভূমি কুসুমের সৌগন্ধে ভরিয়া গিয়াছে, প্রফুল্ল—মল্লিকা, মালতী (চামেলী) ও যূথী-কুসুমের পরিমলে প্রমত্ত-মধুকরবৃন্দ বিভোর হইয়া উঠিয়াছে এবং এইরূপ উদ্দীপনা-পূর্ণ মনোহর রজনী দর্শনে, শ্যাম-মোহন—মদনে মাতিয়া (প্রেমোৎফুল্ল হইয়া) কুলবতীগণের চিত্তাপহারি

হেরই রাতি ঐছন ভাতি, শ্যাম-মোহন মদনে মাতি—
মুরলী-গান পঞ্চম তান কুলবতী-চিত-চোরণী।
শুনত গোপী প্রেম রোপী, মনহি মনহি আপনা সোঁপি,
তাহি চলত যাহি বোলত মুরলী-কল-লোলনী,
বিছুরিগেহ নিজহু দেহ এক নয়নে কাজর রেহ,
বাহে রঞ্জিত মঞ্জীর এক, এক কুণ্ডল দোলনী।

অর্থাৎ কান্তাকর্ষিণী কলধ্বনিতে পঞ্চমতানে মুরলীবাদন করিতেছেন। আর প্রেম-বিমোহিতা গোপ-সুন্দরীগণ, সে মধুরধ্বনি শ্রবণমাত্র মনে মনে আত্ম-সমর্পণ করিয়া অর্থাৎ মুরলীরবে হৃত-চিত্তা হইয়া এই চিত্ত লুণ্ঠন-কারক—কলধ্বনির অভিমুখে মন্ত্র-মুগ্ধার ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছেন! তাহাদের ভাবে ও বেশে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, সকলেই আপন আপন দেহ গেহাদি বিস্মৃত হইয়া (বিছুরি) গিয়াছেন!

মঞ্জরী, স্বকীয় সঙ্গিনীকে কহিতেছেন,—ইহাদের দশা দেখ—কাহারও এক নয়নে অঞ্জন—বংশীধ্বনি শুনিয়া আর অন্য নয়ন রঞ্জনের বিলম্ব সহে নাই, অমনি ছুটিয়া আসিতেছে! কেহ বলয়ের বিনিময়ে বাহুতে নূপুর (মঞ্জীর) পরিধান করিয়াছে, তাহাও এক বাহুতে! কাহারও বা কেবল এক কর্ণে কুণ্ডল দোলিতেছে!! এদিকে—সকলেরই নীবিবন্ধ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, উত্তরীয় খলিত হইতেছে, কাচুলী ও কিঙ্কিণী খুলিয়া যাইতেছে। (রসন—কিঙ্কিণী, চোলী—কঞ্চুলিকা) সুসম্বদ্ধ বেণী বিগলিত হইয়া দোলিতেছে!—তথাপি যুবতিগণের তাহাতে দৃক্‌পাত মাত্রও নাই—কেবলই অশ্রান্ত-গতিতে ধাবিত হইয়া আসিতেছে!!

আরোও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ—গোষ্ঠভূমি হইতে কানন পর্য্যন্ত এতক্ষণ ইহারা নিজ নিজ সখীগণের সহিত মিলিয়া আসিতেছে, অথচ পথে কাহারও প্রতিই কাহারও লক্ষ্য নাই! দর্শনকারিণী-মঞ্জরীর ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ কহিতেছেন—এমনি আত্মহারা হইয়া আজ ব্রজসুন্দরীগণ গোকুলচন্দ্রের সহিত সম্মিলিতা হইলেন।

শিথিল ছন্দ নীবিকোবন্ধ, বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ—
খসত বসন, রসন-চোলী গলিত বেণী লোলনী,
এতহু বেলি সখিনী মেলি কেহু কাহুকো পথ না হেরি,
ঐছে মিলল গোকুলচন্দ গোবিন্দদাস গায়নি।

(৫) মল্লার।

বিপিনে মিলল, গোপনারী ; হেরি হাসত মুরলীধারী—
নিরখি বয়ন পুছত বাত, মদনসিন্ধু গাহনি।
পুছত সবকো গমন ক্ষেম, কহত কিয়ে করব প্রেম—
ব্রজকো সবহু কুশল বাত ? কাহে কুটিল চাহনি ?

(শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি "ত্রিজগন্মানসাকর্ষি" ইহা নিঃসন্দেহ সিদ্ধান্ত, কিন্তু আজ উহা কেবলমাত্র "কুলবতীচিত্ত-চোরণী" ধ্বনিতে নিনাদিত হওয়ায় তদ্দ্বারা কান্তাগণ ব্যতীত অপরের চিত্তাকর্ষিত হয় নাই। আর—যোগমায়ার অচিন্ত্যপ্রভাবে শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃতলীলায়—সকল ঋতুতেই সকল ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, সুতরাং এ গীতের একটি অক্ষরও অত্যুক্তি নহে)।

(৫) গোপসুন্দরীগণকে বিপিনে সমাগতা দেখিয়া, রসিকেন্দ্ররাজ আনন্দ-মধুর মনোহর হাস্য দ্বারা তাহাদের প্রেমবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেকের বদনপানে চাহিয়া অপূর্ব্বভঙ্গীতে মদন-সিন্ধু-নিমজ্জিনী বাগ্‌-বিলাস আরম্ভ করিলেন। কহিতেছেন—সুন্দরীগণ! তোমরা তো সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ ? (ক্ষেম—মঙ্গল) বল আমি তোমাদের কিরূপ প্রীতি-বিধান করিব।

সুন্দরীবৃন্দের বদনে আনন্দ ও গৌরব-সংমিশ্রিত-হাস্য বিকশিত হইয়া উঠিল, তদ্দর্শনে পরিহাস-বিশারদ-রসিকেন্দ্রশেখর, ভঙ্গীময়-বচন-বিন্যাস

হেরত ঐছন রজনী ঘোর, ত্যজি তরুণী পতিকো কোর—
কাহে আওলি কানন ওর? কহত খোর কাহিনী।
গলিত ললিত কবরী-বন্ধ, কাহে ধাওত যুবতীবৃন্দ?
মন্দিরে কিয়ে পড়ল দ্বন্দ? বেঢ়ল বিশিখ-বাহিনী?

করিতে আরম্ভ করিলেন, যথা—'সুবদনী সকল! তোমরা এমন অসময়ে কাননে আসিবার কারণ কি? ব্রজপুরস্থ সমস্তের কুশল তো? কোনও আকস্মিক বিপদ তো ঘটে নাই? কোনও উত্তর না দিয়া সকলেই কুটিল নয়নে চাহিতেছ কেন? আজিকার এই ভয়ঙ্করী রজনীতে—তোমাদের ন্যায় পতি-সোহাগিনী ভীরু-তরুণীগণের পতির ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া বনে আগমন ও অবস্থান—বস্তুতঃই বিস্ময়াবহ ঘটনা! অতএব ইহার কারণ ও কিঞ্চিৎ (খোর) বিবরণ কহিয়া শীঘ্র আমার আশঙ্কা দূর কর। আহা! দ্রুতগমনের বেগে তোমাদের সুললিত কবরীবন্ধন খুলিয়া গিয়াছে! যুবতী-ব্রজের এতবেগে ধাবন কখনই সামান্য কারণে ঘটে নাই! বলি ব্রজে কি অকস্মাৎ গৃহ-বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, কিম্বা কোনও ধনুর্দ্ধারী-যোদ্ধ-সৈন্যদল অভাবিতরূপে আসিয়া ব্রজ বেষ্টন করিয়াছে? কি বিপৎপাত উপস্থিত হইয়াছে, শীঘ্র বল?

"বংশী-গীতে মনহরণ ও আকর্ষণ করিয়া আনিয়া—কুটিল-কটাক্ষে ও সুমধুর-হাস্যামৃতে মাতাইয়া, এই বিষম বাগ্-বজ্রাঘাত কেন?" ভাবিতে ভাবিতে প্রণয় কোপাদি নানাভাবোদয়ে বিচলিতা ব্রজসুন্দরীগণ, কখনও চন্দ্রের পানে কখনও বা বনের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

ভঙ্গীময় বচনে কান্তাগণের অনুরাগ-সাগর উচ্ছসিত করাই চতুর-চূড়ামণির অভিসন্ধি, সুতরাং গোপসুন্দরীগণের ঐরূপ চাহনি উপলক্ষ্য করিয়া তিনি আরোও কহিতে লাগিলেন—"শরচ্চন্দ্রের সুন্দর জ্যোৎস্নায় সমুজ্জ্বল এই রজনীর মাধুরী অথবা প্রফুল্ল কুসুম-নিচয়ে পূর্ণ—শ্যাম-ভ্রমর-বিলাসিত এই কাননের শোভা-সন্দর্শনের অদম্য-কৌতুহলে তোমরা এমন সাহসিনী (সাহিনী) হইয়া আসিয়াছ কি?

এ কথায়ও গোপীগণ কোনও উত্তর প্রদান না করায় বিদগ্ধ চূড়ামণি

কিয়ে শরদ-চান্দনি-রাতি, নিকুঞ্জে ভরল কুসুম-পাতি—
হেরত শ্যাম ভ্রমরা-ভাতি বুঝিয়ে আওল সাহিনী ?
এতহু কহত নাকহ কোই, কাহে রাখত মনহি গোই ?
ইহহি আন কছু না হোই গোবিন্দদাস গায়নি।

(৬) কামোদ।

সরস বসন্ত সুধাকর নিরমল, পরিমলে বকুল রসাল,
রসের পসার পসারল কলাবতী, গাহক গোপাল।

কহিতেছেন—আমি এত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম তোমরা কেহই কোনও উত্তর করিতেছ না কেন ? মনের ভাব মনে লুকাইয়া (গোই—গোপন করিয়া) রাখিতেছ কেন ?

দশনকারিণী মঞ্জরীর-ভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ রঙ্গিয়া-নাগরের মুখে—প্রথমতঃ মনোহরোজ্জ্বলা-রজনীকে 'ঘোররূপা' এবং সুরম্য-কেলী-কাননকে 'ভীতিপ্রদ' বলিয়া বর্ণনা করিতে শুনিয়া এবং 'তৎপরেই আবার "শরদচান্দনি-রাতি ও বিকশিত-কুসুমে শোভার-ভাণ্ডার-নিকুঞ্জ বলিয়া রঙ্গময়-বচনে নিজেই তৎখণ্ডন করিতে শ্রবণ করিয়া এবং 'শ্যাম-ভ্রমরার কান্তি (ভাতি) দেখিতে আসিয়াছ ?' এই বাক্যের শ্লেষার্থ যে 'কৃষ্ণ ভ্রমরের অর্থাৎ তাঁহারই দশন' তাহাই মনে গ্রহণ করিয়া—আপনা আপনি বলিতেছেন—ইহারা আবার কি উত্তর দিবে ? তুমি যাহা বলিতেছ তদনাতীত আর কিছুই তো নয় নাই, তন্নিমিত্তই তো ইহাদের আগমন।

(৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে চারিটি উদ্দেশ্য ছিল। (১) ব্রজসুন্দরীগণের ভাবের চরম-পরিণতির বিকাশ ; (২) পক্ষাপক্ষ-ভেদ-বিদূরিত করিয়া সমস্ত গোপ-যুবতীকে একীভাবাপন্ন করণ ; (৩) 'বামা'—প্রিয়তমাগণকে 'দক্ষিণা করিয়া

বৃন্দাবন কেলী-কলানিধি কান—
হাস-বিলাস—গমন দিঠি মন্থর, হেরি মুরছে পাঁচবাণ!
হাসি পরশি তরুণী নব-যৌবনা* পুছই মুলকি বাত!
তরল-নয়নী হাসি-মুখ শোভই ঠেলই হাতহি হাত।

রাস-রসাস্বাদন; (৪) অনুরাগের-সমুদ্র-মন্থন দ্বারা কান্তা-ভর্ৎসনামৃত উৎপাদন ও তদাস্বাদন। তাঁহার (পূর্ব্ব গীতোক্ত) ভঙ্গিময়-বাক্যাবলী এবং আরোও 'তদ্যাত মারিচং ঘোষং' প্রভৃতি—প্রার্থনা ও উপেক্ষা-ভঙ্গিময়—দ্ব্যর্থবোধক পরিহাস, অনিষ্টাশঙ্কাকুলিত-প্রেমবতীগণের কর্ণে বজ্রাঘাতের ন্যায় প্রতীত হইয়া—তদীয় সকল উদ্দেশ্য সাধনেরই ভিত্তি পত্তন করিয়া দিল। গোপিকা-গণ রোষে, ক্ষোভে, অভিমানে, ঈর্ষায় ও প্রণয়-পিপাসায়—অধীরা, আকুলিতা এবং একপ্রাণা হইয়া—আক্ষেপ, অনুযোগ, ভর্ৎসনা, প্রার্থনা, কাকুতি ও দুর্গতিব্যঞ্জক ভাষায়—নানাচ্ছন্দে আপনাদের আগ্রহ, অনুতাপ ও মনোবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সে দুর্নিবার-তরঙ্গরঙ্গ-রঙ্গিয়ার সমস্ত ভঙ্গীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিল, আর তাঁহার আত্ম-সম্বরণের সামর্থ্য রহিল না। তখন সহাস্য বদনে আপন বাক্যাবলীর পরিহাসাত্মকতা প্রকাশ করিয়া আদরের,—গৌরবের ও আগ্রহের—অবধি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক তরুণীগণের প্রফুল্লতাবিধান-দ্বারা তাহাদিগকে বিহারে প্রবৃত্ত করিলেন। এ গীতটি সেই সুধা-মধুর বিলাসের চিত্র।

বৃন্দাবনের কেলি-কুঞ্জাবলীতে, সর্ব্বদাই বসন্ত-ঋতুর প্রাধান্য বর্ত্তমান। তৎশোভাময় আনন্দোন্মাদিতা কোনও সখী কহিতেছেন—দেখ, সরস-বসন্তের উদ্দীপনাময়-মাধুরীতে কুঞ্জ-কানন ভরপুর, আকাশে সুনির্ম্মল সুধাকর সমুদিত, বকুলের ও রসালের (আম্রমুকুলের) পরিমলে দিগন্তপূর্ণ। আজ অতি উপযুক্ত এবং অনুকূল সময়ে কলাবতীগণ রসের পসরা প্রসারিত করিয়াছেন! মনের মত গ্রাহক প্রাপ্ত হইলে মণিকারেরা যেমন সাগ্রহে ও সাহ্লাদে আপন বিপণির সমুদয় দ্রব্যই প্রদর্শন করে, তেমনি চিরাকাঙ্ক্ষিত মদনগোপালকে গ্রাহক

---

* পদকল্পতরু ও পদামৃতসমুদ্রের পাঠ স্বর—নব যুবরাজ পরশি তরুণী-মণি।

দুহু রসভোর, ওর নাহি পাওই, (রস) চাখই মদন দালাল—
দাস অনন্ত, কহই রস কৌতুক, তরুকুল বলে ভাল ভাল !

(৭) পূরবী।

মধুর-বৃন্দা-বিপিনে মাধব, বিহরে মাধব সঙ্গিয়া—
দুহু গুণ দুহু, গাওয়ে সুললিত—চলত নর্ত্তক-ভঙ্গিয়া*

পাইয়া আজ রস-প্রদর্শনীগণের দেহে আনন্দ ধরিতেছে না! এদিকে বৃন্দা-বিপিনবর্ত্তী-কেলিসমুৎসুক-কলানিধি-কানুর প্রেমোৎফুল্ল রূপ ও রীতিও মধুর হইতে মধুতর হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার এই প্রাণ-মন-হর হাস-বিলাস, সবিলাস-গতি, ও প্রেম-ঢলঢল-দৃষ্টি দেখিলে—বোধ হয় মদনেরও মূর্চ্ছা হয়! দেখ—হাসিতে হাসিতে যথার্থই পসারিণীর বিপণিতে উপস্থিত ক্রেতার ন্যায়—নব-যৌবনা-তরুণীমণিগণের অঙ্গবিশেষ স্পর্শ করিয়া তাহার মূল্য (মূল) জিজ্ঞাসা করিতেছেন! আর তরল-নয়নী-গণ হাস্য-শোভিত-বদনে কুটিল-কটাক্ষভঙ্গী-প্রকটন পূর্ব্বক আপনাপন হস্ত দ্বারা রসিকেন্দ্র-শেখরের হাত ঠেলিয়া দিতেছেন! এবং তৎক্ষণে দুজনেই রসানন্দে নিমগ্ন ও ভোর হইয়া যাইতেছেন, কেহই অতলস্পর্শ রস-সাগরের তল পাইতেছেন না!

দ্রষ্টাসখীর ভাবাবেশে গীতকর্ত্তা অনন্তদাস কহিতেছেন—দেখ, সঙ্গে সঙ্গে মদন-দালালও আসিয়া উপস্থিত! সে, সমুদয় রস চাখিয়া দেখিতেছে! এদিকে পবনান্দোলিত তরুগণ মাথা নাড়িয়া বলিতেছে, ভাল! ভাল!! রস কৌতুক বুঝি চরম-পরিণতি প্রাপ্ত হইতে চলিল !!

(৭) এক্ষণে স্বাধীনকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধার (মাধবীর) সহিত নানা রঙ্গে বন-বিহার করিতে করিতে, মাধব—রাস-বিহারার্থ যমুনা-পুলিনে চলিয়াছেন।

পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরুর পাঠান্তর—* চলত নর্ত্তন গতি ভাতিয়া।

শ্রবণ-যুগপর, দেই পরস্পরা নওল-কিশলয় তোড়িয়া
দোহুঁক ভুজ দুহুঁ কান্ধে সোহই, চুম্বই মুখশশি মোড়িয়া।
তেজি মকরন্দ—ধাই বেঢ়ল, মুখর-মধুকর-পাঁতিয়া,
মত্ত কোকিল—মঙ্গল গায়ত§ নাচত শিখি-কুল মাতিয়া।
সকল সখীগণ, কুসুম বরিষণ, করত আনন্দ ভোরিয়া—
দাস গিরিধর, কবহুঁ হেরব—কাঁতি শামর-গোরিয়া‡॥

দেখ—নানাচ্ছন্দে—নানা ব্যপদেশে উভয়ে উভয়ের গুণগান করিতে করিতে কি মধুর নৃত্য-ভঙ্গিতে চলিতেছেন এবং আরক্ত-সুন্দর-সুকোমল—নব কিশলয়—তরুলতা হইতে স্বহস্তে ছিন্ন করিয়া কত আদরে একে অপরের কর্ণে পরাইতেছেন!

তৎপরের লীলারস দর্শন করিয়া সখীভাবাবেশিত গীতকর্ত্তা কহিতেছেন, দেখ—এক্ষণে নাগরেন্দ্রের বামভুজ প্রিয়তমার স্কন্ধদেশে, আর নাগরী-রাজ্ঞীর দক্ষিণ-বাহু কান্তের স্কন্ধোপরি বিন্যস্ত এবং শশধর-সুন্দর-বদন বাঁকাইয়া উভয়েই উভয়ের গণ্ডে ও বদনে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে করিতে চলিয়াছেন! দুজনের অঙ্গই প্রেমে প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে এবং তৎপরিমলে উন্মাদিত হইয়া গুঞ্জনকারী (মুখর) মধুকর-নিকর পুষ্প-মকরন্দ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাইয়া আসিয়া উভয়ের চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরিতেছে—ও দর্শনোন্মাদিত-কোকিলকুল মঙ্গল-গান ধরিয়াছে। শিখি-কুল মত্ত হইয়া নাচিতেছে! সখীগণ আনন্দে ভোর হইয়া উভয়ের শ্রীঅঙ্গে ও গমনপথে পুষ্পবর্ষণ করিতেছেন!

বলিতে বলিতে গীতকর্ত্তা গিরিধরদাসের সাধকভাব হঠাৎ উদ্রিক্ত হইয়া পড়ায়, আক্ষেপ দৈন্যোক্তি প্রকাশ করিতেছেন—হায়! আর কতদিনে শ্যামগৌরীর

পদামৃত সমুদ্র ও পদকল্পতরুর পাঠান্তর—† কুণ্ডল সোহই; ‡ ও রস সায়র গাহিয়া; কেবল পদকল্পতরুর পাঠান্তর—§ মুরলী তাহে বাওত।

(৮) বেলোয়ার।

কালিন্দী-তীর, সুধীর সমীরণ, কুন্দকুমুদ অরবিন্দ বিকাশ—
নাচত মোর, ভোর মত-মধুকর সারী শুক পিক পঞ্চম-ভাষ।
নিধুবনে নাচত * মুগধ-মুরারি—
মুগধ-গোপবধূ অধিকলাখ সঙ্গে রঙ্গে বিহরে বৃষভানুকুমারী ॥ ধ্রু ॥

এই মধুরকান্তি ও প্রাণারাম-লীলা দর্শন করিয়া প্রাণ জুড়াইব? (পদকল্প-তরুতে এই গীতটি "দাস গোবিন্দ" ভণিতাযুক্ত!)

(৮) এই গীতে কালিন্দী-পুলিনের মধুর-রাসবিহার (সখীর মুখে) বর্ণিত হইয়াছে। যথা—দেখ, যমুনার তরঙ্গ-করে-সম্মার্জ্জিত মনোহর পুলিনে মৃদু-মন্দ-সমীরণ বহিতেছে। কুন্দ, মুকুন্দ, কমল প্রভৃতি কুসুমাবলী—জলে স্থলে প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে! সৌগন্ধে মধুকরানকর ভোর হইয়া ফিরিতেছে। ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে। শারী, শুক—কোকিল পঞ্চম-ধ্বনিতে দিগন্ত উন্মাদিত করিতেছে! জ্যোৎস্না-মণ্ডিত পুলিন-ভূমির এইরূপ উদ্দীপনাপূর্ণ শোভায় ও প্রাণেশ্বরীর প্রফুল্ল-বদনের মাধুরীতে, উচ্ছলিতানন্দে চঞ্চল ও বিমুগ্ধ হইয়া আমাদের নটরাজেন্দ্র আজ নিধুবনে অর্থাৎ কেলী কৌতুকে মনোহর-নৃত্যারম্ভ করিয়াছেন! আর লক্ষাধিক গোপসুন্দরী-মালার মধ্য-মণিরূপে বিরাজিত হইয়া—আমাদের বৃষভানু-রাজনন্দিনী মহোল্লাসে, সে নৃত্য-কৌশল দর্শন করিতেছেন!

সখী তৎপরে কহিতেছেন, দেখ—এক্ষণে নটবরশেখর গান ধরিয়াছেন আর আমাদের নাটিনী-মণি বিনোদ-নৃত্যে মনোহরের মনহরণ করিতেছেন! আবার—মৃদু-মারুতের তরঙ্গে স্বর-লহরী-ছড়াইয়া—আমাদের কোকিল-কণ্ঠি গান ধরিতেছেন এবং নট-রাজেন্দ্র মোহন-নৃত্য-তরঙ্গে রমণী-মণির মনকে

পদামৃতসমুদ্রের ও পদকল্পতরুর পাঠান্তর—* মধুবনে নিধুবন;

নাচে রমণী—গাওত নট-শেখর, গাওত নটিনী নাচে নটরাজ
শ্যামর-গোরী, গোরীসঙ্গে শ্যামর, নবজল ধরে বহু বিজুরী বিরাজ।
হেরিহেরি রাস—কলারস অপরূপ† মনমথে লাগল মনমথ ধন্ধ।
ভুললগগনে, সগনে রজনী কর, চৌদিকে ফিরত দীপধরি চন্দ॥
তারাগণ সঙ্গে, তারাপতি হেরিয়ে, লাজে লুকাওল দিনমণি-কাঁতি
গোবিন্দদাসপহু জগমন-মোহন, বিহরীতে ভেল কলপসমরাতি।

নাচাইতেছেন! আহা! দুজনেরই নব নব-তাণ্ডব কলা অপরূপ এবং অতুলনীয়। পুনরায় সোল্লাসে সখী বলিতেছেন—অধুনা মাধুরীর অবধি! দেখ—সত্য সত্যই যেন নব-জলধর সহিত বিদ্যুতের খেলা! শ্যাম-সুধাকরের নর্ত্তনের সহিত আমাদের নবগোরী, এবং নৃত্যচঞ্চলা গোরীর সহিত যোগ দিয়া নটরাজ-মণ্ডলীকে মোহিত করিতেছেন।

নৃত্যরঙ্গে ঘন ঘন পরস্পরের অঙ্গস্পর্শের ফলেও আজ নটিনী-নটবর কেহই কন্দর্পাবেশে শিথিলাঙ্গ হইতেছে না! দীপ্তি ইহার কারণ এই যে—এই উভয়ের অপরূপ রাস-রসের-কলা দর্শনে মন্মথের মনে (আহা! কি দেখিতেছি, এমন অতুলনীয়-অদ্ভুত-বৈদগ্ধী কি জগতে সম্ভব? ইত্যাদি ভাবিয়া) ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছে! তাঁহার আপন মনই মথিত হইয়া যাইতেছে, প্রভাব প্রদর্শন অবসর কোথায়? দেখ, মন্মথের ন্যায় গগনের চন্দ্র ও সগণে অর্থাৎ নক্ষত্রবর্গের সহিত অস্তগমন ভুলিয়া গিয়াছে! দীপ্তিরূপ-দীপ ধারণ করিয়া কেবলই চারিদিকে ফিরিতেছে!!

এদিকে অরুণের কিরণচ্ছটা পৃথিবীতে প্রকটিত হইবার নিমিত্ত পূর্ব্বাকাশের প্রান্তে উপনীত হইয়া দেখিল—মধ্যগগনে নক্ষত্র-পরিমণ্ডিত নিশানাথ

পদামৃতসমুদ্রের ও পদকল্পতরুর পাঠান্তর—† অপরূপ রাস-বিলাস মনোহর।

(৯) তুড়ি।

কুঞ্জ ভবন, মন্দ পবন, কুসুম-গন্ধ-মাধুরী—
মদন-রাজ, নব-সমাজ, ভ্রমরা-ভ্রমরী-চাতুরী।
দেখরে সখি! শ্যামচন্দ—ইন্দুবদনী-রাধিকা—
বিবিধ যন্ত্র, যুবতী বৃন্দ, গাওত রাগমালিকা।
তরল তার, গাত দুলার, নাচে নটিনী নটন-শূর—
প্রাণনাথ, ধরত হাত, রাই তাহে অধিক পুর।

বর্ত্তমান; অমনি যেন আপন অবিমৃষ্য-সত্বরতার নিমিত্ত লজ্জিত হইয়া লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছে! গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ কহিতেছেন—কি আনন্দ! লীলাশক্তির এই সকল অচিন্ত্য-প্রভাবে আমার জগ-মন-মোহন প্রভুর মধুর-রাসবিহারের নিমিত্ত আজিকার রজনী, কল্পের ন্যায় (ব্রহ্মার দিনের ন্যায়) সুদীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে!

(৯) এক্ষণে ব্রজযুবতীবৃন্দ উচ্ছলিতানন্দে নানাপ্রকার যন্ত্র বাদন আরম্ভ করিলেন এবং তাহার তালে তালে পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া আমাদের রাই কানু নানাছন্দে একত্রে নৃত্য করিতেছেন। দেখিয়া কোনও সখী সে মাধুরি বর্ণন করিতেছেন, যথা—

কুঞ্জভবন-নিচয়ে-বিকশিত কুন্দ-মন্দারাদি কুসুমাবলীর সৌরভ বহন করিয়া মন্দ মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, দিঙ্মণ্ডল কুসুম-গন্ধের মাধুরীতে পূর্ণ! মদন-রাজের নবীন-আমাত্য—ভ্রমর ভ্রমরীগণ কত রঙ্গ কত চাতুরী বিস্তার করিতেছে! সকলেই রাস-রঙ্গিয়ার ও রঙ্গিনীগণের উত্তেজনা ও আনন্দবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত, রাধা-মাধবও গীত-নর্ত্তনের রসতরঙ্গে মাতোয়ারা! সুতরাং এমন মহারঙ্গে অপর তরুণী-গণ স্থির থাকিতে পারিবে কেন? দেখ—সকল যুবতীই নানাবিধ যন্ত্রের ঐক্য-তান বাদন করিতেছেন ও মালিকারাগে সুমধুর-সঙ্গীত ধরিয়াছেন এবং তরল-তালের তরঙ্গে আমাদের নটিনীমণিও নটন-শূর, মনমোহন-গাত্রভঙ্গীতে

অঙ্গে অঙ্গ—পরশি ভোর, কেহু রহত কাহুকো কোর—
জ্ঞানদাস, গাওত রাস, যৈছে জলদে বিজুরী জোর!

(১০) কর্ণাট।

মণ্ডিত হল্লীসক-মণ্ডলাং, নটয়ন্ রাধাঞ্চলকুণ্ডলাং॥ ১॥
নিখিল-কলা-সম্পাদি পরিচর্য্যা, প্রিয়সখি! পশ্য নটতি মুরজয়ী॥ ধ্রু॥

কত রঙ্গভঙ্গে একসঙ্গে নৃত্য করিতেছেন! রঙ্গিণী-সঙ্গিনী-রাইয়ের করধারণ পূর্ব্বক প্রাণকান্ত নবীন ছন্দে নানা নাট্যকলা প্রদর্শন করায়—প্রবর্দ্ধিত-প্রেমানন্দে আমাদের রাই-বিনোদিনী পূর্ণ হইয়া গিয়াছেন! এবং অঙ্গে অঙ্গ স্পর্শ করিতে করিতে দুজনেই প্রেম-রসে ভোর হইয়া একে অপরের ক্রোড়ে হেলিয়া পড়িয়াছেন! দ্রষ্টাসখীর আবেশে গীতকর্ত্তা জ্ঞানদাস কহিতেছেন,—আহা! যেন সুচঞ্চলা বিজুরী আজ অচঞ্চলা হইয়া জলদের সহিত জোর লাগিয়া রহিয়াছে!

বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্য—(গীতাবলীর ১২নং) যথা—যুবতিনাং মণ্ডলী-বন্ধেন নৃত্যং হল্লীশকং। পরিচর্য্যা পণ্ডিতঃ॥ ধ্রু॥

---

(১০) মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া যুবতিগণের রাসনৃত্যের নাম হল্লীশক। রসের উৎস—রাসস্থলীতে এক্ষণে হল্লীসক নৃত্য হইতেছে। কোনও সখী আপন সঙ্গিনীকে প্রেমসিন্ধুর সে উদ্বেলিত-তরঙ্গরঙ্গ দেখাইয়া কহিতেছেন—

দেখ—হল্লীসক-মণ্ডলের ভূষণ স্বরূপিণী চঞ্চল-কুণ্ডলা রাধাকে নাচাইতে নাচাইতে নিখিল-কলা-সম্পদে সুপণ্ডিত মুর-বিজয়ী—আজ কি মধুর, কি মোহনচ্ছন্দে নৃত্য করিতেছেন! প্রিয়সখি! মহাবীরের মধুর-নৃত্যকলা দেখিয়া নয়ন সফল কর—জীবন ধন্য হউক।

মুহুরান্দোলিত রত্ন-বলয়ং সলয়ঞ্চলয়ন্ কর-কিশলয়ং ॥ ২ ॥
গতিভঙ্গীভিরবশীকৃতশশি, স্থগিত সনাতন শঙ্কর বশী ॥ ৩ ॥

(১১) কেদার।

রাধা কানু নিকুঞ্জ মন্দির মাঝ।
চৌদিকে ব্রজবধূ মঙ্গল গাওত তেজি কুলভয় লাজ ॥ ধ্রু ॥
শরদ যামিনী, ভকুল কামিনী, তেরছ নয়নে চায়,
মদন-ভুজঙ্গমে, বাহিরে দংশল, ঢেলি পড়ে শ্যাম-গায়।

সলয়ং লয়াশ্রিততয়া কর-কিশলয়ং—হস্তপল্লবং চলয়ন্। লয়ো বিলাসে সংশ্লেষে সাম্যে তৌর্য্যত্রিকস্থচেতি বিশ্বঃ ॥ ২ ॥
স্থগিতৌ সনাতনৌ শঙ্করৌ বশিনৌ জিতেন্দ্রিয়ৌ যেন সঃ ॥ ৩ ॥

আর একবার রত্নবলয়ের এই মুহুর্মুহু আন্দোলনের মাধুরী দর্শন কর। কর-কিশলয়ের তালে তালে সবিলাস-সঞ্চালনাকলা হেরিয়া প্রাণ জুড়াও। দেখ—চরণ-সঞ্চালনের ভুবন-মোহন মাধুরী ও অপূর্ব্ব গতিভঙ্গী দর্শন করিয়া আকাশের শশী বিস্ময়ে অবশ হইয়া গিয়াছে। নিশ্চল হইয়া যেন অনিমেষে চাহিয়া রহিয়াছে। এবং জিতেন্দ্রিয়-বর্য্য-শঙ্কর এবং অন্যান্য যতীন্দ্রগণ স্থগিত অর্থাৎ স্থিরগতি হইয়া এই অদ্ভুত মাধুরী আস্বাদন করিতেছেন।

(১১) মন্দ-সুগন্ধ-মারুত-সঞ্চালিত-পুলিনভূমে বৃন্দাদেবীর বিরচিত-নিকুঞ্জস্থ কুসুম-তল্পে আমাদের রাসেশ্বরী, রাস-বিহারীর সহিত বিশ্রাম-বিলাসে সুখে উপবিষ্ট; কিন্তু রাস-রসাস্বাদে উত্তেজিতা নৃত্যপ্রমত্তা যুবতিগণের শ্রান্তি-বোধ নাই! তাহারা লজ্জা ও কুলধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া চারিদিকে ঘেরিয়া পরমানন্দে মঙ্গল গীতি (জয়-গীতি) গান করিতেছেন! আজ পক্ষ বিপক্ষ ভেদ নাই!!

কানু-ধন্বন্তরি, রাই-কোলে করি, চুম্বন-ঔষধ দান,
নাগর নাগরী, ওরসে আরোগী রাই কানু একই পরাণ!
শারী শুক পিক, মঙ্গল গাওত, অতি সে সুললিত-তান!
বৃন্দাবন ভরি, রসের বাদর, তুলসীদাস রস গান।

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভাগে ঊনত্রিংশ ক্ষণদা।

দর্শনানন্দে নিমগ্না কোনও সখী অপরাকে দেখাইয়া কহিতেছেন—দেখ শারদ চন্দ্রিকার-প্রোজ্জ্বলালোকে আমাদের কুলাঙ্গনা-মণি, প্রাণনাথের প্রতি বঙ্কিম-নয়নে চাহিতে চাহিতে—মদন-ভুজঙ্গমের দংশনে আকুলিতা হইয়া নাগরের গাত্রে হেলিয়া পড়িলেন! আহা! কালিয়দমন-কানু সর্ব্বপ্রকার ভুজঙ্গ-বিষ প্রতিকারের সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি, দেখ তিনি প্রিয়তমা-মণিকে অমনি কোলে ধারণ করিয়া চুম্বন-রূপ চুষণ মহৌষধি দ্বারা অবহেলে আরোগ্য করিয়া তুলিতেছেন। এই যে!—চাঁদবদনীর হেম-তনু স্পন্দিত ও ক্রিয়াবান্ হইয়া উঠিয়াছে!! এক্ষণে একমনোপ্রাণ হইয়া উভয়ে, কেলী-রসে আলিঙ্গন বদ্ধ! এবং তদ্দর্শনে আনন্দোল্লাসে শারী শুক পিকাদি পক্ষী সুললিততানে মঙ্গল-জয়-গীতি গাহিতেছে! গীতকর্ত্তা তুলসী দাস কহিতেছেন—কি আনন্দ! আজ বৃন্দাবন ভরিয়া যেন রসের বাদর বর্ষিত হইতেছে! এইযে রস-গীতি গাহিবার নিমিত্ত আমারও রসনা নাচিয়া উঠিয়াছে। ("রসের বাদর"—শব্দের ভাবার্থ-আলোচনা ২৬শ ক্ষণদার ১২নং গীতের আস্বাদনীতে দ্রষ্টব্য। "শরদ যামিনী"—শব্দের সার্ব্বকালিক-লীলা-সম্বন্ধীয় অর্থ—শারদীয় শুক্লা রজনীর ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি)।

শ্রীক্ষণদা গীতচিন্তামণি।

অথ ত্রিংশ ক্ষণদা,—পৌর্ণমাসী।

(১) শ্রীগৌরচন্দ্রস্য,—কেদার।

জয়রে জয়রে গোরা, শ্রীশচীনন্দন, মঙ্গল নটন সুঠাম।
কীর্ত্তন-আনন্দে শ্রীবাস রামানন্দে, মুকুন্দ বাসু গুণগান।
(দ্রাং দ্রাং) দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমি, মাদল বাজত, মধুর মন্দীর রসাল।
শঙ্খ করতাল, ঘণ্টারব ভেল, মিলল পদতল-তাল।

---

(১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-লীলা প্রেমসুধা-রসের অক্ষয়-মহাসমুদ্র। এই পরম-সম্পদের সহিত ব্রজভাব বিতরণকারী—গৌরহরির মহিমানন্দে মোহিত গীতকর্ত্তা, আনন্দোচ্ছ্বাসে কহিতেছেন—আমার শ্রীশচীনন্দন-গৌরসুন্দরের জয়! তাঁহার জগন্মঙ্গল-সুঠাম-নৃত্য-বিলাসের জয়! তৎপ্রবর্ত্তিত শ্রীসঙ্কীর্ত্তনানন্দের জয়!!

তৎপরে শ্রীনবদ্বীপ-বিহারীর শুভ-সঙ্কীর্ত্তনলীলা মানসে দর্শন করিতেছেন, আর বলিতেছেন—দেখ, আজ ভক্তবর্য্য শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীরামানন্দ বসু শ্রীমুকুন্দ দত্ত, শ্রীবাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি পার্ষদ-ভক্তগণ আনন্দে কৃষ্ণগুণ গান করিতেছেন, "দ্রাং দ্রাং দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমি" এই সুললিত তালে মৃদঙ্গ বাজিতেছে, সুরসাল-মন্দিরা, শঙ্খ, করতাল ও ঘণ্টার কর্ণানন্দ-ঐকতান-ধ্বনি চারিদিকে সুনাদিত হইতেছে, আর আমার রসের নাটুয়া 'গোরা' মধ্যস্থলে মধুর-নৃত্য করিয়া, প্রেমতরঙ্গে জগৎ নাচাইতেছেন! কি গায়ক, কি বাদক, সকলেই সে তরঙ্গে চঞ্চল হইয়া প্রভুর বদন-মাধুরী ও নৃত্য-মাধুরী হেরিতেছেন আর পরমানন্দে নাচিতেছেন!

কোই দেই গোরা অঙ্গে, সুগন্ধি চন্দন, কো-দেই মালতী মাল
পীরিতি ফুলশরে, মরম ভেদল, ভাবে সহচরী ভোর।
কোই কহত গোরা, জানকী-বল্লভ, রাধার প্রিয়-পাঁচবাণ
নয়নানন্দের মনে, আন নাহিক জানে, আমার গদাধরের প্রাণ।

(২) নিত্যানন্দচন্দ্রস্য,—মঙ্গল।

শ্রীবাস অঙ্গনে, বিনোদ বন্ধানে নাচে নিত্যানন্দ রায় *
মনুজ, দৈবত, পুরুষ-যোষিত, সবাই দেখিতে ধায়।

নাচতে নাচতে ভক্তগণ—"সহচরী ভাবে" অর্থাৎ রাস-রঙ্গিণী-ব্রজাঙ্গনা-ভাবে ভোর হইয়া কেহ সঙ্কীর্ত্তন-বিহারী-গৌরসুন্দরের শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধিচন্দন বিলেপন করিতেছেন! কেহ বা মালতীর মালা পরাইতেছেন! ব্রজের রাস-বিলাস আজ নবদ্বীপে সাক্ষাৎ সমুদিত!!

দর্শকগণের মধ্যে যাহারা—শ্রীরঘুনাথের উপাসক তাহারা আজিকার অলৌকিক-লীলা ও মাধুরী দর্শনে আমার গৌরহরিকে সাক্ষাৎ জানকীবল্লভ বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। ব্রজোপাসকেরা কহিতেছেন—ব্রজের অপ্রাকৃত-কন্দর্প-শ্রীরাধাকান্ত ব্যতীত এমন অপরূপ-রস-কেলী-প্রকটন কখনও হইতে পারে না!! গীতকর্ত্তা নয়নানন্দ মিশ্র—শ্রীযুক্ত গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শিষ্য তিনি কহিতেছেন, যিনি যাহা বলুন—কিন্তু "গৌরহরি আমার গদাধরের প্রাণ" আমার প্রাণে ইহা ব্যতীত আর কোন কথাই জানে না। (* পদকল্পতরুতে এই স্থানের পাঠ—নাচত গৌর রায়)।

(২) পূর্ব্বগীতে শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্রের নৃত্য-মাধুরী বর্ণনের প্রসঙ্গে শ্রীসঙ্কীর্ত্তন-রসের মহা-মাধুর্য্য—এবং এ গীতে শ্রীমন্নিত্যানন্দচন্দ্রের নৃত্যকেলী-কথনের

ভকতমণ্ডল, গাওত মঙ্গল, বাজে খোল করতাল,
মাঝে উনমত নিতাই নাচত, ভায়ার ভাবে মাতোয়ার!
হেম-স্তম্ভ জিনি, বাহু-সুবলনি, সিংহ জিনি কটিদেশ,
চন্দ্র-বদন কমল-নয়ন, মদন-মোহন বেশ।
গরজে পুনপুন, লম্ফ ঘনঘন, মল্লবেশে ধরি নাচই,
অরুণ-লোচনে, প্রেম-বরিখনে, অবনীমণ্ডল সিঞ্চই।
ধরণী-মণ্ডলে, প্রেমের বাদর, করল অবধূত-চান্দ—
না জানে নরনারী, ভুবন-দশ-চারি, রূপ হেরি হোর কান্দ।

ব্যপদেশে শ্রীসঙ্কীর্ত্তনের অদ্ভুত মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রদ্ধার সহিত নিরন্তর শ্রীরাসলীলার শ্রবণ কীর্ত্তনে যেমন যুগপৎ চিত্ত-বিকার বিনাশ ও প্রেম-লক্ষণা-ভক্তির উদয় হয় আমার গৌর-সুন্দরের শ্রীসঙ্কীর্ত্তন লীলার অনুশীলনেও তেমনি চিত্তদর্পণ সম্মার্জ্জিত এবং সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়—প্রেম রসার্দ্র হইয়া থাকে। জগ-মঙ্গলাবতার গৌরসুন্দরকে নিরন্তর এই সঙ্কীর্ত্তন-রসে মাতোয়ারা দেখিয়া নিরুপায় জীবের বন্ধু—শ্রীনিতাইচাঁদের আজ আনন্দ ধরিতেছে না! তিনি আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া, সঙ্কীর্ত্তন-রসের-রঙ্গভূমি শ্রীবাস পণ্ডিতের অনাবৃত অঙ্গনে আজ বিনোদচ্ছন্দে নানা ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছেন! সে অপরূপ নৃত্যরঙ্গে স্বর্গ মর্ত্ত্য আনন্দ-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে! দর্শনের নিমিত্ত আকাশে দেবদেবীগণ এবং অবনীতে নরনারী-নিকর মহোল্লাসে ধাইয়া চলিয়াছেন!

দেখ—ভক্তগণ চারিদিকে মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া খোল করতালের সহিত মঙ্গল-গীত গাহিতেছেন, আর মধ্যস্থলে আমার নিতাইচাঁদ—ভাইয়ার ভাবে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতেছেন! তাঁহার ত্রিলোক-বিস্মাপক-নৃত্যভঙ্গী, হেমস্তম্ভ সদৃশ উত্তোলিত বাহুযুগলের সুবলনি এবং চাঁদ-বদনের ও কমল-নয়নের মাধুরী ও মদন-মনোহর-বেশের শোভা দর্শনে—দেখ, দেব মানব কেহই আনন্দে দেহ ধারণ করিতে পারিতেছেন না!

শান্তিপুর নাথ, গরজে অবিরত, দেখিয়া প্রেমের বিকার—
ধরিয়া শ্রীচরণ, করয়ে রোদন, পণ্ডিত শ্রীবাস উদার।
মুকুন্দ-কুতুহলী, কান্দয়ে ফুলিফুলি, ধরিয়া গদাধর-কোর
নয়নে বহে প্রেম, ঠাকুর অভিরাম, সঘনে হরিহরি বোল
না জানে দিবানিশি, প্রেমরসে ভাসি, সকল সহচরবৃন্দে,
শঙ্করঘোষ দাস, করত প্রতি আশ‡ নিতাইচরণারবিন্দে।

দেখ দেখ—এক্ষণে প্রেম-মহাম্বুধির মহোর্ম্মিমালা আকাশ-স্পর্শী হইয়া উঠিল! সে তরঙ্গের বেগে নাচিতে নাচিতে আমার অবধূতচন্দ্র—মল্লবেশধারণ করিয়া ঘন ঘন লম্ফ ও পুনঃ পুনঃ গর্জ্জনদ্বারা কলির প্রাণ কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন। আর তাঁহার অরুণ-নয়নের প্রেমাশ্রুতে পৃথ্বী পরিসিক্ত হইতেছে! বাহবা! সত্য সত্যই আজ অবধূত শশধর-নিতাই-দয়াময়ের প্রেমে ধরণীমণ্ডল ব্যাপিয়া প্রেমের মহা বাদর হইতেছে! আর লোকের শোক, তাপ, জ্বালা, যন্ত্রণা সর্ব্বপ্রকার মালিন্য ও বৈগুণ্য বিধৌত হইয়া যাইতেছে। চতুর্দ্দশ ভুবনের সুখসম্পদ বা দুঃখ বিপদের কোনও কথাই, আজ কাহারও মনে নাই! নরনারীগণ সে সকল কথা সম্পূর্ণ রূপে ভুলিয়া গিয়া আমার নিতাইচাঁদের ভুবনভোলা-রূপমাধুরী দর্শন করিতেছে আর প্রেমানন্দে কাঁদিতেছে! আজিকার মহা-প্রেমবিকার ও মহোদ্ভূত-মাহিমা দেখিয়া জীবের দুর্দ্দশা-ব্যথিত শ্রীশান্তিপুরচন্দ্রের আনন্দ ধরিতেছে না! তিনি উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া অবিরত গর্জ্জন করিতেছেন! উদার-হৃদয় শ্রীবাস পণ্ডিত, প্রেমরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া গিয়াছেন এবং নিতাইচাঁদের চরণে ধরিয়া কেবল কাঁদিতেছেন! ইত্যাদি।

(পদকল্পতরুর পাঠ—। ভাইয়া ভাইয়া ; ‡ বৃন্দাবন দাস প্রেম-পরকাশ)।

(৩) ধানসীশ্রী।

অভিনব নীল-জলদ-তনু ঢলঢল পিঞ্ছ-মুকুট শিরে সাজনীরে,
কাঞ্চন বসন, রতনময় আভরণ* নূপুর রুণুঝুনু বাজনীরে।
জয় জয় জগজনলোচন ফাঁদ, রাধারমণ বৃন্দাবন চাঁদ ॥ ধ্রু ॥
ইন্দীবরযুগ-সুভগ বিলোচন—অঞ্চল চঞ্চল কুসুম-শরে—
অবিচলকুল-রমণী মনা† মানস, জরজর অন্তর-মদন‡ ভরে।

(৩) এই ত্রিংশত্তম ক্ষণদাটিও প্রকার বিশেষে শ্রীরাসলীলার বর্ণন পূর্ণ। মুরলীর-কলনাদে-কান্তাকর্ষণ-নিরত-রাস-রসিকেন্দ্র-শেখরের—তৎকালোচিত অপূর্ব্ব রূপ মাধুরীতে ও বেণুধ্বনিতে বিমোহিতা কোনও ব্রজযোষিদ্‌-মঞ্জরী কহিতেছেন—আহা! অভিনব-মেঘের ন্যায় ঢলঢল এই নয়নাভিরাম নীল তনুর এবং শিরোপরি-শোভিত ঐ রামধনু-ধিক্কারী নানাবর্ণোদ্ভাষিত-পিঞ্ছ-মুকুটের মাধুরী ত্রিজগতে অতুলনীয়! তাহার উপরে আবার কাঞ্চন-কান্তি বসনের রত্নালঙ্কার-রাজির বিদ্যুৎ-বিড়ম্বি দ্যুতি সম্মিলিত হইয়া কি অপূর্ব্ব নয়নোৎসবই বিধান করিতেছে! এদিকে রাতুল-চরণ-যুগলে মণি-নির্ম্মিত-নূপুর আপন রুণুঝুনু-রবে বাজিতেছে!! এ শোভার এ বচনাতীত মাধুরী বর্ণন প্রয়াস বৃথা! আমার কেবল এই কথাটি পুনঃ পুনঃ বলিতে সাধ হইতেছে—"জগজ্জনের নয়ন-বিহঙ্গম বাঁধিবার ফাঁদ—আমাদের রাধারমণের—আমাদের বৃন্দাবনচন্দ্রের জয় হউক।"

এই যে তাহার ইন্দীবর-সুন্দর-লোচনের চঞ্চল-কটাক্ষ, ইহা অব্যর্থ কন্দর্প-বাণ! এই বিষম কুসুমশরে—জগদ্‌বিজয়ী-কন্দর্পের বিক্রমাতিক্রমী—অবিচল-মতি-কুলাঙ্গনাগণেরও হৃদয়, মন ও বাসনা মদন-জর্জ্জরিত হয়। আর—ঐযে আমাদের রমণী-মনোহারী, আজানুলম্বিত-বনমালায় শোভিত হইয়া অলিকুলকে পরিমলে মাতাইয়া তুলিয়াছেন, এ মাধুরী-হেরিলে বল দেখি কোন্ কামিনী

পদামৃতসমুদ্রের পাঠান্তর—* কাঞ্চন কঙ্কন; † বর; ‡ ভাব।

বনি বনমাল, আজানু বিলম্বিত, পরিমলে অলিকুল মাতিরহু
বিম্বাধরপর মোহন-মুরলী, গাওত গোবিন্দদাস পহু ॥

(৪) কর্ণাট।

কিং বিতনোষি মুধাঙ্গবিভূষণ ? কপটেনাত্র বিঘাতং
সোঢ়ুমহং সময়স্তু ন সংপ্রতি শঙ্কা লবমপিপাতং ॥ ১ ॥
গোকুল-মঙ্গল-বংশী—
ধ্বনি রুদ্‌গর্জ্জতি বনগতয়ে স্মরভূপতি-শাসনশংসী ॥ ধ্রু ॥

ফিরাইতে পারে ? গীতরচয়িতা গোবিন্দ কবিরাজ পূর্ব্বোক্ত মঞ্জরীর ভাবাবেশে আবোও কহিতেছেন, দেখ—আমাদের হৃদয়-মনের অধীশ্বর (পহু) এইরূপ মাধুরী-পণ্ডিত হইয়া আজ বিম্বাধরে মোহন-মুরলী লইয়া কলগীত গাইতেছেন ! (এই প্রাণাকর্ষী-মধুরধ্বনিতে ত্রিজগতের কোন্ রমণী উন্মাদিতা না হয় ?) পদকল্পতরুতে "জয় জয়" ইতি ধ্রুবপদে এ গীতের আরম্ভ।

একটি গীতাবলীর ১৮নং গীত। ইহার, শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্য এই রূপ—অভিসিসীষুর্নায়িকা মণ্ডয়ন্তীং সখীমাহ—কিমিত্যাদি। অত্রাভিসারে বিঘাতং—বিলম্বং যদহং সময়স্তু লবমপি পাতং সোঢ়ুং শক্তা নভবামি ॥ ১ ॥
নমু নাভিসারস্ত সময়োহধুনাপ্যাগত ইতি চেত্তত্রাহ—গোকুলেতি ॥ ধ্রু ॥

(৪) বংশী গীত শ্রবণে অভিসারার্থ অধীরা শ্রীরাধা স্বকীয় বেশকারিণী সখীকে কহিতেছেন সখি ! আমার অঙ্গ অলঙ্কৃত করার ছলে কেন এখন বৃথা বিলম্ব ঘটাইতেছ ? বেশের কোনও আবশ্যক নাই। অভিসারে এই শুভ

মাধব-চরণাঙ্গুষ্ঠ-নখদ্যুতিরয়মুদয়তি হিমধামা,
মা গুরুজনভয়মুদ্গিরমুহুরিয়মভবং ধাবিতুকামা ॥ ২ ॥
ত্বং সেবিতুমিহ পশ্য সনাতন পরমারণ্যজ বেশং—
গোপবধূ-ততিরিয়মুপসর্পতি ভানুসুতা তটদেশং ॥ ৩ ॥

সময়াতিক্রমং ব্যঞ্জয়ন্ত্যাহ—মাধবেতী। হিমধামা—চন্দ্রঃ। ননু চন্দ্রিকায়াং গচ্ছন্তীং ত্বাং গুরবঃপরিচেষ্যন্তীতিচেত্তত্রাহ—মা গুর্ব্বিতি। মোদ্গিরঃ—ন প্রদর্শয় যতো ধাবিতুকামাহমভবং ॥ ২ ॥

তং কৃষ্ণং সেবিতুং গোপবধূততি ভানুসুতা-তটদেশ মুপসর্পতি নন্বহমেব, কীদৃশং? সনাতনো—নিত্যঃ পরমোঽতিসুন্দরোঽরণ্যজোবেশোর্যস্য তং, সনাতনস্য পরমোধ্যয়ঽরণ্যজোবেশো যস্য তমিতি চার্থঃ পক্ষ ॥ ৩ ॥

মুহূর্ত্তের লেশমাত্র অপচয় সহিতেও অসমর্থা! ঐ শুন আমার গোকুল-মঙ্গল জীবিত-বল্লভের মধুর বংশী পঞ্চমে বাজিতেছে। এ ধ্বনি আমাদের বন গমনার্থ কন্দর্প-রাজের শাসন-সুনির্ব্বাহক ভেরী স্বরূপ। আর ঐ দেখ—আমার প্রাণকান্তের চরণাঙ্গুষ্ঠের নখদ্যুতি বহন করিয়া—আকাশের চাঁদ কত আনন্দিত! সখি! আমি আর কিছুতেই থাকিতে পারিতেছি না! এ সময়ে গুরুজনের ভয় উদ্গারণ করা বৃথা। আমি এই মুহূর্ত্তেই ধাবিত হইতেছি! চাহিয়া দেখ—নবকিশোর-নাগরের, বন-কুসুমাদিতে সুরচিত পরম-সুন্দর বন-বিহারী-বেশ দর্শনের জন্য নিখিল-গোপ-সুন্দরীগণ ভানুনন্দিনী যমুনার পুলিনে ছুটিয়াছে! হায়! আমি কি সকলের পাছে পড়িব?

(৫) ধানসি।

কোমল শশিকর-রম্যবনান্তর নির্ম্মিত গীত বিলাস,
তূর্ণ সমাগত, বল্লব-যৌবত বীক্ষণ কৃত-পরিহাস ॥ ১ ॥
(জয় জয়) ভানু সুতা-তট—রঙ্গ-মহানট, সুন্দর নন্দকুমার
শরদঙ্গীকৃত, দিব্য রসাবৃত, মঙ্গল-রাস-বিহার ॥ ধ্রু ॥

(গীতাবলীর ১৫ নম্বরের) এই গীতের বিদ্যাভূষণ ভাষ্য এইরূপ—হে নন্দকুমার! ত্বং জয় জয়েত্যন্বয়ঃ। কোমলৈঃ শশিকরৈ রম্যো বনান্তরে নির্ম্মিতো গীতবিলাসো যেন। তূর্ণং সমাগতানাং বল্লব-যৌবতানাং ভাববীক্ষণায় কৃতঃ পরিহাসো যেন ॥ ১ ॥

ভানুসুতায়া স্তটমেব রঙ্গো—নর্ত্তনস্থানং তত্র মহানট হে! শরদাঙ্গীকৃতো হঙ্গতাং প্রাপিতো দিব্যেনাপ্রাকৃতেনানুরাগেনাবৃতো মঙ্গলো-রাস-বিহারো যেন ॥ ধ্রু ॥

(৫) যিনি মহাযোগেশ্বরগণের ঈশ্বর—আপ্তকাম—পূর্ণানন্দকন্দ এবং রস-স্বরূপ তাঁহার সকল বাসনার-সার—নরলীলার-সারস্পদ—শ্রীরাসলীলার যথাযথ বর্ণনা মানবীয়-ভাষায় কি মানবের পরমায়ু পরিমিত সময়ে কদাপি সম্পন্ন হইতে পারে না, অথচ সে সাধে ভক্তের প্রাণ সততই লোভিত হয়। তাই এ মহালীলার স্মরণাবেশে আনন্দোন্মত্ত হইয়া পরমাভিবন্দনীয় গীতকর্ত্তা শ্রীমদ্ রূপগোস্বামীপাদ, মহোল্লাসে শ্রীরাসবিহারীর জয়োচ্চারণ করিতে করিতে লীলারসে অবগাহন এবং (এই গীতে ও পরবর্ত্তী গীতে) সংক্ষিপ্তসূত্রে লীলামৃতের কণিকা-পরিবেশন দ্বারা ভক্তগণকে কৃতার্থ ও জগতের ক্ষুধা, আকাঙ্ক্ষা, উৎকণ্ঠা ও লোভোৎপাদন করিয়াছেন। যথা—সুকোমল-শশি-কিরণে-প্রোদ্ভাসিত-পরম-রমণীয় বৃন্দাবনের বনান্তরে—সুমধুর সঙ্গীত-নৃত্য-বিলাসারম্ভী আমাদের নন্দনন্দনের জয় হউক।

গোপী চুম্বিত ! রাগ-করম্বিত ! মান-বিলোকন-লীন !
গুণ বর্গোন্নত, রাধা সঙ্গত, সৌহৃদ-সম্পদধীন ! ॥ ২ ॥
তদ্ বচনামৃত—পানমদাহৃত ! বলয়ী কৃত পরিবার !
সুর-তরুণীগণ মতি বিক্ষোভন ! খেলন বল্গিত হার ! ॥ ৩ ॥

হে গোপী চুম্বিত ! হে রাগ-করম্বিত—আলাপিত রাগ ! কান্তানাং মানস্য গর্ব্বস্য বিলোকনেন লীন—কৃতান্তর্দ্ধান হে। গুণবর্গোন্নতয়া—রাধয়া সহ সঙ্গত হে। তস্যা যা সৌহৃদ-সম্পত্তদধীন হে। যদ্বা—গুণোবর্গোন্নতায়াং রাধায়াং সঙ্গতা যা সৌহৃদ-সম্পৎ তদধীন হে ॥ ২ ॥

তাসাং গোপীনাং যানি বচনামৃতানি—জয়তিতেঽধিক মিত্যাদিনি তেষাং পানেন যো মদ স্তদ্বিষয়কেন প্রেমামত্ততা তেনাহৃত—তাসাং সদস্যানীত হে। বলয়ীকৃতো—মণ্ডলীভাবং প্রাপিতো নিজপরিবারং—স্বপ্রিয়াপরিকরো যেন হে। পুনরাবদ্ধ হল্লীসক নৃত্যোত্যর্থঃ। স্ব গান-মাধুর্য্যেণ সুরতরুণী গণানাং মতিবিক্ষোভয়তীতি তথা খেলনেন—নৃত্যক্রীড়য়া বল্গিতশ্চপলো হারো—মানিসরো যস্য ॥ ৩ ॥

মহানুরাগে লজ্জা-ধৈর্য্য,—ভয়, বিঘ্ন, দেহ, গেহ, বিস্মৃতা গোপযুবতীগণকে স্বনিকটে সমাগত দেখিয়া—যুগপৎ প্রার্থনা ও উপেক্ষাভঙ্গীময় বাগ-বিলাসী হে পরিহাসরস-নটেন্দ্র নন্দকুমার ! তোমার জয় হউক। হে যমুনা-পুলিন-রঙ্গভূমির মহানট ! হে শারদ-যামিনী-সমূহে অপ্রাকৃত-(দিব্য)-রসময়-সুমঙ্গল-রাস-বিহার অঙ্গীকারকারী নন্দ-সুন্দর ! তুমি সর্ব্বথা জয়যুক্ত হও। হে গোপী-গণের চুম্বনাস্পদ ! হে রাগালাপে রাগবর্দ্ধনকারী ! হে বিলোকনমাত্রে মানিনীর মান (গর্ব্ব) বিদূরক ! হে নিখিলগুণগ্রামে-বরীয়সী-শ্রীরাধার-প্রেমাধীন-রমণ ! তোমার জয় হউক।

হে বল্লবীবৃন্দের বচনামৃত-(দুঃখ আবেগ, ক্রোধ ও প্রেমপূর্ণ গোপী-গীত) পান-মদোল্লাসি ! হে গোপীমণ্ডল-বেষ্টিত ! (বলয়িত) হে নৃত্য-মাধুরীতে ও নৃত্য রঙ্গে-তরলিত-বক্ষস্থ হারের-সৌভাগ্য-দেবাঙ্গনাগণের মতি-বিক্ষোভনকারি !

অম্বুবিগাহন নন্দিত নিজজন—মণ্ডিত যমুনাতীর,
সুখসম্বিদ্‌ঘন! পূর্ণ-সনাতন! নির্ম্মল নীল শরীর॥ ৮॥

(৬) কর্ণাট।

স্ফুরদিন্দীবর নিন্দি কলেবর রাধা কুচ কঙ্কুমভর পিঞ্জর,
সুন্দর-চন্দ্রক-চূড় মনোহর চন্দ্রাবলী, মানস-শুক-পঞ্জর॥ ১॥

অম্বু-বিগাহনেন—জলবিহারেণ নন্দিতা নিজজনাঃ—প্রিয়গণা যেন। স্নানোত্থিতৈব স্বভূষণভূষিতৈ স্তৈ নিজজনৈ মণ্ডিতং যমুনায়াস্তীরং যেন হে সুখ-সম্বিদ্‌ঘন-সান্দ্রানন্দবিজ্ঞানস্বরূপ! হে পূর্ণ! সনাতন! হে নির্ম্মল!—মায়া-গন্ধাস্পৃষ্ট! হে নীলশরীর—শ্যাম-সুন্দরতনু! পক্ষে পূর্ণঃ সনাতনো যেনেতি চার্থঃ॥ ৪॥

বিদ্যাভূষণ-ভাষ্য (গীতাবলী ১৯নং গীত দেখ) যথা—অথাগস্তাভীর প্রিয়াভিঃ সার্দ্ধং বিহারমাহ—স্ফুরদিতি। প্রায়েণ স্ফুটার্থং!
পিঞ্জর-পিতহে। সুন্দরেণ চন্দ্রকেন যুক্তা চূড়া কেশ-পাশো যস্য॥ ১॥

হে রাস-নটেন্দ্র! তোমার জয় হউক। জল-কেলী-রঙ্গে নিজ জনের আনন্দ-বর্দ্ধনকারী, যমুনার তটভূমি-মণ্ডন হে আনন্দ-ঘন-বিগ্রহ! হে মায়াতীত-শ্যামসুন্দর রূপধারী! নিরন্তর তুমি জয়যুক্ত হও (এই লীলায় বিলসিত থাক)।

(৬) এ গীতের প্রতি-কথাই বিহার-বৈশিষ্ট উদ্দীপক। যথা—শ্রীরাধার কুচ-কুঙ্কুমের সংস্পর্শাধিক্য বশতঃ অপূর্ব্ব-পীত-কান্তিধারী (পিঞ্জর হে ফুল্লেন্দীবর নিন্দিত শ্যামতনু!) হে মনোহর-বর্হাপীড়! হে চন্দ্রাবলীর মনোহর শুক

জয় জয় জয় গুঞ্জাবলী মণ্ডিত—

প্রণয়-বিশৃঙ্খল গোপীমণ্ডল বরবিম্বাধর খণ্ডন পণ্ডিত ॥ ধ্রু ॥

মৃগবনিতানন-তৃণ-বিস্রংসন-কুশল-ধুরন্ধর মুরলি-কুজিত,

স্বারসিক-স্মিত-সুষমোন্মাদিত, সিদ্ধসতী-নয়নাঞ্চল-পূজিত ॥ ২ ॥

তাম্বুলোল্লসদাননসারস, জাম্বু-নদ-রুচি-বিস্ফুরদম্বর,

হর, কমলাসন, সনক, সনাতন, ধৃতি বিধ্বংসন লীলাডম্বোর ॥ ৩ ॥

প্রণয় বিশৃঙ্খলঃ স্নেহ বিবশঃ ॥ ধ্রু ॥

মৃগ বনিতানাং আননেভ্যো যত্তৃণং বিস্রংসনং কুশলং, তত্র ধুরন্ধরমতিসমর্থং—মুরলি-কূজিতং যস্য। স্বারসিকী—স্বাভাবিকী যা স্মিত-সুষমা—মন্দ-হাসাতি শোভা তয়োন্মাদিতানাং সিদ্ধসতীনাং নয়নাঞ্চলৈঃ কটাক্ষৈপূজিত হে ॥ ২ ॥

ডম্বোর—বিস্তারঃ ॥ ৩ ॥

পক্ষীর পঞ্জর! (খাঁচা) তোমার জয় জয় রবে ত্রিভুবন পূর্ণ হউক। হে সনজ-গুঞ্জাবলি-সমলঙ্কৃত শ্যামসুন্দর! নৃত্য-সঙ্গিনী প্রেম-বিহ্বলা-গোপ-সুন্দরী-গণের বর-বিম্বাধর খণ্ডনে সুপণ্ডিত হে নটরাজ! অনন্তকাল তুমি এইরূপ লীলায় জয়যুক্ত হও। সুমধুর-বংশীগীতে মৃগ-বনিতা (হরিণী) গণের মুখ হইতে তৃণগ্রাস ভুপাতনকারী—হে দেহ-ধর্ম-বিস্মারক-মুরলি-কুজন-পটু! স্বাভাবিক (স্বারসিক) স্মিত-সুষমায় বিমোহিতা (মন্দ হাস্যের মাধুর্যে) সিদ্ধসতী-ব্রজবাণীগণের নয়নোৎপলার্চ্চিততনু হে রসময়! আরবার তোমার জয় হউক। নৃত্যকালে অপূর্ব্ব কলার সহিত কান্তাগণকে চর্ব্বিত-তাম্বুল দান-সুদক্ষ হে তাম্বুল-রাঞ্জিত-উল্লসিতানন! হে জাম্বুনদহেম-রুচি-পীতবাস প্রাণানন্দী লীলা বিস্তার দ্বারা সনক সনাতনাদি পরম সিদ্ধ ও শিব ব্রহ্মাদি সিদ্ধেশ্বরগণের ধৃতি-বিধ্বংসক হে গোপীজন-বল্লভ! নিরন্তর তুমি জয়যুক্ত হও।

(৭) কামোদ।

কদম্ব তরুর ডাল ভূমে নামিয়াছে ভাল
ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি,
পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দাবন, কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী।
রাই কানু—বিলসই রঙ্গে—
কিবা রূপ লাবণি* বৈদগধি-ধনি ধনি।
মণিময় অভরণ অঙ্গে॥ ধ্রু॥
রাইর দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরি ধর
মধুর মধুর চলি যায়,
আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ
কোন সখী চামর ঢুলায়।

(৭) বৃন্দাবনের তরু গুল্মাদি যে "অপ্রাকৃত বস্তু" এ কথার এক প্রত্যক্ষ নিদর্শন এই যে, ব্রজলক্ষ্মীগণের শ্রীচরণ-রজঃ লাভের লালসায় এবং তাঁহাদের শ্রীহস্তে ফুল ফলাদির—অবচয়ন সৌভাগ্য-লাভার্থ ইহাদের শাখাপ্রশাখা-নিচয় নিরন্তর নিম্নাবনত! আজ যমুনাতীর-কাননবর্ত্তী কুসুমিত-কদম্বতরুরাজির এইরূপ ভাবটি অতি মধুরতর হইয়া প্রকাশ পাইতেছে দেখিয়া কোনও সখী কহিতেছেন—আহা! অবনী-অবনতাগ্র হইয়া এই কুসুমিত-কদম্বতরুগুলি কি চমৎকার ভাব বিস্তার করিতেছে! পরিমলে বৃন্দাবন ভরিয়া গিয়াছে!—ভ্রমর ভ্রমরীগণ প্রমত্ত হইয়া ফুলে ফুলে ক্রীড়া করিতেছে! বৃন্দাবনচন্দ্র আজ বৃন্দাবনেশ্বরীর সহিত রাসোৎসবে যাইতে ক্রীড়াস্থলীতে চলিয়াছেন—দেখিয়াই বুঝি ইহারা কর-পল্লবে-কুসুমাঞ্জলি ধারণ করিয়া অবনত মস্তকে অপেক্ষা এবং ভ্রমর-গুঞ্জনের ছলে স্তোত্র পাঠ করিতেছে!

পদকল্পতরু ও পদামৃতসমুদ্রের পাঠান্তর—* কিয়ে দোহু লাবণি।

পরাগে ধূসর স্থল, চন্দ্র করে সুশীতল
মণিময় বেদীর উপরে,
রাই কানু কর জোরি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি
পরশে পুলক তনু ভরে।
মৃগ-মদ-চন্দন করে করি সখীগণ
বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে,
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভা করে মুখ ইন্দু
অধরে মুরলী নাহি বাজে।

দেখ—আমাদের রাই কানু আজ কতরঙ্গে বিলাসিত! দুজনের শ্রীঅঙ্গে কি অপরূপ রূপলাবণ্য বিকাশিত! আচরিতে—কত দক্ষাতিদক্ষ কেলি-বৈদগ্ধ্য প্রকটিত! মণি-ভূষণগুলিতে বরবপু কি সুন্দর শোভান্বিত!! দেখ—প্রিয়তম গিরিধর—আপনার বাম করে প্রিয়তমা রাধার দক্ষিণপাণি ধারণ করিয়া কি অপরূপ মধুর মধুর গমনে চলিতেছেন! সখীসমূহ অগ্রে ও পশ্চাতে থাকিয়া উভয়ের উপরে ও গমনপথে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন—কেহ বা চামর ব্যজন করিতেছেন! ক্ষণপরে কহিতেছেন—দেখ, এক্ষণে পুষ্প-পরাগে ধূসরিত চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল-সুস্নিগ্ধ-মণিবেদিকায় উপনীত হইয়া উভয়ে উভয়ের করধারণ পূর্ব্বক ঘুরিয়া ঘুরিয়া—পরস্পরের বদনাবলোকন পূর্ব্বক কি চমৎকার-নৃত্যকলা বিস্তার করিতেছেন! অলৌকিক—নৃত্যরঙ্গে উভয়ের তনু প্রেমানন্দে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। সখীগণের কেহ কস্তুরী চর্চা—কেহ বা চন্দনপঙ্ক করে ধারণ করিয়া সেবার অবসর প্রতীক্ষা করিতেছেন, কেহ কেহ আনন্দোন্মত্ত হইয়া মহাসুগন্ধা-গন্ধরাজকুসুম বর্ষণ করিতেছেন। আর চাঁদের উপরে মুক্তাবলীর ন্যায় দুইখানি শ্রীমুখচন্দ্রই ঘর্ম্মবিন্দুতে অলঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। কি আনন্দ! মুরলী-মনোহরের মুখে এক্ষণে প্রাণোন্মাদিনী মুরলী বাজিতেছে না, হাস-বিলাস, রসকলা (নৃত্যানুবন্ধে চুম্বনাদি) এবং মধুর-বাক্য-বিলাসে আজ সকলের মনোরথ পূর্ণ হইতেছে!! গীতকর্ত্তা ঠাকুর

† রাস-বিলাস-রস— কলা, মধুর ভায
নরোত্তম মনোরথ ভরু,
চচকো বিচিত্র বেশ কুসুমে রচিত কেশ
লোচনে মোহন লীলা ধরু।

(৮) কামোদ।

কাঞ্চন-মণিগণ যনু নিরমাওল-রমণী—মণ্ডল সাজ,
মাঝহি মাঝ, মহামরকতমণি, শ্যামরু-নটবর রাজ।

নরোত্তম দাস কহিতেছেন দুজনের এই বিচিত্র বেশটি—কুসুমে সুরচিত। এই বেশের শোভাটি এবং এই মোহন লীলার ছবিখানি যেন চিরদিন আমার নয়নে লাগিয়া থাকে।

(৮) এ গীতে—উপমা, উৎপ্রেক্ষা, বিস্ময় ও অদ্ভুতালঙ্কারের দ্বারা বিচিত্রাদ্ভুত অপূর্ব্ব রাসনৃত্যের মধুরিমা বর্ণিত হইয়াছে। সখী-ভাবাবিষ্ট মহানুভব গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ কহিতেছেন—দেখ কাঞ্চন-মণির প্রতিমা-রূপিণী সুন্দরীবৃন্দ একক্ষণে মণ্ডলী রচনা করিয়া একত্রে মহানৃত্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং প্রেম-বিমুগ্ধ-নটবর-রাজ-শ্যাম-সুন্দর—লীলাশক্তির প্রভাবে সমানসংখ্যক মূর্ত্তিতে তাহাদের মাঝে মাঝে (এবং শ্রীরাধার সহিত মণ্ডলীর

পদকল্পতরু ও পদামৃতসমুদ্রের পাঠান্তর—† কুসুমিত বৃন্দাবন, কলপতরুবর গণ, পরাগে ভরল অলিকুল। রতনে খচিত হেম, মন্দির সুন্দর যেন, নরোত্তম মনোরথ পুর।

ধনি ধনি অপরূপ রাস-বিহার—
থির-বিজুরী সঙ্গে, চঞ্চল-জলধর, রস-বরিখয়ে অনিবার ॥ ধ্রু ॥
কত কত চাঁদ, তিমিরপর বিলসই, তিমিরহু কত কত চান্দ!
কনক-লতায়ে—তমালহু কত কত, ডুহু ডুহু তনু তনু বান্ধ।

মধ্য ভাগে) বিরাজিত হইয়া মহা মরকতমণির ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল-প্রভা ও শোভা বিস্তার করিতেছেন! আহা! কি বলিয়া আজিকার এ অপূর্ব্ব রাস-বিহারের প্রশংসা করিব! 'ধন্য' শব্দই আমাদের প্রশংসার সংকোচতা পরিজ্ঞাপক, কি এ শোভা—এ মাধুরী—এ অপূর্ব্ব রসানন্দ যে ধন্য হইতেও ধন্য!!

তৎপরে নটরাজের যুগপৎ প্রেম-বিহ্বলাঙ্গী প্রিয়তমাগণকে চুম্বন চর্ব্বিত-তাম্বুল দানাদি রসচাঞ্চল্য দর্শনে নীরব থাকিতে না পারিয়া কহিতেছেন—স্থির-মেঘে ঘনঘন-বিজুরীর সঞ্চার ও অন্তর্দ্ধানরূপ মনোহর রঙ্গ—সকলেই দেখিয়াছ, আজ তাহার প্রতিক্রিয়া! স্বভাব-চঞ্চলা-সৌদামিনীকে কদাপি অচঞ্চলা না পাওয়াতে জলধর এতদিন সে রঙ্গের প্রতিদান করিতে পারে নাই। তাহাতেই বুঝি আজ—স্থির বিজুরীর অচঞ্চল-প্রতিমা-মালাকে (বামতা-বিশূন্যা ব্রজ-বাম-লোচনা সমূহকে) একত্র পাইয়া চঞ্চল-জলধর (প্রেম-চাঞ্চল্যে অধীর শ্যামসুন্দর) আজ সাধ মিটাইয়া অনিবার রসবর্ষণ করিতেছে? আহা! আজিকার মহামহোৎসবে যেমন জলধরের চিরদিনের সাধ পূর্ণ হইতেছে! তেমনি সমুদয় অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হইয়াছে! জাগতিক স্বভাব-বিরুদ্ধতা পর্য্যন্ত বিদূরিত করিয়া প্রেমের জয়ধ্বজা উড়িতেছে! এই দেখ—আমাদের নয়নের নিকটে আজ কত শত শত চাঁদ (উজ্জ্বলাঙ্গী গোপাঙ্গনা) তিমিরের (নব ঘনশ্যাম সুন্দরের) উপরে এবং কত শত তিমির—চাঁদ সকলের উপরে অঙ্গ হেলাইয়া রাস-বিলাসের তরঙ্গে তরঙ্গিত!

তৎপরে নাগরের প্রত্যেক প্রকাশ-মূর্ত্তি ও রঙ্গিণীগণের পরস্পরের স্কন্ধে ভুজবেষ্টন দর্শনে কহিতেছেন—এ জগতে তমাল-তরু সর্ব্বদাই লতায় বেষ্টিত থাকে, কখনও স্বর্ণ-লতাকে জড়াইয়া নিজসাধ পূর্ণ করিতে পারে নাই,

কত কত পদ্মিনী—পঞ্চম গাওত, মধুকর ধরু শ্রুতিভার,
মধুকর মিলিকত, পদ্মিনী গাওত, মুগধল গোবিন্দদাস।

(৯) বেলোয়ার।

বাজত ডম্ফ, রবাব পাখোয়াজ,
করতলে তালতরল এক মেলি।

কিন্তু চাহিয়া দেখ আজ কত কনকলতা ও কত তমাল পরস্পরকে তুল্যরূপে বেষ্টন করিয়া শোভা পাইতেছে! অনন্তর সঙ্গীতরাতি লক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন—

পদ্মিনীগণ চিরদিন মধুকরের গুঞ্জত-গীতি শুনিয়াই জুড়াইয়া আসিতেছে, কদাপি ভ্রমর-বধুয়াকে গান শুনাইয়া কৃতার্থা হইতে পারে নাই। আজ তাহাদের আনন্দ কে দেখে—আহা! কত কত পদ্মিনীগণ আজ পঞ্চমে গান করিতেছে আর মধুকর-নিকর তাহাদের সহিত সুর দিতেছে! আবার মধুকর-নিকরের গীতের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া ও পদ্মিনীগণ—প্রেমভরে স্বর-লহরী ছড়াইতেছে! হায় হায়! এ মহানন্দের বর্ণন কি মানবের সাধ্য? আমার মন—মুগ্ধ এবং ইন্দ্রিয়-বৃত্তী—বিলুপ্ত হইয়া উঠিয়াছে!

এ গীতোক্ত কত কত পদ্মিনী যে গোপসুন্দরীগণ এবং কত কত মধুকর যে শ্রীকৃষ্ণের বহু মূর্ত্তি একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

(৯) এ গীতটি রাস-রাজ্ঞণীগণের রস-চেষ্টিতের ও প্রেম-চরিতের ছবি। যথা—ডম্ফ, রবাব, পাখোয়াজ প্রভৃতি নানাযন্ত্রের নিনাদ এবং ঐকতান তরল-করতল-ধ্বনির তালে তালে কলাবতী সকল বিচিত্র ভঙ্গীতে চরণ সঞ্চালন করিতেছেন আর নটরাজের প্রত্যেক প্রকাশ-মূর্ত্তির সহিত প্রত্যেক হাত ধরাধরি ও প্রেমদৃষ্টি দ্বারা রস-বিলাস করিতে করিতে জলদজালের সহিত

চলত চিত্র গতি, সকল কলাবতী,
করে কর নয়নে নয়ন করুথোলি ॥
নাচত শ্যাম সঙ্গে বরনারী—
জলদ-পুঞ্জ-বপু, তড়িত লতাবলী
অঙ্গ ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি ॥ ধ্রু ॥
নটন হিলোলে, দোলে মণি-কুণ্ডল,
শ্রমজলে ঢল ঢল বদন-সুচন্দ।
রসভরে খলিত, ললিত-কুচ-কঞ্চুক
খসত নীবি অরু কবরীকো বন্ধ। *
উছ উছ সরস, পরশ-রস লালস,
রহই দুহু দুহু তনু তনু লাই।

বিদ্যুল্লতাবলীর বিলাসের ন্যায় রঙ্গ-চাপল্য প্রদর্শন করিতেছেন। আনন্দের অপার সমুদ্র উছলিয়া উঠিয়াছে! কত শত প্রকার মধুর-অঙ্গভঙ্গী এবং ক্ষীণ-কটি ও কর-চরণাদির বিনোদ-পরিচালনা—স্মিত ভ্রূ-বিলাস, ভুজলতার দ্বারা মাধবের স্কন্ধ বেষ্টন, বাহু চুম্বন, গণ্ডে গণ্ড সংযোজন, এবং বদনের দ্বারা চর্ব্বিত-তাম্বুল সংযুক্ত অধরামৃত গ্রহণাদি কত কত উদ্দাম-রস-রঙ্গ বিস্তার করিতেছেন, ইয়ত্তা করে কাহার সাধ্য?

নৃত্য-রঙ্গে সকলেরই মণি-কুণ্ডলসমূহ অনবরত বিলোলিত হইতেছে। বদন-চাঁদের মণ্ডলী—শ্রমজলে ঢল ঢল করিতেছে, কুচ-কঞ্চুকাবলী—রসভরে স্খলিত হইয়া গিয়াছে! নীবিও কবরীর বন্ধন খুলিয়া যাইতেছে! তৎপ্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই, আরোও দেখ—প্রত্যেক যুব-যুগলই পরস্পরের স্পর্শ-রস লাভের লালসায় অঙ্গে অঙ্গ লাগাইয়া রসানন্দে মত্ত রহিয়াছেন!

* কোনও কোনও হস্তলিখিত পুঁথির পাঠান্তর—'খসতহি নিবি কত কবরিকো বন্ধ।' পদকল্পতরুর পাঠান্তর—। তনু তনু আলসে রহত লুলাই।

গোবিন্দদাস পহু, মুরতি মনোহর‡

কত যুবতি মতি§ আরতি বাঢ়াই।

(১০) গান্ধার।

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর

যমুনার তীরে কেলীকদম্বের বন,
রতন বেদীর পর বসাব দুই জন

দর্শনকারিণীর ভাবাবিষ্ট গীতকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ কহিতেছেন—আহা! দেখ আমার পহু (দেহ মনের অধীশ্বর) আজ রস কৌতুকে যুবতীগণের কত মত আনন্দ বাড়াইতেছেন!—সুখস্পর্শ দানে আজ বক্ষ-বর্ত্তী রতি-প্রিয়া প্রেয়সী-গণকে কেবলই প্রমোদিতা করিতেছেন আর তাহারা রসোল্লাসে প্রমত্ত হইয়া উচ্চকণ্ঠের প্রেমগীতি এবং হংসক বলয় নূপুরও কিঙ্কিণীধ্বনি দ্বারা তদীয় আনন্দ বিধান করিতেছেন! এবং সকলে আনন্দের পাথারে সাঁতার দিতেছেন!!

(১০) সেবাপরা সখীগণের অনুগত হইয়া—(গুরু-রূপা সখীর অধীনে) নিকুঞ্জ-বিলাসী রাধামাধবের প্রেম-সেবা সম্পাদনঃ—রাগানুগীয় ভক্তগণের সকল বাঞ্ছিতের সার, এই সকল আকাঙ্ক্ষাই তাঁহাদের জীবনের এক মাত্র অবলম্বন। সিদ্ধ-ভাবাবেশে মানসী-সেবা এবং সাধক-ভাবাবেশে ভক্তাঙ্গের উৎকট-আকাঙ্ক্ষাময়-উৎকণ্ঠার সহিত শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ সকল যথাসম্ভব যাজন করাই শ্রীমহাপ্রভুর অনুমোদিত ভক্তিপদ্ধতি।

ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু দয়ার ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দর—জীবের অকপট-আকাঙ্ক্ষা পূরণে নিরন্তরই মুক্তহস্ত; কিন্তু কি দুঃখ! কুবিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কৃমি আমরা

পদকল্পতরুর পাঠান্তর—‡ মনোভব; § রতি।

ললিতা বিশাখা আদি সব সখীবৃন্দে
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দে
শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ
চামর ঢুলাব কবে হেরব মুখচন্দ

মনে প্রাণে মিশাইয়া—দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত তাঁহার শ্রীচরণে অবিচলিত-উৎকণ্ঠার ভাষায় মনোভিলাষপরিজ্ঞাপনেও পরাঙ্মুখ! মহাপ্রভুর ধর্ম্ম-পালক কৃপাময়-মহাজনগণ—আমাদের এই দুর্ভাগ্য-দুর্দ্দশা-দর্শনে অবিরত আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন, হায়! তথাপি আমরা মোহের মহানিদ্রায় অভিভূত!

বাহ্য-দশার স্ফূর্ত্তিসময়ে বিরহাকুল হইয়া স্বাভীষ্টদেবের চরণে—লালসাও উৎকণ্ঠাময় প্রার্থনা পরিজ্ঞাপন—মহানুভবমাত্রেরই মজ্জাগত-রীতি। আজ সখী-ভাবাবেশে লীলানুগতির মধ্যে হঠাৎ বাহ্যস্ফূর্ত্তি হওয়ায় এই গ্রন্থের মহানুভব সংগ্রহকর্ত্তা মহোদয় তদনুসারে—শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর দাসানুদাস—অভিমানে, এ গীতের দ্বারা তাঁহার শ্রীচরণে—আপন অভিলাষ ও আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। গীতার্থ সুস্পষ্ট; তথাপি আমরা অন্তর্নিহিত ভাবের কিঞ্চিৎ রস-বিশ্লেষণার্থ চেষ্টা করিতেছি। যথা—

দেহের সহিত প্রাণের যে সম্বন্ধ, ব্রজকিশোর-শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং ব্রজ-কিশোরী-মণি-শ্রীরাধার সহিত—আমার সেই সম্বন্ধ, অর্থাৎ আমি দেহ এবং তাঁহারা আমার প্রাণ। তাঁহাদের বিরহে আমার বল, বুদ্ধি, কৃতিত্ব, মনুষ্যত্ব, ধন, সম্পদ, অভিমান, গৌরব, অন্তর্হিত হইয়া যায়!! তাঁহাদের সম্বন্ধ ব্যতীত—'আমি' প্রাণ-শূন্য-শব-দেহের ন্যায়—বীভৎস—ঘৃণাহ—অস্পৃশ্য ও অপকারক-দ্রব্য-সমষ্টি মাত্র! অতএব দেহ যেমন সর্ব্বপ্রযত্নে প্রাণের পরিতৃপ্ত ও প্রসন্নতাসাধন দ্বারা—কৃতার্থ ও পরিপুষ্ট হয়, হায়! শ্রীশ্রীরাধাশ্যামের প্রেম সেবায় কি আমার সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ-রতি-মতি ও অনিবার্য্য-বিক্রিয়া কখনও উৎপন্ন হইবে?

ভাবোচ্ছ্বাসে উচ্ছলিত গীতকর্ত্তা এ উপমায়ও পরিতুষ্ট না হইয়া কহিতে-ছেন—আমার বলা ঠিক হইল না! প্রাণের সহিত দেহের সম্বন্ধ—কেবল

* অন্যান্য গ্রন্থে আমাদের ৫—৬ পংক্তির স্থলে ৭—৮ পংক্তি এবং সর্ব্বশেষে ভণিতা পদের উপরে ঐ ৫।৬ পংক্তি সন্নিকট।

মালতী ফুলের মালা গাঁথি দিব উরে*
অধরে তুলিয়া দিব তাম্বূল কর্পূরে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস
নরোত্তমদাস করে সেবা অভিলাষ।

ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভাগে শ্রীরাসবর্ণন ত্রিংশ ক্ষণদা।

ইহকাল মাত্রে ব্যাপক, কিন্তু শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম আমার জীবনে মরণে অর্থাৎ কি ইহকাল কি পরকাল সকল কালেরই অনন্যগতি—এবং একমাত্র অবলম্বন—আমার নিত্য-পরিসেবনের আনন্দ-বিগ্রহ!! উপমার দ্বারা এই লোকাতীত সম্বন্ধ-তত্ত্ব প্রকাশের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র! তথাপি—প্রাণের ন্যায় ভালবাসাই জড়জগতে আমাদের আদর্শ ও অভিলষিত বটে। হায়! আমার কি এমন শুভদিন হইবে? যেদিন আমি শ্রীধাম বৃন্দাবনকে নিজ-হৃদয়ের-ন্যায় জ্ঞান করিব এবং প্রাণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ও হৃদয়স্থ প্রাণের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া জীবের যেরূপ সুখ, স্বাস্থ্য ও আনন্দলাভ হয়—প্রেম-ধাম শ্রীবৃন্দাবনের যমুনোপকূলবর্ত্তী কেলী-কদম্বের কাননে, সুরম্য-রত্ন-বেদিকার উপরে আমার প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বরীকে একাসনে বসাইয়া আমি কি সেইরূপ মনোসুখে ললিতা বিশাখাদি সখীগণের আজ্ঞানুসারে নিরন্তর দুজনের চরণ সেবা করিব? হায়! কবে আমি সেবাপ্রাণা দাসী হইয়া রসময়-লীলাবিলাসী-শ্যামগৌরীর শ্রীঅঙ্গ সুগন্ধ-চুয়াচন্দনে চর্চ্চিত করিব? কবে একত্রোদিত-চন্দ্রযুগলের ন্যায় উভয়ের লীলা-প্রফুল্ল বদন বিলোকন করিতে করিতে দুজনকে একত্রে চামর-ব্যজন করিব? কবে দুজনের বক্ষে স্বহস্ত-গ্রথিত মালতীর-মালা দোলাইয়া প্রাণ জুড়াইব? ও শ্রীমুখ-কমলে তাম্বূল-বীটি প্রদান করিয়া রসাস্বাদন রঙ্গ-দর্শনে ধন্য হইব? প্রভো শচীনন্দন! তোমার এ দাসানুদাসের চিরাকাঙ্ক্ষিত সেবাভিলাষ আর কত দিনে পূর্ণ হইবে?

অন্যান্য গ্রন্থে পাঠান্তর দৃষ্ট হয় যথা—* কালিন্দীর কূলে; † গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।

সম্পূর্ণ।